

লগুন-রহস্য

বা

বড়দলের শুভলীলা।

প্রথম পরিচ্ছেদ

অপূর্ব রহস্যভেদ



চ্যাপেল শ্রমনিবাস। ইতিপূর্বে এক পরিচ্ছেদে আমরা জমস্বেলুথ আর ডাক্তার সাহেব নিষ্ঠুরে রহিলেন।
কালে কুসৃতিক। অবসানে সূর্যোদয়সময়ে চ্যান্সারী লেনের গির্জা-বন্দে হইতে বীরাকনা লেডী গির্জায়া রাস্তার দিকে উঁকি মারিতেছিল, সেই প্রাতঃকালে হোয়াইট চ্যাপেল শ্রমনিবাসের গরীব লোকের চিকিৎসাগারে পূর্বোক্ত রোগী ও ডাক্তার। সে ঘরে প্রবেশ করে নাই, চারিদিকে অন্ধকার ছবি।

রোগীর মুখ বিষম। চিকিৎসাগারের গবাকের মরণ পঙ্কার ভিতর দিয়া অন্ন আলো আসিতেছিল, সেই আলো দেখিয়া মেলুথের শুক মুখে একটু হাসি আসিল। ডাক্তার বলিয়াছেন, শীঘ্র তুমি আরাম হইবে। শীঘ্রই তুমি ঠাট্টা বেড়াইতে পারিবে, সেই আশ্বাসবাক্য শ্রবণ করিয়া রোগী মনে মনে ভাবিতেছে, এই কুৎসিত স্থানের চর্গকর্মর বায়ুর পরিবর্তে প্রথমতঃ মরণমানে পরিভ্রমণ করিয়া বিস্তৃত বায়ু সেবন করিতে পারিব, অবশেষে দরিদ্র রোগিগণের ক্রন্দন এবং দাত্তীগণের কটুবাক্য বজারের পরিবর্তে বৃক্ষে বৃক্ষে বহুকুলের মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাইব।

রোগীর মুখে মুহূর্তের অল্প মুহূর্ত দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া ডাক্তার সাহেব বলিলেন, “হাঃ! তুমি বেশ আছ।”

মেলুমথ উত্তর করিল, “হা মহাশয়,—আমি অনেক ভাল আছি। বিঃ এই ভয়ঙ্কর—মহাভয়ঙ্কর স্থানে ঘটনাক্রমে আমি আশ্চর্য পুস্তকভাণ্ডার দেখিতে পাইয়া, অনেক দিনের পর পরমানন্দ উপভোগ করিয়াছি।”

রোগীর বিছানার এক ধারে বসিয়া, রোগীর প্রতি দৃষ্টিনিষ্কেন্দ্র করি ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভয়ঙ্কর স্থান—“ভয়ঙ্কর ঘটনা, এ কথা কি ? আমি বুঝিতেছি, এ অবস্থার পুস্তকভাণ্ডার-দর্শনে তোমার যন্ত্রণা বাড়িয়াছিল, কিন্তু ‘ভয়ঙ্কর’ এই কথাটা—”

• রোগীর সর্কান কাঁপিল, যেন খিঁচুনি ধরিল; উদাস-নয়নে চাহিয়া অতি ক্রীণবরে সে বলিতে লাগিল, “না মহাশয়, জিজ্ঞাসা করি-বেন না,—ও কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না; আমার প্রাণের ভিতর বিস্তর ভয়ানক ভয়ানক শোচনীয় গুহ্যকথা নিহিত আছে, এখন আমি আপনায় কাছে সে সকল কথা বলিব; রসনাগ্রে সেই সকল ভয়ানক কথা যোগাইতেছে। আপনি যদি আমার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে একটি কথাও বলিতাম না; কিন্তু দেখিতেছি, আমার প্রতি আপনার দয়া হইয়াছে, আপনি আমাকে সদয়-নয়নে দেখিতেছেন, সদয় বাক্য বলিতেছেন, অবশ্যই আমি আপনার কাছে মনের কপাট খুলিব। আপনি দোহাই,—আপনি আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না।”

ডাক্তার সাহেবটী স্বভাবতঃ সদয়প্রকৃতি, চিকিৎসাকার্য্যে বদ্ধ, রোগীদের প্রতি তাঁহার বিশেষ স্নেহ; মেলুমথের মুখ দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন, ইহার অন্তরে দারুণ বাতনা তোলপাড় করিতেছে; এক্ষণে রোগীর মুখে ঐরূপ যন্ত্রণাসূচক উক্তি শ্রবণে তিনি সদয়ভাবে বলিলেন, “বল, তোমার মনের ভিতর কি ভয়ঙ্কর কথা সঞ্চিত আছে, মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত কর, আমি কাহারও কাছে প্রকাশ করিব না; দুঃখের কথা মুখে প্রকাশ করিলে দুঃখের অনেক লাঘব হয়, ইহা তুমি জানো, অসঙ্কোচে আমার কাছে মর্মান্বোধনা ব্যক্ত কর। গুরুর কাছে পাপস্বীকার করিলে মনে যেমন শান্তি আইলে, তুমিও সেইরূপ শান্তি পাইবে।”

ঘন ঘন বুক চাপড়াইয়া, পাগলের মত চক্ষু ঘুড়াইয়া মেলুমথ বলিল, “সে সকল যন্ত্রণার কথা এইখানে—এইখানে জমা করিয়া রাখিয়াছি, সংসারে অনেক যন্ত্রণা পাইয়াছি, একে একে আপনাকে শুনাইব।”

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি আমাকে বন্ধ বলিয়া বিখ্যাত করিতে পার ?”

ব্যস্তভাবে ডাক্তারের সুখণানে চাহিয়া মুহূর্ত্তের মেলুমথ বলিল, “অবশ্য

বিশ্ব, আমি আপনাকে প্রকৃত বন্ধু বলিরাই জানিতেছি।" এই পর্বাঙ্গ বলিয়া আরও কৌশল করি। "আপনি আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া হেঁট হইয়া বসুন, আমি আরও ঘোরে ঘোরে কথা কহিব। পাশের ঘর হইতে কেউ আমার কথা শুনিতে না পার, এইরূপ সাবধান হইতে হইবে।"

ডাক্তারের একটু ভয় হইল, রোগীর মুখের কাছে কর্ণ রাখিয়া তিনি একটু হেঁট হইয়া বসিলেন। একটি কথাও যেন ছুট না যায়, এইরূপ ভাব। মেলুমথের-মুখানি সহসা পাণ্ডুবর্ণ হইল; ডাক্তার বুকের ভিতর মহাভয়ের সকার।

বুদ্ধিবশে শক্তি ৫ ভাব সংধারণ করিয়া মেলুমথ চুপি চুপি বলিতে লাগিল, "গভীরত্রে আমি এক অভূত ব্যাপার দর্শন করিয়াছি। ভয়ানক ব্যাপার! এই বিছানার আমি শয়ন করিয়া ছিলাম, বায়ু-সকার ছিল না। চতুর্দিক অন্ধকার, সেই অন্ধকারে উঠিয়া, আমি একটা জানালা খুলিয়া সেইখানে দাঁড়াইলাম। কি দেখিলাম?—অন্ধকার,—ঘোর অন্ধকার। আকাশ ও পৃথিবী একাকার। দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ সেই ঘোর অন্ধকার ভেদ করিয়া খানিক দূর পর্য্যন্ত আলো হইল। আমি চমকিত হইলাম; ক্রমশই সেই আলোকবীতির বিস্তার। চাহিয়া দেখিলাম আকাশে চন্দ্ৰোদয় হইয়াছে। চন্দ্রকিরণের অন্নবীতি অদূরে

দৃষ্ট হইতেছে। সমুদ্রে প্রাণও গোরস্থান; কিরংদূরে একটা শিশি ভরদিত হইয়া ছুটিতেছে। গোরস্থানে ছোট বড় সেই সব আমি দেখিতেছি। কবরের উপর চাঁদের আলো পড়িয়াছে, কিছুই অদৃশ্য নয়। উঃ! কি ভয়ঙ্কর! দেখিতে দেখিতে দেখিলাম, একটা গোরের নিকটে একটা কফিন, সেই শব-সিন্দূরের পাশে একটা মৃতদেহ। উঃ! দেহটি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা। কে যেন গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ তুলিয়া সেইরূপে কাটিয়া গিয়াছে। উঃ! আর কি দেখিলাম?—সেই গোবের পার্শ্বে আমার নিজের প্রতিমূর্তি। আমি দাঁড়াইয়া আছি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। অকস্মাৎ যেন নৃতন কাপড়ের খস-খস শব্দে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। একটা মূর্তি যেন গোরের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। একটা নয়, দেখিতে দেখিতে এক, দুই, তিন করিয়া অনেক মূর্তি। স্ত্রী পুরুষ সকলেই একত্র! প্রেতভূমিতে অবশ্যই প্রেতমূর্তি। এক একটা মূর্তি যেন অনিমেব-চক্ষে এক একবার আমার দিকে তাকাইতে লাগিল। ভয়ানক! ভয়ানক! অসংখ্য ভূতের মেলা! বহুদিন পূর্বে বাহাদুরের গোর হইয়াছে, বাহাদুরের দেহ বাটা হইয়া গিয়াছে, তাহারও মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া প্রেতভূমিতে উঠিয়াছে! বাহাদুরের নৃতন গোর হইয়াছে, তাহারও উঠিয়াছে। উভয় দলের আকার ভিন্ন ভিন্ন;—বাহারা বহুপূর্বে মরিয়াছিল, তাহাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পচা,—কীর্ণ-

শীর্ণ; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ওষ্ঠ কিছুই নাই; কেবল এক একটা গর্ভ, পাত-বহির্গত; বাহ্যার নূতন মরিয়াছে, তাহাদের শরীর তালা,—মুখ বিবর্ণ, চক্ষু পলক নাই। ওঃ! ভয়ঙ্কর স্থান! ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভোগবিলাসী বড় বড় ধনবান্ লোকেরা, ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত গরীবলোকেরা, সকলেই এক ঠাঁই! গোর-স্থানে ছোট বড় বিচার থাকে না, সকলেই এক সঙ্গে দলবদ্ধ হইয়া প্রেতভূমির মহিমা দেখাইতেছে। আকাশের চন্দ্র তাহাদের মিলন-দর্শনে মুহু মুহু হাস্য করিতেছে। আমার সেই প্রতিমূর্ত্তি তখনও সেই স্থানে সেই ভাবে শয়ন করিয়া আছেতেনে নিদ্রা বাইতেছিল। হঠাৎ সেই মূর্ত্তি—তাহাই বা কেন বলি,—আমি নিজেই হঠাৎ জাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, নরনারীর প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করিলাম! উঃ! একি! প্রেতদলের মধ্যে বেশ দেখিলাম, আমার নিজের পত্নী!”

এই বৃহত্তম বর্ণন করিতে করিতে মেলুমথ গৌঁ গৌঁ শব্দ করিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল। ঠিক যেন মরা মানুষ।

ডাক্তার ভয় পাইলেন না,—সত্য সত্য ভয় পাইলেন না। কেন না, তিনি অনেক গরীব রোগীর মরণ দেখিয়াছেন। তখন তাঁহার এই ভাবনা হইল, আসল ব্যাপারখানা কি, তাহার সন্ধান জানিবার, অগ্রে লোকটা যদি মরে, তবে জ্ঞাতব্য বিষয়টা অজ্ঞাত রহিয়া যায়। মেলুমথ কে অদ্ভুত গল্প-বৃত্তান্ত বর্ণন করিল, যাহা সে সত্য বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে তাহার মূল কি, সেটি জানিবার জন্য ডাক্তার সাহেবের বড়ই আগ্রহ। ক্ষণেক চিন্তা করিয়া ডাক্তার সাহেব মেলুমথের নাড়ী দেখিলেন, বক্ষে হস্তাণ্ণ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করিলেন,—বুকিলেন, লোকটা মার নাই, মুচ্ছা গিয়াছে। ইহা স্থির করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ মুচ্ছাভঙ্গের ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। মেলুমথের জ্ঞান হইল, কিন্তু সে অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল, কথা কহিতে পারিল না। ডাক্তার তখন আর একটি ঔষধ খাওয়াইলেন, রোগী পাইয়া পড়িল। ডাক্তার সাহেব সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন; ধাত্রীকে বলিয়া গেলেন, “বৈকালে আবার আসিব।”

ডাক্তার খাবুঠনের সহিত এই ডাক্তারটির বিশেষ সম্বন্ধ, তাঁহার নিকটে ইনি বিজ্ঞানের অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছেন। অশ্রমনিবাস হইতে বাহির হইয়া ডাক্তার সাহেব সহরের ওয়েস্ট-এন্ড মেফেরার পল্লীতে ডাক্তার খাবুঠনের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন; কথায় কথায় খাবুঠনকে তিনি বলিলেন, “হোয়াইট চ্যাপেল গরীবনিবাসে একটা চিন্ত-চাকল্যের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। একজন গরীব রোগী সেট রোগে আক্রান্ত।” কোতুকী হইয়া ডাক্তার খাবুঠন বলিলেন, “আমি

তবে তোমার সহিত সেই রোগীকে দেখিতে যাইব।" কথা স্থির হইল, অতঃপর ডাক্তার খাবুঠেনের ঘেখানে ঘেখানে ডাক ছিল, সেই কাজগুলি সারিয়া তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন। তাঁহার লাইব্রেরীতে যে কয়েকটি নূতন নিদর্শন রক্ষিত হইরাছে, বন্ধুকে তাহা দেখাইলেন; তদ্ব্যতীত গুরুভার-চাপনে মৃত একটি শিশুর দেহ। এই সকল দেখা-শুনা হইলে দুই বন্ধুতে কিছু জল খাইয়া বেলা ৩।০ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় উভয়ে শকটারোহণে উক্ত শ্রমনিবাসে গমন করিলেন।

গরীব নিবাসে উপস্থিত হইয়া ডাক্তারেরা যখন মেলমথকে দেখিতে যাইতে-ছিলেন, সেই সময় মাঝের ঘরে দুটি বালক আর একটি বালিকাকে দেখাইয়া নিবাসের ডাক্তার তাঁহার বন্ধুর কানে কানে বলিলেন, "যে রোগীকে আমরা দেখিতে যাইতেছি, সেই রোগীর এই দুটি পুত্র আর এই কন্যাটি।"

ডাক্তার খাবুঠেন বলিলেন, "জাগ! ইহারা বড় কাহিল,—ইহাদের গায়ে রক্ত নাই।"

ডাক্তার বলিলেন, "এখন তবু ইহারা কাপড় পরিয়াছে; আজ সকালবেলা যদি তুমি ইহাদিগকে খালি গায়ে দেখিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিতে।" এইরূপ বলাবলি করিতে করিতে তাঁহারা মেলমথের ঘরে চলিলেন।

ডাক্তারেরা সে ঘর হইতে চলিয়া যাইবার পর তিনটির মধ্যে বড় ছেলেটি তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার হস্তধারণ করিয়া, চক্ষের জলে ডালিয়া চুপি চুপি বলিল, "দেখিরাছ? চিনিরাছ? ডাক্তারের সঙ্গে যে লোকটা আসিরাছে, ঐ লোকটা আমাদের সেই শিশুটির মৃতদেহ লইয়া গিয়াছিল; গোর দিতে দেয় নাই। লোকটা ভারী দুষ্ট, ভারী নির্দয়।"

এই কথা শুনিয়া, ঠিক না বুঝিয়াও ছোট ছেলেটি আর বালিকাটি কান্নিতে আরম্ভ করিল। ডিউকের ছেলেরা এ অবস্থায় যে রকম কাঁদে, গরীবের ছেলে-রাও সেই রকম কাঁদিল।

অভাগা মেলমথ যে ঘরে শুইয়া ছিল, ডাক্তারেরা সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

মুজ্জাভদের পর মেলমথ অমনকক্ষণ ঘুমাইয়াছিল, জাগরিত হইয়া মনেকটা স্তব্ধ বোধ করিয়াছে। ডাক্তার যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ? সে তখন ঐ কথা বলিল।

রোগীর কানের কাছে হেঁট হইয়া ডাক্তার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, মনস্থির হইরাছে? মনস্থির হইরাছে? ভয় নাই। যিনি আমার সঙ্গে আসিয়া-

ছেন, ইহার সাক্ষাতে কথা কহিতে ভয় পাইও না ; ইনি আমার পরম বন্ধু, ইনিও একজন বড় ডাক্তার ।”

কিঞ্চৎ রূক্মধরে মেলুমথ বলিল, “আমি গরীব, আমি রোগবন্ত্রণা ভোগ করিতেছি ; কোতুহলবশে ইনি আমাকে দেখিতে আগিয়াছেন ? কেমন, এই নয় ?”

ডাক্তার বলিলেন, “চিকিৎসকেরা কেবল কোতুহলের দাস নহেন, রোগীর বাহাতে উপকার হয়, ডাক্তারদিগের তাহাই মনোগত ইচ্ছা ।”

কিঞ্চৎকণ চিন্তা করিয়া অল্পট মৃদুবাণ্যে মেলুমথ বলিল, “হী মহাশয়, বুঝি-লাম, আপনি বাহা বলিলেন, তাহাই ঠিক ; কিন্তু আজ প্রাতঃকালে আপনাকে যে সকল ভয়ানক কথা আমি বলিয়াছি, তাহা আপনি এই ভদ্র-লোকটিকে বলেন নাই ত ?”

ডাক্তার সাহেব চুপি চুপি বলিলেন, “বিশ্বাস করিয়া তুমি তোমার যে সকল গুহ্য কথা আমাকে বলিয়াছ, তাহা আমি অপরের কাছে প্রকাশ করিব, এমন কি তুমি বিবেচনা কর ? না, কিছুই বলি নাই ।”—এই পর্ষান্ত বলিয়া, ডাক্তার ধারুইনের দিকে চাহিয়া তিনি একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “বাহার কথা তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম, এই সেই রোগী ; ইহার প্রতি আমার বিশেষ বশ্ব ।”

পূর্বের কোন কথা কিছুই যেন জানেন না, এই ভাব দেখাইয়া ডাক্তার ধারুইন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার পীড়াতে কি কোন প্রকার বৈচিত্র্য আছে ?”

ডাক্তার উত্তর করিলেন, “অন্ধের নানা স্থানে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে ; বাচিয়া আছে, ইহাই আশ্চর্য্য ।”

ধারুইন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি প্রকারে আঘাত লাগিয়াছিল ?”

ডাক্তার উত্তর করিলেন, “জনকতক লোক একটা ময়দানে বন্ধু ছুড়িতে-ছিল, এই লোকটি সেই স্থান দিয়া বাইতেছিল, ঐকারীদের অসাবধানতার গোটাকতক গুলী ইহার অঙ্গে লাগিয়াছে ।”

ডাক্তার ধারুইন জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছোট ছোট গুলী বোধ হয় ?”

ডাক্তার উত্তর করিলেন, “নিতান্ত ছোট নয় ; চৰ্ম্ম ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে বাহির করা যায় না । এই গরীব লোকটির দক্ষিণ-পদে ও বাম-পদে সেই সকল গুলী লাগিয়াছিল ।”—এই বলিয়া ডাক্তার ধারুইনকে তিনি গোটাকতক গুলী দেখাইলেন ;—বলিলেন, “রোগীর ক্ষতস্থান হইতে এই সকল গুলী আমি বাহির করিয়াছি ।”

ডাক্তারদ্বয়ের এইরূপ কথোপকথন-প্রবণে মেলুমথ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, “আপনাদের ঐ সকল কথা শুনিয়া—”

ডাক্তার বলিলেন, “শান্ত হও ; তোমাকে যন্ত্রণা দিবার নিমিত্ত আমরা ঐ সকল কথা বলি নাই, শুনিয়া তুমি কষ্ট পাইবে, তাহাও ভাবি নাই ।”

যে কয়েকটা গুলী ডাক্তার খারষ্টন দেখিলেন, শীকারীরা সচরাচর তাহা ব্যবহার করে না। দেখিয়াই তিনি সবিস্ময়ে বলিলেন, “অসাধারণ—অসাধারণ !”

যুদ্ধের ডাক্তার প্রতিধ্বনি করিলেন, “সত্যই অসাধারণ, সমস্ত ব্যাপারটা আরও অসাধারণ। এই গরীব লোকটার অশ্রুর ত্রিশ জারগার ক্ষত হইয়াছিল। আশ্চর্য্য এই যে, তাহাতেও প্রাণরক্ষা হইয়াছে।”

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া খারষ্টন বলিলেন, “অতি আশ্চর্য্য—অলৌকিক ব্যাপার !”

কাঁপিয়া কাঁপিয়া, একটু উঠিয়া বসিয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে মেলুমথ বলিয়া উঠিল, “কি ?—আপনারা কি বলিতেছেন ?”

ডাক্তারেরা উভয়েই একেবারে চকিতনেত্রে রোগীর মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলেন না, বিকট মুখভঙ্গী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সে দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইলেন।

নিবাসের ডাক্তার চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিসে তোমার যন্ত্রণা হইতেছে ?”—রোগী কেন হঠাৎ ঐ রকম যন্ত্রণাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিল, ডাক্তার খারষ্টন তাহা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চূপ করিয়া রহিলেন।

ডাক্তার খারষ্টন পুনরুক্তি করিলেন, “কিসে যন্ত্রণা ? তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ কিসে যন্ত্রণা ? কেন, বাহার অঙ্গে অতগুলো বা, তাহার যন্ত্রণার কথা কি জিজ্ঞাসা করিতে হয় ? ওহো ! নরাকারে আমরা একটা শাকসমুর্ভি সম্মুখে দেখিতেছি।”

বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া, গেড়াইয়া গেড়াইয়া মেলুমথ বলিয়া উঠিল, “দোহাই পরমেশ্বর ! আমার প্রতি দয়া কর !”

সবলে খারষ্টনের বাহু আকষণ করিয়া নিবাসের ডাক্তার শীঘ্র শীঘ্র বলিলেন, “দোহাই পরমেশ্বর ! বাহা তুমি বলিলে, তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও। তোমার মন্তব্য শুনিয়া আমার কোতূহল-বহিঃ জলিয়া উঠিয়াছে !”

শয্যাশায়ী রোগীর স্তায় আতঙ্কে কম্পিত হইয়া ডাক্তার খারষ্টন তাঁহার বন্ধুকে একধারে টানিয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন, “তুমি কি খবরের কাগজ পাঠ কর না ? বোধ হয়, খবরের কাগজ তুমি দেখ না। সহরে প্রচার এইরূপ যে, একটা দৈত্য প্রতি রজনীতে গোরস্থানে গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ বাহির করিতেছে।”

ডাক্তারের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, “ওঃ! আমার স্মরণ হইতেছে বটে! ব্যাপারটা আমি লোকমুখেও শুনিরাছি। খবরের কাগজেও পড়িরাছি; কিন্তু ভাবিরাছিলাম, সম্পূর্ণ মিথ্যা না হউক অতিশয় অত্যাঙ্ক—অতিরঞ্জিত।”

ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া কম্পিতকণ্ঠে থাবুটেন বলিলেন, “না—না—না, প্রকৃত সত্য। খবরের কাগজওয়ালারা সে দিন প্রাতঃকালে সংবাদ দিয়াছে, একটা রাকস সহরের একটা গোরস্থানে গোর খুঁড়িতেছিল, তারের কামান হঠাৎ আওয়াজ হইয়া কাটিয়া যায়, রাকসটা সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে।”

বিরাগে ও পরিভাষে রোগীর বিছানার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া নিবাসের সার্জ্ঞন সভয়ে বলিয়া উঠিলেন, “হা পরমেশ্বর! তবে এই হতভাগ্য ওমো-পাগলটাই সেই ভয়ানক কার্য্য করিয়াছে।”

শেষ কথাটা মেলমথের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, হস্ত দ্বারা মুখাবরণ করিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অভাগা বলিতে লাগিল, “উহাই সত্য! উহাই সত্য! আমাকে মারিয়া ফেলো!—মারিয়া ফেলো! শোহাই!—আমার ঐ ভয়ঙ্কর গুহ্ম-কথাটা জগতের লোকের কাছে প্রকাশ করিও না! আমার অসহায় পুত্রকন্যার জীবনের অমরার্থে ক্ষমা করিও;—মিনতি করি, বিনয় করি, প্রকাশ করিও না, —প্রকাশ করিও না।”

ভয়কম্পিতকণ্ঠে ডাক্তার সাহেব বলিলেন, “মিষ্টার থাবুটেন! এই লোকটিকে লইয়া আমাদের এখন কি করা কর্তব্য?”

বৈজ্ঞানিক বস্ত্রবোণে মরা মানুষ যেমন লাকাইয়া উঠে, দুর্বল রোগী সেই-রূপে লাকাইয়া উঠিল, ক্ষণার্থ ব্যাভ্রের চক্ষু যেমন জলে, সেই রকমে তাহার চক্ষুও জলিতে লাগিল; এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “থাবুটেন? এ নামটা কে উচ্চারণ করিল? কাহার মুখে আমি থাবুটেনের নাম শুনিলাম?”

ঐ নররাক্ষসের প্রতি ডাক্তার থাবুটেনের বে ঘৃণার স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল, রোগীর মুখে ঐ কথা শুনিয়া সে ভাবটা কিছু কমিল, মহা কৌতুহলে তিনি বলিলেন, “আমার নাম থাবুটেন।”

ডাক্তারকে আক্রমণ করিবার জন্ত লক্ষ দিবার উপক্রমে চীৎকার করিয়া মেলমথ বলিল, “তবে তুমি আমার সেই শিশুটার মৃতদেহ ফিরিয়া দাও!”—কথা বলিল, কিন্তু ডাক্তারকে ধরিতে পারিল না, লাকাইবার চেষ্টার শক্ত মেথের উপর পড়িয়া গেল। একেবারে অজ্ঞান, অন্নক্ষণ পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সে যেন চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল, মনে মনে কত কি পূর্বকথা স্মরণ করিতে

লাগিল। মহালাগরে ঝড় উঠিলে একে একে যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিত হয়, অভাগার চিত্ত-সাগরেও একে একে সেইরূপে নানা পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সেই সকল স্মৃতি তাহাকে যেন জলন্ত আগুনে দহ করিয়া ফেলিল, অসহ্য হইয়া উঠিল, মন যেন ঘন ঘন ঘুরিতে লাগিল। লোকটা কোথায় আছে, তাহা স্থির করিবার জন্ত সেই অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া কোন বস্তু ধরিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু পারিল না, শক্তি ছিল না, অঙ্গ অস্পন্দ। সে একবার ভাবিয়াছিল, হয় ত মরিয়াছে, মরা মানুষকে কবর দিবার জন্ত যেকোন সিন্দুকে রাখা হয়, সেইরূপ সিন্দুকে রহিয়াছে; তাহার পর মনে করিল, মরে নাই, কফিনে বদ্ধ নাই, পুতুলের মত বিছানার উপর পড়িয়া আছে, তাহার নড়িবার শক্তি নাই, কে যেন তাহাকে বাধিয়া রাখিয়াছে। চিন্তা করিয়া আবার ভাবিল, হয় ত নিদ্রা, হয়ত স্বপ্ন; পরক্ষণেই স্থির করিল নিদ্রিত নয়, —জাগিয়া রহিয়াছে।

বাস্তবিক লোকটা তখন অচেতন ছিল না, ইচ্ছা করিলে হাত-পা নাড়িতে পারিত, পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায় নাই; বোধ হইতেছিল, পরিহিত-বসনে হস্ত-পদ যেন আবদ্ধ।

অহো! অভাগার মনে কার একটি ভাবোদয়। সে ভাবিল, আমি হয় ত পাগল হইয়াছি; সত্য পাগল না হই, ডাক্তারেয়া আমাকে পাগলের মত চিকিৎসাধীনে রাখিয়াছে, টাইট-কোট পরাইয়া দিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:—:—

জর্জন্ রাজকুমারী

সেই স্মরণীয় দিবসের বেলা অপরাহ্ন চতুর্থ ঘটিকা। সেট জেমস গ্রান্সানের একটি সুসজ্জিত কক্ষে বরণবিকের রাজকুমারী আসীনা। একটু দূরে একজন বয়োধিক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া মগ্নম-দৃষ্টিতে রাজকুমারীকে চাহিয়া আছেন। তাঁহার পরিধান দরবারী পোষাক। ঐ ভদ্রলোকটি আর রাজকুমারী ব্যতিরেকে সে ঘরে অন্য আর কেহই ছিল না;—পারিসদ, ভৃত্য, সচরী অথবা ছোকরা চাকর, সেখানে কেহই নাই। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস অবিলম্বে এই কক্ষে প্রবেশ করিবেন, মুহূর্ত্ত: তাহারই প্রতীক্ষা।

রাজকুমারী কারোলাইনের রূপ-গুণের পরিচয় ইতিপূর্বে দুইবার দুই প্রকারে বিবৃত হইয়াছে। রাজকুমারের প্রেরিত একটি বন্ধু জর্জন্নী হইতে বাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এক প্রকার, এবং কুটিলা, হিংসাপরায়ণা, প্রেম-বিলাসিনী কাউণ্টেস্ জার্শী যুবরাজের সাক্ষাতে বাহা বর্ণন করিয়াছে, তাহা এক প্রকার। বন্ধুর পত্রে বেরূপ বর্ণনা, তাহাই ঠিক, লেডী জার্শীর বর্ণনা হিংসা মূলক, অমূলক। রাজকুমারী কারোলাইন: বথার্থই সুন্দরী; বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর, অথচ তাঁহার বদনে বালিকা-কুমারীসুলভ লাবণ্য বিরাজিত।

ইংলণ্ডের সুন্দরী কুমারীরা যখন ষোড়শী থাকে, তখন তাহাদের সৌন্দর্য্য-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, পাঁচ বৎসরকাল নিশা-জাগরণ, মস্তপান, অবৈধ বিলাস ইত্যাদি বিবিধ অত্যাচারে একুশ বৎসর বয়সে সে কুসুম শুকাইয়া যায়। সচরাচর সৌখীন বিলাসিনীদলে প্রকৃতির এইরূপ বিপর্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে। কুমারী কারোলাইনের বয়স:ক্রম একবিংশতি বর্ষ অতিক্রম করিয়া চারি বৎসর অধিক হইয়াছে, তথাপি তাঁহার অবয়বে পবিত্র কুমারী-লাবণ্য বিস্তারিত। তাঁহার শব্দাব অতি মধুর, বড়লোকের কহা বলিয়া দৃষ্ট নাই; তিনি মধুর-ভাবিনী, বিনম্র-প্রকৃতি। কেশ, ললাট, নয়ন, নাসা, ওষ্ঠ, দন্ত, বক্ষ, বাহ, উরু, করতল, চরণ, সর্বঙ্গসুন্দর। তিনি সাধারণত: গৃহকাৰ্য্যনিপুণ, রাজপুত্রের বনিতা না হইয়া যদি তিনি সামান্ত গৃহস্থের বনিতা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া সমাদর করা বাইতে পারে।

রাজকুমারী কারোলাইন মহামুলা বসন-ভূষণে সজ্জিতা; হীরা, মুক্তা, প্রভৃতি মণিরস্ত্রে তাঁহার কেশ, কর্ণ, বক্ষ:স্থল ও অপরাপর অঙ্গ সুশোভিত।

রাজকুমারী গভীরবদনে বসিয়া আছেন। বাহার সহিত বিবাহ হইবে, তিনি তাঁহাকে কিরূপ চক্ষে দেখিবেন, সেই ভাবনার তাঁহার সুন্দর অধরে উষ্ম জীড়া করিতেছে।

দরবারী-পোষাক-পরিহিত বে ডব্রলোকট সন্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহার সহিত রাজকুমারীর ছুটি একটি কথা হইতে ছিল। রাজকুমারীর একটি কথার উত্তরে তিনি বলিলেন, “আমি দুঃখিত হইতেছি, ইংলণ্ডের রাজ্ঞী তোমাকে আশীষরূপ স্নানরনে দেখিতেছেন না।”

কুণ্ঠিত ওষ্ঠে ইবৎ হাসিয়া কারোলাইন বলিলেন, “লর্ড মালমেসবরী! আমার প্রতি রাগীর অপ্রিয়ভাব প্রবণ করিয়া আমার একটু ভয় হইতেছে।”

লর্ড মালমেসবরী বলিলেন, “সত্য বাহা সত্য, তাহা চিরদিন সত্য থাকে; ভয় হইবার তাদৃশ কারণ নাই।”

পুনরায় হস্ত করিয়া রাজকুমারী বলিলেন, “মাই লর্ড! বরসে আপনি আমার পিতৃতুল্য, আপনি আমাকে বাহা বলিতেছেন, তাহাতে ভয় পাইবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না।”

অতঃপর ইংলণ্ডের আদবকারদা ও আচার-ব্যবহারের কথা তুলিয়া উত্তরে অনেক তর্ক-বিতর্ক হইল। লর্ড মালমেসবরী ঐ দুই বিষয়ের প্রশংসা করিলেন, কুমারী কারোলাইন তাঁহার যুক্তিগুলি হাসিয়া উড়াইলেন; চেহারার গাত্রে ঠেস দিয়া অগ্নি-কটাহের দিকে পা ছড়াইয়া বসিলেন; এক একটা কথা-প্রসঙ্গে হো হো করিয়া হাসিলেন। লর্ড মালমেসবরী বলিলেন, “দুই খায়াপ। প্রিন্স এথনি আসিবেন, ও রকমে বসি আর অত উচ্চহাস্ত করা দুই খায়াপ। উহা এখানকার আদবের বিরুদ্ধ।”

কারোলাইন বলিলেন, “বলেন কি? পা ঠাণ্ডা হইয়াছে, আঙনের উত্তাপ লাগাইব না, হাসি পাইলে হাসিব না, ইহা আপনার কেমন কথা?”

লর্ড বলিলেন, “পা ঠাণ্ডা হওয়া উচিত নয়, অত উচ্চ হাস্ত ও ভাল নয়।”

কারোলাইন বলিলেন, “এখানকার সব নৃতন, সব বিলী। রাজকুমারী সোফিয়া এবং এমিলিয়া, উভয়েই বড় হইয়াছে, তাহাদের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু দেখায় যেন পুত্রবতী গৃহিণী। ইহা কি প্রকার ব্যবহার, তাহা আমি বুঝি না। আপনি ইংলণ্ডের লর্ড, আপনি বাহা ভাল বলেন, আমার তাহা ভাল লাগে না। আমি এখানকার দুই জন লর্ডকে দেখিয়াছি, তাঁহাদের চেহারা যেন নরহস্তা গুণাদের মতন—”

লর্ড মালমেসবরী এই কথার উত্তর দিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এমন সময় দ্বার উদঘাটিত হইল, একজন ছোকরা চাকর প্রবেশ করিল। সে প্রবেশ

করিয়াই লর্ড মালমেসবরীর নিকটে গিয়া তাঁহার কানে কানে চুপি চুপি কি কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

পেজ বাহির হইয়া যাইবামাত্র লর্ড বাহাদুর নম্রভাবে মৃদুস্বরে রাজকুমারীকে বলিলেন, “সময় উপস্থিত। মিনতি করি, সময়ে সময়ে তোমাকে যে সকল সত্বপদেশ প্রদান করিয়াছি, সেইগুলি এখন শ্রবণ কর।”

কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি প্রিন্স অর্ ওয়েল্‌স আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন?”—প্রশ্ন করিতে করিতে সেই দূরবাসী পরম সুন্দর সুবাব্যাক্তবাক্যগেমিকে মনে পড়িল, কুমারী গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দর্শন

পূর্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত কথোপকথন ফরাসী ভাষায় হইয়াছিল। রাজকুমারী কারোলাইন স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাসবশে শীঘ্র শীঘ্র শ্রবণ করিয়াছিলেন, শীঘ্র শীঘ্র উত্তর দিয়াছিলেন, পূর্বাগর অথবা ভালমন্দ কিছুই বিবেচনা করেন নাই। ভিন্ন দেশের রীতি-নীতি তাঁহার বিশেষরূপ জ্ঞান ছিল না, সুতরাং ইংরেজর আদব-কায়দার প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখেন নাই।

কারোলাইনের ব্যবহার ক্রমশঃ উত্তরোত্তর পরিবর্তিত হইবে, আখ্যায়িকা-পূর্ণতা অনুসারে পাঠক মহাশয় তাহা জানিতে পারিবেন। ব্যারণ-বারগেমিকে মনে পড়াতে—কারোলাইনের নাসারন্ধ্র হইতে দীর্ঘ-নিশ্বাস নির্গত হইবামাত্র প্রিন্স অব ওয়েলস সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলেন।

কুমারী কারোলাইন তৎক্ষণাৎ আসন হইতে গাজোথান করিয়া যুবরাজের অভ্যর্থনা করিতে অগ্রবর্তিনী হইলেন।

ভাল কি মন্দ, তাহা নির্ণয় করিবার অভিলাষে উভয়ে উভয়ের প্রতি চঞ্চল কটাক্ষ-বিনিময়; পরক্ষণেই লজ্জাশীলা রাজকুমারী মুখখানি অবনত করিলেন, আড়ে আড়ে চাহিয়া দেখিলেন, যুবরাজ তখন তাঁহার প্রতি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন।

পূর্ব হইতে কুসংস্কারের বশবস্তী হইয়া প্রিন্স অব ওয়েলস সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তিনি যদি সেখানে স্বর্গের বিচারধরী দর্শন করিতেন, তাহা হই-তেও মনে হইত, কুৎসিত আকৃতি। প্রথম-দর্শনে যদিও তিনি কারোলাইনকে তাদৃশী কুরূপা মনে করিলেন না, তথাপি পূর্বসংস্কারে বিমুক্ত থাকিয়া বাস্তবিক সন্তোষলাভ করিতে পারিলেন না, অথচ একবারে হতাশও হইলেন না। তিনি ভাবিয়াছিলেন, একটা কদাকার মারী-মুর্তি দেখিবেন, লেডী জাশী তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিয়াছিলেন, সেই জন্তেই তাঁহার এরূপ ধারণা হইয়াছিল; কিন্তু প্রথম-দর্শনেই সেই ধারণাটা উন্টাইয়া গেল, কুমারীকে তিনি সুন্দরী দেখিলেন।

রাজকুমারকে দেখিয়া রাজকুমারীর মনে কিরূপ ধারণা হইল? তিনি ভাবিয়াছিলেন, একটি সর্বজনসুন্দর যুবাপুরুষ দর্শন করিবেন; দর্শন করিলেন

প্রায় সেইরূপ, কিন্তু মনে মনে একটু খুঁত বাহির করিলেন ; সুবরাজ কিছু বেশী মোটা, আর তাঁহার বদনে যেন একটু দ্বিধার ছায়া ।

প্রথম-দর্শনে একটিও বাক্য-বিনিময়ের অগ্রে এক মিনিটের মধ্যে সুবরাজ ঐ কুমারীর এবং কুমারী ঐ রাজকুমারের রূপের বিচার করিলেন ।

সুবক-সুবতী মুখামুখি হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, লর্ড মালমেসবরী সেই সময় নিকটে গিয়া, নমস্কার করিয়া উভয়কে উভয়ের পরিচয় দিয়া দিলেন ।

রাজকুমারী রাজকুমারের পদতলে জাহ্নু পাতিয়া বসিলেন, রাজকুমার বাধ্য হইয়া কুমারীর ললাটে ওষ্ঠ স্পর্শ করিলেন । এই কার্য্য হইবার পর রাজকুমার গৌড়রে সেখান হইতে সরিয়া গিয়া, লর্ড মালমেসবরীর হাত ধরিয়া টানিয়া একটু দূরত্বে লইয়া জনাস্থিকে চুপি চুপি তাঁহাকে বলিলেন, “এই স্ত্রীলোকটা আমার পত্নী হইবার অযোগ্য ; শীঘ্র আমাকে এক গ্রাস ত্রাণী দাও, তাহা না হইলে আমার বড় অসুখ হইবে ।”

বিধিপালক মালমেসবরী গম্ভীর-বদনে বলিলেন, “এতাদৃশ বিষয়ের আদব-কায়দায় ত্রাণী দিবার রীতি নাই ।”

গম্ভীরে রাজকুমার বলিলেন, “এটিকেট্ আমি গ্রাহ্য করি না ! এখন আমি রাণীমার কাছে গিয়া বলিব, ইংলণ্ডের রাজমুকুট আমি চাই না, কদাচ আমি ঐ জর্জন্ চাষা মেয়েটাকে বিবাহ করিব না ।”

এই কথা বলিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী (ইউরোপের সর্বপ্রধান ভদ্রলোক) দ্রুত পশুর স্তায় গৌড়রে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বন্ বন্ শব্দে দরজাটা ভেঙাইয়া দিলেন ।

এই বিসদৃশ দৃশ্য দর্শনে হতবুদ্ধি হইয়া লর্ড মালমেসবরী কাঁপিয়া কাঁপিয়া ঘরের দেয়ালের গায়ে হেলিয়া পড়িলেন, তাঁহার বদন বিবর্ণ হইলে ; তিনি ইংরাজি এটিকেটের একান্ত অসুগত-এটিকেটের এইরূপ অবমাননা দেখিয়া মনে মনে তিনি ভাবিলেন, রাজার সম্মুখে এইরূপ অসভ্যতা দেখাইলে কি হয়, যদি কেহ এ কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইল তিনি কখনই এ সমস্তার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না ।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সহিত বরণবিকের রাজকন্যা কারোলাইনের সাক্ষা-তটা তিন মিনিটের বেশী নয়, এই সময়ের মধ্যে ঐরূপে প্রিন্সের গৃহত্যাগে রাজকুমারী ক্ষণকাল স্থগা-জ্ঞোথে অধীরা হইলেন, তাঁহার গৌরবে আঘাত লাগিল ; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ সন্তোষ সরলতার মহিমায় তিনি মুখে সে ভাব ব্যক্ত করিলেন না ; লর্ড মালমেসবরীর নিকটে গিয়া যত হাসিয়া বলিলেন, “রাজপুত্রের ঐরূপ পলায়ন কি আপনাদের ইংরাজী আদব-কায়দার লক্ষণ ?”

এই সুসজ্জিত প্রদ্বার প্রবেশে লর্ড মালমেসবরী মনে মনে ভাবিলেন, প্রিন্সের ঐক্য পশুৎ অসভ্য ব্যবহারের একটু সাক্ষ্যই দেওয়া আবশ্যক। ইহা স্থির করিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, “রাজকুমারি! রাজপুত্রকে ক্ষমা কর। বেক্রপ ঘটনা, তাহাতে ঐ প্রকারে বিচলিত হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক।”

অধিকতর আয়োজিনী হইয়া কারোলাইন বলিলেন, “আপনারা ইংরাজ, আপনাদের বেক্রপ শপথ আদরবীর, আমি শুনিয়াছি, প্রিন্স অব্‌ওয়েল্‌স সেই-রূপ শপথ করিয়াছেন। কেমন, সত্য নয়?”

তাহা মিথ্যা কথা বলিয়া লর্ড মালমেসবরী উত্তর করিলেন, “দোহাই ঈশ্বরের! সেক্রপ শপথ তিনি করেন নাই। যদিও রাজকুমার এ ক্ষেত্রে বৈধশিষ্টাচারের বিরুদ্ধ-আচরণ করিয়াছেন, কিন্তু ভোজের আসনে বসিয়া থানা খাইবার সময় তাঁহার সন্ধ্যাবহার দেখিয়া নিশ্চয়ই তুমি খুসী হইবে। জিজ্ঞাসা করা অনাবশ্যক, তথাপি আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, প্রিন্সের চেহারায় দেখিয়া তুমি খুসী হইয়াছ ত?”

ছবি দেখিয়া লোকে যে ভাবে ভাল-মন্দ বিচার করে, সেই ভাবে কুমারী কারোলাইন উত্তর করিলেন, “রাজকুমার কিছু বেশী মোটা, তত মোটা দেখিব বলিয়া আগে আমি ভাবি নাই। আরও তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি বুঝিছি, নিশা-জাগরণাদি স্বভাব্যায়ই তাঁহার অভ্যাস।”

লর্ড মালমেসবরী বলিলেন, “এ ক্ষেত্রে ঐ রকমে মন্তব্য দেওয়া নিশ্চ-রোজন।”

বিস্ময়ে ও অবিস্থানে লর্ড বাহাদুরের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া রাজ-কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “যদি নিশ্চরোজন, তবে আপনি রাজপুত্রের চেহারার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কেন?” প্রশ্ন করিয়াই কুমারী মনে মনে স্থির করিলেন, লর্ড মালমেসবরীর ব্যবহারে স্বার্থপরতা ও কপটতা মিশ্রিত।

লর্ড মালমেসবরী উত্তর করিলেন, “রাজসভার বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হয়।”

দার্বনিখাদ ত্যাগ করিয়া কুমারী কারোলাইন বলিলেন, “আমার পিতার সভায় কিন্তু ঐরূপ নিয়ম নাই।” এইরূপ উক্তি করিয়াই নিরাপদে বরণবিকে পিতৃভবনে ফিরিয়া বাইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল।

লর্ড মালমেসবরী সহিত কারোলাইনের ঐরূপ কথোপকথন হইতেছিল, হঠাৎ বাধা পড়িয়া গেল। লেডী আশী, বিবি হারুকোট আর বিবি অ্যাষ্টন হঠাৎ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেন্ট

জেমস প্রাসাদের মধ্যে যে ঘরে আপাততঃ কুমারী কারোলাইনকে স্থান দিবার কথা, সেই ঘরে তাঁহাকে লইয়া হাইবার অস্ত্র তাঁহাদের আগমন ।

ভোজনাগারে প্রবেশের উপযোগী পোষাক পরিধান করিতে করিতে কুমারী কারোলাইন ঐ তিনটি রমণীর সহিত বেশ আত্মীয়ভাবে আলাপ করিলেন, লেডী জাশীর প্রতি কিছু বেশী শিষ্টাচার দেখানো হইল । বিবি হার্বোর্ট শরনগৃহের সহচরী, বয়স প্রায় ৫০ পঞ্চাশ বৎসর, স্বভাবতঃ বেশী কথা কহা অভ্যাস । লেডী জাশীর রূপশূণ্যের কথা শুক্কেই বলা হইয়াছে । বাকী আছে বিবি অ্যাটন । মিসেস চার্লি অ্যাটন খুব সুন্দরী, বয়স চৌত্রিশ বৎসর, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের অসংখ্য উপনারিকার মধ্যে ইনিও একটি উপনারিকা । লেডী জাশী আর বিবি অ্যাটন, যুবরাজের এই দুইটি উপপত্নী সম্রাতি কুমারী কারোলাইনের সহিত বিশেষ আলাপ করিয়াছেন, সৰ্ব্বক্ষণ নিকটে নিকটে থাকেন । তিন দিনের মধ্যে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সহিত কারোলাইনের বিবাহ হইবার কথা ।

পোষাক পরা প্রায় সমাপ্ত হইলে কুমারী কারোলাইন হঠাৎ বলিলেন, “ই, ভাল কথা ।—প্রিয় সখি জাশী ! তোমাকে আমি এত ভালবাসিয়াছি কেন জানো ?

বভাবসিক্‌ শিষ্টাচারে মধুরস্বরে লেডী জাশী উত্তর করিলেন, “রাজকুমারি ! আমার এমন কি গুণ আছে, কি গুণে আমি তোমার স্নানরনে পড়িয়াছি, তাহা আমি জানি না, ভাবিয়াও স্থির করিতে পারি না ।”

কারোলাইন বলিলেন, “জন্মনীতে বসিয়া আমি তোমার স্মৃতিতে শুনিয়াছি, অনেকেই বলে, তুমি কেবল রূপে সুন্দরী নও, তোমার অনেক গুণও আছে, বিশেষতঃ, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের তুমি একটি প্রিয়পাত্রী ।”

প্রশংসা শুনিয়া কাউণ্টেসের বদন আরক্ত হইল, অস্ত্র দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, “সত্য নাকি ?”

প্রশংসা বদনে কারোলাইন বলিলেন, ই, সত্য সত্যই জনরবে ঐরূপ আমি শুনিয়াছি, প্রিন্সের সহিত তোমার বিশেষ বন্ধুত্ব, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি । সত্য বালভেছি প্রিয়সখী জাশী ! তোমার উপর আমার হিংসা নাই, এখনও নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না । রাজকুমার একজন বড়লোক, তাঁহার ভালবাসা বড় সুখের । নির্জনে যখন রাজকুমারের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে,—শীঘ্রই হইবে,—তাঁহাকেও তুমি এই কথা বলিও । আমিও তজ্জন রাজপুত্রকে কোন কথা বলিব না । তোমাকে আমি সরল ভাবে প্রিয়সখীরূপে বরণ করিতেছি ।

লেডী জার্নী আর বিবি অ্যাটেন উভয়েই রাজকুমারীকে কাগড় পরাইতেছিলেন, বিবি অ্যাটেনের কানে কানে লেডী জার্নী অতি মুহূৰ্ত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহা কি ভাষা ? ইহা কি রসিকতা ? কিম্বা নির্দোষ পরিহাস ?”

বিবি অ্যাটেন ঐরূপ মুহূৰ্ত্তে উত্তর করিলেন, “কেবল পরিহাস, সম্পূর্ণ পাগলামী, বাণিকানুলভ চপলতা ! মেয়েটা আস্ত পাগল !”

লেডী জার্নী পুনরুক্তি করিলেন, “কাণ্ডজানশূন্য আউলে !” এইটুকু বলিয়া রাজকন্টার দিকে ফিরিয়া, নম্রস্বরে তিনি আবার বলিলেন, “তুমি আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেছ, তজ্জন্ত তোমাকে ধন্যবাদ, কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের নিকটে মুখে মুখে তোমার কোন বার্তা আমি বলিতে পারিব না।”

স্বভাবসিদ্ধ সরলভাবে কারোলাইন বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি না পার, অবকাশমতে আমি তোমার কথা তাঁহাকে বলিব।”

পোবাক পরা শেষ হইল, ঐ দুইটি রমণীর সহিত রাজকুমারী কারোলাইন ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। রাজা সন্দেশ-সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। রানীর স্নেহ-মমতা কম, তিনি বেশী কথা কহেন না, কারোলাইনকে দেখিয়া তিনি একবার মন্তক-সঞ্চালন করিলেন মাত্র ; রাজকুমারী সোফিয়া, এমিলিয়া ও অগস্তা সেইখানে উপস্থিত ছিলেন, কুমারী কারোলাইনকে তাঁহার বিশেষরূপে আদর করিলেন।

ডিউক অব ক্লারেন্স লোক ভাগ, কিন্তু বুদ্ধি কম, তাঁহাকেও আউলের দলে গণনা করিতে হয়, তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। ডিউক অব কন্সটান্সও প্রায় সৰ্ব্বক্ষণ রিপূর্ণবশ, তিনি কারোলাইনকে আদর করিবার প্রয়াস পাইলেন ; কিন্তু তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়া কারোলাইনের ভয় হইল, সন্দেহও আসিল।

রাজকুমারী বলিলেন,—সুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স যেখানে বসিয়া ছিলেন, তাঁহার ঠিক পার্শ্বেই বসিলেন। সাধারণ শিষ্টাচারের খাতিরে সুবরাজ তাঁহার ভাবী পত্নীকে সম্ভবত আদর করিলেন, আর কিছুই না। ভালবাসার ত কথাই নাই ; কুমারী কারোলাইন যতগুলি কথা বলিলেন, রাজকুমার তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সব কথাগুলি মন দিয়া শুনিলেন। ইতিপূর্বে অস্ত গৃহে তিন মিনিটকাল তিনি যেরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন, এখনকার ভাবটি তদপেকা অনেক ভাল। রাজপুত্র একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন, মনে মনে কীরণ করিলেন, কারোলাইন যদিও কিছু কুৎসিত হয়, তথাপি তাঁহাকে বেশী কুৎসিত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কারোলাইনের দাঁতগুলি দিব্য সুন্দর

দ্রব্য পরিকার ; চুলগুলি রেশমের ছায় নরম, শুরে শুরে শুচ্ শুচ্, পয়োধর পূরন্ত। রাজপুত্র এইগুলি দেখিলেন। কিন্তু যে বিষ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রভাবে কারোলাইনকে তিনি মনোনীত করিতে পারিলেন না। ভাবভঙ্গী দেখিয়া কারোলাইনের ভয় হইল ; শেষকালে অবসর বুঝিয়া রাজকুমারের কানে কানে তিনি বলিলেন, “লেডী জার্সীর সম্বন্ধে কতকগুলি কথা আমি বলিতে ইচ্ছা করি।”

লর্ড মালমেসবারী ইতিপূর্বে এই রাজকুমারীকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া রাখিয়াছেন ; তদ্বোধে একটি উপদেশের মর্ম্ম এই যে, যদি তুমি যুবরাজের কোন প্রকার ছদ্মসা জানিতে পার, সাবধান, কোনরূপে কোন সূত্রে দৈর্ঘ্যভাবে প্রকাশ করিও না। কুমারী কারোলাইন সেই উপদেশ অমূল্যারে লেডী জার্সীর প্রসঙ্গে রাজকুমারকে গুটিকতক কথা বলিলেন। রাজকুমার স্বভাবতঃ লঘু চিত্ত, সরলা কুমারীর মনের প্রকৃত ভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, বিরক্ত হইলেন। কুমারীর রূপের যে যে দোষ তিনি শুনিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে যে বিলম্বী ধারণা হইয়াছিল, চক্ষু দেখিয়া তাহার অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু কুমারীর কথাবার্তা শুনিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। বুদ্ধি স্থির করিবার জন্য যুবরাজ অনেক পরিমানে মত্ত পান করিলেন, তাহা দেখিয়া বুদ্ধিমতী কুমারী বুঝিয়া লইলেন, অনেক মদ খাওয়া রাজকুমারের অভ্যাস ; ইহা বুঝিয়া ইউরোপযন্ত্রের “সর্বপ্রধান ভদ্রলোকটির” ব্যবহারে তাঁহার বিভ্রম জন্মিল।

ভোজন সমাপ্ত হইল, সকলে সে গৃহ হইতে বাহির হইতে লাগিলেন, রাজকুমারী কারোলাইন তাঁহার নির্দিষ্টগৃহে চলিয়া গেলেন। সেই সময় উত্তম অবসর পাইয়া যুবরাজ তাঁহার জননীকে সেই কক্ষের অপর প্রান্তে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কারোলাইনকে আপনি কিরূপ দেখিলেন ? উহার ভাব ভক্তি কেমন বুঝিলেন ?”

মুখ বাঁকাইয়া, কটমট চক্ষে চাহিয়া, তীব্রস্বরে রাণী উত্তর করিলেন, “ভাল নয়। তোমাকে এইরূপে অনুধাবী করিতে আমি অতিশয় ব্যথিত ও বিরক্ত হইয়াছি। রাজাকে আমি বারণ করিয়াছিলাম, মিনতি করিয়া, আবার ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলাম, ‘এ সম্বন্ধে তুমি রাজী হইও না।’—জানই ত, তোমার পিতা যেন সময়তানের ছায় একঙরে ; তিনি আমার কথা শুনিলেন না, তিনিই এই অনর্থ বাধাইয়াছেন। আমি যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটয়া গেল। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কুমারী কারোলাইন তোমার স্ত্রী হইবার উপযুক্ত নয়, এ বিবাহ বড়ই অনুপেক্ষ হইবে।”

তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন বলিলেন, “শিতাকে বারণ না করিয়া আপনি কেন আমাকে সাবধান করিলেন ? না আমাকে কেন মিষ্টকথা বলিলেন না ? আমাকে কেন ভয় দেখাইলেন না ? আমি বিবেচনা করি, আমার বিবাহে মতামত দিবার আমিই কর্তা। আপনি যে এই বিবাহসম্বন্ধে বিরোধী, অগ্রে আমি তাহা জানিতে পারি নাই, সবে মাত্র আজ সন্ধ্যাকালে শ্রবণ করিয়াছি।”

রাজি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার মুখে শুনিলে ?”

যুবরাজ উত্তর করিলেন, “কারোলাইনের প্রতি আপনি বেরূপ তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছেন, তাহাতেই আমার সন্দেহ হইয়াছিল, তাহার পর লেডী জাশী সেই সন্দেহ দৃঢ়ীভূত করিয়া দিয়াছিলেন।”

কুটিলদৃষ্টিতে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রাজি সারলোটি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “ওঃ ! লেডা জাশী ?—হাঁ লেডা জাশীর সহিত এই সম্বন্ধে আমার কথপো-কথন হইয়াছিল বটে। তাঁহাকে আমি বাধা বাধা বলিয়াছি, দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহা তুমি শুনিতে পাইবে।”

যুবরাজের বদনে হঠাৎ পৈশাচিক হাস্যরস দেখা দিল। সেই হাস্য দেখিয়াই রাজি আবার স্বরিতম্বরে একটু চুপি চুপি বলিলেন, “লেডী জাশীকে আমি বলিয়াছি, যতদিন তিনি তোমার বন্ধু থাকিবেন, ততদিন আমিও তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানিব। আরও বলিয়াছি, ঝটিকা যখন উঠিবে,—ঝটিকা অনিবার্য্য,—আমি তখন তোমার আর লেডা জাশীর পক্ষ হইব; পরিণাম কি হইবে, তাহা চিন্তা করিব না।”

বিকৃতম্বরে রাজকুমার বলিলেন, “কার্লুটন প্রাণদে অশান্তি উৎপন্ন হইবে, এটা তবে আপনি পূর্ন হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ? আমি আর আমার দ্বী গৃহে যখন একত্র হইব, তখন আপনার এই সিদ্ধান্তের ফল ফলিবে।”

রাজি বলিলেন, “বাহা আমি স্থির করিয়াছি, তাহা তোমার কেমন বোধ হয় ? জর্জ ! একটা বিষয় তুমি স্মরণপথে ঠিক রাখিয়া দিও, ভবিষ্যতে তাহার সার্থকতা বুঝতে পারিবে।”

সকৌতুহলে জননীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে বিষয়টা কি মা ?”

কম্পিত গুহ্রগণ্ঠে ভূজঙ্গিনীর স্তম্ভ গর্জন করিয়া রাজী সারলোটি উত্তর করিলেন, “কুমারী কারোলাইন আমাকে অমার্জনীর জাতশব্দ মনে করেন।”

প্রিন্স অব ওয়েলস্ যতই নিষ্ঠুর, যতই স্বার্থপর, যতই নির্দয়, যতই অধ্যব-হিত চিন্তা হউন, তাহার স্বভাব যতই মন্দ হউক, রাজীর মুখে ঐ সাংঘাতিক কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তরে মহা ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, বায়ব যদিও

নরহত্যা হয়, তথাপি সাধারণ মানব-প্রকৃতির উপর তাহার সমভিপ্রায় থাকে ;
প্রিয় যদি হঠাৎ জানিতে পারেন, তাঁহার নিজের জমিনী হত্যাকাশিনী, তাহা
হইলে তাঁহার আতঙ্কের সীমা থাকে না ; তিনি মনে করিতে পারেন, রাজ্যী
সাবুলোটি মানবীর মুখস-পরা শিশাটী ; মুখোস খুলিয়া নিজমুখি ধরবেন ।

রানী এই সময় পুত্রের মৃত্যুর দিকে যুগাপূর্ণ নরন নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে
ভাবিলেন, বাহা তিনি বলিয়াছেন, পুত্র সে কথা স্বরূপ মর্শ্ব জ্বরদয় করিতে
পারেন নাই । তিনি এইরূপ ভাবিলেন, কিন্তু সেখানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াই-
লেন না, ক্ষণপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

—:—
ছদ্ম-বেশী পুরুষ ।

পাঠ্য মহাশয়ের স্বরণ আছে, কাউন্টেন্স ডেস্‌বরা আর মিস্‌ প্র্যাক্সিনেট এক সঙ্গে চ্যানসারিলেনের গারদবাড়ী হইতে গুপ্তভাবে বাহির হইয়াছিলেন । লেডী ডেস্‌বরা আর ডচেন্স ডেভনসার যে গাড়ীতে চ্যানসারিলেনে আইসেন, সে গাড়িখানি কাউন্টেন্সের নিয়ের ; কুমারী প্র্যাক্সিনেটের সহিত তিনি সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া সহরের ওয়েষ্ট-এণ্ডের দিকে যাত্রা করিলেন । উভয়ে গাড়ীতে বসিয়া কথোপকথন করিতে করিতে কাউন্টেন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমারি ! এখন তোমাকে আমি কোথায় লইয়া বাইব ?”

কুমারী প্র্যাক্সিনেট উত্তর করিলেন, “আপনার সঙ্গে আসিরাছি, আপনি আমাকে যেখানে লইয়া বাইতে ইচ্ছা করেন, সেইখানেই আমি বাইতে রাজী ।”

কাউন্টেন্স বলিলেন, “কোথায় আমি বাইব, তাহার ঠিক করা হয় নাই ; এজওয়ার রোডে একটি লেডীর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল, সেই ইচ্ছা এখন পূর্ণ না হইলেও ক্ষতি হইবে না ; এখন যদি তুমি বল, তোমাকে আমি তোমার নিজ বাড়ীতে রাখিরা আসি ।”

কুমারী প্র্যাক্সিনেট বলিলেন, “আপনার সঙ্গে বাইতে পাইলে আমি বড় খুশী হইব ।”

এই কথা শুনিয়া কাউন্টেন্স ডেস্‌বরা কোচম্যানকে হুকুম দিলেন, “চালাও,— এজওয়ার রোড,—বেলেগেন্স প্রাসাদ ।”

গাড়ী দ্রুতবেগে ছুটিল । প্রায় আধঘণ্টাকাল উভয়ে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া নানাবিধক কথোপকথন করিতে লাগিলেন । উভয়ে উভয়ের দিকট বন্ধ অপরিচিত, তথাপি অনেকক্ষণ একসঙ্গে থাকিতে কতকটা আলাপ হইয়াছিল ; বিশেষতঃ কুমারী প্র্যাক্সিনেট ডচেন্স ডেভনসারের সম্পর্কারী ভগ্নী, এইরূপ পরিচয় হইয়াছে । ডচেন্স ডেভনসার এই কাউন্টেন্সের পরমাখ্যার প্রিয় বন্ধু, অতএব কাউন্টেন্স ডেস্‌বরা এই নবীনা কুমারীকে ভালবাসিয়াছিলেন ।

গাড়ী থামিল । সম্মুখে বেলেগেন্স প্রাসাদ । গাড়ীর পশ্চাৎ হইতে একজন ফুটম্যান লাকাইরা পড়িয়া প্রাসাদের ফটকের দ্বারে থাকা বালাইরা দিল । এই অবসরে মিস্‌ প্র্যাক্সিনেট গাড়ীর খড়খড়ির পাখী খুলিয়া বেলেগেন্স প্রাসাদের শোভা দেখিরা লইলেন ।

কাউন্টেন্স বলিলেন, “এই অট্টালিকার নাম বেলেগেন্ প্রাসাদ; যদিও ইহা প্রাচীনধরণে নির্মিত, বাহির হইতে ভাল দেখায় না, কিন্তু ভিতরের ঘর-গুলি চমৎকার, পরিপাটীরূপে সজ্জিত। তুমি কি আর কখনও এই বৃহৎ অট্টালিকার অভ্যন্তর ভাগ দর্শন করিয়াছ?”

প্র্যাজিনেট উত্তর করিলেন, “আর কখনো আমি এ দিকে আসি নাই। মার্শনেস্ বেলেগেন্ ও মণ্টগোমারি পরিবারের মোকদ্দমার কথা অনেক শুনিয়াছি, কিন্তু মার্শনেসের চেহারা কেমন, তাহা আমি কখনও চক্ষে দেখি নাই।”

কাউন্টেন্স বলিলেন, “মার্শনেস্ বেলেগেন্ প্রথম দয়্যাবতী মহিলা, তাঁহার স্বভাব অমায়িক, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। তিনি এই প্রাসাদের মধ্যে নির্জনবাস করেন, কোথাও বাহির হন না, বাহিরের লোকেরাও এখানে আসিতে পায় না; আমি, আমার স্বামী আর কতিপয় বাছা বাছা অন্তরঙ্গ বন্ধুর এখানে আসিবার অধিকার আছে।”

সুন্দর উদ্দীপ্তা একজন দরোয়ান আসিরা ফটকের দ্বার খুলিয়া দিল, কাউন্টেন্স ডেসবরা ও মিস্ প্র্যাজিনেট গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই উজ্জান, নানাদ্বারিত তরুলতায় শোভিত; উজ্জানের দৃশ্য অতি মনোহর। উজ্জান পার হইয়া রমণীঘর দ্বারপালের সহিত সম্মুখের প্রবেশদ্বার অতিক্রম করিলেন, বাটীর মধ্যে একটা সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হইলেন; সেই গৃহে পূর্বকালের প্রচলিত বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র, বিবিধ বর্ণের পুষ্পাধার ও নানাবিধ পুস্তলিকা। উপরে উঠিবার সিঁড়ি অতি সুন্দর, ওককাঠের রেলিং। সিঁড়ির উপরের চাতালে সারি সারি চীনের কলসে বিচিত্র বর্ণের কৃত্রিম কুমুদদাম। সম্মুখেই বৈঠকখানা; কাউন্টেন্স ডেসবরা ও কুমারী প্র্যাজিনেট সেই বৈঠকখানার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানার একখানি সোফার উপর মার্শনেস্ বেলেগেন্ একাকিনী বসিয়াছিলেন, কাউন্টেন্সকে দেখিবামাত্র সোফা হইতে উঠিয়া, অগ্রবর্তিনী হইয়া সদয়ভাবে সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। পরক্ষণেই মিস্ প্র্যাজিনেটের উপর তাঁহার চক্ষু পড়িল, তিনি চমকিয়া উঠিলেন, তখন তখন মুখ কিরাইয়া কাউন্টেন্সের হাত ধরিয়া একখানি আসনে বসাইলেন।

প্র্যাজিনেটকে দেখিয়া মার্শনেস্ চমকিয়াছিলেন, কাউন্টেন্স ডেসবরা সে ভাবটা দেখিতে পান নাই, কিন্তু প্র্যাজিনেট দেখিয়াছিলেন; তাঁহার আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। কেহ তাঁহাকে বসিতে বলিলেন না, তিনি নিজেই একখানি আসনে বসিয়া আপন মনে ভাবিতে লাগিলেন, মার্শনেস্ আমাকে দেখিয়া চমকাইলেন কেন? পূর্বে তিনি আমাকে কখনো দেখেন নাই, জীবনকালের

যথো আমার জাতসারে আমিও কখন তাঁহাকে দেখি নাই, তবে কেন উদ্বেগ ? না না, কদাচ তিনি আমাকে চিনিতে পারিবেন না ।

মার্শনেসের দিকে চাহিয়া কাউন্টেস্ ডেস্‌বরা চকিতভাবে বলিলেন, “ওহো ! আমার সজিনীর পরিচয় দিতে আমি ভুলিয়াছি । অনেক দিনের পর তোমাকে দেখিয়া অভিমানের এই ভুল হইয়াছে, ক্ষমা করিও । ইহার নাম মিস্ প্র্যাঞ্জিনেট,—ইনি আমাদের প্রিয়সখী ডচেস্ ডেভনসারের সম্পর্কার ভগিনী ।”

প্রাসাদে অপরিচিত লোকের প্রবেশ মনে মনে বিরক্ত হইয়া, মার্শনেস্ বেলেগুন তখন আবার সে ভাবটা সংবরণ করিলেন, তথাচ কিছু অবস্থাপ ও সংশয় রহিল ; তাহাও গোপন করিয়া তিনি বলিলেন, “মিস্ প্র্যাঞ্জিনেট ! বাহার সঙ্গে তুমি আসিয়াছ, তাহার জ্ঞান তুমিও আমার আদরের পাত্রী । প্রথমে যখন তুমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, তখন আমি অভ্যর্থনা করি নাই, তাহার কারণ আছে । আমি এই প্রাসাদমধ্যে নিষ্কর্মে বাস করি, এখানে নূতন লোকের সমাগম নাই ; হঠাৎ বাহারা নূতন আসিয়া উপস্থিত হয়, যতক্ষণ আমি তাহাদের পরিচয় না পাই, ততক্ষণ অভ্যর্থনা করি না ।”

এই সকল কথা শুনিয়া কুমারী প্র্যাঞ্জিনেট সসম্মানে একবার মন্তক-সংকালন করিলেন । লেডী ডেস্‌বরার দিকে চাহিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “ষ্ট্যানফোর্ড-নিকেতন তোমার অধিকারে আসা অবধি আমি তোমাকে দেখি নাই, সেই নূতন সম্পত্তিটা তোমার মনোমত হইয়াছে ত ?”

কাউন্টেস্ উত্তর করিলেন, “সম্পত্তি ভাল, বাড়ীখানিও ভাল, কিন্তু সে বাড়ীতে থাকিলে মনে ক্ষুণ্ণি আইসে না ; কেমন একরকম আতঙ্ক আইসে । তোমার স্বরণ হইতে পারিবে, পাপিনী লেডী ষ্ট্যানফোর্ড সেই বাড়ীতে আত্মহত্যা করিয়াছে—”

মার্শনেস্ বলিলেন, “ও ! আমি জানি, তোমার খুব সাহস ; কিন্তু তুমি ভূতের ভয় কর ?”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “ভূতের ভয় রাখি না, তথাপি সে বাড়ীতে থাকিতে কেমন একরকম আশঙ্কা হয় । বস্তুতঃ সম্পত্তিটি খরিদ করিয়া আল এবং আমি, উভয়েই সন্তুষ্ট আছি । এখন তোমার কথা বল । প্রিয়সখী লরা ! তোমার সে মোকদ্দমাটা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে ? আর সেই বুঝা চিত্রকর জর্জ উডকল কেমন আছে ?”

কেমন একরকম চক্কলভাবে দেখাইয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “ও সকল কথা এখন ভিজ্ঞাসা করিও না, ও রকমের কোন কথাই ভুলিও না,—একটি বর্ষও না ।”

যে ভাবে ঐ কটি কথা উচ্চারিত হইল, সে ভাব দেখিয়া কাউন্টেন্সের বিষম জস্থিল। মার্শনেস্ স্বাভাবিকঃ সপ্রভিত, সরলা, হঠাৎ তাঁহার এরূপ ভাবান্তর তাইবার কারণ কি, কাউন্টেন্স তাহা বুঝিতে পারিলেন না ; একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, “দেখ লগা ! যে ভর ভূমি করিতেছে, তাহার কোন কারণ নাই। বাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, মিস্ প্র্যাক্সিনেটের সঙ্গে সে গ্রন্থকের কোন সম্বন্ধ নাই ; এখানে আমরা গোপনে বাহা বলাবলি করিব, মিস্ প্র্যাক্সিনেট কদাচ অন্তরে তাহা গল্প করিবেন না।”

শান্ত্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, “এলিনর ! তোমার সঙ্গিনী এখানে আছেন বলিয়া আমি কোনরূপ দ্বিধা করিতেছি না ; কল কথা, বাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার সহিত মিস্ প্র্যাক্সিনেটের কোন সম্বন্ধ নাই, সুতরাং সে সব কথা ইহাকে ভাল লাগিবে না, অতএব তাহা এ স্থলে উত্থাপন না করাই ভাল।”

কাউন্টেন্স বলিলেন, “লগা ! তোমার বাহা ইচ্ছা, তাহাই ভাল।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এলিনর ! কবে তুমি লগুনে আসিয়াছ ?”

কাউন্টেন্স উত্তর করিলেন, “গত রাত্রে আসিয়াছি ; আসিয়াই একটা সংবাদ শুনিয়া মনে বড় কষ্ট হইল। আমাদের সম্মুখি বিবি হারবার্ট’ দেনার দ্বায়ে বড় বিপদে পড়িয়াছেন, আদালতের পেয়াদারা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া চাক্সারী লেনের গারদবাড়ীতে করেন রাখিয়াছে। ভোরে উঠিয়াই আমি ডেডন-সার প্রাদানে বাই, বিবি হারবার্ট’কে দেখিতে বাইবার জন্ত ডচেসকে অনুরোধ করি, তিনি তখনই সম্মত হইলেন, তাঁহাতে আমাতে চাক্সারী লেনে গমন করি ; গিয়াই দেখি, এই মিস্ প্র্যাক্সিনেট সেইখানে ; আর লেডী লেড নারী একটা দুশ্চরিত্রা স্থলোক সেইখানে রহিয়াছে ; আমি কখনই তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি না।”

কুমারী প্র্যাক্সিনেট বলিলেন, “তোমাকে আমি পূর্বেই বলিয়াছি, লেডী লেড আমার কেহই নহ ; আমি বেশ জানি, সেই মাগী নিতান্ত দুশ্চরিত্রা ; গতরাত্রে হঠাৎ গারদ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া তাহাকে সেইখানে দেখিয়া আমার ভয় হইরাছিল।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি তুমি সেখানে রাত্রিযাপন করিয়া ছিলে ? কারাগারে নিশাযাপন করিতে তোমার কি ভয় হয় নাই ?”

কাউন্টেন্স ডেস্‌বরা বলিলেন, “রাত্রিকালে একটি ঘরে তিনটি স্থলোক ; তিন জনে তিন জনকে রক্ষা করিয়াছে। রাত্রে কি তোমার ঘুম হইরাছিল ?”

প্র্যাক্সিনেট বলিলেন, “ঘুমের ব্যাঘাত হয় নাই।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “বোধ হয়, কুমারী প্র্যাক্সিনেটের ভক্ত খড়গ শয্যা ছিল, তাহাতেই নির্কিয়ে নিদ্রা হইয়াছে।”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “তাহা নয় ; মিস্ প্র্যাক্সিনেট আর বিবি হারবার্ট এক বিছানায় শুইয়াছিলেন। দেখ লরা ! যে সব কথা আমাদের হইতেছে, তাহা অতি তুচ্ছ, অতিশয় হাস্যকর। ও সকল কথা থাকুক, আরও শোনো। আমরা সেখানে আছি, এমন সময় প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ হঠাৎ সেইখানে উপস্থিত হন। প্রিন্সের সহিত দেখা করিতে আমার ইচ্ছা ছিল না, প্র্যাক্সিনেটেরও অনিচ্ছা, তজ্জন্ত আমরা উভয়ে গুপ্তদ্বার দিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি ; আর কোথাও গাই নাই, গারদবাড়ী হইতে সরাসর এইখানেই আসিতেছি।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “এলিনর ! আজকার দিনটা আমার বাড়ীতেই তুমি অবস্থান কর।”

কাউন্টেস্ স্বীকার করিবেন কি অস্বীকার করিবেন, তাহা না ভাবিয়াই ঐরূপ নিমন্ত্রণ করা হইল।

কাউন্টেস্ বলিলেন, “আজ নয়, আজ আমি থাকিতে পারিব না ; আমার স্বামী সহরে আছেন, তাহার কাছে আমি অস্বীকার করিয়াছি, আজ বৈকালে আমরা উভয়ে অনেকগুলি বন্ধুলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইব। অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করিলাম, তোমার অপরাপর কার্য্যে বাধা জন্মাইলাম, তজ্জন্ত ক্ষমা চাহিতেছি।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “সে কি কথা ! তুমি আমার পরম বন্ধু, তোমার আসাতে আমার অপর কার্য্যে বাধা পড়িবে, ঐরূপ মনে করা বড় নির্দয়ের কথা। বাহা হউক, কল্যা তুমি আসিও, তোমার সহিত আমার বিস্তর কথা আছে।”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে। হাঁ, ভাল কথা,—গতবারে যখন আমি আসিয়াছিলাম, তখন সেই যে সুলকী কুমারীটিকে এইস্থানে দেখিয়া গিয়াছিলাম, সেই কুমারী এখন কোথায় আছে ?”

চঞ্চল-দৃষ্টিতে মিস্ প্র্যাক্সিনেটের দিকে চাহিয়া লেডী বেলেগেন উত্তর করিলেন, “সে যেরূপে আজিও আমার কাছে আছে। তাহার তুল্য সুলীলা কুমারী আমি দেখি নাই ; সে যদি আমার নিজের কন্যা হইত, তাহা হইলেও তাহাকে আমি এখন বত ভালবাসি, তাহার চেয়ে বেশী ভালবাসিতে পারিতাম না। আহা ! যেরূপে অনেক কষ্ট পাইয়াছে, অনেক বাতনা সহিয়াছে, তাহার উপর দিয়া অনেক দৌরাখা হইয়া গিয়াছে—”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “সে কথা সত্য। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ কেবল তাহাকেই কাঁদে কেলিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন, এমন নয় ; তিনি অনেক কুল-কুমারীর

সর্বনাশ করিয়াছেন । সেই মেরেটি যেমন সাহস করিয়া রাজকুমারের কবল হইতে মুক্তি পাইয়াছে, অনেকেই তেমন পারে নাই ।”

এই দুটি মহিলা যখন ঐরূপ ব্যাখ্যালাপ করিতেছিলেন, মিস্ প্রাজিনেট সেই সময় একদৃষ্টে মার্শনেসের মুখপানে চাহিয়া ছিলেন, সে দিকে মার্শনেসের দৃষ্টি ছিল না, সুতরাং সে দৃষ্টিপাতের ভাব তিনি বুঝিতে পারেন নাই ।

ইতিপূর্বে এক পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছি, মার্শনেস্ বেলেগুনের বয়স সঁইক্রিশ বৎসর, তিনি পরমা সুন্দরী ; বিধবা হইয়া অবধি বৈধব্যযোগ্য বসনে অঙ্গ আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি তাঁহার লাবণ্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে ; মুখখানি পরম সুন্দর, বিক্ষলতুল্য আরক্ত গুঠপুটের মধ্য দিয়া গজদন্তের ন্যায় শুভ্র দন্তপংক্তি শোভা পাইতেছে, মখমলতুল্য কোমল কেশগুচ্ছ কৃষ্ণিতভাবে বিকাস পাইতেছে । তাঁহার সৌন্দর্য্য অতুল । যদিও তাঁহার স্তনদ্বয় খুল বসনে ঢাকা, যদিও জামার আত্মীনে হাত দুখানি আবৃত, তথাপি বাহারা স্ত্রীজাতির রূপের প্রশংসা করেন, তাঁহারা কল্পনাবলে ঐ সুন্দরীর স্মৃতি কলেবর চিত্র করিতে সমর্থ । চমৎকার মোহিনী মূর্তি ! যুবাজনেরা সেই মূর্তি দর্শনে মোহিত হইয়া যায় ।

কুমারী প্রাজিনেট আপন মনে ভাবিতেছিলেন তাঁহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া মার্শনেসের মনে কোনরূপ সন্দেহ হইতেছে কি না । তিনি ভাবিতেছেন, এমন সময় গৃহের দ্বার উদ্বাটিত হইল, কুমারী রোজ ফষ্টার সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ।

কুমারীকে দেখিয়াই কাউন্টেন্স ডেস্‌বরা আসন হইতে উঠিয়া দ্রুতগতি তাঁহার নিকটে গিয়া সদয়ভাবে সমাদরে বলিলেন, “বালিকে ! এইমাত্র আমি তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম । আইস, কুমারী প্রাজিনেটের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়া দিই ।”

প্রাজিনেটের দিকে নজর পড়িবামাত্র কুমারী রোজ ভয়ে বিষ্ময়ে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “একি ! এই ছদ্মবেশ কিসের জন্ত ?”—বলিতে বলিতে যেন পাগলিনীর মত মার্শনেসের কাছে ছুটিয়া গিয়া স্থলীলা সভয়ে বলিতে লাগিল, ‘মা ! মা ! এই ছদ্মবেশধারিণী প্রাজিনেটের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর । ইনি সেই কুটিলী পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেগের একজন মুহুরী ! আমি বুঝিতেছি, লর্ড ক্লারিমেল কোন ভাল মত লবে নারীবেশ ধরিয়া আইসেন নাই ; মতলব খায়াপ ।”

কুমারীর কথা শুনিয়াই মার্শনেসের মনে কি এক ভাবের উদয় হইল, কি

বেন তিনি স্বরণ করিতে লাগিলেন, লর্ড ক্লোরিমেলের নাম শুনিয়াই তিনি চমকিয়া উঠিলেন ।

এই ছদ্মবেশধারী প্রাজিন্ট সত্য সত্যই লর্ড ক্লোরিমেল । ভয়াভূরা বিশ্বয়াবিষ্টা রোজ কঠোরের মুখে নিজের নাম শুনিয়া তিনি আর সেখানে দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না । তাঁহার মনে পড়িল, এই কুমারী ক্যামিল! মর্টন নাম ধরিয়া বিবি ব্রেসের কাপড়ের দোকানে চাকরী করিত, বিবি ব্রেস ঘুস খাইয়া ইহাকে লর্ড ক্লোরিমেলের উপপত্নী করিয়া দিতে চাহিয়াছিল, এখন উভয়েই উভয়কে চিনিয়াছে । লর্ড ক্লোরিমেল ধরা পড়িবার ভয়ে অল্পাট উদ্ভিষ্ট করিয়া পলাইবার অভিপ্রায়ে দ্বারের চিকে ছুটিলেন, চঞ্চল হস্তে দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন, সিঁড়িতে নামিবার আগে একটা মাতুরে হৌচট খাইয়া ঢিপ করিয়া পড়িয়া গেলেন ; সিঁড়ির চাতালে যে সকল জীনের ফুলদান সাজানো ছিল, তাহার মধ্যে একটা ফুলদানে মাথা ঠুকিয়া কপাল কাটিয়া গেল । আর কিছু তিনি দেখিতেও পাইলেন না, শুনিতেও পাইলেন না ; একেবারে অজ্ঞান ।

* * * * *

অনেকক্ষণের পর যখন লর্ড ক্লোরিমেলের মুচ্ছাভঙ্গ হইল, তখন তিনি দেখিলেন, শয্যা শয়ন করিয়া আছেন, চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ; চতুর্দিক নিস্তব্ধ,—গোরের ভিতর যেমন নিস্তব্ধতা, সেইরূপ গভীর নিস্তব্ধ । লর্ড ক্লোরিমেল সেই অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কাহারও পদশব্দ অথবা কাহারও কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না । অগ্নে অগ্নে তাঁহার স্মৃতিশক্তি ফিরিল ; গারদ-বাড়ীতে বাহা হইয়াছিল, তাহাও মনে পড়িল ; কাউন্টেন্স ডেম্‌বরার সহিত গাড়ী করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাও মনে পড়িল ; শেষ-কালে বেলেগেন প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাও মনে পড়িল ; তিনি অবীর হইয়া ললাটে হস্তস্বর্ণ করিলেন ; অমুভাবে বুঝিলেন, মাথার পটী বাধা । তখন মনে হইল, বেলেগেন প্রাসাদ হইতে পলায়ন করিবার সময় সিঁড়ির চাতালে পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহাতেই এই দশা ।

খানিকক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া আহত লর্ড ক্লোরিমেল আপন মনে তর্ক করিতে লাগিলেন, “কোথায় আমি ! ইহা কি আমার নিজের বাড়ী ?—না, তাহাও সম্ভব নয়,—অন্ধকারে এধার ওধার হাত বুলাইয়া দেখিলেন, নিজের বাড়ীর কোন আসুবাবপত্র হাতে ঠেকিল না । আবার তিনি ভাবিলেন, তবে কি আমি বেলেগেন প্রাসাদে ?—না,—তাহাও সম্ভব নয় ;—লেডী বেলেগেন অবস্থার আমাকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিবেন, ইহাও অসম্ভব । তবে আমি

কোথায় ?"—ভাবিতে ভাবিতে তিনি অসুস্থমান করিলেন, তাঁহার হস্ত আঘাতে বাটাইবার জন্ত অজ্ঞান অবস্থার অস্ত্র কোন বাড়ীতে সরাইয়া রাখি-
রাছেন। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ নানাধাণা ভোলাশাড়া করিতে করিতে তিনি
শুনিতে পাইলেন, একটা ঘড়ী বাজিল। ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া হঠাৎ তাঁহার সেই
বস্ত্রপার সময় একটু আনন্দ হইল। মনে মনে তিনি স্থির করিলেন, এই
ঘণ্টাধ্বনি পূর্বে একবার শুনিয়াছিলেন। পূর্বকথা স্মরণ হইল। ঘণ্টাধ্বনি
ধামিল, আবার পূর্বের জায় সমস্তই নিস্তব্ধ।

খট্টার উপর লর্ড ক্লোরিমেল একটু উঁচু হইয়া বসিলেন, দেয়ালে হাত
বুলাইয়া বুঝিলেন, ই। সেই স্থান বটে। আবার তিনি শর্যাপার্থে হস্ত
বিস্তার করিলেন, একটা পদার্থে হস্তস্পর্শ হইল,—পদার্থটা কি ?—বৃহৎ
একখানা আরাম চেয়ার। তাঁহার স্মরণ হইল, পূর্বে একবার এই ঘরে এই
আরাম চেয়ারের উপর তাঁহার জামাকাটা খুলিয়া রাখিয়াছিলেন।

এই নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া লর্ড ক্লোরিমেল আরও কত কি পূর্বকথা মনে
করিলেন, ধীরে ধীরে আন্তঃব্যস্তে খট্টা হইতে নামিলেন ; অত্যন্ত দুর্বল, চলি-
বার শক্তি নাই ; অতি কষ্টে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া এদিকে ওদিকে হাত
বুলাইলেন ; অন্ততবে বুঝিলেন, একটা টেবিল, সেই ভাবে আরও একটু অগ্রসর
হইয়া হস্তস্পর্শে জানিলেন, সোফা ; স্মরণ হইল, পূর্বে একবার বে সোফার
বসিয়াছিলেন, ঠিক সেই সোফা। মনে মনে আশার সঞ্চার। ক্ষণকাল সেই
সোফার উপর তিনি শুইয়া রহিলেন, অন্তরে অনেক প্রকার চিন্তা ও অনেক
প্রকার স্মৃতির উদয়।

চারিদিকে অন্ধকার, চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই অন্ধকারে লর্ড ক্লোরিমেল
স্মরণ করিলেন, এই সেই গৃহ ;—ইহার নাম—রহস্য নিকেতন—প্রেম নিকেতন—
গৃহের বায়ু উত্তপ্ত—সুগন্ধে আয়োজিত। তিনি স্থির করিলেন, ই। এই সেই
প্রেম নিকেতন ; কিন্তু কোথায়, কাহার অট্টালিকা, লণ্ডনের কোন্ দিকে কোন্
অংশে ইহা সংস্থাপিত ?

লর্ড ক্লোরিমেল সোফা হইতে উঠিলেন, আন্দাজে আন্দাজে একটা গবা-
কের নিকটে গেলেন। গবাকে স্থল মক্কেলের পর্দা ফেলা, পর্দা সরাইয়া তিনি
গবাকের হড়কা খুলিবার চেষ্টা করিলেন। গবাকের সঙ্গে হড়কার গায়ে বৃহৎ
কুলুপে চাবীবন্ধ, একটু সরায়, কাহার সাধ্য। গবাকে এমন একটু ছিন্ন নাই যে,
তাহা দিয়া বাহিরের কোন বস্তু দেখা যায়। যদিও বেলা দুই প্রহর, তথাপি গৃহ-
मध्ये ঘোর অন্ধকার। বাহ্যিক প্রাতঃকাল কিংবা বেলা দুই প্রহর কিবা রাত্রি-
কাল, লর্ড ক্লোরিমেল তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। জানালায়

নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি ঘরের নিকটে গমন করিলেন। ঘর খুলিবার চেষ্টা করিলেন ; সে চেষ্টাও বিফল ; ঘারেও সুদৃঢ় চাবীবদ্ধ। ঘরের নিকট হইতে আসিয়া আবার তিনি সোফায় চেলান দিয়া বসিলেন, মনে মনে বলিতে লাগিলেন, “নিশ্চয়ই আমি কাগাগারে বন্দী, কাগাগারেও আমার আনন্দ, আহা ! এই সময় এই কাগাগারের অধিষ্ঠাত্রী সেই সুন্দরী যদি আমার কাছে থাকিতেন, তাহা হইলে আমি কতই সুখী হইতাম।”

অকস্মাৎ একটা পরিচিত সুকোমল মধুরস্বর প্রতিগোচর হইল। স্বর বলিল, “প্রিয় ক্লোরিমেল ! আমি তোমাকে অবহেলা করিব, এমন কি তুমি বিবেচনা কর ?”—

স্বর খামিল। এইরূপ উক্তি করিয়াই সেই পূর্ববর্ণিত অজ্ঞাতরমণী বাহ প্রসারণ করিয়া লর্ড ক্লোরিমেলকে আলিঙ্গন করিলেন। মুখে মুখে চুচন করিয়া রমণী একবার উঠিয়া, টেবিলের উপর হইতে মদ আনিয়া, আবার ক্লোরিমেলকে কোলে করিয়া বসিলেন। সুন্দরীর অর্দ্ধাবৃত বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া লর্ড ক্লোরিমেল মদ খাইলেন ; ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মনোমোহিনি ! বল আমাকে, কত দিন আমি এখানে আছি ? কত ঘণ্টা কি কত দিন, কিছুই আমি জানি না।”

মনোমোহিনী বলিলেন, “আজ তিন দিন। তোমার মস্তকে আঘাত লাগিয়াছিল, তিন দিন আমি তোমার সেবা করিতেছি ; কিন্তু কেমন করিয়া তুমি এখানে আসিলে ? আমি তোমার সেবার জন্য খান্জি হইয়াছি, এমন ঘটনাই বা কিরূপে হইল ? আজ ৮ই এপ্রিল, সন্ধ্যাকাল, বড়ীতে সাতটা-বাজিয়াছে। আবার আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, কিরূপে তুমি এখানে আসিলে ?”

ব্রিডস্‌য়ের লর্ড ক্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি আমি বেলেগেওন্ প্রাসাদে নাই ?”

মোহিনী উত্তর করিলেন, “তাহা কি তুমি সম্ভব মনে করিতে পার ? না না, —এখন বেশী কথা কহিও না। তোমার জ্ঞান হইয়াছিল, তুমি প্রলাপ বকিয়া ছিলে, ডাক্তার তোমাকে ঘুমের ঔষধ দিয়া গিয়াছেন ; ঔষধ খাইয়া খাটে গিয়া শয়ন কর, সন্ধ্যা হুয়াও ; কল্যা প্রাতঃকালে যখন জাগিবে, তখন শরীর অনেক সুস্থ বোধ হইবে, তখন তোমার বাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা করিও, আমি তাহার উত্তর দিব।”

মোহিনীর উত্তরের উপর মস্তক রাখিয়া ক্লোরিমেল শয়ন করিয়াছিলেন,

উঠিয়া সেই স্তনে চুষন করিয়া তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, বাহা ছুঁমি বলিতেছি, তবে তাহাই করি।”

লর্ড ক্লোরিমেল বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন, খটাপাথে আরাম চেয়ারে বসিয়া মোহিনী খাত্তী আপন হস্তে তাঁহার একখানি হস্তধারণপূর্বক স্বথাবোধ্য সান্দ্রনা কবিত্তে লাগিলেন ; স্নেহময়ী কামিনী যেমন যত্ন করিয়া রোগীর সেবা করিতে পারে, প্রেমভাবে তিনি সেইরূপ যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

এইখানে আমরা এ আখ্যায়িকার একটি উজ্জ্বল অংশ বর্ণনা করিব। যে দিনের এই ঘটনা, সেই দিনটি দুটি প্রাণীর জীবনের সাংঘাতিক ঘটনা বলিয়া গণ্য। যে নীচাশয় রাজকুমার একটি কুমারীকে প্রথমে ঘৃণা করিয়া তাহার পর অগত্যা ভালবাসিতে উদ্যোগী, দিনটি তাঁহার পক্ষে সাংঘাতিক; আর একটি সরলা রাজকুমারী এক জন নির্দয় দুৰ্ভিক্ষ নিষ্ঠুর পুরুষকে আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত, দিনটি সেই রাজকুমারীর পক্ষে সাংঘাতিক।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল সন্ধ্যাকাল। এই দিন সেন্টজেমস্ প্রাসাদের ধর্ম-মন্দিরে ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সহিত বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইনের বিবাহ। রাজা, রাণী এবং রাজপরিবারের সকলেই সেইখানে উপস্থিত, কেবল কাপুরুষ অকর্মণ্য ডিউক অব ইয়র্ক অনুপস্থিত। সেই কাপুরুষ রাজকুমার তৎকালে লণ্ডনে ছিলেন না, প্রদেশ মধ্যে ব্রিটিশ সেনাবলে গোল-যোগ ঘটাইয়া ব্রিটিস্‌জাতির পরাভব ও অপমানের অভিনয় করিতেছিলেন।

সচরাচর ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধিত প্রজাপুঞ্জের প্রমার্জিত অর্থে বেক্রম মহাসমারোহে রাজপরিবারের বিবাহ হইয়া থাকে, এ বিবাহেও তদন্তরূপ মহাসমারোহ। বড় বড় পদস্থ রাজপুরুষ, বড় বড় উপাধিদারী গণনীয় পুরুষ এবং মানবতী মহিলাগণ এই বিবাহসভার উপস্থিত। রাজা সার্বলোচী সূক্ষ্ম পক্ষিপুচ্ছে ও হীরাজহরাতে যশোতা, রাজকন্যা ও অপরাপর রমণীগণও বহুমূল্য বসনভূষণে সজ্জিতা।

রাজা দিব্য প্রফুল্লবদন, রাণী সার্বলোচীর মুখ ভারী, রাজকুমারী এমিলিয়া কিছু বিবাদিনী। কেন না, তিনি বুঝিয়াছিলেন, সরলা কুমারী কারোলাইনের ভাগ্য ভাল নয়।

রাজকুমারী কারোলাইন যদিও মনে মনে ত্রিস্রমাণা, তথাপি তাঁহার অধরে যুহু যুহু হাস। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর লোকেরা যে পথ প্রস্তুত করিয়াছে, সেই পথে পর্যর্পণ করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। পরমেশ্বরের উপরেই তাঁহার পূর্ণ নির্ভর; ভাগ্যে বাহা থাকে, তাহাই হইবে; সর্বশক্তিমান্ পরমপিতার বাহা ইচ্ছা। তাহাই সিদ্ধ হইবে; মহাবীর কারোলা ভাল মক্‌ বিদানে একমাত্র তিনিই কর্তা।

সুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স বাহাদুরের কিরূপ ভাব ? তিনি প্রচুর মতপানে মাতাল হইয়া বেদি সম্মুখ সমুপস্থিত, মুখে ঈষৎ হাস্য, নরনে কায়ভাব পরিপূর্ণ; সেইরূপ লোলুপনরনে লেডী জার্সী ও বিবি অ্যাষ্টনের মুখপানে তিনি চাহিলেন; কৌশলে জগলাভ হইয়াছে, এই ভাব জানাইয়া লেডী জার্সী আমোদিনী ।

কুমারী কারোলাইন তাঁহার সেই দৃষ্টি-বিনিময় দর্শন করিলেন, অন্তরে বেদনা লাগিল; পাঁচ মিনিটের মধ্যে যিনি তাঁহার স্বামী হইবেন, তাঁহার এবং পূর্ণমনোরথ প্রতিযোগিনীর মনের ভাব তিনি বিলক্ষণ বুঝিলেন; অল্পক্ষণের অন্ত মুখখানি লোহিতবর্ণ হইল, স্বভাবসিদ্ধ সহিষ্ণুতা ও সরলতাবশে তখন তখন মে ভাব সংবরণ করিয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করিলেন ।

উপাসনা কার্য্য আরম্ভ হইল, ক্যান্টনবরীর আর্ক বিশপ মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন । রাজা স্বয়ং ব্যবহারাত্মক কার্য্যকরণে অগ্রসর হইয়া কুমারীর হস্ত ধারণপূর্ব্বক আসনে বসাইয়া দিলেন; সেই সময় কুমারীর স্নকোমল নরন হইতে অশ্রুবিন্দু মুক্তার স্রাব বিগগিত হইয়া মকমলের আসনে নিপতিত হইল; সুবরাজ সেই অশ্রু দর্শনে কল্পণাপরবশ না হইয়া মনে মনে রাগত হইলেন, ঐর্ষ্যা ধারণ করিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, আমার স্ত্রী হওয়া কত সৌভাগ্য ও কত গৌরবের বিষয়, তাহা না বুঝিয়া এই জর্জনকুমারী কাদিল; ইহা ভাবিয়াই তাঁহার অধীরতা ।

অন্তরে দারুণ বেদনা পাইয়া সুবরাজ অকস্মাৎ পবিত্র আসন হইতে লাফাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন, মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া পুরোহিত আর্ক বিশপ চমকিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিলেন । আর আর বাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইল, রাজী, লেডী জার্সী ও বিবি অ্যাষ্টনের মুখে অল্প অল্প হাস্য দেখা দিল; এটিকেটের পাকা বুককী লর্ড মালমেসবরী এই ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইলেন ।

মুহূর্ত্তকাল এই ভাব । প্রিন্স অব ওয়েল্‌স পরক্ষণে চকিত হইয়া মনে করিলেন, লোকে হয় ত আমাকে মাতাল অথবা পাগল বিবেচনা করিতেছে; কার্য্যটা ভাল হয় নাই । ইহা ভাবিয়া অস্পষ্টব্যাক্য কহা চাহিয়া পুনর্বার তিনি বরাসনে জাহ্নু পাতিয়া বসিলেন ।

মন্ত্রপাঠ হইতে লাগিল, আর কোন বাধা পড়িল না । কেবল একটি বিষয়ের উল্লেখ করা আবশ্যক । শুভকার্য্যের শেষে সকলে শান্তিবাক্য উচ্চারণ করিলেন, লর্ড মালমেসবরী সে বাক্য উচ্চারণ করিলেন না; তিনি অবনত বদনে ক্রুরভাবে উচ্চারণ করিলেন, "এটিকেট ।"

পরিণয়কাৰ্য্য সমাপ্ত হইল, বাহার ভাগ্যে বাহা থাকুক, বিজ্ঞপের পরীক্ষা শেষ হইয়া গেল, বরণবিকের রাজকুমারী কারোলাইন অতঃপর ইংলণ্ডের প্রিন্সেস অব ওয়েলস্ হইলেন ।

বর, কড়া এবং বরবাক্সিগণ ধর্ম্মমন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রাসাদের মধ্যস্থিত একটি বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন । সেখানে বহু লোক সমবেত । সকলের চক্ষুই নববিবাহিতা রাজবধুর উপরে, কিন্তু কেহই সে স্থানে আপন আপন মনোগতভাব ব্যক্ত করিতে সাহসী হইলেন না ।

বিবধা কাউন্টেস্ মণ্টগোমারি তাঁহার সহচরী লেডী ক্রণেলকে জনান্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রিয়সখি লেডী ক্রণেল ! এই নববধূকে দেখিয়া তোমার কিরূপ বিবেচনা হয় ?”

চতুরা লেডী ক্রণেল উত্তরচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজকুমার নিজে কিরূপ বিবেচনা করেন ?”

কাউন্টেস্ মণ্টগোমারি বলিলেন, “দেখিতেছ না, রাজকুমার নিজের মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াও কোন মতে কৃতকাৰ্য্য হইতে পারিতেছেন না ? স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, তিনি অসুখী, অসন্তুষ্ট ও চঞ্চল ।”

অস্পষ্টস্বরে লেডী ক্রণেল চুপি চুপি বলিলেন, ঠিক—তুমি বাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক ! আরও দেখা যাইতেছে, যুবরাজ বেশ মাতাল ।”

ঐরূপ চুপি চুপি কাউন্টেস্ বলিলেন, “হাঁ, বেশ মাতাল ; খুব মদ খাইয়াছে ।”

পূর্ববৎ অস্পষ্ট মুহূর্ত্তে লেডী ক্রণেল বলিলেন, “গোলাপী নেশার ভোর ।”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “হাঁ, গোলাপী নেশা : কিন্তু নূতন বধূটিকে তুমি কিরূপ বিবেচনা কর ?”

লেডী ক্রণেল বলিলেন, “ইতর অসভ্য কুৎসিত জিনিস জর্জনী হইতে আমদানী হইয়াছে । আমাদের ইংলণ্ডের সমাজে এমন জীলোক স্থান পাইবার যোগ্য নয় ।”

ঐ দুটি গল্পজিহ্না রমণী এত বড় গুরুতর বিষয়ে সৌখীন কামিনীর সৌখীনতার এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন ।

বৈঠকখানার অপর এক কোণে একজন আল্ আর একজন-মাক্‌ইস মুখামুখি দাঁড়াইয়া ছিলেন ; এত মুখামুখি যে, মাকে নাকে ঠেকাঠেকি । তাহারা চুপি চুপি উপস্থিত বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন ।

আলের বরক্রম প্রায় ৩৫ বৎসর । মাক্‌ইসকে সন্মোদন করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রিয় মিত্র ! এই রাজবধূটি কেমন ?”

মাক্‌ইসটি এই আল্ অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট । তিনি উত্তর করিলেন,

“মী লর্ড! আপনি কিরূপ বিবেচনা করেন, আগে শুনি, তাহার পর আমি মন্তব্য দিব। কেন না, এতাদৃশ বিষয়ে আপনার অভিজ্ঞতা অধিক।”

ঝোপের উপর বাড়ি মারিয়া যেমন জীবজন্তুর অবস্থান পরীক্ষা করা হয়, সেইরূপে আত্ম-অভিপ্রায় প্রকাশের পক্ষে মাকুইসের অভিপ্রায় জানিবার জন্য স্বেচ্ছায় বৃদ্ধ আল’আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাজপুত্র স্বয়ং এই নববধূটিকে কেমন বিবেচনা করেন, তাহা কি ভূমি অহুমান করিয়া বলিতে পার?”

মাকুইস চুপি চুপি বলিলেন, “মী লর্ড! আপনি কি দেখিতেছেন না, নব-বিবাহিতা স্ত্রীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া রাজকুমার কেমন ঐ লেডী জার্সীর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন?”

আল’বলিলেন, “ঠিক! ঠিক! তুমি বাহা বলিলে, ঠিক তাই!”

মাকুইস জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ নববধূটিকে আপনি কিরূপ বিবেচনা করেন?”

আল’তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “কেবল একটা সিদ্ধান্ত স্থির করা যায়। জর্জের রাজকন্তার পক্ষে তাহা অহুকুল নহে। আমরা উহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিব না, আরও—আমাদের স্নেহভ্রাতৃগণকে উপদেশ দিব, তাহারা যেন ঐ নববধূকে হীন বলিয়া বিবেচনা করে।”

সেই বাক্যে সার দিয়া মাকুইস বলিলেন, “সেই কথাই ভাল; এরূপ কার্য্য করাই আমাদের এখন কর্তব্য।”

এই প্রকার পরামর্শ স্থির করিয়া তাহারা দুই জনে সেই ঘরের অন্তরীক দিলেন। যে দিকে তাহাদের পরিবারেরা, তাহারা পৃথক হইয়া সেই সেই দিকেই গমন করিলেন। দুই বন্ধুতে বাহা স্থির করিয়াছেন, স্বার্থ খুঁটান তত্ত্বমতে স্ব স্ব পরিবারগণকে তদনুসারে উপদেশ দিবার সংকল্প।

ওঃ! ইংলণ্ডের বড়দলের বড় বড় লোকের দস্ত ও নীচাশয়তা অবর্ণনীয়। মানব-প্রকৃতির এরূপ দুর্ব্যবহার জগতে আর কল্পাপি নাই। তাহাদের নির্দয়তা ও আত্মভরিতা অতিশয় ঘৃণাকর।

উপরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় দলের যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইল, তাহা দেখিয়া পাঠকেরা বেশ বুঝিতে পারিবেন, সৌধীন জগতের বড় বড় সৌধীন লোকেরা কতদূর স্বার্থপর ও দাষ্টিক। প্রিন্স অব ওয়েলস ইংলণ্ডের সৌধীন দলের অগ্রণী, যে ক্ষেত্রে তিনি বাহা করেন, অপরাপর বড়লোকেরা, খেতাবী মহিলারা এবং বড় বড় ঘরের অহংকৃত্য কন্তারা ঠিক তাহারই অহংকরণ করিয়া থাকেন। রাজকুমারী কারোলাইনের ভাগ্যে কি ঘটিবে, সকলে তাহা অনুভব করুন। তাহার দামী, খাণ্ডী ও দামীর উপপত্নীরাই যে কেবল তাহার প্রতি বাম,

এমন নয়,—সৌধীন-সম্প্রদায়ের উচ্চ উচ্চ বংশীয় স্ত্রী-পুরুষেরা সকলেই তাঁহার পক্ষে প্রতিপক্ষ ।

এখন দেখিতে হইবে, কোটি কোটি শ্রমজীবী প্রজার মনোভাব কিরূপ দাঁড়ায় । রাজকুমার ও রাজবধূর পরস্পর ভাবগতি সম্বন্ধে সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের অভিপ্রায় প্রকাশের সময় যখন আসিবে, তখন ভাল মন্দ বুঝিতে পারা যাইবে । শ্রমজীবীদের নিরপেক্ষ সাধুলোক অনেক, তাহারা সর্বদা প্রবলের বিপক্ষে দুর্বলের পক্ষ হয়, অত্যাচারীর বিপক্ষে প্রীতীভূত লোকের পক্ষ হয়, অত্যাচারের বিপক্ষে স্ত্রীর পক্ষসমর্থন করে এবং দৌরাত্ম্যের বিপক্ষে সচিবতার পক্ষ-পাতী হইয়া থাকে ।

উৎসব সমাপ্ত, বৈঠকখানা জনশূন্য, ডোজের আসন শূন্য, নিমন্ত্রিত জন-গণের গাড়ীগুলি সেণ্টজেন্স প্রাসাদের ফটক পার হইয়া গেল, চাকরেরা সমস্ত বাতী নিবাইয়া দিল, রাজা ও রাজমহিষী বকিংহাম প্রাসাদে যাত্রা করিলেন, রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েল্স নবপরিণীতা পত্নীকে লইয়া কার্লটন-প্রাসাদে চলিলেন ।

— — —

বর্ষ পরিচ্ছেদ

—:—

বাসরঘর

প্রাসাদে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রিন্স অব ওয়েলস তাঁহার স্ত্রীকে হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইলেন, চাকরেরা সিঁড়ির পথে সম্মুখে নব-দম্পতিকে সেলাম করিতে লাগিল। দম্পতি হাত-ধরাধরি করিয়া সুসজ্জিত প্রবেশ বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। লেডী জার্সী, বিবি হারপোর্ট ও বিবি চার্লি অ্যাটেন স্বতন্ত্র শকটে সেন্ট জেমস প্রাসাদ হইতে কার্লটন হাউসে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তিন জন খানিকক্ষণ বৈঠকখানায় কথোপকথন করিয়া রাজকুমারী কারোলাইনকে বাসরঘরে লইয়া গেলেন।

বৈঠকখানায় প্রিন্স অব ওয়েলস একাকী। একটা টেবিলের উপর মদের বোতল সাজানো ছিল, প্রিন্স সেইখানে গিয়া বড় একটা গ্লাসে কানায় কানায় সরাপ ঢালিয়া একচুমুকে পান করিলেন, তাহার পের একখানা সোফায় শরন করিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রথম চিন্তা ঋণ-পরিশোধ। প্রধান মন্ত্রী যদিও পার্লামেন্ট মহাসভাকে রাজপুত্রের ঋণপরিশোধে সম্মত করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও কিছু কিছু বাধা আছে। পার্লামেন্ট একখানি তালিকা চাহিয়াছেন। কেবল মহাজনগণের নামের তালিকা নহে, কি কারণে কাহার নিকট কত স্মদে কত টাকা কর্জ লওয়া হইয়াছে, তাহা বিশেষ করিয়া সেই তালিকায় লিখিয়া দিতে হইবে। প্রিন্স ভাবিতেছেন, এমন কতকগুলি ঋণ আছে, তাহা তালিকাভুক্ত করা লজ্জার বিষয়। মাকুইস সেন্ট ফ্রাইস যে টাকা ধার দিয়াছেন, তাহা এ পর্যন্ত পরিশোধ করাইয়া নাই। সেই করাসী মাকুইস স্বদেশে হইতে পলাইয়া ইংলণ্ডে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহার নিকট টাকা কর্জ লওয়া হইয়াছে, লোকে ইহা জানিতে পারিলে বড় অপমান; সে কথা তালিকায় লেখা হইবে না। মাকুইস এখন সেই টাকার জন্ত ঘন ঘন ভাগাণা করিতেছেন; বীরাননা লিটিসিয়া হুইব্রুজিতে উক্ত মাকুইসকে উদ্ধারিত হইতেছে, ইহাই রাজকুমারের ধারণা।

দ্বিতীয় চিন্তা—পলিন ক্লারেওন সম্রাট তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহার তরী অকটেভিয়া গর্ভবতী।

এই সকল চিন্তার অন্তরিক্ত আর এক প্রধান চিন্তা। যে রমণীকে তিনি যুগা

করেন, তাহাকে বিবাহ করিতে হইয়াছে। ইহাতে অবশ্যই মন্দকল কলিবে। সেই চিন্তার রাজকুমারের অন্তঃকরণ আকুল।

এইরূপ আধবটা। চিন্তা করিতে করিতে রাজকুমার বার বার উঠিয়া টেবিলের কাছে গিয়া ঘন ঘন মদ ঢালিয়া খাইতেছেন। মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়াছে, দুই চক্ষু ঘোর লাল, প্রতি পদক্ষেপে তিনি টলিয়া পড়িতেছেন।

এই অবসরে গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল। লেডী জাশী প্রবেশ করিলেন।

রাজপুত্রের দিকে একবারমাত্র কটাক্ষপাত করিয়াই ধূর্ত লেডী বৃথিতে পারিলেন, রাজপুত্র বিলক্ষণ মাতাল। ঈর্ষা-হিংসাবশে লেডীর মুখে বিজ্ঞপ্তি-জ্ঞাস দেখা দিল। নব-দম্পতি উভয়ে উভয়কে স্থগার চক্ষে দেখেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা। তাহার পর স্বয়ং রাজমহিষী এই বিষয়ে উৎসাহ দান করিতেছেন।

উদাস-নেত্রে চাহিয়া জড়িত জিহবার রাজকুমার বলিলেন, “শ্রেয় করিবার জন্ত আমাকে বুঝি লইতে আসিয়াছ ?”

লেডী জাশী উত্তর করিলেন, “বাসরবর সজ্জিত হইরাছে; কিন্তু প্রিয়তম জর্জ! তোমাকে অনুগ্রহ দেখিতেছি। তোমার মুখ দেখিয়া আমার প্রাণে বেদনা লাগিতেছে।”

চঞ্চলমুখে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফ্রান্সিস! তুমি কি আমাকে যথার্থই ভালবাস ?”

লেডী জাশী উত্তর করিলেন, “জর্জ! তোমাকে আমি যত ভালবাসি, তাহা তুমি জানো।”

মদের ঝোঁকে রাজপুত্র বলিলেন, “প্রিয়—প্রিয়তমে! তুমি—আমাকে—দয়া কর—দয়া কর!”

সামুদ্রাণে প্রিস্লেসের কণ্ঠবেষ্টন করিয়া তাঁহার আরক্তবর্ণনে চূষন করিতে করিতে মোহিনী স্নানরী গদগদমুখে বলিলেন, “জর্জ! প্রিয়তম জর্জ! তোমার প্রতি আমার দয়া হইতেছে। মনে করিয়া দেখ, কুমারী কারোলাইন যে দিন লগুনে উপস্থিত হয়, সেই দিন কি তোমাকে আমি বলি নাই যে, কারোলাইন তোমার পত্নী হইবার যোগ্য নয়?”

রাজকুমার বলিলেন, “বাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, হৃর্তাগোর ফল কলিয়াছে, আর তাহা কিরিবে না। ছয় লক্ষ পাউণ্ড,—তুচ্ছ কথা নয়,—তাহা পরিশোধ না হইলে রাজসিংহাসনে আমি বসিতে পাইব না। দূর হউক,—চাহি না। জাশী! এক গ্লাস মদ দাও!—হোট গ্লাস দিও না,—একটুখানি

দিও না,—অপূর্ণ দিও না,—খুব বড় গ্লাস,—পূর্ণপাত্র ।—দাঁও, সুরাসাগরে আমি
দৃষ্টিভাড়া ডুবাওয়া রাখি ।”

লেডী জাশী তৎক্ষণাৎ হুকুম পালায়ন করিতে চলিলেন;—টেবিলের দিকে
তিনি বাইতেছেন, মাতাল রাজকুমার ঘূর্ণিতলোচনে তাঁহার গতিভঙ্গী ও বসন-
শোভা দর্শন করিতেছেন;—লেডী যখন পূর্ণপাত্র হস্তে লইয়া কিরিয়া আসি-
লেন, রাজকুমার তখন তাঁহার সুন্দর মুখখানি, সুন্দর হাতখানি এবং অঙ্গাবৃত
সুন্দর্যগল দর্শন করিয়া বেন পাগল হইলেন, মোহিনী সুন্দরী মোহন অধরে যুহু
যুহু হাসিলেন ।

সুন্দরীর হস্ত হইতে সুরাপাত্র গ্রহণ করিয়া রাজকুমার প্রথমে সেই কোমল
হস্ত চুম্বন করিলেন, তাহার পর এক নিশ্বাসে সেই পূর্ণপাত্র উদরস্থ করিলেন ।
নেশার উপর নেশার ভোর; নেশার চক্ষে সুন্দরীর সুন্দরী মূর্তি অবলোকন
করিয়া তিনি বেন প্রেমোল্লাসে উন্মত্ত হইলেন; বলিলেন, “ফ্রান্সিস্! তুমি
বলিরাছ, তুমি আমাকে ভালবাস ।”

জাশী বলিলেন, “হাজারবার আমি তোমাকে বলিরাছি, তোমাকে আমি
ভালবাসি ।”

রাজকুমার বলিলেন, “প্রিয়তমে! বল, এখন আমি কি করি? বাসরঘরে
বাইব না, কারোলাইনকে স্পষ্ট করিয়া জানাইব কি বে, তুমি কেবল নামে
আমার পত্নী হইরাছ?”

চতুরা বলিলেন, “না না,—অমন কর্ম করিও না,—অমন কথা বলিও না ।
তোমার সঙ্গমের হানি হইবে, সে ক্ষতির আর পূরণ হইবে না । আইস,
তোমাকে আর এক গ্লাস মদ দিই, সেইটুকু খাইয়া লও, আমি তোমাকে বাসর-
ঘরে লইয়া যাই ।”

হিক্কা তুলিতে তুলিতে মাতাল রাজকুমার আর এক গ্লাস মদ জঠরস্থ করি-
লেন, তো তো করিয়া বলিলেন, “ভাই চল,—তা—তা—তাই চল,—প্রি—প্রি—
প্রিয়তমে—তুমি—আমার—হা—হা—হাতখানা ধর,—ধরিয়া ধরিয়া—বা—বা
—দ্বারের কাছে লইয়া চল,—আ—আ—আমার পা—ট—ট—টলিতেছে—
বা—বা—বাসরঘরে লইয়া—”

রাজপুত্র যদি বলিতেন, আমি ঝাঁড়াইতে পারি না, আমি চলিতে পারি না,
তাহা হইলেই সত্যকথা বলা হইত; কিন্তু মাতালেরা আপনাদিগকে মাতাল
মনে করে না; তাহারা ভাবে, ঠিক আছি,—অপর লোকেরা কিন্তু তাহাদের
প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া হাস্ত করে ।

লেডী জাশী বখাশক্তি সেই মাতালকে ধরিয়া লইয়া চলিলেন; মাতাল পদে

পদে হৌচট খাইতেছেন, তুই তিনবার সন্ধিনীকে টানিয়া টানিয়া তুমি ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিলেন ; অতি কষ্টে লেডী তাঁহাকে বাসরঘরের চৌকাঠ পার করিলেন । সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে বাড়ীর চাকর-দাসীরা সেখানে কেহই ছিল না, সুতরাং পশুৎ মাতালের সে দুর্দশা কেহই দেখিতে পার নাই ।

বে পবিত্র গৃহে প্রেমের সমাদর হওয়া উচিত, রাজকুমার মাতাল অবস্থায় সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহটাকে কলঙ্কিত করিবেন । হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, এ অবস্থায় এখানে আসা ভাল হয় নাই ; ভাবিয়া ভাবিয়া একটু বেন সুস্থির হইয়া বাহিরের ঘরের দেয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল লেডী জার্মীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ; হেঁচকী তুলিতে তুলিতে ভয়ঙ্করে বলিলেন, “প্রিয়-সখি ফ্রান্সিস্ ! আমি—আমি—বিবেচনা—করি, আমার বেরূপ—বেরূপ—হওয়া উচিত, আমি—আমি এখন সেইরূপ সুস্থির—ই—হইরাছি ।”

মৃদুস্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, “প্রিয়তম জর্জ ! এখন তুমি কেমন আছ বোধ কর ?”

ওঠ প্রান্তে একটু হাসি আনিয়া, ফ্যাল-ফ্যাল-চক্ষে চাহিয়া, থামিয়া থামিয়া রাজপুত্র বলিলেন, “আমি—আমি বিবে—বিবে—চনা কর—হিক্—আমি—আমি তোমা—তোমার সঙ্গে—হিক্—তোমার ঘরে—ঘরে বাইব—তোমা—তোমাকে—কোলে—হিক্—করিয়া—সেই—সেইখানে রাতি—যা—আপন করিব ।”

মাতালের মুখের মনের গন্ধে অশ্রুবী হইয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, “তোমার সঙ্গে থাকিতে পাইলে আমার আত্মা হইবে বটে, কিন্তু মিনতি করি, মুখে বাহা বলিতেছ, তোমার মনে বাহা আসিয়াছে, তাহা সংবরণ কর । পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, উহা তোমার পক্ষে অনর্থকর—”

জড়িতস্বরে রাজকুমার বলিলেন, “সত্য—সত্য—সত্য—কিন্তু আমি বুঝিতেছি—তেছি—হিক্—উহা অতি—হিক্—অবি—বেচনা ।”

মনোমোহন হাস্ত করিয়া লেডী জার্মী বলিলেন, “মনের চাকল্যে ঐ সব কথা তুমি বলিতেছ । কয়েকদিন অবধি আমি দেখিয়া আসিতেছি, তুমি অতি-শর অস্থির হইয়াছ ।”

উত্তরোত্তর রাজকুমারের বাক্য আরও জড়াইয়া আসিতে লাগিল, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা তাঁহার পক্ষে ভার হইয়া উঠিল, ভয়ঙ্করে তিনি বলিতে লাগিলেন, “প্রিয়তম ফ্রান্সিস্ ! তুমি কি—হিক্—মনে কর—কর—আমি—হিক্—একটু—বেশী—হিক্—একগাং—হিক্—বেশী খাই—রাছি ?

মিষ্ট ভৎসনা করিয়া অতি মৃদুকণ্ঠে কাউণ্টেস্ বলিলেন, “ও সব কথা মনে

কানিও না ; তুমি কেবল একটু অস্থির হইয়াছ যাত্র । আমি শু মনে করিতেছি, তুমি আসলেই মদ খাও নাই ।”

কাউন্টেন্স যে কথা বলিলেন, তাই শুনিয়া মাতাল মনে করিলেন, তবে আমি ঠিক আছি, আদৌ নেশা করি নাই ; সরল, শান্ত, প্রকৃতিস্থ, মনে দৃঢ়তা আনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক্রান্‌সিস্, তুমি কি ঠিক বলিতেছ ? তুমি নিশ্চয় বুঝিতেছ ? তাহা যদি হয়, তবে আমি—অবশ্যই—চিন্তা স্থির—হাঁ, লে বিষয়ে—বিষয়ে—বিষয়ে—”

কথা বলিতে বলিতে হেলিতে ছলিতে চঞ্চল রাজকুমার বক্রগতি আরম্ভ করিলেন, যে দেয়ালে ঠেস দিয়াছিলেন, সে দেয়াল ছাড়িয়া লেডী জাশীকে ধরিয়া ফেলিলেন ; অঙ্গ ঠিক রাধিবার শক্তি নাই, লেডী শক্ত করিয়া না ধরিলে তিনি তখন নিশ্চয়ই চোচাপটে পড়িয়া বাইতেন, জড়াজড়ি করিয়া ছুজনেই একসঙ্গে ভূপতিত হইতেন । ভাগ্যক্রমে পড়িলেন না, জড়াইয়া ধরিয়া সুল্লরীর অধরে গুটিকতক চুষন করিলেন, সেই অবসরে লেডী জাশী সত্বর হইয়া বাসরঘরের দ্বার খুলিলেন ।

রাজকুমারী কারোলাইন একাকিনী বাসরশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, শয়নকক্ষের সহচরী সে স্থান হইতে চলিয়া গিয়াছে ; রাজকুমারী তজ্জাবোরে নয়ন স্নানত করিয়া রাহিয়াছেন, গাঢ়নিদ্রা নয় ; নয়ন মুদিত, কিন্তু জ্ঞান বিলুপ্ত হয় নাই ; অঙ্গ শব্দ হইলেই জাগিয়া উঠিবেন, এইরূপ অবস্থা ।

বাসর-গৃহটি পরিপাটীরূপে সুসজ্জিত, সমস্ত আসবাবপত্র নূতন, সমস্তই মনোহর । সেই গৃহে সুকোমল শয্যায় রাজকুমারী কারোলাইন অনিদ্রিতা । তাঁহার মুখখানি ঈষৎ আরক্ত, সৌন্দর্য্য যেন কতই বাড়িয়াছে । ষাঁহাদের আত্মসম্মত আছে, ষাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সরল সাধুভাবসম্পন্ন, তাঁহারা সেই নিদ্রিতা সুল্লরীর মূর্ত্তি অবলোকন করিলে নিশ্চয়ই আনন্দে বিমোহিত হন । রাজকুমারীর সরস লোহিত ওষ্ঠাধর ঈষৎ বিভক্ত, তাহার মধ্য দিয়া সুল্লর মূক্তা-পাঁতর দ্বার শুভ্র দন্তপাঁতি দেখা বাইতেছে । লেডী জাশী এই সুল্লর দন্তের নিন্দা করিয়াছিলেন । রাজকুমারী মুখখানি প্রথম সুল্লর দেখাইতেছে । এক-খানি কোমল শুভ্র হস্ত শয্যার উপর বিলম্বিত । নিশাপরিচ্ছদের এক এক অংশ কিছু শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, অর্ধ-উন্মুক্ত পীনোন্নত পরোধর অতি সুল্লর শোভা বিস্তার করিতেছে । সুল্লর লাবণ্য । অকলঙ্ক সতীপ্রতিমা ।

গৃহমধ্যে দীপাধারে বাতী জলিতেছে, সেই আলোতে গৃহটি সমুজ্জল, অগ্নি-কটাহে অগ্নি প্রার নিরূপিত, বায়ু সুরিধ—সুবাসিত । খট্টার মশারি

ফেলা, কিন্তু সেখানে সুকোমল উপাধানে রাজকন্ডার মস্তকটি বিস্তৃত, সেই হাঁটুটো অনাবৃত । সুন্দরীর কপোলের গোলাপী আভা সুস্পষ্ট দৃশ্যমান ।

রাজকুমারী ঐ ভাবে তন্দ্রাভিত্তা, এমন সময় একটা শব্দ শুনিয়া হঠাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন, নয়ন উন্মোচিত হইল, দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চৌকাঠের উপর স্বামী । তৎক্ষণাৎ কপোলদেশে লজ্জা-রেখা অঙ্কিত হইল, খট্টার বহনিকার অন্তরালে মুখ লুকাইবার চেষ্টা ; ঠিক সেই সময় তাঁহার মনে হইল, স্বামীর পার্শ্বে আর একজনের মুখ দেখিতে পাইয়াছেন ; কাহার মুখ, ভাল করিয়া দেখিবার অভিলাষে, অবগুণ্ঠিতা হইবার অগ্রে আর একবার দ্বারের দিকে চাহিলেন, দেখিয়াই চিনিলেন, লেডী জার্সী ;—সেই স্ত্রীলোক প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে ধরিয়া ধরিয়া ঘরের ভিতর আনিতেছেন । রাজকন্ডা আরও দেখিলেন, জার্সীর বদনে দানবীর স্তায় জয়োজ্ঞাসের হস্ত ;—দেখিয়া-রাজ্য তাঁহার অন্তরে আকস্মিক আতঙ্কের সঞ্চার । প্রাণে আঘাত লাগিল, মাথা ঘুরিল, মনে হইল অলক্ষণ । তিনি তৎক্ষণাৎ বালিসে মাথা-রাখিয়া মুখ ফিরাইলেন ; অন্তরঙ্গাগরে কত আলঙ্কার তরঙ্গ তরঙ্গিত হইতে লাগিল ।

পরক্ষণে বাসর-ঘরের সেই দ্বার অবরুদ্ধ হইল, বাহির হইতে বন্ধ হইয়া গেল । লেডী জার্সী স্থির করিয়াছিলেন, বাসরে কেবল বর-কন্যাই থাকুন, উভয়ে উভয়কে ঘৃণা করুন, সেখানে আর কাহারও থাকা উচিত নয় । ইহা স্থির করিয়াই বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন ; কারলটন-প্রাসাদে তাঁহার নিমিত্ত যে একটি কক্ষ নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; নিঃস্বপ্নে সেইখানে বসিয়া আপন মনে তিনি হাসিলেন, —দারুণ হিংসার হাসি । মহাপাতকী নরকের দ্বারে উপস্থিত হইলে তাহার মুখ যেমন বিকট হয়, হিংসার হাসিতে জার্সীর সুন্দর মুখ সেইরূপ বিকটভাবে ধারণ করিল ।

বাসর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আপন মনে কত কি ভাবিলেন ; ইচ্ছা হইল, সহজ শাস্তমুখিতে নববধূর সহিত কথা কহিবেন । মাতালেরা এক এক সময় মনে করে, অন্য লোকে আমাদের মত ভাবিতে পারিবে না, আমরা সহজ লোকের মত ব্যবহার করিব ; প্রিন্স অব ওয়েল্‌স তাহাই ভাবিলেন । পা টিপিতেছিল, সাধ্যমত যত্নে একটু সুস্থির করিয়া, অল্প অল্প হাস্ত করিতে করিতে তিনি ধীরে ধীরে খট্টার নিকট অগ্রসর হইলেন, মনে মনে বাসনা, আমার এই লজ্জাকর কলঙ্কমুখে ভাবটি রাজকুমারী বুঝিতে না পারেন, সেইরূপ সাবধান হইব, তাঁহাকে ভুট করিবার জন্য মিথ্যালাপ করিব ।

এই সঙ্কল্প করিয়া অতি সাবধানে তিনি পরিক্ষেপ করিতেছেন। রজ্জুর উপর দিয়া বাইবার সময় অথবা ডিবেঁর উপর পরিক্ষেপ করিবার সময় বেঙ্গল সাবধান হইতে হয়, সেইরূপ সাবধান। সাবধানে সাবধানে তিনি চলিতেছেন, হঠাৎ সম্মুখে একখানা বৃহৎ চেয়ার দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন,—খমকিয়া দাঁড়াইলেন; ইতিপূর্বে মনে মনে বাহা স্থির করিয়াছিলেন, সমস্তই গোলমাল হইয়া গেল; মনে আসিল অমঙ্গল; মনকে স্থির করিবার জন্য সেই মস্তাবস্থায় অনেক চেষ্টা পাটলেন, কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

• উচ্চপৃষ্ঠ লাল মকমলমণ্ডিত বৃহৎ চেয়ারখানাকে দেখিয়া রাজকুমারের বুদ্ধি-লোপ হইল, ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া টলিতে টলিতে চেয়ারকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তুই? কোথাকার পাপ?—হিক্—এখানে তুই কেমন করিয়া আসিলি?”

ঐ কথাগুলি রাজকুমারীর কর্ণে প্রবেশ করিল; কেবল শব্দগুলিমাাত্র তিনি শুনিলেন, অর্থবোধ হইল না। লেডী জার্শীর মুখ-চক্ষু দেখিয়া তাঁহার মনে যে আতঙ্ক আসিয়াছিল, সেই আতঙ্ক আবার ফিরিয়া আসিল; পরক্ষণেই স্মরণ হইল, গৃহমধ্যে তাঁহার স্বামী বিচ্যমান; বুক ছুক ছুক করিয়া উঠিল; হৃদয়মধ্যে আনন্দ, যত্নগা, ভয়, আশা, কোতূহল এবং সংশয় তোল-পাড় করিতে লাগিল। তিনি মনে মনে বলিলেন, “প্রিয় যদি আমাদের ভাল-বাসেন, তাঁহাকে ভালবাসিবার নিমিত্ত আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব। নতুবা—”

পূর্ব-গুহকথা মনে আসিল, দূরদেশবাসী ব্যারণ বারগেমীকে মনে পড়িল, তিনি আর আরক বাঁকা সমাপ্ত করিতে পারিলেন না; বারগেমীর কথা মনে হওয়াতে তিনি ভাবিলেন, কোন গতিকে আর কাহাকেও তিনি ভালবাসিতে পারিবেন না। তখন আবার স্মরণ হইল, তাঁহার স্বামী গৃহমধ্যে উপস্থিত। আর তিনি নাড়িতে চড়িতে পারিলেন না, নিশ্বাস প্রায় রোধ হইয়া আসিল; সুবরাজ তাঁহাকে দেখিতে না পান, সেই উদ্দেশে শয্যার যবনিকা টানিয়া দিতেও পারিলেন না।

বড় আশ্চর্য্য! অল্পকণ চুপ করিয়া থাকিয়া, গোঁ গোঁ করিয়া প্রিয় বলিয়া উঠিলেন, “ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য!” ইহা বলিয়াই কিসে অথবা কাহার দ্বারা তাঁহার বুদ্ধিলোপ হইল, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বাহু বিস্তার করিলেন, ধাক্কা মারিয়া চেয়ারখানা উল্টাইয়া ফেলিলেন; ভাল সামলাইতে পারিলেন না, নিজেও সেই সঙ্গে ছমড়ি খাইয়া পড়িয়া কার্পেটের উপর গড়াগাড়!

রাজকুমারী কারোলাইন সত্রে চীৎকার করিয়া ক্রিশ-হস্তে মশারি টানিয়া দিলেন, চমকিয়া উঠিলেন; ভাবিলেন, “প্রিন্স হয় ত উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন; প্রিন্স যে বে-একতার মাতাল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; ভাবিলেন, হঠাৎ তিনি পড়িয়া গিয়াছেন, হয় ত আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতেই উঠিতে অক্ষম। স্বাভাবিক লজ্জাবশে রাজকুমারী তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতে আসিতে পারিলেন না; ধর্ম্মতঃ যদিও তিনি তাঁহার স্ত্রী, কিন্তু এ পর্য্যন্ত প্রিন্স তাঁহাকে স্পর্শ করেন নাই; সুতরাং তিনি যেন এখনও অবিবাহিতা কুমারী। তুলিতে আসিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বুদ্ধিমতী রাজকুমারী বেশ বুঝিলেন, অস্ত্রে ধরিয়া না তুলিলে রাজকুমার উঠিতে পারিবেন না।

অড়িতস্বরে পতিত রাজকুমার বলিতে লাগিলেন, “আমি এখন করি কি? যণ্টা বাজাইব কি?” রেশমের রজ্জুতে স্বর্ণ-যণ্টা ঝুলিতেছিল, রজ্জুটা হাতের কাছেই ছিল, রজ্জু ধরিয়া টানিবার উপক্রমেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, “না, না, বাজাইব না,—হিক্—আমি ঠিক আছি।” এই বলিয়া চেয়ারখানা ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইলেন।

রাজপুত্রের প্রকৃত অবস্থা যে কি, তাহা না জানিয়া, কিছুমাত্র সন্দেহ না রাখিয়া, দয়াবতী কারোলাইন বলিয়া উঠিলেন, “না, না, উঠিবার চেষ্টা করিবেন না, আমার শক্কা হইতেছে, আপনাকে আঘাত লাগিয়াছে।—ওকতর আঘাত।”

মাতাল বলিলেন, “অস্থির হইও না—হিক্—আমার শক্তি” বলিতে বলিতে কণ্ঠে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া আবার বলিলেন, “আমি—হিক্—উঠিতে পারিব।”

কথা কহিতে কহিতে রাজপুত্র আর একবার বখাসাখা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু নেশার ঘোঁকে টলটলায়মান;—টলিতে টলিতে খট্টায় ধাক্কা খাইয়া অনিচ্ছার রাজকুমারীর বুকের উপর গিয়া পড়িলেন।

রাজকুমারী মনে করিলেন, তাঁহার স্বামী প্রকৃত স্নেহবশে ভালবাসিয়াই তাঁহার বন্ধে শয়ন করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি প্রমাণ পাইলেন, রাজপুত্রের হাত-পা ভাঙ্গিয়া যায় নাই। এই ধারণার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারীর মনে আর এক ভাবের উদয়। আধ মিনিট কাল রাজকুমার বুকে মাথা রাখিয়া রাজকুমার মাথা তুলিলেন, তাঁহার মুখে মদের গন্ধ বাহির হইল, সেই গন্ধ পাইয়া রাজকুমারী তখন ভাবিলেন, স্নেহ-ভালবাসার ভাবনায় ইনি মাতাল হইয়া বে-একতার হইয়াছেন।

লম্পট রাজকুমার এই অবস্থার রাজকুমারীকে চুৎন করিবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, ভাব বুঝিয়া রাজকুমারীর মনে অত্যন্ত ঘৃণার উদয় হইল, নিকটে বসিতে দিতে দারুণ বিরাগ জন্মিল, মাতালকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া অভাগিনী রাজনন্দিনী মহা দুঃখে চক্ষের জলে ভাসিলেন ।

লম্পট মাতাল রাজকুমার খাটের উপর হইতে কার্পেটের উপর পড়িয়া আবার গড়াগড়ি খাইতে লাগিলেন, রাজকুমারী কারোলাইন বালিসে মুখ ঝুঞ্জিয়া মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিলেন ।

• দরামর পরমেস্বর ! এই ব্যক্তি ইউরোপের মধ্যে “সর্বশ্রেষ্ঠ ভদ্রলোক !” এই ব্যক্তি জগতের মধ্যে “সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র !” লোকের কাছে বলা হয়, পৃথিবীর কোন লোক তাঁহার খানসামা হইবার যোগ্য নয়—পূর্বপুরুষগণেরও গৌরব করা হয় । সব কথাই ঠিক । রাজকূলে জন্ম, যদি এই সুপারিসে গৌরব দান করিতে হয়, তাহা হইলে সে গৌরব কাড়িয়া লইলে কেবল ঘৃণা ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না । মিথ্যা অহঙ্কার, মিথ্যা জাঁক-জমক, মিথ্যা আড়ম্বর এই দলের ভূষণ । শতকরা ৯৯ জন এই পদবীতে গণনীয় । জর্জ প্রিন্স অব ওয়েলস যখন মদ না খান, তখন এই দশা ; কিন্তু যখন তিনি মদ খাইয়া পত্ততুল্য হন, তখন যে তাঁহার কি দশা হয়, তাহা বর্ণনাভীত । যে অবস্থায় তিনি এই পবিত্র কুমারী কারোলাইনের কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, সে অবস্থার তাঁহার সমস্ত পূর্বজন্মের উপরেক দুঃখোচনীর কলঙ্ক ও অপবন অনিবার্য্য ।

কয়েক ঘণ্টা অতীত । দীপাধারের বাতী পুড়িয়া শেষ হইয়াছে । রজনী প্রভাত । গবাক্কে গবাক্কে মোটা মোটা পর্দা কেলা ; বাসরঘরে আলো প্রবেশ করিতে পারিতেছে না । সুব্রাজের চৈতন্ত হইল, চিন্ত্ত অস্থির ; কোথায় আছেন, রাত্রিকালে কি কি ঘটিয়াছে, প্রথমে কিছুই মনে করিতে পারিলেন না ; দুই দিকে দুই হস্ত বিস্তার করিলেন, এক হস্তে খাটের ডাঙা ও অপর হস্তে সেই পতিত চেয়ারখানা ঠেকিল । তখন তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন, অবস্থা বিকল্প । গত রজনীতে বেশী মাত্ৰায় মদ খাইয়াছিলেন, তাহাও মনে হইল । ভয়ানক শিরঃপীড়া । বেহঁস মাতাল হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না । পতিত অবস্থায় তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাসরখানার তলদেশে কার্পেটের উপর তিনি পড়িয়া আছেন । যেখানে পড়িয়া ছিলেন, সেইখানেই শুইয়া রহিয়াছেন । চৈতন্তপ্রাপ্ত হইয়া তিনি অস্থত্ব করিলেন, প্রভাত-সমীরণে তাঁহার সর্কাক বরফের মত ঠাণ্ডা । আপনাকে ধিকার দিলেন, নব-বিবাহিতা স্ত্রীকে ধিকার দিলেন, সমীরণকে ধিকার দিলেন,

সমস্ত জগৎকে খেঁজার দিলেন, শেষকালে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে কার্পেটের উপর হইতে উঠিয়া খাটের গায়ে ঠেস দিয়া দাড়াইলেন, কোন শব্দ শুনিতে পাইলেন না, সমস্ত নিশ্চল ; কেবল শয্যার উপর য়ুহু য়ুহু নিশ্বাসধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল । তখন তিনি বৃষ্টিতে পারিলেন, রাজকুমারী ঘুমাইতেছেন ; ঘুণার, ক্রোধে রাজকুমারী বাসরঘর হইতে বাহির হইয়া যান নাই । বিবাহ-রজনীতে যে ঘুণাকর ব্যাপার ঘটিয়াছে, অপর লোকে তাহা জানিতে না পারে, উপহাস, অপমান ও অপঘণ সহ্য করিতে না হয়, অভাগা রাজকুমার সেই পক্ষে এখন সাবধান হইবার পস্থা দেখিতে লাগিলেন ।

চিন্তা করিতে করিতে যুবরাজ ধীরে ধীরে একটা গবাক্ষের নিকটে গেলেন, পর্দা সরাইয়া গবাক্ষঘর মুক্ত করিলেন, বাসরঘরে প্রভাতের সূর্য্য রশ্মি প্রবেশ করিল । টেবিলের উপর একখানা নর্পণ ছিল, যুবরাজ সেই নর্পণের নিকটে গিয়া আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিলেন । ছি—ছি—ছি ! কদাকার মূর্ত্তি ! নিজের মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার নিজের মনে বার পর নাই ঘুণা হইল,—মুখ-চক্ষু বিকৃত, গায়ের কামিজ, রেশমী কোট ও গোটা দার পরিচ্ছদ, সমস্তই বিকীর্ণ দাগে দাগে একাকার ;—রাত্রিকালে তিনি বমী করিয়াছিলেন,—যদের বমী,—অঙ্গের সমস্ত বস্তুই সেই বমী লাগিয়া রহিয়াছে !

ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র সেই সকল ঘুণাকর জামা-জোড়া খুলিয়া যুবরাজ একটা পরিষ্কার গাউন গায়ে দিলেন, গাউন পরিয়া শয্যার নিকটে গিয়া রাজকুমারীকে দেখিলেন । যে বালিসের উপর রাজকুমারীর মস্তক বিন্যস্ত, চক্ষের জলে সেই বালিসটি ভিজিয়া রহিয়াছে ; কাঁদিয়া কাঁদিয়া মামসিক যন্ত্রণায় রাজকুমারী ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ; য়ুহু য়ুহু নিশ্বাস বহিতেছে । মুখখানি বিবস ।

রাজকুমার একদৃষ্টে সেই নিদ্রিতা রাজকুমারীর সর্কশরীর নিরীক্ষণ করিতে-ছেন, রাত্রিকালে তিনি ঐ অভাগিনীর প্রতি যেরূপ পশুবৎ দৌরাণ্ড্য করিয়া-ছেন, তাহার ফল কি হইবে, বিস্ময়ে বিস্ময়ে তাহাই ভাবিতেছেন ।

হঠাৎ চমকিয়া রাজকুমারী জাগিয়া উঠিলেন ; জাগিয়ামাত্র তাহার চক্ষু তাহার বামীর চক্ষের উপর বিনিক্ষিপ্ত হইল,—চারি চক্ষু একত্র ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহরজনী প্রভাত

চারিচক্ষু একত্র হইবামাত্র প্রিন্স অর্ ওয়েল্‌স এককালে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন; রাজকুমারী অকস্মাৎ এত চকিতে জাগিয়া উঠিয়াছেন যে, শয্যার নিকট হইতে সরিয়া যাইতে রাজপুত্র একটুও অবসর পান নাই।

আকাশে ক্ষণমাত্র যেমন ঢপলা চমকিয়া যায়, নববধূর প্রতি রাজকুমারের মনোভাব কিরূপ, সেইরূপ অরিতগতি তাহা মনোমধ্যে উদ্ভিত হইল। অবস্থা-গাতকে বাধ্য হইয়া যে বিবাহে তিনি সম্মত হইয়াছেন, সে বিবাহের প্রতি তাঁহার বতই ঘৃণা ও অবজ্ঞা থাকুক, তথাপি সেই নির্দোষী সরলা কুলকন্তার উপর কাপুরুষের দ্বার অত্যাচার করিতে তাঁহার কিছুমাত্র অধিকার নাই।

লজ্জার, ঘৃণার, অপমানে রাজকুমার যেন একেবারে মাটি তইয়া গেলেন, বাহার প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা, বাহার প্রতি একান্ত তাচ্ছিল্য, তাহার সম্মুখেও গর্ভ ধরু হয়, কোন পুরুষ এরূপ ইচ্ছা করেন না। রাজকুমার জানিয়াছিলেন, মাতাল অবস্থায় দেখিয়া কারোলাইন তাঁহাকে নিতান্ত অশ্রদ্ধা করিয়াছেন, এখন আবার তাঁহার মুখ দেখিয়া রাজকুমারী কি বলেন, সেই ভয় ও সেই ভাবনা তাঁহার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিল; জন্মাবধি তিনি এমন অপদস্থ আর কখন হন নাই।

রাজকুমারীর মনোভাব কিরূপ?—রাজকুমারের মুখ দেখিবামাত্র ক্রোধে তাঁহার বদন আরক্ত হইল, কণ্ঠদেশ আরক্ত হইল, সেই আরক্ত আভা বকঃস্থলে নামিল, লজ্জার সঙ্গে ক্রোধের উদয়;—সে ভাবটা কিন্তু অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, জলের তরঙ্গের উপর তৈল ঢালিয়া দিলে তরঙ্গ যেমন নিবৃত্ত হয়, সাধুস্বভাবা কারোলাইনের ক্রোধও সেইরূপে প্রশমিত হইল। ভক্তরূলে বাহার জন্ম, প্রকৃতি বাহার সরল, তাহার পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। রাজকুমারী স্থির করিলেন, গত রজনীতে বাহা ঘটয়াছে, তাহার জন্ত রাজকুমার হয় ত ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছেন। মাতাল হইয়া যে ব্যক্তি যে কার্য্য করে, নেশা ছুটিলে তাহার জন্ত অহুতাপ আইসে; রাজকুমারের হয় ত অহুতাপ আসিয়াছে। রাজকুমারী আরও মনে করিলেন, মাতাল অবস্থা কুমার পাত্র; স্বভাবতঃ তাঁহার স্বামী একজন ভক্তলোক।

রাজকুমারীর রূপ যেমন সুন্দর, স্বভাবও সেইরূপ কোমল। রাজপুত্রকে তিনি

ভালবাসিতে পারেন নাই, তাঁহার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। যদিও তৎপ্রতি কিছুমাত্র অহুতাগ নাই, তথাপি স্বামী :—শয্যার নিকটে স্বামী আসিয়া অপ-
মানে নতমুখে দাঁড়াইয়া আছেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার মনে ক্রোধ হইল, তাহা
তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রমা করিতে ইচ্ছা হইল। ক্রমা করা স্বী-
কৃতির স্বভাব, বিশেষতঃ রাজকুমারী কারোলাইন নিরন্তর ক্রমান্বিতা।

হে রমণি ! যে পুরুষ তোমার অবমাননা করে, সে পুরুষ নিশ্চয়ই হিংস্র বস্ত্র
পশু ও বিষধর সর্প অপেক্ষা নিকট ;—দশসহস্র গুণে নিকট !

খট্টার উপর অর্ধ-উপবিষ্ট হইয়া রাজকুমারী কারোলাইন স্বামীর মুখপানে
চাহিলেন ; তাঁহার মধুর অধরে মধুর হাস্য দেখা দিল ; স্বামীর দিকে হস্ত বিস্তার
করিয়া নম্রমুখ কোমলকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “প্রভু ! স্বামিন্ ! রাজকুমার ! তুমি
কি আমার কাছে ক্রমা চাহিতে আসিয়াছ ? তোমার ক্রমা-প্রার্থনা আমি
তুনিব না, তোমার কোন দোষ নাই, ক্রমা চাহিতে হইবে না।”

অসভ্য রাজপুত্র সেই সময় কারোলাইনের একখানি হাত ধরিলেন, তখন
আবার ছাড়িয়া দিয়া স্তম্ভিতস্বরে বলিলেন, “রাজকুমারি ! যে অপরাধ আমি
করিয়াছি, তাহার মূল কারণ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, সরলহৃদয়ে আমাকে ক্রমা
করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমাকে ধন্তবাদ।”

স্বামীর ভাব দেখিয়া ভয় পাইয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে রাজকুমারী বলিলেন, “আমি
কি কোন কুকার্য্য করিয়াছি ?”

নীরস-কণ্ঠে রাজকুমার বলিলেন, “আমার উপর তুমি কোন বিশেষ অভি-
যোগ দাও নাই, আমিও তোমাকে কোন অপবাদে অভিযুক্ত করিতেছি না,
এখন কথা এই যে, কোন বিষয়ে তোমাতে আমাতে যদি পরস্পর জানাশুনা
হইয়া থাকে, তবে আমি ক্ষণকাল তোমার কাছে থাকিতে ইচ্ছা করি, যাহা
কিছু বলি, মন দিয়া শ্রবণ কর।”

মশারি একটু সরাইয়া রাজকুমার শয্যার এক পার্শ্বে বাসিলেন। ভাব বুঝিতে
না পারিয়া রাজকুমারীর বিস্ময় জন্মিল।

নিষ্ঠুর রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, “রাজকুমারি ! তুমি বুঝিতে পারিয়াছ,
আমাদের এই বিবাহ কেবল নিরমিত বিধিসম্মত ; প্রেম উত্তেজক নহে ;
এ বিবাহ ব্যবহারিক, অহুতাগমূলক নহে। যদিও তুমি আমার রূপগুণের ও
আচার-ব্যবহারের উচ্চ প্রশংসা তুনিয়াছ, তথাপি তুমি যে আমাকে ভাল-
বাসিতে পারিবে, এমন আশা আমি রাখি না। আমার উপর যদি তোমার
কোন প্রকার অহুকূল আহরক্তি থাকিত, গতরজনীর ঘটনাতে তাহা প্রদর্শিত
হইত, ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই, এত নিরোপ আমি নই। পক্ষান্তরে, আমি

সরলভাবে স্বীকার করিতেছি, তোমার প্রতি আমার আন্তরিক অহুসার নাই। তুমি মাননীয় হইতে পার, অকপট বন্ধু জানিতে পার, প্রসাদ প্রেমময়ী হইতে পার, সে সকল বিষয়ে আমার কোন জিজ্ঞাসা নাই, কিন্তু তোমার শ্রমের রাশা উচিত, আমরা ক্ষীণবুদ্ধি বিভ্রান্ত মানব, আমরা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্যই করিতে পারি না। আমরা উভয়েই স্বীকার করি, আমাদের পরস্পর ভালবাসা নাই, ভবিষ্যতে হইতেও পারিবে না। এখন আমরা যদিও তাহা বুঝিতে না পারি, ইহার পর নিশ্চয়ই কল ফলিবে, তাহা বুঝিব। যে সকল যুক্তি আমি দেখাইলাম, তাহাতে তোমাকে আমাদের একটা নিয়মবদ্ধ হওয়া যে আবশ্যক, তাহাও তুমি বুঝিতে পারিতেছ।”

রাজপুত্র যতক্ষণ কথা কহিলেন, রাজকুমারী ততক্ষণ অনিমেঘে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, দীর্ঘ বক্তৃতার আগাগোড়া নির্দয়তা, তাহাও তিনি বুঝিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে নিয়মটা কিরূপ?”

প্রিন্স পুনরুক্তি করিলেন, “নিয়ম ?—হাঁ, আমি অকপটে বলিতেছি, ব্রিটিশ রাজকুমারের পত্নী হওয়ারূপে তোমার পদোন্নতি হইয়াছে, অবস্থারও পরিবর্তন হইয়াছে; এই পরিবর্তনের জন্য তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া আবশ্যক।”

কারোলাইলের আবার রাগ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি সত্য বলিতেছ কিংবা বিদ্রূপ করিতেছ?”

রাজপুত্র বলিলেন, “জীবনকালের মধ্যে এমন অন্তরঙ্গ সত্যকথা আমি কখনও বলি নাই, আবশ্যকানুরোধে আজ ইহা বলিতে বাধ্য হইলাম। এত দিন তুমি সামান্ত ক্ষুদ্র জর্মণী রাজ্যের অপরিচিতা রাজকন্যা ছিলে। ভূগোলশাস্ত্রে যাহাদের বিশেষ পাণ্ডিত্য আছে, তাঁহারাও সকলে এই ক্ষুদ্ররাজ্যের নাম জানেন না। এখন তুমি ইংলণ্ডের প্রিন্সেস অব ওয়েলস হইলে; বহুতর উচ্চংসীরা রমণী ও বড় বড় উপাধিধারিণী মহিলা তোমার হিংসা করিবে; তুমি ইচ্ছা করিলে পৃথিবীমধ্যে অদম্য ঐশ্বর্য্য, সৌখীনতা ও বড়দের মানসম্মতের অধিকারিণী হইতে পারিবে। মনুষ্য যত বড় উচ্চপদের আশা করিতে পারে না, তত বড় উচ্চপদ তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, ভবিষ্যতে আরও উচ্চপদে তুমি আরুঢ় হইতে পারিবে। এখন তুমি প্রিন্সেস অব ওয়েলস, সময়ে তুমি ইংলণ্ডের রাজমহিষী হইতে পারিবে। পদগোরবে ও ঐশ্বর্য্য-গোরবে তুমি সম্ভট থাক, স্বচ্ছন্দে সুখসন্ভোগ কর, নিজেই নিজের ঐশ্বরী হও; আমিও নিজে সর্ব্বদা প্রভু হইয়া থাকিব।”

রাজকুমারী কারোলাইন আবার মূৰ্ছাচাকিয়া বালিসের উপর শুইয়া পড়িলেন, বৃদ্ধি স্থির করিবার চেষ্টা করিলেন, বোধ হইতে লাগিল যেন, তিনি যথ-
যোগে ভ্রমণ করিতেছেন কিংবা চিন্তা যেন তাঁহাকে কল্পনাতীতকামধো লইয়া বাই-
তেছে। রাজপুত্রের কথাগুলির প্রকৃত মর্ম তিনি বুঝিলেন কি না, কণে কণে
ভ্রম হইতে লাগিল।”

অনেককণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার কথা
তুমি বুঝিয়াছ ?”

চাক্ষু্য প্রবল, এত প্রবল যে, বহু চেষ্টাতেও রাজকুমারী শীঘ্র স্থির হইতে
পারিলেন না, উত্তর করিলেন, “না,—বুঝিতে পারি নাই ; স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া
দাও।”

চকলবরে রাজপুত্র বলিলেন, “আমার বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, কুল-
শয্যার পর তুমি আমার নামমাত্র স্ত্রী থাকিবে, এই নিয়মে তোমাকে সম্মত
হইতে হইবে ; আমার কার্য্যের সহিত অথবা আমার মামোদের সহিত তোমার
কোন সংশ্রব থাকিবে না।”

দুশ্চিন্তার পীড়ন হইতে কতক মুক্ত হইয়া রাজকুমারী বলিলেন, “না,—
তাহাতে আমি সম্মত হইতে পারিব না। তবে তুমি যদি অস্বীকার কর, অপূর্ণ
লোকে উহা জানিতে পারিবে না, তাহা হইলে সম্মত হইতে পারি। আগে
আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি হয় ত আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব
করিতেছ। তাহা হইলেই ভাল হয়। জগতের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়া আমি একা-
কিনী নির্জনে বাস করিব, কিংবা পৃথিবীতেই আর থাকিব না, আপন ইচ্ছায়
আপনি মরিব। বিবাহের পরদিন পতি কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া বাঁচিয়া থাকা
মহা বিড়ম্বনা ! জগতে যেন এমন দুর্ঘটনা না হয়।”

বাধা দিয়া রাজপুত্র বলিলেন, “না না,—ও বিষয়ের তর্কে প্রয়োজন নাই।
ডাইভোর্স করা আমার ইচ্ছা নয়, প্রকাশরূপে তোমাকে আমি আদর করিব,
স্নেহ করিব, বস্ত্র করিব ; লোকে জানিবে, স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহার ঠিক আছে।
ভিতরের খবর কেহই জানিবে না। আমি আমার অভিলাষমত বিচার
করিব, তুমি মনকে প্রবোধ দিয়া ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে। স্ত্রী-পুরুষে
কলহ করিয়া একটা চলাচল হয়, সেটা আমি চাহি না ;—তোমাতে আমাতে
বেশ সম্ভাব থাকিবে, বন্ধুত্ব—”

অকপট নম্রভাবে রাজকুমারী বলিলেন, “তুমি যাহা শিখাইয়া দিবে, তোমার
সেই উপদেশ আমি পালন করিব।”

উচ্চকণ্ঠে যুবরাজ বলিলেন, “ওঃ ! তোমাকে আমি বলিতে চাই, তুমি

ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা কর, মনের কথা মনেই রাখিবে। বিশ্বাস করিয়া কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না। রাজা (আমার পিতা) যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, 'কেমন আছ, তখন তুমি উত্তর করিও, 'বেশ সুখে আছি।' যখন তুমি ঋণশ্রীতে তোমার শিতালগ্নে পত্রাদি লিখিবে, তখন সে সকল পত্রে আমার নিম্না লিখিও না। আমার ভগ্নীরা যখন তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন সাবধান হইয়া উত্তর দিও। আমাদের গুহ্যকথা ব্যক্ত করিও না। যে সকল রমণীর সহিত তোমার আলাপ হইবে, অসাবধানেও তাঁহাদের কাছে আসল কথা ভাঙ্গিও না।"

কারোলাইন বলিলেন, "ওঃ! সকল কথাই আমি আমার জন্ম-ভাণ্ডারে পোষণ করিয়া রাখিব। আর কিছু তোমার হুকুম করিবার আছে কি?"

হস্ত দ্বারা রাজকুমারীর মুখখানি ঢাকা ছিল, মুখ হইতে যখন তিনি হাত নামাইলেন, রাজকুমার তখন সটান তাঁহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা কি তোমার অন্তরের কথা কিংবা ঠাট্টার কথা?"

বিনম্রভাবে, বিনম্রস্বরে কারোলাইন উত্তর করিলেন, "আমি কপটতা জানি, এমন সন্দেহ তোমার মনে কেন আইসে? তোমার ভালবাসা পাইব, তেমন আশা আমি রাখি না, কিন্তু আমার সরল বাক্যে তুমি বিশ্বাস করবে, অবশ্যই সে আশা রাখি। বাহা বাহা তুমি প্রস্তাব করিয়াছ, তাহাতেই আমি সন্মত দিয়াছি, বাহা বাহা প্রস্তাব করিবে, তাহাতেও সন্মত হইব;— কেবল আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ লোকের নিকটে প্রকাশ্যরূপে আমার অপমান করিও না। ত্রিটিস প্রকৃতি-পুঞ্জ আমাকে সম্মানদান করুক না বরুক, তাহা আমি তৃপ্ত জানি।"

"প্রকৃতিপুঞ্জের সম্মানে তৃপ্তজ্ঞান।" সজ্জপে এইরূপ পুনরাবৃত্তি করিয়া প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, "রাজার কৃতদাস হইবার জন্য ত্রিটিস প্রজাগণের জন্ম, দেশের উচ্চবংশীয় সম্রাট ও বড়লোকদিগের সেবা করিতে তাহার বাধ্য। যখন তাহার শাস্ত হইয়া থাকে, তখন রাজভক্ত বলিয়া তাহাদিগকে আমরা ভালবাসি; যখন তাহার অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন আমরা এটর্নি জেনারলকে সমরোচিত উপদেশ দান করি, বিজ্রোহী দলপতিগণকে ফাঁসী-কাঠে ঝুলাইবার ব্যবস্থা করি। তাহাতেও যদি বিজ্রোহের প্রশমন না হয়, তবে তখন দম্ভরমত কামানের তোপ দাগিবার ব্যবস্থা হয়; বিজ্রোহীরা বিদ্রলিত হইলে ভগৎকে আমরা দর্পভরে জানাই, বিজ্রোহের দমন হইয়াছে, বিজ্রোহীরা বশীভূত হইয়াছে। এ দেশে আমরা এই প্রকারে রাজকার্য্য নির্বাহ করিয়া

বাকি। সাধারণ প্রজাপুঞ্জের সম্মান প্রত্যাশা করা তোমার পক্ষে নিশ্চয়োজন। এখন আইস, আমরা আমাদের ঘরাণ বন্দোবস্তের বিচার করি। তোমাকে আমাদের পরাম্পরের বাক্য এবং মনোভাব একত্রে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি কি না ?”

রাজকুমারী উত্তর করিলেন, “তোমার অন্তরের বাহা বাসনা, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি; আমিও অকপটে তোমার ইচ্ছার বশীভূত হইব বলিয়া সম্মতি জানাইয়াছি।”

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “বে নিয়ম অবধারিত হইল, তাহা তুমি গোপনে রাখিবে, ধর্মতঃ এইরূপ অঙ্গীকার করিতেছ ?”

কিরংকর্ণ মৌন অবলম্বন করিয়া সগোববে রাজকুমারী উত্তর করিলেন, “ধর্ম সাক্ষী করিয়া অগ্রে তুমি অঙ্গীকার না করিলে আমি অঙ্গীকার করিতে পারিব না।”

মূহূর্ত্ত পূর্বে অবলাকে অবোধ, বিনম্র, নিস্তেজ বলিয়া রাজকুমারের ধারণা হইয়াছিল, ইচ্ছামত অল্পেই বাহাকে বশীভূত করিতে পারিবেল ভাবিয়াছিলেন, হঠাৎ সেই অবলাকে মহাতেজস্বিনী দর্শন করিয়া চমকিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার কাছে তুমি কিরূপ অঙ্গীকার চাও ?”

এতরূপ উভয়ের বাগ্‌বিতণ্ডার রাজকুমারী কারোলাইন প্রতিজ্ঞার ভাব দেখাইতে সাহস করেন নাই, এখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উত্তর করিলেন, “ধর্মতঃ তুমি আমার কাছে এই অঙ্গীকার কর যে, সাধারণ লোকের নিকটে প্রকাশ্যরূপে আমাকে অপমান করিবে না, লোকের কাছে লজ্জার আমাকে ছোট হইয়া থাকিতে হয়, এমন কোন ব্যবহার দেখাইবে না।”

গোরবিলী রাজকুমারী বাহা বাহা বলিলেন, সেই সকল বাক্যে সন্ততি জানাইয়া রাজকুমার বলিলেন, “হাঁ, তাহাই আমার অঙ্গীকার। আমারও যেমন ধর্মতঃ অঙ্গীকার, তোমার তজ্জপ, উভয়েই আমরা সমভাবে ধর্ম-প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ রহিলাম।”

রাজকুমারী বলিলেন, “হাঁ, এখন আর আমার কোন দ্বিধা রহিল না। তোমার বেকরূপ ধর্ম-প্রতিজ্ঞা, আমিও সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলাম। তোমার ব্যবহারে আমি ক্ষুর হইব না, লিপিবোগে অথবা মূখের কথার অসন্তোষের কোন লক্ষণ দেখাইব না, তোমার উপর কদাচ কোন প্রভুত্ব ঘাটাইব না।”

রাজকুমার বলিলেন, “বেশ, তুমি আমার সকল কথার অর্থ বুঝিয়াছ, ইহাতে আমি তুষ্ট হইলাম। গত রাত্রে আ ম বে অগ্রায় ব্যবহার করিয়াছি, তাহা জ্বলিয়া গাও, আমাকে ক্ষমা কর। হনিমুনের পর যখন আমি তোমার শরন-

গৃহে প্রবেশ করিব, তখন আর সেরূপ বেঠিক অবস্থার আসিব না। সে অবস্থা তোমার পক্ষেও কষ্টকর, আমার পক্ষেও লজ্জাকর।”

এই সকল কথা বলিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তখন শয্যার উপর হইতে নামিলেন, রাজকন্যাকে সসন্ত্রমে অভিবাदन করিলেন, গৃহ হইতে বাহির হইয়া আপন পরিচ্ছদাগারে প্রবেশিলেন।

মনম্বাপে লগাটে হস্তপেষণ করিতে করিতে রাজকুমারী আপন মনে বলিতে লাগিলেন, “হায়! এই নিমিত্তই আমি প্রিন্সেস অব্ ওয়েল্‌স হইলাম! হায়! ইহা যদি পূর্বে জানিতাম, তাহা হইলে মাছুড়মি ত্যাগ করিয়া, একজন বিদেশী রাজপুত্রকে বিবাহ করিবার জন্ত কল্যাচ এ দেশে আসিতাম না। এখন আর অহুতাপ করা বৃথা। সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া বিরলে বাস করাই এখন আমার উচিত। হায়! ভাগ্যে আমার এই ছিল! অহুতাপ করা বৃথা। যাহাকে আমি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প! এ সময় আমার নিকটে একজন বন্ধু অথবা উপদেশক থাকিলে আমি কতকটা শান্তিলাভ করিতে পারিতাম।”

এই প্রকার কাতরোক্তি করিতে করিতে অভাগিনী রাজকুমারী দুই হস্তে মুখ ঢাকিলেন, সুন্দর সুন্দর অঙ্গুলীর মধ্য দিয়া চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

অভাগিনী কাদিতেছেন, এমন সময় শুনিতে পাইলেন, বাহির হইতে গৃহদ্বারের চাবী খোলা শব্দ হইল; তৎক্ষণাৎ চক্ষের জল মুছিয়া তিনি সাধামত বস্ত্রে শাস্তভাব ধারণ করিলেন। গৃহমধ্যে লেডী জার্সী উপস্থিত। একবারমাত্র শয্যার দিকে কটাক্ষপাত করিয়াই তিনি বুঝিলেন, বাসর-শয্যাতে কল্যা একাকিনী শয়ন করিয়াছিলেন, এখনও শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। জার্সীর মুখে উল্লাসের যুহাস্ত। রাজকুমারী কারোলাইন অন্তমানে অরুদুটিতে ছিলেন, সে হাস্য দেখিতে পাইলেন না। লেডী জার্সী ধীরে ধীরে খট্টার নিকটে অগ্র-বর্ত্তিনী হইলেন।

লেডী জার্সী রাজকুমারীকে অভিবাदन করিলেন, প্রত্যভিবাदन করিয়া রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “সখি জার্সী! গত রাত্রে একবার তুমি এই গৃহে আসিয়াছিলে কি? রাত্রে না হউক, উষাকালে?—রাজকুমার যখন—”

লেডী জার্সী উত্তর করিলেন, “নিয়মিত ব্যবহার অনুসারে গত রজনীতে মহিমাধ্বিত বরের সঙ্গে আমি এই বরের চৌকাঠ পর্যন্ত আসিয়াছিলাম।”

কারোলাইন বলিলেন, “চৌকাঠের উপর হইতে তুমি আমার পানে চাহিয়াছিলে, কেমন এক প্রকার নয়নভঙ্গী,—তোমার নয়নে ক্রোধের চিহ্ন

আমি দেখিয়াছিলাম, বদনেও ক্রোধের ভাব লক্ষিত হইরাছিল। শ্রিয়সবি। সেটা তোমার ভাল হয় নাই। তোমাকে আমি পূর্বেই বলিয়া রাখিয়াছি, রাজকুমারের সহিত তোমার সখ্যতাব থাকিতে আমার মনে একটুও হিংসার—ঈর্ষার উদ্রেক হয় নাই; তোমার কথা রাজকুমারকেও আমি বলিয়াছি।”

লেডী জার্সী বলিলেন, “ওঃ! তেমন মনে করিও না। তোমার প্রতি আমার বিলক্ষণ ভক্তি, অন্তভাবে তোমাকে আমি দেখিব, ইহা অসম্ভব। রাজপুত্রের সহিত বধন আমি আসিয়াছিলাম, তখন তুমি আমার দিকে চাহিয়াছিলে, মাথা হেলাইয়া আমি তোমাকে সেলাম করিয়াছিলাম। হয় ত আমার মুখে তখন একটু হাসি ছিল, সে হাসি ভক্তিমূলক।”

কারোলাইন বলিলেন, “ওঃ! তবে হয় ত আলোটা মিট্ মিট্ করিতেছিল, ভাল দেখিতে পাই নাই।”

চতুরা রমণী ফুল-বদনে বলিলেন, “রাজকুমারি! বধন তুমি আমাকে ভাল করিয়া চিনিবে, তখন বুঝিবে, আমি তোমার পরম হিতৈষিণী সখী,—নিশ্চয় জানিবে, আমি তোমার অকপট বন্ধু।”

বিস্ময়ানন্দে রাজকুমারী বলিলেন, “জার্সী! তুমি আমার বন্ধু হইবে, ইহা কি সম্ভব?”

জার্সী বলিলেন, “তোমার বন্ধু হওয়া আমার সৌভাগ্যের বিষয়,—পরম সুখের বিষয়,—কিন্তু মন্দ লোকে আমার নিন্দার কথা কানাকানি করে, তাহা বোধ হয়, তোমার অবগণগোচর হইরাছে।”

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কারোলাইন বলিলেন, “নিন্দা?—আমি কাহারও মুখে তোমার কোন নিন্দার কথা শুনি নাই।”

নিজেও আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জার্সী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে তুমি কি সুত্রে উল্লেখ করিলে যে, রাজপুত্রের সহিত আমার সখ্যতাব আছে?”

রাজকুমারী বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ! তাহাই তুমি নিন্দা মনে করিতেছ? আমি ভাবিয়াছিলাম, তোমরা ইংরেজ মহিলা, সুবরাজের প্রেমপাত্রী হওয়া তোমরা প্রাণ্য মনে কর।”

লেডী জার্সীর চক্ষের কোণ পর্যন্ত পূর্ণ গুণ্ডুল লোহিতবর্ণ হইল, তিনি অন্তরিকে মুখ ফিরাইলেন, অণমধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া রাজকুমারীর মুখের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। তাহার মনের ভিতর কোন ভাবের খেলা হইতেছিল, চক্ষু দেখিয়া রাজকুমারী তাহা বুঝিয়া গইলেন।

লেডী জার্সী বলিলেন, “তুমি আমাকে ঠিক চিনিতে পার নাই, কিংবা-

হয় ত জনরব শুনিয়া তুল বুঝিয়াছ। আমি গর্ব করিয়া বলিতে পারি, আমায় নামে সে ছন্দাম সম্পূর্ণ মিথ্যা।”

সংশয়ে ও অবস্থাসে লেডী জার্শীর বদন নিরীকণ করিয়া রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যুবরাজের উপপত্নী নও, সে বিষয়ে আমার বিশ্বাস জমাইয়া দিতে পার কি?”

সত্য নারীর নামে অপবাদ প্রচার হইলে সত্য যেমন কুপিতা হইয়া থাকেন, ছলনাক্রমে সেইরূপ কুপিতা হইয়া লেডী জার্শী বলিলেন, “সত্য বলিতেছি, আমার চরিত্রে সে প্রকার দোষ নাট, মিথ্যা কলঙ্ক। রাজকুমারি! মিনতি করি, আমার কথার বিশ্বাস কর, বাহা আমি বলিলাম, সমস্তই সত্য।”

কারো।—তোমার কথার এখন আমি অপ্রত্যয় করিতেছি না। প্রথমেই তোমাকে বিশ্বাস করিতে আমার মন হইয়াছিল, কিন্তু জনপ্রবাদে শুনিয়াছিলাম, তুমি প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের উপপত্নী, তাহাতেই কিছু সন্দেহ আসিয়াছিল; এখন তোমার মুখে সত্যকথা শুনিয়া আমার ভ্রম ঘুচিল। এখন অবধি তোমাতে আমাতে সরল বন্ধুত্বের আবদ্ধ হইলাম।

জার্শী।—(রাজকুমারীর হস্ত চুম্বন করিয়া) গৌরবিনী রাজকুমারি! তুমি যেমন রূপবতী, তেমনি সুদীপা। পূর্বেই তোমাকে আমি বলিয়াছি, আমার তুলা বিশ্বাসী, হিতৈষিনী, উপকারিণী বন্ধু তোমার আর কেহই নাই। বড় বড় রাজকুমারী—রাজবধূরা আপনাদের বিশ্বাসী সখীদের কাছে অন্তরের গুহ্যকথা প্রকাশ—

কারো।—আজ্ঞা, মনে কর, তাঁহাদের স্বামীর। যে সকল গুহ্যকথা প্রকাশ করিতে নিবেদন করেন, তাহা—

জার্শী।—সে সকল স্থলে স্বামিগণের আদেশ অমাত্য করা নারীগণের উচিত বোধ হয়।

কারো।—(চিন্তাযুক্ত হইয়া) কি অজ্ঞ?

জার্শী।—কারণ, তাদৃশ স্থলে বিশ্বাসী বন্ধুরা উপদেশ দেন, স্বামীর। যাহা গোপন রাখিতে বলেন, তাহা গোপন রাখা কর্তব্য কি না, ভালরূপে বিবেচনা করিতে হয়। কেন না, স্বামীর। রাজপুত্র হইলেই তাঁহাদের মনে অনেক সংশয় থাকে। তুমি আমাকে অকপটে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, আমার কাছে গুহ্যকথা ব্যক্ত করিলে উপকার হইবে। আমি তোমাকে বখাযোগ্য সংপরামর্শ দিতে পারিব।

কারো।—(বাগ্রতার হস্তে হস্ত পেৰণ করিয়া) ওঃ! সংপরামর্শ প্রাপ্ত হওয়া আমার নিতান্ত প্রয়োজন।

জার্শী।—আমি তোমার খোসামোদ করিব না, স্পষ্ট স্পষ্ট হিতকর সত্যকথা আমার মুখে শুনিতে পাইবে। আমাকে যদি তুমি প্রকৃত বিশ্বাসিনী হিঁচকিগী বন্ধু বলিয়া জানিয়া থাকো, তবে আমার কাছে মনের কথা ব্যক্ত করিতে দিখা রাখিও না।

কারো।—নিচয়,—নিচয়ই আমি তোমাকে অকৃত্রিম বিশ্বাসী বন্ধু স্থির করিয়াছি। কিন্তু যে সকল গুরুত্ব তোমার কাছে আমি ব্যক্ত করিব, তাহা—

জার্শী।—বাহা তুমি বলিবে, তাহা। আমার জ্বর-কন্দরেই নিহিত থাকিবে। সচরাচর ইংলণ্ডের রাজগৃহে এবং এই কারলটন-প্রাসাদের স্তায় রাজপুত্রের গৃহে ছুটি দল থাকে। এক দল রাজা ও রাজপুত্রের পক্ষ হয়, দ্বিতীয় দল রাণী, রাজকন্যা ও রাজবধূদিগের পক্ষ হয়। তুমি যখন আমাকে বন্ধু বলিয়া অস্বীকার করিয়াছ, তখন আমি কোন্ পক্ষে দাঁড়াইব, মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া লইরাছি।

কারো।—তবে কি তুমি যুবরাজের বিপক্ষ-পক্ষে দাঁড়াইবে?

জার্শী।—ঠিক প্রতিপক্ষে নয়। যে ছুটি দলের কথা বলিয়াছি, সে ছুটি দলে পরস্পর বিরোধ নাই। সব দিক্ বজায় রাখিয়া তাহারা বড় বড় লোকের গুপ্ত মন্ত্রীর কার্য্য করে। যদি আমাকে অগত্যা যুবরাজের বিপক্ষে কোন কাজ করিতে বাধ্য হইতে হয়, তাহা কেবল তোমার মঙ্গলের জন্ত।

কারো।—যুবরাজ তবে তোমার প্রিয়পাত্র নয়?

জার্শী।—আসলেই নয়। তুমি কি আমাকে সরল সত্য বলাইতে ইচ্ছা কর?

কারো।—হাঁ,—মন খুলিয়া কথা কও, অকপটে সত্য বল।

জার্শী।—শুন তবে। প্রিন্স অব ওয়েলসকে আমি ঘৃণা করি।

কারো।—(সবিশ্বয়ে) রাজকুমারকে তুমি ঘৃণা কর? তবে কি জন্ত আমার সহচরী হইয়া কারলটন-প্রাসাদে বাস করিতে স্বীকার করিয়াছ?

জার্শী।—(সরলতার মুখে কপটতা ঢাকিয়া) কি জন্ত?—তোমাকে আমি ভালবাসিয়াছি। এমন কি, যখন তোমাকে আমি দেখি নাই, তখন অবধিই তোমার উপর আমার ভালবাসা অগ্রিয়াছে।

খুঁটা রমণীর কপট ব্যবহারে প্রতারিতা হইয়া, সরলা রাজকুমারী তাঁহার গলা জড়াইয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে বারংবার তাঁহার মুখ-চুশন করিলেন। ভ্রষ্টারীর কন্দীবাজাতে তুলিয়া অথলা রাজকুমারী সেই পাণিনীর মাত্রা-জালে জড়াইয়া পড়িলেন; পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন তুমি আমার বামীকে ঘৃণা কর?”

সতীর প্রাণে আঘাত লাগিলে, সতী যেমন কাতরা হইয়া মর্শবেদনা প্রকাশ করে, সেইরূপ ভাব দেখাইয়া কম্পিতকণ্ঠে লেডী জার্মী বলিলেন, “কেন ঘৃণা করি, তাহা শুনিবে? তোমার স্বামী আমাকে কামকথার তুলাইয়া অসংপথে আনয়ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, আমার স্বামীর নিকটে আমাকে অবস্থাসিনী করিবার কুমন্ত্রণা দিয়াছিলেন, লোকে মিছামিছি যে কথা তুলিয়া আমার কলঙ্ক রটায়, তোমার স্বামী সেই কলঙ্কটি সত্য করিবার যোগাড় করিয়াছিলেন; কোন বোঝে আমি দ্বী নই, তথাপি তিনি আমাকে ব্যতিচারিণী করিবার মন্ত্র শুনাইয়াছিলেন; ভাব দেখি রাজকুমারি! এ অবস্থায় তাঁহাকে ঘৃণা না করিয়া আর কি করিতে পারি?”

রাজকুমারীর চক্রে দরদর অশ্রুধারা প্রবাহিত হইল, কাতর-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, “হার হার! বড়ই পরিতাপের বিষয়! প্রিয়সখি! প্রবোধ পাও। যিনি এখন আমার স্বামী হইয়াছেন, তাঁহার হস্তে যে অপমান তুমি সহ করিয়াছ, আমি তাহার ক্ষতি পূরণ করিব।”

চতুরা ব্রীলোক ছল করিয়া বলিলেন, “তোমার বন্ধুত্ব আর তোমার বিশ্বাস আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার।”

ব্যগ্রকণ্ঠে কারোলাইন বলিলেন, “হাঁ, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস, উভয়ই তুমি পাইবে।”—ইহা বলিয়া, পূর্বকথা স্মরণ করিয়া তিনি পুনর্বার বলিলেন, “কোন গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব করিয়া, তাহা গোপন রাখিবার জন্য যুবরাজ আমাকে ধর্ম-প্রতিজ্ঞাপাশে বন্ধিনী করিয়াছেন।”

যেন কতই বিবাদ উপস্থিত হইল, যেন কতই মায়া জম্বিল, এইরূপ ভাব জানাইয়া লেডী জার্মী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “ওঃ! রাজকুমার তবে তোমাকে ভয় দেখাইয়া তোমার উপর দস্যবৎ দোরাড্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন! হাঁ সুলীলা রাজকুমারি—হাঁ, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।”

কারোলাইন বলিলেন, “ক্ষমা? কিসের ক্ষমা?—তুমি আমার কাছে কোন অপরাধ কর নাই, দয়াবতী সখীর জ্ঞান সাধু অভিপ্রায়ে সংশয়ামর্শ দিতেছে, তবে কি জন্য ক্ষমা চাও?”

বিশ্বাসাঘাতিনী রমণী নিখাস ফেলিয়া বলিলেন, “প্রিয় রাজকুমারি! আমি বৃত্তিতে পারিতেছি, ঘোর অন্ধকার ঘেঁষে তোমার জীবনাকাশ আচ্ছন্ন হইয়াছে! যুবরাজ তোমাকে ভয় দেখাইয়া যে দারুণ প্রতিজ্ঞাপাশে তোমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পালন করা তোমার পক্ষে বড়ই মন্দ—না—নিভাত নিবৃত্তিতা—সম্পূর্ণ পাগলামী! আমার প্রতি অকণ্ঠ বিশ্বাসস্থাপন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। রাজকুমার তোমাকে ধর্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছেন;

জ্যারি বুঝিতেছি, সে প্রতিজ্ঞা পালন করিলে তোমার জীবনের সুখশান্তি চিরকালের জন্ত বিনষ্ট হইবে। আমার প্রতি বিশ্বাস কর, বাহাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপ পরামর্শ আমি দিব; কিন্তু কি কি নিয়মে প্রতিজ্ঞা, তাহা আত্মোপাস্ত প্রবণ না করিলে সংপরামর্শ দেওয়া আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব। সব কথা আমাকে খুলিয়া বল, সব কথা আমি শুনিব,—আগাগোড়া খুলিয়া বল,—একটি কথাও গোপন করিও না।”

লেডী জার্শীর বিশ্বাসঘাতকতায় ও কপটতায় সম্পূর্ণরূপে জালবদ্ধ হইয়া সরলা রাজকুমারী তখন বলিলেন, “সমস্তই জানিতে পারিবে, সব কথাই তোমাকে আমি বলিব।”

এইরূপ পাকাপাকি অঙ্গীকার হইবামাত্র গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, বিবি অ্যাষ্টন ও বিবি হারকোট প্রবেশ করিলেন।

শয্যার উপর রাজকুমারীর মুখের কাছে হেঁট হইয়া অতি মৃদুস্বরে লেডী জার্শী বলিলেন, “এখন আর সে সব কথার প্রয়োজন নাই; আর এক সময়ে অবসরক্রমে আলোচনা করা যাইবে।”

তদ্রূপ মৃদুস্বরে রাজকুমারী বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে।”

সেই দৃষ্টিরিজা কুলটা স্ত্রীলোকের প্রতি তখন বিশ্বাসস্থাপন করিয়া রাজকুমারী কারোলাইন শয্যা হইতে উঠিলেন, তাহাকে পোষাক পরাইবার আয়োজন হইতে লাগিল।

— — —

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সাবেক আরিন্দা

হাজিরাখানা থাইয়া শ্রীল অব্‌ওয়েল্‌স নিজের সজ্জিত উপবেশনাগারে প্রবেশ করিলেন। সেই ঘরে তিনি সর্বদাই বিহার করেন, পাঠক মহাশয় অনেকবার তাঁহাকে সেই ঘরে দর্শন করিয়াছেন। স্মরণ করা উচিত—সেই ঘরের এক প্রান্তে গুপ্ত-দরজা,—গুপ্ত-সিঁড়ি।

বিলাসকক্ষে একাকী থাকা যুবরাজের তখন একান্ত ইচ্ছা, রহিলেনও একাকী; সহচর-সহচরী কেহই নিকটে নাই, কেবল একমাত্র সহচরী মানসিক চিন্তা। সে সময় নিজের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিয়াছে, বর্তমান অবস্থার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে, জগতের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে, কাজে কাজে নিৰ্জ্জনে থাকা তাঁহার ইচ্ছা।

ইচ্ছা ছিল বটে, কিন্তু অধিকক্ষণ নিৰ্জ্জনে থাকা রাজকুমারের ভাগ্যে ঘটয়া উঠিল না। অল্পক্ষণ পরেই সর্দার খানুসামা জার্খেন্‌ প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিল, “মিষ্টার পেজ্‌নামধারী একটি লোক আসিয়াছে; সাক্ষাৎ করিতে চায়; সে বলে, বিশেষ প্রয়োজনীয় সমাচার আছে।”

আপন মনে গুঞ্জন করিয়া রাজপুত্র বলিতে লাগিলেন, “পেজ্‌ ১—পেজ্‌ ১—ওঃ! এ নামটা আমার জানা আছে বটে।”—আত্মগত এইরূপ উক্তি করিয়া সংবাদদাতাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “লোকটার চেহারা কি রকম জার্খেন্‌?”

জার্খেন্‌ উত্তর করিল, “একটু পিঙ্গলবর্ণ, মুখখানা কিছু সরু, দাড়ীর দিকে কোণ-তোলা, বয়স অল্পমান ৪৫৪০ বৎসর।”

চেহারা শুনিয়া রাজকুমার বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ, সেই বটে—সেই আরিন্দা—এখন আমি তাহাকে জানিতে পারিতেছি; কিন্তু সে ব্যক্তি আমার কাছে চায় কি?—কি দরকার?”

করাসী ভৃত্য উত্তর করিল, “সে বলে, এক মিনিটের অধিকক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করিবে না; যে কথা বলিবে, তাহা অবগত হওয়া আপনার পক্ষে যুক্তি-সিদ্ধ।”

শ্রীল বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাকে লইয়া আইস।”

জার্খেন্‌ চলিয়া গেল, রাজকুমার আপন মনে বলিতে লাগিলেন, “হাঁ, এই

মিটার পেজ্ ভারী ধূত, ভারী চকুর, ভারী চালাক । দুইবার তাহাকে আমি দেখিয়াছি । প্রথমবার জর্জ বুবার হোটেলে, দ্বিতীয়বার ট্যামকোর্ড প্রাসাদে ; দুইবারই আমি তাহার চালাকীর পরিচয় পাইয়াছি । এখন আমার কাছে তাহার কি দরকার ?—কি কথা আমাকে বলিতে চায় ?”

ভাবিতে ভাবিতে যুবরাজ একমনে গৃহমধ্যে পাইচারী করিতেছেন, এমন সময় মিটার পেজ্কে সঙ্গে লইয়া জার্জেন্ পুনঃপ্রবেশ করিল ; পেজ্কে রাখিয়াই তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল । মিটার পেজ্ সে দিন দিব্য সাজগোজ করিয়া আসিয়াছেন,—পোষাক ভাল, কিন্তু ভাবভঙ্গী যেন হোটেলের খান্দামাদের মত । সেলাম করিতে করিতে মিটার পেজ্ সসন্ত্রমে রাজকুমারের নিকটস্থ হইলেন ।

ব্যগ্রন্থের রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিটার পেজ্ ! আমার কাছে তুমি কি চাও ?”

পেজ্ উত্তর করিলেন, “যুবরাজ ! শীঘ্র আমি সকল কথা বলিতে পারিতেছি না ; এই প্রাসাদের উচ্চ উচ্চ পাথরের সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উঠিয়া আসিতে আমার দম বন্ধ হইয়া গিয়াছে । আগে একটু দম রাখি, তাহার পর যুবরাজের প্রাণের উত্তর দিব ।”

এই কটি কথা বলিতে মিটার পেজ্ দুইবার বড় বড় নিশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন ।

এক মিনিট অভিযাহিত হইল । রাজকুমার আর অধিকক্ষণ ধৈর্য রাখিতে পারিলেন না, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “কি তোমার বলিবার আছে, বল ।”

পেজ্ বলিলেন, “একটু পরেই বলিতেছি । অগ্রে একটু ভূমিকা প্রবেশ করুন । আমি সর্বদা আপন ইচ্ছার অঙ্গুগত ; সকল বিষয়ে আমার জ্ঞানযোগ আছে ; বাহ্য কিছু দেখি অথবা বাহ্য কিছু শুনি, জ্ঞানের সহিত মিলাইয়া ভাল মন্দ বিচার করি । যে সকল পদার্থ দেখিবার যোগ্য নহে, তাহা আমি দেখি না, যে সকল কথা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা আমি শুনি না ।”

রাজকুমার বলিলেন, “বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি ; তুমি একজন বেশ কাজের লোক, সংসারজ্ঞান তোমার বেশ আছে ; এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় ।”

পেজ্ বলিলেন, “তাহাই বটে যুবরাজ ! তাহাই বটে । সর্বপ্রথমে বুবার হোটেলে আপনাকে আমি দর্শন করি । বটনাটা বড় হাস্তকর । গাড়ীর সঙ্গে আমি দৌড়িয়া গিয়াছিলাম—আপনাকে ধরিবার জন্ত—”

অধীর হইয়া যুবরাজ বলিলেন, “হা—হা, মনে আছে ।”

পেজ্ বলিলেন, “ওঃ ! আমার অপরাধ হইয়াছিল, আপনি আমার সে

অপরাধ কমা করিয়াছেন। আপনার অরণ হইতে পারিবে, ট্যান্ফোর্ড প্রাসাদে আপনার সহিত আমার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ। সেই দিন পরম সুন্দরী ডচেস্ ডেভনশায়ার আপনার সঙ্গে ছিলেন।”

ক্রুদ্ধ হইয়া রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে সেই সুন্দরী রমণী? তাহাকে তুমি জানিতে পারিয়াছিলে? কেমন করিয়া চিনিয়াছিলে? তুমি কি তাহাকে জানিতে?”

রাজপুত্রের কোণ দেখিয়া নম্রস্বরে পেজ্ উত্তর করিলেন, “আমার চিনিবার ক্ষমতা কেমন, তাহা এখন বুঝিলেন। আমাকে বাহাদুরী দিতে হয়। ঘটনাটী কিন্তু তদবধি আমার মুখে অথবা জুলিয়ার মুখে কেহই শুনে নাই। জুলিয়া কে, তাহা শুনিতে চান?—জুলিয়া আমার স্ত্রী।”

প্রিন্স।—বাঃ! তুমি আচ্ছা চালাক লোক! তত্ত্বাযীও বেশ জানো। আচ্ছা, তুমি কি সেই ডচেস্কে দেখিয়াছামাত্র চিনিয়াছিলে কিংবা তাহার পর কোন সূত্রে তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়াছ?

পেজ্। সে কথা জানিয়া আপনার কি লাভ হইবে? লেডীকে আমি চিনি—চিনিয়াছিলাম, এই পর্য্যন্ত কথা। আগেই চিনিতাম কিংবা শেষেই চিনিয়াছি, সে কথা লইয়া বাদামুবাদ করা বিফল।

প্রিন্স।—তোমার মনের ভিতর আর কি উদয় হইতেছে, তাহাই যেন আমি বুঝিতেছি। বাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, আর কি ভাবিয়া তাহার উত্তর দিতেছ না?

পেজ্।—(নতশিরে নমস্কার করিয়া) সুব্রাহ্মণ্য! আমাকে কমা করুন। আমি কত বড় চতুর, কেমন বুদ্ধিমান, কেমন বিশ্বাসী, তাহা আপনাকে বুঝাইবার জন্যই অতীত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। আমি অনেক গুহ-ব্যাপারের মর্ষ ভেদ করিতে পারি। ইহাভেদে যদি আপনি আমার প্রকৃত চরিত্রের ভাব বুঝিতে না পারেন, শুধুন, আরও কিছু বলি। সুন্দরী অষ্টে-ভিয়া ক্লারেগনের কিছু কিছু তত্ত্ব আমি অবগত আছি; কেমন করিয়া অবগত হইয়াছি, তাহা শুনিলে আপনার বিশ্বয় জন্মিবে।

প্রিন্স।—(মর্ষে যেন গুরুতর আঘাত পাইয়া, কণকাল হতবুদ্ধি হইয়া, একটু সামলাইয়া চমকিতস্বরে) অষ্টেভিয়া ক্লারেগন?—ওঃ! সেই কুমারীর কি তত্ত্ব তুমি জানো?

পেজ্।—বেশী জানি না; বাহা কিছু জানি, তাহা আপনাকে শুনাইতেছি। মূল কথা এই যে, সম্প্রতি আমি এডওয়ার্ড রোডের মধ্যে একখানি সুন্দর বাড়ী ভাড়া লইয়াছি, সেই স্থানকে স্বর্গীয় উদ্ভান (প্যারাডাইস ভিলা) বলে—

প্রিন্স।—ওঃ! ক্লারেগনের সেইখানে গুপ্তে থাকিত।

পেজ্।—ছুটি সন্ধ্যায় এখনও সেইখানে থাকে ।

প্রিন্স।—(কুমারী পলিনের বাসস্থানের সন্ধান পাইয়া চিত্তানন্দে) ওঃ ! সত্য না কি ?—কুমারীরা কি তবে তাহাদের সাবেক বাসস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছে ?

পেজ্।—তাহাই সম্ভব । আমি তাহাদিগকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, স্বকর্ণে তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়াছি, কথা কহিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছি । (কুটিলনয়নে প্রিন্সের মুখপানে চাহিয়া) আঃ ! এখন আমার স্বরণ হইতেছে । সেই স্বর্ণীয় রাত্রিকালে আপনাকে সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ড ভাবিয়া আমি আপনাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলাম ; আপনি একখানা জরদা রজের ঠিকা-গাড়ীতে চড়িয়া ঐ একজয়ার রোডের দিকে প্রবেশ করিয়াছিলেন । বোধ হয়, সেই সময় কুমারী ক্ল্যারেওনেরা ঐ প্যারাডাইস ভিলার বাস করিত, আপনি হয় ত তাহাদের বাড়ীতেই লুকাইয়া ছিলেন ।

প্রিন্স।—(মিষ্টার পেজের শেষ কথাগুলি না শুনিয়াই অস্বমনস্কভাবে স্বগত) কুমারীরা তবে সাবেক বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে । ওঃ ! ধূর্ত বিভ্রাণী খুব লুকাইয়াছিল ! কোথায় গিয়াছিল, কেহই সন্ধান বলিতে পারে নাই ; এই-বার ধরা পড়িয়াছে ! (প্রকাশে) মিঃ পেজ্ ! কুমারী ক্ল্যারেওন দুটির কি সংবাদ তুমি আমাকে বলিতে ইচ্ছা কর ?

পেজ্।—আমি খুব হুঁসিয়ার লোক ; যে তত্ত্বটা জানিতে আমার কোতুক হয়, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে তাহা আমি নিরূপণ করিয়া থাকি । ইঁ, যে দিন আমি নূতন বাসায় উঠিয়া যাই, সেই দিনই জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লই, আমার খুব নিকট প্রতিবাসী কে কে । বাড়ীর দক্ষিণদিকে একজন পাদরী, তাহার নাম রেভারেণ্ড গ্লিফ্বি ;—লোকটা বেঁজায় ডগু—অকর্মণ্য, তাহার একজন সমধর্মী ডগু চেলা আছে । তাহার নাম প্যাক্স-ওয়ার্ড ; সেই দুই জনে যখন তখন বেশী বেশী মদ খাইয়া মাতলামী করে ; তাহাদের একটা ফুটফুটে দাসী আছে, তাহার নাম অ্যান ব্লোস । আমার বাড়ীর বামদিকের বাড়ীতে ঐ দুটি ভদ্রী থাকে ;—কুমারী অক্টেভিয়া ও কুমারী পলিন্ ।

প্রিন্স।—(মিষ্টার পেজের বাগাড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া তাহাকে থাক । মারিবার ইচ্ছায় অধীর হইয়া উচ্চকণ্ঠে) ইঁ ইঁ, কুমারীদের সন্মুখে তুমি আমাকে কিছু বলিবে বোধ হইতেছে ; কি বলিবে, বল ।

পেজ্।—ইঁ যুবরাজ, তাহাই ত বলিতেছি । প্যারাডাইস ভিলার বাটীর পশ্চাঙ্গে ছোট ছোট উদ্যান ; কুমারীদের বাটীর পশ্চাত্তের উদ্যান ও আমার

বাটার পশ্চাত্তের উত্তান পাশাপাশি, মাঝখানে লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা। রেলগুলি খুব নীচু নীচু, ভাটার গারে গারে নানাজাতি লতা উঠিয়াছে। আমি জানিতে পারিলাম, ঐ কুমারী দুটি লর্ড হোল্ডারনেসের কন্যা; লর্ড হোল্ডারনেস সম্প্রতি আবার নতুন বিবাহ করিয়াছেন। কুমারীরা ঐ বাড়ীতে নির্জনে বাস করে; কোথাও বেড়াইতে যার না, অপর কাহাকেও সে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেয় না; প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে দুই ভগ্নীতে পূর্বকথিত ক্ষুদ্র উত্তানে বেড়াইতে আইসে। তাহারা যে সময় বায়ুসেবন করিতেছিল, আমিও সেই সময় আমার বাগানে প্রবেশ করিলাম; কুমারী দুটিকে ভাল করিয়া দেখিলাম। দুটিই পরমা সুন্দরী। শুনিরাছিলাম, জ্যেষ্ঠা সহোদরার মাথা ধারণ হইয়াছে, চিন্তের স্থিরতা নাই, সর্বক্ষণ বিবাহিনী; কনিষ্ঠা সর্বক্ষণ অতিবস্ত্রে সেই উন্মাদিনী ভগ্নীর সেবা করে। বাগানে দুটিকেই আমি দেখিলাম। কে অক্টেভিয়া, কে পলিন্, তাহা চিনিতে বিলম্ব হইল না। অক্টেভিয়ার বহন বিবর্ণ, বিবর্ণ, দৃষ্টি ফ্যালফ্যালে; পলিন্ প্রসন্নমুখী, কিন্তু ভগ্নীর জ্ঞাত চিন্তাশীলা। কি কোশলে তাহাদের সহিত কথা কই, মনে মনে চিন্তা করিয়া রেলের কাছে অগ্রসর হইলাম। সন্ধ্যাকালে প্রকৃতির শোভা কেমন, তাহাই বর্ণনা করিয়া দেখাইতে লাগিলাম। অক্টেভিয়া আমার দিকে চাহিয়াও দেখিল না, কোন কথা উত্তরও দিল না; কুমারী পলিন্ দুটি একটি কথা কহিল, কিন্তু বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াইল না, চলিয়া বাইবার উপক্রম করিল, আমি তাহাদিগকে সেলাম করিলাম। পরদিন সন্ধ্যাকালে তাহারা আবার বাগানে আসিল, অবসর বুঝিয়া আমিও আমার বাগানে প্রবেশ করিলাম; পূর্বদিন অপেক্ষা সে দিন পলিনের সঙ্গে আমার কিছু বেশী কথা হইল। কথাবার্তা শুনিয়া আমি নিশ্চিত বুঝিলাম, ইচ্ছা করিলে কুমারী পলিন্ দিব্য মধুর ভাব ধারণ করিতে পারিত।

প্রশ্ন।—হাঁ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; এখন আসল কথা বল। কি প্রকারে এই সকল ঘটনা আমার পক্ষে অল্পকাল হইতে পারে?

পেজ্।—অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি আমার কথা শেষ করিব। দুই তিন দিন বাগানে ভ্রমণ করিয়া, কুমারী পলিনের সহিত নানা প্রকার গল্প করিয়া আমার আনন্দ হইল, আমার স্ত্রীকে তাহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলাম। আমার স্ত্রী সেই জুলিয়া;—তাহাকে আপনি স্ট্যানফোর্ড প্রাসাদে দেখিয়াছিলেন।

প্রশ্ন।—(অধৈর্য্য পোপন করিয়া) হাঁ, তাহা আমার বেশ স্মরণ আছে। বলিয়া যাও। তোমার স্ত্রীকে তুমি কুমারীদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দিলে,— তাহার পর?

পেজ্।—পরিচিত করিয়া দিলাম। কুমারী অক্টেভিয়া আমার স্ত্রীকে কোন

কথাই কছিল না, কুমারী পলিন্ সন্তুষ্ট হইল, মিষ্টালাপ করিল, একজন নারী। সন্নিবী পাইলে সুখী হইবে, সেই জন্তই আনন্দ। যে দিন ঐরূপ পরিচয় হয়, সে দিন এই এপ্রেল; আজ হইল ১ই এপ্রেল।

প্রিন্স।—(এইবার কি কথা পড়িবে, কতকটা অনুমান করিয়া) হাঁ, বলিয়া যাও—বলিয়া যাও। ভূমি বলিতেছিলে, সে দিন এই এপ্রেল।

পেজ।—হাঁ, এই এপ্রেল। আমি আর আমার স্ত্রী বাগানে প্রবেশের জন্ত আমাদের বাড়ীর পশ্চাদ্বারের সোপানে দাঁড়াইয়া আছি, পলিনের স্বন্ধে তর রাধিয়া কুমারী অক্টেভিয়া একটু দূরে তাহাদের বাগানের ভ্রমণপথে দাঁড়াইয়া আছে। সেই সময় দিবাকর অন্ত বাইতেছিল, উত্তর তরার মস্তকের কেশের উপর সূর্য্যের আলোহিত রশ্মি পতিত হইয়াছিল, তৎকালে সেই দুটি কুমারীকে আমি যেমন অপরূপ সুন্দরী দেখিলাম, জীবনে তেমন সুন্দরী আর কখনও আমি দেখি নাই। জুলিয়ার সহিত ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করিয়া আমি বাগানের রেলের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। অক্টেভিয়া উদাস-নয়নে জুলিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল, কুমারী পলিন্ বিশেষ শিষ্টাচারে মধুর সম্ভাষণে জুলিয়ার সহিত কথা কহিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে সাধারণ খোসগল্প, তাহার পর হঠাৎ জুলিয়ার মনে কি ভাবের উদয় হইল, সে বলিয়া উঠিল, “হাঁ, ভাল কথা- বাহার সহিত প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বিবাহ হইবে, সেই জন্ম-রাজকুমারী আজ লগুনে আসিয়া উপস্থিত হইরাছেন; আমাদের গোয়ালার মুখে এই সংবাদ আমি পাইরাছি।” কি বলিব রাজকুমার, জুলিয়ার রসনা হঠাৎ ঐ বাক্য নির্গত হইবামাত্র কুমারী অক্টেভিয়া অকস্মাৎ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভগ্নীর বুকের উপর যেন মুচ্ছিত হইয়া পড়িল; মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। কুমারী পলিন্ আতঙ্কে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে অবস্থার আমরা তখন কি কর? ব্যস্ত হইয়া আমরা উভয়েই রেল উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্বিতীয় উত্তানে লাফাইয়া পড়িলাম। কুমারী পলিন্ কাতর-কণ্ঠে আমাদেরকে বলিল, “তোমরা ঘরে যাও, আমি আমার ভগ্নীকে ধরিয়া বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইতেছি।” পলিনের কথা শুনিয়া, জুলিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া নয়ন-সঙ্কেতে আমি একবার ইজিত কারণাম; ইজিত বুঝিয়া জুলিয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, “না না,—তোমাদের মত দুটি সুন্দরী বালিকাকে এরূপ বিপদের মুখে ফেলিয়া কখনই আমার ঘরে যাহতে পারিব না।” পলিন্ চুপ করিয়া রহিল। অতঃপর আমি, জুলিয়া ও পলিন্, তিন জনে ধরাধরি করিয়া অভাগিনী অক্টেভিয়াকে বাড়ার মধ্যে লইয়া যাইলাম, তথায় একটি সুসজ্জিত গৃহে একখানি সোফার উপর শয়ন করাইলাম।

প্রিন্স।—(বিরাগে অস্ত্র দিকে মুখ ফিরাইয়া চকল-খরে) থাক থাক, বাক্যে কথা ছাড়িয়া যাও, আসল বৃত্তান্তের স্তর ধারণ কর।

পেজ্।—অষ্টেভিরাকে সোকার শরনু করাইলাম, তাহার পরেই অদ্ভুত দৃশ্য। অষ্টেভিরা তাহার প্রিয়তম রাজপুত্র—ভালবাসা রাজকুমার—পরম সুলভর অঙ্গকে উদ্দেশ্য করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। যুবরাজ! আমাকে কমা করিবেন, ঐ কথাগুলি অষ্টেভিয়ার মুখের,—আমার নিজের উক্তি নয়।

প্রিন্স।—(অধৈর্য্য হইয়া) বলিয়া যাও—বলিয়া যাও!

পেজ্।—অষ্টেভিরা কণে কণে আপনার নামে প্রেমামুরাগপূর্ণ উক্তি করিতে লাগিল। তাহার কাতরোক্তি শুনিয়া আমরা স্ত্রী-পুরুষে চমৎকৃত হইলাম। যুবরাজ! কিসের রহস্তভেদ, আপনি তাহা বেশ বুঝিতেছেন। কুমারী পলিন্ অভ্যস্ত কাতরা হইয়া দুঃখিনী ভগিনীকে শাস্ত করিবার জন্য সাধ্যমত সাধনা করিতে লাগিল, তখন তাহার মাথার ঠিক ছিল না, আমরা সেখানে রহিয়াছি, সেটা বেন খবরেই আনিলাম না। অষ্টেভিয়ার বিলাপ-শ্রবণে আমরা সমস্ত সত্য তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছি। অভাগিনী আপনাকে বিশ্বাসঘাতক, ধর্ম-হারক, তাহার সর্বনাশের মূল এবং তাহার গর্ভস্থ শিশুর জনক বলিয়া ভৎসনা করিয়াছে।

প্রিন্স।—(মুখে দণ্ড হইয়া অস্পষ্টভাবে) এই সব কথা বলিয়াছে?—সে কি সত্য সত্য এই সব কথা বলিয়াছে?

পেজ্।—হাঁ যুবরাজ! অভাগিনী অষ্টেভিরা আপনাকে উদ্দেশ্য করিয়া এক একবার ভালবাসার কথা বলিয়াছে, এক একবার কর্কশ কথা বলিয়াছে; কাদিতে কাদিতে ক্লান্ত হইয়া এক একবার চক্ষু বুজিয়াছে, ঠিক যেন ঘুমাইয়াছে, কিন্তু মুখে বাক্য একই প্রকার। কুমারী পলিন্ এতক্ষণের পর স্মরণ করিতে পারিল, আমরা সেখানে উপস্থিত, আমরা তাহার ভগ্নীর গুহকথা জানিতে পারিয়াছি। সাক্ষনয়নে আমাদের করধারণ পূর্বক দুঃখিনী পলিন্ কাতরে বলিল, “ঘটনা-গতিকে তোমরা আমার হতভাগিনী ভগ্নীর দুর্ভাগ্যের কথা জানিতে পারিয়াছ, মিনতি করি, ধর্মের দোহাই, এ সকল কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না।” যুবরাজ! কুমারী পলিনের বাক্যাহুসারে গুপ্তকথা গুপ্ত রাখিবার অঙ্গীকার করিয়া আমরা গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম, যাহা দেখিলাম, যাহা শুনিলাম, স্ত্রী-পুরুষে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলাম।

প্রিন্স।—মিটার পেজ্! আর কিছু কি আমাকে বলিবার আছে?

পেজ্।—আছে।—বত কথা বলিলাম, তাহার সারাংশ এইবার বলিব। আপনাকে সাবধান করা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন —(সজ্ঞোদে কটাক্ষপাত করিয়া) সাবধান ?—কিসের জন্ত সাবধান ?—সেই স্ত্রীলোকের দ্বারা আমার কি বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা আছে ? অক্টেভিয়াকে আমি উপপত্তী করিয়াছিলাম, তাহার বিনিময়ে আমি তাহার পিতাকে লর্ড করিয়া দিয়াছি। আবার কি ?—বাহা হউক, আর কি তুমি বলিবে, বল ।

পেজ্।—বাহা আমি বলিয়াছি, তাহা এই এপ্রেলের ঘটনা ; ৩ই তারিখে ভগ্নী দুটি বাগানে বেড়াইতে আসিল না ; অক্টেভিয়া কেমন আছে, সংবাদ জানিবার জন্ত আমি জুলিয়াকে তাহাদের বাড়ীতে পাঠাইলাম। জুলিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কুমারীদের সঙ্গে দেখা হইল না ; দাসীর সঙ্গে দেখা হইয়াছিল। দাসী বলিয়াছে, অক্টেভিয়ার অসুখ সম্ভাব। ৭ই তারিখের সংবাদও তদ্রূপ। কল্যা গিয়াছে ৮ই এপ্রেল, তাহা আপনি অবগত আছেন।

প্রশ্ন।—(৮ই এপ্রেল তারিখে রাজপুত্রের বিবাহ হইয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া) হাঁ, তারিখটি আমার ঠিক স্মরণ আছে, বল, কল্যাকার সংবাদ কিরূপ ?

পেজ্।—কল্যা সন্ধ্যাকালে ভগ্নী দুটি বাগানে প্রবেশ করিল। পলিনের স্বন্ধে হস্তার্পণ করিয়া অক্টেভিয়া একটু হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ; উভয়ের চিত্ত একটু স্থির হইয়াছে, লক্ষণ দেখিয়া সেইরূপ আমি বুঝিলাম। আমি তৎকালে আমাদের বাগানে একটি লতাকুঞ্জের মধ্যে দাঁড়াইয়া ছিলাম ; স্বন্ধকার হইয়াছিল, কুমারীরা আমাকে দেখিতে পায় নাই। পলিনের কানে কানে মুহূর্ত্তে অক্টেভিয়া কত কথা বলিল, আমি নিকটে আছি, তাহা না জানি-য়াও চুপি চুপি কথা। অবশেষে একটু উচ্চকণ্ঠে অক্টেভিয়া বলিল, “আমি সংকল্প করিয়াছি, কারলটন হাউসে যাইব, রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করিব, মনের কথা তাঁহাকে বলিব, কি উত্তর তিনি দেন, তাঁহার নিজের মুখে তাহা শুনিয়া আসিব।” ঐ কথাগুলি আমি শুনিতে পাইলাম। নিষেধ করিয়া পলিন্ বলিল, “যাইও না, তোমার সেখানে যাওয়া অসুচিত ; বিশেষতঃ, আজ রাত্রে রাজকুমা-রের বিবাহ হইবে, এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাওয়া নিরীকসের কাজ।” অক্টেভিয়া কোন বাধা শুনিল না, সে যেন তখন পাগলের মত চীৎকার করিয়া, ভগ্নীকে ছাড়িয়া দিয়া বাড়ীর দিকে ছুটিল ;—যাইতে যাইতে বলিতে লাগিল, “আমার লবেদা দাও, আমার টুপী দাও, এখন আমি কারলটন হাউসে যাইব ; একটা বিদেশিনী কামিনী আমার স্বামীকে কাড়িয়া লইতেছে, তুমি-টাকে আমার বলিয়া আমি দাবী করিব।” ক্ষমা করুন সুবরাজ, আমার কোন

দেখ নাই; অক্টোভিয়ার নিজস্ব খেঁচে সকল কথা বলিয়াছে, তাহাই আমি পুন-
কৃত্তি করিলাম মাত্র।

প্রিন্স।—(একদিকে অক্টোভিয়ার সাপক্ষ হইয়া, অন্যদিকে পলিনকে হস্তগত
করিবার আশা রাখিয়া) না না,—কমা চাহিতে হইবে না; বাহা বাহা ঘটিয়াছে,
ঠিক ঠিক বলিয়া যাও।

পেজ।—অক্টোভিয়ার বিকট চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে পলিনু ভয় পাইয়া চীৎকার
করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে পাড়াশুদ্ধ লোক ভয় পাইয়া সেইখানে ছুটিয়া
আসিত, কিন্তু যুবরাজের বিবাহ-উৎসবে আলোকমালা দেখিবার জন্য প্রায় সক-
লেই সহরে আসিয়াছিল, তাহাতেই রক্ষা। আমার স্ত্রী ঘরে ছিল, আমি লতাকুঞ্জে
লুকাইয়া ছিলাম; তুই ভয়ীর চীৎকার শুনিয়া জুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া
আসিতেছিল, নিমেষমধ্যে বাগানে আসিয়া দাঁড়াইল, আমিও লতাকুঞ্জের অন্ত-
র্দিক দিয়া বাহির হইলাম; আমরা দুজনেই পূর্ববৎ রেলিং ডিকাইয়া কুমারীদের
বাগানে পড়িলাম; আমাদের দেখিয়া পলিনের সাহস হইল, আনন্দ হইল,
জন্তবরে বলিল, “আমার অভাগিনী ভগিনী পাগল হইয়া গিয়াছে! চল চল,
আমরা তিন জনে তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শুয়াইয়া ফেলি। আর একবার
এরূপ হইয়াছিল; একবার বলিয়াছিল আত্মঘাতিনী হইবে, একবার বলিয়া-
ছিল, রাজকুমারকে—”

প্রিন্স।—বল বল, কোন ভয় নাই, কথাটা কি?—আমার বোধ হইতেছে,
সেই স্ত্রীলোকটা আমাদেরও মারিবে, আপনিও মারিবে—এইরূপ ভয় দেখাই
রাছে।”

পেজ।—ঠিক তাই যুবরাজ!

প্রিন্স।—(এবটু বিমর্ষ হইয়া, আবার এবটু হাসিয়া) শুনিয়া আমি খুসী
হইলাম। অক্টোভিয়ার পাগলামীর শেষফল কি হইল?

পেজ।—আমি ও জুলিয়া তৎক্ষণাৎ পলিনের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর চলিলাম,
অক্টোভিয়াকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিলাম, তাহার প্রলাপবাক্য স্বর্ণে
শুনিলাম। রাত্রি দুইটা পর্যন্ত সেইখানে আমরা ছিলাম। পলিনের
কাতরতা দেখিয়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছি। আহা! সুন্দরী পলিন অতি
সদাশয়!

প্রিন্স।—(দ্রবিত-স্বরে) রাত্রি দুইটার সময় তোমরা চলিয়া আসিলে
তখন কি হইল?

পেজ।—অক্টোভিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইবার অগ্রে তাহার মুখে
শেষ কথা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি, যুবরাজের উপর তাহার ভয়ানক

আক্রোশ । সেই নিমিত্তই অসময়ে আমি বুঝাজের গৃহে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছি ।

প্রিন্স ।—(চাকলা গোপন করিবার বুধা প্রয়াসে) তুমি কি মনে কর, একটা সামান্য স্ত্রীলোকের প্রলাপবাক্যে আমি ভয় পাইব ?

পেজ ।—অক্টেভিয়া সত্য সত্য আপনার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিবে, এমন আপনি বিশ্বাস করেন, ইহা আমার মনে হয় না । সে যদি সত্য সত্য কারল্টন হাউসে আইসে, নীচের দালান পার হইতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয় ; কিন্তু নানাপ্রকার অকথ্য কথা বলিয়া গোলমাল বাধাইতে পারে ।

প্রিন্স ।—হাঁ, সেই ভয়টা আছে বটে ; কিন্তু পলিন্ তাহাকে কড়াচ এখানে আসিতে দিবে না ।

পেজ ।—সে কথা ঠিক । পাগলী যাহাতে এখানে না আইসে, পলিন্ সে পক্ষে অনেক বুঝাইয়াছে, কিন্তু পাগলকে বুঝাইয়া ঠিক করা কি সহজ ?

প্রিন্স ।—(বক্তার চক্ষে কুটিলকটাক্ষ দেখিয়া) পাগলীটাকে কিরূপে দমন করিতে তুমি ইচ্ছা কর ?

পেজ ।—(রাজপুত্রের মুখের দিকে বিশাল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া) আমার ইচ্ছার কার্য্য হইলে আমি তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠাইতাম ।

প্রিন্স ।—(কি করা কর্তব্য, স্থির করিতে না পারিয়া) পাগলীটা ভয়ানক অনর্থ ঘটাইতে পারে, এমন কি তুমি বিবেচনা কর ?

পেজ ।—নিশ্চয়—নিশ্চয় । আমি জানিতে পারিয়াছি, অবকাশ পাইলেই অক্টেভিয়া তৎক্ষণাৎ পলিনের নিকট হইতে পলায়ন করিবে । সে যদ্যে কেবল কারল্টন হাউসে আসিবার সংকল্প করিয়াছে, এমন নয়, যাহারা যাহারা তাহার ইতিহাস শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র, তাহাদের সকলের কাছেই ছুটিয়া গিয়া সকল কথা বলিবে, ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ।

প্রিন্স ।—(গৃহমধ্যে পাইচারী করিতে করিতে হঠাৎ খামিয়া, মিষ্টার পেজের একহস্ত দূরে দাঁড়াইয়া, ভীতদৃষ্টিতে তাহার বদন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক) না মিষ্টার পেজ, সে কার্য্য তাহাকে করিতে দেওয়া হইবে না ।

পেজ ।—(ভীতদৃষ্টিতে রাজকুমারের ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়া) আমি পরিপক্ব হুঁসিয়ার,—একান্ত বিশ্বাসভাজন ।

প্রিন্স ।—মিষ্টার পেজ ! তুমি কি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে পার ? তুমি কি কোন নিরাপদ স্থানে অক্টেভিয়াকে সরাইয়া লুকাইয়া রাখিতে পার ?

পেজ ।—বেশ পারি ।

প্রিন্স ।—আর তোমার স্ত্রী ?—সেটিও কি তোমার তুল্য বিশ্বাসপাত্রী ?

পেজ্।—আমিও যেমন, আমার স্ত্রীও তেমন। এক চুলও তফাত নয়।

প্রিন্স।—তবে তুমি তোমার স্ত্রীকে পলিনের বিধাসপাত্রী হইবার পরামর্শ দাও। পলিন্—মনে রাখিও, কুমারী পলিন্। তোমার স্ত্রী কৌশলক্রমে পলিনের বন্ধুত্ব লাভ করুন, তাঁহার দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধ হইবে, কিন্তু অক্টেভিয়ার লুকাইবার বিষয় তোমরা কিছু জানো, ইহা যেন পলিনের জ্ঞাতসার না হয়।

পেজ্।—হাঁ যুবরাজ, সকল ভার আমি লইলাম। দুই বিষয়েরই সহপায় আমি করিব। (হুজুরনে রাজপুত্রের মুখপানে চাহিয়া) পলিনকে লইয়া আপনি কি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা আমি বুঝিয়াছি। আপনার পছন্দ প্রাশংসনীয়। আমি বলিতেছি, পলিন্ আপনারই হইবে।

প্রিন্স।—উত্তম।—আমাদের পরস্পর পরামর্শ স্থির হইল। এখন কি পুরস্কার তুমি চাও, তাহা আমি জানিতে চাই। কেন না, তোমার মত অবস্থার লোক কেবল টাকা লইয়া সম্বলিত থাকিবে, তেমন বিবেচনা আমি করি না।

পেজ্।—(অঙ্গকণ চিন্তা করিয়া) আপনি ঠিক বুঝিয়াছেন। আমার ইচ্ছা—ইচ্ছা এই যে, যুবরাজের শুভ-বিবাহোৎসবে নিদর্শনস্বরূপ আমাকে একটা কিছু সম্রমের উপাধি—অন্ততঃ একটা ছোট-খাট নাইট উপাধি প্রদান করা হউক।

প্রিন্স।—(উচ্ছ্বাস করিবার উপক্রমে) মিষ্টার পেজ্! তুমি কি নাইট হইবার অভিলাষ রাখ ?

পেজ্।—হাঁ যুবরাজ! নাইট উপাধিটা আমাকে বেশ মানাইবে। আরও, আমি প্রাধা করিয়া বলিতে পারি, আমার স্ত্রী জুলিয়া ঐ উপাধির অমর্য্যাদা করিবেন না।

প্রিন্স।—আচ্ছা, তবে তাহাই স্থির হইল। যে দিন অক্টেভিয়াকে তুমি লুকাইয়া ফেলিবে, যে দিন সুন্দরী পলিন্ আমার কোলে আসিবে, সেই দিন তোমার স্বরূপে নাইট উপাধির উজ্জল পদক শোভা পাইবে।

পেজ্।—ওঃ! আপনি যখন অস্বীকার করিলেন, তখন অচিরেই আমি ঐ সম্রম প্রাপ্ত হইব সন্দেহ নাই; অবশ্যই আমি আপনার অস্বীকৃত কার্য্য সিদ্ধ করিয়া দিব।

কারলটন প্রাসাদে প্রবেশের শুভকল লাভ করিয়া, সানন্দচিত্তে যুবরাজকে অভিবাদন করিয়া মিষ্টার পেজ্ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

—:—

আহত লর্ড এবং অজ্ঞাত ধাত্রী

সেই বড়ী,—যে বড়ীর শব্দ শুনিয়া লর্ড ফ্লোরিমেল তাঁহার বর্তমান বাসস্থানের ঠিকানা বুঝিয়াছিলেন, সেই বড়ী বাজিতে আরম্ভ হইল। লর্ড ফ্লোরিমেল কিছু পূর্বে গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগিয়াছিলেন, এক ছুই করিয়া ঘণ্টাধরনি গণনা করিলেন; গণনার স্থির হইল ১২ টা। তিনি ভাবিয়াছিলেন, গৃহমধ্যে একাকী রহিয়াছেন, অতএব আপনা আপনি মুহূর্ত্তে বলিলেন, “১২টা; এই ১২টা কোন্ সময়ের?—বেলা ছুই প্রহর কিংবা রাত্রি ছুই প্রহর?”

একটি পরিচিত মধুর-গুঞ্জন উত্তর হইল, “বেলা ছুই প্রহর। প্রিয়তম! গেলিল। বেলা ছুই প্রহরের সূর্য্য মধ্যাগ্নন হইতে উজ্জল কিরণ বর্ষণ করিতেছেন।” কথাগুলি রোগীর কর্ণে যেন সুধা বর্ষণ করিল; পরক্ষণেই তাঁহার বকোদেশে ত্রালোকের অঙ্গস্পর্শ, মুখে মুখে, ওষ্ঠে ওষ্ঠে সংমিলন।

এক মিনিটের অধিকক্ষণ চুপনের অবসানে লর্ড ফ্লোরিমেল আনন্দে চকিত হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “বেলা ছুই প্রহর? প্রিয়তমে! বেলা ছুই প্রহর? এতক্ষণ কি আমি ঘুমাইয়াছি?—তিন দিন এই যন্ত্রণাভোগের পর গতকল্য রাত্রি সাতটার সময় নিদ্রা আসিয়াছিল, আজ এতক্ষণে সেই নিদ্রা ভঙ্গ হইল?”

অজ্ঞাত-রমণী উত্তর করিলেন, “হাঁ গেলিল, এতক্ষণ তুমি ঘুমাইয়াছ। তিন দিন তোমার চৈতন্ত ছিল না, এক একবার একটু একটু চৈতন্ত আসিয়াছিল, সেই অবস্থায় তুমি অনেক প্রলাপ বকিয়াছ, এক একবার মুচ্ছা গিয়াছ; গতকল্য দেখিয়া আমার ভয় হইয়াছিল, হয় ত তোমাকে বাঁচাইতে পারিব না। চিকিৎসকেরা তোমাকে অধিকক্ষণ ঘুমাইবার ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহাতেই নিদ্রা গাঢ় হইয়াছিল। তোমার ললাটে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা তাদৃশ গুরুতর নহে, তুলনার অতিলঘু, আরাম হইলে একটুও দাগ থাকবে না।”

এই সকল কথা বলিয়া, অজ্ঞাত-রমণী পুনর্বার তাঁহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া, সান্নিধ্যের বারংবার স্নেহময় স্পর্শ করিলেন।

মুহূর্ত্তে লর্ড ফ্লোরিমেল বলিলেন, “আমার প্রতি তুমি বেক্ষণ বস্ত্র প্রকাশ করিয়াছ, তজ্জন্ত তোমাকে ধন্যবাদ—সহস্র ধন্যবাদ। তুমি কি এই তিন দিন আমার সেবা করিয়াছ?”

কম্পিত কোমল-কণ্ঠে রমণী উত্তর করিলেন, “তিন দিনের মধ্যে এক মুহূ-

ভের জন্তও আমি তোমার কাছ-ছাড়া হই নাই । আমি যদি তত যত্ন না করিতাম, তাহা হইলে তোমার জীবনরক্ষা হইত না । আহা ! অজ্ঞান অবস্থার তোমাকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া লেডী বেলেগুনের বড়ই নির্দয়তার কার্য্য হইয়াছে ; তিনি একজন ডাক্তার ডাকাইয়াও তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নাই । তাঁহার শরীরে দয়া-মায়া বড় অল্প ।”

কাতর হইয়া লর্ড ফ্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি মার্শনেস্ আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন ? হাঁ, অবশ্যই আমি স্বীকার করিব, আমার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা তাঁহার অমুচিত হয় নাই ; কারণ, আমি নারীবেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বড়ই কুক্রম করিয়াছিলাম । মনোমোহিনি ! তুমি কি সে সকল কথা কিছুই জানো না ?”

ধাত্রী।—অনেকটা জানি । যে দিনের ঘটনা, সেই দিন আমি আমার নিজের গাড়ী করিয়া বেলেগুন-প্রাসাদের নিকট দিয়া বাইতেছিলাম, প্রাসাদের ফটকের কাছে একখানা গাড়ী দেখিলাম ; দেখিয়াই চিনিলাম, আমার প্রিয়সখী কাউন্টেস্ ডেস্‌বরার গাড়ী ; কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা করিবার অভিপ্রায়ে নামিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দেখি, জনকতক লোক ফটকের ভিতর হইতে একটি অচেতন নারীদেহ বহন করিয়া রাস্তার দিকে আসিতেছে । লোকেরা মার্শনেস্ বেলেগুনের বাড়ীর চাকর ; তাহারা রাস্তার আসিয়া ডেস্‌বরার গাড়ীর কোচম্যানকে বলিল, ‘তুমি অগ্রে লর্ড ফ্লোরিমেলকে গাড়ীতে তুলিয়া পিকাডিলির বাড়ীতে রাখিয়া আইস, ফিরিয়া আসিয়া কাউন্টেসকে লইয়া বাইও ।’ তোমার নাম শুনিবামাত্র আমি গাড়ী হইতে নামিয়া চাকর-গুলিকে বলিলাম, ‘ও গাড়ীতে তুলিতে হইবে না, এই স্ত্রীলোক আমার ভগ্নী হয়, আমি ইহাকে আমার গাড়ীতেই লইয়া বাইতেছি ।’ চাকরেরা আমার কথা শুনিয়া, আমার গাড়ীতেই তোমাকে তুলিয়া দিল, অচেতন অবস্থার আমি তোমাকে আমার বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছি, সাধ্যমতে সেবা করিতেছি । এখন আর তোমার প্রাণের আশঙ্কা নাই, ক্রমশই তুমি আরাম হইতেছ । (ক্রমশঃ এই কথাগুলি বলিয়া) প্রিয় গেত্রিল ! ক্রমশঃ তোমাকে সুস্থ হইতে দেখিয়া আমি সুখী হইয়াছি ।

লর্ড।—(ধাত্রীকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া) করুণাময়ী ধাত্রী ! তুমি আমাকে ধৈর্য্য বস্ত্রে বাঁচাইতেছ, স্নেহ বস্ত্রে আঁশ্রয় করিতে পারিব না । (অন্ধকার গৃহে ধাত্রীকে পরম স্নান করিয়া বসে ধারণ পূর্বক সাহস্রাঙ্গে চুপন করিতে করিতে) স্নান ! তুমি আমার প্রাণদায়িনী !

ধাত্রী।—(সাগ্রহে) হাঁ, প্রিয়তম গেলিল! তুমি আরাম হইতেছ। এ অবস্থায় চঞ্চল হইয়া বেশী কথা কহিও না।

লর্ড।—(স্বগত) কে এই সুন্দরী? ঘর অন্ধকার—গাঢ় অন্ধকার, মুখ দেখিতে পাইতেছি না, চক্ষু দেখিতে পাইতেছি না, গুঠ দেখিতে পাইতেছি না, কেবল মধুর মধুর কথাগুলি শুনিতেছি। এ রমণী অবশ্যই সুন্দরী হইবে, ইহার গঠন অবশ্যই সুন্দর হইবে; কল্পনার চক্ষে আমি ইহার অল্পময় সৌন্দর্য্য দর্শন করিতেছি। কে এ?—ইনি কি মার্শনেস্ বেলেগুন?—মার্শনেসের মুখ দেখিয়াছি, চক্ষু দেখিয়াছি, আলোহিত গুঠপুট দেখিয়াছি, রেশমের মত কেশ-গুলি দেখিয়াছি, মুক্তার মত দন্তগুলি দেখিয়াছি, সমুদ্রত পয়োধর দেখিয়াছি, পরাঁদের সূচাম গঠন দেখিয়াছি, এই কি সেই মার্শনেস্?—না,—অসম্ভব। মার্শনেস্ বেলেগুন বিধবা,—চিরদিন বিধবা থাকিয়া নিরুজ্জ্বল বাস করিবেন, এইরূপ তাঁহার ব্রত; বসনে বিধবা-চিহ্ন ধারণ করিয়াছেন; তিনি আমাকে কামভাবে এইরূপে প্রলোভন দেখাইবেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। বিশেষতঃ, সেই নিরুজ্জ্বলবাসিনী বিধবা কামিনী নাটারঙ্গে খেলা করিবার জন্ত থিরেটীরে গিয়াছিলেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। তবে ইনি কে?—লগুনের দৌখীন সংসারের সুন্দরী সুন্দরী কামিনীগণের সহিত আমার আলাপ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কাহার সহিত ইহার তুলনা কর?—এ রমণী দীর্ঘাকী, কিং কুশাকী;—হাঁ, সুন্দরী কামিনীদের মধ্যে দীর্ঘাকী, সুলাকী, কুশাকী, অনেককেই আমি দেখিয়াছি। ডচেন্স ডেভনশার, লেডী জার্শী, হার্বি অ্যাষ্টন, রাজকুমারী সোকিয়া, রাজকুমারী এমিলিয়া এবং লেডী লিটিসিয়া প্রভৃতি রূপবতী কামিনীগণকে আমি দর্শন করিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে কাহার সহিত ইহার তুলনা দিব?—নিবিড় অন্ধকারে এ রমণীর কোন অঙ্গই আমার নেত্রগোচর হইতেছে না; ইহার পর প্রেকাশ রাজপথে দেখা হইলেও ইহাকে আমি চিনিতে পারিব না; পরিচয় না পাইলে চিনিয়া লইবার কোনও উপায় নাই।

ধাত্রী।—(মুহূৰ্ত্ত হাস্ত করিয়া সুমধুর স্বরে) কি ভাবিতেছ?—নিরীক্ষা! তুমি বাহা ভাবিতেছ, আমি তাহা অল্পখানে বুঝিতে পারিতেছি।

লর্ড।—(এইবারের বাক্যগুলি মার্শনেস্ বেলেগুনের কণ্ঠস্বর অপেক্ষাও সমধিক সুমধুরস্বরে উচ্চারিত হইল, তাহা শুনিয়া চমকিত হইয়া) কি আমি ভাবিতেছি, তাহাই কি তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ?—বল দেখি, কি আমি ভাবিতেছি?

ধাত্রী।—যে সকল কামিনীর সহিত তোমার আলাপ আছে, তাহাদের

মধ্যে কাহার রূপগুণের সহিত আমার রূপগুণের মিলন হইতে পারে, তাহাই তুমি ভাবিতেছ। কেমন,—প্রিয়তম গেব্রিল! কেমন, ইহাই ঠিক নয়?—যদি ঠিক হয়, তবে তুমি বিশ্বাসঘাতক! তোমার এত বড় বিপদের সময় আমি এত বস্ত্রে তোমার সেবা করিতেছি, তাহা তুলিয়া তুমি অপরা কামিনীকে কল্লনাপথে চিন্তা করিতেছ?

লর্ড।—(ঐরূপ তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া) ক্ষমা কর প্রিয়তমে, আমাকে ক্ষমা কর! যত বস্ত্র তুমি করিতেছ, আমাকে যত ভালবাসিতেছ, আমি তাহার অবোধ্য। সত্যই আমি কল্লনার রাজ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম, প্রকৃত পক্ষে কে তুমি, সেই রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম। প্রিয়তমে! ইহাতে কি তুমি আমার উপর রাগ—

পাত্রী।—(পুনঃ পুনঃ চুখন দিয়া লর্ডকে ধামাইয়া) না গেব্রিল, আমি রাগ করি নাই,—আমার প্রাণে আঘাত লাগে নাই। কথা এই যে, সহস্র প্রকার কল্লনা করিয়াও—সহস্র প্রকার অহুমান করিয়াও তুমি এই রহস্য ভেদ করিতে পারিবে না। আমি কে, আমি নিজমুখে পরিচয় না দিলে কিছুতেই তোমার তাহা জানিবার উপায় নাই। যে দিন পরিচয় দিবার সময় আসিবে, সেই দিন তুমি আমার মুখে নিগূঢ় কথা শুনিতে পাইবে। আমার ব্রত আছে, ধর্মীর নিকটে ভিন্ন অপর কাহারও কাছে সত্য পরিচয় দিব না। গেব্রিল! আমি তোমার প্রী হইবার উপযুক্ত পাত্রী। অহঙ্কার ভাবিও না,—আমি রূপবতী, আমি গুণবতী, সামাজিক পদব্যাধার আমি মানবতী; তুমি আমার স্বামী হইবার যোগ্য পাত্র। কিন্তু ওঃ! আমার চরিত্র কেমন, সে বিষয়ে তোমার মনে কি কোন প্রকার সংশয়—(প্রোতার মুখে ঘন ঘন চুখনদান করিয়া শেষ-কথাগুলি শুনিতে দিবার বাধা)

লর্ড।—(গাঢ়ভক্তি জানাইয়া) অর্চনীয় রমণী! দয়াবতী স্নেহময়ী ধাত্রী! পুনরায় আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছি। তুমি আমাকে যত ভালবাসিয়াছ, তত পরিমাণে কৃতজ্ঞতা জানাইতে আমার সাধ্য নাই। মনোমোহিনি! আমি তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসি। আর আমি ভ্রম-ক্রমেও তোমার রহস্যভেদের চেষ্টাকে কল্লনার আনিব না। যখন সময় আসিবে, যখন তুমি নিজমুখে নিজের গুহ্যকথা প্রকাশ করিবে, তখন আমি তোমার পরিচয় পাইব; তাহার পূর্বে কিছুমাত্র প্রয়াস পাইব না। এখন আমি কি প্রকারে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইব? কি উপায় অবলম্বন করিলে আমি তোমার অক্লু বন্ধুত্বলাভে অধিকারী হইব?

পাত্রী।—(দ্বয়ে হৃদয় সংলগ্ন করিয়া, ওঠে ওঠে মিলন করিয়া) প্রিয়

গেত্রিল! বাহা তুমি বলিলে, তাহার প্রকৃত উত্তর আমি দিব। আপাততঃ তোমাকে কিছু দিন লগুন ছাড়িয়া অস্ত্র স্থানে থাকিতে হইবে।

লর্ড।—(কুমারী পলিনের বর্তমান বাসস্থান নির্ণয়ের বাসনা, সেই বাসনা-পূরণের নিমিত্ত নারীবেশ ধারণ, নারীবেশে-অকস্মাৎ আঘাতপ্রাপ্তি, এই সকল স্মরণ করিয়া চকিত-স্থরে) লগুন পরিত্যাগ করিব ?

ধাত্রী।—(বুকের উপর হইতে একটু সারিয়া আসিয়া বিরাগের স্থরে) ঐ!—যে ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঐ!—তোমাকে আমি ভারী কথা বলিয়াছি। বুঝিতেছি, তোমার একটি বন্ধন আছে, সেই বন্ধনের খাতিরে লগুনে থাকিতে তোমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা—

লর্ড।—(বাক্যে ও ব্যবহারে বিমোহিত হইয়া, পুনরবার ধাত্রীকে আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়তমে! আমার অপরাধ লইও না।

ধাত্রী।—না গেত্রিল, আমি তোমার অপরাধ লই নাই। আমি বেশ বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ভালবাস না; কেবল সময়ে সময়ে রিপুবশে আমাকে জীড়াসন্ধিনী করিয়া মুখসন্তোষ করিবার জন্যই তোমার ভালবাসা। জানো গেত্রিল, সে রকম ভালবাসা আমি চাহি না। (তাহার চক্ষের জলে ক্লারিমেলের গুণ্ধুল সিক্ত হইল)।

লর্ড।—অহো! আমি বড় হতভাগ্য! তোমার এত দয়া আমার উপর অথচ আমি তোমাকে যন্ত্রণা দিতেছি! তুমি দেবী, নিষ্ঠুরতার আমি শিলাচ!

ধাত্রী।—(কম্পিতকণ্ঠে) না—না, আমি বড় উচ্চ আশা করিতেছি। দেখ গেত্রিল! আমাদের বিচ্ছেদ হইবে,—বিচ্ছেদ—এ বিচ্ছেদের পর আর আমাদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হইবে না।

লর্ড।—(মোহিনীর কুহক-মন্ত্রে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া) দোহাই পরমেশ্বর! তাহা কখনই হইবে না। বল প্রিয়তমে! তোমার বাসনা-পূরণের জন্য আমাকে কি কার্য্য করিতে হইবে? আমাকে তুমি কি করিতে বল?

ধাত্রী।—(পুনরবার প্রেমাদরে চুম্বন করিয়া) অঃ! প্রিয় গেত্রিল! এখন আবার তুমি আমার বথার্থ প্রেমের পাত্র হইলে। আমাকে তুমি বড় ভালবাসিয়াছ, তত ভালবাসা তোমাকে আমি দেখাইব। ভালবাসার জন্য কদাচ তোমাকে অশ্রুতাপ করিতে হইবে না।

লর্ড।—(কামশরে নিবদ্ধ হইয়া) বিভাধরি! তোমাকে আমি দেখিতে পাইতেছি না, অথচ অস্ত্রাবধি জগতে তুমিই আমার সর্কস্বধন! নিরর্থক বিবাহের কথাটা ছাড়িয়া দাও, তুমি আমার উপনারিকা হও, স্বদয়ানন্দ হও।

চিরজীবন এই বন্ধন হৃদেস্থ রাখিবে, আমিও শপথ করিতেছি, চির-জীবন তোমার কাছে ঐ বন্ধনে বাঁধা থাকিব।

ধাত্রী।—(প্রোমাহুরাগে মিষ্ট ভৎসনা করিয়া) ওঃ! তুমি আমাকে নিয়মবদ্ধ করিতে চাহিতেছ। আচ্ছা, আমিও তোমাকে নিয়মে বাঁধিব। এখন তুমি যে অঙ্গীকার করিতেছ, তাহা যদি তোমার অন্তরের অকপট—

লর্ড।—(গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আন্তরিক অহুরাগে) প্রিয়তমে! কি নিয়ম, এখনি আমাকে বল। ভগতে যাহা কিছু পবিত্র, সেই সকল নামে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তুমি আমার জীবনের ইষ্টদেবী হইবে, আমার ভাগ্য-বিধানের চিরস্বথের একমাত্র দেবতা হইয়া থাকিবে। বল বল, কি নিয়মে তুমি আমাকে আবদ্ধ রাখিতে ইচ্ছা কর? কিছু দিনের জন্ত লগুন সহর ছাড়িয়া বাইতে আমি প্রস্তুত।

ধাত্রী।—হাঁ, এখন তুমি একটি দূরস্থ নগরে সমুদ্র-বারিসিক্ত সুরমা স্থানে গিয়া থাকো; পূর্বে যখন তোমাতে আমাতে মিলন হইয়াছিল, তখন তোমাকে আমি যে-যে কথা বলিয়াছিলাম, আজ আবার এইখানে যাহা যাহা বলিলাম, সেই মনোরম স্থানে বাস করিয়া সেই সকল কথা উত্তমরূপে আলোচনা কর।

লর্ড।—আঃ! তুমি আমাকে বিস্তর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলিয়াছিলে!

ধাত্রী।—(পুনর্বার চুপন করিয়া সরল বাক্যে) গেত্রিল! যদি তুমি আমার উপর অত্যন্ত বিশ্বাসস্থাপন করিতে পার, তাহা হইলে যে সকল আশ্চর্য্য কথা আমি বলিয়াছি, কার্য্যেও তাহা আমি সিদ্ধ করিতে পারিব। গেত্রিল।—প্রিয়তম গেত্রিল! তোমার যে সকল বিপদ তুমি নিজে জানো না, সেই সকল বিপদ হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব।

লর্ড।—(একটি দানবীর হস্তে পুষ্পময় রেশমের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়িতেছেন, তাহা না বুঝিয়াই) দেবি! কি তোমার হুকুম, কি তোমার আজ্ঞা, কি তোমার আদেশ, স্বরার আমাকে বল। আহা! এমন মোহন মন্ত্র, এমন জাদু-বিদ্যা তুমি কোথায় শিখিয়াছ, যে বিদ্যার মন্ত্রপ্রভাবে তুমি আমাকে মজাইয়া ফেলিয়াছ, তাহা আমি বুঝিতেই পারিতেছি না। মোহবশে কেবল ইহাই জানিতেছি যে, তুমিই আমার ইষ্টদেবতা, রক্ষাকারিণী, নিস্তারিণী দেবী। আমি তোমার দাস, আজ্ঞা কর, এ দাসকে এখন কি কি কার্য্য করিতে হইবে? কোথায় বাইতে হইবে? কবে এই মহানগর লগুন ত্যাগ করিতে হইবে? কত দিন বিদেশে থাকিতে হইবে? দয়া করিয়া এই সকল প্রশ্নের উত্তর দান কর। আমার মুক্তিলাভ যেমন বাঞ্ছনীয়, সেইরূপ শান্তিকামনার

জানবিধাসে আমি তোমার আদেশগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিব ।

ধাত্রী।—(বিজ্ঞানবন্দে স্তম্ভিত-স্বরে) তবে তুমি ধর্মগ্রামে এই সকল কথা বলিতেছ ? বন্ধে হস্তার্পণ করিয়া আর একবার এই অস্বীকার-পালনের শপথ কর ।

লর্ড।—(আদেশমত কার্য্য করিয়া) সুন্দরি ! এখন তুমি সন্তুষ্ট হইলে ত ?

ধাত্রী।—(সাহুরাগে আলিঙ্গন করিয়া) হাঁ । এখন আমি তোমাকে আরও বেশী ভালবাসিলাম ;—দশ হাজার গুণে বেশী । অতঃপর যাহা তোমাকে করিতে হইবে, শ্রবণ কর ।—সন্ধ্যা হইবার পর আমার গাড়াতে উঠিয়া তুমি ডোবারে চলিয়া যাও, সেখানে এক সপ্তাহ থাকো ; তথা হইতে পিকাডিলিতে তোমার নিজ বাটীতে পত্র লিখিয়া কতিপয় চাকরকে ডাকিয়া পাঠাও ; তাহারাই সামুদ্রিক বন্দরে তোমার সঙ্গে থাকিবে,—সেই বন্দরে তুমি দেড় মাস বাস করিবে, সহরে ফিরিয়া আসিবে না । এখন বিবেচনা কর, যে অস্বীকার তুমি করিয়াছ, তজ্জন্ত অজুতাপ আসিতেছে না ত ?

লর্ড।—না না,—কিছুমাত্র অজুতাপ নাই । তবে আমার কেবল এইমাত্র জিজ্ঞাস্তা যে, ডোবার বন্দরে আমি কি একাকী নির্জন-বাস করিব ? এই দেড় মাসের মধ্যে একবারও কি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে পাইব না ? দেড় মাস—তোমার বিরহে সেই দেড় মাস আমার পক্ষে একযুগ জান হইবে !

ধাত্রী।—(বন্ধে বন্ধ রাখিয়া বারংবার চুঘন করিয়া বিমুগ্ধকণ্ঠে) সে সকল ভার আমার উপর রহিল । প্রিয় গেলিল ! যাহা তুমি ভাবিতেও পারিতেছ না, এমন শুভ-সংঘটন হইতে পারিবে । এখন আমাদের ব্যবস্থা স্থির হইল ; যুক্তি পাকা হইল ?

লর্ড।—(গাঢ় অনুরাগে ওষ্ঠে ওষ্ঠে মিলাইয়া) সব ঠিক হইল—সব ঠিক হইল । প্রিয়তমে ! এইরূপে—এইরূপে—এইরূপে আমাদের সুখের পন্থা পরিষ্কার—

প্রেমপিপাসিনী মোহিনী কামিনী আরও খানিকক্ষণ সেই শয্যার নিকটে রহিলেন, লর্ড ক্লেয়ারিমেল ঘুমাইয়া পড়িলেন । কামিনী ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, দ্বারে চাবী দিলেন ; পাছে আর কেহ সে ঘরে প্রবেশ করে, সেই আশঙ্কার চাবীটি সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন ।

গৃহ নিশুঙ্ক,—গভীর নিশুঙ্ক । মধ্যে মধ্যে কেবল নিদ্রিত রোগী

ক্লোরিমেলের নাসা-নির্গত সরল নিশ্বাস-প্রশ্বাস শ্রুতি-গোচর হইতে লাগিল মাত্র ।

এই সময় বিছানার মশারি নাড়িয়া উঠিল, ঘরের মেঝেতে কাপড়ের খসখস শব্দ হইতে লাগিল, খাটের নীচে হইতে কে একজন চুপি চুপি বাহির হইল, স্থির হইয়া দাঁড়াইল, কান পাতিয়া শুনিল, নিশ্বাস বন্ধ করিল, ঠিক যেন গোর-খানের ভূত । লর্ড ক্লোরিমেল অকাতরে ঘুমাইতেছেন, ইহা স্থির বুঝিয়া সেই লোকটা আপন পকেট হইতে একখানা কাঁচ বাহির করিয়া মশারির খানিকটা কাপড় কাটিয়া ফেলিল, আবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল, আবার কান পাতিয়া শুনিল, কোন দিকে কোন সাড়াশব্দ থাইল না ; পূর্ববৎ সাবধানে নিঃশব্দপদসঞ্চারে একটা গবাক্ষের নিকটে গেল, কাঁচি দিয়া গবাক্ষের পর্দার কিয়দংশ কাটিয়া লইল, আবার স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল । লর্ড ক্লোরিমেল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ।

অজ্ঞাত লোকটা আপনার পকেট হইতে একতাল্লাচাবী বাহির করিল । অজ্ঞাত-রমণী যে দ্বার দিয়া বাহির হইয়াছিলেন, বহির্দিক হইতে সেই দ্বার চাবী-বন্ধ হইয়াছিল, ঘরের অন্তঃস্থ দ্বার ভিতরদিকে বন্ধ, লোকটা একটা দরজার নিকটে গিয়া নিজের চাবীর তাড়ার একটা চাবী সেই কপাটের কুলুপে পরীক্ষা করিল ;—একবার ফিরাইয়া,—একবার ঘুরাইয়া,—একবার থামে, একবার স্থির হইয়া কি শুনে, আবার চাবী ঘুরাইয়া ; অতি সাবধান ;—একটা চাবী কুলুপে ঠিক লাগিল, দ্বার উন্মুক্ত হইল ; নিদ্রিত লর্ড সেই চাবী খোলার বৃহৎশব্দে জাগিয়া উঠিলেন না ; চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া লোকটা একবার এদিক ওদিক উঁকি মারিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, পছা পরিকার ; আন্তে আন্তে দরজাটা ভেঙাইয়া দিয়া সে তখন সিঁড়ির কাছে গেল ; সিঁড়ির মাথায় যে জানালা ছিল, সেই জানালার ফাঁক দিয়া রবিকিরণ প্রবেশ করিতেছিল, দিবা আলো ; লোকটা নিঃশব্দে খুব সাবধানে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল, বাগানের দিকে যে দরজা, সেই দরজা খুলিয়া বাগানে প্রবেশ করিল, একটা লতাকুঞ্জে কিয়ৎক্ষণ লুকাইয়া রহিল, তাহার পর ফটক খুলিয়া অলক্ষিতে বাহির হইয়া গেল ; কেহ তাহাকে দেখিতে পাইল না, কেহ কোন কথা ভিজাসাত্ত করিল না ।

রাত্রি আসিল, লর্ড ক্লোরিমেলের নিদ্রাভঙ্গ হইল । অজ্ঞাত-রমণী হৃদ-মধ্যে গৃহমধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া শয্যাপার্শ্বে আরাম-চেয়ারে বসিয়াছিলেন, হাত বাড়াইয়া লর্ড ক্লোরিমেল তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলেন । তাঁহার নিমিত্ত পুরুষের পরিচ্ছদ যোগানো হইয়াছিল, ঘোহিনী কামিনী সেই পরিচ্ছদ তাঁহাকে

পরাইরা দিলেন, ক্রমাগত চকু বাঁধলেন, অনন্তর হাত ধরিল। প্রেমরহস্যপূর্ণ অন্ধকার বৈঠকখানা হইতে তাঁহাকে বাহির করিলেন।

দাঁড়ি দিয়া নামাইরা, উত্তান পার করিয়া অজ্ঞাত-স্বাক্ষরী লর্ড ক্লোরিমেলকে কটকের বাহিরে লইয়া গেলেন ; বাহিরের রাস্তায় গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল, সেই গাড়ীতে তাঁহাকে তুলিয়া দিলেন, কানে কানে বিদায়ী বাক্য-বিনিময় হইল, গাড়ীর দরজা বন্ধ হইয়া গেল, গড় গড় শব্দে দ্রুতবেগে গাড়ী ছুটিল।

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া লর্ড ক্লোরিমেল কয়েক মিনিট কাল নানা চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলেন, চকের আবরণ-বস্ত্র খুলিয়া ফেলিলেন, গাড়ীর দরজা খুলিবার জন্ত ঠানাতানি করিলেন, খুলিতে পারিলেন না, খড়খড়ীর পাখী তুলিবার চেষ্টা করিলেন, তুলিতে পারিলেন না, বাহিরদিকে দৃঢ়-বন্ধ। ১৫ মিনিট পরে গাড়ীখানা এক জায়গায় থামিল ; একজন দীর্ঘাকার পদাতিক পশ্চাদ্ধিক হইতে নামিয়া আসিয়া গাড়ীর দরজা খুলিল, খড়খড়ীর পাখী-গুলি নামাইয়া দিল। লর্ড ক্লোরিমেল তখন দেখিলেন, যে স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছেন, সে স্থানটি পরিচিত। অদূরে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আবার উচ্চ উচ্চ বড় বড় গম্বুজ, নিকটে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার সেতুর সুদৃশ্য বক্র খিলান।

কেবল দুই মিনিট কাল গাড়ীর দরজা ও খড়খড়ী খোলা ছিল, আকাশে চল্লোদয় হইয়াছে, চল্লমা হাসিতেছেন ; পরিষ্কার জ্যোৎস্না, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গীর্জার ঘড়ীতে ১১টা বাজিল, সেই সময় গাড়ী দ্রুতবেগে সেতুপার হইয়া গেল।

বৃকে ছোঁরা মারিলে যেমন যন্ত্রণা হয়, লর্ড ক্লোরিমেলের হৃদয়ে সেইরূপ বিবাদের যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, হায় হায় ! কি করিলাম ! বাহাকে আমি কখন চিনি না, তাহার খাতিরে হৃদয়-পুতলী পলিন্কে বিসর্জন দিলাম। হায় হায় ! পলিনের প্রতি আমি নিতান্ত নির্দয় হইলাম। আমার প্রাণময়ী পলিনের কাছে আমি ঘোরতর বিশ্বাসঘাতক হইলাম।

পাঁচ মিনিটের অধিকক্ষণ করতলে বদন আবৃত করিয়া লর্ড ক্লোরিমেল গাড়ীর চিন্তায় নিমগ্ন রহিলেন ; চিন্তায় তাঁহার দেহ যেন তখন পাষণ-পুত্তলিকার জায় অচল, কিন্তু তাঁহার মন যেন ঘোরদোড়ের ঘোড়ার মত দ্রুতগতিতে অতীত স্মৃতিপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। মাহুষ যেমন তিলেকমান্ন অপথে পদার্পণ করিয়া সমুচ্চ-পদাশ্রয়ে হয়, প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত

হয়, একটা অজ্ঞাত-রমণীর মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া, মোহমত্তে মুগ্ধ হইয়া লর্ড ক্লোরিমেল সেইরূপ আশ্রয় হইলেন, অন্তরে অন্তরে সেইরূপ বিষাদের উদয়। মনে সাধুনা আনয়ন করিতে তিনি অনেক চেষ্টা করিলেন, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। একবার তিনি ভাবিলেন, ‘পলিন্কে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া-ছিলাম, ইহা সত্য; কিন্তু পলিন্ নিষ্ঠুর হইয়া আপনা হইতে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, আর আমাকে দেখা দেয় না, খুঁজিয়া বাহির করিব, সেই সন্দেহে লুকাইয়া রহিয়াছে। এ অবস্থায় তাহার আশা পরিত্যাগ করিলে আমি অপরাধী হইব না।’ আবার ভাবিলেন, ‘প্রাণপ্রতিমা পলিন্, প্রাণের ভালবাসা পলিন্—একটা অপরিচিতা স্ত্রীলোকের মারামারিতে ডুড়াইয়া পড়িয়া সেই পলিন্কে আমি হারাইলাম।’

ঐ প্রকার চিন্তা করিতে করিতে লর্ড ক্লোরিমেল যেন চতুর্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; মনে করিলেন, কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে হুকুম দিবেন, গাড়ী হইতে লুকাইয়া পড়িয়া যথাসাধ্য দ্রুতবেগে বাড়ীর দিকে ছুটিয়া যাইবেন। যাহা মনে করিলেন, কার্য্যে তাহা করিতে পারিলেন না। পারিলেন না কেন? অনেকবারের ঘটনায় পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে লর্ড ক্লোরিমেলের সাহস নাই। বিশেষতঃ, সেই অজ্ঞাত-রমণীর কুহকমন্ত্র সর্পবিষের ত্রায় তাঁহার মানস জর্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। আসন্ন বিপদ হইতে ধন-সম্পদ ও পদসম্মম রক্ষা করিবে বলিয়া সেই কুহকিনী আশ্বাস দিয়াছে; অধিকন্তু সর্বাস্তঃকরণে সর্বপ্রকারে সেই রমণীর আজ্ঞা পালন করিবেন বলিয়া তিনি তাহার কাছে ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন; এই সকল স্মরণ করিয়া তিনি এখনকার সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। পর-ক্ষণেই পূর্বচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আপন মনে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “যাহা থাকে ভাগ্যে, তাহাই হইবে, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া আমি নিরস্ত হইব না। অজ্ঞাত-রমণী নির্বন্ধ সহকারে আমাকে আশ্বাস দিয়াছে। আমি যদি তাহাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে সে আমাকে আমার উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। রমণী বলিয়াছে, ‘আমাকে তুমি পত্নীরূপে পরিগ্রহ কর, আমি তোমার ধন-সম্পদ ও পদগৌরব বজায় করিয়া দিব।’ হাঁ, রমণী আমাকে ভালবাসে, বিবাহ না করিয়াও অদীকৃত উপকার করিতে আমি তাহাকে রাজী করিতে পারিব। তাহার পর—পলিন্!—হাঁ, পলিন্! মধুমতী পলিন্! আমি তোমাকে খুঁজিয়া বাহির করিব, তোমার চরণে ধরিয়া সাধিব; প্রাণ-মন্দির দেবি! প্রাণাধিকা স্মরনি! সর্বক্ষণ তুমি আমার হৃদয়ে জাগো; অবশ্যই আমি তোমার সহিত মিলনকরিব।”

লর্ড ক্লোরিফেল এখন মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া দ্রুতবেগে গাড়ী চলিতে লাগিল; কোচম্যানকে তিনি আর অস্ত কিছু আদেশ দিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ

উন্মত্তের খেয়াল

উন্মাদ রোগে অচেতন থাকিয়া জেহ্নস মেল্মথ ডাক্তারী চিকিৎসার অঙ্গে অল্পে চৈতন্ত প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহার চেতনালাভের পর এক সপ্তাহ অতীত।

বে ঘরে তাহাকে রাখা হইয়াছে, তাহার সম্মুখদ্বার লৌহ-পরাবের দ্বারা সমাবৃত, সম্মুখদিকে কোন গৃগদি নাই, দিবাভাগেও সেই গৃহ অন্ধকার থাকে, সারি সারি ঐ রকমের ছয়টি কুঠুরী; সেই সকল কুঠুরী বাড়ুল-কুপ অথবা বাড়ুলাগার নামে অভিহিত।

লৌহ-পরাবের মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ এক ফুট পরিমাপ একটা ক্ষুদ্র দ্বার, সেই দ্বার দিয়া পরিচারক প্রবেশ করিয়া রোগিগণকে খাদ্যদ্রব্যাদি পুঁদিয়া যায়। দেয়ালে একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ, সেই গবাক্ষপথে অল্প অল্প আলো আইসে, শীতকালে বাহিরের বারান্দার লৌহ-কটাহে অগ্নি থাকে, সেই উত্তাপে গৃহ কতকটা গরম হয়। গৃহমধ্যে চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি কোন আসবাব নাই; আসবাবের মধ্যে পাথরের মেঝের উপর একখানা লোহার খাটিয়া, তাহার উপর খুব শক্ত বিছানা। এইরূপ একটা ঘরে জেহ্নস মেল্মথ এক সপ্তাহ কাল আবদ্ধ আছে।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, হঠাৎ একটা কথা শুনিয়া উন্মত্ত রোগী সক্রোধে ডাক্তার খট্টনকে মারিতে উত্তত হওয়াতে, তাল সামলাইতে না পারিয়া কঠিন মেঝের উপর পড়িয়া অজ্ঞান হয়, বখন চৈতন্ত কিনিয়া আইসে, তখন ঘোরতর পাগল; বিস্তর প্রলাপ বকিতে থাকে, সেই জন্ত ডাক্তার তাহাকে টাইট-কোট পরাইয়া বিছানার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখেন। পারজামার সঙ্গে খাটিয়ার বন্ধন, জামার আস্তীন জামার সঙ্গে সেলাইকরা,—চৌদ্দ। মনে মনে নানা চিন্তা আনয়ন করিয়া মেল্মথ অবশেষে স্থির করিল, সত্য সত্যই তাহাকে পাগল-বিবেচনা করা হইয়াছে; বদবধি পাগলামী ভাল না হয়, তদ-বধি গোরস্থানে গোর খোঁড়া অপরাধে তাহাকে ফৌজদারী বিচারে অর্পণ করা হইবে না। মনে মনে এইরূপ ধারণা হওয়াতে মহাত্মকে তাহার কৃৎকম্প উপস্থিত হইল, সে ভাবিল, আরাম হইলে পাগলা গারদ হইতে স্থানান্তর করিয়া তাহাকে দস্তা-তক্তরের কারাগারে কয়েদ করা হইবে।

সেই ভয়ঙ্কর অবস্থা স্মরণ করিয়া সে তখন অবধারণ করিল, পাগলের মত

হইয়া থাকাই সুপারামর্শ; তাহা হইলে অচিরে কোমলারী বিচারে নীত হইতে হইবে না। অবধারণ করিল এইরূপ, কিন্তু বন্ধনবশা হইতে মুক্তি লাভ করিবার আশা জন্মিল, মনে ভাবিল, টাইট-কোট খুলিয়া দিবার অস্ত্র ডাক্তারের কাছে মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিবে।

মেলমথের এই মানসিক সঙ্কর সিদ্ধ হইল; ডাক্তার তাহার অঙ্গবন্ধন খুলিয়া দিবার আদেশ করিলেন। বন্ধনমুক্ত হইল বটে, কিন্তু পাগলামীর ভাণ দেখাটতে কাস্ত রহিল না। কারাকূপের রক্ষক, জয়নিবাসের অধ্যক্ষ এবং ডাক্তার নিজে তাহাকে যে সকল কথা জিজ্ঞাসা করেন, ছল করিয়া সে তাহার এসোমেগো উত্তর দেয়। একবার রক্ষকের সহিত ডাক্তারের যে কথোপকথন হয়, তাহাও সে উপকর্ণন করিয়াছিল, তাহার অনেক পরিমাণে তাহার কপটতা বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন। সেইটুকু বুঝাই তাহার ভয় বাড়িল। অক্ষকূপের দিকে মনুষ্যের পদশব্দ শুনিলেই তাহার মনে এই ভয় উপস্থিত হয় যে, পুলিশের লোকেরা বৃষ্টি পাগলা গারদ হইতে তাহাকে ফোকদারী কাংগারে লইয়া বাইতে আসিতেছে।

মেলমথের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। পাশের কুপগুলিতে যে সকল উন্মাদরোগীর বাস, তাহার অনবরত চীৎকারধ্বনি করে, ভয়ানক ভয়ানক গর্জন করে, ক্ষণ ক্ষণে পৌঁ পৌঁ শব্দ করে, ক্ষণে ক্ষণে বিলাপ করে, সহজ অবস্থায় তাহা শুনে মাতুষের কণ বধির হইয়া যায়; রাত্রিকালে আরও অধিক ভয়ঙ্কর। মেলমথ ভাবিল, ঐ সকল বাতুল-কূপের নিকটস্থ গৃহে বাস তাহাকে আর বেশী দিন থাকিতে হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাকে সত্য সত্য পাগল হইয়া যাষ্টতে হইবে।

আর এক সপ্তাহ অতীত। সেই সপ্তাহের মধ্যে মেলমথ তাহার চিত্ত-বিকৃতির নানা কথা মনে করিল, কেবল গোর খোঁড়ার কথা নহে, আরও অনেক প্রকার অবৈধ কার্যের সূচনা মনে পাড়িতে লাগিল। পার্শ্ববাসী পাগলেরা অল্পরূপ দারুণ হাতনার ছট্,ফট্ করে, ঘোর ঘোররবে চীৎকার করে, সেই সকল শব্দ শুনিয়া তাহার মাথা ধরাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

পাগলামীর ভাণ, কিন্তু মনে মনে সে বিবেচনা করে, জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে; তথাপি কপটতা চাড়ে না। সে ভাবে, বরং পাগলের জ্ঞান হইয়া থাকা ভাল, ইহা অপেক্ষা অধিক চর্গিত হইলে জীবন সঙ্কটাপন্ন হইবে। চিকিৎসকেরা কতক কতক বৃদ্ধিতে পারিয়াছেন, পাগলামীটা ছলনা মাত্র, কিন্তু প্রকাক্ষরূপে এখনও কিছু বলিতেছেন না। কিছু দিন পাগল সাজিয়া থাকিতে পারিলে, কতকটা

অব্যাহতি আছে। ওহ বেলা আদালতের বিচারে গুরুত্ব ভোগ করা কল্পে
এ অবস্থা কতকটা শান্তিপ্রদ।

সপ্তম দিবসের সন্ধ্যাকালে সূর্যাস্তের পর চতুর্দিক অন্ধকার, অন্ধরূপে
প্রবেশের পথে একটিও আলো জলিতেছে না, বন্দীরা আপনাদের কুপমধ্যে
নিবিড় অন্ধকারে পড়িয়া আছে, খাটিয়ার উপর মেলুমথ উপবিষ্ট। তাহার মনে
ভরকর ভরকর ঘটনার স্মৃতি একত্র হইতেছে। গোরস্থানে নতুন গোর হইতে
বৃতপতীর শব উত্তোলন, পুনরুদার গোরের মধ্যে স্থাপন, চিকিৎসালয়ে পুত্র-
কস্তাগণের সহিত সাক্ষাৎ, কিন্তু পাগলের দণ্ড ভোগ করিতে হইতেছে, বালক-
বালিকাদের আর কোন তত্ত্বই পাইতেছে না; এই সকল ভূতাবনার তাহার
অন্তঃকরণ কাতর; এমন সময় পার্শ্ববর্তী গৃহের পাগলগণের উচ্চ কোলাহল
তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল।

সেই সময় হঠাৎ সম্মুখের দরদালানের এক প্রান্তে একটা আলো জলিয়া
উঠিল, কাহারো যেন কুপের দিকে আসিতেছে, এইরূপ পদশব্দ শুনা গেল।
মেলুমথের উপস্থিতবুদ্ধি যোগাইল, নিবাসের কর্মচারীরা নিত্য নিত্য তাহাকে
যে সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আজ আর সে সকল প্রশ্ন শুনিয়া উত্তর দিতে
না হয়, এই স্থির করিয়া সে তৎক্ষণাৎ বিছানার উপর শুইয়া পড়িল, ছল
করিয়া ঘুমাইল; লোকে দেখিলে মনে করিবে, ঘোর নিদ্রার অভিভূত।

লগুন হস্তে লইয়া গারদ-রক্ষক অগ্রসর হইতে হইতে গর্জন করিয়া বলি-
লেন, “হতভাগারা! অধঃপাতে যা! তোদের পাপ-রসনা অবরুদ্ধ কর!
চুপ করিয়া থাক!”

কতকগুলো পাগল ভয় পাইয়া নিতরু হইয়া পড়িল, বাকীগুলো বত চোঁচাইতে-
ছিল, তত না চোঁচাইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া পৌঁ পৌঁ করিতে লাগিল।

রক্ষকের সহিত আজ্ঞামের অধ্যক্ষ আসিয়া দর্শন দিলেন। অধ্যক্ষ সাহেব
গর্জন করিয়া বলিলেন, “ম্যাজিষ্ট্রেটের নতুন হুকুম—দিনের মধ্যে তিনবার
করিয়া আমি এই পাগলগুলোকে দেখিয়া যাইব; এ হুকুমটা কিন্তু আমার
পক্ষে ঠিক বোধ হইতেছে না। বোধ হয়, অল্পদিনের মধ্যে এই পাগলগুলোকে
এখান হইতে সরাইয়া সরকারী বাতুলালয়ে প্রেরণ করা হইবে।” সেই
গর্জন শুনিয়াই মেলুমথের হৃদয় কাঁপিল। সে তখন স্থির করিল, উহা নিশ্চয়ই
আজ্ঞামের অধ্যক্ষের কর্তব্য।

মেলুমথের কুপের দ্বারের রেলিঙের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কুপরক্ষক
জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই লোকটার সম্বন্ধ কি করা যাইবে?”

পূর্বাপেক্ষা কিছু বৃদ্ধরে অধ্যক্ষ উত্তর করিলেন, “সে সম্বন্ধে ভাকারের

সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহাতে আমাতে রিপোর্ট পাঠাইব। বাহারা যথার্থ পাগল, পরীক্ষা দ্বারা বাহাদের রোগ নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতিগকে বকবলের পাগলামীরদে চালান করা হইবে। এই লোকটা সেইরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে কি না, সত্য পাগল বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে কি না, তাহা আমি ঠিক জানি না; তুমি কিরূপ বিবেচনা কর ?”

রক্ষক বলিলেন, “আমার বাহা অভিপ্রায়, তাহা আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি।”

অতি মুহূর্ত্তে অধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করিলেন, “লোকটা সত্য সত্য পাগল, তোমার এমন বিশ্বাস হয় না ?”

বত উচ্চকণ্ঠে কথা কওরা অভ্যাস, তদপেক্ষা স্বর কিঞ্চিৎ নামাইয়া রক্ষক উত্তর করিল, “না—উহাকে পাগল বলিয়া কদাচ আমার বিশ্বাস হয় না।”

বাস্ত হইয়া অধ্যক্ষ বলিলেন, “চুপ চুপ ! লোকটা ঘুমাইতেছে।”

রক্ষক বলিল, “ঘুম নয়। সতেরো বৎসর এইখানে আমি কর্ত্ত্ব করিতেছি, আগামী জাহ্নবীরী মাসে সতেরো বৎসর পূর্ণ হইবে; সত্য পাগল আর ছলের পাগল আমি অনেক দেখিয়াছি; এ লোকটা সত্য সত্য ঘুমাইতেছে না,—কপটনিদ্রা।”

অধ্যক্ষ বলিলেন, “ডাক্তারের মুখে কিছু কিছু আমি শুনিয়াছি; আরও মিষ্টার থর্টন নামে একজন ডাক্তার সে দিন এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখেও শুনিয়াছি, লোকটা সে দিন মুর্ছা গিয়াছিল, ডাক্তারেরা অহুমান করেন, পাগলামীর ভাণ। আমি যদি ঐ ছলনাটা ঠিক বুঝিতে পারি, তাহা হইলে বেটাকে অবিলম্বে নিউগেট জেলখানায় চালান করিয়া দিব।”—অধ্যক্ষ সাহেব চুপি চুপি কথা কহিলেন বটে, কিন্তু স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল। কেবল যে রক্ষকের কর্ণগোচর হইল, এমন নহে, কপটনিদ্রায় মুদ্রিতনৈত্র মেলুমখও সেই সকল কথা শুনিতে পাইল।

রক্ষক বলিয়া উঠিল, “তাহাই আপনি করিবেন,—কল্যই উহাকে কারাগারে চালান করিয়া দিবেন। দিবা করিয়া আমি বলিতে পারি, আমি যেমন পাগল, ও লোকটাও তেমনই পাগল, আমার অপেক্ষা বেশী পাগল নয়।”

অধ্যক্ষ বলিলেন, “আজ্ঞা, বিবেচনা করিও,—বিবেচনা করিয়া কল্যই রিপোর্ট পাঠাইব। তুমি যেসকল পরামর্শ দিতেছ, সেইরূপ বিবরণ আমি রিপোর্টে লিখিব।”

ঐ প্রকার বলাবলি করিয়া তাহারাই দুই জনে তথা হইতে চলিয়া গেলেন,

বারান্ধার দিকের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। আবার পূর্ববৎ অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার। পাগলগুলা পূর্বের দ্বার ঘোর অন্ধকারে রহিল।

ই।—অন্ধকার.—ঘোর অন্ধকার বটে, কিন্তু নিশ্চয় নহে। যে প্রকার বিকট চীৎকার ও ভয়ানক কোলাহল করা পাগলগুলার অভাগা, পুনর্বার সেই প্রকার কোলাহল আরম্ভ করিল। মেলমথ চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, বিজ্ঞান। হঠাৎ লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু সিংহের দ্বার লক্ষ্য দিয়া দরজার শব্দ শব্দ গরাদেব উপর থাক্কা মারিতে লাগিল। দুই জন আফিসারের কথাবার্তা শুনিয়া তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, সে তখন মনে করিল, একে ত আতঙ্কে পাগলের মত হইয়াছে, তাহার উপর কারাগারের নামে সভ্যতাই যেন পাগল হইয়া বাইতেছে। মোরিয়া,—সে তখন কি করিতেছে, কিছুই জ্ঞান ছিল না। যদিও মুখে কোন কথা বলিতে পারিল না, কিন্তু তাহার বৃকের ভিতর যেন গর্জন হইতে লাগিল, ‘আমি পাগল!—আমি পাগল!’—এইরূপ অবস্থায় একবার গরাদেব উপর গিয়া পড়ে, একবার পাথরের মোস্তাব উপর আছাড় খায়, আবার খাটির উপর শুইয়া পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে, খাটিয়াখানা যেন বন্ বন্ শব্দে ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া যায়, এইরূপ লক্ষণ। লোকটা যেন মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করি বাঁধার মত চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, মুখে পীড়া ভাবিতে লাগিল।

অজাগার আছাড়ি-পিছাড়ি শব্দে পাশের ঘরের পাগলগুলাও ভয় পাইয়া কেপিয়া উঠিল, অঙ্গে অঙ্গে বন্ধন, টাইট-কোটে বন্ধন, তথাপি তাহারাও ঘরের গরাদেগুলার উপর থাক্কা দিতে দিতে ভয়ঙ্করনিম্নাদে চীৎকার আরম্ভ করিল।

নিভা নিভা যেরূপ গোলমাল হয়, তদপেক্ষা অধিক ভয়ঙ্কর গোলমাল শুনিয়া পূর্বকথিত কুপুরুষক বাইতে বাইতে ফিরিয়া আসিল, ব্যাপার কি, জানিবার ক কূপের দ্বারে দ্বারে ঘুরিল; হাতের লঠনটা একটা কানালার উপর রাখিয়া গঙ্গাগোল খুঁমাইবার চেষ্টা করিল। তাহার হস্তে বৃহৎ একগাছা চাবুক ছিল, গরাদেব ফাঁক দিয়া ঘন ঘন সেই চাবুক চালাইতে লাগিল; পাগলগুলা গায়ের ভামা ছিঁড়িয়া বাঁস কাটির রক্ত পড়িতে লাগিল। ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ব্যবহার! ক্রিমিয়ার বর্তমান সম্রাটের অধিকারেও ততদূর শাসন অপ্ৰচলিত। পাগলগুলা সেই চাবুক-গাছটা কাড়িয়া লইবার জন্য বিস্তর টানাটানি করিল, কিছুতেই কাড়িয়া লইতে পারিল না; প্রহারের চোটে তাহাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, তাহারা আরও ভয়ঙ্কর-রবে চীৎকার করিতে লাগিল।

একটা হ্রস্ব পাগল মোরিয়া হইয়া লৌহদ্বারের উপর ঘন ঘন আঘাত

করিতে আরম্ভ করিল; সে যেন তখন মহাবীরের শক্তি পাইল; মোটা মোটা গরাদেওলা কাপিয়া উঠিল; চাবীতারা ভাঙ্গিয়া গেল; তুফার লোহ-অঙ্গলটা যেন সীসার শলার স্তার বাঁকিয়া ভাঙ্গিয়া গেল; ঘরের কজার গারে বর্ষর বর্ষর শব্দে ঘুরিয়া প্রকাণ্ড লৌহদ্বার উন্মুক্ত হইল।

সাম্প্রতিক বিপদ উপস্থিত বুঝিয়া কুপরকক মহাভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। যে পাগলটা দ্বার ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছিল, সে তখন ভয়ঙ্কর মূর্ত্ত ধারণ করিল; কুপরকক প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত; বাস্তব শৃঙ্খল তর করিয়া বাহির হইলে যেমন লক্ষ দিয়া পড়ে, পাগলটা সেইরূপে লক্ষ দিয়া তাহার বৈরীর ঘাড়ের উপর পড়িল।

পাগল ও রক্ষক উভয়ে জড়াগ্রড়ি করিয়া পাথরের উপর পড়িয়া গেল, রক্ষকটা আর একবার মর্ষভেদী চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু পাগল সবলে তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল, কথা স্পষ্ট বাহির হইল না, বক্তা রোগীর চরমকালের স্তায় স্বর বিস্তৃত হইল।

রক্ষকের দম বন্ধ। পাগল তাহার বুকের উপর বসিয়া জুঁজু বায়তের স্তায় চক্ষু ঘুণাইতে লাগিল। কুপরকক অবশিষ্ট পাগলেরা যেন মন্ত্রমুগ্ধের স্তায় সহসা নিস্তব্ধ; তাহাদের অন্তরে মহা আতঙ্ক উপস্থিত; গরাদের ফাঁক দিয়া শশক-নরনে উভয়ের মন্তব্য দেখিতে লাগিল।

যুদ্ধ হইতেছিল, দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে ধামিয়া গেল। গলায় ফাঁস লাগিলে মাহুবেদ যেমন দশা হয়, পাগলের হস্তপেয়ে হতভাগ্য কুপরককের সেই দশা, পাগলের পদতলে সেই লোকটার তখন জীবনশূন্য মৃতদেহ! তাহার দুই চক্ষু উপরে উঠিল, যেন ঠিকরাইয়া বাহির হয়, এতরূপ উপক্রম; বাস্তবিক নিশ্চেষ্ট। অহো! কিছুক্ষণ পূর্বে যে লোকটা সুপুরুষ ছিল, সেই লোক এখন নরকের পিশাচের স্তায় মূর্ত্তি ধারণ করিল! অহো! মাহুবেদ উপর বাহারা নৃশংস দানবের স্তায় অত্যাচার করে, এই প্রকারেই তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়! যে নিদারুণ চাবুকের প্রহারে অভাগা পাগলগুলার চর্ম মাংস ভেদ হইয়াছিল, যে চাবুক এখন তাহার নিজের প্রাণবিনাশের হেতু হইল, সেই চাবুক তখনও সেই মরা মাহুবেদের হস্তে!

কর্ম কর! নরহন্তা পাগল অর্ধ মিনিটকাল নিকটে দাঁড়াইয়া সেই দেহের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহা বোধ হইল, মনে একটু একটু দয়ার সঞ্চার হইতেছে, লোকটা যার কাছে কি বাঁচিয়া আছে, দয়ার সঙ্গে সেই-রূপ সন্দেহও আসিতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল দয়ার উদ্বেক, সে নিজেই যে ঐ লোকের মরণের হেতু, তাহার নিজের মনে ভেদন

বিধান আদিতেহে না ;—একবার আদিতেহে, একবার টানিতেহে । ঐ অর্থ মিনিটকাল বাতুলকূপের সকলেই গভীর নিমত্ত ।

অকস্মাৎ নরহত্যা পাগলের মনে স্বাভাবিক বৃদ্ধি বোগাইল । সে ভাবিলা-ছিল, নিহত লোকটার পকেটে কোন পদার্থ আছে ; ইহা ভাবিয়াই নিশ্চেষ্টে হিয়তাব পরিত্যাগ করিয়া সেই পদার্থ অন্বেষণের নিমিত্ত শবের পাশে হেঁট হইয়া বসিল, পকেট অন্বেষণ করিয়া এক ভাড়া চাবী পাইল । মহানন্দ ! সেই চাবীর তাড়াটা বাজাইয়া বাজাইয়া, একবার মাথার উপর ঘুরাইয়া, সেই পাগল দরজার গরাদের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল । কূপের ভিতর যে সকল পাগল ছিল, তাহারাও উচ্চকণ্ঠে সেই জয়ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল । পুনরায় পাগলকূপসমূহে মহা কলরব ।

সকল কূপের চাবী খুলিতে বেশীক্ষণ লাগিল না । পাগলেরা মুক্ত হইয়া বাহির হইল, মেলমথও খালাস পাইল । পাগলেরা ক্রোধোত্তম অথচ স্বাধীনতা পাটয়া আনন্দিত । মেলমথকে তাহারা পাগল বলিয়াই জানিত, সুতরাং তাহার সহিত ভ্রাতৃত্বাবস্থাপন করিল । যদি তাহারা জানিত, সে ব্যক্তি সত্য পাগল নহে, ছলের পাগল, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে তাহাকে ধও ধও করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত । এখন সকলেই সমান পাগল । মেলমথ ব্যতীত পাগলের সংখ্যা ছয় জন ।

যে পাগলটা রক্তককে খুন করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি লণ্ঠন লইয়া অগ্রবর্তী হইল, বাকী পাগলেরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল । মেলমথ তাহাদের দলভুক্ত । সে তখন পূর্বাশংকা আরও অধিক পাগলামী দেখাইতে লাগিল । ধরা পড়িয়া পাছে আবার কারাকূপে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই ভয়ে বেশ পাগল সাজিয়া পাগলের অভিনয় দেখাইল । সে নিশ্চিত ভাবিল, যতই বাধা-বির উপস্থিত হউক না কেন, তাহা অতিক্রম করিয়া পাগলেরা অবশ্যই পলারনের পহা পরিষ্কার করিতে পারিবে । খুন হইয়া গিয়াছে । পলারন ভিন্ন পরিজ্ঞাপ নাই ।

পাগলেরা প্রাক্ষেপে উপস্থিত হইবামাত্র রক্তনশালাহিত গরীব অনাথ আশ্রমবাসী কতিপয় লোক ভয় পাইয়া চোঁচাইয়া উঠিল ; পাগলদের দলপতির হস্তের লণ্ঠনের আলোতে তাহাদের ভীষণ মুর্ত্তি-দর্শনে গরীবেরা তাড়াতাড়ি অস্তিত্ব দিয়া বাহির হইয়া সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিল । প্রাক্ষেপের চারিদিকের প্রাচীর অতি উচ্চ উচ্চ, উন্নত করিয়া বাওয়া অসাধ্য ; ঐ দরজা ভিন্ন বাহির হইবার পথ নাই । পাগলেরা ঘোরিয়া হইয়া মহাক্রোধে সেই দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল ; দ্বার কাঁপিল, বড়িল, কিন্তু ভাঙিল না । সকল পাগল এক-

বোগে কপাট তরু করিতে প্রবৃত্ত ; ঘরের মাথায় ও পার্শ্বের কতকগুলো ইট-মুড়কি ভাঙিয়া পড়িল ; পাগলদিগের গাথের উপর ইট পড়িয়া রক্তধারা বহিল ; ভ্রক্ষেপ নাই ; অবশেষে অতি কষ্টে ঘর ভাঙিয়া ফেলিল । বাকবে আগুন লাগিলে অথবা ঘূর্ণী-বায়ু বহিলে যেমন কাণ্ড হয়, সেইরূপ ভীষণ কাণ্ড !

পাগলেরা ছুটিয়া বাহির হইল, রক্তনশালায় প্রবেশ করিল, প্রত্যেক আশু-মারী, প্রত্যেক বাজ, প্রত্যেক তাক, প্রত্যেক বন্ধু-কেদ্র অন্বেষণ করিল । বাসী মাংস বেধানো বাহা পাইল, রাক্ষসের মত সমস্তই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল, একটা পিণ্ডেতে এক পিণ্ডে বীর সরাপ ছিল, ঢাকন খুলিয়া তাহার বেশী ভাগ খাইয়া ফেলিল । মেলুমথ বার বার বলিতে লাগিল, “চল চল, আর এখানে বিলম্ব করিও না ।” পাগলেরা তাহার কথা শুনি ন না, যতক্ষণ ক্ষুধানিবৃত্তি না হইল, সেই ঘরে ও পাশের ঘরে বাহা কিছু পাইল, ক্ষুধার্থ ব্যাঘ্রের ভায় তৎসমস্তই ভক্ষণ করিল । বাহা খাইতে না পারিল, তাহা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল, পদতলে দগন করিয়া নষ্ট করিয়া দিল । রক্তনশালা লুণ্ঠপাট হইয়া গেল ।

আশ্রমের শাসনকর্তা এই ব্যাপার অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরোষর্তী হইলেন, আশ্রমের অপরাপর গৃহে লুণ্ঠ তরাজ না হয়, তাহা নিবারণার্থ আশ্রমবাসী অনাথ লোকদিগকে সঙ্গে লইলেন ; তাহারা শাবল, শীক, চোঙা, ঝাঁটা ও চিম্টা ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সজ্জিত হইল । যে সময়ের কথা, সে সময় এখনকার মত নূতন পুলিশের বন্দোবস্ত ছিল না, পুলিশের চাপরাসী ও নিশা-প্রহরীগণের দ্বারা আশাস্ত্ররূপ সাহায্য পাওয়া বাইবে না ভাবিয়া একদল সেনা আনয়নার্থ শাসনকর্তা মহাশয় নিকটস্থ সেনানিবাসে তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরণ করিলেন ।

রক্তনশালা, মত্ত-ভাণ্ডার ও কুটীর ভাঙার লুণ্ঠ হইলে পাগলেরা বেগে বাহির হইতেছিল, মেলুমথ তাহাদিগকে পরামর্শ দিল, ‘বিপক্ষপক্ষের চোঙা, চিম্টে, ঝাঁটা অপেক্ষা ভরানক ভরানক অস্ত্রশস্ত্র এখান হইতে সংগ্রহ করিয়া লও ।’ পাগলেরা তাহার পরামর্শ শুনি, বিপক্ষেরা অগ্রসর হইলে তাহারা কাবা-শীক, ছোরা, ছুরী ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে কটাইয়া দিল ; শাসন-কর্তা, অমুচরবর্গ ভয়ে পলাইয়া গল ।

পাগলেরা বাড়ীর দালান পার হইল, রাস্তায় বাইবার সদর-দরজার পাহারা ছিল না, অবাধে সেই ঘর দিরা রাস্তায় পড়িতে পারিবে, তাহারা এইরূপ অন্বেষণ করিল । এই সময় মেলুমথের ভাবনা, পুলিশের লোকেরা যদি তাহাকে ধরে, তাহা হইলে পুঙ্খকণ্ডালির সহিত আর তাহার দেখা হইবে না, তাহাদিগকে

একটি কথাও বলিতে পারিবে না। যদিও সম্মুখে বিপদ, যদিও আতঙ্কে মস্তক-
ঘূর্ণন, তথাপি সে অবহাতেও তাহার বুদ্ধি একটু স্থির হইল, পুস্তকভাণ্ডালিকে
সঙ্গে লইয়া বাটবে, এইরূপ ইচ্ছা হইল; পাগলগণকে বলিল, “তোমরা আমার
সঙ্গে আইস, এই অনাথ আজ্ঞামের চিকিৎসাগারে বাইতে হইবে।” সিঁড়ি
বাহিয়া পাগলের দল উপরে উঠিতে লাগিল, প্রত্যেক ঘরের দরজা খুলিতেছে,
দরজা ভাঙিতেছে, পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিতেছে, নিবাসের স্ত্রী-
লোকেরা সেই সকল ভয়ঙ্কর শব্দে অত্যন্ত ভয় পাইয়া কাদিয়া উঠিল।

উদ্বেজিত দলপতিপ্রমুখ পাগলের দল সে সকল ঘরে প্রবেশ করিল
না, সজোর চিকিৎসাগারের দ্বার ভগ্ন করিয়া সেই মহলে প্রবেশ করিল।

রোগীরা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল, মাতাল খাদ্গীটা মুচ্ছা গেল, মেলুমথের
পুস্তকভাণ্ডা ঘুমাইয়াছিল, ভীষণ শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিল, সম্মুখে পিতাকে
দেখিয়া ব্যাথাইয়া কোলে উঠিবার উপক্রম; কিন্তু হঠাৎ পিতার হস্তে প্রকাণ্ড
এক লৌহদণ্ড ও সঙ্গে ছয় জন বিকটাকার লোক-দর্শনে মহাতর্কে পরস্পর
জড়াজড়ি করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল, বিলাপের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
আরম্ভ করিল।

সময় নাই। মেলুমথ বেশ ব্যস্তিরাছিল, হাজামা-নিবারণের জন্ত অচিরে
আজ্ঞামের গৰ্ভবতের সাহায্যকারী সেনাদল আসিয়া পৌঁছবে, অতএব সে
ব্যস্ত হইয়া সম্ভবমত প্রবোধবাক্যে শিশুগুলিকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে কাপড়
পরাইতে আরম্ভ করিল; তাহার। কিন্তু তরে কাঁপিয়া পিতার মুখপানে চাহিয়া
কাদিতে লাগিল; তাহাদের রোদনে মেলুমথের হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল।

ভিন্ন চারি মিনিট অত্যন্ত। এই অবকাশে পাগলেরা একটা পোট-সরাসের
আলমারী ভাঙিয়া কতকগুলি মোরকা ও গোটাকতক বোতল পাইল, পাইবা-
মাত্র সেগুলি ভক্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিল, রোগীগণের উপর দৌরাড্যা করিতে
তাহাদের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু মেলুমথ নিষেধ করিয়া বলিল, “অমন কর্ম
করিও না, আইস, আমরা শীঘ্র শীঘ্র এখান হইতে চলিয়া যাই।” পাগলেরা
অগত্যা দলপতির আজ্ঞাপালন করিল।

পাগলের দল নামিয়া আসিল, মেলুমথ তাহার কন্ঠাটিকে হাত ধরিয়া
লইল, বালকটিকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, কেহই তাহাদিগকে বাধা দিল না,
শাসনকন্ঠা ও তাহার অহুচরেরা তাহাদের সম্মুখীনও হইতে সাহস করিলেন
না, তাহার। নিকিয়ে দালান পার হইয়া গেল। সেনানিবাস তৈরিতে তখনও
পর্যন্ত সেনাদল আসিয়া পৌঁছে নাই। অসুখারী পাগলেরা স্বচ্ছন্দে অবাধে
দর-দরজা খুলিয়া রাস্তার বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তার পাড়িয়া পাগলেরা

ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছুটিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল; ভয়ঙ্কর সজিগণের সজছাড়া হইয়া মেলমথ নিখাস ছাড়িয়া বাঁচিল, ছেলেগুলি লইয়া সে তখন একটা অন্ধকার অপ্রশস্ত পথে প্রবেশ করিল।

মেয়েটিকে কোলে লইয়া মেলমথ তাহার ছেলে ছুটিকে বলিল, “খুব কাছে কাছে তোমরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস, তোমাদের কোন ভয় নাই।”—এই সাধুনাবাকা বাড়ীলীন শিশুগণের অন্তরে আনন্দ প্রদান করিল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

—:—

বিশ্বাসঘাতকতা

যে রাতে হোয়াইট চ্যাপেল শ্রমনিবাস হইতে পাগলেরা পলায়ন করে, সেই দিন সন্ধ্যাকালে একওয়ার রোডের পারাডাইস ভিলায় এক নতুন দৃশ্য।

যে বাড়ীতে অক্টেভিয়া ও পলিন্ একত্রে বাস করিতেছে, সেই বাড়ীর সম্মুখের বৈঠকখানায় ঐ দুটি ভগ্নী বসিয়া আছে। আধ ঘণ্টা পূর্বে মিষ্টার পেজ ও তাঁহার স্ত্রী সেইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আর ও গবাক্ষে পক্ষী ফেলা, টেবিলের উপর বাতী জলিতেছে। মিষ্টার পেজ, স্ত্রীসঙ্গে জল মিশাইয়া একটু একটু পান করিতেছেন, মাঝে মাঝে জুলিয়াও এক এক চুমুক কর্তব্য করিতেছে। অক্টেভিয়া কেমন আছে, তাঁহার স্ত্রী-পুরুষে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আর পলিনের সঙ্গে গল্প চলিতেছে। তাঁহাদের আসল মতলব অন্তর-সাগরে ডুবিয়া আছে; সে মতলব কুটিল বিশ্বাসঘাতকতা।

পলিনের মুখখানি বিবর্ণ,—চিন্তাযাখা; স্মৃতি কুমারী কিন্তু তাহার হৃৎখিনী ভগ্নীকে সাক্ষ্য করিবার জন্য আর শিষ্টাচারে পেজ-সম্প্রতিক তুষ্ট রাধিবার জন্য সাধ্যমত বস্ত্রে প্রকল্প ভাব ধারণের চেষ্টা করিতেছে।

কুমারী অক্টেভিয়ার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। এত পরিবর্তন যে, প্রিন্স অব ওয়েলস এখন যদি হঠাৎ এইখানে আসিয়া তাহাকে দেখেন, পূর্বের সেই বিধুমুখী স্মৃতি অক্টেভিয়া বলিয়া চিনিতে পারিবেন না। ঘটনাক্রমে সার্কি-তিনমাস পূর্বে ঐ দুটি কুমারী ভগ্নীর সহিত যুবরাজের প্রথম সাক্ষাৎ, সার্কি-তিনমাস পূর্বে অক্টেভিয়ার রূপলাবণ্য-দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার প্রেমলাভে যুবরাজের প্রথম অভিলাষ; এখন সেই অক্টেভিয়ার শারীরিক ও মানসিক বৈলক্ষ্য বিস্তর। এই সময়ের মধ্যে এতদূর পরিবর্তন।

স্মৃতি অক্টেভিয়া এখন মলিনা। নববৌবনের সে মাদুরী, সে লাবণ্য, সে প্রকল্পতা কিছুই নাই, নরনে সে মধুর দীপ্তি নাই, নরনে সে আরক্ত আভা নাই, অঙ্গের সে রক্তরাগরঞ্জিত বর্ণ নাই, সমস্তই চলিয়া গিয়াছে, এখন কেবল সৌন্দর্যের ছায়ামাত্র অবশিষ্ট; মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; শরীর শীর্ণ হইয়াছে; নরনের মধুরতা লুকাইয়াছে; চিত্তবিকারে চক্ষের দুটি উদাস উদাস; মনোবিকার এখনও সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় নাই। অক্টেভিয়া মলিনা, অক্টেভিয়া বিবাকিনী; তথাপি ঐহারা নারীজাতির রূপের প্রশংসা-

কারী। এ অবস্থার দেখিলে তাঁহার এখনও অষ্টেডিয়াকে প্রেমময়ী সুলভী বলি-
বেন, সন্দেহ নাই।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অষ্টেডিয়া গর্ভবতী। যদিও এ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট গর্ভ-
লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু অষ্টেডিয়া নিজে তাগ জানিয়াছে, পলিন্ও
জানিতে পারিয়াছে, পেজ্ ও জুলিয়াও এই গুহ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছেন।
একথানা চিঠি লিখিয়া গর্ভবতী অষ্টেডিয়া আপন অবস্থার বিষয় প্রিয় অব-
ওয়েল্লগকে জানাইয়াছে; চিঠিতে তারিখ আছে, কিন্তু বিশেষ নাম-টিকানা
লেখা নাই। বাহার ঠিকার গর্ভ, যে ব্যক্তি সেই গর্ভস্থ শিশুর জনক, তাহাকে
এই সত্যকথা জানাইয়া রাখা অবশ্য কর্তব্য, সেই জন্যই চিঠি লেখা। সেই
চিঠি লেখার পর কুমারী পলিন্ আপন বাসস্থান তাগ করিয়া অন্তস্থানে
লুকাইয়াছিল। লুকাইবার মাতলব কারণ আছে। পলিন্ জানিতে
পারিয়া ছিল, যে দুঃখচার লম্পট তাহার ভগ্নীর সতীত্বনাশ করিয়াছে, সেই
লম্পট আবার তাহারও সর্বনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প।

কুমারী পলিন্ যদিও পরম সমাদরে পেজ্-সম্পত্তিরে অভ্যর্থনা করিয়াছিল,
কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিয়া পূর্ব-বিশ্বাস করিতে পারে নাই। নানা
ঘটনার জড়িত হইয়া তত অল্পবয়সে কুমারী পলিন্ সংসারজ্ঞানে ও মানব-
চরিত্র-পরিজ্ঞানে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল। পেজের ও জুলিয়ার
মিষ্ট মিষ্ট কথায় পলিনের সন্দেহ ঘুচে নাই, তাহাদের মনে কোনরূপ দুঃখভি-
সন্ধি আছে, এটা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল।

গল্প করিতে করিতে মিটার পেজ্ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমারী
পলিন্! তোমার পিতার সহিত ইতিমধ্যে কি তোমার দেখা-সাক্ষাৎ
হইয়াছিল?”

পলিন্ উত্তর করিল, “না,—অনেক দিন দেখা হয় নাই। বলিতে কি, কুমারী
এল্মারের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়া অবধি আর আমি তাঁহার সহিত দেখা
করিতে বাই নাই।”

পেজ্ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এক্ষণে কোথায় অবস্থান করিতেছ,
তাহা কি তিনি অবগত নহেন? আর ইহাও কি তিনি জানেন না যে—”

অষ্টেডিয়া সে সময় উদাসনেন্দ্রে গালিচার দিকে তাকাইয়া ছিল, পলিন্কে
বিতীয় প্রশ্ন করিতে করিতে মিটার পেজ্ তাহার দিকে একবার তীক্ষ্ণ-কটাক্ষ
নিষ্ক্ষেপ করিলেন।

অর্ধেক হইয়া চক্কলম্বরে পলিন্ বলিল, “না না”—বলিতে বলিতে অতি
মৃদুস্বরে আবার বলিল, “কথা করুন, অজুনের করি, আমার দুঃখিনী ভগ্নীর

প্রাণে বাহাতে বেদনা লাগে, তেমন কোন কথা এখানে উত্থাপন করিবেন না ।”

মুঠঘরে পেজ্ বলিলেন, “না না, আর আমি ও কথা তুলিব না, কিন্তু লর্ড হোন্ডারনেস্ কি তাঁহার কন্ডার ডঃখের কথা জানিতে পারেন নাই ? কি কারণে দুঃখ, তাহাও কি—”

ছলছল-চক্ষে অশ্রু-ধরে পলিন্ টেবল করিল, “পিতা জানেন, যুবরাজের প্রেমে অভাগিনী অষ্টেভিয়া পাগলিনী হইয়াছে। হা পরমেশ্বর ! কথাটা মনে করিতেও আমার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠে। পিতা আরও জানেন, পাগলিনী অষ্টেভিয়া অপমানের ভয়ে সহরের বাহিরে বাস করিতেছে।”

প্রবোধবাক্যে জুলিয়া বলিল, “প্রিয় কুমারী ! শান্ত হও,—মনে প্রকল্পতা আনিয়ন কর ।”

স্ত্রীর দিকে চাহিয়া মিষ্টার পেজ্ বলিলেন, “জুলিয়া ! মনে কর, বাহার অন্তরে নানা কষ্ট, তাহার পক্ষে প্রকল্প হওয়া সহজ নহে।” এই বলিয়া পলিন্কে সম্বোধন পূর্বক সকৌতুহলে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “নূতন বিবাহ করিয়া তোমার পিতা কি এখন বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন ?”

কথাটা ভাল লাগিল না। ক্লম্ম-মনে পলিন্ উত্তর করিল, “তাঁহা আমি বলিতে পারি না,—সে বিষয়ের কোন খবর আমি রাখি না।”

পেজ্ বলিলেন, “আচ্ছা, ও সকল কথা আমি আর বলিব না। এখন জিজ্ঞাসা করি, অনারেবল আর্থর ইটনের সহিত তোমাদের কি কোন সম্বন্ধ আছে ?”

পলিন্ উত্তর করিল, “হাঁ,—আছে।”

পেজ্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “যে গুরুতর অপরাধে তিনি আত্মবৃত্ত, বাস্তবিক সে অপরাধে তিনি অপরাধী, এমন কি তোমার বিশ্বাস হয় ?”

পলিন্ উত্তর করিল, “কখনই না,—নিশ্চয়ই না। আর্থর ইটন আমার পিতৃবাপুত্র। তাঁহার চরিত্র নির্মল—স্ফীকলঙ্ক; আমি নিজে যেমন নির্দোষী, তিনিও সেইরূপ। বিচারকেরা বিচারকালে প্রমাণাদি লইয়া তাঁহাকে নির্দোষী হিঁস করিবেন, টহাই আমার বিশ্বাস।”

পেজ্ বলিলেন, “তাঁহার সহিত আমার আলাপ নাই; খবরের কাগজে মোকদ্দমার রিপোর্ট পাঠ করিয়া আমি ডাৰিয়াছিলাম, হয় ত তিনি অপরাধী; কিন্তু তোমার মুখে শুনিয়া এখন প্রত্যয় হইল; তিনি খালাস পান, ইহাই আমার আশা।”

পলিন্ বলিল, “যে অপরাধে তাঁহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে, অগ্রে সেই

অপরূপে একটি যুবতীকে গ্রেপ্তার করা চেষ্টাছিল, কিন্তু অবিলম্বেই সেই যুবতী থালাস পাঠিয়া গিয়াছে; অবস্থাপন্ন প্রমাণে আর্থর ইটনকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করা চেষ্টাছে। আমি আশা করি, যে দরমার পরমেশ্বর যুবতী রোজ্‌ফটোরকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, সেই সর্বাস্তব্যামী পরমেশ্বর আর্থর ইটনকেও মুক্তিদান করিবেন।”

পেজ্ বলিলেন, “দেখা বাউক কি হয়। এক মাসের অধিক কাল তিনি হাজতে রহিয়াছেন, সমস্ত সংবাদপত্রে ঘোষিত হইতেছে যে, এই দীর্ঘকাল তিনি এক প্রকার পাগলের মত হইয়া রহিয়াছেন। আমি বোধ করি, সেই অবস্থাতেই তাঁহাকে বিচারস্থলে আনয়ন করা হইবে।”

পলিন্ বলিল, “আদালতের সুবিচারে তিনি অবশ্যই থালাস পাইবেন, আমার একরূপ বিশ্বাস। কে খুন করিয়াছে, কিছুই স্থিরতা নাই, আর্গা-গোড়া ভ্রমারে ঢাকা। আমার চুঃখনৌ ভয়ীকে একাকিনী ফেলিয়া এক মুহূর্ত্তও আমি নড়িতে পারিব না, সেই জন্য কারাগারে গিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারি নাই; যদিও পারি নাই, তথাপি পত্র লিখিয়া সহানুভূতি জানাইতে ভুলি নাই।”

পেজ্ বলিলেন, “তাঁহাতে তোমার বিশেষ মহত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। আমার বোধ হয়, ইটনের পিতা লর্ড মর্চমন্ট অভিশর কাতর হইয়াছেন।”

পলিন্ বলিল, “আহা! প্রিয় পুত্রের একরূপ বিপদ হওয়া অবধি সেই বুদ্ধ লোকটি মনের দুঃখে শয্যাগত হইয়া আছেন। সম্ভবতঃ অতি শীঘ্রই দায়বায় বিচার আরম্ভ হইবে, আর্থর ইটন সগোরবে মুক্তিলাভ করিয়া বুদ্ধ পিতাকে সুখী করিবেন।”

কথা হইতেছে, এমন সময় সদর-দরজায় ঘন ঘন করাঘাত-ধ্বনি। অকস্মাৎ দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়া অষ্টে পয়া চমকিয়া উঠিল, চকণা হইয়া পলিন্ তখন ভয়ানক দিকে মুখ ফিরাইল, কথোপকথন ধামিয়া গেল। পেজ্ সেই অবসরে জুনিয়ার দিকে তাঁত্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন; পলিন্ সে কটাক্ষ দেখিতে পাইল না।

বহু লোকের ভারী ভারী পদশব্দ ঐতিগোচর হইল, বাড়ীর চাকরাণী বৈঠকখানার দ্বার খুলিয়া, গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পলিন্কে বলিল, “জনকতক লোক তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে।”

দাসীর কথায় পলিন্ একটিও উত্তর করিবার অগ্রেই তিন জন লোক গোঁয়ারের মত দাসীকে ঠেলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল; তাহাদের আকার-প্রকার দেখিয়া পলিন্ ভাবিল, কোন প্রকার অমঙ্গল-সংঘটন; অষ্টেভিয়া

ভাহানিকে দেখিয়া আতঙ্কে ছুটিয়া আসিয়া পলিন্কে জড়াইয়া ধরিল; ভা-
পাইলে বালকবালিকারা যেমন দেহময়ী জননীর কোলে আসিয়া লুকাই,
অষ্টেভিয়ার তখন সেইরূপ ভাব ।

পেজ্ এবং জুলিয়া পুনর্ব্বার শীঘ্র শীঘ্র কটাক্ষ-বিনিময় করিল; বিশ্বাসঘাত-
কের অভিনয় করিতে আসিয়াছে, তাহা স্বরণ করিয়া পেজের নয়নে একটু
বেন বিষাদের লক্ষণ দেখা দিল, আত্মভরিতার দৃঢ়-সংকল্পে জুলিয়ার মুখ ভারী
হইয়া রহিল ।

লোকেরা প্রথমে পলিনের মুখের দিকে তাহার পর অষ্টেভিয়ার মুখের
দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । উপস্থিতবুদ্ধি-প্রভাবে
আত্মপংখ্য করিয়া পলিন্ সেই তিন জনকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা এখানে
কি চাও ?”

তিন জনের মধ্যে বে লোকটা অগ্রবর্তী, সেই লোকটা জিজ্ঞাসা করিল,
“কাহার নাম অষ্টেভিয়া ক্লারেওন ?”

হস্তে হস্তপেষণ করিয়া, ভয়ীর মুখপানে চাহিয়া, সভয়ে অষ্টেভিয়া বলিল,
“ওঃ ! ইহারা আমাকে লইয়া কি করিতে চায় ?”

আবার পলিনের মনে অমঙ্গলের আশঙ্কা আসিল, আতঙ্কে সর্ব্বাক
কাঁপিল; তৎক্ষণাৎ উপস্থিতবুদ্ধি-প্রভাবে একটু শাস্ত্যাব ধারণ করিয়া
লোকলোকে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন তোমরা এখানে আসিয়াছ ? এখানে
তোমাদের কি কাজ ? শীঘ্র বল ।”

তিন জনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে কথা কহিয়াছিল, সেই ব্যক্তি বলিল,
“এখনি বলিতেছি । ডাক্তার উইগ্‌টন আর ডাক্তার স্নাক উভয়ে পরামর্শ
করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অষ্টেভিয়াকে মাসকতক একটা নির্জন স্থানে
রাখিয়া রীতিমত চিকিৎসা করিলে উপকার হইতে পারিবে; সেই মর্মে
তাহারা একথানা সার্টিফিকেট লিখিয়া দিয়াছেন; সেই সার্টিফিকেটখানা
ডাক্তার বটনের হস্তে দেওয়া হইয়াছে; আমরা সেই ডাক্তারের লোক । গাড়ী
আনিয়াছি; রোগীকে লইয়া যাইব; গাড়ীখানা তোমাদের বাড়ীর সম্মুখের
রাস্তার দাঁড়াইয়া আছে ।”

পলিনের মানসিক যন্ত্রণা বাড়িয়া উঠিল, পরিতাপে চীৎকার-স্বরে বলিয়া
উঠিল, “ও পরমেশ্বর ! একি দুর্ভেদ !” লোকলোকে বলিল, “ওঃ ! তোমাদের
মনের কথা এখন আমি বেশ বুঝলাম,—বেশ বুঝলাম !” এই বলিয়া উদ্ভা-
সিনীর দ্বারা ভয়ীর গলা জড়াইয়া বলিতে লাগিল, “না না না, ভয়ী ! ইহারা
তোমাকে আমার নিকট চাইতে কাড়িয়া লইতে পারিবে না, কখনই আমি

তোমাকে ছাড়িয়া দিব না ; কোন ভয় নাই, ইহারা কিছুতেই আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারিবে না ।”

ভয়ীর আলিঙ্গনপাশে বিমুগ্ধ থাকিয়া অক্টেভিয়া বলিল, “কি বলিতেছ ভয়ি ; তোমার ক্রোড় হইতে কে আমাকে কাড়িয়া লইতে চায় ?”

দারুণ যন্ত্রণার অধীরা হইয়া পলিন্ উত্তর করিল, “ভয়ি ! প্রাণের ভয়ি ! আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না । ঐ যে তিন জন কদাকার লোক আসিয়াছে, উহারা তোমাকে আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে চায় ! আমাদের যা নাই, ঘরিতে গেলে আমাদের পিতাও নাই ! আমরা দুটিতে মাতৃ-পিতৃহীনা অনাথা ভয়ী ; দুটিতে আমরা স্নেহপাশে বদ্ধ হইয়া শৈশবাবধি একসঙ্গে রহিয়াছি, দুইলোকে কি আমাদেরিগকে ভয় দেখাইয়া সেই স্নেহবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে ? কখনই পারিবে না ! না ভয়ি ! কিছুতেই আমাদের বিচ্ছেদ হইবে না ।”

ভয়ীর পদতলে জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া কাদিতে কাদিতে করবোড়ে অভাগিনী অক্টেভিয়া বলিতে লাগিল, “পলিন্ !—পলিন্ ! দিও না, আমাকে ছাড়িয়া দিও না ! উহারা আমাকে লইয়া বাইতে পারিবে না ! উহাদের হাতে আমাকে সঁপিয়া দিও না ! উহারা আমাকে কয়েদ করিবে ! উহারা আমার চক্ষু উপা-ড়িবে ! উহারা আমাকে গ্রহণ করিবে ! উহারা আমাকে অশেষবিধ যন্ত্রণা দিবে ! উহারা আমার জীব কাটিয়া লইবে ! জলন্ত লৌহ-শলাকার দ্বারা উহারা আমার পায়ের মাংস ছিঁড়িয়া কেলিবে ! পলিন্ !—পলিন্ ! ব্যগ্রতা করি, দিও না, নিষ্ঠুর পিশাচের হাতে আমাকে সমর্পণ করিও না ।”

পলিনের মাথা ঘুরিতে লাগিল, সাম্প্রতিক আতঙ্কে তাহার জীবাশ্মা শুভিত হইল ; কাতর-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “হার, হার ! আবার পাগল হইয়া গেল !—পাগল !—পাগল ! হার ! আমাদের কি দশা হইবে ?”

চপলায় শক্তিপ্রভাবে মরা মানুষ যেমন নাচিয়া উঠে, সেইরূপ দাঁড়াইয়া উঠিয়া পাগলিনী অক্টেভিয়া বিকটস্বরে বলিতে লাগিল,—“পাগল ! পাগল !—আমি—” বলিতে বলিতে সেই তিন জনের সম্মুখে ক্ষতপদে অগ্রসর হইয়া শক্তি-কণ্ঠে বলিতে লাগিল, “তোরা ?—তোরা ?—তোরা আমাকে লইতে আসিয়াছিস্ ?—হাঁ হাঁ,—বটে বটে,—ঠিক ঠিক !—কে তোরা, আমি চিনিতে পারিরাছি !—আমি তোদের চিনি !—তোরা গ্রিন্স অব্ ওয়েলসের দূত !—তোরা নরহন্তা মহাপাতকী !—তিন শত বৎসর পূর্বে তোদের দলের লোকেরা দুটি নিরীহ রাজকুমারকে দুর্গবধো খুন করিয়াছিল !—তোরা নররূপী রাজস !—দ্রু হ !—দ্রু হ !”

এই সকল কথা বলিতে বলিতে উন্মাদিনী তখন গৃহের মধ্যস্থলে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইল।—আবেগে পাণ্ডুগুণ্ড আরক্ত আভা ধারণ করিল, চক্ষু দিয়া বেন অগ্নি স্ফা নির্গত হইতে লাগিল, বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল,—কম্পনের সঙ্গে কণেক উন্নত, কণেক অবনত, সঘনে দীর্ঘনিশ্বাস। রণদেবীর স্তায় দুই বাহু সুবিস্তৃত ।

অসাবধানে চিন্তাচাক্ষু্যে অক্টেভিয়ার মুখে করুণ-ভক্তি শ্রবণে ভীতা হইয়া পলিন্ বলিতে লাগিল, “ভয়ি!—শ্রয় ভয়ি! শাস্ত হও!—মিনতি করি, ধৈর্য্য ধারণ কর।”

মধ্যবর্তী হইয়া মিষ্টার পেজ্ পলিনের এক হস্ত ধারণ পূর্বক মৌখিক সাঙ্ঘনা-বাচ্যে বলিতে লাগিলেন, “তোমাকেও বাইতে হইবে,—তুমিও শাস্ত হও,—তুমিও ধৈর্য্য ধারণ কর।”—জুলিয়া সেই সময় অগ্রবর্তিনী হইয়া পলিনের দ্বিতীয় হস্ত ধারণ করিল; জুলিয়াও প্রবোধবাচ্যে বলিতে লাগিল, “ই-গো,—স্থির হও,—ধৈর্য্য ধারণ কর।”

লোকের ব্যবহার দেখিয়া মজ্জলব বুঝিবার শক্তিবলে পলিন্ বেশ বুঝিতে পারিল, পেজ্ আর জুলিয়া উভয়েই এই ব্যাপারের মূলীভূত ।

পেজ্-দম্পতি যদিও বদ্ধভাবে সাঙ্ঘনা-বাচ্য বলিতেছিল, যদিও শাস্ত হও বলিয়া বদ্ধভাবে তাহারী স্ত্রী-পুরুষে পলিনের দুখানি হস্ত ধারণ করিয়াছিল, কিন্তু সে বদ্ধত্বের ভাবার্থ কেবল মায়ী;—বাস্তবিক তাহাদের হস্তে পলিন্ তখন বন্দিনী !”

হুল কথা এই যে, বিশ্বাসঘাতক পেজ্ ও বিশ্বাসঘাতিনী জুলিয়ার সঙ্গে পাগলের ডাক্তারের প্রেরিত দূতগণের ইতিপূর্বে যড়যন্ত্র হইয়াছিল। কুমারী পলিন্ ঐ বিশ্বাসঘাতকদিগের হাত ছাড়াইবার জন্ত হুড়াহুড়ি করিতেছে, ওদিকে সেই তিনটা লোক অক্টেভিয়াকে ধরিয়া টানিয়া টানিয়া গৃহ হইতে বাতির করিবার যোগাড় করিল ।

পেজ্-দম্পতির কবলে পড়িয়া কুমারী পলিন্ মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, “ওগো! তোমরা আমাকে দয়া কর! আমাকে ছাড়িয়া দাও।—ছাড়িয়া দাও!” একদিকে পলিনের এই দশা, অপরদিকে অক্টেভিয়া ক্রন্দন করিতেছিল, আক্রমণ-কারী তিন জনের মধ্যে একজন তাহার বাক্যোধ করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল ।

বল পূর্বক পলিন্কে একখানা আরাধ-চেয়ারে বসাইয়া পেজ্ বলিলেন, “এখনও বলিতেছি, স্থির হও। উত্তমরূপে বিবেচনা কর। কেন আপন ইচ্ছার নিজের মন্য নিজে করিবে?”

অনাথা পলিন্ দেখিল, এক জন বহমান তাহার দুঃখিনী ভগ্নীর মুখে কাপড়
ধাধিরা মুখ বন্ধ করিল, আর দুই জন গুণ্ডা অভাগিনীকে টানিয়া টানিয়া গৃহ
হইতে বাহির করিল, উদ্ভাসিনী অক্টেভিয়া তাহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের
জন্য বিস্তর যত্নাশক্তি করিল, কিছুতেই তাহাদের হাত ছাড়াইতে পারিল না।



দুর্লভগণ কর্তৃক অক্টেভিয়া দ্বত হওন।

পলিনের চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া গেল,—সে আর তখন কিছুই দেখিতে পাইল না,
কিছুই শুনিতে পাইল না, গৃহমধ্যে মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। যখন চৈতন্ত্য কিরিয়া
আসিল, তখন উদ্ভাসনেত্রে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; একবার মনে
করিল, অগ্নি; পরক্ষণেই বুদ্ধি স্থির করিয়া প্রকৃত ঘটনা স্মরণ করিল, নিকটে
দেখিল, পেজ্ এবং জুলিয়া তাহার মুখের কাছে হেঁট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।
তাহাদিগকে দেখিবামাত্র পরিতাপিনী তৎক্ষণাৎ চকল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল;
দুঃখের ভার বড় ভারী, দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, কাঁপিয়া কাঁপিয়া হাটু

গাড়িরা মধ্যাহ্নিক বাতনার হাটে হস্তপেষণ করিতে করিতে পেজকে জিজ্ঞাসা করিল, “বলুন মহাশয়,—বলুন, দোহাই আপনার, বলুন, পাণিঠেরা আমার ভগ্নীকে কোথায় লইয়া গেল ?”

পেজ উত্তর করিলেন, “সুন্দরি ! শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর ; আমাকে আর আমার দ্বীকে অকপট বন্ধু বলিয়া জানো ; ব তোমার ভগ্নীকে ধরিয়া লইয়া গেল, আমরা তাগাদগকে উচিতমত প্রতিকণ দিব।”

পুনর্বার উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষুদ্র বালিকার দ্বার বোদন করিতে করিতে অনাধিনী পলিন অভ্যন্ত অধীরা তটরা পুনর্বার পেজকে জিজ্ঞাসা করিল, “তাহারা আমার দুঃখিনী ভগ্নীকে লইয়া কি করিল ?—কাহার হুকুমে তাহারা আসিয়াছিল ?—আমার ভগ্নী কোথায় গেল ?”

পেজ উত্তর করিলেন, “সে বিষয় তুমিও বেন জানো না, আমিও তেমনি কিছুই জানি না।”—এই কথা বলিয়া, পড়ীর দিকে চাহিয়া ভদ্রকুমে সে লাকী মানিল, “কি বল জুনিয়া, জানি কি আমি কিছু ?”

জুনিয়া উত্তর দিতে আরম্ভ করিতেছিল, তাহা না শুনিয়াই দুঃখিনী কুমারী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “অঁ!—পাশাঙ্গারা আমার ভগ্নীকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ? আমি একাকিনী ?—একাকিনী ?—হায় হায় !” এইরূপে আর্জনা করিতে করিতে সজ্ঞা কুমারী সচসা আরাম-চেরারে বসিয়া পড়িল, ছুই হাতে মুণ ঢানিয়া কানিতে আরম্ভ করিল।

পেজ-সম্পত্তি তপট সাক্ষ্যবাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, পলিন তাহাতে প্রবোধ মানিল না ; এই কপট বন্ধুরাট বে সর্ব-অনর্থের মূল, মুহুর্তের জন্তও সেরূপ সখের তপন কাহার মনে আসিল না ; বস্তুতঃ তদ্রূপ বিপদের সময় হাছবের মুখের সাক্ষ্যনাশকা কাহারও কর্ণে স্থান পায় না । পেজ অবশেষে প্রস্তাব করিলেন, “আজ বৃহস্পতি যত তাবে তুমি আমাদের বাটীতে চল, সেটখানেক রাজিরাপন করিবে, আমরা তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিব।” সে প্রস্তাবটীও পলিন অগ্রাহ করিল। শেষে আবার পেজের এক বুদ্ধি যোগাইল, তিনি বলিলেন, “জুনিয়া তাবে তোমার কাছে থাকুক, তোমার কোনও কষ্ট হইবে না।” কোন কথা না শুনিয়াই পলিন বেন উদ্ভাসিনীর দ্বার জুত ছুটিয়া আপন পরনককে প্রবেশ করিল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, অর্ধ-পাগলিনীর দ্বার পরায় পরন করিয়া জলভরী বিলাপ করিতে লাগিল ; শুনিলে হৃদয় বিবীর্ণ হয় ; কোন মানবী তাহার সে বিলাপের পরূপ বর্ণনা করা অসম্ভব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

—:—

কারলুটন-প্রাসাদে রজনী

পূর্ব-পরিচ্ছেদে যে ঘটনা বর্ণিত হইল, তাহার পর একমাস অতীত। প্রকৃতি হাতময়ী, সুখদ বসন্তকাল, রাবকর উজ্জল, যে মাস।

প্রিন্স অব ওয়েলস আপন বিলাসাগারে উপবিষ্ট; এই বিলাসাগারে তাঁহার বিবিধ কুমন্ত্রণা সাধিত হয়, কেলিগরায়ণা সুন্দরী সুন্দরী অভিনাগণের সহিত গুপ্তবিহার হইয়া থাকে। বনিও বিবাহিতা পত্নী এখন এই প্রাসাদের মধ্যে বাস করিতেছেন, তথাপি এখানে লম্পট রাজকুমারের গুপ্ত-বিহারের নিবৃত্তি নাই।

এই বিলাসাগারটি পরিপাটীরূপে সজ্জিত, একপ্রান্তে গুপ্তসিঁড়ি; রাজকুমারী কারোলাইন এ পর্য্যন্ত এ রহস্তের মর্ঘভেদ করিতে পারেন নাই।

রাজপুত্র ও রাজবধূ তাঁহাদের শরনকে নিশাবাসন করেন। এখন আর রাজকুমার মাতাল হইয়া শরনাগারে প্রবেশ করেন না। যে রাত্রি মাতাল হন, সে রাত্রি পত্নীর নিকটে না গিয়া বিলাসকক্ষেই রাত্রিবাশন করা হয়। সপ্তাহের মধ্যে চারি রাত্রি মাত্র পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ; বিবাহ হইয়া অবধি এই ভাব। কারোলাইনের প্রতি রাজপুত্রের উদাত্ত দিন দিন, ঘণ্টার ঘণ্টার পরিবর্ধিত হইতেছে, কারোলাইন কিন্তু তজ্জন্ম স্বামীর কাছে কোনরূপ মনো-দুঃখ প্রকাশ করেন না, পূর্ব-অঙ্গীকারমত সমস্তই সহ্য করিয়া থাকেন। যে সাপিনীর সহিত সুব্রাজের সাময়িক নৈমিত্তিক রত্নতল,—আমোদ-আমোদ, সেই সাপিনী কে ?—লেডী আর্শী।

যে ক্ষণবিদায়ক ঘটনা বর্ণনা করিতে হইবে, এখনও আমরা তাহার সূত্র-ধারণ করি নাই; সে ব্যাপার চিন্তা করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বর্তমান ঘটনা নূতন নহে,—লম্পট সুব্রাজ নিরন্তর যে প্রকার আমোদ-আমোদে মত্ত থাকেন, তাহারই মধ্যে একটা লাম্পট্য-ব্যাপার এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে।

মধুময় যে মাসের পঞ্চদশ দিবস, রাত্রি ১০টা। সুব্রাজের বিলাস-গৃহে যে আশ্চর্য-ঘটনা এই রাত্রি সজ্জিত হইবে, সুব্রাজ ঘন ঘন তাহাই চিন্তা করিতেছেন।

বাতারনে বাতারণে মোটা মোটা পর্দা ফেলা গৃহে অনেকগুলি মোমবাতি

অলিতেছে, চীন-পুষ্পাধারে বিবিধ সুগন্ধী কুমুম,—কুমুমের সৌরভে গৃহের বায়ু সুবাসিত। যুবরাজ এইমাত্র খানা খাইয়া রমণীরঙ্গন বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত রাগে রঞ্জিত হইয়াছে ; কেবল মস্তশ্রোণে আরক্ত নহে, যে অভিলষিত দ্রব্য তিনি দর্শন করিবেন, বাহ্য দর্শনের নিষিদ্ধ তাঁহার নয়ন সমুৎসুক, সেই উৎসাহেই আরক্ত রাগ।

গৃহের তলদেশ হইতে প্রায় তিন ফুট উর্দ্ধে একগাছা ঝুজু রজ্জু, আবদ্ধ, তিনটি পরম সুন্দরী যুবতী কামিনী সেই রজ্জুর উপরে হস্ত-বিলাস-ভঙ্গীতে ডালে ডালে নৃত্য করিতেছে।

এক ঘণ্টা নাচ হইল ; নর্তকীরা রজ্জুর উপর হইতে নামিল, যুবরাজ স্বহস্তে গ্রাসে গ্রাসে স্ট্রাম্পেন ঢালিয়া তাহাদিগকে পান করিতে দিলেন। নর্তকীরা অনেকক্ষণ নাচিয়া নাচিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল, যুবরাজ তাহাদিগকে সাদরে চুম্বন করিয়া শুশ্রূষা করিলেন, তাহার পর লাটবন্দী। তিনটির মধ্যে কোন্টি সমস্ত রজনী রাজপুত্রের মনোরঞ্জন করিবে, এইবার তাহার বিচার। কাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, অনেকক্ষণ বিচারের পর তাহা স্থির হইল ; যুবরাজ একটি সুন্দরীকে মনোনীত করিলেন। যে ছুটি সুন্দরী রাজপুত্রের প্রসাদলাভে বঞ্চিত হইল, ধীরে ধীরে গুপ্ত-সিঁড়ি দিয়া তাহারা নামিয়া গেল। নিকীচিভা সুন্দরীটি রাজপুত্রের কাছে রহিল।

শয়ন করিবার পূর্বে রাজকুমার একবার ঘণ্টা বাজাইলেন, বিখাসী করাসী ভৃত্য জার্খেন্ প্রবেশ করিল।

রাজপুত্র বলিলেন, “জার্খেন্! তুমি কাউণ্টেস্ জার্শীর নিকটে যাও, তাঁহাকে গিয়া বল, তিনি রাজকুমারী কারোলাইনকে জানাইয়া দেন যে, করণওয়ারেলের ভ্রমোদারী-সম্বন্ধীয় রাসীকৃত কাগজপত্র দোধবার জন্ত অনেক রাত্রি পর্যন্ত আমাকে জাগিতে হইবে, সুতরাং আজ রাত্রে আমি এই বৈঠক-খানাতেই শয়ন করিব। যাও, এই সংবাদ দাও গিয়া।”

রাজপুত্রের হস্তে একখানা পত্র দিয়া জার্খেন্ নিবেদন করিল, “প্রায় দুই ঘণ্টা কাল একটা লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাকে বলিয়াছি, যুবরাজ এখন বিশেষ কার্য্যে ব্যস্ত ; তাহা শুনিয়া সেই লোক এই পত্রখানি আমাকে দিয়াছে।”

যে সুন্দরী নর্তকী তথায় রাজকুমারের পার্শ্বে বসিয়াছিল, তাহার মুখ-পানে চাহিয়া, যুহু হাসিয়া জার্খেন্কে প্রিল বলিলেন, “ঠিক বলিয়াছ। বিশেষ কার্য্যেই আমি ব্যস্ত বটে ; এই কার্য্যই বিশেষ গুরুতর ; কিন্তু যে ব্যক্তি পত্র দিয়াছে, সে লোকটা কে ?”

জার্শেন্ উত্তর করিল, “তত্ত্বলোক ; তিনি তাঁহার নাম বলিতে নারাজ ; মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন, মুখখানি আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই।”

রাজপুত্র দেখিলেন, শীল করা পত্র, অশ্রুমনস্কভাবে পত্রখানি খুলিয়া, দৃষ্টান্ত দেখিয়াই তাঁহার বদন গম্ভীর হইল ; পরক্ষণেই সেই বদনে উত্তেজিত-ভাব দেখা দিল । তিনি সেই পত্র পাঠ করিলেন । লেখা ছিল :—

“রাজকুমার ! একটি বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে আপনি আমার কাছে ধর্ম্মভঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে । উপযুক্ত অবসরে আপনি আমার জীবনবাহ্য-নির্ব্বাহপক্ষে সাহায্য দান করিবেন । আজ আমি মিনতি করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, সেই অকৌকার পালন করিয়া আমাকে উপকৃত করুন । অন্তরের উষেগ এতদূর যে, বিলম্ব অসহ্য । আজ রাত্রে কয়েক মিনিটের জন্ত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষ ।

পুনর্জীবিত ।”

পত্রপাঠ করিয়া যুবরাজ সেইখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া আঙনে ফেলিয়া দিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, লোকটাকে দেখা দিবেন কি না । কিরং-কণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, দেখা দেওয়াই কর্তব্য ; জার্শেন্কে বলিলেন, “যাও, লোহিত-কক্ষে লোকটিকে লইয়া আইস ।” জার্শেন্ বিদায় হইল, যুবরাজ আসন হইতে উঠিয়া নর্ত্তকীকে বলিলেন, “কিরংকণ এইখানে বসিয়া থাকো, শীঘ্রই আমি আসিতেছি।”

ব্যস্ত হইয়া যুবরাজ দ্রুতপদে লোহিত-কক্ষে প্রবেশ করিলেন । কোন গুপ্ত বিষয়ের কথাবার্ত্তা আবশ্যক হইলে সেই ঘরেই তাহা বলা-কথা হয় । অল্পক্ষণমধ্যেই জার্শেন্ একটি লোককে সঙ্গে করিয়া সেই ঘরে আসিল । লোকটা দীর্ঘকায়, দারুণ গ্রীষ্ম, সূক্ষ্মবস্ত্রও অঙ্গে অসহ্য ; তথাপি সেই লোকের সর্কাজ মোটা আলখাল্লায় ঢাকা, একখানি ‘রেশমী ক্রমালে মাখা হইতে দাড়ী পর্য্যন্ত মুখমণ্ডল আবৃত ।

জার্শেন্ তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল । যুবরাজ সেই আগন্তকের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, চকল-ঘূহ্মরে বলিলেন, “মিটার রান্‌সে । তুমি কি এ অবস্থায় এখানে আসিয়া নির্য্যোধের কার্য্য কর নাই ?”

মুখের ক্রমালখানা খুলিয়া ফেলিয়া বেন কতই শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁসীছেঁড়া আসামী উত্তর করিল, “যুবরাজ ! আপনি আমাকে তিরস্কার করিবেন না, নিশ্চয়ই আমি বেশী স্বাধীনতা লইয়াছি ; হুই মাসের অধিক-কাল আমি ইংলণ্ডে ছিলাম না, বিদেশে-বিদেশে ঘুরিয়াছি ; সম্রাতি লগুনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।”

প্রিন্স বলিলেন, “আঃ! তবে তুমি দেশভাগ করিয়া গিয়াছিলে, কেন তবে চিরদিন বিদেশে রহিলে না?”

রাম্‌সে উত্তর করিল, “সেই ইচ্ছাই আমার ছিল; আমি আমেরিকার বাইতেছিলাম, তথা হইতে আপনাকে পত্র লিখিয়া প্রার্থনা করি। আপনি আমার অল্পকালে পরমেষ্টে অভ্যর্থনা করিয়া আমাকে বাঁচাইবেন, ইহাই ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু পশ্চিমধ্যে প্রতিকূল ঘটনা হওয়াতে কাজে কাজে ইংলণ্ডে কিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।”

চকল হইয়া প্রিন্স প্রিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রতিকূল ঘটনা কিরূপ, তোমার বর্তমান অবস্থা কিরূপ, কি তোমার ভয়, কি তোমার আশা, সব কথা আমাকে খুলিয়া বল, তোমার উপকার করিতে আমি বধ্যাধ্যা চেষ্টা করিব। রাজ-সভার আমার ক্ষমতা অসীম, এমন মনে করিও না; এ দেশের রাজনীতি ও মন্ত্রিগণের ব্যবহার ভিন্ন প্রকার, তাহা তুমি জানো; এ দেশে প্রিন্স অব ওয়েলসেরা সাক্ষীগোপাল যাত্র; তথাপি চেষ্টা করিতে আমি ক্রটি করিব না। মন্ত্রি-সভার সহিত এখানকার যে সকল বড়লোকের সন্ধান, সভার বাহাদের প্রতিশক্তি আছে, তাঁহাদিগের দ্বারা আমি কার্য সিদ্ধ করিতে পারিব। কেন না, গোপনে গোপনে তাঁহারা আমার প্রতি অভ্যর্থন।”

রাম্‌সে বলিল, “যে প্রতিকূল ঘটনার আমাকে ইংলণ্ডে কিরিয়া আসিতে হইয়াছে, বত সংক্ষেপে পারি, তাহা আপনাকে বুঝাইয়া দিব।”

রাজকুমার একখানা সোকার উপবেশন করিলেন, শিষ্টাচারের খাতিরে অঙ্গুলিগন্ধেতে একখানা চেয়ার বেধাইয়া দিলেন, কাসীছেঁড়া আঁমায়ী সেই চেয়ারে বসিল।

প্রিন্স বলিলেন, “বলিয়া যাও, আমি মনোযোগ দিয়া শুনিতেছি।”

রাম্‌সে বলিতে লাগিল, “মার্কমাসের প্রথমে লিভারপুল বন্দর হইতে কার্ভার-ক্লাই নামক একখানা ক্ষুদ্র জাহাজে আরোহণ করিয়া আমি আমেরিকার বাজা করি; জাহাজে আমি গষ্টেভস্ ওয়েক্‌ফিল্ড নামে পরিচয় দিই; আমার জীবনের ইতিহাসে কোনরূপ বিশেষত্ব আছে, কেহই সেরূপ সন্দেহ করিতে পারে নাই। একমাস সমুদ্রপথে জাহাজ চলিল, বাতাসের প্রতিকূলতার নিবন্ধি হলে পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া গেল; অনেক দূর গিয়া ‘রয়াল জর্জ’ নামক একখানা বোম্বটে জাহাজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে কার্ভারক্লাই জাহাজের সমস্ত নাবিক ও ক্যাপ্টেন প্রভৃতি মারা গেল, কেবল আমি আর একজন খালসী বাঁচিয়া রহিলাম, বোম্বেটেরা আমাদিগকে বন্দী করিয়া লইল। লিভারপুল হইতে ততদূরে বাইবার পথে সেই ঘটনাটা আমার পক্ষে প্রথম অব-

কলম্বুচক হইল, বোম্বেটে দলের মধ্যে দুই জন সর্দার আমাকে চিনিতে পারিল, তাহাদের সহিত ইংলেণ্ডে আমার অলাপ হইয়াছিল।”

রাজকুমার বলিলেন, “তবে কি তাহারা ইংলেণ্ডের বোম্বেটে ? যুক্তি করিয়া তবে কি তাহারা তাহাদের জাহাজের নাম ‘রয়াল কর্জ’ রাখিয়াছিল ?”

ফানীছেঁড়া আসামী উত্তর করিল, “আপনি থাং মন্থান কারমাছেন, তাহাই ঠিক। সেই দুই জন সর্দার বোম্বেটের মধ্যে একজন হংগেজের বিবাত ডাক্তার জোসেফ ওয়ারেন্‌ লোকে বাহাকে মাগ্‌স্ম্যান বলিয়া জানে ; দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম টিকেন প্রাউদ, ওরফে বিগ্‌ বেগারম্যান। যুবরাজের সাক্ষাতে তাহাদের নাম আমি বলিতাম না ; কিন্তু ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে বলিয়া অগত্যা প্রকাশ করিতে হইল।”

জোসেফ ওয়ারেন্‌ ওরফে মাগ্‌স্ম্যান এই নাম শুনিয়া যুবরাজের অঙ্গ শিহরিণ, অনেক পৃথক্‌বা অরণ হইল ; তাব চাপিয়া রাখিয়া তিনি বলিলেন, “থামিলে কেন, বলিয়া যাও-বলিয়া যাও। তুমি বলিতেছিলে, সেই দুই জন ডাক্তার তোমাকে চিনিতে পারিল ; তুমিও তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছিলে ?

রাম্‌সে উত্তর করিল, “হঁ। যুবরাজ ! তাহারাও আমাকে চিনিয়াছিল, আমিও তাহাদিগকে চিনিয়াছিলাম। তাহাদের কাছে জাহু পাতিয়া সঙ্গল নরনে মিনতি করিয়া আমি বলিয়াছিলাম, দোহাই ধর্মের, তাহারা যেন আমার গুহকথা কাহারও কাছে ব্যক্ত না করে।”

প্রিন্স বিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্যক্ত করিবে বলিয়া তাহারা কি তোমাকে ভয় দেখাইয়াছিল ?”

রাম্‌সে উত্তর করিল, “না, -বরং গুপ্তকথা গুপ্ত রাখিবে বলিয়া তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল ; তাদৃশ দুরন্ত ডাকাতের অস্বীকারে বিশ্বাস কি ?”

রাজকুমার বলিলেন, “বলিয়া যাও, বলিয়া যাও। আমার বোধ হয়, তাহারা তোমাকে বোম্বেটের দলভুক্ত হইতে বাধ্য কারিয়াছিল।”

রাম্‌সে বলিল, “সে রকম প্রস্তাব করিবার অবকাশ ঘটে নাই। বোম্বেটের কারারুদ্ধাই জাহাজের জিনিসপত্র লুট করিয়া জাহাজখানা সমুদ্রে ডুবাইয়া দিল, তাহার পরই একখানি ব্রিটিশ তরঙ্গী নধনগোচর হইল। বোম্বেটেরা পলায়নের উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপ্টেন তাহাদিগকে বন্দী করিয়া কেলিলেন। ব্রিটিশ জাহাজের নাম ডারেন।”

প্রিন্স প্রতিজ্ঞা করিলেন, “ডারেন।” তাহার অরণ হইল, সেই জাহাজে ছলিয়া টিম মিলেদস্‌কে এ বেশ হইতে নির্দাসিত করা হইয়াছে।

রাম্‌সে বলিল, “সেই ডারেনা জাহাজে আমরা উঠিলাম। কাপ্তেন সাহেব কাহাকেও খুন করিলেন না; ম্যাগস্ম্যানকে ও বিগ্‌ বেগারমানকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া দস্তুরমত বিচারের জন্ত ইংলণ্ডে পাঠাইলেন। বিচারে বাহা হইবে, তাহা—”

ঐ অসমাপ্ত বাক্যে যুবরাজ বোগ করিয়া দিলেন, “ফাঁসী-কাঠে লটকাইয়া তাহাদিগের প্রাণান্ত করা হইবে। দুঃস্থ ডাকাতেরা যত শীঘ্র মরে, ততই মঙ্গল। আচ্ছা, ডারেনা জাহাজে মিগেল্‌স্‌ নামে কোন লোককে তুমি দেখিয়াছিলে কি?”

রাম্‌সে উত্তর করিল, “দেখিয়াছিলাম; কিন্তু ঘটনাক্রমে ডারেনা জাহাজ ইংলণ্ডে কিরিয়া আসিল।”

মিষ্টার মিগেল্‌স্‌ সে সময়ে ডারেনা জাহাজের আরোহীদের কাছে কোন রকম গল্প করিয়াছিল কি না, তাহা জানিবার অভিপ্রায়ে যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঘটনা কি প্রকার হইল?”

রাম্‌সে বলিতে লাগিল, “বোম্বেটেদের সঙ্গে যুদ্ধ হইবার দশ দিন পরে আমরা আমেরিকার তীরভূমি দেখিতে পাইলাম, সেই সময় আর একখানা জাহাজ পালভরে দ্রুত আসিয়া আমাদের জাহাজের কাছে উপস্থিত হইল; সেই জাহাজে ডারেনার কাপ্তেনের নামে পত্ৰাদি ছিল। হুকুম এই যে, তোমরা ইংলণ্ডে কিরিয়া যাও। ডারেনার কাপ্তেন প্রথমে হুকুম পাইয়াছিলেন, মিষ্টার মিগেল্‌স্‌কে আমেরিকার নামাইয়া দিবেন; মিগেল্‌স্‌ ইংলণ্ডে রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল, সেই জন্ত নির্দোষ; সত্য হউক না হউক, জনরব এইরূপ। দ্বিতীয় হুকুমের মর্ম এইরূপ যে, মিগেল্‌স্‌কে এখন আর বন্দী বিবেচনা করা হইবে না, হয় তাহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে, না হয় সে ব্যক্তি নির্দোষ; অতএব তাহাকে তাহার স্বদেশে লইয়া যাওয়া কর্তব্য।”

আশ্চর্যত মৃৎ-শব্দে যুবরাজ বলিলেন, “পানীয়গণ! লিটিসিয়া লেড! তুই মহাপাতকী, তোর পরামর্শেই আমি হোম আফিসে অত্মরোধ করিয়া মিগেল্‌স্‌সের ক্ষমা চাহিয়া লইয়াছি।” বীরাজনার উদ্দেশে প্রাক অব-ওয়েল্‌সের এই প্রকার উক্তি।

প্রাক আপন মনে কিছু বলিতেছেন, এইরূপ অত্মমান করিয়া রাম্‌সে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি কিছু আমাকে বলিবেন?”

প্রাক বলিলেন, “হাঁ,—না,—এমন কিছু বিশেষ কথা নয়। দেশে আসিবার সময় সমুদ্রপথে জাহাজে বাসয়া মিগেল্‌স্‌সের সহিত তোমার কি বন্ধুত্ব হইয়াছিল?”

রান্সে উত্তর করিল, “আমি তাঁহাকে প্রায় দেখিতেই পাই নাই। পাছে কেহ আমাকে চিনিতে পারে, সেই ভয়ে গীড়ার ছল করিয়া আমি কাতরতা দেখাইয়াছিলাম, কাপ্তেন দয়া করিয়া আমাকে একটি স্বতন্ত্র কেবিনে রাখিয়াছিলেন ; প্রায় সর্বক্ষণ সেই কেবিনেই আমি থাকিতাম। বিশেষতঃ কাপ্তেনের সহিত মিগেলসের অনেক কথা হইত, মিগেলস প্রায় সর্বদাই কাপ্তেনের কাছে থাকিত। যখন তাহার ক্ষমাপত্র আইসে নাই, তখনও কাপ্তেন সাহেব তাহার প্রতি সদয়-ব্যবহার করিতেন, একসঙ্গে খানা খাইতেন, একসঙ্গে চুরুট খাইতেন, একসঙ্গে মদ খাইতেন, একসঙ্গে গান গাহিতেন, একসঙ্গে তাস খেলিতেন।”

যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কম। পাইবার পর তবু বুঝি তাহার আরও আদর বাড়িয়াছিল ?—বাক্ সে কথা, এখন তোমার নিজের কথা বল। জাহাজের কেহ তোমাকে চিনিতে পারে নাই ? কিংবা সেই ভূষ্ট ম্যাগস্ম্যান ও বেগারম্যান তোমার গুহকথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল ?”

রান্সে উত্তর করিল, “কেহই আমাকে চিনিতে পারে নাই ডাকাতেরাও আমার কথা বলিয়া দেয় নাই। কল্য যখন আমরা পোর্ট-মাউথ বন্দরে জাহাজ হইতে নামিলাম, সেই সময়ে জোসেফ ওয়ারেন আপন ওঠে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া আমাকে নীরব থাকিবার-সঙ্কেত করিয়াছিল।”

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে রূপ সঙ্কেত করিবার মত্বে কি ?”

রান্সে উত্তর করিল, “একে একে বলিতেছি। কায়ারক্লাই ধ্বংস ও নাবিক-গণের নিধনের প্রধান সাক্ষী আমি আর সেই খালাসী। যুদ্ধের সময় সেই খালাসী গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল, এখন বেশ আরাম হইয়াছে। সত্য বটে, ওয়াটকিন্স আর ব্রাডলে রাজপক্ষে সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু তাহারা বোম্বের্টে জাহাজের কাপ্তেন, তাহাদের সাক্ষ্যবাক্যে ততটা বিশ্বাস হইত না। ডারেনা জাহাজের কাপ্তেন আমাকে একজন সম্ভ্রান্ত সদাগর মনে করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে বলেন, সামুদ্রিক বিচারালয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য যখন আমার উপস্থিতি আবশ্যক হইবে, আমি যেন তখন সেখানে হাজির হই। জোসেফ ওয়ারেন সে কথা শুনিয়াছিল, আমি বাস্তবে সাক্ষ্য না দিই, ভবিষ্যে আমাকে সতর্ক করিবার নিমিত্ত আকার-ইঙ্গিতে সেই সঙ্কেত। মহুয়ের রসনার বাক্য অপেক্ষা বিশেষ সঙ্কেতে যথেষ্ট মনোভাব প্রকাশ পায়।”

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিষ্টার রান্সে! এখন তুমি কি কথা বলিতে চাও ? তোমার অঙ্গুলিতে আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা আমি শুনিতে চাই। কি তোমার ইচ্ছা ?”

করবোড়ে চিত্ত-বিবর কীদো কীদো যুধে রাম্বে বলিল, “কমা,—মহামহিম রাজকুমার । আমি কমা চাই ।”

রাজকুমার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “যদি তুমি কমা পাও, তাহা হইলে পূর্ণ-সাহসে মাথা উঁচু করিয়া সমাজযথো যুধ দেখাইতে পারিবে ?”

অবিরত-স্বরে রাম্বে উত্তর করিল, “না যুবরাজ ! তাহা আমি পারিব না,—কখনই পারিব না । তবে আমি কেবল এই চাই, কেহ আর আমাকে ধরিবার চেষ্টা না করে, কেহ আমার দিকে কটমট-চক্ষে না চায়, দেশে আমি নিরাপদে বেখানে সেখানে বেড়াইতে পারি ।”

রাজকুমার পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “যদি কেহ তোমাকে চিনিতে পারে, রোষকষায়িত-লোচনে তোমার দিকে যদি চায়, এত কষ্টভোগের পরেও যদি তোমাকে বিচারালয়ে অর্পণ করিবার চেষ্টা করে, সেই ভয় কি তুমি কর ?”

কীসীহেঁড়া অপরাধী আপন বাক্যে ও ব্যবহারে বার পর নাই উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল, “হী যুবরাজ,—হী, সেই ভয় আমার হয় । একপক্ষে সার্ব-রিচার্ড স্ট্যান্ফোর্ড, তিনি কদাচ আমার প্রতি দয়া করিবেন না, দ্বিতীয়তঃ, আর একজন উচ্চপদস্থ অতুল ঐশ্বর্যশালী মহামাত্র ভক্তলোক, বাহার স্ত্রীর সহিত আমার ভালবাসা জন্মিয়াছিল, বিনি আমাকে মহাতর দেখাইয়া ঈশ্বরে ছাড়িয়া দূরদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তিনিও কদাচ আমাকে স্নানরূপে দেখিতে পারিবেন না ।”

বিশ্বপ্রকাশ করিয়া রাজপুত্র বলিয়া উঠিলেন, “কি ? তোমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার পরেও কি ঐরূপ প্রণয়-সংঘটন হইয়াছিল ? আর—”

গভীর তীব্রকণ্ঠে রাম্বে বলিল, “কীসীর পরেও প্রণয়-সংঘটন ! বাক্, তুচ্ছ কথা ! একটি দিন আমার জীবন-নাটকের অভিনয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে ;—এক জীবনের অবসান, অপর জীবনের উত্থান । সেই দিনটি আমার মরণের ও পুনর্জীবনের—”

অপরাধীর শেষবাক্যে মনোবোগ না দিয়াই যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “যে মহামাত্র পদস্থ লোকের স্ত্রীর কথা তুমি বলিলে, কীসীতে তুমি মরিয়া গিয়াছ, তাহা জানিয়াও কি সেই যাননীরা মহিলা তোমাকে প্রেমদান করিয়াছিলেন ? না না,—সে সময়ে তাহা তিনি জানিতেন না—”

কাতরকণ্ঠে রাম্বে বলিল, “সেটা ঠিক ;—আমার হৃদয়গোর কথা তখন তাহার জানা ছিল না । সেই মহিলা আমাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিয়া ছিলেন ; এত ভালবাসা যে, আমার জন্ত স্বামী ত্যাগ করিয়া আমার নকে পলায়নে—”

প্রিয় বলিলেন, “তোমার সে প্রশ্নটা উপাখ্যানের প্রশ্নের স্তর সুরঞ্জিত।”

আসামী বলিল, “গুনিতে আশ্চর্য্য বটে! বসন্ত: সত্য-বটন। সেই মহিলা অপরূপ সুন্দরী, আর তাঁহার কামরিণী অতিশয় প্রবল। সত্যী কুমারীর স্তর তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।”

বিশ্বাসে রাজকুমার প্রতিধ্বনি করিলেন, “সত্যী কুমারী?—তুমি এইমাত্র আমাকে বলিয়াছ, একজন পদস্থ বড়লোক তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তিনিই তোমাকে দেশত্যাগী করিয়াছিলেন।”

রাম্‌সে বলিল, “বিবাহটা সত্য। ছয় বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে, ইহার মধ্যে একদিনও আমি-সহবাস হয় নাই। রমণীটির মন যেমন রিপূষণ, দেহ-তেমনি সুপবিত্র।”

রাজপুত্র বলিলেন, “তোমার বাক্যে আমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে। তোমার অদ্ভুত আখ্যায়িকার অদ্ভুত নারিকার পরিচয়ও বোধ হয় আরও আশ্চর্য্য; তাহা কি আমি জানিতে পারি?”

রাম্‌সে বলিল, “যুবরাজ! আপনি সে রমণীকে খুব ভালই জানেন। আপনার সাক্ষাতে বিশেষ পরিচয় বলিতে আমার সাহস হইতেছে না।”

বিমোহিত হইয়া রাজকুমার বলিলেন, “মিষ্টার রাম্‌সে! তুমি আমার কোঁতুলের আগুন জালাইয়া দিলে। জগতের আধিপত্য যদি প্রদান করিতে হয়, সেই রমণীর পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তাহাও আমি দিতে প্রস্তুত। বল, বল,—সে রমণীর নাম কি? নামটি জানিলে আমি মানিয়া লইব, আমার প্রতি তোমার অহুগ্রহ। অহো! জগতে আর কাহারও সহিত তোমার প্রেমের উপমা হয় না, ইহাই আমার ধারণা হইবে। আমি অতিশয় অস্থির হইয়াছি, নামটি আমাকে শীঘ্র বল। তোমার ভয় নাই, প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কাহারও কাছে সে গুহ্যকথা আমি প্রকাশ করিব না।”

রাম্‌সে বলিল, “যুবরাজের যদি হুকুম হয়, তাহা হইলে অবশ্যই আমি বলিতে বাধ্য।”

ক্রমশই কোঁতুল বাড়িতে লাগিল; চকলদ্বরে যুবরাজ বলিলেন, “ই, আমি তোমাকে হুকুম করিতেছি, কে সেই অপরূপ সুন্দরী, কে তোমার অদ্ভুত আখ্যায়িকার অদ্ভুত নারিকা, তাহা আমাকে শীঘ্র জানাও।”

তখনও ইতস্ততঃ করিতে করিতে রাম্‌সে বলিল, “যদি আমি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলার গুহ্যকথা ব্যক্ত করি, তাহা হইলে আমাকে আপনি কিরূপ লোক মনে করিবেন?”

রাজপুত্র বলিলেন, “এটা যখন উত্তরণক্ষে পূর্ণ-বিশ্বাসের কথা, তখন তোমার কোন দোষ হইবে না। বল,—শীঘ্র বল, কে সেই রমণী?”

রাম্বে তখন উত্তর করিল, “কাউণ্টেস্ অব্ ডেস্‌বরা।”

যেন চপলা-চমকে চমকিত হইয়া, সোঁকা হইতে লাকাইয়া উঠিয়া, রাজকুমার বলিয়া উঠিলেন, “কি! কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা?—সেই গৰ্ব্বিতা, আত্মদন্তে গরবিলী, নিষ্ঠুরা, অভিমানিনী কাউণ্টেস্ অব্ ডেস্‌বরা?”

মহিমান্বিতা মহিলার পরিচয়-শ্রবণে প্রেমের মহা উত্তেজিতভাবে দেখিয়া সন্মুখে রাম্বে বলিল, “ই! যুবরাজ, আপনার কাছে আমি সত্যকথাই ব্যক্ত করিয়াছি।”

চকিতমননে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে রাজকুমার বলিলেন, “ও! তুমি আমাকে চম্কাইয়া দিলে। আমার কম্প উপস্থিত হইল। ও! এত দিনে আল’ও কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরার ঘরাও রহস্ত বুঝিতে পারিলাম। রাত্রিকালে তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গৃহে শয়ন করেন, তাহার নিগূঢ় কারণ বুঝিতে পারা গেল। ও! সেই হতভাগ্য স্বামী নপুংসক!”

রাম্বে বলিল, “ই! যুবরাজ! উহাই ভয়ঙ্কর গুহকথা! আমি মিনতি করি, চিরকাল আপনি এই গুহ্যবিষয়টা মনের ভিতর গোপন করিয়া রাখিবেন, কেহ যেন আপনার মুখে এ কথা শুনিতে—”

মানসিক বিশ্বয় তখনও দূর হইল না, বিশ্বয়ে বিশ্বয়ে যুবরাজ বলিতে লাগিলেন, “অত করিয়া নিবেদন করা নিশ্চরোজজন। ও! সুন্দরী এলিনর তবে তোমার উপপত্নী হইয়াছিল?—তবে তুমি তাহাকে প্রেমনারিকা করিয়াছিলে?—ও! জন্মাবধি এলিনর যে পথে পদার্পণ করে নাই, তুমি তাহাকে সেই পথে আনয়ন করিয়াছিলে! ই!, এক মাস কি কিছু কম দেড় মাস পূর্বে আমি তাহাকে লর্ড ক্লোরিমেলের সঙ্গে বেড়াইতে দেখিয়াছিলাম। কচি কচি মেয়েদের যেমন মৃৎ, ক্লোরিমেলের মুখখানা ষ্ট্রিক্-সেই রকম, গৌর-নাভী কিছুই নাই, মধ্যে মধ্যে মেরেমানুয সাজিয়া বাহির হয়;—বরষে বুঝা, দেখিতেও দিবা সুন্দর।”

রাম্বে বলিল, “সে স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখন আর আমার কোন সম্বন্ধই নাই, সে এখন আমার আর কেহই নয়; তাহার কথা মনে হইলে আমার মনে এখন কেবল ভর আর ঘৃণার উদয় হয়।”

রাজকুমার চিন্তাচক্লো গৃহের এখার ওখার পাইচারী করিতে আরম্ভ করিলেন, বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁহার মনে কি এক নতুন ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। একদৃষ্টে ফাঁসীছেঁড়া আসামী

তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, রাজপুত্র কি যেন তাঁহাকে বলিবার ইচ্ছা করিতেছেন, মুষ্টিতে পারিতেছেন না, ইহাই সে ব্যক্তি মনে মনে সন্দেহ করিতেছে ।

পাইচারী করিতে করিতে রাজকুমার হঠাৎ থামিলেন ; রামসে বেধানে বসিয়াছিল, তাহার এক হস্ত দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন ; স্থিরনেত্রে তাহার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখনো কি তুমি কাউন্টেস্ ডেস্‌বরার জন্ত ভাবিয়া থাকো ?”

রাজপুত্রের মনে কি ভাবের উদয়, কি কারণে এ প্রশ্ন, ফাঁসীছেঁড়া আসামী তাহা কতক কতক বুঝিল । সে ভাবিল, সুন্দরী কাউন্টেস্কে হস্তগত করিবার জন্ত তাহাকেই মোক্তার নিযুক্ত করা রাজকুমারের ইচ্ছা । ইহা ভাবিয়াই সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “সে এখন আমার কেহই নয়,—তাঁহার জন্ত কিছুই আমি ভাবি না ।”

আভাস বুঝিয়া রাজকুমার বলিলেন, “এইমাত্র তোমাকে আমি বলিলাম, লর্ড ক্লোরিমেলের সহিত সেই সুন্দরীর নবীন অমুরাগ ; ইহা শুনিয়া সেই স্বীলোকের বিপক্ষে তোমার মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছে ?”

রামসে উত্তর করিল, “কাউন্টেস্ ডেস্‌বরা বিশ্বাস নষ্ট করিয়া আমার মন্দ ঘটাইয়াছে, সেই রমণী আমার শত্রু ; তাঁহার প্রতিশোধ লইতে পারিলে আমি পরম সন্তুষ্ট হইব ।”

তুষ্ট হইয়া, চিন্তা করিয়া রাজকুমার বলিলেন, “বেশ কথা । সেই রিপূর্ণরায়ণা সুন্দরীকে আমি ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ঘৃণা করে । বধন বধন আমি তাহাকে কায়দার আনিবার সুযোগ পাইয়াছি, তখন তখন এক একটা বাধা পড়িয়াছে,—অভীষ্ট বার্থ হইয়া গিয়াছে । আমি তাহাকে ভালবাসি, অথচ আমার উপর তাহার ঘৃণা, ইহা আমি নিশ্চিত বুঝিতে পারিয়াছি । এখন আমার দুই প্রকার অভিপ্রায় ;—প্রতিফল দেওয়া এবং রিপু চরিতার্থ করা । আগের-গিরির গর্ভে যেমন দ্রবীভূত ধাতু-প্রস্তরের প্রবাহ, এলিনরের প্রেমাকাক্সপ্রবাহ আমার অন্তরমধ্যে সেইরূপে অদৃষ্টভাবে প্রবাহিত হইতেছে ; একবার তাহাকে ফোড়গত করিতে পারিলে আমার দুই আকাঙ্ক্ষাই ফলবতী হয় । আমি আশা করি, তুমি আমার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিবে ।”

অস্তরের বিপুল আনন্দ সাধ্যমতে গোপন করিয়া রামসে বাগল, “আমি সুব-রাজের হুকুমের চাকর ; আপনি বধন আমাকে এই জীবনে পুনরায় স্মৃণী করিবার অজ্ঞীকার করিয়াছেন, তখন আমি প্রাণদানে আপনায় কার্যসাধনে তৎপর হইব । আমার শুদ্ধকথা আমি আপনাকে বলিয়াছি, অথও বিশ্বাসে, আপনিও আমার কাছে আপনার মনের কথাটী বলিলেন ; আমি কৃতার্থ ।

হইল। আমি আপনায় কৃতদাস ; ভালই হউক বা মন্দই হউক, তৎসিদ্ধি-
কল্পে আমি আপনায় আজ্ঞাকারী ।”

কাউন্টেস্ ডেস্‌বরার রূপসাগরে বাঁপ দিবার নিশ্চিত আশা লম্পট রাজ-
কুমারের কল্পনাপথে উদ্ভিত হইল ; প্রফুল্লবদনে তিনি আজ্ঞাকারীকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, “তবে তুমি আমার অভ্যুত্থানকল্পে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিলে ?”

রাম্‌সে উত্তর করিল, “আপনায় কার্যসাধনে আমার দেহ-প্রাণ সমর্পণ ।”

আনন্ডিত হইয়া রাজকুমার বলিলেন, “আমাদের পরস্পর যুক্ত এতক্ষণে
পাকা হইল । কাউন্টেস্ ডেস্‌বরার প্রতি আমার অমুরাগ আর তাহাকে প্রতি-
কল দিবার সঙ্কল্প, তোমার সহায়তায় সেই দুটি কার্য সিদ্ধ হইলে আমি আমার
অঙ্গীকার পালন করিব । যে দিন তুমি আমার জোড়ে এলিনরকে আনিয়া
দিবে, সেই দিন তোমার কমাণ্ড্রথানি অবশ্যই তোমার হস্তে আসিবে ।
কল্যই আমি তাহা যোগাড় করিয়া রাখিব, যত শীঘ্র প্রতিজ্ঞাপাশ হইতে তুমি
মুক্ত হইতে পার, তত শীঘ্র আমিও আমার অঙ্গীকারপাশ হইতে মুক্ত হইব ।”

আহ্লাদিত হইয়া রাম্‌সে বলিল, “রাজকুমার ! পদতলে তুল দলিত
করিলে তাহা গজাঠিতে যতটুকু বিলম্ব হয়, কার্য সিদ্ধ করিতে আমার ততটুকু
বিলম্বও হইবে না ; অগ্নিরাগ পছা পরিহার করিয়া দিব ।”

দুল লবেদার সর্কাদ আবৃত করিয়া, টুঙ্গীর কিনারা দ্বারা নাক পর্য্যন্ত
চাকিয়া, রেশমী ক্রমালে মুখাবরণ করিয়া, প্রেমের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক
ফাঁসীছেঁড়া আসামীর কারলটন-প্রাশাদ হইতে বাহির হইয়া আসিল ।

রাম্‌সে বাহির হইয়া গেল, গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল । রাজকুমার আপন মনে উচ্চ-
কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “গর্কিতা নির্দয়া দুই এলিনর ! এইবার তোকে আমি
জঘ্ন করিব ! প্রতিকূলের সময় নিকটবর্তী হইতেছে ; তুই আমার জন্ত মর
চালিয়া দিবি, আমি তাহা পান করিব, আমি তোকে আদর করিয়া কোলে
লইব ; একটা জঘ্ন ফাঁসীর আসামীকে বে ভালবাসা দিয়াছিলাম, সেই বৃণিত
ভালবাসা আমি আবাদন করিব ।”—মহানন্দে হস্তপেষণ করিতে করিতে
তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, “অহো ! এই সময় সেই মিগেল্‌স্‌টা
কিরিয়া আসিয়াছে, দুরাচার দুঃখ দ্বারা জো-ওয়ারেন কিরিয়া আসিয়াছে !
তাহারা যদি না আসিত, তাহা হইলে আমি নিঃকটক স্রবের অধিকারী হইতাম ।
আমার অমুরাগ ও যুগা, ভালবাসা ও বিতৃষ্ণা, কামপ্রবৃত্তি ও প্রতিশোধের ইচ্ছা,
এই সকল একত্র ! ওরে সুন্দরী এলিনর ! তোর উপরেই আমার এই সকল
মনোভাব ! কিন্তু বতই আমি অবসরের চিন্তা করি, সে সকল আশঙ্কা
আমার উপস্থিত আনন্দের বিরোধী হইতে পারিবে না । মিগেল্‌স্‌টা এখন

কমতাহীন, সে আমার বিপক্ষে কিছুই করিতে পারিবে না। সেই নলীলগুলা বত দিন তাহার হাতে ছিল, তত দিন সে আমাকে বিবাক্ত সর্পের স্তায় দংশন করিতে পারিত; এখন তাহার বিষবস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার এখনকার দংশন ক্ষুদ্র মশার কামড় মাত্র। আর সেই স্থগিত ওয়ারেন—পার্শ্ব ম্যাগ্‌স্‌-ম্যান,—হাঁ, সে লোকটা জানে কি?—সে আমার কি করিতে পারে?—আমার বিরুদ্ধে সে কি কথা বলিতে পারে? তাহার স্ত্রী আমার উপপত্নী।—ওঃ! ইংলণ্ডের সাধারণ প্রথাপুঞ্জ;—তাহাদের ভবিষ্যৎ রাগোন্মত্ত বাহা বাহা করেন, অন্তলোকে বাহা বলিয়া গল্প করে, তাহা তাহারা বেশ জানে,—আমি তাহাদিগকে তৃণজ্ঞানও করি না, তাহাও তাহারা বেশ জানে।”

এই সকল আলোচনা করিয়া যুবরাজের মনে হইল, বিলাসগৃহে সেই নর্ভকী বসিয়া আছে। অচিরেই কাউন্টেন্স ডেস্‌বরাকে আলিঙ্গন করিতে পাইবেন, সেই স্ত্রের করুণায় কামশরে বিদ্ধ হইয়া, সেই রূপবতী নর্ভকীকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত তিনি দ্রুতগদে আপন বিলাসকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অন্তরে প্রেমের প্রবাহ।

অমোদশ পরিচ্ছেদ

কথোপকথন

পরদিন অপরাহ্ন দ্বিতীয় ঘটিকার সময় ডচেন্স ডেভনশার বার্কলী কোয়ার্টে ডেল্‌বরার প্রাসাদের সম্মুখে গাড়ী হইতে নামিলেন।

লেডী এলিনর আপন বৈঠকধানার একাকিনী বসিয়া ছিলেন, লেডী জর্জিয়ানা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রিয়-সন্তোষণে তাঁহাকে বলিলেন, “এলিনর ! একমুগ তোমাকে আমি দেখি নাই, গত চারি পাঁচ দিন তুমি ষ্ট্যানফোর্ড-নিকে-তনে কাটাইয়াছ।”

কাউন্টেস্‌ বলিলেন, “হাঁ, প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল ; কিন্তু প্রিয় জর্জিয়ানা ! এক বিষয়ে তোমাকে তিরস্কার করা আমার—”

আমোদের হাসি হাসিয়া ডচেন্স বলিলেন, “হাঁ হাঁ, আমার স্মরণ হইতেছে। সেই চাক্ষুরী লেনে মিস্‌ প্ল্যাঞ্জিনেটের সঙ্গে—”

বাধা দিয়া কাউন্টেস্‌ বলিলেন, “তোমার সেই ভগ্নীটি লর্ড ক্লোরিমেল,— জানো জর্জিয়ানা, সেটা তোমার পক্ষে অত্যন্ত কার্য্য হইয়াছিল।”

ডচেন্স উত্তর করিলেন, “প্রিয়সখি ! তোমাকে ইসারা করিবার অবকাশ পাই নাই ; বিশেষতঃ সেই ভয়ঙ্করী লেডী লেডের সাক্ষাতে—”

ভীতদৃষ্টিতে চাহিয়া তিরস্কারের সরে কাউন্টেস্‌ বলিলেন, “কে সেই প্ল্যাঞ্জিনেট, তাহা জানিয়াও তুমি আমার কাছে তাহাকে মিস্‌ প্ল্যাঞ্জিনেট বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে।”

সরলহৃদয়া বিলাসিনী আমোদিনী ডচেন্স বলিলেন, “হাঁ, সেইরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম ; লেডী লেড শুদ্ধকথা জানে, তখন আমি সেটা জানিতাম না। কার্য্যটা আমার পক্ষে অহুচিত হইয়াছিল, তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমার কোন মন্দ মতলব ছিল না। তোমাকে আমি আন্তরিক ভালবাসি ; তোমার মাথার একপা'ছ কেশ কেহ স্পর্শ করে, তাহা আমার অসহ্য।”

কাউন্টেস্‌ বলিলেন, “হাঁ জর্জিয়ানা ! তোমার কথা আমি বিশ্বাস করিতেছি। সে ক্ষেত্রে যাহা তুমি করিয়াছিলে, তাহাতে আমি রাগ করি নাই ; তবে কি জানো, মার্গারেন্স নিজে একাকিনী থাকেন, অপরিচিত লোক তাঁহার সম্মুখে গেলে তিনি বিব্রত হন। সে দিন আমার কেমন ক্লান্তি হইয়াছিল, হৃদয়বেগী

প্রাক্তিনেটকে সঙ্গে লইয়া বেলেগুন-নির্জনে আমি গিয়াছিলাম। কলকোথায় যার ?—ঘটনাক্রমে সেইখানে লর্ড ক্লোরিমেলের চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িল।

হো হো করিয়া হাসিয়া জর্জিানা বলিলেন, “আমার বোধ হয়, মার্শনেস্ সেই ঘটনার ভর পাইয়াছিলেন। তুমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূরক একজন নায়ককে ছদ্মবেশ পরাইয়া সেইখানে লইয়া গিয়াছিলে, ইহা ত তিনি ভাবেন নাই ?”

এলিনর বলিলেন, “সেরূপ সন্দেহ হয় নাই। কেন না, কি প্রকারে মিস্ প্রাক্তিনেট ওরফে লর্ড ক্লোরিমেল আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন, মার্শনেস্কে তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম। চ্যান্সারী লেনে বিবি হারবার্ট করেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্ত সেইখানে আমি গিয়াছিলাম, দৈবাৎ মিস্ প্রাক্তিনেট সেইখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সে কথাও আমি মার্শনেস্কে জানাইয়া রাখিয়াছিলাম।”

ডচেস্ বলিলেন, “লেডী বেলেগুন নির্জনে থাকেন অথচ প্রকৃত জীর্ণ-নের স্তায় সততা দেখান, তিনি ত সেই ঘটনাটা অন্তলোকের কাছে গল্প করিবেন না ?”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “কখনই না। তিনি অতিশয় ভর পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিজ বাটীতে তাঁহার নিজের বসিবার ঘরে ঐ অদ্ভুত ঘটনা হইল, সে কথাটা তিনি যথাসাধ্য গোপন করিয়া রাখিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। রোজ কষ্টারনামিকা একটি সুন্দরী যুবতী এক্ষণে তাঁহার বাড়ীতে বাস করিতেছে, সেই যুবতী হঠাৎ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। ইতিপূর্বে কোন গতিকে কোন স্থানে সেই যুবতী লর্ড ক্লোরিমেলের কবলে পড়িয়াছিল; লর্ড ক্লোরিমেলকে সেই ঘরে দেখিবারাত্র তিনি ফেলিল; মেয়েমানুষের পোষাক পরা থাকিলেও মুখ দেখিয়া স্পষ্ট চিনিবার ব্যাঘাত হয় নাই; রোজ কষ্টার আতঙ্কে লর্ড ক্লোরিমেলের নামটা প্রকাশ করিয়া দেয়; লর্ড ক্লোরিমেল সঙ্কটে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে পলায়ন করিবার জন্ত ছুটিয়া বাহির হন; সিঁড়িতে নামিবার অগ্রে একটা ফুল-দানে হৌচট খাইয়া তিনি সজোরে সটান পড়িয়া গেলেন; পড়িয়াই অজ্ঞান। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া আর একটা ঘরে লইয়া বাই, সেখানে সম্ভবমত সেবা-বন্দ করিয়া তাঁহাকে একটু সুস্থ করি; তাঁহার অন্ন অন্ন চৈতন্ত হয়, কিন্তু সে চৈতন্ত বৈশিষ্ট্য ছিল না। আমরা দেখিলাম, আঘাতটা গুরুতর নয়; প্রাণ বাইবার ভয় নাই; তাহা দেখিয়াই আমাদের ভরসা হইল।”

ডচেস্ ডেভনশায়ার বিজালা করিলেন, “বোধ করি, তখন তোমরা ভাবিতে লাগিলে, তাঁহাকে লইয়া কি করা কর্তব্য ?”

কাউন্টেস্ বলিলেন, “ঠিক তাই। তাহাই আমরা ভাবিতে লাগিলাম; মার্শনেস্ বিবেচনা করিলেন, সে অবস্থার ফ্লোরিমেলকে বাড়ীতে রাখিলে একটা চলাচলি হইবে। আমি পরামর্শ দিলাম, অবিলম্বে তাঁহাকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। আমার পরামর্শ গ্রাহ্য হইল। কিন্তু কি প্রকারে পাঠান যায় ? আমি যদি আমার গাড়ী করিয়া তাঁহাকে লইয়া যাই, তাহাতেও কলঙ্ক রটিতে পারে; মার্শনেস্ যদি তাঁহার নিজের গাড়ী করিয়া পাঠান, অবশ্যই তাঁহার চাকরেরা সঙ্গে যাইবে, পিকাডিলি পল্লীতে পৌছাইয়া তাহার দেখিয়া আসিবে, কাহার বাড়ী, লোকটা কে ? সেটাও কলঙ্কের কথা।”

ডচেস্ বলিলেন, “হাঁ। বড় গোলমালের কথাই বটে, শেষে তোমরা কি পরামর্শ স্থির করিলে ?”

লেডী ডেসবরা বলিলেন, “মার্শনেস্ তাঁহার ভৃত্যগণকে বুঝাইয়া বলিলেন, ঐ ভদ্রলোকটি কোতুক করিবার জন্য নারীবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এখান হইতে স্থানান্তর করিতে হইবে, এইরূপ তাঁহার সঙ্কল্প হইল, আমাকে বলিলেন, ‘তুমি বাড়ী যাও, বাহা করিতে হয়, আমি নিজেই ব্যবস্থা করিব।’ আমি বাড়ী চলিয়া আসিলাম। পরদিন আবার সেইখানে গিয়া দেখিলাম, মার্শনেস্ বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া প্রকল্পমুখে বসিয়া আছেন। শুনিলাম, মার্শনেসের নিজের ডাক্তারের বাড়ীতে ফ্লোরিমেলকে প্রেরণ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ তিনি কোথায় আছেন, কোথায় গিয়াছেন, তাঁহার কি হইয়াছে, তাঁহার নিজ বাড়ীর চাকরেরা কিছুই সংবাদ পাইল না।”

ডচেস্ বলিলেন, “বেশ বুদ্ধির কাজ হইয়াছে। বোধ হয়, তুমি জ্ঞাত আছ, লর্ড ফ্লোরিমেল কিছু দিনের জন্য রাজধানী পরিভ্রমণ করিয়া সমুদ্রতীরে হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।”

এলিনর বলিলেন, “না,—সে কথা আমি শুনি নাই। কেবল এইমাত্র শুনিয়াছি যে, সেই দুইটিনার পর তিনি আরাম হইলে ডাক্তারেরা তাঁহাকে হাওয়া বদলাইবার জন্য অন্য কোন স্থানে বাইবার পরামর্শ দিয়াছেন।”

ডচেস্ বলিলেন, “লর্ড ফ্লোরিমেল ডোবার হইতে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন, তৎপাঠে আমি অবগত হইয়াছি, সামান্য একটা আঘাত লাগিয়াছিল, আরাম হইয়াছে, কিন্তু দুর্বল আছেন, বলাধানের নির্দিষ্ট ডাক্তারের উপদেশে তাঁহাকে সমুদ্রতীরে যাইতে হইয়াছে।”—এই কথা বলিয়া একটু

ভালিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইতিমধ্যে, কি মার্শনেসের সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছে ?”

এলিনর উত্তর করিলেন, “না,—তিনি এখন লগুনে নাই ; তাঁহার মোক-দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইবার দিন আগন্তপ্রায়, তজ্জন্য তাঁহার পক্ষে আবশ্যক-মত সাক্ষী বোগাড় করিতে মফস্বলের অমিদারীতে গিয়াছেন ।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া হাস্ত করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইচ্ছাপূরক দুইতা করিয়া লর্ড ক্লোরিমেলের সম্বন্ধে অবধা কথা বলিয়াছিলে, সে জন্ত আমি তোমাকে তৎ-সনা করিব ।”

মুহু হাস্ত করিয়া ডচেস্ বলিলেন, “সে কথা সামান্য, ভাণ্যবলে আমাদের গেব্রিলকে লইয়া তুমি তোমার নূতন খরিদা বাড়ীতে যে রঙ্গ কর, তাহা আমি দেখিয়াছি, তাহার সহিত তুলনায় আমার সে কার্য্যটা কিছুই নয় ।”

বিস্ময়প্রকাশ করিয়া লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, “কি ! তুমি কি ষ্ট্যান্ফোর্ড-প্রাসাদের কথা বলিতেছ ? কৈ, তুমি সেখানে গিয়াছিলে, ইহা ত আমি শুনি নাই ?”

ডচেস্ বলিলেন, “তুমি জানো না, কিন্তু প্রায় দুই মাস হইল, একরাজে আমি সেই বাড়ীতে গিয়াছিলাম ; আমার সঙ্গে একটি পরম সুন্দর পুরুষ—”

লেডী ডেস্‌বরা বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ ! এখন আমার একটা কথা মনে পড়িতেছে। তুমিই কি এক রাত্রে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সঙ্গে সেই বাড়ীতে—”

হাস্ত করিয়া ডচেস্ বলিলেন, “হাঁ প্রিন্সসি ! বাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক । তোমাকে বিশ্বাস করিতে আমার ভয় নাই । পূর্বেও একবার তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত আমার প্রেমালাপ হই-রাছে ; কিন্তু বিবি হারবার্টের প্রতি প্রিন্সের নির্দিষ্ট ব্যবহার হওয়া অবধি আর আমি তাঁহার সন্নিহিত কোন সংস্পর্শ রাখি না । আচ্ছা, একজন লেডীর সহিত প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স তোমাদের নূতন “বাড়ীতে” রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এ সংবাদ তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিয়াছ ?”

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “আমি এবং আমার স্বামী যে দিন সেই বাড়ী প্রথম দেখিতে বাই, সেই দিন সেই বাড়ীর রক্ষক যুদ্ধ-দম্পতি আমাদিগকে চিনিয়া-ছিল । তাহারাই আমাকে বলিয়াছে, যুবরাজ একরাজে একটি সুন্দরী রমণীকে লইয়া সেই বাড়ীতে বিহার করিয়াছিলেন ।”

হাস্ত করিয়া, নিকটস্থ দর্পণের দিকে মূখ্য করিয়াই ডচেস্ বলিলেন, “সেই যুদ্ধ-দম্পতির কাছে আমি বড় বাগিত্ত করিলাম ।”—কথা বলিতে বলিতে একটি

উবেগ আনিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আমি, সে পরিচয় তাহার জানিতে পারে নাই ?”

কাউটেন্স বলিলেন, “না,—তাহা তাহার একটুও সন্দেহ করিতে পারে নাই ; কিন্তু তুমি কোন্ সাহসে তাদৃশ কঠিন কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে ?”

ডচেস্ বলিলেন, “সে ইতিহাস বড় আশ্চর্য্য। ছদ্মবেশী লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত তোমার রসরস আপেক্ষাও সে ঘটনা অধিক কৌতুকাবহ।—সে কথা একটু পরে বলিতেছি। ষ্ট্যানফোর্ড-প্রাসাদে ভূতের দোঁরাওয়া হয়, বাড়ীর চৌকী-দার বৃদ্ধ-দম্পতি সে কথা তোমাকে কিছু বলিয়াছে কি না ? যুবরাজের সহিত আমি যে রাত্রে তথায় গিয়াছিলাম, সেই রাত্রে ভূতের উপদ্রব হইয়াছিল।”

হাস্ত করিয়া কাউটেন্স বলিলেন, “ভূত ?—না, তেমন গল্প শ্রবণ করা কখনও আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। বৃদ্ধ ব্রায়েন্ একদিন আমার স্বামীর সাক্ষাতে সেইরূপ গল্প আরম্ভ করিয়াছিল, আমি সেইখানে উপস্থিত ছিলাম। আরল্ সে গল্প শুনিতে না চাহিয়া বৃদ্ধকে বলিয়াছিলেন, ও রকম মিথ্যা গল্প এ বাড়ীতে কাহারও কাছে বলিও না।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া আবার লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, “সেই কারণে আশ্চর্য্য ভূতের গল্প আমার শুনা হয় নাই।”

বৃদ্ধ হাসিয়া ডচেস্ বলিলেন, “তখন শুনা হয় নাই, এখন আমার মুখে শুনিয়া আনন্দ অনুভব কর। পূর্বে তোমাকে আমি বলিয়াছিলাম, কুমারী অক্টেভিয়ার সঙ্গে প্রিন্সের গুপ্ত-সজ্জটন। একদিন অস্থিরচিত্ত অক্টেভিয়া কারলটন হাউসে উপস্থিত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন, পাগলের লক্ষণ প্রকাশ পায় ; যুবরাজ ব্যস্ত হইয়া আমাকে ডাকাইয়া পাঠান ; আমি উপস্থিত হইলে আমাকে তিনি বলেন, ‘অক্টেভিয়া পলায়ন করিয়া লোকের কাছে আমাদের রহস্ত ব্যক্ত করিতে না পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।’ আমি তদনুসারে অক্টেভিয়াকে আমাদের বকিং-হাম্-সায়ের উদ্যান-বাটিকায় লইয়া রাখি, ডাক্তার ক্লাজেন্কে তাহার চিকিৎসার নিমিত্ত নিযুক্ত করি। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতঃকালে আমার ঐ উদ্যান-বাটীতে গমন করেন, সমস্ত দিন সেইখানে থাকেন ; সন্ধ্যার পর তাঁহাতে আমাতে লণ্ডনে আসিতেছিলাম, পথিমধ্যে আলিস্‌বরী পল্লীতে ষ্ট্যানফোর্ড-প্রাসাদের অদূরে আমাদের গাড়ীখানা ডাকিয়া যায় ; সে সময়ে পদব্রজে আমরা কোথায় বাই, ভাবিতেছি, এমন সময় পদ্মাবাহী একজন কৃষক প্রিন্সকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, সমুদ্রস্থ ঐ ষ্ট্যানফোর্ড-প্রাসাদখানি পড়িয়া আছে, একজন বৃদ্ধ ও তাহার স্ত্রী সেই বাড়ী চৌকী দেয়, যুবরাজ তাহাদিগকে

বলিলেই তাহার। স্বচ্ছন্দে নিশাযাপনের ব্যৱস্থা করিয়া দিবে। বেখানে গাড়ী ভাঙ্গিয়াছিল, সে স্থান হইতে ষ্ট্যাফোর্ড-গ্রাসান্ড অতি অল্পমাত্র দূর; অল্পেই আমরা সেখানে হাঁটিয়া বাইতে পারিব, ইহাই স্থির করিলাম। যুব-রাজের চাকরেরা ভয় গাড়ীখানা আলিস্বরীর আড়গোড়ায় মেয়াষত করিতে লইয়া গেল। আমরা ষ্ট্যাফোর্ড-নিবাসের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। বৃদ্ধ ব্রায়েন্ ও তাহার পত্নী বিনা আপত্তিতে আমাদের অহুরোধে সম্মত হইল, আমরা একটি সুন্দর কক্ষ মনোনীত করিলাম, ঘটনাক্রমে মিষ্টার পেজ্ নামক এক ব্যক্তি কোন বিষয়কার্যোপলক্ষে সঙ্গীক সেই বাড়ীতে তখন উপস্থিত ছিল; প্রিলের সহিত সেই পেজের একটু একটু জানাশুনা ছিল, প্রিল তাহাকে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, পেজ্ অনেক কথা কহিয়া, সব কথার উত্তর দিয়া, শেষকালে বলিল, ‘গতরাত্রে আমরা স্ত্রীপুরুষে ঘরে শুইয়া-ছিলাম, সেই ঘরে ভূত আসিয়াছিল।’ ভূতটা কে?—সেই আলিস্বরীর জুয়াচোর ব্যাঙ্কার—বাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে—সেই কিলিপ রাম্‌সে।”

ডেস্‌বরার সর্কাজ কাপিয়া উঠিল, মুখখানি খেতবর্ণ হইয়া গেল, বৃকের ভিতর ধড়্‌কড় করিতে লাগিল, কি যেন বলিবেন, কথা যেন জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল, আতঙ্কে বাক্যান্ধ হইল না।

আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লেডী ডেস্‌বরার হস্তধারণ পূর্বক ডচেস্ ডেভন্‌সার কাতরবচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইল এলিনর? এমন করিতেছে কেন? কি অশুখ তোমার হইয়াছে?—কি অশুখ?”

মানসিক যন্ত্রণায় দম্বীভূত হইয়া, পূর্বকথা-স্মরণে আরও অধিক কাতরা হইয়া, অর্ধমুট-বচনে লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, “কিছুই নয়—কিছুই নয়, সামান্য একটু অশুখ হইয়াছিল, তাহা সারিয়া গিয়াছে।” আমতা আমতা করিয়া এই কটি কথা বলিয়া, কদলীপত্রের জ্বায় কম্পিত-কলেবরে, কম্পিতকণ্ঠে তিনি আদেশ করিলেন, “বলিয়া যাও অর্জুয়ানা,—বাহা বলিতেছিলে, বলিয়া যাও।”

ডচেস্ বলিলেন, “এলিনর! তুমি এমন ভয় পাইলে কেন? তুমি ক্ষুদ্র বালিকা নও, ভূতের গল্প শুনিয়া ভয় পাইবে, এমনও বিবেচনা হয় না, তবে কেন তোমার সর্কাজ কম্পিত হইতেছে?—বল—বল আমাকে—কি জন্ত—”

ডচেসের বন্ধের উপর মাথা রাখিয়া, মানসিক যন্ত্রণায় ইপাইতে ইপাইতে কাউণ্টেস্ বলিয়া উঠিলেন, “প্রিয়সখি! বড় অশুখী আমি—বড় অশুখী।”

স্নেহস্রবক কোমল প্রবোধবাক্যে সদাশয় ডচেস্ বলিতে লাগিলেন, “এলিনর! শান্ত হও,—ভয়ঙ্কর চিন্তাচাক্ষুস্য দূর কর, তোমার চক্ষে জল দেখিয়া

আমার হৃদয় বিগলিত হইতেছে, আমি তোমাকে সহোদরা ভগ্নীর দ্বার ভাল-
বাসি, তুমিও আমাকে সহোদরা ভগ্নী বলিয়া স্নেহ কর, মিনতি করি, অত-
কাতরা হইও না ;—বৈর্য্য ধর—বৈর্য্য ধর —”

সখীকে আলিঙ্গন করিয়া নেত্রজল উন্মোচন পূর্ব্বক, আলিঙ্গন ছাড়াইয়া
লেডী ডেস্‌বরা অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “জানি আমি—জানি সব ; প্রিয়সখি !
বড় অনুখী আমি—বড় অভাগিনী ! ই, সময় আসিয়াছে—দৈববশাং তাহা
প্রকাশ হইয়াছে—অবশ্যই তাহা বলিয়া দিয়াছে !—এখন আমি তোমার
কাছে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিব।”

সমবেদনার ও চর্জ্জয় কোতূহলে ডচেস্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি ! কয়েক
মাস পূর্ব্বক যে অদ্ভুত ঘটনা তুমি আমার কাছে প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহার
অতিরিক্ত আরও অধিক গুহ্যকথা কি তোমার হৃদয়ে লুক্কায়িত আছে ?”

যাতনায় ভীতস্থরে কাউণ্টেস্‌ ডেস্‌বরা বলিলেন, “আছে প্রিয়সখি ! আরও
ভয়ঙ্কর গুহ্যকথা নিরন্তর আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ করিতেছে। আগে তোমার
আরক্ত কাহিনী সমাপ্ত কর, তাহার পর আমার দুঃখের কথা তোমার কর্ণে
পরিবর্ষণ করিব।”

জর্জিয়ানা বলিলেন, “বাহা তুমি শুনিতে চাহিতেছ, তাহা অপেক্ষা তোমার
অধিক দুঃখের কথা তোমার মুখে শুনিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিতেছে।
বাহা শুনিলে তোমার যন্ত্রণা বাড়ে, বাহা অপ্রিয়. বাহা অসার, আমার মুখে
তাহা শুনিবার জন্ত তোমার এত আকিঞ্চন কেন ?”

কাউণ্টেস্‌ বলিলেন, “বিশেষ কারণ আছে। বাহা তুমি বলিতেছিলে,
শেষ পর্য্যন্ত তাহা তুমি বল, একটি কথাও তুমি বাদ দিও না,—একটুও সংক্ষেপ
করিও না,—আগাগোড়া খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া বল। সেইগুলি শুনিলে আমার
প্রকৃত মনোভাব কি, কেন তাহা শুনিবার জন্ত আমার এত আকিঞ্চন, তাহা
তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে।”

ল্যান্ডো-প্রাসাদে প্রিন্সের সহিত নিশাচরণনের গুহ্যকথার সঙ্গে কাউ-
ণ্টেসের যন্ত্রনার কি সংশ্রব, তাহা কিছুমান্ অসম্ভব করিতে না পারিয়াও
ডচেস্‌ ডেভনদার ধীরে ধীরে বলিলেন, “আচ্ছা, তবে তুমি বাহা বলিতেছ,
তাহাই হউক ;—আমার গল্পটা আমি বল।”

যদিও কাউণ্টেসের তখন গাত্রকম্প ধামে নাই, মুখের বিবর্ণতা ঘুচে নাই,
যদিও ঘন ঘন চাপা চাপা নিশ্বাস পড়িতেছিল, তথাপি পূর্ণাঙ্গেকা তখন তিনি
একটু শান্ত।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

— :: —

ষ্ট্যান্ফোর্ড-প্রাসাদের শয়নকক্ষ

ডচেস্ ডেভন্সার বলিতে লাগিলেন, “প্রিয়সখী এলিনর! তোমাকে আমি বলিয়াছি, ষ্ট্যান্ফোর্ড-নিকেতনে আমরা এক রাত্রে মিষ্টার পেজ্ নামক এক ব্যক্তিকে তাহার স্বীয় সহিত একত্রে দেখিয়াছিলাম। কয়েক মাস পূর্বে ফিলিপ রাম্‌সে নামক আলিসবরী নগরের একজন ব্যাঙ্কার নানা অপরাধে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়, নিউগেট্ কারাগারের সম্মুখে তাহার ফাঁসী হইয়া গিয়াছে; ঐ পেজ্-দম্পতি সেই রাম্‌সের প্রেমমূর্ত্তি দেখিয়াছিল। আমি সে গল্পে বিশ্বাস করি নাই, প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্‌সও বিশ্বাস করেন নাই। তাহার নাম পেজ্, সে লোকটি বড় বাঢ়াল; সে নিজের বাহা বলে, সকলে তাহা শ্রবণ করুক, এইরূপ তাহার ইচ্ছা; নিজের কথাই তাহাকে ভাল লাগে, অপরে কোন কথা বলে কিংবা তাহার কথায় বাধা দেয়, সেটা সে ভালবাসে না; কি রকম ভৃত্য সে দেখিয়াছে, ভৃত্যের আকার কিরূপ, ভৃত্যের চেহারা কিরূপ, আমাদের কাছে একটি একটি করিয়া পুঙ্খ নুঙ্খরূপে তাহা ব্যাখ্যা করিতে লাগিল। কথায় কথায় জোর দিয়া দিয়া বলিল, ‘ঠিক রাম্‌সে, ঠিক রাম্‌সে।’ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সে বেন চিত্রকরের দ্বায় ফিলিপ রাম্‌সের মুখের চেহারা বর্ণনা করিয়াছিল। রাম্‌সের বিচারের সময় ঐ পেজ্ ফরিদাদীপকে একজন সাক্ষী ছিল, তাহার জেরাতেই সেই মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল, অতএব রাম্‌সের চেহারাখানা সে ভাল রকমেই চিনিত। খবরের কাগজে ছাপা হইয়াছিল, রাম্‌সে পরমশুদ্ধ যুবা পুরুষ, বয়স ২৮ বৎসর, গ্রীক-দিগের স্থায় মুখের চেহারা; তোমার অঙ্গবর্ণ অপেক্ষা কিছু মলিন।”

ধৈর্য্য রাখিতে না পারিয়া কাউন্টেস্ ডেব্‌সবার বার বার অত্যাচার করিতে লাগিলেন, “বলিয়া যাও, বলিয়া যাও।”

ডচেস্ বলিতে লাগিলেন, “যে পেজের কথা আমি বলিতেছি, সে কেবল রাম্‌সের চেহারা বর্ণন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহার একখানা ছবিও আমার দেখাইয়াছিল।”

জর্জ্ উড্‌ক্ল যে ছবিখানা চিত্র করিয়া আরল্ ডেব্‌সবারকে দেখাইয়াছিল, যে ছবি দেখিয়া তাহারাত্তী পুরুষে লোকটার প্রকৃত নাম জানিতে পারিয়াছিলেন, গণ্টেডস্ ওয়েকফিল্ড নামে পরিচয় দিয়া ফিলিপ রাম্‌সে তাহাদের

বাড়ীতে অতিথি হইয়া লেডী প্রেমপাত্র হইয়াছিল, বিদ্বাদ্গতিতে সেই সকল কথা শ্রবণ হওয়াতে কাউন্টেন্স ডেস্‌বরা চমকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ছবি ?”

ডচেন্স উত্তর করিলেন, “হাঁ, অবিকল ছবি। যুবরাজের সহিত আমি সেই ছবিখানি ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিয়াছিলাম, মিটার পেজ্‌ যে প্রকার রূপবর্ণনা করিয়াছিল, তাহাই ঠিক। ওঃ! ফিলিপ রাম্‌সে পরম রূপবান্! এক ব্যক্তি দৈবাৎ স্ট্যান্‌ফোর্ড-নিকেতনের শয়নকক্ষের একটা গদীর নীচে সেই ছবি পাইয়াছিল, আমার বোধ হয়, রাম্‌সে নিজেই তাহার সেই ছবিখানা লেডী স্ট্যান্‌ফোর্ডকে দিয়া থাকিবে। কেন না, তুমি অবশ্যই শুনিয়াছ, সেই ফিলিপ রাম্‌সে লেডী স্ট্যান্‌ফোর্ডের উপপতি ছিল।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া, কটাক্ষে কাউন্টেন্সের মুখপানে চাহিয়া লেডী জর্জিয়ানা সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, “এ কি এলিনর ? তোমার মুখের বর্ণ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হইতেছে কেন ?”

কাউন্টেন্স বলিলেন, “আমার মুখের দিকে চাহিও না, আমার অন্তরে কি ভাবের উদয় হইতেছে, তাহাও এখন জানিতে চাহিও না, শীঘ্রই সমস্ত কথা তুমি জানিতে পারিবে, যাহা এখন জটিল রহস্য বলিয়া মনে হইতেছে, অচিরেই সে রহস্যভেদ হইয়া যাইবে ; বল, জর্জিয়ানা, বলিয়া যাও ; মিনতি করি, বলিয়া যাও ; তাহার পর কি হইল ?”

ক্ষণকাল ভীতকটাক্ষে কাউন্টেন্সের নয়ন-বদন নিরীক্ষণ করিয়া ডচেন্স বলিতে লাগিলেন, “এইবারে আমি শেষকথাগুলি বলিব। ছবি দেখিলাম, ছবির উপর মস্তব্য প্রকাশ করিলাম, যুবরাজও নিজের মস্তব্য দিলেন, তাহার পর আমরা উভয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। আমাদের বিশ্রামের নিমিত্ত যে কক্ষটি নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সেটি ভিতরদিকের টানা বারান্দার বামদিকের দ্বিতীয় কক্ষ।”

শেষকথা না শুনিয়াই চকল করে কাউন্টেন্স বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ! যে ঘরে লেডী স্ট্যান্‌ফোর্ডের জীবনান্ত হইয়াছিল, সেই ঘর! পার্থে তোবাখানা ; অপর ধারে স্নানাগার।”

ডচেন্স বলিলেন, “ঠিক ঠিক, সেই ঘর। যুবরাজের সহিত আমি সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম; মিটার পেজের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিল, আমাদের কাপড় ছাড়াইবার সাহায্য করিতে চাহিয়াছিল। তাহার দুঃসাহস ও বাচালতা দেখিয়া আমি তাহাতে রাজী হই নাই, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছিলাম। কাপড় ছাড়িবার জন্য প্রিয় তোবাখানায় প্রবেশ করিলেন, আমি শয়নকক্ষে থাকিয়া বিনা সাহায্যে আপনিই বস্ত্রপরিবর্তন করিলাম। একটু

পরে রাজিবাস গাউন পরিধান করিয়া যুবরাজ সেই ঘরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন, শয়ন করিতে বাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ একটা শব্দ শুনিয়া আমরা উভয়েই চমকিয়া উঠিলাম। কিসের শব্দ, কান পাতিয়া শুনিলাম, দরজা খোলা শব্দ, স্নানাগারের দরজা খুলিয়া একটা লোক চৌকাঠের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। ও পরমেশ্বর ! কি দেখিলাম ! আতঙ্কে চীৎকারধ্বনি করিয়া আমি যুবরাজের বক্ষের উপর পতিত হইয়া মুখ-চক্ষু ঢাকিলাম। একবারমাত্র কটাক্ষপাত করিয়াই লোকটাকে আমি চিনিয়াছিলাম, কিছু পূর্বে চিত্রপটে বাহার মূর্তি দর্শন করিয়াছিলাম, আমাদের শয়নকক্ষের সংলগ্ন স্নানাগারের দ্বারে সেই লোক দণ্ডায়মান ! বুঝিয়াছ ? আমি এবং রাজকুমার উভয়েই চাহিয়া দেখিয়াছিলাম, প্রাণদণ্ডের আত্মপ্রাপ্ত আসামী ফিলিপ রাম্‌সে ।”

এই নাম শ্রবণমাত্র গাপিনী লেডী ডেস্‌বরার বক্ষে যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ হইল, মস্তকে যেন দগ্ধ লৌহখণ্ড পতিত হইল, পুতুল যেমন কলে কথা কয়, সেইরূপ গুণ্ণ গুণ্ণ স্বরে তিনি পুনরুক্তি করিলেন, “ঠিক সেই ফৌজদারী আসামী ফিলিপ রাম্‌সে ?”

কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া ডচেস্‌ ডেভনস্টার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই গল্প শুনিয়া তোমার এতদূর কষ্ট হইতেছে কি জ্ঞাত ? ফিলিপ রাম্‌সের সঙ্গে তোমার জানাশুনা ছিল, ইহা কি সম্ভব ? তাহার সঙ্গে কি তোমার সহায়ত্ব—”

যেন উন্মাদিনীর স্তায় লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, “বলিয়া বাও,—বলিয়া বাও ! মিনতি করি, বলিয়া বাও। যতক্ষণ তোমার গল্প সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ আমার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। ওঃ ! বার বার তোমাকে মিনতি করিতে তুমি আমাকে বাধ্য করিতেছ, ইহা তোমার পক্ষে নিষ্ঠুরতা,—অতিশয় নিষ্ঠুরতা !”

ডচেস্‌ বলিলেন, “আমার কথাগুলি তোমার অকরে আঘাত করিতেছে, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমার কষ্টের কারণ জানিতে না পারি, ততক্ষণ বর্তমান প্রসঙ্গে কোনরূপ কষ্টকর বিষয়ের উল্লেখ করিব না।”

সাদরে ডচেসের পাণিতল চূষন করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কাউণ্টেস্‌ বলিলেন, “কমা কর ; তাড়াতাড়ি কি কথা আমি বলিয়া ফেলিয়াছি, তাহা মনে করিও না। আমার ভাবান্তর দেখিয়া তোমার উৎকণ্ঠা হইতেছে, তাহা তুলিয়া গিয়া, বাহা বলিতেছিলাম, বলিয়া বাও। সে ব্যক্তি সেই ফিলিপ রাম্‌সে, স্নানাগারের চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল, তুমিও দেখিলে, রাজপুত্রও দেখিলেন, তাহার পর কি হইল ?”

ডচেস্ উত্তর করিলেন, “ইত্যগ্রে ছবিতে যে চেহারা দেখিয়াছিলাম, সেই চেহারার আসন মন্থকে সম্মুখে দেখিয়া আমার যেমন বিশ্বয় ভাষিয়াছিল, যুব-রাজেরও তদ্রূপ বিশ্বয়। কখনোই কিছ উপস্থিত-বুদ্ধিশ্রভাবে যুবরাজ সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কে তুমি?’—প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া হতভাগা আমাদের পদতলে আসিয়া পতিত হইল; অতি মৃদু-স্বরে আতঙ্কে আতঙ্কে অভ্যুত্থিত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। সন্দেহক্রমে, সক্রোধে যুবরাজ তাহাকে বারংবার তেরা করিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি পূর্ববৎ মৃদুস্বরে দৃঢ়তা সহকারে বলিতে লাগিল, ‘যথার্থই সেই আমি,—যথার্থই আমি ফিলিপ রাম্‌সে;—লোকে জানিয়াছিল, রাজদণ্ডে আমার প্রাণ গিয়াছে, কিন্তু আমি মরি নাই, প্রতারণা করিয়াও আত্মপরিচয় দিতেছি না, যথার্থই আমি সজীব; রক্তমাংসের জীবন-বিশিষ্ট আমি সেই ফিলিপ রাম্‌সে।’ লোকটার কথাবার্তা শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, ভয়ে আমার আত্মা কম্পিত হইল, ভাল মন্দ কিছুই অনুভব করিতে পারিলাম না। গোরের ভিতর হইতে লোকটা উঠিয়া আসিয়াছে কিংবা ভূত হইয়া মনুষ্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, কিছুই আমি অনুভব করিতে পারিলাম না। নড়িতেছে চলিতেছে, নিশ্বাস ফেলিতেছে, কথা কহিতেছে, ব্যাপার বড় দুর্লভ!”

সর্বপ্রথম রাম্‌সের নামটা শুনিবামাত্র এলিনরের শরীরে যেরূপ কম্প আসিয়াছিল, বদন যেরূপ বিবর্ণ হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক কম্পিত হইয়া তিনি যেন হতবুদ্ধি হইলেন। প্রেতের জ্বালা তাঁহার সুন্দর মুখখানি রক্তশূন্য হইল; হস্তে হস্তপেষণ করিয়া সভয়-কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর! ওঃ! বিষম ভয়ঙ্কর কাণ্ড! বলিয়া যাও,—বলিয়া যাও। লোকটা তোমাদের কাছে সেইরূপ পরিচয় দিল, তাহার পর?”

এত অধিক পরিমাণে ডচেস্ ডেভনসারের বিশ্বয় ও কৌতুহল বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, তাহা মনন করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। চকলম্বরে তিনি বলিলেন, “যত শীঘ্র পারি, এই অভূত গল্প আমি শেষ করিয়া দিতেছি। সেই লোক আমাদিগকে বলিয়াছিল, ‘দেহবাবুদের জন্ত আমাকে এককন ডাক্তারের হস্তে সমর্পণ করা হয়, বাবুদের পূর্বে আমার দেহে সজীবনী শক্তি ফিরিয়া আইসে, ডাক্তারের বাটী হইতে আমি পলায়ন করি, অনন্তর অস্ত্র একখানি বাড়ীতে আশ্রয় লই,—কোথায় কাহার বাড়ী সে নাম আমি করিব না। তথায় থাকিতে আমার কেমন কৌতুহল হইয়াছিল, যে বাড়ীতে সার্‌ রিচার্ড ষ্টান্‌ফোর্ডের আত্মখানী দ্বারা সহিত আমার গুপ্তপ্রণয় সজ্জাট হইয়, আর একবার সে বাড়ীখানি দেখিবার ইচ্ছা বলবতী

হইয়া উঠে; এই বাড়ীতে আসি, লাইব্রেরী-ঘরে লুকাইয়া থাকি, মিষ্টার পেজ ও তাহার স্ত্রী আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়া গোলমাল বাধাইয়া দেয়। আমি তখন বাই কোথা?—লেডী স্ট্যানফোর্ড যে ঘরে আত্মবিনাশ করিয়াছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া শয়ান্তলে লুকাই, বাড়ীর মধ্যে মহা গোলমাল হওয়াতে তথা হইতে বাহির হইয়া স্নানাগারে লুকাইয়া ছিলাম। গোলমাল থামিয়া গেলে, তথা হইতে পলায়ন করিব, ইহাই আমার মনে ছিল। যে বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিয়াছে, ভৌতিক ভয়ে সে বাড়ীর উপরের কোন ঘরে বাড়ীর কেহ আসিবে না, ইহাই আমি ভাবিয়াছিলাম, তাহার পর আপনারা যখন মিষ্টার পেজের সঙ্গে এই ঘরে প্রবেশ করিলেন, সমস্ত রজনী আপনারা এই ঘরে থাকিবেন, তাহা যখন জানিলাম, তখন বাহির হইয়া আপনাদের কাছে দয়া ভিক্ষা ভিন্ন আর আমার অন্য উপায় রহিল না। সেই জন্তই দেখা দিয়াছি।' বৃত্তান্ত শুনিয়া যুবরাজ তৎক্ষণাৎ তাহাকে হুকুম দিয়াছিলেন, 'এখন তুমি এ স্থান হইতে দূর হও।' হুকুম শ্রবণ করিয়া অকস্মাৎ লোকটার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, হিংসাবশে সে তখন বলিয়াছিল, 'আপনাদের সমস্ত কথা আমি উপকর্ণন করিয়া ছি। আপনারা যদি আমার প্রতি কোনরূপ দুর্য্যবহার করেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের সমস্ত লোকে জানিতে পারিবে, ডেচস অব্ ডেভনশায়ার স্ট্যানফোর্ড-প্রাসাদে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের সহিত নিশাযাপন করিয়াছেন।' লোকটা এক্রূপ ভয়-প্রদর্শন করাতে রাজকুমার কিছু ভয় পাইয়াছিলেন, তাহার নিজের জন্ত যতটা না হউক, আমার সম্বন্ধেও জন্তই বেশী ভয়। তিনি তখন নম্রভাবে ধারণ করিয়া নম্রভাবে সেই আসামীটাকে বলিয়াছিলেন, 'এখন তুমি চলিয়া যাও, যখন উপযুক্ত সময় আসিবে, সাধারণের মনে যখন উপস্থিত হাজার হাজার প্রবল তরঙ্গ কমিয়া যাইবে, সমস্ত গোলযোগ যখন থামিবে, সেই সময় আমি উপযুক্ত বিচার-সভায় অস্থরোধ করিয়া তোমাকে বিনা দণ্ডে ক্ষমা করাইবার চেষ্টা করিব।' রাম্‌সে সেই প্রস্তাবে সন্মত হইয়া সেই রাত্রে সেই বাটী হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। প্রস্থানকালে কেহই তাহাকে দেখিতে পায় নাই। পরদিন প্রাতঃকালে পেজ ও তাহার স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে আমি জানিতে পারি, রাত্রিকালে আমাদের শয়নকক্ষে কি কি ঘটনা হইয়াছিল, মিষ্টার পেজ বা তাহার স্ত্রী তৎসম্বন্ধ কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। প্রভাতে রাজকুমারের গাড়ী আনিবার জন্ত রাত্রিকালে হুকুম দেওয়া ছিল, গাড়ী আসিল, আমরা বথাসময়ে প্রস্থান করিলাম।"

বহুকণ উভয়েই নিশ্চল। কাউণ্টেস্‌ডেস্‌বরা গভীর চিন্তার নিমগ্ন। রাম্-

সের সঙ্গে তাঁহার গুপ্ত-প্রণয়, সে কথাটা ডাচেসের নিকটে প্রকাশ করিবেন কি গোপন রাখিবেন, মনে মনে তাহারই আন্দোলন। মনে মনে বিচার করিলেন, ডাচেস্ জর্জিয়ানা যখন তাঁহার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, তখন তাঁহার কাছে সে কথা প্রকাশ করা দোষের হইবে না, প্রকাশ করাতে বরং অন্তরের অনেকটা ভার-লাঘব হইবে। ইহা স্থির করিয়া আর অধিকক্ষণ তিনি ইতস্ততঃ করিলেন না; জর্জিয়ানার হাত দুখানি ধারণ করিয়া, ক্ষণকাল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার নিজের বদনে যন্ত্রণার সহিত লজ্জার যুদ্ধ,—অহঙ্কারের সহিত নৈরাশ্রের যুদ্ধ, মুখমণ্ডলে বাস্তবিক ঐ দুই ভাব একত্র। পরিশেষে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন, “জর্জিয়ানা! তোমার কাছে আমি একটি গুহ্য সত্য প্রকাশ করি। যখন তাহা তুমি শুনিবে, তখন তুমি অবশ্যই আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে। ফিলিপ রাম্বে আমাদের এই বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল, আমি—আমি তাহার হস্তে লজ্জা-বিসর্জন—জর্জিয়ানা! বুঝি-নাছ আমার কথা ভাব?”

কথা বলিতে বলিতে অসতী এলিনরের জ্বলন্ত বিহ্বলিত হইল, অধরোষ্ঠ কম্পিত হইল, বক্ষঃস্থল ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল; ঐ তিন লক্ষণেই মানসিক যন্ত্রণার বিকাশ।

কাউন্টসের মুখে ঐরূপ কথা শুনিতে হইবে, লেডী জর্জিয়ানা তাহা একবারও ভাবেন নাই; শ্রবণ করিয়া বিস্ময়করবোধে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “অসম্ভব! অসম্ভব!”

কাউন্টস্ বলিলেন, “অসম্ভব নয়,—সম্ভব। ঘটনা আছে!—বাহা বলিলাম, তাহা সত্য!—সর্বাপেক্ষা অমঙ্গল—দশসহস্র গুণে অমঙ্গল,—আমার স্বামী সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আত্মোপাস্ত অবগত হইয়াছেন।”

বাহুপ্রাশে কাউন্টসের কণ্ঠবেষ্টন পূরক করুণকন্ডমা জর্জিয়ানা কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “অভাগিনী এলিনর!” সে ক্ষেত্রে বাহা বালা বলিয়া প্রবোধ দিতে হয়, সেই সকল কথা বলিয়া তিনি অভাগিনীকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

ডাচেসের বক্ষে মুখ রাখিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে কাউন্টস্ গদগদস্বরে বলিতে লাগিলেন, “জর্জিয়ানা! হাঁ,—তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইবে না, তাহা আমি জানিতাম, জানিয়াই আমার কলঙ্কের কথা তোমার কাছে প্রকাশ করিয়াছি। পাপকর্ম করিয়া এখন আমি অহুতাপ করিতেছি। ঐহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, তাহা তুমি জানো। পরি-

পীত জীবনে যে বাড়না আমি সহ্য করি, তাহাও তোমাকে বলিয়াছি। পতি
বিস্ত্র্যানে দারুণ বিরহব্রণা। দুর্দম রিপূর বিষম তাড়না! লোকটা সেই সময়
আমাদিগের বাড়ীতে আইসে, নাম ভাঁড়াইয়া আমাদের অতিথি হয়, প্রায়
সর্ব্বক্ষণ আমরা উভয়েই একসঙ্গে থাকিতাম। রূপ দেখিয়া না হউক, বাসনা-
বেগে তাহাকে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, ইচ্ছাশূন্যক তাহাকে আমি প্রেমদান
করিয়াছিলাম। হার হার! অল্প দিনের মধ্যেই আমার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল।
একজন চিত্রকর একখানা ছবি আনিয়া আমার স্বামীকে দেখায়; আমার স্বামী
সেই চিত্রকরের একজন প্রধান মুক্শী; ছবিখানা ভাল বলিয়া আমাকে
দেখাইবার নিমিত্ত স্বামী আমাকে ডাকিয়া পাঠান, আমি উপস্থিত হইয়া সেই
ছবি দেখিয়া কাঁপিয়া উঠি, ছবির নীচে লেখা ছিল,—ফিলিপ রাম্‌সে। বাহাকে
আমি ভালবাসিয়াছিলাম। তাহার চেহারার সহিত সেই ছবির অপরূপ সাদৃশ্য।
লোকটা মিথ্যা নাম বলিয়াছিল। সেই সময় ধরা পড়িল। আমার জ্ঞানবুদ্ধি
হরিয়া গেল! সেইখানে আমি মূর্ছিত হইয়া পড়িলাম। মূর্ছাভঙ্গের পর
আরন্‌ বাহাদুর আমার মুখে গুলতত্ত্ব জানিতে পারিলেন, সে সময় যে আমার
শি ব্রহ্মণা, সে ব্রহ্মণা সহ্য করিয়া কি প্রকারে বাঁচিয়া ছিলাম, তাহা আমি
জানি না।”

ডচেস্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার পর কি হইয়াছিল?”

কাউণ্টেস্‌ উত্তর করিলেন, “দয়া করিয়া স্বামী আমাকে ক্ষমা করিলেন, ভয়
দেখাইয়া রাম্‌সেকে আমেরিকায় চলিয়া বাইবার আদেশ করিলেন।”

ডচেস পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “আজিও কি তুমি সেই লোকটাকে
ভালবাস?”

চমকিতা হইয়া তীব্রকণ্ঠে কাউণ্টেস্‌ উত্তর করিলেন, “ভালবাসা?—
তাহাকে?—ওঃ! তাহাকে আমি মর্শ্বে মর্শ্বে ব্রণা করি।”

ডচেস্‌।—লোকটা ইংলণ্ড হইতে চলিয়া বাইবার পর তুমি আর তাহার
কোন খবর পাও নাই? সে তোমাকে আর কোন পত্রাদিও লেখে নাই?

কাউণ্টেস্‌।—পরমেখর ক্ষমা করুন! আমি ভাবিয়াছিলাম, লোকটা মরিয়া
গিয়াছে।

ডচেস্‌।—দোষ ধরিও না;—আর একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা
করি। অপর কোন প্রেমিক নাগরকে প্রেমদান করিয়া সাড়না প্রাপ্ত হইতে
তোমার কি ইচ্ছা হয় নাই?

কাউণ্টেস্‌।—(আরক্তবদনে যুহুযরে) না, আত্মার নামে আমি লপথ
করিতে পারি, স্বীয় সত্য স্বরণ করিয়া সে প্রবৃত্তি আমি পরিত্যাগ করিয়াছি,

কমা না চাহিতেই স্বামী আমাকে কমা করিয়াছিলেন, এখন আমি পাত্তব্রতার ধর্মপালনে ব্রতী। যে দিন তুমি পূর্বাঙ্গের বিবেচনা না করিয়া আমাকে লর্ড ক্লোরিমেলের সহিত মিলনের অহরোধ করিয়াছিলে, সে দিন আমি কিরূপ ক্রোধের বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা কি তোমার মনে পড়ে না ?

ডচেন্স।—ষ্ট্যানফোর্ড-নিকেতনে ফিলিপ রাম্‌সে যে দুর্ভাষা করিয়াছিল, তাহা অবগত থাকিয়াও তোমার স্বামী সেই ষ্ট্যানফোর্ড-নিকেতন খরিদ করিয়াছেন, ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নহে ?

কাউণ্টেস্‌।—সেই সাম্প্রতিক ঘটনা প্রকাশ হইবার পূর্বে তিনি সেই বাটীখানি খরিদ করিবার চুক্তি করিয়া অগ্রিম ব্যয়না দিয়া রাখিয়াছিলেন, ঘটনা প্রকাশ হইবার পর তাঁহার ভাবান্তর উপস্থিত হয়, বাটীখানা খরিদ করিতে তিনি অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, আমিই তাঁহাকে প্রবৃত্তি দিয়া খরিদ করাইয়াছি।

প্রায় তিন ঘণ্টাকাল এই প্রকারে নানা বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক করিয়া ডচেন্স ডেভনশায় কাউণ্টেস্‌ ডেব্রয়ার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

লেডী জর্জিয়ানা বিদায় হইবার দশ মিনিট পরে একজন পেয়াদা আসিয়া কাউণ্টেসের হস্তে একখানা চিঠি দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। কি ব্যাপার, কাহার চিঠি, কোথা হইতে আসিল, উদ্ভ্রান্ত-চিত্তে ক্ষণকাল মনে মনে তাহা চিন্তা করিয়া কাউণ্টেস্‌ অবশেষে সেই পত্রের শিরোনামের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ধূস্র হইতে চঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ ছুটিয়া আসিয়া লোকের বক্ষে বিদ্ধ হইলে, লোক যেমন ভূপতিত হইয়া যাতনার ছটফট করে, হস্তস্থিত পত্রের শিরোনামের অক্ষরগুলি দেখিবামাত্র হস্তাক্ষর চিনিয়া লেডী ডব্রয়া সেই প্রকার যাতনার ছটফট করিতে লাগিলেন, পদনখের অগ্রভাগ হইতে মস্তকের কেশাগ্র পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। বৃকের ভিতর ঘোর সংশয়ের অনল জ্বলিয়া উঠিল, অগ্নির অন্তরে চিঠিখানার খাম খুলিয়া ফেলিয়া চকল-কটাকে তিনি একবারমাত্র নির্ভীক দর্শন করিলেন। একবারমাত্র কটাক্ষ,—আর না।—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চক্ষে ঝাপসা লাগিল, বুদ্ধি বিলুপ্ত হইল, মনোবেগে উদ্বেগের স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “হা বিধাতঃ! আমার ভাগ্যে কি ঘটিবে ?”



লণ্ডন-রহস্য

(বড়দলের শুভনীলা)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ



পুনশ্চিলনে নবভাব।

সেই ভেন্স ফোরারে কিং ট্রাটে লেডী লেডের বাটা। পূর্বপরিচ্ছেদে যে দিনের ঘটনা বর্ণিত হইল, সেই দিন সন্ধ্যার পর বীরাজনা লেডী লেড ভোজনাগারে বসিয়া আছেন, পার্শ্বে তাঁহার পুরাতন প্রিয় স্বজন্ম রসিক নাগর মিটার মিংগেলস। টেবিলের উপর মদিরাপাত্র ও বিবিধ ফল সুসজ্জিত ; কিন্তু তাঁহারা সে সকল বস্তু স্পর্শও করিতেছেন না, দেশ-বিদেশের মনোরঞ্জন গল্পে সময় বাপিত হইতেছে।

বীরাজনা এখন বিধবা ; শোকবন্ধ-পরিহিতা, অসুস্থিত অলকাবলী উত্তর কর্ণের পার্শ্ব দিয়া স্বল্পোপরি দোহুলামান ; বর্তমান সময়ে বিধবা বিবিধের পরিচ্ছদে কিছু বিশেষত্ব আছে ; জাহুর নিয়মের অনাবৃত ; স্তনবৃগল প্রায় অনাবৃত। ক্রুদ্ধবসনা বিধবা লেডী লেড অনেকের চক্ষে অধিক সুন্দরী। পুরুষবেশে তাঁহাকে বেক্রপ সুন্দর দেখায়, নারীবেশে তত সুন্দরী দেখাইতেছে না বটে, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার পুরুষবেশ দর্শন করেন নাই, অথচ নারীজাতির ঐশ্বর্য দেখিতে ভালবাসেন, তাঁহারা এই বেশে তাঁহাকে দেখিলে অবশ্যই রমণী সৌন্দর্যের তারিক করিয়া মোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

মিংগেলসের দৈহিক পরিবর্তন বেশী হয় নাই, কেবল বহুদিন জলপথে ভ্রমণে যুগ্মানি কিছু ভক্ত ও বিবর্ণ হইয়াছে যাত্র। লেডী লিটিসিয়া তাঁহার কাছে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন। মিটার মিংগেলস তৎপূর্ণ রক্তনীতে লভনে আসিয়া পৌছিয়াছেন। যত দিন তিনি ইংলেণ্ডে ছিলেন না, তত দিনের কি কি ঘটনা, তাহাই তিনি প্রবণ করিতেছেন। মেনদারের পারদ-বাড়ীতে সার্ব জন লেডের স্বভাব-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া লেডী লিটিসিয়া হর্ষ-বিবাহে অকীকৃতা হইয়াছিলেন, স্বামী পরিত্যক্ত স্পৃহিত পূর্ণ-অধিকারিনী হওয়াতেই হর্ষ, সন্ত-

বতঃ পতিবিরোগে বিবাহ। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ইতিমধ্যে মিগেল্‌সের বাসাবাড়ী
কুঠন করিয়া সমস্ত জিনিষপত্র এবং পূৰ্ব্বে কথিত দলীলপত্র হস্তগত করেন
কৌশলক্রমে লিটিসিয়া আবার সেই সকল দলিল অপহরণ করিয়াছিলেন
হুবরাজকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া, ভবিষ্যতে সাবধানে থাকিবার জন্ত তম
দেখাইয়া আসিয়াছেন, আবার সেই সকল দলীল হুবরাজের হাতে পড়িয়াছে।
হাস্ত করিতে করিতে বীরাদনা সেই সকল কথাও মিগেল্‌সকে বলিতেছেন।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স মিগেল্‌সকে নির্কাসিত করিয়াছিলেন, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌
সের বারা তিনি অনেক কষ্ট পাইয়াছেন, বৈয়ননিধাতনের বাসনা তাঁহার
হৃদয়ে বলবতী হইয়াছিল, কিন্তু লিটিসিয়ার মুখে যাহা বাহা শুনিলেন, তাহাতে
তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধির পক্ষে কতকটা সন্দেহ জন্মিল।

লণ্ডনে উপস্থিত হইয়াই মিষ্টার মিগেল্‌স জার্মিন স্ট্রীটে তাঁহার সাবাব
বাসাতে উপস্থিত হন, বাড়ীওয়ালী পিগেলবরী তাঁহাকে দেখিয়া আক্সাদে আট-
খানা। বাচাল বালকভৃত্য ওয়াস্প ভারী খুসী। পিগেলবরী বলিয়াছিল, তাঁহার
জিনিষপত্র তাহার হেঁপাজাতে আছে। লেডী লিটিসিয়া তাঁহার অশ্বগুলি
পালনের ও সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। উদ্বেগের কোন কারণ নাই

যে বাসাতে গরীব মেল্‌মথ স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া বাস করিত, লণ্ডনে উপস্থিত
হইয়া মিষ্টার মিগেল্‌স সেই বাসায় গিয়া মেল্‌মথের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া-
ছিলেন, কোন সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই; কুমারী রোজ কষ্টারের সংবাদ জানি-
বার জন্ত তিনি পেল্‌মেল স্ট্রীটে বিবি ব্রেসের পোষাকের দোকানে গিয়া-
ছিলেন, রোজ কষ্টার কোথায়, কেহই কিছু বলিতে পারে নাই; রাত্রিকালে
লেডী লেডের বাড়ীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ, ভোজের টেবিলে বসিয়া বসিয়া
উভয়ে নানা প্রসঙ্গে যেরূপ কথোপকথন, তাহাই উপরিভাবে উক্ত হইল।

লেডী লিটিসিয়ার বক্তব্য শেষ হইলে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্লেশবশে
মিষ্টার মিগেল্‌স বলিলেন, “হায় হায়। আমাদের সঙ্কিত আশা বিলীন হইল।”

বতকণ কথাবাদী হইতেছিল, ততকণের মধ্যে লেডী লিটিসিয়ার মুখে
একবারও হাসি দেখা দেয় নাই, এইবার যুদ্ধ হাস্ত করিয়া তিনি বলিলেন,
“ভাগ্যের কথা কে বলিবে? ভূমিও ডিউক হইতে পারিবে না, ডচেস্‌ হওয়া
আবারও ভাগ্যে নাই।”

তীব্রধরে মিগেল্‌স বলিলেন, “দেখিতেছি, এতৎসমস্তই সেই অকৃতজ্ঞ,
বিশ্বাসঘাতক, পাতকী, নরাধম প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের প্রবন্ধনার কল।”

লিটিসিয়ার ওষ্ঠপ্রান্তে তখনও সেই বৃহৎ হস্ত্র জড়ীড়া করিতেছিল, সকৌতুকে তিনি বলিলেন, “তুমি রাগিয়াছ, কিন্তু আর কি কোনরূপ নূতন আশার উদয় হইতে পারে না ? এত নৈরাশ্র অভিক্রম করিয়াও কি তুমি আমাকে ভ্রষ্টে করিতে পারিবে না ?”

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, “প্রিয়তমে ! তুমি আমার পরম হিতৈষিণী । তোমাকে ভুলে করিবার নিমিত্ত যাহা তুমি আমাকে করিতে বল, তাহাতেই আমি প্রস্তুত ; কিন্তু এ অবস্থার আমরা কোন নূতন কৌশল করনা করিতে পারি, আমাদের মেজাজ এখন সেরূপ নয় ; আসল কথা,—সেই ছরাচায় প্রিয়কে উচিতমত প্রতিফল দিবার উপায় উদ্ভাবন করাই কর্তব্য ।”

নব্রহ্মনে আপন অঙ্গের কৃষ্ণবসনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া, বেন মোহিনীমূর্ত্তি দেখাইয়া লেডী লিটিসিয়া বলিলেন, “টিম ! এখনও তুমি আমাকে একটি নিশ্চিত উপদেশ প্রদান করিতে পার। আমার স্বামী মহৎ লোক ছিলেন, আমি তাঁহার প্রতি যেরূপ দ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহা জানিয়াও তিনি আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার শোকে এক বৎসরকাল আমি এই শোকবন্ধ ব্যবহার করিব। এক বৎসর অতীত হইলে—”

লেডী লিটিসিয়া এখন স্বাধীনা, ধনবতী, মিগেল্‌সের সৌভাগ্যের অবস্থা পরিবর্তিত হইল, ধনবতী লিটিসিয়া এখনও সমভাবে তাঁহার প্রতি প্রেমাত্ম-রাগিনী, এই গৌরব স্মরণ করিয়া সাহসাদে মিগেল্‌স বলিলেন, “এক বৎসর অতীত হইলে তোমাতে আমাতে একপ্রাণ হইব ।”

সকণ্টক মৃণালোপরিহৃত পদমূল্যের উপর সূর্য্যকর পতিত হইলে বেঙ্গল শোভা হয়, লিটিসিয়ার আরক্তরাগরঞ্জিত অধরে সেইরূপ শোভা বিকাশ পাইল। ওষ্ঠপ্রান্তে দ্বন্দ্ব হস্তরেখা। প্রকৃতবদনে তিনি বলিলেন, “তোমার মুখে ঐ কথা শ্রবণ করাই আমার বাসনা ছিল। জীবনকালের মধ্যে বৃহত্তর জন্তও আমার সেই দয়ালু স্বামীকে আমি স্মৃণী করি নাই, তথাপি তিনি আমাকে আশাধিক ভালবাসিতেন, আশাধিক দয়া প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন ; এক বর্ষকাল বৈধব্য-ব্রত পালন করিয়া আমি সেই কল্পনা-রণ পরিশোধ করিব, স্থির করিয়াছি। ইতিমধ্যে তোমাতে আমাতে অকণ্টক বন্ধন স্থাপী হইবে। বুঝিয়াছ ? ইহাই আমাদের বিবাহের অঙ্গীকার।—কেন, ইহাই কি ঠিক নয় ?”

কথাগুলি বলিতে বলিতে লিটিসিয়ার চক্রে বিন্দু বিন্দু অশ্রুপূর্ণ হইল, সোলাপনুলের উপর অল্প অল্প হুটির জল পতিত হইলে যেমন দেখায়, লিটিসিয়ার আরক্ত বদনে অশ্রুবিন্দুগুলি টিক সেইরূপ দেখাইল। ধীরে ধীরে সেই স্তম্ভর কণোলে করস্পর্শ করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, “স্বন্দরি, তাহাই যখন তোমার ইচ্ছা, তখন অবশ্যই সেই ইচ্ছা কলবতী হইবে।”

এইরূপ প্রেমালোপ করিতে করিতে নিজের চেয়ারখানি সঙ্গিনীর চেয়ারের কাছে একটু সরাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অধর চুষন পূর্বক সাদরে ধীরে ধীরে কণোলদেশে বৃহ বৃহ চপেটাঘাত করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, “প্রিয়তমে ! তোমার গুণ আমি ভুলিতে পারিব না। আমি দেশে ছিলাম না। তথাপি আমার প্রতি তোমার প্রেমালোপ সন্মান রহিয়াছে, ইহাই আমার অতুল আনন্দ।”

ঐ সকল বাক্য উচ্চারণ করিবার সময় মিগেল্‌সের মনে মনে সঙ্কল্প, যোজ্য কঠোরকে আর তিনি কল্পনাপথে স্থান দান করিবেন না। ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিশ্বাস।

চমকিতা হইয়া লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “টিম ! তুমি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলে কি অস্ত ? আমার বাহা অজ্ঞাত, এমন কোন চিন্তা কি তোমার মনে উদ্ভূত হইয়াছে ?”

মনোভাব গোপন করিবার নিমিত্ত ছল করিয়া মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, “কিছুই নয় ; স্বৰ্ণভঃ আমি সত্য বলিতেছি, কিছুই না। তোমার বাহা অজ্ঞাত, তেমন কোন চিন্তার বিষয় আমার মনে আসিতে পারে না। আমি ভাবিতেছি, প্রিন্স অব ওয়েল্‌সকে দ্রব করিবার অত্র আমাদের হস্তচ্যুত হইয়াছে, প্রিন্স এত দিন আমাদের কারদার ভিতর ছিলেন, এখন সে কারদা আর নাই। বাহার উপর আমাদের কোর, দলীলী-প্রমাণ ভিন্ন যুগের কথায় কিছুতেই তাহা আবরা সপ্রমাণ করিতে পারিব না।”

লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে তুমি এখন কি করিতে চাও ?—অন্ত প্রকার চেষ্টার আমাদের বিশেষ প্রতীকার কিছুই হইবে না। মার্কুইস অব সেন্ট ক্রাইসের দাবীর কথা,—গত রজনীতে সে কথা তোমাকে আমি বলিয়াছি, বাসাবিক পূর্বে মার্কুইসকে আমি ভাপান্না করিতে বলিয়াছিলাম, তাপাছাও চলিতেছে, কিন্তু সে ব্যাপারে প্রিন্সের নিকট হইতে একটু শিলিংও আবরা বাহির করিতে পারিব না।”

মিগেলস জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে সবকে তুমি বাহা করিয়াছ, তাহার অভিরিক্ত আর কি করিতে পারা যায় ?”

লিটিগিয়া উত্তর করিলেন, “ঘটনার আতোপান্ত বর্ণনা করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রচার করিতে যাবুইসকে তুমি পরামর্শ দাও ।”

মিগে।—সে পরামর্শ আমি দিতে পারি, কিন্তু তদপেক্ষা আরও অধিক শক্ত প্রতিশোধ লওয়া আমার ইচ্ছা। পরাম্পরা সবকে দেখে, সাক্ষাৎ সবকে প্রতিশোধ, সেরূপ প্রতিশোধে কোনরূপ ছল পাইয়া প্রিয় আবা দিগকে দণ্ড দিবার সুবিধা পাইবেন না।

লিটি।—প্রিয়ের সমস্ত পতিক্রিয়ার প্রতি সর্বদা তুমি মজর রাখিতে আরম্ভ কর; কোন না কোন কার্যে অবশ্যই আমাদের ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারিবে। হুর্ড প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আবার যে আমাদের কারবার আসিয়া পড়িবেন না, ইহাই বা কে বলিতে পারে ?

মিগে।—বেশ কথা,—উত্তম পরামর্শ। গত রাত্রে তুমি যে কথা বলিয়াছিলে, তদনুসারে আজ প্রাতঃকালে আমি অনুসন্ধান লইয়াছি। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স যে রাজকন্যাটিকে বিবাহ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত তাঁহার অদ্বৈত প্রকার চুক্তি হইয়াছে। সাধারণ জনরব এইরূপ। এমন কি, কান্টনটন হাউসের অন্তঃপুর হইতেও সেইরূপ জনরব প্রতিপোচর হয়। জনরবটা যে সত্য, তাহার এক বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। দৈবযোগে আমার একটি বন্ধু সহিত অস্ত্র প্রাতঃকালে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তিনি সন্দোপনে চুপি চুপি সেই কথাটা আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।

লিটি।—তাহাতে কি ফল ?

মিগে।—গত রজনীতে কান্টনটন হাউসে নাচ হইয়াছিল, তিন জন নর্তকী উপস্থিত ছিল। প্রিন্স তাহাদের মধ্যে একজনকে সমস্ত রজনী আপন ঘরে স্থান দিয়াছিলেন। ইহাতেই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে, দুবরাজ আবার সেই পুরাতন খেলা খেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

লিটি।—প্রমাণটা যৎ নর, আবার আমি বলিতেছি, সর্বদা তুমি দুবরাজের চালচলনের প্রতি দৃষ্টি রাখো। অনেক সন্ধান তুমি জানো। কান্টনটন প্রাসাদে বাহারা সর্বদা পতিবিধি করে, তাহাদের খবর লও। এমন একটা না একটা ঘটনা অবশ্যই ঘটবে, বাহা নিশ্চয়ই আমাদের উপকারে আসিতে পারিবে।

মিগে ।—কৃতকার্য হইতে পারিব, এমন বিশ্বাস আমার ঠিক আছে ।
আচ্ছা, এখন আইস, খুব বড় গ্রাসের এক গ্রাস মধু আমাকে দাও ।

মিগেল্‌স্‌ নিজেই হুটি গ্রাসে ক্লারেট মদ্রিরা পূর্ণমাত্রায় ঢালিলেন, একটি গ্রাস প্রিন্স-সজিনৌর হস্তে দিলেন । গ্রাস হস্তে লইয়া সহাস্তবদনে লিটিসিয়া বলিলেন, “টিম ! মধু আমি খাইতাম না, তুমি দিয়াছ, সেই খাতিরেই পান করি ।” বাক্যাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রাসটি উজাড় । টেবিলের উপর শূন্য পাত্র সংস্থাপিত । দ্বিতীয় পাত্রটি মিগেল্‌সের উচ্চকণ্ঠে বিশোধিত ।

মধুপান করিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স নিজেই চুরুটের বাগ্গটি লিটিসিয়ার হস্তে অর্পণ করিলেন । হাস্ত করিয়া লিটিসিয়া বলিলেন, “এক বৎসর আমি চুরুট খাইব না । পতিবিরোগে বৈধব্য পালন করিব ।” হাস্ত করিয়া, বড়ী বেথিয়া, চুরুটের বাগ্গ হস্তে লইয়া মিষ্টার মিগেল্‌স চেয়ার হইতে উঠিয়া পাড়াইলেন, হাস্ত করিয়া বলিলেন, “তুমি খাইবে না, আমি খাইব, রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে, এই সময় আমি একটু বেড়াইব, মস্তকে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগাইব, কার্লটন হাউসের আশে-পাশে ঘুরিব ।”

মিষ্টার মিগেল্‌স টুপীটি মাথায় দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় লিটিসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাত্রিকালে ভোজনের সময় ফিরিয়া আসিবে ত ?”

“নিশ্চয় আসিব । আমার ঐ ছড়িগাছটা আমিন রহিল ।” এই বলিয়া তিনি নিকটবর্তী হইয়া বাহুপাশে বীরাজনার কর্ণবেষ্টন পূর্বক সুনিদ্র লোহিত ভণ্টে একটি চুখন করিলেন । কপট-ক্রোধে বিরক্তি জানাইয়া বীরাজনা বলিলেন, “এ কি ! এ সময়ে তোমার এমন ব্যবহার ?”

হাস্ত করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, “কেন,—তুমি ত বলিয়া রাখিয়াছ, প্রথমে আসিয়াই একটি, আর বিদায়কালে একটি মধুর চুখন-দান করিবে ?”

হাস্ত করিয়া লিটিসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা, যে রকমে তুমি সম্ভট থাকো, তাহাই করিও, এখন শীত শীত বিদায় হও, শীত শীত ফিরিয়া আসিও ।”

পুনরায় হাস্ত করিয়া মিগেল্‌স জিজ্ঞাসা করিলেন, “আসিবারাত্র আর একটি চুখন পাইব ত ?”

মধুর হাসি হাসিয়া বিধবা প্রেমিকা সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, “তথ্যত ।”

মিষ্টার মিগেল্‌স গৃহ হইতে বাহির হইলেন, সমুখের ককে চুরুট ধরাইয়া মধু পান করিতে করিতে নিশাভ্রমণে বহির্গত ।

বোড়শ পরিচ্ছেদ

ভিমিরাত্ত কুঞ্জবস্ত্রে নবরত্ন

যে দিক দিয়া গেলে অতি শীঘ্র সেট জেমস্ পার্কে উপস্থিত হওয়া যায়। চুরুটের ধূমপান করিতে করিতে সেই রাস্তা ধরিয়া মিষ্টার মিংগেলস্ গজপতি-গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। সুবস্ত্রের সম্বন্ধে বাহা করিতে হইবে, মনে মনে সেই কৌশল ঠিক করিয়া উৎসাহানন্দে তাঁহার গতি। অবশেষে এক সুদীর্ঘ বস্ত্রে তিনি প্রবেশ করিলেন, দুই ধারে দীর্ঘ দীর্ঘ বুদ্ধশ্রেণী; ছায়াবর স্থান বলিয়া সেই স্থানটি সাধারণতঃ কুঞ্জনামে পরিচিত। কার্লটন প্রাসাদের সম্মুখে সেই দীর্ঘ বস্ত্রে তিনি দুই তিনবার উপস্থ্যপরি পরিক্রমণ করিলেন; প্রাসাদের গবাক্ষে গবাক্ষে আলোকরশ্মি প্রতিভাসিত হইতেছে, কত কত মনুষ্যকণ্ঠের বাক্যালাপ শ্রুত হইতেছে। মিষ্টার মিংগেলস্ সেই দিকে চক্ষু-কর্ণ স্থির রাখিয়া দর্শন-শ্রবণে সমুৎসুক।

সর্ব্বদে লবেদা ঢাকা, মাথার টুপীতে বুকের অর্দ্ধাংশ আবৃত, একজন দীর্ঘাকার পুরুষ অতিক্রান্তবেগে মিংগেলসের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। বহিঃ ছদ্মবেশ, তথাপি তাহার আকার-প্রকার ও গতিভঙ্গীদর্শনে মিংগেলস্ বুঝিতে পারিলেন, লোকটা তাঁহার অপরিচিত নহে। প্রাসাদের সম্মুখে একটা লঠনে আলোক জলিতেছিল, সেই আলোতে ঐ ছদ্মবৃত্তি দৃষ্ট হয়। মিংগেলস্ যে স্থানে ছিলেন, সে স্থানটা ঘোর অন্ধকার, লোকটা যখন সম্মুখ দিয়া ক্ষুণ্ণ চলিয়া গেল, অন্ধকারে মিংগেলসকে ঘেঁষিতে পাইল না, কণ পরেই সেই লোক অন্তত।

মিংগেলস্ পরিক্রমণ করিতেছিলেন, কণকাল ধামিয়া দাঁড়াইলেন, ওষ্ঠ হইতে চুরুটটা নামাইয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, “লোকটা কে? কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি?” ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল, আটলান্টিক মহাসাগরে “ডায়ানা” জাহাজে ঐ বৃত্তি তিনি দেখিয়াছিলেন। হাঁ, সেই বটে, তখন তাঁহার আরও স্মরণ হইল, এই সেই সমুদ্রপানী শব্দগর গটেভস্ ওয়েককিন্ড। বোম্বের্টে জাহাজ হইতে কো-ওয়ারেন ও টিকেন প্রাইলের সঙ্গে ঐ ব্যক্তি “ডায়ানা” জাহাজে নীত হইয়াছিল।

আহা! তিনি একবারও তাহার মুখ দেখিতে পান নাই; লোকটা প্রায় সর্বদা কবিনের মধ্যে নির্জন বাস করিত। কি যে তাহার রহস্য, কি যে তাহার মতলব, তাহা কিছুই বুঝা যায় নাই। এখনও লবেদ্যবৃত্ত হইয়া মুখ ঢাকিয়া বেড়াইতেছে। আশ্চর্য্য,—ভারী আশ্চর্য্য!

মনে মনে এইরূপ আন্দোলন করিয়া মিটার মিংগেল্স সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। ফিলিপ রান্সে যে পথ ধরিয়া যে দিকে চলিয়া গিয়াছিল, একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ছয়বেশী লোকটা চলিয়া গিয়াছে, আর হয় তো সে দিকে ফিরিয়া আসিবে না, এই ভাবিয়া মিটার মিংগেল্সের মন অস্ত চিন্তায় ব্যাপৃত। বিলাসিনী বীরাজনা লিটিসিয়া আর সুন্দরী রোজ ফটোর তাহার মনোরাজ্য অধিকার করিল। সেই হুটী সুবতীর রূপ তিনি করনার চক্ষে দর্শন করিতেছেন এমন সময় নিকটে মজুবোর পদশব্দ স্রুতিগোচর হইল; যেখানে তিনি দাঁড়াইয়া থাকেন, কে যেন সেই দিকে আসিতেছে, এইরূপ তিনি বুঝিলেন; কিন্তু স্নানটা অত্যন্ত অন্ধকার, নিকটে নিকটে বড় বড় বৃক্ষের ছায়া, তাহার উপরে আকাশে যেখ, একটিও নক্ষত্র দেখা যায় না, সে অন্ধকারে মিটার মিংগেল্স প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না।

পদশব্দ শুনা যাইতেছে, কিন্তু মানুষ দেখা যাইতেছে না। মিংগেল্স ভাবিলেন, সেই লোকটাই হয় ত ফিরিয়া আসিতেছে। কে সে, তাহা তিনি জানেন না, কেবল নাম শুনিয়াছিলেন গষ্টেভস্ ওয়েকফিল্ড।

লোকটা এখানে আসিয়া কি করে, তাহা জানিবার কৌতূহল জন্মিল; একটা বৃক্ষের মূলদেশে একখানা বেক পড়িয়া ছিল, গা-ঢাকা হইয়া মিংগেল্স সেই বেকের উপর বসিলেন।

সেই অন্ধকারে একটা লোক হন হন করিয়া চলিয়া আসিতেছে। কুঞ্জের অপরদিকে অনেক তফাতে তফাতে খুঁটার মাথায় একটা লণ্ডনে তৈলের আলো; সেই আলোতে যতদূর দেখিতে পাওয়া সম্ভব, মিটার মিংগেল্স ততদূর দেখিয়া মনে মনে স্থির করিলেন, পূর্বে যে লোকটাকে দেখিয়াছিলেন, সেই বটে। লোকটা দ্রুত চলিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ সেই দ্রুত গতি ধারিয়া পেল, লোকটা আপন মনে অতি বৃহৎ কণা কহিতে আরম্ভ করিল; অশ্লষ্ট হইলেও মিংগেল্স সেই কথাগুলি শুনিতে পাইলেন।

কথাগুলি শুনিয়া মিটার মিংগেল্স আপনা আপনি বৃহৎভাবে বলিলেন, “এই

হয়েবেশী ওয়েককিল্ড এখানে অপর একজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, এইরূপ যক্ষোভ ছিল, তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, সঙ্গে একজন লোকও আছে।

০: ! উদার! এই দিকেই আগিভেছে।”

কথা ঠিক। দুটি লোক ক্রমে ক্রমে সেই দিকে আসিতে লাগিল। পাছে টারার দেখিতে পায়, সেই সন্দেশেই মিটার মিংগেন্স তৎক্ষণাৎ বেঞ্চ হইতে টিয়ার একটা বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া লুকাইলেন। আগন্তকেরা পূর্বে কথা কহিতেছিল, এই সময় চুপ করিয়া কুঞ্জের নিকটে আসিয়া দাঁড়ইল; মিংগেন্স একটু পূর্বে যে বেঞ্চে বসিয়াছিলেন, তাহার আসিয়া সেই বেঞ্চের উপরে সিল; আবার কথা কহিতে আরম্ভ করিল। মিংগেন্স জানিতে পারিলেন, ওয়েকফিল্ডের সঙ্গে যে লোকটি আসিয়াছে, সে দ্বীলোক।

বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া যিগেল্‌স্‌ শুনিলেন, গষ্টেইন্‌স্‌ ওয়েকফিল্ড্‌ হুশি
হুশি সেই জ্বীলোকটিকে বলিল, “তুমি আমার চিঠি পাইয়াছ, চিঠির সর্বমতে
আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ।”

মানসিক যন্ত্রণায় বিকলিত ও যুহকর্মে জীলোকটি বলিলেন, “হাঁ, আমার চিঠি আমি পাঠিয়াছি, যেখানে দেখা করিতে লিখিয়াছিলে, সেইখানে আসিয়া দেখা করিয়াছি ; কিন্তু কেন তুমি আমার সহিত দেখা করিতে চাও ? আমার ভ্রাতা আমি বিস্তর যন্ত্রণা সহ করিয়াছি, তাহা কি তুমি জানো না ?”

পাঠক মহাশয় বুঝিয়া লইবেন, যে লোকটাকে গাঠিতস প্রত্যেক ফিল্ড বলা
ইতেছে, বাস্তবিক সে লোকটা সেই ফাঁসীছেঁড়া আসামী ফিলিপ ব্রাসে
দ্বারা সেই জীবলোকটি আপনারদের পূর্বপরিচিত। কাউন্টেন্স হেসবরা।

বাবুশে উত্তর করিল, “তবে কি তোমাতে আমাতে সকল সম্পর্ক ভুটিয়া গিয়াছে ? পূর্বে তুমি আমাকে যত ভালবাসিতে, এখন আমাকে তত ঘৃণা নয়, ইহাই কি আমাকে বঝিতে হইবে ?”

কাউন্টেস্ উত্তর করিলেন, “তোমার সহিত সতর্কতনে আমার বে দুর্দশা
ইয়াছে, তজ্জন্ত আমি এখন অনুতাপ করিতেছি। আমি মনের সুখে থাকিতে
||রি, এমন যদি তোমার অভিলাষ হয়, তবে আজিকার এই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধনে
তোমার বাহা কিছু বলিবার আছে, যত দূর সম্ভব, তত শীত্র শীত্র সংক্ষেপে
||হা শেষ করিয়া লও।”

কর্কশবরে দ্বাম্বে বলিল, “আমার প্রতি তোমার মনের ভাব যে প্রকার,
দ্বার বেশ পেরিচর পাওয়া গেল ! ওঃ ! কি গরিববর্জন ! তুমি সাধ করিয়া

আমাকে তখন ভালবাসিয়াছিলে, সেই কাউন্টেস্ ডেস্‌বরা তুমি, এখন আমার প্রতি তোমার—”

দশবাক্তে বাধা দিয়া কাউন্টেস্ ডেস্‌বরা গভীরস্বরে বলিলেন, “চুপ চুপ ! ধবধবদার ! আমার নাম বুধে আনিও না, এই অন্ধকার কুঞ্জপথে কে কোথা দিয়া আসিয়া আমাদের এই সকল কথা শোণনে থাকিয়া শুনিতে পাইবে, আমাদের—”

রাম্‌সে বলিল, “সে ভয় নাই, কেহ কিছু শুনিতে পাইবে না। যদি কেহ আইসে, দূর হইতে পদশব্দ শুনিতে পাইলেই আমরা সতর্ক হইব। আমরা চুপি চুপি কথা কহিতেছি, দূরে থাকিয়া কেহ কিছু শুনিবে, তাহা অসম্ভব। আমি বলিতেছিলাম, আমাকে ভালবাসিয়া যে রমণী আপন স্বামী, আপন গৃহ, আপন পদযযাদা ও আপন সুখ-সম্পদ সমস্তই পরিত্যাগ করিতে অভিলাষিনী ছিল, এখন সেই রমণীর এত দূর পরিবর্তন—”

কম্পিতকণ্ঠে কাউন্টেস্ বলিলেন, “সেটা আমার দোষ নয়। সে ভয়ঙ্কর ঘটনা যদি না হইত, তাহা হইলে আমার সে ভালবাসা অবশ্য অক্ষুণ্ণ থাকিত।”

ভয়ঙ্কর তীব্রস্বরে রাম্‌সে বলিল, “সেই গঠেঁডস্ ওয়েকফিল্ড বাস্তবিক পুন-জীবিত ফৌজদারী আসামী কিলিপ রাম্‌সে, ইহা যদি তুমি জানিতে না পারিতে, তাহা হইলে চিরদিন তোমার সেই ভালবাসা কি সমান থাকিত ?”

হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া অধোজ্ঞাতে কাউন্টেস্ বলিলেন, “ওঃ ! তোমার কথা শুনিয়া ভয়ে আমার অন্তরাঙ্গা কাঁপিতেছে ! যদি কেহ লুকাইয়া আমাদের এই সকল কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে তোমার দশা কি হইবে ? সংসারের লোকে আমাকেই বা কি মনে করিবে ?”

যেন কতই নৈরাশ্র উপস্থিত, সেই ভাব জানাইয়া রাম্‌সে উত্তর করিল, “আমার জন্ত আমি কিছুই ভয় করি না। আমার কথা এই যে, যত দিন আমি দেশে ছিলাম না, তত দিন মনে মনে যে আশা পোষণ করিয়াছি, সে আশা তুমি এককালে নিমূল করিয়া দিলে।”

ভয়ঙ্কিতকণ্ঠে কাউন্টেস্ বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ ! কি আশা তুমি পোষণ করিয়াছিলে ? কেন তুমি ইংসনে ফিরিয়া আসিয়াছ ? তোমার উপর আমার স্বামীর যতদূর আক্রোশ, তাহা কি তোমার মনে নাই ? যে হতু্য দিয়া তিনি তোমাকে সমুদ্রপারে পাঠাইয়াছিলেন, কোন্ সাহসে সে হতু্য তুমি অমাত্য করিয়াছ ?”

রাশ্বে বলিল, “আমাকে দাঙি দিবার জন্য তোমার স্বামী কদাচ তোমার কলঙ্কটা সর্বসাধারণকে জানাইয়া দিতে সাহস করিবেন না। আমি তখন এক রকম পাগল হইয়াছিলাম, আমার বুদ্ধিশক্তি লোপ পাইয়াছিল, সেই কারণেই তখন তাঁহার আদেশে আমি বশেষ হইতে নির্বাসিত হইতে সম্মত হইয়াছিলাম।”

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “এখন তুমি কিরিয়া আসিয়াছ। এখন যদি আমার স্বামীর চক্ষে পড়, মহা ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া তিনি যে তোমার উপর কিরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, তাহা ভাবনা করা যায় না। ঠাণ্ডা-সময়ে তিনি খুব ভালমানুষ, কিন্তু রাগিলে তাঁহার প্রকৃতি অতি ভীষণ হইয়া উঠে।”

রাশ্বে বলিল, “বে আশা আমার হৃদয়ে ছিল, তাহা ব্যক্ত করাতো তোমার আশ্চর্য্যজ্ঞান হইতেছে, কিন্তু আমি জানিতাম, স্ত্রীজাতির ভাল-বাসা—আন্তরিক ভালবাসা চিরস্থবের হয়; ইংলণ্ড হইতে বিদায় হইয়া সমুদ্রপথে সর্বদা আমি সেই আশার পূজা করিতাম, আমি অস্তায় কাঁদা করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, ভবিষ্যতের নিমিত্ত অবশ্যই আমি সাবধান হইয়া চলিব।”

গভীরস্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, “সমাপ্ত কর, সমাপ্ত কর। ও সকল কথাই আর প্রয়োজন নাই। আমার স্বামী পরম দয়ালু। দয়া করিয়া তিনি আমার তত বড় অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন, আমার অন্ততঃ হৃদয় এখন তাঁহারই সেবার নিরত।”

রাশ্বে বলিল, “আমি বেশ বুঝিলাম, তুমি আমাকে যত ভালবাসিতে, এখন তত অধিক ঘৃণা করিতেছ। আমি কিন্তু তোমাকে এখনও অকপটে ভাল-বাসি।”—কথা কহিতে কহিতে লোকটার কণ্ঠস্বর কাঁপিল, প্রত্যেক বাক্য করুণা ও যমতা প্রকাশ পাইল, সে বেন অন্তরের সরলতা পরিব্যক্ত করিতেছে, তাহার যে ছলনা, কাউণ্টেস্ তাহা কিছুই বুঝিলেন না। লোকটা আবার বলিতে লাগিল, “তুমি আমাকে সাধু হইতে বলিয়াছ, সাধুই আমি হইব। আজ কেবল একটিমাত্র প্রার্থনা, একটিমাত্র নিবেদন;—তুমি আমার একটি উপকার কর, তাহা হইলেই তোমার কাছে আমি জন্মের যত বিদায় লইব, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ করিব না।”

লোকটার উপর লেডী ডেস্‌বরার বিজাতীয় ঘৃণা; সেই ঘৃণিত লোকট

চিরদিনের মত বিদায় লইবে, সেই আশ্বাসে সাগ্রহে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,
“আচ্ছা, বল, তোমার কি উপকার করিতে হইবে ?”

রাস্বে উত্তর করিল, “উপকার এই যে, তোমাকে আর একবার আমি ভাল করিয়া দেখিব ;— বুখখানি দেখিব, মাথুর্যা দেখিব, যে মাথুর্যাতে মাল্লবের মন আকৃষ্ট হয়, চিরদিন অরণ্য রাধিবার নিমিত্ত সেই মাথুর্যাখানি আমি আর একবার দর্শন করিব। অতি অল্পকালের মত। তোমার অল্প-প্রত্যাদ বসনারত, বলনের মধ্যেই সর্বত্র পূর্ণতা-প্রাপ্ত, তাহা আমি বুঝিতেছি, কিয়ৎকালের নিমিত্ত রূপখানি দর্শন করাই আমার অভিলাষ।”

তর পাইয়া কাঁপিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, “এ রাত্রে এখানে তাহা হইতে পারে না। যদি তুমি একান্তই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে চাও, তবে আগামী কল্য দিবাভাগে হাইড পার্কে আমি আমার অভ্যাস-মত সুপরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া গাড়ী করিয়া আসিব, সেইখানে তুমি উপস্থিত থাকিও, তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। আজ রাত্রে আমি সামান্য পরিচ্ছন্ন পরিধান করিয়া সামান্য টুপী মাথার দিয়া এখানে আসিয়াছি, এ ক্ষেত্রে তুমি যে পাশলের মত প্রদীপ বসিতেছ, তাহাতে আমি রাজী হইতে পারি না। নিশ্চয় বলিতেছি, আগামী কল্য দিবাভাগে হাইড পার্কে দেখা হইবে।”

রাস্বে বলিল, “অদ্বুত প্রস্তাব ! আমার মাথার উপর বঁড়া কুলিতেছে, আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ ছিল, মরিতে মরিতে ঝাঁচিয়া আমি লুকাইয়া বেড়াইতেছি, দিবাভাগে হাইড পার্কে উপস্থিত হইলেই আমি ধরা পড়িব।”

একটু চিন্তা করিয়া কাউণ্টেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কোথায় কিরূপে সাক্ষাৎ হইতে পারিবে, তাহা তুমি ঠিক করিয়া বলিতে পার ?”

রাস্বে উত্তর করিল, “তখন কোন স্থান আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না।”

ধানিককণ চূপ করিয়া থাকিয়া কাউণ্টেস্ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন,
“ট্যান্ডার্ড প্রিন্সিপাল আমরা খরিদ করিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ ?”

রাস্বে উত্তর করিল, “শুনিয়াছি ; সে সন্বাদ আমি রাখি, সে বাড়ী আমি ভালই চিনি।”

কিয়ৎকণ চিন্তা করিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, “তবে আগামী কল্য রাত্রি নবম ঘটিকার সময় সেই বাড়ীতেই সাক্ষাৎ হইবে।”

আজ্ঞাদিত হইয়া রাম্বে বলিল, “বেশ কথা, এস বাড়ীর অফিসন্ধি সমস্তই আমার জন্য আছে।”—কাউন্টেস্ বলিলেন, “পশ্চাদ্ভিকের গুপ্ত খার দিয়া, গুপ্তসিঁড়ি দিয়া শেখ প্রান্তের বৈঠকখানা-গৃহে ভূমি প্রবেশ করিও। ফটকের ভিতর দিকে ব্যাকস্ দেবের প্রতিমূর্তির পদতলের গহ্বরে চাবী থাকিবে, সেই চাবী লইয়া ভূমি নির্ঝিমে প্রবেশ করিতে পারিবে, ফটক খোলা থাকিবে। মরণ রাধিও, আগামী কল্যা রাত্রি নবম ঘটিকা।” রাম্বে বলিল, “ষ্টিক নবম ঘটিকা। আর একটা কথা,—মোহন পরিচ্ছদ ধারণপূর্বক মোহিনী-বেশে উপস্থিত হইও। সেই দেখাই আমাদের শেষ দেখা। তাহার পরই আমি এ দেশ হইতে চলিয়া বাইব, এ জগৎ আর তোমাতে আমাতে দেখা-শাক্য হইবে না। বশ্মের নামে এই আমার শপথ।”

শপথে প্রতিধ্বনি করিয়া কাউন্টেস্ ডেস্‌বরা বেঞ্চ হইতে গাত্ৰোত্থান পূর্বক অল্প দিকের অন্ধকার পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

গৌরবর্ণী লেডী ডেস্‌বরা এ রাত্রি যেন মস্তমুগ্ধা ভুজ্জিনী। তিনি নেত্র-কর্ণের আচগোর হইলে কাঁসীছেড়া আসামীর মহানন্দ উপজিল। কর্ণের অগোচর, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষতলের বেঞ্চে বসিয়া কথা कहিলে দূর হইতে লেডী ডেস্‌বরা তাহা শুনিতে পাইবেন না, ইহাই আনন্দের হেতু। তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া ফিলিপ রাম্বে উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, “কাউন্টেস্ ডেস্‌বরা! তোর ভারী অহঙ্কার, তোর জন্তই আমাকে নির্দাসিত হইতে হইয়াছিল, এখন দেখিব, কে তোকে রক্ষা করে! যে কান্দ পাতিয়াছি, সেই কান্দে তোকে জড়াইব, কেহই রক্ষাকর্তা থাকিবে না, তোর ইহকাল পরকাল আমার হাতে। আমার দণ্ডকমার মূল্যবস্তু তোকে আমি প্রিয় অব্ ওরেল্‌সের কোড়ে সমর্পণ করিব; তোর দর্প চূর্ণ করিব; তাহার পর তোকে আমি আবার নিজের উপপত্নী করিয়া রাখিব। একবার আমি কাঁসীকা’ বুলিয়াছিলাম, প্রাণ ধার নাই; তোর জন্ত আবার যদি আমাকে কপটে-বাইতে হয়, তাহাও মঞ্জুর, তবুও আমি তোর সর্বনাশ করিব। দেখিব, নকল, দর্প-পক্ষ কোথায় থাকে।”

আছে,

আত্মানন্দে আত্মগত উচ্চকণ্ঠে এইরূপ আত্মালন করিয়া ফিলিপ রাত্রি এই বেঞ্চ হইতে উঠিল, কাউন্টেস্ যে দিকে গিয়াছিলেন, সে দিকে না গিয়া, অন্য দিকে অত্যাঁহিত হইল। বৃক্ষতরালে থাকিয়া নিটীর মিংগল্‌স আত্মোপাস্ত সমস্ত দেখিলেন, সমস্ত শুনিলেন; রাম্বে চলিয়া বাইবার পর শুভদ্বান হইতে

বাহির হইয়া গেভী লিটিসিয়ার নিকেষনে করিয়া গেলেন । জবণকালে যাহ বাহা ঘটনা হইল, একে একে তৎসমস্তই লিটিসিয়াকে বলিলেন, লিটিসিয়া ভারী হুখী ।

সমস্ত ব্রহ্মান্ত প্রবণ করিয়া আনন্দে গেভী লিটিসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, “দেখ দেখি প্রিয়তম ! কেমন সুন্দর পরামর্শ আমি দিয়াছিলাম ! অল্পকণ জবণ করিয়াই তুমি কতদূর সন্ধান জানিতে পারিয়াছ । এই রাজ্যের ভ্রমণে পরিণামে কিরূপ ফল হইবে, তাহা এখন কে বলিতে পারে ?”

আনন্দে হাস্ত করিয়া মিংগেলস বলিলেন, “আমার যেরূপ মনঃপীড়া জন্মিয়াছিল, ঐ গুপ্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাহার অনেক শান্তি হইল ; আমার বিশ্বাস হইতেছে, উহাই আমার মনঃপীড়ার মহৌষধ হইবে । প্রিয়তমে ! আহাৰ করিবার সময় আমাদের মতলব হাসিল করিবার জন্য হাসিয়া হাসিয়া গল্প করিব, এখন একটি চুঘন দান কর ।” এই বলিয়াই মধুমতীর মধুরাধরে টিখ একটি চুঘন করিলেন ।

লজ্জা জানাইয়া বীরাঙ্গনা বলিলেন, “এ আবার কি ? আগমনে বিদ্যারে দুটি চুঘনের কথা ছিল কিন্তু আজ রাজ্যে তুমি আমাকে সাতবার চুঘন করিলে । যাক্ সে কথা, বোসো তুমি ।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, বৃহ হস্ত করিয়া তিনি আবার বলিলেন, “নিয়মবদ্ধ করিয়া তাহা পালন করিবার তোমার এই ধারা ! তোমাকে অধিক বিশ্বাস করিতে আমার ভয় হয় ! বোসো তুমি, দেখিও,—আমার গা ঘেঁসিয়া বসিও না ! বোসো, মদ খাও, আহাৰ কর ।”

এইরূপ হস্তশরিহাসপ্রসঙ্গে উভয়ে ভোজনে বসিলেন । টেবিলের উপর উপাদেয় খাদ্য-পানীয় সজ্জিত ছিল, মদিরা পান করিয়া উভয়ে আনন্দে পরিভোষরূপে খাদ্যসামগ্রীগুলি উপযোগ করিলেন ।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

পরম্পর সাক্ষাৎ ।

পরদিন প্রাতঃকালে লর্ড ডেস্‌বরা সন্ধ্যীক অথারোহণে ট্যান্ডে-নিকে-তনে গমন করিলেন । অন্তরের অকুরাগ-বিরাগের সহিত যুদ্ধ করিতে লেডী ডেস্‌বরার অদ্ভুত ক্ষমতা । বুকের ভিতর ভীম হতাশন প্রধুমিত, কিন্তু পথে বাইবার সময় তিনি দিব্য প্রকৃষ্টবদনে হাসিয়া হাসিয়া স্বামীর সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, আরন্ বাহাহর আড়ে আড়ে চাহিয়া চাহিয়া দেখিয়াছিলেন, হান্ত যেন বিরল ; কথাবার্তাতেও যেন স্বাভাবিক সারল্যের অভাব ; কি কারণে সেরূপ ভাব, তাহা কিন্তু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না । লেডী যতক্ষণ নিজস্বপক্ষে সেরূপ বৈলক্ষণ্যের ছেড় নির্দেশ না করেন, ততক্ষণ চূপ করিয়া থাকাই তিনি বিবেচনাসিদ্ধ বোধ করিলেন ।

নিকেতনে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা কিছু কিছু জলযোগ করিলেন । অনন্তর আরন্ ডেস্‌বরা অথারোহণ পূর্বক নিকটবর্তী জমীদারী দর্শন করিতে বাহির হইলেন ; বলিয়া গেলেন, কিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন করিবেন ।

লেডী ইত্যবসরে স্বামীর উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিয়া একখানি পত্র লিখিলেন, বন্ধোবন্ধের মধ্যে পত্রখানি লুকাইয়া রাখিলেন ; তদনন্তর সেই গৃহ হইতে একটি পিস্তল আর একখানি ছোরা সংগ্রহ করিয়া লইলেন ; রাত্রি কালে যে গৃহে রাম্‌সের সহিত সাক্ষাৎ করিবার কথা, সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঐ ছটা অস্ত্র পরীক্ষা করিলেন ; আনন্দ হইল,—পিস্তলে গুলীবাক্রম পূর্ণ, ছোরাখানা তীক্ষ্ণধার ।

ট্যান্ডে-প্রাসাদের একাংশে তিনটি কক্ষ, উদ্যান হইতে মহলে প্রবেশের সিঁড়ি ; সেই সিঁড়ির সম্মুখের কক্ষটি বৈঠকখানা, মধ্যস্থলে শয়নকক্ষ, শেষের কক্ষটি তোবাখানা ও বিবি-লোকের বিয়াস্থান । কিংবেদন্তী আছে, সাইজিৎ বৎসর পূর্বে হানা লাইট-বুড-নারী একটি বর্ণ-সম্প্রদায়ের রমণী এই মহলে বাস করিতেন ।

সিঁড়ির নিকটস্থ বৈঠকখানা-গৃহে প্রবেশ করিয়া লেডী ডেস্‌বরা সেই পিস্তল ও ছোরাখানা একটা দেয়ালের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন, তাহার

নিজ-ঘরের চাবী লইয়া সিঁড়ি দিয়া নাথিলেন, ফটকের নিকটে এক বেথীর উপর সূরা দেবের প্রতিমূর্তি, তাহার পদতলে চাবীটি রাখিয়া ফটকের চাবীটি লইয়া উত্তানযথো ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; উদ্দেশ্য এই যে, সে চাবী না পাইলে ফটক হইতে কেহ বাহির হইতে পারিবে না।

অপরাত্ন পঞ্চম ঘটিকার সময় লেডী ডেস্‌বরা মহলে পুনঃ প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিলেন, আপন কক্ষে গমন করিয়া বেশ-পরিবর্তন করিলেন, বনে ছিল, মোহিনী-বেশ ধারণ করিতে হইবে। ওছপযুক্ত গোটাঙ্গার রেশমী পরিচ্ছদ ও মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া ভোজন-কালের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বসনভূষণে উনত্রিংশদ্বয়ীয়া সুবস্ত্রীয় লাবণ্যচ্ছটা ও বদনকমলে আরক্তরাগ পরিবদিত হইল।

আরল্ ডেস্‌বরা সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরিয়া আসিলেন, স্ত্রন্দরী বনিতার মোহিনী-বেশ সন্দর্শনে তাঁহার বিশ্বস জন্মিল, প্রায় উৎসাহের অবসর না রাখিয়াই স্বামীর মুখের ভাব দেখিয়া এলিনর তৎক্ষণাত্ বলিলেন, ডেভনসারের ডিউক-দম্পতি আজ রাত্রে এই বাড়ীতে আসিবেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনার নিমিত্ত আমি এখানে থাকিব। সেই কারণেই মর্যাদাসূচক বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়াছি।”

সরলহৃদয় আরল্ ডেস্‌বরা সেই চতুরা রমণীর ছলনা বুঝিলেন না, ডিউক ডচেস আসিবেন, তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। উভয়ে আহার করিলেন। লেডী হই এক পাত্র মদিরা পান করিলেন, মদিরা-পানে তাঁহার চিত্ত অধিক উত্তেজিত হইল, বদনরঙলের আরক্ত রাগও অধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রাত্রি সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষে অনেক প্রকার গল্প হইল। আরল্ তদনন্তর লাইব্রেরীগৃহে প্রবেশ করিলেন, লেডী ডেস্‌বরা তাঁহার নিজ কক্ষে গমন করিলেন, তথায় দর্পণে মুখ দেখিয়া তাঁহার অসীম আনন্দ, নয়ন ও বদনে অপূর্ণ শোভা, মুখের বর্ণ গোলাপফুলের স্তায় রঞ্জিত। পাঠক মহাশয় মনে করিবেন না, লেডী ডেস্‌বরা রং মাখিয়া বদন রঞ্জিত করিয়াছেন, তাদৃশী স্ত্রন্দরীকে রং মাখিতে হয় না; স্বাভাবিক আলোচিত বর্ণের উপর বণিকাকনে সেইরূপ শোভা হইয়াছিল।

দর্পণে নিজ রূপ দর্শন করিয়া লেডী ডেস্‌বরার যেমন আনন্দ হইল, অল্পভাণের সহিত সেইরূপ বিবাহও আসিল। তিনি ভাবিলেন, রূপ দেখিয়া কিলিপ রাশুসে পাছে প্রেমোন্মত্ত হয়? আবার ভাবিলেন, যদি হয়, তাহাতে

আমার ভয়ই বা কি ? অল্প সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি, অবশ্যে আমি করী হইতে পারিব। বিজয় আমার হস্তগত। এই সকল ভাবিয়া তিনি স্থির হইয়া রহিলেন।

নিরূপিত কক্ষ লেডী ডেস্‌বরা।—ষড়ী দেখিয়া তিনি জানিলেন, ১৮টা বাকিতে পাঁচ মিনিট বাকী। ঘন ঘন তিনি পথের দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন; বন্ধোবন্ধমধ্যে চিঠিখানি ঠিক আছে; গিভল ও ছোরা যেখানে রাখিয়াছিলেন, সেইখানেই ঠিক আছে; নিজের শয়নকক্ষ হইতে দুটি বাতী আনিয়াছিলেন, সেই দুটি বাতী আলিয়া গৃহমধ্যে রাখিলেন, ঘরের অর্ধল বন্ধ করিয়া দিলেন, দ্বারপবাক্কের পর্দা ফেলিয়া দিলেন, বাহির হইতে বাতীর আলো দেখিতে পাওয়া না যায়, সেই অল্প তত সাবধান।

সতর্কতাসূচক এই সকল কার্য সমাপ্ত হইবামাত্র সিঁড়িতে মল্লখোর পদ-শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। নিশ্বাসরোধ করিয়া লেডী ডেস্‌বরা সেই শব্দ শ্রবণ করিতে লাগিলেন; বন্ধঃস্থল কাঁপিল না, কিন্তু ঘন ঘন মুখের বর্ণ পরিবর্তিত হইতে লাগিল, পদে পদেই যেন অমঙ্গলের আশঙ্কা তিনি ভাবিতে লাগিলেন, না জানি, ভাগ্যে আঁক কি ঘটে।

দ্বার উদ্বাটিত হইল। সুদীর্ঘ স্থূল লবেদ্যবৃত্ত বৃহৎ টুপীতে অর্দ্ধাবৃত্তবদন এক দীর্ঘাকার মূর্তি যেন ভূতের মত দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। লেডী ডেস্‌বরার নাসারন্ধ্রে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িল, ঘন ঘন হৃদয় কাঁপিল, নূতন প্রকার আশঙ্কা জন্মিল, হঠাৎ আতঙ্কে তিনি দুই তিন পদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইলেন; চক্ষু যেন ঝাপসা দেখিতে লাগিলেন, মনে মনে ভরক,—কি মহা সঙ্কট উপস্থিত।

মূর্তি যেধানকার, সেইখানেই দাঁড়াইয়া ;—সেইখানেই স্থির। সে তখনও গাত্রের আবরণ খুলিতেছে না, মুখের আবরণও খুলিতেছে না, এক পাও অগ্রসর হইতেছে না। দূরে থাকিয়া লেডী ডেস্‌বরা সেই মূর্তির দিকে একবার এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিষ্পেষ করিলেন,—মৃতীক কটাক্ষ। একবারমাত্র কটাক্ষপাতেই ভয়াতুরার কণ্ঠরসনা হইতে মহাতর্কের অশ্রুট চীৎকারজ্বনি বিনির্গত হইল। বদন আবৃত থাকিলেও ভদ্রী দেখিয়া লেডী মুগ্ধিতে পারিলেন, নূতন মূর্তি,—রামসে নয়।

চক্ষের নিম্নেবে নবাগত মূর্তির বস্ত্রাবরণ বিনিস্রুজ হইয়া মুখের মুখমণ্ডল প্রকাশিত হইল। কাউণ্টেস্‌ ডেস্‌বরার কক্ষের সম্মুখে ইংলণ্ডের হরকম্পট প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স্‌।

কম্পাঘিতা কাউন্টসের বহনমণ্ডল রক্তশূন্য হইল, কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি আরও চুই তিন পদ পশ্চাতে হট্টলেন; হুঃশব্দে ভর করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, “বিশ্বাসঘাতকের কাঁধে পড়িয়াছি! কি ভ্রম এই প্রতারণা? এই প্রবঞ্চক কিরূপে এখানে আসিল? কেন আসিল?”

সানন্দে প্রিয় অব্ ওয়েল্‌স বলিলেন, “সুন্দরি! আতঙ্ক দূর কর, উগ্র-ভাব পরিহার কর, তোমার সহিত আমার করেকটা বিশেষ কথা আছে। শান্ত হইয়া সেই সকল কথার উত্তর দান কর।”

প্রিলের কথার দিকে মন না রাখিয়া লেডী ডেস্‌বরা এই ভয়ঙ্কর ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিলেন; স্থির করিলেন, নিশ্চয়ই বিশ্বাসঘাতক রাম্‌সে সেই সকল কথা ইহাকে বলিয়া দিয়াছে, সেই কারণেই এই লম্পট রাজ-কুমার সেই পুনর্জীবিত রাম্‌সের প্রতিনিধি। রাম্‌সের সহিত আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, সমস্তই ইহার জ্ঞাতসার হইয়াছে। হায়! আমার লজ্জা—আমার কলঙ্ক, এই ব্রহ্মশূন্য নির্ভূর রাজপুত্র সমস্তই জানিতে পারিয়াছে! উপায় কি? এই সকল ভাবিতে ভাবিতে নিকটবর্তী একখানা সোফার উপরে তিনি বলিয়া পড়িলেন। নিমেষ পূর্বে তাঁহার কপোলে কিঞ্চিৎ লোহিতরাগ দেখা দিয়াছিল, পুনরায় পাণ্ডুবর্ণ। তিনি তখন ভাবিলেন, এই রাজপুত্রই এখন আমার ভাগ্যমীমাংসার বিধাতা।

বহুপরিকর হইয়া, ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া, কুল্লবদনে সুবরাজ বলিতে লাগিলেন, “লেডী ডেস্‌বরা! শোন আমার কথা। তুমি এখন আমার হাতের ভিতর, প্রতিশোধ লইবার উত্তম অবসর; প্রতিশোধ লইতে আমার বলবতী ইচ্ছা ছিল, তোমাকে ক্রোড়গত করিতে আমি অন্তরে অন্তরে অভিলাষী ছিলাম। আজ সেই শুভ অবসর উপস্থিত। কণকালমধ্যেই তুমি আমার কোড়ে আসিয়া আমার মনোবাগনা পূর্ণ করিবে।”

যেন উদ্ভাবিনীর স্তায় লেডী ডেস্‌বরা সোফা হইতে উঠিয়া সুবরাজের নয়নে তীব্র দৃষ্টিনিবেশ করিলেন, যে স্থানে পূর্বকথিত প্রাণঘাতক অন্ন লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, লক্ষ লক্ষ সেই দিকে অগ্রবর্তিনী হইলেন; তীব্রভাবে বলিলেন, “কখনই না,—কখনই না।”

ব্রাজ খুলিয়া কাউন্টস্ ডেস্‌বরা সবেমাত্র ছোয়ার বাট স্পর্শ করিয়াছেন, তিনি পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন ভাবিয়া সুবরাজ তৎক্ষণাৎ এক

লক্ষে নিকটে গিয়া বলপূর্বক তাঁহার কটিদেশ বেঁটন করিলেন, লেডীও সেই অবসরে ছোরাখানা টানিয়া বাহির করিলেন।

পিন্ডল এবং ছোরা উভয়ই সুবরাজের নেত্রগোচর হইল। ডাঙ্গ হইতে পিন্ডলটা এবং লেডীর হস্ত হইতে ছোরাখানা টানিয়া লইয়া লেডীকে তিনি দোফার উপরে কোর করিয়া বসাইলেন, ছোরাখানা ছুই খণ্ড করিয়া তাদিয়া ফেলিলেন ; ডিকটোরে জল ছিল, পিন্ডলের নলের ভিতর সেই জল ঢালিয়া দিলেন। সর্বসংযোগে পরাভূতা হইয়া হতাশে বিবাদে অভাগিনী রুমণী ছুই হস্তে বমনাবরণ পূর্বক অনর্গল অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হৃদ্যার্থে সিদ্ধসংকল্প হইলে হুজিয়াসক্ত পাপীর বেক্রপ বিজয়গর্ভ প্রকাশ পায়, সেইরূপ গর্ভ প্রকাশ করিয়া সুবরাজ বলিলেন, “লেডী ডেস্‌বরা, সম্পূর্ণরূপে এখন তুমি আমার কায়দায় পড়িয়াছ, রক্ষাকর্তা কেহ নাই। পূর্বে আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, এক কথায় তোমাকে আমি মাটি করিয়া দিব, সেই কথা এখন শ্রবণ কর। গর্ভিতা গৌরবিনী রুমণী ! শ্রবণ কর। যে আসামী-টার ফাঁসী হইয়াছিল, সেই ঘৃণিত ফোজদারী আসামীর উপপত্নী তুমি !”

হতভাগিনী গৌরবিনীর কণ্ঠ হইতে অপরিষ্কৃত চীৎকারধ্বনি নির্গত হইল, সর্বশরীরে কম্প, হস্তে হস্ত-পেষণ, কম্পনে কম্পনে সর্বদাঙ্গ সমুচিত।

দ্বিধাশিত্ত ভর ছোরা ও জলপূর্ণ পিন্ডলের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া প্রিন্স বলিতে লাগিলেন, “গর্ভিতা জীলোক ! যদি আমি সাবধান না হইতাম, তাহা হইলে তুমি আমাকে খুন করিয়া ফেলিতে। এখন শোনো, তোমার গুণের কথা প্রকাশ করিতে তুমি নিজেই আমাকে বাধ্য করিয়াছ। শোনো লেডী ডেস্‌বরা ! তুমি সত্যী নও ! আমি বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি, সেই প্রমাণের জ্বারেই তোমাকে জ্বল করিয়াছি। যে লোকটার গলায় আজিও ফাঁস-রজ্জুর দাগ আছে, সেই লোকটাকে তুমি যৌবন দান করিয়াছিলে ! হাঁ, তুমি তাহারই উপপত্নী হইয়াছিলে ! সমস্তই আমি শুনিয়াছি। আরো প্রমাণ নও ? সেই লোকটাকে ভুলিতে না ভুলিতে খুকীঘুণো গোঁপদাড়ীশুত খোসা থাকুণ্ড লড' ক্লোরিমেল নারীবেশ ধারণ করিয়া তোমার প্রেমরাজ্যের অধিকারী হইয়াছিল।”

লোক হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লেডী ডেস্‌বরা লজ্জাে বলিলেন, “আম্বার শপথ ! সন্ধানের শপথ ! সে অংশে আমি নির্দোষী ! আমার জীবনে ঐ একটা-টার কলঙ্ক ! একটাবাত্র পাপ ! দ্বিতীয় অপবাদ সম্পূর্ণ অবুলক !”

প্রেমবোজি করিয়া প্রিন্স বলিলেন, “পরবিধি ! কজন নাগরকে তুমি প্রেম দান করিয়াছ, সে তর্কের প্রয়োজন কি ? সেই ফৌজদারী আসামীটা তোমার সতীত্বার্থে কালী দিয়াছে, তাহাই কি যথেষ্ট নয় ? আসামীটা সকল কথাই আমাকে বলিয়াছে। তোমার স্বামীর সম্বন্ধে যে ভয়ঙ্কর গুহ্য বৃত্তান্ত, তাহার মুখে তাহাও আমি শুনিয়াছি।”

লজ্জায় ঘৃণায় ক্রোধে লেডী ডেস্‌বরার সুন্দর বদনমণ্ডল যেন জলদ্বাবৃত গগনমণ্ডলের তায় অন্ধকার হইয়া আসিল, সতেজে উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ! মুহূর্ত্তকাল স্থির হইয়া আমার কথা শোনো পাপাত্মা ফিলিপ রাম্‌সে ! সে লোকটা বহু দুঃখের নায়ক ;—বহু পাপে পাপী ! তাহার কথা এখন ছাড়িয়া দাও । আমাদের গুহ্যকথা তাহার মুখে তুমি সব শুনিয়াছ, তাহা সত্য ; কিন্তু তোমাতে আমাতে এখন কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি, তাহাই বিবেচনা কর । অরণ কর, সেই অরণীয় নাচের মজলীস ;—যে রাত্রে কালটন হাউসে নৃত্যসভা, সেই রাত্রে ছলনাক্রমে তুমি আমাকে একটি গৃহে আটক করিয়াছিলে, হঠাৎ বিবি ফিজ্‌ হারবার্ট সেই গৃহে উপস্থিত হন ; অরণ কর, বিবি হারবার্ট বলিয়াছিলেন, তিনি তোমার বিবাহিতা পত্নী । এখন আবার কালটন প্রাসাদে তোমার দ্বিতীয় পত্নী বাস করিতেছেন । জগতের কর্ণে বজ্রধ্বনির দ্বারা ঘোষিত হইবে, ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মিথ্যাবাদী ; এক স্ত্রী বিদ্যমানে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন । ঐ কথা প্রচার হইলে তোমার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে ? তুমি যদি আমার কলঙ্কের কথা প্রকাশ করিয়া দাও, অ মিও চূপ করিয়া থাকিব না ; আমিও তোমার ঐ গুহ্যকথা প্রচার করিয়া দিব । আমার দ্বারা তোমার এবং তোমার দ্বারা আমার, পরস্পর উভয়ের দ্বারা উভয়েরই গুহ্যকথা সকলোকে জানিবে । একসঙ্গে আমাদের উভয়েরই সর্বনাশ হইবে ।”

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মন দিয়া ঐ কথাগুলি শুনিলেন, তুচ্ছজ্ঞান করিলেন ; ভয় দেখাও আর যাহাই কর, কিছুতেই তিনি ভয় পাইবার লোক নহেন ; তাহার মুখের ভাব দেখিয়া লেডী ডেস্‌বরার আরও ভয় বাড়িল । তিনি বুঝিলেন, যে কৌশল তিনি স্থির করিতেছিলেন, তাহা ভাসিয়া গেল, প্রিন্সের স্বপ্নে যেন কোন বিশেষ জয়লাভের আনন্দলক্ষণ বিরাজিত ।

প্রিন্স বলিলেন, “মিসেস্‌ হারবার্টের সহিত আমার বিবাহের প্রমাণ ।—

কিসের প্রমাণ ? কি কি প্রমাণ ? —ওঃ ! সে সকল কাগজপত্র দখল করা হইয়াছে, প্রমাণের কোন চিহ্নই বিদ্যমান নাই ;—অতঃ লোকের মুখের কথাই কেহই সে কথা বিশ্বাস করবে না । দেখ এলিনর ! বুঝিয়া দেখ, তুমি সম্পূর্ণরূপে এখন আমার কায়দার ভিতর । আমি—”

নৈরাশ্র-শ্রোতে ভাসিয়া কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা স্তম্ভিতস্বরে বলিলেন, “আমার আমার একটিমাত্র কথা ।—প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ! তোমার ভগিনী রাজকুমারী সোফিয়া কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হইয়াছিলেন, তাহার একটি পুত্র-সন্তান জন্মিয়াছে, তাহা তুমি জানো ; যদি তুমি কাপুরুষের জায় আমার উপরে বলপ্রকাশ কর, তাহা হইলে আমি সেই ভয়ঙ্কর গুহকথা সকলকে বলিয়া দিব ।”

তনুবিমাত্রে যুবরাজ চমকিয়া পেলেন, কিছুক্ষণ তাঁহার মুখে কথা সরিল না । ভাব দেখিয়া কাউণ্টেসের মনে প্রচুর আনন্দ । কিছু পূর্বে মুখখানি বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সেই মুখে আবার রক্তচ্ছটা দেখা দিল, নয়ন যেন জলিয়া উঠিল, কতই সৌন্দর্য্য বাড়িল । যুবরাজ সেই সুন্দর মুখ দেখিলেন, সেই উজ্জ্বল চক্ষু দেখিলেন, অর্দ্ধরূত পীনপয়োধর দর্শন করিলেন, কামরিপু প্রবল হইল, পূর্ব্বের স্তম্ভিতভাব দূরে গেল । কাউণ্টেসের মুখপানে চাহিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “এলিনর !—এলিনর ! এখন অবধি তোমাতে আমাতে সখ্যভাব হইল ; শত্রুভাব আর থাকিবে না । আমি তোমার প্রাণে যে বেদনা দিয়াছি, সেটা আমার কাপুরুষের কার্য্য হইয়াছে । কার্য্য আমি ভাল করি নাই, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ! মনে কর, প্রথমে তুমি একবার আমাকে চুখন দান করিয়া আলিঙ্গনদানে অঙ্গীকার করিয়াছিলে, দুর্ভাগ্যক্রমে একটা বাধা পড়াতে অহিলাষ পূর্ণ হয় নাই ; কিন্তু তদবধি আমি তোমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত লালসাগ্রিত । এলিনর ! আমি তোমাকে ভালবাসি ;—হাঁ, প্রাণের সহিত ভালবাসি ; তুমি একটা কান্দীর আসামীকে প্রণয় দান করিয়াছিলে, এখন সেই লোকটাকে তুমি অস্থিতে অস্থিতে ঘৃণা কর । আমিও একটা উপপত্নী পাইয়াছিলাম, সেই জ্বীলোকটা একজন সর্দার ডাকাতের জ্বী । রাস্যসেকে তুমি যেমন এখন ঘৃণা করিতেছ, সেই ডাকাতটাকেও আমি সেইরূপ ঘৃণা করি । এলিনর ! প্রিয়তমে এলিনর ! তুমি পরমা সুন্দরী, তোমার প্রণয়লাভের আশায় আমি বিমূঢ়, আইস, তুমি আমার হও, আমি মাঝে সুখী করিব । তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি সর্ব্বস্ব স্বর্গস্বজন

করিব, দেবীজ্ঞানে আমি তোমাকে পূজা করিব, জোর-জবরদস্তী করিয়া যেন তোমাকে বশীভূত করিতে না হয় ; যেহেতু তুমি আমার অকবাসিনী হও । প্রিয়তমে ! প্রাণাধিকে ! এখন অবধি বিস্তৃত প্রেম আর কোমলতা ভিন্ন আমা-
দের মধ্যে আর যেন কোনরূপ বিরুদ্ধভাব না থাকে ।”

নতবদনে কাউণ্টেস্ খানিকক্ষণ নিশ্চল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ নির্দয়, বিবেকশূন্য, লম্পট, তাঁহাকে চটাইয়া দিলে আমার কল-
ঙ্কের কথা নিশ্চয়ই তিনি জনসমাজে প্রচার করিয়া দিবেন । কুমারী সোফিয়ার সম্ভাব্যপ্রসবের কথা আমি জানি, আমার মুখে সেই কথা শুনিয়া রাজকুমারের সম্মুখে আঘাত লাগিয়াছে, আর কাহারও কাছে আমি সে কথা প্রকাশ না
করি, তৎসম্বন্ধে আমার মুখ বন্ধ করিবার জন্তই ইনি এখন আমার সহিত বন্ধুত্ব-
স্থাপনের কথা তুলিয়াছেন । কামুক লম্পটের বন্ধুত্ব কিরূপ ? ইঙ্গির চরিতার্থ
হইলেই বন্ধুত্ব ফুরাইবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি ; কিন্তু আমার কলঙ্ক
চাকিবার জন্ত ইহাঁকে একটু উৎসাহ দেওয়া ভাল । ইহার প্রতি আমার
অন্তরের যে ঘৃণা, তাহা ঘুচিবে না, ইহাঁকে আমি বিশ্বাস করিতে পারিব না,
তথাপি আপাততঃ ইহার অভিলাষই সায় দিয়া যাই । এইরূপ চিন্তা করিয়া
লেডী ডেস্‌বরা মুখ তুলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—“আমি রাজ্ঞী আছি ।”

আশা প্রাপ্ত হইয়া কামুক রাজপুত্রের আনন্দসিদ্ধি উৎখল
প্রেমপ্রকল্পবদনে নারিকার পার্শ্বে গিয়া তিনি বসিলেন, লেডী ইতিপূর্বে
যে সোফার বসিয়া ছিলেন, সেই সোফায় বসিয়া প্রিন্স সন্দেহে সন্দেহে
তাঁহার একখানি হস্ত ধারণ করিলেন, ধীরে ধীরে সেই হাতখানি মুখের কাছে
তুলিয়া করতল চুষন করিলেন, লেডী তাহাতে বাধা দিলেন না কিংবা
হয় ত অস্বস্তিকর ছিলেন, সে ভাবটা অল্পভব করিতেই পারিলেন না ।
লম্পটের ভরসা হইল ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, সেই গৃহের পার্শ্বেই শয়নকক্ষ । মধ্যাহ্নের দ্বার
অর্গলবদ্ধ ছিল, অপরদিকে চাবী দেওয়া আছে কি না, তাহা পরীক্ষা
করিবার জন্ত প্রিন্স একবার সোফা হইতে উঠিয়া সেই অর্গল মুক্ত করিলেন ;
সন্দেহ দূর হইল ; আবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি সেই সোফার উপর স্তম্ভর
পা রাখিয়া বসিলেন, কটিদেশ বেঁটন করিয়া মুখের কাছে মুখ রাখিলেন, স্তম্ভ-
রীর আপত্তি নাই ; ক্রমশই প্রায় প্রাপ্ত হইয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্ কামোদিত ;
সাদরে কামিনীর কণ্ঠবেঁটন করিয়া শয়নকক্ষের দিকে চানিয়া লইয়া চলিলেন ।

কাউন্টসের অন্তরহৃদয়গানল এই সময় আবার 'অলিয়া উঠিল ; সম্বোধন
রাজপুত্রের আলিঙ্গন দ্বিগুণ করিয়া হৃদাহত করিতে লাগিলেন ; ঠিক সেই সময়
আর এক মূর্তি সেই গৃহমধ্যে উপস্থিত। মূর্তি কে ?—দারুণ প্রতিশোধ-
পিপাসী মিংগেলস । মিংগেলসের সঙ্গে আরন্ডেসবরা ।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ ।

প্রিন্স এবং মিগেল্‌স ।

এই আকস্মিক ঘটনায় যুবরাজ সক্রোধে এক হুকার ছাড়িলেন। স্তম্ভরী নায়িকাকে তিনি বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার হস্ত কিছু শিথিল হওয়াতে নায়িকা তাঁহার বাহুপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজ বাহুপাশে স্বামীকে ধারণ করিলেন ।

আরলুকে সন্ধান করিয়া মিনেব্রন বসিলেন, “মি লর্ড ! লেডীকে লইয়া আপনি এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন; আমি এই রাজবংশের লস্ট কুমারকে ইত্যবসরে প্রকৃতিস্থ করিয়া লইতেছি ।”

কোথারজননয়নে যুগার দৃষ্টিতে মিগেল্‌সের দিকে চাহিয়া, পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইবার সময় যুবরাজ কর্কশ্বরে বলিলেন, “তুই আমাকে প্রকৃতিস্থ করিবি ? ধবরদার ! দুপ্রভাবের দাস হইয়া দ্বিতীয়বার তুই আমার অসন্তোষ বাড়াইয়া তুলিলি ।”

“তোমার অসন্তোষ ?—ওঃ ! সেটা আমি ভুল জ্ঞান করি !”—যুগার স্বরে প্রিন্সের বাক্যে মিগেল্‌স ঐরূপ প্রতিবন্ধন করিয়া আরলু ডেস্‌বরা'কে সন্ধান করিয়া বলিতেছিলেন, “মি লর্ড !”—বলিতে বলিতে মুখ ফিরাইয়া তিনি চাহিয়া দেখিলেন, “লেডীর হস্তধারণ পূর্বক আরলু ডেস্‌বরা বৈঠকখানার চৌকাঠ পার হইয়া বাইতেছেন। প্রিন্স সেই অবসরে সেই অপ্রিয়স্থান পরিত্যাগ পূর্বক প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিন্তু বাহির হইয়াই আরলু বাহাদুর সেই দিকের দরজাটা টানিয়া ভেজাইয়া দিয়া গেলেন, মিগেল্‌স এক লম্ফে সেই দ্বারের নিকটে গিয়া চাবী লাগাইয়া চাবীটা আপন পকেটে রাখিয়া দিলেন ।

সর্বকর্মে মিগেল্‌সের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া তীব্রস্বরে প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সকল কাণ্ডের অর্থ কি ?” প্রিন্সের সঙ্গে সঙ্গেই যুবরাজের সর্বাঙ্গ কাঁপিল, কেন না, মিগেল্‌স সেই সময় আপন বুক-পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া প্রিন্সের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। সতর্ক-কল্পিতকর্তে যুবরাজ পুনঃ প্রশ্ন করিলেন, “তুই আমাকে খুন করিবি না কি ?”

“না! কথার তোমার উপর প্রতিশোধ . লইতে যদি তুমি আমাকে বাধা না দেও, ওলী করিতে যদি তুমি আমাকে বাধা না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে মারিব না।” গম্ভীরভাবে প্রতিজ্ঞাকৃত মিগেল্‌সের এই সজ্জিত উত্তর ।

রাজকুমতা পরিচালন না করিয়া একটু নম্রস্বরে যুবরাজ বলিলেন, “পিস্তলের সন্ধান পরিহার কর।”

মিগেল্‌স বলিলেন, “না—না, এ পিস্তল আমার হাতেই থাকিবে, আবশ্যক হইলেই ব্যবহারে আসিবে। ওলী-বারুদ পরিপূর্ণ আছে। আমার লক্ষ্য অব্যর্থ কি না, রণক্ষেত্রে এবং পশ্চীকার-স্থলে তাহা তুমি অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছ।”

কপটে বৃহৎ হস্ত করিয়া প্রিন্স বলিলেন, “এ পরিহাসের অর্থ আমি কি বুঝিব? তুমি কি আমাদের সেই পূর্ববন্ধু তুলিয়া বাইবে? আমি স্বীকার করিতেছি, তুমি যদি আমার কোন অনিষ্ট না কর, তাহা হইলে পূর্বে তুমি আমার কাছে যে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলে, বহুদিন আমার যে অমু-গ্রহ তুমি লাভ করিয়াছ, পুনরায় আমি তোমাকে সেইরূপ বন্ধু বলিয়া মানিয়া উচিতমত তোমার সম্মান করিব।”

মিগে।—ঈশ্বর সাক্ষী, জন্মাবধি আমি পরিহাস জানি না; আমার কল্পনাগর্ভেও পরিহাস আইসে না। পক্ষান্তরে, আজ আমার বেরুণ উদ্ভম, ওলী মারিয়া মানুষের মাথার খুলী উড়াইবার জন্ত এ জীবনে এমন উদ্ভম আর কখনও হয় নাই।

প্রিন্স।—(অকস্মাৎ বিবর্ণবরনে) সাবধান! আমার সম্মুখে ঐরূপ বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহস করিও না।

মিগে।—(আগামে সোকার উপর হেলান দিয়া, সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া নির্ভয়ে) সন্দেহ আমি জানি,—সন্দেহ রাখিয়া কথা কহিতেও জানি,—কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েল্‌স! তুমি যদি আমার প্রতি কর্কশতায়া প্রয়োগ কর, আমিও কর্কশ কথা কহিব। তুমি আমাকে ঘৃণা কর, আমিও তোমাকে অবিশ্বাস করি। পুরাতন বন্ধু পুনরায় জাগাইতে তুমি অঙ্গীকার করিতেছ, সেটা আমি বিশ্বাস করি না। আমার উপর তোমার রাগ আছে, রোজ কষ্টারের কুমারী-ধর্ম নষ্ট করিতে তুমি উত্তত হইয়াছিলে, আমি তোমার কুমতলব সিদ্ধ করিতে দিই নাই। আজ রাজে আমারই নব্যবস্ত্রিতার

তোমার ছুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল না। রাগ আরও বাড়িল। আমার পূর্ব অপরাধ ক্ষমা করিয়া পুনরায় তুমি আমাকে বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিবে, এ অলীকারে কি আমার বিশ্বাস হয়? তুমি রায়েল! তুমি পাজী! তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। কায়দায় পড়িয়া এখন তুমি আমাকে মিষ্টকথা বলিতেছ, কিন্তু এ বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই আবার তুমি নিজ-মূর্ত্তি ধারণ করিবে। তোমার স্বভাব-চরিত্র আমি বিলক্ষণ জানি। তুমি নরকুলের বল্লভ! তোমার বিশ্বাসঘাতকতায়, তোমার দুর্ব্যবহারে পৃথিবীর সমস্ত মানব-চরিত্র কলঙ্কিত হইয়া যাইতেছে।

প্রিন্স।—(মস্তকের দিকে মিগেল্‌সের পিস্তলের লক্ষ্য, মহাবিপদে শঙ্কিত হইয়া চমকিয়া) মিষ্টার মিগেল্‌স! আমার কাছে এখন তুমি কি চাও? তুমি বেশ জানো, দুর্ব্যবহারে আমাকে রাগাইলে আমি কাহারও প্রতি কোন দৌরাশ্রয় করি না। বিনা কারণে তোমার উপরেও আমি নিষ্ঠুরাচরণ করি নাই। আমার মহামূল্য দলীলপত্র অপহরণ করিয়াছ—

মিগে।—(সক্রোধে) ওঃ! যখন তুমি আমার উপর তোমার ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছিলে, আমাকে জাহাজে তুলিয়া দেশ হইতে নির্বাসিত করিবার ষোঁগাড়ের জন্ত যখন তুমি হোম-আফিসে গিয়াছিলে, তোমার দলীলপত্র আমি গ্রহণ করিয়াছি, তখন তুমি সে তত্ত্ব পরিজ্ঞাত ছিলে না। তাহার পর যখন তোমার সেই ছুরাচার ফরাসী ভ্যালো আমার বাসাবাড়ী লুণ্ঠ করিয়া অস্ত্রাস্ত্র কাগজপত্রের সঙ্গে তোমার সেই সকল ধোঁরা দলীল পায়, সেই সময় তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। আমার বাসায় তোমার দলীলপত্র বাহির হওয়াতেই তোমার নষ্টামী ও বিশ্বাসঘাতকতা বাড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রিন্স।—(সাহস আনয়নের চেষ্টা করিয়া) দেখ, সেই কথা লইয়া তর্ক তুলিতে যখন তুমি ইচ্ছা করিতেছ, তখন তোমার স্মরণ করা উচিত, তুমি আমার দলীলপত্র অপহরণ করিয়াছিলে, অগ্রে তাহা জানিতে পারিয়াই তোমার প্রতি আমি কাঠিন্দ-প্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছিলিলাম।

মিগে।—হাঁ, বরাবর তোমার রীতি-চরিত্র আমি ভালই জানি। জানিয়া শুনিয়াই অন্ধের জ্ঞায় আমি তোমার গোলাম হইয়া ছিলাম। তোমার সমস্ত নীচকার্যসাধনে আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক মুখযন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিলাম। অনেক পাপকার্যে আমি তোমার সাহায্য করিয়াছি। তোমার দ্বারা উপ-

কৃত হওয়াই আমার উচিত ছিল, তাৎপর্যবশ্তে তুমি আমাকে জাহাজ হইতে জলে ফেলিয়া দিবার মন্ত্রণা করিয়াছিলে । তাহা জানিতে পারিয়াই বীরা-
কনা লিটিসিয়াকে তোমার মন ভুলাইবার জন্য আমি কারলটন-প্রাসাদে লইয়া
গিয়াছিলাম । তুমি প্রেয়াবশে সেই দিন লিটিসিয়াকে স্নানাগারে লইয়া
গিয়া বিলাসসুখসম্ভোগ করিয়াছিলে, সেই অবকাশে আমি তোমার দলীল-
গুলি চুরী করিয়াছিলাম ।

প্রিন্স ।—(কেবল নিজেই শুনিতে পান, এইরূপ অস্পষ্টস্বরে) ওঃ !
বীরাকনা ! সেই ভয়ঙ্করী দানবী !

মিগে ।—কি তুমি বলিতেছ, আমি শুনিলাম না, জানিও না ; কিন্তু
তোমার প্রতি আমার নিজের মনের ভাব যেরূপ, নিশ্চয় জানিও, লেডী
লেডের মনোভাবও ঠিক -সেইরূপ । তোমাকে প্রতিকূল দিবার
নিমিত্ত যে উপায় আমি উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা আমার নিজের পক্ষেও
যেরূপ, লেডী লেডের পক্ষেও তরূপ ; উভয়েই আমরা একমতে কার্য্য
করিতেছি ।

প্রিন্স ।—(যুহুর্ন্তে বিপক্ষকে ভয় দেখাইবার অভিপ্রে) তুমি জানো, প্রিন্স
অব্ ওয়েল্‌সের প্রাণনাশে উত্তত হইয়া প্রকাশে রাজবিদ্রোহের অপরাধে
তুমি মহা অপরাধী ?

মিগে ।—(স্তম্ভিতভাবে ঘৃণাপূর্ব্বক) ঐরূপ এক আইন আছে বটে,
তাহা জানি ; কিন্তু যদি আমি মোরিয়া হইতাম, তাহা হইলে অবশ্যই পলায়নের
পন্থা দেখিতাম । বাহা হউক, তেমন তেমন অবস্থা যদি দাঁড়ায়, তোমার
মাথার খুলী উড়াইয়া দিয়া স্বচ্ছন্দে নির্ঝিরে আমি বেকসুর খোলসা হইতে
পারিব ।

প্রিন্স ।—(ধর ধর কম্পিত হইয়া তখনই একটু শান্ত ভাবে বসিয়া)
তোমার ও সকল কথার মানে কি ?

মিগে ।—এক কথার উত্তর দেওয়া বাইতে পারে, এক কথাতেই তুমিও
তাহা বুঝিতে পারিবে । ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স একটা কাঁসীছেঁড়া
আসামীকে দৃত নিযুক্ত করিয়া—আঃ ! তুমি চমকিয়া উঠিতেছ, ঠিক বুঝিতে
পারিয়াছ ! সমস্তই আমি জানি—

প্রিন্স ।—(কদলীপত্রের দ্বারা কম্পিত হইয়া) কে তোমাকে সে কথা
বলিল ?

মিগে ।—কে আর বলিবে ?—যাহাকে তুমি বিশ্বাস করিয়া হৃত নিমুক্ত করিয়াছিলে, তুমি স্বপ্নেও ভাব নাই যে, সেই পাণ্ডিত্য আসামী তোমার বিশ্বাসের মাথা খাইয়া দিবে । গত রজনীতে আমি সেণ্ট জেমস পার্কে বেড়াইতে আসিয়াছিলাম ; দুরাচার ফিলিপ রাম্‌সে অঙ্ককারে ছদ্মবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হয়, যহাঙ্গরে 'ডায়ানা' জাহাজে তাহার চেহারা আমি দেখিয়াছিলাম, ছদ্মবেশ থাকিলেও গতরাতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে আমি চিনিতে পারি । সে আমাকে দেখিতে গায় নাই । কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা সেইখানে আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন । দুই জনে যে সকল কথা হয়, প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সমস্তই আমি উপকর্ণন করি । কাউণ্টেস্ চলিয়া যাইবার পর ফিলিপ রাম্‌সে অসাবধানে উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিল, নিজে কমা পাইবার জন্য কাউণ্টেস্‌কে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ক্রোড়ে সমর্পণ করিবে । সে সকল কথাও আমি শুনিয়াছিলাম । একবারের কঁাসীছেঁড়া আসামী আবার কঁাসীকাঠে বুলিবে, ইহাই আমার মনে লয়, কিন্তু বেচারী কঁাসী বায়, কঁাসী দিবার নিমিত্ত আমি তাহাকে ধরাইয়া দিব, তেমন নীচাশয় লোক আমি নই । ধর্ম্মই ধর্ম্মাবস্থের বিচার করিবেন ।

প্রিন্স ।—(অস্পষ্ট স্বরে) বেহঁসিয়ার পাগল ! উদ্ভাদগ্রস্ত পাগল ! সেই লোকটাই সকল কার্য মাটি করিয়া দিয়াছে ।

মিগে ।—যা আমি বলিলাম, তাহার উপর যদি তোমার কিছু বলিবার থাকে, স্পষ্ট করিয়া বলিতে পার । অর্ধশুট বিড় বিড় কথা আমি বুঝি না । ফিলিপ রাম্‌সে নির্যোনের কার্য করিয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক হইবে, ইহা ভাবিয়া সে কার্য করে নাই । ঘটনামূল হইতে ফিরিয়া গিয়া লিট্‌সিয়াকে সকল কথা আমি বলি, উভয়েই পরামর্শ করিয়া যথাকর্তব্য স্থির করি । আজ রাত্রি নবম ঘটিকার পূর্বে এই ষ্ট্যান্‌ফোর্ড-নিকেতনের নিকটে আসিয়া আমি দাঁড়াই, উদ্ভান পার হইয়া গুপ্তদ্বার দিয়া তুমি প্রবেশ করিলে, তাহা দেখিতে পাই, লবেদা ঢাকা থাকিলেও তোমাকে আমি চিনিতে পারি, সদর-দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া আরন্‌ বাহাদুরের সহিত আমি দেখা করিতে চাই । সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে আমি বলি, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আপনার পত্রকে কঁানে ফেলিবার যোগাড় করিয়াছেন, বাহাতেই না পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে । আরন্‌ ডেস্‌বরা আমার কথা শুনিয়াই

আমার সঙ্গে এখানে আসিয়াছিলেন, আমার কথা শুনিয়াই আরুল বাহাদুর জীকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমি যে তোমাকে গুলী মারিবার ভয় দেখাইবার জন্য পিস্তল আনিয়াছি, তাহা তিনি জানেন না ।

প্রিন্স ।—(অস্থিরভাবে চেয়ারের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে) স্বচক্ষে আমার দৃষ্টিয়া দেখিয়া আরল্ ডেস্‌বরা অগ্নি অগ্নি আমাকে ছাড়িয়া দিবেন, কোন প্রকার দণ্ড দিবার চেষ্টা করিবেন না, ইহা কি সম্ভব হইতে পারে ?

মিগে ।—(নাক-মুখ বাঁকাইয়া বিজ্ঞপস্বরে) যে ব্যক্তি তাহার জীকে বলাৎকার করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাকে বন্দনা করিবার নিমিত্ত তিনি এইখানে উপস্থিত থাকিবেন, ইহাই কি তুমি মনে করিতেছ ? ওঃ ! কেবল প্রলোভন দেখাইয়া প্রবৃত্তি লওয়াইবার চেষ্টা নয়, বলাৎকারের উপক্রম । যদি কোন স্বামী আপন জীর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া পার্শ্বগৃহ হইতে উঠিয়া আসিয়া জীকে কোন লম্পটের ক্রেড়গত দেখেন, সেই লম্পটকে যদি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গুলী করিয়া মারেন, তাহাতে তাহার কি হয় ? তুমি আমাকে এইমাত্র রাজবিদ্রোহ-সংক্রান্ত আইনের ভয় দেখাইতেছিলে, সে আইন একপ্রকার—ইংরাজী আদালতে অতঃপ্রকারে পূর্বোক্তপ্রকার খুনের কিরূপ বিচার চলে ? স্বামী যদি জীর ধর্মনাশকারীকে হাতে-নাতে ধরিয়া সেই ক্ষেত্রেই গুলী করে, সেই লম্পট যদি ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীও হয়, তাহাতেও আইন তাহাকে স্পর্শ করে না ।

প্রিন্স ।—(সভয়ে কম্পিত-কলেবরে ঘণ্টাক্ত-ললাটে আসন হইতে অর্দ্ধোখিত হইয়া পুনরায় বসিয়া) ও পরমেশ্বর ! ব্যাপার কি ! আমাকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য আরল্ ডেস্‌বরা কি তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন ?

মিগে ।—না, আরল্ এ বিষয়ে কোন কথাই বলেন নাই । আমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমি করিব, তিনি তাহাতে পোষকতা করিবেন, শপথ করিয়া এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন । আমি যদি এই ক্ষেত্রে তোমাকে গুলী করিয়া মারি, তাহা হইলে আরল্ বাহাদুর পূর্ণ-সাহসে সর্বসমক্ষে বলিবেন, “আমার জীকে বলাৎকার করিবার চেষ্টাকারীকে আমি বহুদূর নিধন করিয়াছি ।”

প্রিন্স ।—(বিনতি-বচনে) মিগেল্‌স ! প্রিয় মিগেল্‌স ! তোমাতে আমাতে শত্রুতা থাকা ভাল নয় । প্রীতিহংসার অভিলାষ পরিত্যাগ কর । তোমাকে আমি বরাবর সদাশয় বন্ধু বলিয়া জানি । তুমি আমার প্রতি নিষ্কারুণ নির্ভর

ব্যবহার করিবে, ইহা আমার বিশ্বাস হয় না। আমি অস্ত্র ব্যবহার করি-
য়াছি, স্বীকার করি, আমি কিরূপ প্ররশিত্ত করিলে তোমার সম্ভাব নহে,
কিসে কতিপূরণ হয়, সদয় হইয়া তাহা তুমি প্রকাশ কর।

মিগে।—(পকেট হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া, তাকের উপর
হইতে দোয়াত-কলম পাড়িয়া সম্মুখে রাখিয়া) এই লও, যাহা আমি বলি,
তাহাই ইহাতে লিখিয়া দাও। মনে করিও না যে, আমি তোমাকে অনুচিত
কথা লিখিতে বলিব, যাহা জ্ঞানসন্দত, যাহা বিবেচনাসন্দত, তাহাই আমি
বলিব, তাহাই তুমি লিখিবে।

প্রিন্স।—(মিগেল্‌সের রাগ কমিয়াছে বুঝিয়া সাহস পাইয়া) কি সৰ্ত্তে
এই দলীল লিখিতে হইবে, তাহা অগ্রে আমাকে জানাইয়া দাও।

মিগে।—সে তার আমার উপর। আমি যাহা বলিব, তাহাই তুমি
লিখিবে, কিন্তু প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! সাবধান! যদি কোন কথা লিখিতে
অস্বীকার কর কিংবা যদি আমাকে ভুল্‌জান কর, তাহা হইলে—

প্রিন্স।—(রাজকমতাবলে অধিক সাহস পাইয়া, বিপক্ষকে ভয় দেখাই-
বার অভিপ্রায়ে) কি। তোমার অনুজ্ঞাপালন?

মিগে। (মনে করিলেই জীবন লইতে পারিবে, তদ্বিবরে ক্রতনিশ্চয়
হইয়া সগর্ব্ববচনে) হাঁ, আমার অনুজ্ঞা পালন করিতে হইবে। এখনকার
অবস্থা সেইরূপ। এখন বগো, লিখিবার জন্ত প্রস্তুত হও।

প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স মুহূর্ত্তমাত্র একটু ইতস্ততঃ করিলেন, কেবল এক মুহূর্ত্ত-
মাত্র। কেন না, তৎক্ষণাৎ মিগেল্‌সের হস্তস্থিত পিস্তলের ঘোড়ার কট্ কট্ শব্দ
তাঁহার প্রতিগোচর হইল, তিনি আর বিরক্তিরূপ না করিয়া টেবিলের সম্মুখে
চেয়ারে বসিলেন, কাগজ-কলম ধরিলেন, চেয়ারের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মিগেল্‌স
একে একে দলীলের পাঠ বলিয়া বাইতে লাগিলেন। বয়ানগুলি এইরূপ,—

“আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী জর্জ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স এতদ্বারা প্রকাশ করি-
তেছি যে, বিনা উদ্ভেজনায় আমি ইতিপূর্বে আমার পূর্বতন বন্ধু টিম্
মিগেল্‌সের নামে অমূলক বিদ্বেষের অভিযোগ আনিয়া ব্যবহারানিষ্ঠ আদালতের
বিনা বিচারে সরাসরিমতে হোম-আফিসের দ্বারা উক্ত টিম্ মিগেল্‌সকে
দূরদেশে নির্বাসিত করিবার হুকুম প্রচার করাইয়াছিলাম, প্রেরারী পরওয়ানার
বলে উক্ত টিম্ মিগেল্‌স ইংলণ্ড হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। অমূলক
অভিযোগে সরাসরিমতে এরূপ কার্য করিবার এই কারণ উপস্থিত হইরাছিল

যে, আমার গোপনীয় কার্যকলাপের অধিকাংশই উক্ত টিম্ মিগেল্‌সের জানা আছে, তাহা প্রকাশ হইলে আমার মান-সম্মানের ও পদ-গৌরবের বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা ; সেজন্য অবৈধ কার্য করা আমার উচিত হয় নাই । এক্ষণে এই অস্বীকারপত্রের দ্বারা আমি স্বীকার করিতেছি, অত্ হইতে এক মাসের মধ্যে উক্ত টিম্ মিগেল্‌সকে বিংশতি সহস্র বর্ণমূত্রা প্রদান করিতে আমি বাধ্য রহিলাম । এতদ্বারা আরও আমি স্বীকার করিতেছি যে, আমি স্বেচ্ছাপূর্বক এই দলীল লিখিয়া দিতেছি, কেহ আমাকে ইহা লিখিতে বলে নাই এবং কাহারও দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া এই দলীল আমি লিখিয়া দিলাম না, ইতি ১৭ই মে, ১৭৯৫ খৃঃ অঃ ।”

পাঠক মহাশয়ের জানিয়া রাখা উচিত, দলীলোক্ত কঠিন কঠিন নিয়মগুলি লিখিবার আগে মধ্যে মধ্যে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স ক্রোধে ও বিরাগে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, লেখনী পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু মিগেল্‌সের পিস্তল দ্বন্দ্বের ভীতিতে তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করাতে ভয় পাইয়া তিনি অগত্যা মিগেল্‌সের বশত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

অতিকষ্টে ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স অবশেষে বলিলেন, “মিষ্টার মিগেল্‌স ! এই ত লেখা হইয়া গেল, এখন আমি এই দলীলে দস্তখৎ করিলে তুমি আমাকে অবাধে চলিয়া যাইতে দিবে ত ?”

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, “আর একটু থাকো । দস্তখৎ করিলেই আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব, আমাকে এমন পাগল মনে করিও না, এখন হইতে বাহির হইয়া গিয়াই কল্যাণ প্রাতঃকালে তুমি স্বচ্ছন্দে বলিবে, দলীলখানা জাল । সেই কথা যাহাতে বলিতে না পার, এই দলীলে তদুপযুক্ত মাতব্বর সাক্ষী চাই, তেমন মাতব্বর সাক্ষী কে হইবেন ? যাহার সাক্ষীকে তুমি বলাৎকার করিবার জন্ত ধরিয়াছিলে, এ দলীলে সাক্ষী হইবেন সেই আরল্ অব্ ডেস্‌বরা । দয়া করিয়া অল্পক্ষণ তুমি এইখানে অপেক্ষা কর, আরল্ অব্ ডেস্‌বরাকে আমি ডাকি ।”

অভাগা রাজকুমার গৌঁ গৌঁ করিয়া বলিলেন, “হায় হায় !” অনন্তর অস্থিরভাবে আগুন হইতে উঠিয়া চকলগদে অত্যন্ত উত্তেজিত-চিত্তে সেই গৃহে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

* * * * *

যতক্ষণ পর্য্যন্ত কবিত গৃহে এইরূপ অদ্রুত কার্য ও কথোপকথন হইতেছিল, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বুবার্লি প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সেই গৃহে ঐরূপ বসি-বসায় ছিলেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্থানান্তরে আরল্ ডেস্‌বরার সহিত কাউণ্টেস ডেস্‌বরার এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল :—

লন্সট রাজকুমারের আক্রমণ হইতে পত্নীকে উদ্ধার করিয়া আরল্ বাহাদুর তাঁহাকে তাঁহার নিজের শয়নকক্ষে লইয়া গিয়াছিলেন, লেডী একখানি সোফায় উপবেশন করিলেন, আরল্ বাহাদুর নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন, ভাল মন্দ একটি কথাও বলিলেন না, তিরস্কারও করিলেন না, সম্বাদভূতিও জানাইলেন না। লেডী অযাচিতা হইয়া সংক্ষেপে আত্মল-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। “ফ্রান্সী-হেঁড়া আসামী ফিলিপ রাম্‌সে পুনরায় ইংলণ্ডে কিরিয়া আসিয়াছে, একখানা পত্র লিখিয়া সেন্ট জেম্‌স পার্কে দেখা করিতে চাহিয়াছিল, তথায় সাক্ষাৎ হইলে পরদিন ষ্ট্রান্‌ফোর্ড-নিকেতনে সাক্ষাৎ করিবার কথা স্থির হয়, আমি প্রস্তুত ছিলাম, পরক্ষণেই রাত্রি ৯ টার সময় রাম্‌সের পরিবর্তে প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ছদ্মবেশে সেই গৃহে উপস্থিত হন, ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া, প্রােলভন দেখাইয়া অনেক প্রেমের কথা বলিতে থাকেন, বলপূর্ব্বক আমাকে বন্ধে চাপিয়া ধরেন, আলিঙ্গন ছাড়াইবার জন্য আমি বিস্তর হড়াহড়ি করিয়াছিলাম, নিগেল্‌সের সহিত তুমি উপস্থিত হইবার অগ্রে আমি মুক্ত হইতে পারি নাই।” এই পর্য্যন্ত বলিয়া অতি মৃদু কম্পিতকণ্ঠে কাউণ্টেস পুনরায় বলিতে লাগিলেন, “ফ্রান্সিস্! আমার উৎসাহ পাওয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌স তোমার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলাম, ইহা কি তোমার বিশ্বাস হয়?”

গভীরস্বরে আরল্ বলিলেন, “না না, তোমার আমন্ত্রণে প্রিন্স এইখানে আসিসে নাই; সমস্ত যড়যন্ত্র আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আসল কথা, ফিলিপ রাম্‌সে ইংলণ্ডে—”

মৃদুস্বরে লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, “আঃ! তবে তুমি সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছ। অসঙ্কোচে আমি তোমার কাছে এই অপ্রিয় কাহিনী ব্যক্ত করিয়াছি, এখন এই লণ্ড,—পাঠ কর।” এই বলিয়া তিনি বুক-পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। ঐ দিন অপরাহ্নে সেই পত্রখানি তিনি লিখিয়া বাখিয়াছিলেন। স্বামীকে সেই পত্রখানি দিবার সময় তাঁহার বিরলবদন অকস্মাৎ আলোহিত-রূপে রঞ্জিত হইল।

আরল্ বাহাদুর সেই ক্ষুদ্র পত্রিকাখানির খাম খুলিলেন, তাহার নিজ নামেই নিরোনাম। পত্রে লেখা ছিল :—

“প্রিয়তম স্বামিন্।

হঠাৎ যে এক নতুন কাদে আমার পতিত হইবার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে, তাহাতে কি ফল হইবে জানি না; কিন্তু কোন সূত্রে যদি তুমি সেই ঘটনার সংবাদ শুনিতে পাও, আমার প্রতি তোমার যদি কোন প্রকার সন্দেহ না জন্মে, সেই অভিপ্রায়ে এই কয়েক পংক্তি লিখিয়া তোমাকে জানাইয়া রাখিলাম। এক ব্যক্তি ইংলণ্ডে কিরিয়া আসিয়াছে; আমি তাহার নাম করিতে পারি না, নাম করিতে সাহস হয় না। যে লোকটা কিরিয়া আসিয়াছে, তোমার সম্বন্ধে নির্জনে সে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে, ক্ষণকাল আমার তোমার দেখিয়া জন্মশোধ বিদায় হইবার অস্বীকার করে। পূর্বঘটন। স্বরণে আতঙ্ক উপস্থিত হইলেও আমি তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হই, এই বাড়ীতেই সাক্ষাৎ হইবার কথা। সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইলেও গৃহমধ্যে আমি সাংঘাতিক অস্ত্র লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; সাক্ষাৎ হইলে কিরূপ ফল হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু যে দিন তুমি আমার পূর্ণ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছ, সেই দিন অবধি ভক্তিপূর্বক তোমার সেবায় জীবন শেষ করিবার ব্রত আমি ধারণ করিয়াছি। ঘটনার শেষ ফল যাহা হইবে, অবশ্যই তুমি তাহা জানিতে পারিবে।

তোমার স্নেহবতী বনিতা

এলিনর।”

পত্র পাঠ করিয়া আরল্ বলিলেন, “এক পক্ষে তুমি সর্বদোষ হইতে নিবৃত্ত হইলে, কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষে—” বলিতে বলিতে হঠাৎ ধামিয়া তিনি আমার বলিতে লাগিলেন, “দ্বিতীয় পক্ষের কথাটা কি, সেটা আমি বলিতে পারি না। তোমার কোন কার্যের সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে আমার সাহস হয় না, কারণ আমি হতভাগ্য জীব!”

বাহুগলে স্বামীকে ধারণ পূর্বক প্রেমপূর্ণ-নয়নে তাহার বদন অবলোকন করিয়া এলিনর বলিলেন, “বল বল, লোহাই পরমেশ্বরের! বল বল! কি তোমার মনের কথা? কিসে আমার প্রতি তোমার সন্দেহ আইলো? যে গৃহ হইতে এইমাত্র তুমি আমাকে লইয়া আসিয়াছ, সেই গৃহে লইয়া চল, পিঙ্গল ও ছোরা সেই ক্ষুদ্র আমি

লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, আমি তোমাকে দেখাইব ; টেবিলের উপর দুই খণ্ড ভাঙ্গা ছোরা ও জনপূর্ণ পিঁড়ল পড়িয়া আছে । শুধুহানে সেই দুই অস্ত্র যদি থাকিত, যদি আমি বাহির না করিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রিন্স অব ওয়েলসকে—বড় বড়ই রাজপুত্র তিনি হোন না কেন, নিশ্চয়ই আমি তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইতাম ।”

আরল্ বলিতেছিলেন, “ওঃ ! তাহা যদি হয়, তবে ত উত্তম প্রমাণ !” বলিতে বলিতে থামিয়া, আবার কি সন্দেহ মনে আনিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, “ভূমি ত পাশের ঘরে ছিলে, সে ঘরে আবার বাতী জলিতেছিল, তবে—”

কাউণ্টেসের শারীরিক ও মানসিক শক্তি খর্ব হইয়া আসিল ; অন্তরে বেদনা পাইয়া তিনি বলিলেন, “প্রিন্স তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে বাতী লইয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর আমার হাত ধরিয়া টানিয়া সেই ঘরে লইয়া গিয়া-ছিলেন, কিন্তু আমি কি উদ্ধার পাইবার আশার চীৎকার করি নাই ? তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না, তথাপি আমি ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া—”

পন্নীর পতিভক্তির প্রমাণ পাইয়া স্নানন্দে আরল্ বলিলেন, “সত্য,—সত্য প্রিয়তমে ! বাহা বাহা ভূমি বলিলে, সমস্তই সত্য ; আমার তখন মাথা ঘুরিতেছিল, আমি হতবুদ্ধি হইয়া—”

বাধা দিয়া দ্রুত-ঘরে এলিনর বলিলেন, “মি লর্ড ! অতীত কথা বিস্মৃত হও, বাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মিটার্মিগেলস এই রাত্রে কি প্রকারে তোমার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ! তাঁহার সহিত আমার অতি অল্পই আলাপ ছিল, অথচ দেখিবামাত্র তাঁহাকে আমি চিনিয়াছি । যখন আমার সেই প্রকার লকট, ঠিক সেই সময়ে তোমরা কি প্রকারে সেই গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলে ?”

আরল্ বাহাদুর উত্তর করিলেন, “তোজনাবসামনে ভূমি তোমার নিজ কক্ষে চলিয়া গেলে, আমি আমার লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিলাম ; সেখানে শয়ন করিয়া আছি, রাত্রি ১টা বাজিবার অল্পকণ পরে এক জন চাকর সেই লাইব্রেরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, বিশেষ প্রয়োজনে একটি ভদ্র-লোক অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন । আমি তৎক্ষণাৎ সেই ভদ্র-লোকটিকে আমার নিকটে আনিবার আবেশ দিলাম । চাকর অবিলম্বে বাহির হইয়া গিয়া মিগেলসকে সঙ্গে করিয়া আনিল ; মিগেলসকে আমার

নিকটে রাখিয়াই সে বিদায় হইল । বাহা বাহা বাটরাছিল, মিগেল্‌সের মুখে তৎসমস্তই আমি ভুলিলাম । কি করা কর্তব্য; মিগেল্‌স আমাকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিলেন ।”

কাউন্টেস ডেস্‌বরা কিছু বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, ইত্যবসরে সেই গৃহের দ্বারে করাবাত-শব্দ শুনিয়া আরল্‌বাহার গাত্রোধান পূর্বক দ্বার খুলিয়া দিলেন । একজন চাকর প্রবেশ করিল । চাকর বলিল, “মিষ্টার মিগেল্‌স লাইব্রেরী দ্বারে আপনার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন ।”

কালবিলম্ব না করিয়া আরল্‌ ডেস্‌বরা দ্রুতপদে লাইব্রেরী-দ্বারে প্রবেশ করিলেন, মিগেল্‌সের সহিত সাক্ষাৎ হইল ।

মিগেল্‌স বলিলেন, “বাহা আমি বলিয়াছিলাম, তাহা সিদ্ধ করিয়াছি, পাঠিত গ্রন্থের কবল হইতে লেডী ডেস্‌বরাকে উদ্ধার করিয়াছি ; আপনি বাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এই সময় তাহা পালন করুন ; যে দ্বারে গ্রন্থ অব ওয়েল্‌স এখন বন্দী, সেই দ্বারে আপনি একবার চলুন ।”

ধন্যবাদ দিয়া আরল্‌ ডেস্‌বরা তৎক্ষণাৎ সন্মত হইলেন ।

লক্ষপট রাজকুমার যে গৃহে চাবীবদ্ধ, মিগেল্‌সের সহিত আরল্‌ ডেস্‌বরা দ্রুতপদে সেই গৃহের নিকটে গিয়া, চাবী খুলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন । গ্রন্থ অব ওয়েল্‌স কটমটক একবার আরলের মুখপানে তাকাইয়া তৎক্ষণাৎ মুখ কিরাইয়া লইয়া স্বগত বৃহৎকোষে বলিলেন, “এই অভাগা নপুংসকটা মিগেল্‌সের হাপাবাজীতে সাহায্য করিতে আসিয়াছে !”

গ্রন্থ অভদ্রিকে মুখ কিরাইয়া রহিলেন, আরল্‌ বাহাহার সেই অবসরে টেবিলের উপর তত্ত্ব ছোরা ও অকর্ষণ্য পিস্তল অবলোকন করিলেন । ওষ্ঠ-প্রান্তে বৃহৎহস্তরেখা দেখা দিল ; লেডী বাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই সত্য । ইহা শ্রবণ করিয়াই মানসিক সন্তোষ, বাক্যে কিন্তু সে সন্তোষের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না, সগর্বে অবজাহতক কটাক্ষে দুবরাজের দিকে তিনি তখন একবার দৃষ্টিপাত করিলেন ।

সগর্বে উদ্ভূতা প্রকাশ করিয়া আরল্‌কে সোধোদনপূর্বক দুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মি লর্ড ! এই ব্যক্তি—এই মিগেল্‌স আমার উপর বেক্রপ দৌরাণ্ড করিতেছে, তৎপক্ষে আপনি কি ইহার সাহায্য করিতে সম্মত ?”

আবার তৎক্ষণাৎ গ্রন্থের দৃষ্টক লক্ষ্য করিয়া, পিস্তল ধরিয়া উল্লসিত

মিগেল্‌স বলিলেন, “চুপ রও ! ওরূপ কথা कहিলে এখনই আমি তোমাকে হুকুমের মত গুলী করিয়া মারিব।”

আতঙ্কে অভিভূত হইয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌স একবার আরলের দিকে কটাক্ষনিষ্ক্ষেপ করিলেন, সে কটাক্ষে বুঝাইল, আরল্‌ ডেস্‌বরা একজন মাননীয় ইংরাজ পীয়ার হইয়া উপস্থিত বিদ্রোহমুচক কার্যে যেন সহায়তা না করেন। কটাক্ষের ভাব ঐরূপ, কিন্তু আরলের মুখ দেখিয়া প্রিন্স ভাবিলেন হতাশ। নির্দয় মিগেল্‌স, অবমানিতা জীর স্বামী, উভয়েরই ক্রোধ, উভয়েরই সমান সঙ্কল্প, ইহা স্থির জানিয়া সে ক্ষেত্রে তিনি নিরুপায় হইয়া পড়িলেন; যে টেবিলের উপর পূর্বকথিত দলীলখানি পতিত ছিল, সেই টেবিলের সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবেশন করিলেন।

এক হস্তে দলীলখানি, অপর হস্তে পিস্তলটা ধারণ পূর্বক হুকুমের স্বরে প্রিন্সকে সম্বোধন করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, “স্পষ্ট স্পষ্ট বাক্যে উচ্চকণ্ঠে পাঠ কর।”

মিগেল্‌সের প্রতি প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বিজাতীয় বৃণা, তথাপি পিস্তলের ভয়ে ও মানের ভয়ে সেই গর্জিত কাপুরুষ অগত্যা মিগেল্‌সের হুকুম তামিল করিতে বাধ্য হইলেন। কম্পিতকণ্ঠে সেই দলীলখানা আত্মোপাস্ত পাঠ করিলেন, পাঠের সময় মধ্যে মধ্যে তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইতে লাগিল, মুখের রক্ত শুকাইয়া আসিল।

পুনরায় হুকুমস্বরে সংক্ষেপে দৃঢ়সঙ্কল্পে মিগেল্‌স আদেশ করিলেন, “লও, এইবার দস্তখৎ কর। সাবধান! আমার পক্ষে অথবা আরল্‌ ডেস্‌বরার পক্ষে বাহাতে মানহানির সম্ভাবনা, তাদৃশ কোন বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহস করিও না, যদি কর, হাতে হাতে প্রতিফল পাইবে।”

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স বিকল্পিত না করিয়া সেই দলীলে দস্তখৎ করিলেন, আরল্‌ ডেস্‌বরা আপন নাম দস্তখৎ করিয়া সেই দলীলে সাক্ষী হইলেন মিগেল্‌স তৎক্ষণাৎ সেই দলীলখানি মোড়ক করিয়া নিজের পকেটে রাখিয়া দিলেন।

মিগেল্‌স যখন অজ্ঞানত্ব হইয়া দলীলখানি পকেটে রাখেন, প্রতিহিংসা-পিপাসী প্রিন্স অব ওয়েল্‌স সেই অবসরে কিঞ্চিৎ সাহস পাইয়া আরলের কানের কাছে মুখ লইয়া চুপি চুপি বলিলেন, “আমি সামাজিক প্রতিশোধ লইব; লণ্ডনের সমস্ত লোক কল্যাই জানিতে পারিবে, আরল্‌ অব ডেস্‌বরা

মপুংসক, তাঁহার জী সেই কাঁসীছেঁড়া আসামী কিলিপ রামসের উপপন্নী ।”

শ্রবণবিবরে এইরূপ বাক্যবান্ প্রবেশ করিবামাত্র আরল্ ডেস্‌বরার মুখ-মণ্ডল যেন হৃত মল্লব্যের মুখের জায় রক্তশূন্য হইয়া গেল, কম্পিত হইয়া তিনি দুই পদ হাটয়া পাড়াইলেন, পরকণ্ঠেই আত্মসংযম করিয়া কর্কশস্বরে চুপি চুপি বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই করিও, আমিও রাত্রিকালে লর্ড-সভায় প্রকাশ করিয়া দিব, প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের ঘৃণিত কার্য্যে সহায় হইয়া কিলিপ রামসে যকৃত অপরাধের কমা পাইবার যোগাড় করিয়াছে ।”

বলপূর্ব্বক বুঝরাঙ্গের বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক মিষ্টার মিংগেল্‌স জিজ্ঞাসা করিলেন, “আঃ! কানে কানে ও সকল কি কথা ?”

আরল্ উত্তর করিলেন, “প্রিন্স আমাকে ভয় দেখাইতেছেন ।”

মিংগেল্‌স বলিলেন, “হঁ, আমিও তাহাই বুঝিয়াছিলাম ।” সংক্ষেপে এই কথা বলিয়া আরল্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক তিনি বলিতে লাগিলেন, “মি. লর্ড! এই প্রিন্স যদি আপনার মন্তকের একগাছি কেশমাত্র স্পর্শ করে, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সমুচিত প্রতিকূল দিব ।”—কথা বলিতে বলিতে বলপূর্ব্বক শ্রমকে ধাক্কা দিয়া দরজার নিকে ঠেলিয়া সক্রোধে সগর্জনে তিনি শেষ কালে বলিলেন, “প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স! রাকেলের প্রিন্স তুমি! নাও,—দূর হও !”

মাথার উপর পিন্তল খাড়া না থাকিলে প্রিন্স তৎকালে হাতারা বাধাইবার চেষ্টা করিতে পারিতেন, কিন্তু পিন্তলের ভয়ে তাঁহার মুখে তখন কথা সরিল না । মিংগেল্‌সের প্রতিশোধের কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই, তিনি সক্রোধে পদাব্যাহত করিয়া প্রিন্সকে সিঁড়ির সোপানে সোপানে গড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন ।

“দুর্জয় অপমান! দুর্জয় অপমান!”—সগর্জনে এইরূপ উক্তি করিতে করিতে লালিত প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স অসাধারণ ক্রোধগতিতে গুণ্ডয়ার দিয়া প্রস্থান করিলেন ।

প্রিন্স প্রস্থান করিবার পর বৈঠকখানার কিরিয়া আসিয়া আরল্ ডেস্‌বরা কুতজ্ঞতা জানাইয়া মিংগেল্‌সকে বলিলেন, “তুমি আন আমার যে উপকার করিয়াছ, শুভকৃত আমি তোমাকে কিছু নিদর্শন প্রদান করিতে ইচ্ছা করি ।”

মিগেল্‌স বলিলেন, “এই হলীদে আপনি সাক্ষী হওয়াতে আমার বখেটে পুরস্কার হইয়াছে, তাহার অতিরিক্ত আর কিছু আমি প্রত্যাশা করি না।”

একটু চিন্তা করিয়া আরল্‌ বলিলেন, “কার্য্য তোমার বিশেষ পুরুষ প্রকাশ পাইয়াছে। এখন তুমি এক কর্ম কর। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ইতিপূর্বে আমার নিকট বিশ হাজার পাউণ্ড গ্রহণ লইয়াছিলেন, তাহার রসীদ আমার কাছে আছে, সেই রসীদখানি তুমি গ্রহণ কর। আমার কাছে থাকিলে আমি হয় ত সে টাকা আদায় করিতে সঙ্কচিত হইব, তুমি যত্নে সহজেই আদায় করিতে পারিবে।”

যে দিন প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ডেস্‌বরা-নিকেতনে নিশাযাপন করিয়াছিলেন, সেই দিন আরলের নিকট হইতে বিশ হাজার পাউণ্ড গ্রহণ করিয়া যে হাঙনোট লিখিয়া দেন, সেই হাঙনোটখানি আরলের সঙ্গেই ছিল; মিগেল্‌সকে তাহা দেখাইবামাত্র মিগেল্‌স একটু শিহরিয়া সঙ্কচিত-ভাবে বলিলেন, “না মি লর্ড! ঐ দান আমি গ্রহণ করিব না; যদিও উহা আমার আশাতিরিক্ত পুরস্কার, তথাপি উহা গ্রহণ করিতে আমার মন চাহিতেছে না।”

আরল্‌ বলিলেন, “ইহা গ্রহণ করিতে তুমি আপত্তি করিও না, ইতস্ততঃ করিও না, গ্রহণ কর। কেবল কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আমি যে ইহা তোমায় প্রদান করিতেছি, এমন মনে করিও না, অস্থিরচিত্ত লন্সেট রাজপুত্রকে ভয় করাই আমার উদ্দেশ্য।”

মিগেল্‌স বলিলেন, “তাহা যদি হয়, তবে আমি উহা গ্রহণ করিতে রাজী আছি, বুঝিতেছি, প্রিন্স অতি শীঘ্রই কৃতকর্মের কম ভোগ করিবেন।” এই কথা বলিয়াই আরলের নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্বক ঘিটার মিগেল্‌স সে বাটী হইতে বাহির হইলেন, রাজার ধারে যে হোটেল তাহার বালক ভৃত্য ওয়াশ্‌ তাঁহার অধরকণে নিযুক্ত ছিল, সেই হোটেলের প্রবেশ করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

শুভসমিতি

—:—

পূর্বপরিচ্ছেদোক্ত ঘটনার পর চারি পাঁচ দিন অতীত ; এক দিন সন্ধ্যার পর সেন্ট-জেমস পল্লীর ব্যারী স্ট্রাটের একটি সুসজ্জিত ক্ষুদ্র কক্ষে চারি জন লোক বসিয়া একমনে কথোপকথন করিতেছেন ।

তঁাহাদের মধ্যে একজন অতি বৃদ্ধ । শুভ কেশ, শুভ শরীর, সেকেলে ধরণের পোষাক পরা, গলাবন্ধে বৈদেশিক রিষণ খাঁটা ।

দ্বিতীয় ব্যক্তি দীর্ঘকায় রূপবান্ যুবাপুরুষ ; কথাবাহী যোগায়েম, পরিচ্ছদও ভয়কালো ; মানব-চরিত্র-পরিজ্ঞানে ষাঁহার। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাখেন, এই লোকটির বাহ্য লক্ষণ দর্শনে তাঁহার। অবস্থা ই বুঝিয়া লইবেন, লোকটি যাতাল ও লম্পট ।

তৃতীয় ব্যক্তিও রূপবান্, মূল্যবান্ বেশভূষা-পরিহিত, বদন গভীর, দেখিলেই বড়বয়ের সন্তান বলিয়া বোধ হয় ; বয়স ত্রিশ বৎসরের অনধিক ।

প্রথমোক্ত বৃদ্ধের নাম মার্কুইস সেন্টক্রয়, দ্বিতীয় ব্যক্তি মার্কুইস বিলয়, তৃতীয় ডিউক ডি ভেলিবেল এবং চতুর্থ ব্যক্তি পাঠক মহাশয়ের পূর্বপরিচিত মিষ্টার পেজ ।

পূর্বকথিত তিন জন ভ্রমলোক করাসী বিষয় সময়ে জ্ঞান হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন, এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে । মার্কুইস অব. সেন্টক্রয় ইতিপূর্বে নেভী মিটিলিয়ার অফিসেরে প্রিন্স অব ওয়েলসকে বিশ হাজার পাউণ্ড দান দিয়াছিলেন ;—বিবি কিং হারবার্ট যখন কিছুদিনের জন্ত করাসী রাজধানী প্যারিস নগরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, মার্কুইস অব. বিলয় তৎকালে তাঁহার উপস্থিতি বহিয়াছিলেন ।—ডিউক অব ভেলিবেল নীতিশাস্ত্রজ্ঞ সুশিক্ষিত যুবা, তিনি রাজত্বের পক্ষপাতী থাকিতে সাধারণত্বের প্রধান পুরুষের। তাঁহার লম্পটি বাকের। করিয়া লইয়াছেন, তদবধি তিনি স্বদেশ পরিভ্রাম্য পূর্বক ইংলণ্ডপ্রবাসী ।

মার্কুইস সেন্টক্রয় নিজের বাসের জন্ত বে বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন, সেই বাড়ীর একটি ঘরে ঐ সভা বলিয়াছে ; জ্ঞান রাজ্যে পুনর্বার রাজপতাকা

সম্মত করিবার উপায়নির্ধারণ করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। ইংরাজী ভাষাতেই বক্তৃতা ও ভুক্তবিত্তক চলিয়াছিল। সেই কারণেই মিষ্টার পেজ্ ঐ সমিতিতে যোগ দিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। করাসী ভাষায় বক্তৃতা হইলে তিনি সেখানে কথা কহিতে পারিতেন না, কোন কথা বুঝিতেও পারিতেন না ; কেন না, করাসী ভাষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে অনভিজ্ঞ।

স্বদেশী মিত্রগুলকে সন্বোধন করিয়া মার্কুইস্ সেক্টরের বলিতে লাগিলেন, “মি লর্ড ! আমরাই এই ইংরাজ বন্ধু বাহা বাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছি, তথাপি সেই কথাগুলি পুনরুক্তি করিতেছি। কারণ, মিষ্টার পেজ্জের সকল কথা যদি আমি ঠিক ঠিক না বুঝিয়া থাকি, কিংবা কিছু অলঙ্কার দিয়া যদি কিছু বাড়াইয়া বলিয়া থাকি, এইবার তাহা সংশোধিত হইয়া আসিবে। অধিকন্তু আমি নিশ্চয় জানিয়াছি, এই মিষ্টার পেজ্জ ইংলণ্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌ একজন বিশ্বাসভাজন বন্ধু এবং প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌—আমাদের দুর্ভাগ্য,—ক্রান্ত রাজতন্ত্রত্যাগপনে আন্তরিক পক্ষপাতী। কেমন, ইহাই কি ঠিক নয় ?”

পত্নীরভার ধারণ করিয়া পেজ্জ উত্তর করিলেন, “হাঁ মি লর্ড ! প্রকৃত অবস্থা বাহা, আপনি তাহা ঠিক ঠিক বলিয়াছেন। ক্রান্ত রাজ্যে পুনরায় স্থানীয়রূপে ও বিধিসিদ্ধ গবর্ণমেন্টপ্রতিষ্ঠার কেবল যে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌ একাকীই অসুযোগী তাহা নহে, ইংলণ্ডের রাজপরিবারস্থ সকলেই এবং আমাদের মহামহিম সম্রাট সপ্তদ্বারের সকলেই প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌য়ের মতের প্রতিপোষক ; সাধারণতঃ নামে যে সকল দৌরাত্ম্য চলিতেছে, তাহা নিবারণ করিতে সকলেই সম্মত। এক পক্ষ পূর্বে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স্‌ আমাকে আত্মা করিয়াছিলেন, করাসী রাজ্যের যে কয়েকটি ভদ্রলোক দেশত্যাগী হইয়া গমনে আত্মীয় লইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইংলণ্ডের সাধারণ মত তাঁহাদিগের গোচর করিতে হইবে। ঘটনাক্রমে আমি আপনাদিগের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। প্রথমে আপনাকে, তাহার পর এই লর্ড মার্কুইস্‌ বিলকে—”

ডিউক অব্ ডেলিবেলের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মার্কুইস্‌ সেক্টরের বলিলেন, “তদনুসারে আমরা তোমাকে উদ্দেশ্য বিষয় জানাইয়াছিলাম যতাবসিদ্ধ হিতৈষিতাভাবে তৎক্ষণাৎ তুমি আমাদের অনুবোধ রক্ষা করিয়াছ।”

আশার আশায়ে উদীর্ণ হইয়া ভিত্তিক বলিলেন, “পরমেশ্বর আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুন ।”

মার্কুইস্ ক্রয় করিলেন, “আমাদের ক্রানের অনুকূলে ইংলণ্ডের প্রিন্স-অব্ ওয়েল্‌স্ যেরূপ উৎসাহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত । মিষ্টার পেজের সঙ্গে আমার আলাপ হইবার পূর্বে প্রিন্সের ব্যবহার সম্বন্ধে আমার মনে কিছু কিছু সন্দেহ হইয়াছিল, কিন্তু এখন মিষ্টার পেজের মুখে বিশেষ পরিচয় পরিজ্ঞাত হইয়া প্রিন্সের উপর আমার পূর্ণ-বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে ।”

পেজ্ বলিলেন, “লেডী লেডের কথায় প্রিন্সের উপর আপনার বিরুদ্ধ-ভাব প্রস্তুত ছিল, বাস্তবিক সেটা মিথ্যাকথা । প্রিন্স আপনার নিকট যে টাকা খরচ লইয়াছেন, তাহা পরিশোধ করিতে বিলম্ব হওয়াতে দুঃখীনা লেডী লেড আপনার কর্ণে নানা কথা তুলিয়াছিল, বাস্তবিক প্রিন্স অতি শীঘ্রই আপনার টাকা পরিশোধ—”

মার্কুইস্ বলিলেন, “সে সকল কথায় আর প্রয়োজন নাই । লেডী লেডের হিংসামূলক কথা শুনিয়া আমি ভাল কার্য্য করি নাই ; এখন তজ্জন্য আমার অনুতাপ আসিতেছে । সার্ জন লেড আমার পরম বন্ধু ছিলেন । তিনি ঐ জ্বীলোকের চরিত্র জানিতেন না, তাহার দোষদর্শনে তিনি অন্ধ ছিলেন । এখন আমি সেই জ্বীলোকের বিশেষ গুণাগুণ বুঝিতে পারিয়াছি । আমার টাকার দরকার ছিল না, তথাপি সেই জ্বীলোকের পরামর্শে প্রিন্সকে বার বার তাগাদা করিয়া বিরক্ত করা আমার অন্তায় হইয়াছিল, এখন যদি করাসী রাজ্যে বিধিসিদ্ধ রাজতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে টাকার জন্ত আর আমি যুবরাজকে তাগাদা করিব না ।”

পেজ্কে সোধণ করিয়া ডিউক ভেলিবেজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানকার বৈদেশিক মন্ত্রী প্রমুখ্যৎ রাজকুমার ক্রানের অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ সংবাদ অবগত হইতেছেন, বোধ হয় ?”

পেজ্ উত্তর করিলেন, “নিশ্চয়ই অবগত হইতেছেন । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ক্রানের বর্তমান অবস্থা জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে ক্রানের স্থানে স্থানে অনেক গুলুচর নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারাই অনুসন্ধান করিয়া করাসী প্রজাপুঞ্জের বনোপগত ভাব পরিজ্ঞাত হইতেছে, সময়ে সময়ে এখানকার করেন আবিষ্ক

দীর্ঘ দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠাইতেছে। মরিসতা হইতে শুভভাবে আমাদের প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স সেই সকল সংবাদ পরিজ্ঞাত হইতেছেন, তাহাতেই তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি পাইতেছে।”

মার্কুইস্ সেন্টক্রয় আত্মাধো জয়ধ্বনি করিয়া বলিলেন, “তবেই আমাদের পক্ষে জয় জয়কার।”—এই মার্কুইস্ অনেক সম্পত্তি হারাইয়াছেন, ক্রান্তের রাজপতাকা প্রতিষ্ঠিত হইলে পুনরায় তিনি প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইতে পারিবেন, সেই আশায় ডিউক ভেলিবেলের দিকে চাহিয়া পুনরায় তিনি বলিতে লাগিলেন, “মি লর্ড! তোমার সঙ্গে পকাশ হাজার পাউন্ড আছে, সেই টাকার বহু সৈন্ত সংগ্রহ করা হইবে। রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী প্রজারাও আমাদের সহায় হইবে, মহৎলোকদিগের যে সকল ধনসম্পত্তি লুকায়িত অথবা প্রোথিত আছে, তাহা আমরা বাহির করিতে পারিব, লোকে জানিতে পারিবে, মার্কুইস্ সেন্টক্রয়, মার্কুইস্ বিলয় এবং ডিউক ভেলিবেল এই উচ্চাঙ্গের প্রধান অধিনায়ক।”

ডিউক বলিলেন, “যদি আমরা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া লাভেও ক্ষেত্রে যাউ, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত টাকা সঙ্গে লইয়া বাইব না, এখানকার একজন বিশ্বস্ত মহাজনের নিকটে গচ্ছিত করিয়া রাখিব, তাহার পর সেখানে গিয়া যদি দেখি, লাভেও বড় বড় লোকেরা আমাদের মতের প্রতিপোধক, তাহা হইলে এখানে পত্র পাঠাইব, সেই মহাজন তাঁহার ইচ্ছামত উপায়ে ক্রমে ক্রমে সেই সকল টাকা আমাদের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।”

অনুমোদন করিয়া পেজ বলিলেন, “ডিউক বাহাদুর বেশ বুদ্ধিমানের মত কথাই কহিতেছেন।”

ডিউকের দিকে চাহিয়া মার্কুইস্ বলিলেন, “মি লর্ড! যদি আমরা দিগকে সমস্ত বাধা-বির মস্তকে লইয়া এখান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া বাইতে হয়, অবিলম্বে কার্যারম্ভ করা যদি বুদ্ধিসিদ্ধ বোধ হয়, তাহা হইলে আমরা সর্বোপায়ে অগ্রসর।”

মার্কুইস্ বিলয় বলিলেন, “অভিযানে আমি ব্যস্ত হইব, অগ্রেই সে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছি। হয় আমরা রাজসিংহাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিব, না হয় ত বধকার্ত্তে মাথা দিব।”

ডিউক ভেলিবেল বলিলেন, “তাহাই বড়ই। কিন্তু এখন দুটা বিষয়ের নীমাংসা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কবে আমরা এ স্থান হইতে বাত্মা করিব।

দ্বিতীয়তঃ, আমার যে টাকা এখন লণ্ডন-ব্যাঙ্কে জমা আছে, সে টাকা কোন্ বিখ্যাত ব্যক্তির নিকটে আমানত রাখিব ?”

মার্কুইন্স বিলয় বলিলেন, “প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, কৃপা বিলম্ব করা উচিত হয় না; আমার যতে আগামী কল্য প্রাতঃকালেই যাত্রা করা কর্তব্য।”

এসক্ ত্যাগ করিয়া মিটার পেজ্ বলিলেন, “যখন টাকার কথা উঠিয়াছে, তখন আমি একটা কথা বলিয়া রাখি। প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ ইত্যাদি মার্কুইন্স সেন্ট্রালের নিকট হইতে যে বিশ হাজার পাউণ্ড ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, এক সপ্তাহের মধ্যে তাহা তিনি পরিশোধ করিবেন, মার্কুইন্সকে এই কথা বলিবার জন্য তিনি আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। কিছু পূর্বে সেই কথাই আমি বলিতেছিলাম, মার্কুইন্স বাহাদুর আমাকে নিবেদন করাত্তে বলা হয় নাই। এখন আমি বলিতেছি, টাকার যখন বিশেষ দরকার, এক সপ্তাহের মধ্যে তখন আমি সেই বিশ হাজার পাউণ্ড লইয়া লাভেভিতে যাইব, এই আমার অঙ্গীকার।”

সপৌরবে পেজের কর্মক্ষমপূর্বক মার্কুইন্স সেন্ট্রায় বলিলেন, “আপনার এই ঔদার্য্য বিশেষ প্রশংসাহ। আপনার মহিমামণ্ডিত বুকুন্সী প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ আমাদের কার্য্যে যেরূপ উৎসাহদাতা, আপনিও কি তদ্বিষয়ে আমাদের পক্ষে সেইরূপ উপকারী ?”

কগটে অল্পরূপ জানাইয়া মিটার পেজ্ বলিলেন, “এই মহৎকার্য্যে আমার দেহ-প্রাণ সমর্পণ। অভ্যাচার-নিবারণে এবং অরাজকতা বিদূরিতকরণে আপনারা আমাকে যখন যেরূপ হুকুম করিবেন, তাহাই পালন করিতে আমি প্রস্তুত।”

মার্কুইন্স জ্ঞয় যে প্রকারে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া মিটার পেজের সমাদর করিয়াছিলেন, মার্কুইন্স বিলয় এবং ডিউক ডেলিবেলও সেইরূপে তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন, তদনন্তর ঐ তিন জন লর্ড পরস্পর করাসী তাহার কিরণক্ষণ কি পরামর্শ করিলেন, পেজ্ তাহা বুঝিলেন না।

পরামর্শ শেষ হইলে পেজ্কে সোধোন করিয়া মার্কুইন্স সেন্ট্রায় বলিলেন, “প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌সের সদাশয়তার আমি এবং আমার এই দুই বন্ধু বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম। প্রিন্সের যে সমস্ত টাকা লক্ষ্য ছিল না, ঋণের টাকা পরিশোধের নিমিত্ত সেই সমস্ত আমি তাহার নিকট তাগাদা করিয়া-

হিলাম, তৎক্ষণ্য বড়ই হুত্বিত হইয়াছি, আপনি আমার পক্ষ হইতে এই কথাটা যুবরাজকে জানাইবেন । আরও—মিষ্টার পেজ্ ! যদবধি আমরা লাভেভিতে আমাদের সম্বন্ধসাধনে কৃতকার্য হইতে না পারি, তদবধি ডিউক ভেলিবেলের টাকাস্তলি নিজের কাছে আমানত রাখিতে যুবরাজ সম্মত হইবেন কি ?”

গম্ভীরবদনে মন্তকসঞ্চালনপূর্বক পেজ্ উত্তর করিলেন, “সে কথা আমি এখন ঠিক করিয়া বলিতে পারি না । আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আমি এখনই কারলটন প্রাসাদে গিয়া আহ্বারের পূর্বে প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার অভিপ্রায় জানিয়া আসিতে পারি ।”

ধন্যবাদ দিয়া লর্ডেরা তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন । অল্পমতি লইয়া মিষ্টার পেজ্ অবিলম্বে সে গৃহ লইতে বাহির হইয়া গেলেন, কারলটন হাউসে গেলেন না, নিকটস্থ একটা সারাইখানায় গিয়া এক পাইট সেরী ধাইলেন । অনন্তর আধঘণ্টা এ দিক ও দিক বেড়াইয়া মারুফুইস সেন্ট-ক্রয়ের বাসায় ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; গম্ভীরবদনে বলিলেন, “অনেক কষ্টে যুবরাজকে আমি সম্মত করিয়াছি । প্রথমে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘দেশভাগী ভদ্রলোকদিগের টাকা আমি আমানত রাখিতে পারিব না ।’ তাহার পর আমি যখন বলিলাম, এখানকার কোন মহাজন অথবা লণ্ডনের কোন ব্যক্তি গুপ্তভাবে কোন বিদেশী লোকের টাকা জমা রাখিতে নারাজ, অধিকন্তু আমি নিজে সেই আমানতী টাকা লইয়া লাভেভিতে যাউব, যুবরাজ তখন অগত্যা ঐ ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন ।”

কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ডিউক ভেলিবেল বলিলেন, “মিষ্টার পেজ্ ! আপনার কাছে আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ রহিলাম । একটা প্রধান ভাষনা দূর হইল । কখন আমি প্রিন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া টাকাস্তলি জমা রাখিয়া আসিতে পারিব, সে কথা কি তিনি কিছু বলিয়া দিয়াছেন ?”

উপস্থিতবুদ্ধি সূচতুর পেজ্ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, “আগামী কলা অপরাহ্ন বর্ষ ঘটিকার সময় ।”

ডিউক ভেলিবেল বলিলেন, “মি লর্ড ! আমাদের এখানকার কার্য্য এক প্রকার শেষ হইল, এখন আমরা লণ্ডন হইতে যাত্রা করিবার অবসর এবং কোন পথ দিয়া ক্রান্তে প্রবেশ করিব, তাহাই স্থির করিয়া রাখিব ।”

সবিন্দ্রে বিদায় চাহিয়া পেজ্ বলিলেন, “যুবরাজ আমাকে আর একটা

বিশেষ কার্যের ভার দিরাছেন, সেই কার্যসাধনের জন্ত আমাকে স্থানান্তরে
রাইতে হইবে। আপনারা এখন স্বদেশযাত্রা সম্বন্ধে যাহা অবধারণ করি-
বেন, তাহাতে আমার মত সম্যক্ত লোকের কোন পরামর্শ আবশ্যক হইবে
না, অতএব আমি এখন বিদায় হই।”

এই বলিয়া পেক্ বিদায় গ্রহণ করিলেন, এইবার সরাসর কারলটন-
হাউসে যাত্রা।

বিশ পরিচ্ছেদ

প্রিন্স এবং তাহার এজেন্ট

রজনী অষ্টম ঘটিকা। সান্নাধ্যভোজন সমাপ্ত। ভোজন সমাপ্ত করিয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আপন উপবেশনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহার জানা ছিল, মিষ্টার পেজ্ এই সময় দেখা দিবেন। বেরূপ কথা, সেইরূপ কাজ :—ঠিক সময়ে মিষ্টার পেজ্ উপস্থিত। প্রাচ্যদেশীয় মুসলমানেরা বেরূপে সেলাম করে, সেইরূপে সসন্ত্রমে নতমস্তকে যুবরাজকে এক সেলাম করিয়া তিনি সন্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

যুবরাজ তখন লোকায় হেলান দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, নিকটস্থ চেয়ারে পেজ্কে বসিতে বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হে পেজ্! সংবাদ কি?”

পেজ্ উত্তর করিলেন, “ছুটী শুভসংবাদ আনিয়াছি। প্রথমে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আজ রাত্রে কিয়ৎকণের জন্য আপনার কি স্বচ্ছল অবকাশ হইবে?”

প্রিন্স বলিলেন, “প্রাতঃকালে তোমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া এ রাত্রে সমস্ত কার্য আমি বন্ধ রাখিয়াছি। কাহারও সহিত দেখা করিবার বন্দোবস্ত নাই।—এখন বল, কুমারী পলিন্ কি আজ রাত্রে আমার ক্রোড়ে আসিবে?”

পেজ্ শুৎকণাৎ উত্তর করিলেন, “সে পক্ষে আর ছুটী কথা নাই।”

আজ্ঞাদে প্রবৃত্ত হইয়া যুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, “ধন্ত জগদীশ! মিত্রবর পেজ্! যে কাজটা সর্বলোকের অসাধ্য তোমার পক্ষেই সেটা সুসাধ্য; তোমার কাছে আমি বাধিত হইলাম। করাসী লোকদিগের খবর কি?”

পেজ্ উত্তর করিলেন, “আপনাকে বাহা আমি বলিয়াছিলাম, ঠিক সেই প্রকারেই কার্যসিদ্ধি হইয়াছে। নিজস্বগে বড়াই করিতে নাই, কিন্তু আমি স্নায্য করিয়া বলিতেছি, অসাধারণ বুদ্ধি খাটাইয়া কাজটা আমি হানিল করিয়া আসিয়াছি। য়াররুইস সেক্রেটার নিশ্চিত বিশ্বাস করিয়াছেন যে, বৈশ্ববলে আজ আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথা কহিতে—”

প্রিন্স বিজ্ঞান করিলেন, “আর বাবুজীন্স বলিল ?”

পেজ্.—তাহারও সেইরূপ বিশ্বাস । তিনি বুঝিয়াছেন, কোন প্রকার কনভল্শন হির না করিয়া, ক্রান্তের সহিত বৈরতাবে অত্যন্ত নির্দোষিতগণের মধ্যে তাঁহাকেই অগ্রগণ্য হির করিয়াছি ।

প্রিন্স ।—গত পরে যখন তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহার বিষয় বস্তুর স্থলে গ্রহণ করিয়াছে । সেই তৃতীয় ব্যক্তি ডিউক অব্ ভেলিবেল । তাহার মনেও ত কোন সন্দেহ নাই ?

পেজ্.—কিছুমাত্র নয় ; হজুরের প্রতি তাঁহার অখণ্ড বিশ্বাস ; আগামী কল্যা সন্ধ্যার পর আপনি সে বিষয়ে উত্তম প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন ; তাহার প্রকৃতি অতি উদার ; তিনি আপনার হস্তে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড আশ্বিনত জমা রাখিতে আসিবেন ।

প্রিন্স ।—(আনন্ডে সোকার উপর ঘুরিয়া কিরিয়া) ঠিক ভূতে পাইয়াছে ! কিন্তু কিরূপে ইহা জানা হইল ?

বাবুজীন্স সেক্টরর বাসাবাটীতে বাহা বাহা বটিয়াছিল মিটার পেজ্ আন্তর্জাতিক তৎসমস্ত বর্ণন করিলেন । সুবরাজ সেই টাকা আশ্বিনত রাখিতে সন্মত আছেন কি না, তাহা জানিয়া আসিবার ছলে বাহির হইয়া তিনি (পেজ্) আধঘণ্টাকাল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া সেই স্থানে কিরিয়া গিয়াছিলেন, সে ছলনাটাও অপ্রকাশ রাখিলেন না ।

আনন্ডে হস্তবর্ণন করিতে করিতে রাজকুমার বলিলেন, “যথার্থই পাকা লোকের মত তুমি কার্য করিয়াছ ; কিন্তু আমি যে বিদেশী অপরিচিত লোক-গুলির টাকা গচ্ছিত রাখিতে সন্মত, এ বিশ্বাস তোমার মনে কিরূপে দাঁড়াইল ?”

পেজ্.—(ধূর্ততার সহ হস্ত করিয়া) যদি আমি জনের কার্য করিয়া থাকি, তত্বে হজুরের ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি ।

প্রিন্স ।—(হস্ত করিয়া) না—না, তুমি ভুল কর নাই । তুকার্যও কর নাই । রাজবৈর মনোভাব বুঝিতে তোমার বিশেষ ক্ষমতা ।

পেজ্.—আজ্ঞা হাঁ । কিছু কিছু আমি বুঝিতে পারি । একদিন আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, সামান্য টাকার জন্য বাবুজীন্স সেক্টরর বার বার আপনাকে ভাগাধা করিয়া বিরক্ত করিয়াছিল ; অতএব আপনি তাহার

প্রতিশোধ লইবেন ; যাহুকুইস্ বিলয়ের উপরেও আপনার প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ;—কি কারণে ইচ্ছা, তাহা আপনি বলেন নাই, আমিও জামিতে চাহি নাই । এখন তাহারা নিজে নিজেই আমাদের কাঁদে জড়াইয়া পড়িয়াছে । ডিউক ভেলবেলটা নির্দোষ, তাহাকেও তাহারা একসঙ্গে জড়াইয়াছে । ভাবগতিক বুঝিয়া আমি আপন ইচ্ছায় তাহাদিগকে বলিয়া আসিয়াছি, ডিউকের টাকা আমানত রাখিতে যুবরাজ সম্মত আছেন । এখন বিবেচনা করুন, এই ব্যাপারে যদি কাহারও কিছু লাভের সম্ভাবনা থাকে, সে লাভটা আপনারাই ; আপনি পরম ভাগ্যবান্ ।

প্রিন্স ।—আবার আমি বলিতেছি, মানবপ্রকৃতি নির্ণয় করিতে তোমার সবিশেষ ক্ষমতা । তুমি নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইবার যোগ্য ।

ধৃত পেজ আসন হইতে গাত্ৰোত্থান করিলেন, একে একে ক্রমান্বয়ে তিনবার সমস্তে যুবরাজকে অভিবাদন করিলেন ।

পেজ পুনরায় উপবিষ্ট হইলে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন বল দেখি, পলিনের খবর কি ?”

পেজ ।—মাসাবধি হইল, কুমারী অক্টেভিয়াকে সে বাটা হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তদবধি কুমারী পলিন আমার ওপবতী ভাৰ্য্যাকে প্রতিবাসিনী প্রিয়সখী বলিয়া ভালবাসে । সৰ্ব্বক্ষণ একসঙ্গে থাকিতে চায় । আমার স্ত্রী বলিয়াছে, সে তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে ইহাই তাহার স্থির বিশ্বাস । অজ্ঞ রজনীতে আমাদের বাড়ী জুলিয়ান সহিত পলিনের চা খাইবার নিমন্ত্রণ ।

প্রিন্স ।—অক্টেভিয়াকে পাগলাগারদে কয়েদ রাখা হইয়াছে, পলিন তাহা জানে না । সে অংশে কোন সন্দেহ রাখে না ?

পেজ ।—কিছুই জানে না, কোন সন্দেহ রাখে না । বেক্সপ কোশল করা হইয়াছে, তাহাতে কাহারও কিছু আশ্বাসের উপায় নাই । উইগ্‌টন ও স্যাক্স নামক দুই জন মাতাল ডাক্তারকে গোটা কতক গিনী মূল দিয়া সার্টিফিকেট লওয়া হইয়াছে । আসল কথা প্রকাশ করিলে গিনী ফেরত দিতে হইবে, সেই ভয়ে তাহারা কিছুই প্রকাশ করিবে না । অধিকন্তু বাতুলারয়ের নির্দিষ্ট ডাক্তার বটন আপনার নিকট হইতে অক্টেভিয়ার খোরাকীর দরুণ বৎসরে বৎসরে তিন শত পাউণ্ড পাইবে, তাহাকে আমি এই কথা বলিয়াছি ; সে যদি ওহু কথা ব্যক্ত করে বৎসরে

বৎসরে তিন শত পাউণ্ডে বকিত হইবে, সেই কারণে তাহারও ঋণ বন্ধ।

প্রিন্স।—বে পারদে অস্তেতিয়া করেন, পলিন্ সে দিকে অথবা তাঁহার নিকটে বেড়াইতে যার না ?

পেজ।—পলিন্ নিত্য নিত্য ঠিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া ডাক্তার বটনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইত, অস্তেতিয়ার সহিত দেখা করিতে চাহিত, ডাক্তার তাহাকে বলিতেন, ‘মাসকতক না গেলে তোমার সহিত দেখা হইবার সুবিধা হইবে না ; রোগী একটু প্রকৃতিস্থ না হইলে আশ্রয়-লোকের সহিত দেখা করিতে দেওয়া নিষেধ।’ সেই কথা শুনিয়া পলিনের আশা ফুরাইয়াছে। বিশেষতঃ যে কার্য আমরা করিয়াছি, তাহা আইন-সম্মত ; কাজে কাজেই পলিন্ এখন নিরুপায় হইয়া নিশ্চেষ্ট রহিয়াছে। বাঃ ! কি চমৎকার আইন ! একজোড়া ঘুঘুখোর ডাক্তারকে চাঁকার জোরে বশীভূত করিয়া সার্টফিকেট লইতে পারিলে সেই সার্টফিকেটের বলে সন্মুখে দুরন্ত লোকদিগকে পাগলাগারদে পচানো যায়।

প্রিন্স।—ঠিক কথা। সে আইনের বল ঐ রকম বটে। সময়ে সময়ে ঐ আইনের সাহায্য না লইলে আমাদের বিষয়কার্য চলে না, কাজেই ঐরূপ আইন আবশ্যিক। বড় বড় ক্ষমতাবান লোকেরা ঐ আইনের সাহায্যে আপনাদের বৈরিগণকে এবং ছুটলোকদিগকে জব্দ করিয়া থাকেন।

পেজ।—হাঁ, আপনি প্রকৃত জ্ঞানবানের মত কথা বলিতেছেন। (পকেট হইতে খড়ী বাহির করিয়া দেখিয়া) রাত্রি ১টা বাজে ; জুলী এতক্ষণে কুমারী পলিন্কে বিলম্ব কারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি অক্লেশে ইট সিদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিবেন।

প্রিন্স।—তোমার কথার ভাব কি ? তোমার স্বী কি প্রকারে এ কার্য সিদ্ধ করিতে পারিবে ?

পেজ।—(অতি দ্রুত্বরে) রাত্রি ১টার সময় থানা খাওয়া শেষ হইবে, তাহার পর পলিন্ এক গ্লাস পোর্ট কিংবা এক গ্লাস সেরী অথবা নরম জুতের এক গ্লাস পোর্টার পান করিতে পাইবে, বাহাই পান করুক, একই প্রকার কার্যকর। আমাদের দাসীটি আমাদের গুপ্ত সহায়ী জানে, তাহার প্রতি আমাদের বিশ্বাস—

প্রিন্স।—(পলিনের ঘোঁহিনীমূর্ত্তি দ্যান করিতে করিতে পেকের দৃষ্টে)

কথা না শুনিয়াই) হাঁ হাঁ, বুঝিয়াছি তোমার কথা। তবে চল, এই বেলা আমরা যাই।

এইরূপ কথোপকথনের পর সর্দার চাকর জার্মেনকে ডাকিয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌স রাজচিহ্নস্বী একখানা গাড়ী প্রস্তুত রাখিবার হুকুম দিলেন। অচিরেই গাড়ী প্রস্তুত হইল, পেজের সহিত সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া কামোদিত রাজকুমার কাঁধাটা সিঁদুর করিতে চলিলেন। গাড়ী গড় গড় শব্দে এজওয়ার রোড অভিমুখে চলিল।

সাদে নরটার সময় গাড়ীখানা এজওয়ার রোডে পৌঁছিল। প্যারাডাইস ভিলার পেজের বাসা,—বাসার একটু দূরে গাড়ী রাখিয়া মিটার পেজ অগ্রে নামিয়া গেলেন, প্রিন্স একাকী গাড়ীর মধ্যে রহিলেন; কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না, অবিলম্বেই পেজ ফিরিয়া আসিয়া শুভ-সংবাদ দিলেন :—বলিলেন, “সব ঠিক! কুমারী পলিন এখন সম্পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্বাধীন।”

আহ্লাদে উদ্ভস্তপ্রায় হইয়া কামশরে জর্জরিত রাজকুমার গাড়ী হইতে নামিয়া পেজের সহিত সেই বাসাবাড়ীতে গমন করিলেন; গাড়ী ফিরিয়া গেল।

এই অবসরে মিটার পেজের বাসাবাড়ীর সন্নিকটে আর একটি ঘটনা হইতেছিল, প্রসঙ্গ স্বগিত রাখিয়া, অগ্রে সেই ঘটনার কথা এই স্থানে বলা যাইতেছে।

একটা নিম্নতলস্থ হোটেলের বীরসরাপের “গুলাবে তিনটি লোক; দুটি স্ত্রীলোক, আর একটি বালক। স্ত্রীলোকেরা অপর আর কেহই নহে, একজন সেই কাঁসারীড়ী, দ্বিতীয় সেই কারোটিপোল; বালকের নাম কিঙ্কিন্দ্ৰাণ্ড। তাহার তিন জনে একটা টেবিলের সম্মুখে বসিয়া চুপি চুপি কি কথোপকথন করিতেছিল। হোটেলওয়াল নূতন লোক নহে; সম্মুখলের সহকারী পূর্বপরিচিত সেই ব্রিগ। সে ব্যক্তি এখন পরচুল পরিয়া, সবুজ চসমা নাকে দিয়া বেড়ায়, সহরের কোন লোক তাহাকে চিনিতে পারে না। যে তিন জন কথোপকথন করিতেছিল, তাহাদের নিকটে আর কেহ ছিল না, তবে চুপি চুপি কথা কেন? পাছে কোন নূতন খরিকার আসিয়া গোপনে থাকিয়া তাহাদের কথা শুনিতে পায়, সেই জন্যই সাবধান।

কিঙ্কিন্দ্ৰাণ্ড পূর্ববৎ কুৎসিত ও অপরিচ্ছন্ন; কারোটিপোল স্বভাবসিদ্ধ বিটখিটে উগ্রমেজাজী, কিন্তু তাহার পিতার (বিগ্বেগারম্যানের) মহা বিপদে এখন সে কিছু অবসর। বিগ্বেগারম্যান এখন জেলখানার হাজতে :—

খুন, বোম্বটেগিরী, কাশাবাজী, আরও অন্যান্য প্রকার অপরাধে অভিযুক্ত ; শীঘ্রই তাহার বিচার হইবে। কাঁসীরীড়ী দম্যপতি ম্যাগস্‌মানের উপপত্নী। ম্যাগস্‌মানের প্রথম নাম জো-ওয়ারেণ, বেগারমানের দ্বিতীয় নাম প্রাইস, তাহাদের বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে। কাঁসীরীড়ী এখন পতিবিরোগজনিত শোকবস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক মোটামুটি কস। কাপড় পরিধান করিয়াছে।

জল মিশাইয়া মদ খাইয়া কারোটিপোল বলিল, “আমরা এখন সোজা পথে সেই পাণিষ্ঠ পেজ্ ও তাহার স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ লইতে পারিব ; অধিকন্তু প্রধানকার একজন বড়লোক আমাদের হাতের ভিতর।”

কাঁসীরীড়ী বলিল, “আমরা যেরূপ মতলব করিয়াছি, তাহা যদি সিদ্ধ হয়, তবে তোমার পিতা আর আমার সেই লোকটি নিশ্চয়ই কোন না কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইবে।”

আহ্লাদে মুখ ঘুরাইয়া কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড বলিল, “আমার পরামর্শ শুনিয়াছ বলিয়াই তোমাদের এই উপকার হইতেছে। যখন তোমরা পেডের ও জুলিয়ার গলায় ছুরী দিতে উদ্যত হইয়াছিলে, আমি তখন বারণ করিয়াছিলাম। তাহাদিগকে খুন না করিয়া তাহাদের চালচলন চর্চার জন্য চর নিযুক্ত করিলে বেশী উপকার হইবে। তাহারা ধড়ীবাজ, খল ও অর্থলোভী। চরের দ্বারা সন্ধান লইলে নিশ্চয়ই তাহারা কাঁদে পড়িবে। তোমরা আমার পরামর্শ শুনিয়াছ, বেশ যোগাড় হইয়াছে। উত্তম কারবার ! সিকেট্টার-শ্রাম দাসীর কাঁধা স্বীকার করিয়া বেশ ছলনা করিতেছে, তাহার দ্বারাই তোমাদের কার্যোদ্ধার হইবে।”

আত্মরে আত্মরে কথায় কারোটিপোল বলিল, “সে কথা আর মনে করিয়া দিবার কি দরকার ? তোমার পরামর্শে ভালই হইয়াছে, সেটা আমরা অস্বীকার করি না।”

কাঁসীরীড়ী বলিল, “অস্বীকার ত করিই না, তাহা ছাড়া আজ রাত্রে যদি আমাদের আশ্রিত কার্য সম্পন্ন হয়, তবে আমরা অবশ্যই মানিব, তোমার পরামর্শে আমাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে। তোমার পরামর্শের ফলেই কারোটিপোলের পিতাকে আর আমাদের জো-ওয়ারেণকে বধ্যভূমির দোলমঞ্চ হইতে নিশ্চয়ই আমরা উদ্ধার করিতে পারিব ; কিন্তু বিল ! তোমার সেই যবতী স্ত্রীলোকটির প্রতি কি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখিতে পারা যায় ?”

কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড বলিল, “চূণ-সুরকীতে ইটের পীথনি যেমন জমাট হয়, সেই চতুরা যুবতীর বুদ্ধিও সেইরূপ জমাট। মাসাবধি পেজের বাড়ীতে সে চাকরী করিতেছে, বাহা বাহা হইতেছে, সব দেখিতেছে; আজ রাত্রে কান্টাও ভালরূপে পরীক্ষা করিতেছে। কে সেই সিকেটার-শ্রাল, এক মাসের মধ্যে মিঠার পেজ্‌ সে পরিচয়টা কিছুই জানিতে পারে নাই। অনেক দিনও পূর্বে গ্রস্‌ ট্রীটের কিঙ্কিন্‌-কেন আড্ডায় মলিনবসনা মলিনবেশা যে গ্রীলোককে পেজ্‌ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিল, সেই যুবতী এখন ফুটফুটে হইয়া, ভাল কাপড় পরিয়া, তাহার বাড়ীতে দাসী হইয়া রহিয়াছে। সাবাস্‌!”

কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের কথা সমাপ্তমাত্র সেই সিকেটার শ্রাল ঐ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। যথার্থই তাহার চেহারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন। মস্তককে তাহাকে গৃহত্যাগিনী করিয়া ডাকাতের দলে আনিয়া রাখা হইয়াছিল। কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের প্রতি সে অতিশয় কামাসক্ত। কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের খাতিরেই সে এখন গুপ্ত অভিসন্ধিতে পেজের বাসায় দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছে।

নবাগতা যুবতীকে দেখিয়াই আদর করিয়া তাহার প্রেমনায়ক কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ড সগোরবে জিজ্ঞাসা করিল, “কি রে শ্রাল! খবর কি?”

শ্রাল উত্তর করিল, “খবর ভাল! কুমারী পলিন্‌ আরক-মিশ্রিত সরাপ খাইয়াছে। প্রিন্স অব্‌ ওয়েল্‌স এইমাত্র সেখানে উপস্থিত হইয়াছে।”

চঞ্চলপদে আসন হইতে উঠিয়া কারোটিপোল চঞ্চলস্বরে বলিল, “তবে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। শ্রাল! তুমি অগ্রে অগ্রে পথ দেখাইয়া চল, এখনই আমরা সেইখানে যাইব, তুমি অগ্রে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমরা একটু তফাতে থাকিব।”

শ্রাল বলিল, “তোমরা পশ্চাদ্ধিকের ফটকের কাছে থাকিও, আমি প্রবেশ করিবার পর তোমরা দুই মিনিটের অধিকক্ষণ দেরী করিও না।”

এই কথা বলিয়াই সিকেটার শ্রাল দ্রুত প্রস্থান করিল। ওদানে বাহারা রহিল, তাহারা আত্মাদে বিস্মারিতনেত্রে পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিল।

কারোটি ও কাসীরাদী একবাক্যে সেই যুবতীর বুদ্ধির প্রশংসা করিল। প্রশংসা ভনিয়া কিঙ্কিন্‌গ্রাণ্ডের আনন্দ বাড়িল। তাহারা তিন জনে ওয়াস

হইতে বাহির হইয়া, ছয়বেশী ত্রিগের দিকে চাহিয়া, সন্দেশে বাধা নাড়িয়া
হোটেল হইতে বাহির হইয়া গেল ।

পেকের বাসার পশ্চাদিকে বাগান । বাগানে বাইবার একটা সুঁড়িগাছ ।
সেই দিকে কটক ;—কটকের কাছে উপস্থিত হইয়াই সেই ত্রিমূর্তি দেখিল,
সিকেক্টার-শ্রাল সেইখানে তাহাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে । শ্রাল তাহা-
দিককে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিল ।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

—:—

অনাহুত আগন্তুক

রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে ;—পেজের বাসার শয়নঘরে বাতী জলিতেছে। সেই ঘরের একখানি কোচের উপর কুমারী পলিন্ অচেতনে শয়ন করিয়া রহিয়াছে। পূর্ণ-পরিচ্ছদপরিহিতা ;—কিন্তু তাহার সূচীচর কুন্তলজাল আলুখালু অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আহারের পর তাহাকে এক গ্লাস মদ খাইতে দেওয়া হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ বিমূর্নি, তৎক্ষণাৎ জ্ঞানহারী। দুঃখিল জুলিয়া সেই অবস্থায় তাহাকে তুলিয়া বিছানার উপর শুয়াইয়া রাখিয়াছে। সিকেটার-শ্রাল যেন আপন ইচ্ছাতেই কুমারীকে তুলিবার সময় জুলিয়া সাহায্য করিয়াছিল।

হাঁ, সেই অসহায় কুমারী অজ্ঞানাবস্থায় সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছে, শূত্র পদতল ও অনাহুত বাহু নিম্পন্দ, অধরোষ্ঠ অর্দ্ধবিমুক্ত, তন্মধ্যে হইতে মুক্তপাঁতিসদৃশ সুন্দর দন্তপাঁতি ব্লগ ব্লগ দৃষ্ট হইতেছে।

দ্রুত কালসর্প যেমন ফণা বিস্তার করিয়া মুখের গ্রান শীকারের উপর লক্ষ্য করে, রাজকুলসম্বৃত নররূপী কামুক ভূগলম সেইরূপে অদূরে ঝাঁড়াইয়া অচেতন কুমারীর বুকের কাছে হেঁট হইয়া সতৃষ্ণনয়নে সেই রূপরশ্মি-দর্শন করিতেছেন,—রূপসুধা পান করিতেছেন। সুললিত বাহুযুগল, পীনোন্নত-পয়ো-ধর, সুগঠিত শুভ্র গ্রীবা এবং সুন্দর পরিচ্ছদের প্রতি বন বন সলোভ দৃষ্টি। আলুলায়িত সূচিকণ কেশদাম অযত্নে বিক্ষিপ্ত হইয়া উপাধান আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, মাদকশক্তিপ্রভাবে আরক্তচ্ছটায় সুন্দর মুখমণ্ডল আরও সুন্দর হইয়াছে ; কল্পনায় সিদ্ধকাষ মনে করিয়া লম্পট রাঙ্গকুমার অনিমেঘে সেই অপরূপ সৌন্দর্যসাগর মহন করিবার প্রয়াস পাইতেছেন।

অনেককণ ;—অনেককণ সেই দ্রুত লম্পট প্রিল সেই অচেতন দেহের উপর হেঁট হইয়া মনে মনে বিপুল আনন্দ সন্ভোগ করিতেছেন। নিশ্চয়ই এ যুবতী পামায় কোড়মত, আর কেহ রক্ষকর্তা নাই, এই দিকাসে ইচ্ছার মুখের



নিজ্জিতা পলিন ও যুবরাজ ।

কাছে মুখ লইয়া আলোহিত ওষ্ঠপুটে স্তরজন নাসিকার সুগন্ধ নিশ্বাসবায়ু আত্মাণ করিতেছেন, এমন সময় একটা শব্দ হইল। কিসের শব্দ?— কামোদ্ভূত যুবরাজ কাম-বিভ্রমে গৃহের দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়াছিলেন, বাহির হইতে কপাটের আংটা-নাড়া শব্দ।

কামবিহ্বল রাজকুমার তখন পর্য্যন্ত সেই নিজ্জিতা সুন্দরীর মুখপদ্মের আত্মাণ লইতেছিলেন। আবার শব্দ। যুবরাজ তখন মুখ ফিরাইয়া চাহিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, নিমেষমধ্যে দ্বার উল্লটিত ; শুনিলেন, জন জন মহু-ষোর পদশব্দ ;— দেখিলেন, অনাহৃত লোকেরা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ; ভাবিলেন, আশা বিফল ;— সম্পূর্ণরূপে প্রতারিত । একবার তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, শব্দ হয় ত কল্পনাশ্রুত,—চক্ষু হয় ত ভ্রম দর্শন করিতেছে ;— পরক্ষণেই সে ভ্রম হর হইল।

ভিন জনকে দেখিবামাত্র রাজকুমার উঠেঃধরে বলিয়া উঠিলেন, “কে তোরা ? দূর হ !—এখনই এ স্থান হইতে বাহির হইয়া যা ! নতুবা এখনই আমি গোলমাল করিয়া বাতীর সকল লোককে ডাকিব।”

কারোটিপোল বলিল, “খবরদার প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ! খবরদার ! গোলমাল করিও না ! যদি কর, তুমি নিজেই ধরা পড়িবে।”

সক্ৰোধে ভূতলে পদাঘাত করিয়া সুবরাজ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে তোরা ? তোরা চাস্ কি ?”

সেই রক্তকেশী রমণীর সোধোনবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রিন্স বুঝিয়াছিলেন, তাহার ঠাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, সুতরাং একটু নরম হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা কি ঢাকা চাস্ ? আমি তোদের গোটা কতক গিনী—”

ফাঁসীরাড়ী উত্তর করিল, “আমরা তোমাকে গোটাকতক কথা বলতে চাই।”

শয্যার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া সতেজে প্রিন্স বলিলেন, “আমাকে ? এই রাত্রে ?—অসম্ভব।”

গম্ভীর-বদনে গম্ভীরস্বরে ফাঁসীরাড়ী বলিল, “হাঁ,—তোমার সঙ্গেই আমাদের কথা,—আজ রাত্রেই সেই কথা বলা দরকার। বুঝিয়াছ ?—যে সময়ে তুমি কুক্রম করিয়া আপনাকে সুখী হইবার আশা করিতেছিলে, ঠিক সেই সময়ে আমরা আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে তোমার রাগ হইয়াছে।”—এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতে নিদ্রিতা পলিনের দিকে একবার চাহিয়া সে আবার বলিতে লাগিল, “প্রিন্স ! তুমি যে হঠাৎ এ ঘরে আসিয়া এই কাণ্ড করিতেছ, এমন বুঝাইতেছে না ; পূর্ব হইতেই কুমন্ত্রণা করিয়া ফাঁদ পাতিয়াছিলে, ইহাই আমি বুঝিতেছি।”

সক্ৰোধ গর্জন করিয়া সুবরাজ বলিয়া উঠিলেন, “কি ! সেই বদমাস পেজ্‌ট কি আমার সঙ্গে জুয়াচুরী খেলা খেলিতেছে ? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি তাহাকে উচিতমত প্রতিফল দিব।”

কারোটিপোল বলিল, “বাজে কথা !” পেজ্‌ট এ বিষয়ের কিছুই জানে না। সে এবং তাহার স্ত্রী নীচের ঘরে চাবী-বন্ধ আছে, তাহাদের দাসীটি পিস্তল হস্তে লইয়া সেই ঘরের দরজায় পাহারা দিতেছে। জানো প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, এতদূর সাবধানতার কার্য !”

রাজকুমার কাঁপিয়া উঠিলেন, দ্বীলোকদিগের কথা শুনিয়া তাঁহার ভয় হইল; ক্রমশই তিনি অধিক চঞ্চল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা কারা? তোরা কি চাস?”

মাথার চুপী খুলিয়া, সসম্মুখে সেলাম করিয়া কিঙ্কিনগ্রাণ্ড উত্তর করিল, “আমিই প্রথমে তোমার কথা জবাব দিব। এক রকমে আমিও একজন রাজপুত্র। গণিকা ও তন্দুরগণের কাপ্তেন আমি। তাহার। আমাকে কিঙ্কিনগ্রাণ্ড বলিয়া ডাকে। দেখ রাজকুমার, আমি আপন ইচ্ছায় বাহা কিছু করিতে পারি, তাহার উপর কোন কথা নাই; তুমি আমাকে যাছা করিতে বলিবে, আমি আমার নিজের অভ্যাসমত তাহাই করিব।”

বিরক্ত হইয়া ঘুগার স্বরে প্রিন্স বলিলেন, “বেশ বেশ!—থামো!—থামো! আর শুনিতে চাই না।” বক্তাকে এই কথা বলিয়া, কারোটিপোলের দিকে চাহিয়া তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল ত, তোমরা আমার কাছে কি চাও? শীঘ্র বল, সংক্ষেপে বল, কাজটা যত শীঘ্র শেষ হয়, ততই ভাল।”

কারোটিপোল বলিল, “আমার নাম মেরী গ্রাইন্স; আমার পিতার নাম টিফেন গ্রাইন্স; স্থলবিশেষে আমার পিতা বিগ্বেগারম্যান নামে পরিচিত।”

কাঁসীরাড়ী বলিল, “আমি জোসেফ ওয়ারেণ নামক এক ব্যক্তির উপ-পত্নী। সেই ব্যক্তিকে সকল লোকে মাগ্‌স্ম্যান বলিয়া জানে।”—কথাটা শুনিয়া রাজকুমারের মুখের ভাব কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার জন্য কাঁসীরাড়ী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে যুবরাজের মুখপানে চাহিয়া রহিল।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌স চমকিয়া উঠিলেন। কারোটিপোলের মুখে বিগ্বেগারম্যানের নাম শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, নামটা তাঁহার অজানা নয়; কাঁসীরাড়ীর মুখে মাগ্‌স্ম্যানের নাম শুনিয়া তাঁহার আরও অধিক বিস্ময়।

মহা গোলমালে পড়িয়া, বিরক্ত হইয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌স চঞ্চলস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, এখন তোমরা আমার কাছে কি চাও?”

কাঁসীরাড়ী বলিল, “আমিই উত্তর দিতেছি। এই কারোটিপোলের পিতা বিগ্বেগারম্যান জলপথে ডাকাতি এবং নব্বুহত্যা অপরাধে হাজতে আছে। আমার উপপতি জেরা ওয়ারেণও সেইরূপ অপরাধে সেই অবস্থায় বন্দী, তাহাদের অপরাধ সাব্যস্ত হইবে; পূর্বে পূর্বে তাহারা যে সকল

করিয়া করিয়াছিল, তাহাও প্রমাণ হইবে ; বিচারে তাহাদের কাঁসী হওয়া অনিবার্য ; কিন্তু তাহাদিগকে মরিতে দেওয়া হইবে না ; তাহাদের প্রাণরক্ষা হওয়া আবশ্যক ; বরং যাবজ্জীবন নির্বাসন হওয়া ভাল, কিন্তু প্রাণদণ্ড রহিত করিতে হইবে। শুন প্রিয়, এই আমাদের দরকার ; ইহার অধিক আর কিছু আমরা চাহি না, আমাদের এই সামান্য প্রার্থনা।”

এতাদৃশ বিষয়ে কোন অঙ্গীকার করিয়া নিশ্চয়ই পালন করিবেন না, ইহা রাজকুমারের মনোগত ভাব, অগচ অবদনকারিণীগণকে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় করিয়া দিবার মতলবে তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “আচ্ছা, আচ্ছা ! তাহাদের বিচার যখন আরম্ভ হইবে, তখন জোগাড় করিয়া খানাস করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যাইবে।”

কাঁসীরান্ধী বলিল, “রাজকুমার ! আপনার এই অঙ্গীকারে আপনার কাছে আমরা বিশেষ উপকার-স্বার্থে বাদ্য রহিলাম।”

কিঞ্চিৎপ্রাণ্ড আর একটু বাড়াইয়া বলিল, “সময়ে একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আমরা আপনার সহিত সঙ্গ-বহন করিব।”

সুবরাজ বলিলেন, “এখন তো তোমাদের কার্য শেষ হইল, এখন তোমরা বিদায় হইতে পার। যে অঙ্গীকার আমি করিলাম, তাহার উপর বিশ্বাস—”

রাজকুমারের দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুলীর অঙ্গুলীর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া অভ্যাসমত চতুরতাবলে কাঁসীরান্ধী বলিল, “রাজকুমার ! আপনার ঐ অঙ্গীকারটি একখানি কাগজে লিখিয়া দিতে হইবে। সেই দলীলে আপনার হস্তের এই অঙ্গুরীর মোহর অঙ্কিত থাকিবে, ইহাই আমরা চাই।”

ক্রুদ্ধ হইয়া রাজপুত্র বলিলেন, “কি ! আমার কথায় বিশ্বাস হইল না ? শ্রমতঃ অঙ্গীকার করিলাম, তাহার উপর আবার কথা ? দূর হ ! এখনি চলিয়া যা ! আমি তোদের ভূপজ্ঞান করি !”

কৌচের উপর নিদ্রিতা কুমারী পলিনের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া কিঞ্চিৎ-প্রাণ্ড বলিল, “মহিষাশিত রাজকুমার ! আমরা আপনাকে অস্ত্রে ছাড়িব না। আপনার কথা শুনিয়াই চলিয়া যাইব না। এই বাড়ীর দাসীটি আমার প্রেম-ময়ী। আপনি ঐ অজ্ঞান সুবতীর প্রতি বৈষ্ণব ব্যবহার করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, আমার সেই প্রেমময়ী তৎসমস্ত বিবরণ আমাদের কাছে বলিয়া দিয়াছে।”

কিছুমাত্র উত্তেজিততাব না দেখাইয়া ভদ্রীক্রমে কাঁসীরান্ধী বলিল, “হা সুবরাজ ! সমস্তই সত্য ; সব কথা আমরা শুনিয়াছি। এখনি আমরা

গোলমার করিয়া লোক ডাকিব, রাস্তার লোক আসিয়া দেখিবে, ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েল্‌স কি প্রকারে নেশা করাইয়া সুবতী স্বীলোকদিগের সতীত্ব নাশ করেন । তাব দেখি, ইহা জানিতে পারিলে লোকে তোমাকে কি বলিবে ?”

প্রিন্স কণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, মনে মনে তিনি ভাবিলেন, ইহার কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মোরিয়া লোক । ইহা-দিগকে তাড়াইবার চেষ্টা করা অথবা দলীল লিখিয়া দিতে অস্বীকার করা উভয়ই বিফল । ইহার বাহা বলিতেছে, নিশ্চয়ই তাহা করিতে পারে, চীৎকার করিয়া লোক জড় করিতে পারে ; অনেক লোক আসিতে পারে ; সকলেই এই কাণ্ড জানিতে পারিলে দারুণ অপমান ও কলঙ্ক, অধিকন্তু রাজ-সিংহাসনে বাসিবার আমার যে অধিকার, তাহাও নষ্ট হইবার সম্ভাবনা । এক দিকে এই চিন্তা, বিপরীতদিকে পলিন্কে ফোঁপরা রাধিয়া চলিয়া যাইতেও তাহার মন সরিল না । মনে মনে নানারূপ তোলাপাড়া করিয়া অবশেষে তিনি বলিলেন, “বাহাদিগকে খালাস করিবার কথা তুমি বলিতেছ, তাহাদের পক্ষে আমার যে অস্বীকার, সেই অস্বীকারটা লিখিয়া দিলেই তোমরা তুষ্ট হও ?”

কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ড উত্তর করিল, “হা, তাহাই আমরা চাই ।”

বলবনে আওয়াজে কারোটিপোল বলিল, “কিঞ্চিন্‌গ্রাণ্ড ! তুমি চুপ কর । লিজী-মার্ক আমাদের একাধা রফা করুক ।”

ফাঁসীরাড়ী বলিল, “সুবরাজ ! কেবল ঐ কথা লিখিয়া দিলেই হইবে না, বাহা আপনি লিখিবেন, তাহা ঠিক পালন করিতে হইবে । জো ওয়ারেণ এবং ষ্টিকেন প্রাইসের প্রাণের প্রতিভূ আপনি হইবেন, ইহাও লিখিয়া দিতে হইবে । অবশ্য, বেকসুর খালাস করাইতে আপনি পারিবেন না, যত বড় রাজপুত্রই আপনি হউন, সে ক্ষমতা আপনার নাই, তাহা আমরা জানি । কথা এই যে, প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে বাহাতে অন্যবিধ দণ্ডাজ্ঞা হয়, তাহাবই উপায় আপনি করিবেন ।”

কারোটিপোল বলিল, “আমার পিতা এবং জো ওয়ারেণ চিরজীবনের জন্য নির্দাসনদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হউক, ইহাতে আমরাও রাজী আছি । লিজী-মার্ক বাহা বলিয়াছে, আমিও তাহাই বলি, তাহাদের যেন ফাঁসী না হয় ।”

সুবরাজ বলিলেন, “যে ক্ষমতা আমার নাই, তোমরা সেই ক্ষমতা ধারণ কর দেখিতেছি । বাহাই হউক, অস্বীকারনামা আমি লিখিয়া—”

বাধা দিয়া কাঁসারীড়ী বলিল, “আপনার হস্তের অঙ্গুরীর চিহ্ন যেন তাহাতে থাকে। তাহা না থাকিলে কলা প্রাতঃকালেই আপনি হাতের লেখা অঙ্গীকার করিতে পারেন।”

কারোটিপোল দোয়াত, কলম, কাগজ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, তৎক্ষণাৎ সমুদ্রে যোগাইয়া দিল। প্রিন্স ইতিপূর্বে মিগেলসকে এইরূপে এক দলীল লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মনে পড়িল, অল্পকণ ইতস্ততঃ করিলেন, পলিন্ পাছে জাগিয়া উঠে, পলায়নের বেষ্ম সুবিধা, পাছে পলাইয়া যায়, তবেই ত সব মাটি। এই চিন্তা করিয়া তিনি দলীল লিখিতে বসিলেন। লেখা হইতেছে, ইত্যবসরে কাঁসারীড়ীর কানে কানে কারোটিপোল জিজ্ঞাসা করিল, “দলীল লেখা শেষ হইলে আমরা কি চলিয়া যাইব।”

চুপি চুপি কাঁসারীড়ী উত্তর করিল, “তাহাও কি হয়?—পলিনের সন্ধান করিয়া দিতে পারিলে লর্ড ক্লোরিমেল আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিবেন অঙ্গীকার করিয়া পাঁচ শত পাউণ্ড অগ্রিম দান করিয়াছেন, আবার এই লম্পট রাজকুমারের কবল হইতে এই কুমারীকে উদ্ধার করিয়াছি, ইহা শুনিলে তিনি আরও পাঁচ শত পাউণ্ড আমাদিগকে প্রদান করিবেন, ইহা কি আমরা জানিতোছি না? কুমারী পলিনকে কখনই আমরা এখানে এ অবস্থায় ফেলিয়া—”

কাঁসারীড়ীতে আর কারোটিপোলে চুপি চুপি যে সকল কথা হইল, কিঞ্চিৎপ্রাণ তাহা শুনিতে পাইয়াছিল, সেইরূপ মৃতস্থরে সে তখন বলিতে লাগিল, “সিকেষ্টার-শ্রাণ সকল কথাই আমাদিগকে বলিয়াছে। কুমারী পলিনকে সে অবশ্যই শুনয়নে দেখিয়াছে। পলিনের উপর কোনরূপ দোরাষ্টা হয়, ইহা তাহার ইচ্ছা নয়। বুঝিয়াছ? সিকেষ্টার-শ্রাণ গোপনে সংবাদ দিয়া আমাদিগকে এইখানে আনিয়াছে, সে যাহাতে অসম্মত হয়, তেমন কাৰ্য্য করা কদাচ আমাদের উচিত নহে।”

কারোটিপোল বলিল, “প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের কাৰ্য্যে আমরা বাধা জমাইব। দলীলখানা আমাদের হস্তগত হইলেই পাপিষ্ট পেঙ্কে আর তাহার স্ত্রীকে একবার দেখিতে—”

লেখা সমাপ্ত করিয়া প্রিন্স অব ওয়েল্‌স হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, এই ত আমার কাৰ্য্য শেষ হইয়া গেল।”—লিখিতে লিখিতে তিনি ব্যাংবার চক্ৰ-চকে চাহিয়া ঐ তিন জন আগন্তকের চুপি চুপি কথার ভাবভঙ্গী প্রতীকটান করিয়াছিলেন।

প্রিন্সের বাক্য শ্রবণ করিয়াই কাঁসারীড়ী উৎসুক সহকারে বলিল, “দেখি ! একবার পড়িয়া দেখি !” বলিয়াই প্রিন্সের হস্ত হইতে দলীলখানি লইয়া দেখিল, দস্তখৎ মোহর ঠিক হইয়াছে। অতঃপর পঙ্ক্তি পঙ্ক্তি পাঠ করিতে লাগিল ; তাহার বামকন্ডের উপর দিয়া মুখ বাড়াইয়া কিকিন্‌গ্রাও এবং দক্ষিণকন্ডের উপর দিয়া কারোটিপোল উঁকি য়ারিয়া সেই দলীলের বয়ানগুলি দেখিতে লাগিল। পাঠ সমাপ্ত করিয়া, দলীলখানি বুকপকেটে লুকাইয়া রাখিয়া, প্রিন্সকে সোধোদন পূর্বক কাঁসারীড়ী বলিল, “হাঁ, ইহা হইলেই চলিবে, এখন আপনি বিদায় হইতে পারেন।”

চমকিয়া উঠিয়া রাকপুত্র বলিলেন, “কি ! আমি বিদায় হইব ?—সে কি ? তোমরা চলিয়া যাও !”

প্রশান্তবদনে দৃঢ়স্বরে কাঁসারীড়ী বলিল, “সত্য ! আপনাকেই বিদায় হইতে বলিয়াছি ; এখনই আপনি চলিয়া যান, কুমারী পলিন্‌স্কারেরওনকে আমরা অক্ষা করিতে আসিয়াছি, তাহার সর্বনাশে সাহায্য করিতে আসি নাই।”

প্রিন্স বলিলেন, “তোমাদের যদি ঐক্লপ সঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে আমি সদয় হইয়া তোমাদের সাহায্য করিব না।”

বকে হস্তার্পণ করিয়া কাঁসারীড়ী উত্তর করিল, “আপনি এখন আমাদের পক্ষ না হইতে পারেন, কিন্তু এই কাগজখানি আমাদের পক্ষে উপকার করিবে।”

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তীব্রস্বরে প্রিন্স বলিলেন, “কিছুতেই কি তোমরা তুষ্ট হইবে না ?—টাকা যত টাকা তোমরা চাও—হাঁ, আমি তোমাদিগকে এক শত গিনি—”

স্থগার স্বরে মুখভঙ্গী করিয়া কারোটিপোল বলিল, “এক শত তব !—দেখি হিল অব্‌ওয়েলস ! কুমারী পলিনের দুর্দশা করিবার জন্য তুমি আমাদিগকে যাহা দিতে চাও, কুমারীকে রক্ষা করিলে আমরা তাহার বিত্ত পাইব। এক বর্গ এখানে ঠাড়াইয়া যদি তুমি আমাদের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা কর, তাহা-তেও কোন কল হইবে না।”

কথাটা উড়াইয়া দিবার মত মনে কিকিন্‌গ্রাও বলিল, “প্রিন্স তোমার কাছে আশ্রয়না গিনিও আমরা চাহি না।”

কোণ একাধি করিতে সাহস না করিয়া, মনে মনে গঞ্জিয়া প্রিন্স বলিলেন, “তবে আমি আরও সকল কথা কিছুই বলিতে চাহি না।”

বাস পর নাই অপমানের সম্মুখিত হইয়া প্রিন্স অব ওয়েলস নিতান্ত ক্রিয়মান হইলেন। যে ক্ষতিস্বার্থ পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাব্য ছিল না, সেই ক্ষতিস্বার্থ অপূর্ণ ;— আশঙ্কিত প্রাণ ব্যাকুল। টুপী ও লবেনা লইয়া তিনি প্রহরবেতাগণকে কালি দিতে দিতে গৃহ হইতে বাহির হইলেন, হতাশের অধিতে লজ্জা হইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

শেষ অঙ্কের অভিনয়

খ্রিষ্ট অব্ ওয়েল্‌স বাহির হইয়া যাইবামাত্র কাঁসীরাড়ী বৈরেপীয়ে শয্যার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে কুমারী পলিনের গা ঠেলিল।

পলিন ঘুমাইতেছিল, অপরের করস্পর্শে একবার অল্পমাত্র নয়ন উন্মীলন করিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইল ; পুনরায় নিদ্রাভিভূত।

কাঁসীরাড়ী তখন নিদ্রিতা কুমারীর ললাটে জলসেচন করিতে লাগিল। অল্পে অল্পে কুমারীর সংজ্ঞাসংকার।

চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া কুমারী পলিন সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, তিনটা অপরিচিত মুক্তি খট্টাসমীপে দণ্ডায়মান আছে। দেখিয়াই তাহার অন্তরে মহাতর উপজিল, অকস্মাৎ রসনা হইতে চীৎকারধ্বনি নির্গত হইল, অন্তরে যে আতঙ্ক, বদনেও সেই আতঙ্কচিহ্ন প্রকাশ। অতঃ পর কাঁসীরাড়ী তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিমূলে ছুটি একটি কথা বলিল,—“ভয় কি কুমারি ? ভয় নাই। আমরা তোমার বন্ধু। তুমি এক মহাবিপদে পড়িয়াছিলে, সে বিপদে তোমার চৈতন্য অপহৃত হইয়াছিল, আমরা তোমাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছি।”

শব্দবাহু শয্যার উপর উপবেশন করিয়া কম্পিত-ললাটে হস্তধারণ করিতে করিতে পূর্বস্মৃতি মনে আনিয়া কুমারী কম্পিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “বিপদ ?—ঠা, মনে পড়িতেছে।”—সজ্জপে এই কথা বলিয়াই ঘৃণিত-নয়নে গৃহের চারিদিক নিরীক্ষণ পূর্বক জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় আমি ?”

কাঁসীরাড়ী উত্তর করিল, “পেজের বাসায়—শয়নঘরে। তোমাকে বিপদে ফেলিবার জন্য এক-বিষম বড় বয়স আরম্ভ হইয়াছিল ; সময়ে আমরা এখানে উপস্থিত না হইলে আর কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিত না। আহাের পর ইহারা তোমাকে যে সরাপ খাইতে দিয়াছিল, সেই সরাপের সঙ্গে তীক্ষ্ণ আরক মিশ্রিত ছিল, তাহাতেই তোমার চৈতন্য লুপ্ত হয়। নেশা করাইয়া, অজ্ঞান করিয়া, হুটেরা তোমাকে খ্রিষ্ট অব্ ওয়েল্‌সের হস্তে অর্পণ করিয়াছিল।”

সভারে চীৎকার করিয়া পলিন বলিয়া উঠিল, “হা পয়ষেধর !”

শঙ্কাজুলা কুমারীর সর্বাঙ্গ তখনও কাঁপিতেছিল, শাশ্বনা দান করিয়া কাসীরাঁড়ী বলিল, “সত্যই তোমাকে আমরা প্রিয় অব ওয়েল্‌সের আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছি। তুমি কোথায় থাকো, কি কর, তাহার সন্ধান জানিয়া তোমাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত লর্ড ক্লোরিমেল আমাদের উপদেশ দিয়াছেন, সেই উপদেশানুযায়ী আমরা কার্য্য করিতেছি।”

কুমারীর সুন্দর বর্ণ ইত্যাদি শ্রবণপ্রসূতরবৎ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল, কাসীরাঁড়ীর মুখে ঐ কথা শুনিবামাত্র বদনের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া আসিল, হঠাৎ আনন্দে সেই বদনে আরক্ত আভা দেখা দিল, সানন্দমুখে বলিয়া উঠিল, “লর্ড ক্লোরিমেল ! ওঃ ! ইহা কি সম্ভব ? যদি—”

বলিতে বলিতে কুমারী হঠাৎ থামিয়া গেল, মনে হইল, লর্ড ক্লোরিমেল তবে প্রকৃতই সাধুস্বভাব ভদ্রলোক ; আমি তাঁহার প্রতি নির্দয় হইয়া নিতান্ত কর্কশ ব্যবহার করিয়াছি।—অকস্মাৎ এই ভাবের উদয় হওয়াতে কুমারীর হৃদয়-সাগরে বৃগপৎ আনন্দ ও অহুতাপের ক্রৌড়া হইতে লাগিল।

কাসীরাঁড়ী বলিল, “হ্যা গো কুমারি, সম্ভব—সত্য। লর্ড ক্লোরিমেল তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন। তিনি একটা অসাবধানের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতেই তোমার বরাগভাজন হইয়াছেন ; সে জন্য তিনি বড়ই দুঃখিত, কিন্তু তাঁহার ভালবাসা কমে নাই। অন্যলোকে তোমার উপর দোষারোপ করিতেছে, তাহা তিনি শুনিয়াছেন, সেই কারণে তোমার বাসস্থান নির্ণয় ও তোমার চালচলন পরিদর্শনের নিমিত্ত আমাদের উপর ভার দিয়া রাখিয়াছেন। তিনি এখন সহরে নাই, আমরা তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিতেছি।”

দরদর-ধারে পলিনের গণ্ড বহিয়া অকথ্য ভাষিত হইতে লাগিল। সরলা কুমারী অস্পষ্টমুখে বলিল, “বেচারি গেরিল !”—সংক্ষেপে এই উত্তর করিয়াই থটা হইতে নামিয়া নিকটস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিল, তখনও অন্ন অন্ন নেশার ঘোর ; আগন্তুকদিগের মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা কে ? আমি জানিতে চাই, কাহাদের দ্বারা আমি উপকৃত ?”

কাসীরাঁড়ী উত্তর করিল, “কে আমরা, তাহা জানিবার তোমার দরকার নাই। আমাদের চেহারা তোমার স্মৃতির ন্যায় হইতে পারে, কিন্তু লর্ড ক্লোরিমেলের কার্য্যে আর তোমার নিষেধ উপকারে আসিবে না।”

চেহারা কথায় কারোটিপোল ও কিবিন্‌গ্রাওর ততটা সংস্ব না রাখিয়া নিজের চেহারা কথাই প্রকাশ করা কীসীরাজীর উদ্দেশ্য।

কিবিন্‌গ্রাও বলিল, “হাঁ, উহাই সত্য। আরও,—তোমাকে চক্রবর্তী দেলিবার জন্য তোমার ভগ্নীকে পাগলা-গারদে আটক করা হয়, সে অন্যও বটে, আর প্রিন্স অব ওয়েল্‌স তোমার ভগ্নীর যে দুর্দশা করিয়াছে, তাহা প্রকাশ না হয়, সে উদ্দেশ্যেও বটে।”—এই পর্যন্ত শুনিয়াই কুমারী পলিন্‌ সবিস্ময়ে বক্তার মুখপানে চাহিল। ভাব বুঝিয়াই কিবিন্‌গ্রাও পুনরায় বলিতে লাগিল, “আঃ! দেখ কুমারি! আমরা কত দূর ধবর রাখি! এখন তুমি সেই পাগলা গারদে গিয়া তোমার ভগ্নীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য সেই রাক্‌সেল ডাক্তারকে অস্বরোধ কর, অথবা আইন অফিসারে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত কর।”

হস্তে হস্তপেষণ করিয়া পলিন্‌ বলিয়া উঠিল, “আঃ! তোমাদের কথায় আমার আশা জন্মিল, আনন্দমুচক স্তম্ভসংবাদ; কিন্তু আমি কি প্রকারে তোমাদের পুরস্কার দিব? আমার হস্তে অধিক টাকা—”

পলিন্‌কে চক্রবর্তী হইতে এবং অষ্টেভিয়াকে পাগলা-গারদ হইতে মুক্ত করিবার উপায় বলিয়া দিবার হেতু এই যে, লর্ড ক্লোরিমেল ত্রিবিম্বিত হাঙ্গাঙ্গিকে বখেট পুরস্কার দিবার অঙ্গীকার করিয়াছেন, সেই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া কীসীরাজী বলিল, “তোমার কাছে আমরা কিছুই চাহি না। পুরস্কারের কথা বলিলে আমরা অসন্তুষ্ট হইব।”

পলিন্‌ বলিল, “তবে আমি আর ও কথা বলিব না। হাঁ, আমার ভগ্নীর সম্বন্ধে লর্ড ক্লোরিমেল তোমাদিগকে কি কোন কথা বলিয়াছেন?”—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় কুমারীর দ্বায়ে কেমন এক প্রকার আঘাত বাজিল, কল্পনাপথে আশ্চর্য্যজ্ঞান হইল, অন্তরে সদভিপ্রায় থাকিলেও লর্ড ক্লোরিমেল সেই গুহ্যকথা প্রকাশ করিবেন, ইহা ভাবিয়াই হৃদয় চঞ্চল।

এলিজাবেথ মার্ক উত্তর করিল, “সে সম্বন্ধে একটি কথাও তিনি বলেন নাই। আর একটা কথা কি জানো,—পেজের এই বাসার দাসীটি আমাদেরই গুপ্ত-দূতী; আমরাই তাহাকে এখানে রাখাইয়া দিয়াছি। এই বাড়ীর পানের বাড়ীতেই তুমি থাকো, বাহাতে তোমার কোন বিপদ না হয়, সেই দূতী সর্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে, সেই জন্যই আমাদের এই প-কৌশল।”

একটু চিন্তা করিয়া পলিন্ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা বলিয়াছ, লর্ড ক্লোরিমেল সহর হইতেবাহিরে গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, তাহা কি বলিতে পার ? তিনি আমার প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ঠিকানা জানিতে পারিলে পত্র লিখিয়া ধন্যবাদ জানাইতে ইচ্ছা করি।”—কথা শুনি বলিবার সময় কুমারীর মুখমণ্ডল কুমারীসুলভ লজ্জারাগে আরক্ত হইল। নয়নযুগলে উজ্জ্বল দীপ্তি দেখা দিল ; পুনর্জীবনের পদ্ম পরিষ্কৃত হইতেছে, ক্লোরিমেল সন্ধে অধুকূল ভাব প্রথম শুনিয়া অবশি আনন্দে কুমারীসদয় নৃত্য করিতেছিল সেই নৃত্য এখন বাড়িল।

কঁাসীরাড়ী উত্তর করিল, “লর্ড বাহাদুর এখন ডোভারে আছেন। তোমরা বর্তমান বাসস্থানের ঠিকানা আমরা জানিতে পারিয়াছি, সেই কথা তাঁহাকে জানাইবার নিমিত্ত গত মাসে আমি দুই তিনবার পিকাডিলীর বাড়ীতে গিয়াছিলাম ; চাকরদের মুখে শুনিয়াছি, কোন একটি বিষয়কাণ্ডের অধুরোধে তিনি এখন ডোভারে।”

সাবেগকণ্ঠে পলিন্ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাও নাই ?”

কঁাসীরাড়ী উত্তর করিল, “সে প্রকম কাজ করা আমাদের অভ্যাস নয়। কোন গুরুতর কার্য উপস্থিত না হইলে কাগজে আমরা কাণী তুলি না। আমরা জানি, লর্ড বাহাদুর শীঘ্রই সহরে ফিরিয়া আসিবেন, অতএব তাঁহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি এখন বরং তাঁহার নামে ডোভারে পত্র লিখিতে পার।”

কুমারীর সরল অন্তরে সহসা আর একটা ভাবের উদয় হইল, ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, “মিষ্টার পেজ্ আর তাহার স্ত্রী আমার প্রতি যতটা দয়ামমতা দেখাইয়াছিল, অনুরক্ত বন্ধু বলিয়া বন্ধুত্বভাব জানাইয়াছিল, সেটা তবে কি ছিলনা ? তাহারা কি এতদূর বিশ্বাসঘাতক ? ইহা কি সম্ভব ?”

কারোটিপোল বলিল, “সত্যি তাহারা তাহাই। পেজ্ নিজেকে ডুখেড় কল্লীবাজ রাখে, আর তাহার স্ত্রী সম্প্রতি লণ্ডনের ওয়েস্ট এণ্ডে প্রকৃত ব্যাবসায়ী।”

কথা শুনিয়া, মর্মে বেদনা পাইয়া পলিন্ বলিয়া উঠিল, “ও পরমেশ্বর ! আমি সেই স্ত্রীলোকের সহবাসিনী হইয়াছিলাম।”

কঁাসীরাড়ী বলিল, “তুমি তাহার চরিত্র জানিতে না, তেমনি দেখ কি ?”

পলিন্ বলিল, “একটা বেস্তা আমার সঙ্গিনী হইয়াছিল, এ কথা শুনিলে লর্ড ফ্লোরিমেল আমাকে কি বলিবেন? তিনি আমাকে কি মনে করিবেন?”

কারোটিপোল বলিল, “লর্ড বাহাদুর জুগিয়ায় চরিত্র জানেন না, তোমার মুখে না শুনিলে জানিতেও পারিবেন না।”

অতঃপর পলিন্ সেই অপবিত্র স্থান হইতে নিজালয়ে যাইবার অভিপ্রায়ে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ঐ তিন জন আগন্তকের করমর্দন পূর্বক কিঞ্চিৎ ক্ষণকালে বলিল, “উপকারের পুরস্কার না দিয়াই আমাকে বিদায় হইতে হইল, ইহাতে আমি সুখী হইলাম না। কি করি, পুরস্কার লইতে তোমরা অস্বীকার করিতেছ।”

অল্প কথাতেই এ তর্ক মিটিল, তিন জনেই সঙ্গে গিয়া পলিন্কে রাখিয়া আসিল। তাহার পর কি হইল? পলিন্কে রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া পেজের বাসায় নৌচের ঘরের দরজায় তাহার কণাঘাত করিল।

সিকেস্টার-শ্রাল পিস্তল-হস্তে ঘরের বাহিরে পাহারায় ছিল, সে ঐ তিন জনকে গৃহমধ্যে লইয়া গেল। গৃহের এক কোণে চিন্তাকুল-বদনে পেজ এক-খানি চেয়ারে বসিয়া ছিল, আর একধারে তাহার স্ত্রী। তিন জন আগন্তককে দেখিবামাত্র মিঃ পেজ শিহরিয়া উঠিল, তিন জনের মধ্যে দুই জন তাহার বিশেষ পরিচিত; সাত্ত্বক মিনতিপূর্ণ-নয়নে একে একে উভয়ের বদন নিরীক্ষণ করিল; কিন্তু জুলিয়া তাহাদিগকে দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল; একটুও নড়িল না।

ঘরের দরজা ভেঙাইয়া কিঞ্চিন্গ্ৰাও সেই দরজায় ঠেস দিয়া দাঁড়াইল উপশয়ীর হণ্ড হইতে পিস্তলটা লইয়া মিষ্টার পেজকে সম্বোধন পূর্বক বলিল, “কি গো বুড়োটি! এইবার তোমাকে বাগে পাইয়াছি।”

চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া, তখনই আবার বসিয়া মিষ্টার পেজ কম্পিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি ত আমাকে খুন করিবে না?”—অতিশয় আতঙ্কে মাহুষ যেমন কাঁপে, পেজের সর্বশরীর সেইরূপে কাঁপিতে লাগিল।

কিঞ্চিন্গ্ৰাও বলিল, “তুমি যেমন ব্যবহার করিবে, আমিও সেইরূপ করিতে বাধ্য হইব। তোমার ব্যবহারের উপরেই ভাল-মন্দ নির্ভর। বোধ হয়, শুলী করিতে তুমি আমাকে বাধ্য—”

পেজের মুখ শুকাইল ; কশ্মিডকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমার কাছে কি চাও ?”

ভূজঙ্গিনীর ভায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাতিয়া সগর্জনে কঁাসীরাঁড়ী বলিল, “তুমি আমাদের সাম্প্রতিক শত্রু ; তোমারই কুচক্ষে জো-ওয়ারেণ এবং টিকেন প্রাইস্ ধরা পড়িয়াছে, তোমার জীর বিশ্বাসঘাতকতাও সেই কার্যের সহায় হইয়াছিল। এখন শোনো,—তোমাদের এই দাসীটি আমাদেরই দূতী। প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স আমাদের কারদায় পড়িয়াছেন, এইবার তাঁহাকে আমরা বন্দ করিব ; তোমাকেও মজা দেখাইব। কুমারী পলিমকে আমরা উদ্ধার করিয়াছি, কুমারী কলাই তাহার ভগ্নীকে খালাস করিবার উপায় করিবে। তোমাদের বড়-বড়ের ব্যাপারটা সমস্তই আমরা জানিতে পারিয়াছি।”— পেজকে এই সকল কথা বলিয়া, বাণিনীর মত বিবাক্ত-দৃষ্টিতে জুলিয়ার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া সে আবার বলিল, “এখনও বাকী আছে ; খুনোখুনি কাণ্ডটা অনেক দূর গড়াইবে।”

স্ত্রীলোকে ভয় দেখাইল, সেই ভয়ে জড়সড় হইয়া মিষ্টার পেজ্ বন্ধকণ্ঠে বলিল, “খুনোখুনি ব্যাপার ?” উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই জুলিয়ার দিকে একবার চাহিল। জুলিয়া এতক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া ছিল, এই সময় তাহার অবয়বের চাক্ষু্য-লক্ষণ দৃষ্ট হইল, কিন্তু মুখে কিছুই বলিল না।

প্রতিধ্বনি করিয়া সতর্কজে কঁাসীরাঁড়ী বলিল, “হাঁ, খুনোখুনি ! কিন্তু আমরা এখন সে নাটকের সেই ভয়ানক অঙ্গ পর্যন্ত আসি নাই। এখন আমাদের দরকার, তোমার সমস্ত টাকা আর সমস্ত মূল্যবান জিনিসপত্র। যদি তুমি ইচ্ছাপূর্ব্বক সেগুলি দাও, ভালই, নতুবা আমরা জোর করিয়া লইয়া যাইব।”

অশ্বেষ্টবাক্যে অপদার্থ পেজ্ বলিল, “আমার কাছে কেবল গোটাকতক গিনী আছে জানি না, জুলিয়ার কাছে কত—”

একটি মনিবন্ধাগ টেবিলের উপর ছুড়িয়া কেলিয়া আছুরে আছুরে কথায় জুলিয়া বলিল, “এই গাও, আমার কাছে এই ছিল।”

তাড়াতাড়ি গণনা করিয়া কিকিন্‌গ্রাভ বলিল, “চারিটি গিনী, দুটি ক্রাউন, একটা হাফ্ ক্রাউন, একটা শিলিং এবং তিনটা হাফ্ শিলিং।”—বলিয়াই ঐ ছোট বড় মুদ্রাগুলি কারোটিপোলের করতলে অর্পণ করিল।

মনিবের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া সিকেট্টার-ভায় বলিল, “এইবার

উহার ডেক্সটা খুলিয়া দেখা উচিত। রোসো রোসো! আমি সেটা আনিতেছি।” এই বলিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইল, কণপরেই ডেক্সটা আনিয়া সেইখানে রাখিল। বাধ্য হইয়া মিষ্টার পেজ্ সেই ডেক্সের ঢাকী খুলিয়া দিল, কীসীরাডী ও কারোটিপোল তন্ন্যাস্ মুদ্রা ও ত্র্যব্যংলি বাহির করিয়া লইতে লাগিল। কীসী যাইবার অব্যবহিত পূর্বে মানুষের মুখ যেমন দ্রান হয়, সেইরূপ দ্রানবদনে, দ্রাননয়নে হতভাগা পেজ্ সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ডেক্স হইতে একতাড়া ব্যাকনোট বাহির হইল, সেই দিকে চাহিয়া আত্মাদে কিঙ্কিন্গ্রাণ্ড বলিল, “বাঃ! এ যে সব ব্যাকনোট! দেখ ত—দেখ ত ঐ রকম মচক্চকে কাগজ কথানা আছে? মোট টাকার কত?”

বাছিয়া বাছিয়া গণিয়া দেখিয়া, নোটগুলি বুক-পকেটে রাখিয়া কীসী-রাডী উত্তর করিল, “সর্ব্বশুদ্ধ হাজার গিনীও অধিক।” কিঙ্কিন্গ্রাণ্ডের প্রব্লে এই উত্তর দিয়া সিকেষ্টার-শ্রালকে সে জিজ্ঞাসা করিল, “আর কোথায় আমার অন্বেষণ করিব?”

“বাসনপত্র তোমরা লইবে সন্বেই নাই?”—প্রব্লে উত্তর উনিবার অপেক্ষা না করিয়াই সিকেষ্টার-শ্রাল পুনরায় সেই গৃহ হইতে বাহির হইল।

অন্তরে বেদনা পাইয়া, পত্নীর দিকে চাহিয়া অভাগা পেজ্ নিরাশ্বরে বলিল, “ইহার আমাদের সর্ব্ব্ব লইয়া যাইবে।”

জুলিয়া বলিল, “তাহাই ত দেখিতেছি! তুমি কি ইহা নিবারণের কোন উপায় করিতে পার না?”

পেজ্ উত্তর করিল, “তুমি কি নিষেধ করিতে পার না?”

সক্রোধে মুখ বাকাইয়া জুলিয়া বলিল, “তাই তো! আমি বেশ জানি, তুমি চিরকালে কাপুকব! দেখিতেছি, আমার ছুরীর সঙ্গে উহাদের বুদ্ধ হইবে।”

আরও অধিক মর্দ্দাহত হইয়া পেজ্ বলিল, “বলিও না—বলিও না, ও সব কথা আর বলিও না। তুমি আমাকে তিরস্কার করিও না। আর আমি সহ করিতে পারি না! বোধ হয়, আমাদের এই দয়ালু বন্ধুরা আমাদের প্রতি দয়া করিবে।”

খিত্ত-বদনে জুলিয়া বলিল, “হা—হা, দয়ালু বন্ধুই বটে!” জী

পুরুষে এইরূপ তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে, ইত্যবসরে বজ্রাবৃত রূপার বাসন হস্তে লইয়া সিকেটার-শ্রাল পুনঃ প্রবেশ করিল।

সেই দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া পেজ্ বলিল,—“হায় হায় ! আমাদের রূপার বাসন, কাঁটা চামচ সমস্তই ইহারা লইল।” বলিয়াই সজল-নয়নে ত্রিমূর্তির দিকে চাহিয়া করবোড়ে বলিতে লাগিল, “বন্ধুগণ ! দয়া কর ! দয়া কর !”

বন্ধুরা তাহার মিনতিতে জ্বলন্ত করিল না। আমোদিনী হইয়া সিকেটার-শ্রাল বলিল, “এখন উহার ঘড়ী আংটা। ওঃ ! উহারা আমাকে অনেক কটু কথা বলিয়াছে, আমি কিছু বেশী আহার করিলে গল্পনা দিয়াছে।”

পিস্তল হস্তে লইয়া, জুলিয়ার নিকটবর্তী হইয়া কিঞ্চিৎপ্রাণ্ড বলিল, “তোমার ঘড়ী, আংটা ও ইয়ারিং খুলিয়া দাও।”

বিনা বাক্যব্যায়ে সুস্থির-ভাবে জুলিয়া তাহার গহনাগুলি খুলিয়া দিল। মিষ্টার পেজ্ তখন নতজানু হইয়া, লুণ্ঠনকারিগণকে মিনতি করিয়া বলিল, “কমা কর ! আমার নিজের অলঙ্কারগুলি লইও না।”

লুণ্ঠনকারীদের দয়া হইল না ; জুলিয়ার অলঙ্কারের সহিত তাহার স্বামীর ঘড়ী আংটাও কারোটিপালের জিহ্বায় রহিল।

লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া বিপুল আনন্দে কিঞ্চিৎপ্রাণ্ড পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, “আর কোন দ্রব্য গ্রহণ করিবার উপযুক্ত আছে কি ?”

শ্রাল উত্তর করিল, “তাহা আমার মনে হইতেছে না।” পেজের দিকে চাহিয়া কান্দীরাজী বলিল, “আজ্ঞা, এখনকার মত এই পর্য্যন্তই ভাল। দেখ মিষ্টার পেজ্ ! এখন যদি তুমি কিছুমাত্র দুঃখিতা দেখাও, এখনই আমরা তোমাকে ধরাইয়া দিব। জুমারী পলিনকে তুমি মদের সঙ্গে বিধাক্ত দ্রব্য খাওয়াইয়াছিলে, পুলিশে আমরা একথা জানাইব, পলিন্ নিজেই সাক্ষী হইবে। একমাত্র তাহার সাক্ষ্যবাক্যেই যদিও তোমার কান্দী না হয়, চিরজীবন স্বীপান্তরবাস নিশ্চয়।”

গলায় কান্দীরাজ্ বদ্ধ হইলে লোকে যেমন গৌঁ গৌঁ করে, পেজ্ সেইরূপে আর একবার গৌঁ গৌঁ করিল, কিন্তু জুলিয়া যেন কিছুই মথ্যেই নহে। সেই ভাব জানাইয়া চূপ করিয়া রহিল।

কান্দীরাজী, কারোটিপোল, কিঞ্চিৎপ্রাণ্ড, সিকেটার-শ্রাল এই চারিজনই

তখন প্রস্থান করিল, দুই জন সদর-দরজা দিয়া ও দুই জন পশ্চাদ্ধার দিয়া বাহির হইল। সর্ব্বত্র গেল, সেই দুঃখে পেজ ও জুলিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া বন্যাপ করিতে লাগিল। পরদিন প্রাতঃকালে তাহারা প্যারাডাইস ভিলার নবস্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে উঠিয়া গেল ; কিঞ্চিৎ বিলম্বে তাহাদের শয্যাপত্রাদি লইয়া যাইবার জন্য পুরাতন বাসাবাড়ীর দরজায় একখানা মালগাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

—:—

হত্যা না আত্মহত্যা

বেলা পূর্বাহ্ন ; একাদশ ঘটিকা। ট্যাম্ফোর্ড-প্রাসাদের পুস্তকাগারে আল-অব্-ডেস্‌বরা উপবিষ্ট। সম্মুখে একখানি পুস্তক, নয়ন বিষন্ন ; পুস্তকের পৃষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি আছে যাত্র, কি কি লেখা আছে, সে দিকে মন নাই। মন অন্য চিন্তায় নিমগ্ন।

উপযুপরি কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার বার্কলীং দ্বোয়ারে নিজ বাড়ীতে ও ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনে যত প্রকার ক্লেশকর ও লজ্জাকর ঘটনা হইয়াছে, বিবাদে ব্রিহ্মাণ হইয়া তিনি সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছেন। অধিক বিবাদের হেতু এই যে, যত কিছু লজ্জাকর ঘটনা, তাহার অধিকাংশই তাঁহার আদরিণী পত্নীসম্বন্ধে ; যাহাকে তিনি সর্বদা পরমাদরে পূজা করেন, নানা কুজিয়ার গুরুভার সেই রমণীর মস্তকে !

আবুল তখন এতদূর চিন্তা-নিমগ্ন, এতদূর অনামনস্ত ছিলেন যে, গৃহদ্বার উন্মোচিত ও অবরুদ্ধ হইল, সে শব্দ তিনি শুনিতে পাইলেন না। হঠাৎ তাঁহার স্বন্ধদেশে একটি কোমল করপল্লব-স্পর্শ হইল। চমকিয়া উদ্ধৃষ্ট হইতে চাহিয়া তিনি দেখিলেন, কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মানা ! অতাবনীত দৃষ্ট ! লজ্জা, ক্রোধ, হুণী, বিষেব একসঙ্গে সেই রমণীর বদনে সম্মিলিত। জাজলামান অলক্ষণ ! সেই সূক্ষ্ম বদনের স্বাভাবিক আরক্ত আভা এককালে বিনুগ্ন ; পূর্ণ মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ।

সহসা আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া একাগ্র-দৃষ্টিতে রমণী বদন নিরীক্ষণ পূর্বক চিন্তাকুল আবুল বাহাদুর অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, “ও পরমেশ্বর ! আবার কি নতন বিবাদের হেতু উপস্থিত !”

“বিবাদ বলিও না ! অচিরে সাম্প্রতিক প্রতিহিংসা-সাধনের বাসনা !”—বিকটমুখিয়ারিণী কাউণ্টেস্ অতি কষ্টে ঐ কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করিলেন। বোধ হইল যে, স্বাস্থ্যকর কষ্টেরোধ।

দাক্ষণ সংশয়ে আত্মরিক বাতলা পাইয়া আবুল বিজ্ঞান করিলেন, “কি বলিয়াছে, ঐক বল ! অধিকক্ষণ আমাকে সংসারের আত্মবে বদ্ধ করিও না !”

কাউন্টেলের নয়নে যেন অগ্নি জলিয়া উঠিল, ভীষণ চিত্ত বেগে সৰ্কশরীর কাঁপিল। কল্পিত-কণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন, “সেই পাখগুটা আবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চায়।”

সক্ৰোধে আবুল বাহাদুর কল্পিত হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিলেন ; এত জোরে মুষ্টি-বদ্ধন যে, নখাগ্রে রক্ত দেখা দিল। পত্নীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই বহুমান ? ওঃ ! কিরূপে কাহার দ্বারা এ সংবাদ পাঠাইল ?”

“সংবাদ নয়, অন্তরোধ নয়, হুকুম। সেই পাণ্ডিত্য ধৃষ্টতা পূর্বক বিষম দুঃসাহসে আমাকে পত্র লিখিয়াছে। আজ রাত্রি ৯টার সময় আমার সঙ্গে দেখা করা তাহার মত লব ! দেখা করিবার জন্য সে আমাকে হুকুম করিয়াছে।”—স্বামীর প্রশ্নে কুপিতা বনিতার এই সংক্ষিপ্ত উত্তর।

মহাক্রোধে আবুলের মুখখানিও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল, ওটপুট নীরস হইয়া গেল, উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “দুৰ্দ্ধিত প্রিন্সের আবার সেই চেষ্টা ?”

কাউন্টেল উত্তর করিলেন, “না না, সে জনা নয় ; সেই লোকটা— তাহার নাম আমি করিতে চাহি না,—প্রিন্স অব ওয়েলসের স্বাধীভূতায় সে লোকটা তাহার গুরু অপরাধের ক্ষমা পাইয়াছে ; সে আর এখন তোমাকেও গ্রাহ্য করে না, আমাকেও উৎপীড়ন করিতে চায়।”

আদল্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন দেখা করিতে চায় ? পুনরায় তুমি তাহার বশীভূত হইবে না, বরং নিজের প্রাণ বিসর্জন দিবে, তথাচ তাহার কথা শুনিবে না, ইহা কি সে জানে না ?”

মর্মে বেগনা পাইয়া কাউন্টেল বলিলেন, “অজ্ঞানে একবার বে কাঁধা আমি করিয়াছিলাম, সে কথা তুমি আর ভুলিও না ! তোমার মুখে তাহা শুনিলে আমি পাগল হইয়া যাইব। দোহাই তোমার ! আমাকে পাগলিনী করিও না ! ক্ষমা কর,—ক্ষমা কর।”—স্বপ্নধরে এই কটি কথা বলিয়া পতির করচুষন পূর্বক বিনম্রধরে তিনি আবার বলিলেন, “না,—প্রেম-প্রসঙ্গের কোন কথা নাই। সে ভাবের কোন কথাই সে চিঠিতে লিখে নাই ; সে এখন কেবল টাকা চায় ; হুকুম—হী, হুকুম করিয়াছে। আজ রাত্রি ৯টার সময় পাঁচ হাজার পাউণ্ড সঙ্গে লইয়া আমি যেন তাহার সঙ্গে দেখা করি, তাহাকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড প্রদান করিলে অস্বীকার করিবে, আর আমার প্রতি কোন অত্যাচার করিবে না, শপথ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছে।”

গুজনস্বরে আবুল বলিলেন, “টাকাটা তুমি বটে, কিন্তু সেজেগে মোকের শপথটা —”

“সে শপথের কিছুমাত্র মূল্য নাই।”— এই বলিয়া কাউন্টেন্স ডেসবরা স্বামীর অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করিয়া গইলেন, তাহার পর আবার বলিতে লাগিলেন, “বড় যন্ত্রণা! দিবাভাগে অন্য কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও যে আশঙ্কা আমার হৃদয়ে বিরাজ করে, নিশাকালে নিদ্রাঘোরে স্বপ্নযোগে সেই আশঙ্কা আমি নানা প্রকার ভয়ের বিভীষিকা দেখি! সর্বক্ষণ ভাবি, জগতে একটা লোক আছে, সে আমাকে পদে পদে জ্বালাতন করিতে পারে, মনে করিলেই আমার কলকটী জগৎ-মাঝারে রটাইয়া দিতে পারে। যন্ত্রণা!—যন্ত্রণা!—দারুণ যন্ত্রণা! যখনই ভাবি, তখনই আমি যেন পাগল হইয়া যাই। অন্তরের আগুন গুমিয়া গুমিয়া জলে, বাঁচিতে আর ইচ্ছা হয় না! সেই ভাবনা আমার পক্ষে বিধ!—সেই যন্ত্রণা আমার পক্ষে বিধ! বিবানলে সর্বক্ষণ আমার অঙ্গ জরজর! যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন এই যাতনায় আমাকে দগ্ধ হইতে হইবে। ক্রান্তিস্! না,—তাহা আমি সহ করিতে পারিব না,—সহ করিতে পারি না! হয় আমি —”

রমণীর কথা শুনিয়া, মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিয়া, কথা কহিতে কহিতে থামিতে দেখিয়া বিধম সন্ধেহে চঞ্চলস্বরে আবুল বাহাদুর বলিলেন, “বল—বল, থামিলে কেন? বলিতেছিলে, হয় তুমি —”

মহাগৌরবিলী হইলেও মর্মে বেদনা পাইলে স্ত্রীজাতি যত দূর ভয়ঙ্করী হয়, কাউন্টেন্স ডেসবরার আকৃতি তখন সেইরূপ। ক্ষুধিতা বাধিনীর ন্যায় চক্ষু, বিঘূর্ণিত। দৃঢ়সঙ্কল্পে গম্ভীরস্বরে তিনি বলিলেন, “হয় সেই লোকটা মরিবে, হয় আমি নিজেই মরিব! দুইয়ের এক!”

কম্পিত কলেবরে কম্পিত-হস্তে রমণীর করধারণ পূর্বক তাহার জলন্ত নরনে সুতীক্ষ্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আবুল বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন “দোহাই পরমেশ্বর! কি কথা বলিতেছ এলিনর?”

এলিনর উত্তর করিলেন, “আমি বলিতেছি, ঐ দুই কথা; ঐ দুইয়ের মধ্যে যেটা তোমার ভাল লাগে, তাহাই বল। আত্মজাতি পত্নীকে তুমি গোর দিতে চাও কিংবা লগাটাজিত-হত্যাকলঙ্কারিণী পত্নীকে জীবিতাবস্থায় নিজের কাছে রাখিতে চাও?”

পক্ষাঘাতগ্রস্ত রেমণীর ন্যায় আবুলের আশাদ-বাক্য কম্পিত হইল; সন্তান-

কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “হা জঘন্যীশ! এলিনর! তোমার মনে কি এই ছিল?”

নিরাশকণ্ঠে কাউন্টেন্স বলিলেন, “বলিয়াছি, হয় এদিক্, নয় ওদিক্! হয় আমি মরিব, না হয় সেই লোকটা মরিবে! আমি নিজ হস্তে পাপকাৰ্য্য-সাধন করিব! ইত্যা কি আশ্চর্য্যতা, তুমিই তখন তাহা বুঝিয়া লইবে! সে আর আমি,—আমরা দুজনে কদাচ এক জগতে বাঁচিয়া থাকিয়া এক পর্বনের বায়ু সেবন করিব না! হয় তাহার অত্যাচারের হস্ত হইতে আমি পরিত্রাণ পাইব, না হয় ত সেই লোকটা জগতের নয়নপথ হইতে চিরদিনের মত বিদূরিত হইবে! এ জন্যে আর আমাকে তাহার মুখ দেখিতে হইবে না!”

রমণীর পদতলে জাহ্নু পাতিয়া যুগল হস্তে তাঁহার পানিপল্লব ধারণ পূর্বক নয়নজলে অভিষিক্ত করিতে করিতে বিবাদাকুল আরল্ ডেস্‌বরা কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “এলিনর! আদরিণি! গৌরবিনী! আমার প্রাণময়ি! এই কাৰ্য্য তুমি করিবে? মিনতি করি,—অতুন্নয় করি,—ক্ষমা দাও, অমন কাৰ্য্য করিও না! আর একবার ভাল করিয়া বিবেচনা কর,—চিরদিনের মত আমাকে শোকসাগরে ভাসাইবে? না,—না, শাস্তিময়ি! তাহা তুমি করিও না! তোমার সুকোমল হস্ত নররক্তে কলঙ্কিত হইবে? না,—না, তাহা হইতে পারিবে না! যদি মারিতে হয়, আমি—আমি নিজেই তাহাকে মারিব; কিন্তু প্রাণাধিকে! তোমার পতিকের কি তুমি নরহস্তা করিতে ইচ্ছা কর?”

কাতরা হইয়া, স্বামীর হস্ত ধারণ পূর্বক উত্তোলন করিয়া, সঙ্গেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক সাক্ষনয়নে এলিনর বলিলেন, “ওঃ! তোমাকে? নরহস্তা?—না ক্রালিস্! না,—জগতের ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেও তাহা আমি করিতে পারিব না!”

রমণীকে বক্ষে ধারণ পূর্বক চুষনে ও অক্ষধারে তাঁহার মুখখানি সিক্ত করিয়া ককণ উচ্চকণ্ঠে আরল্ বলিলেন, “প্রিয়তমে! সন্ধ্যার এক-বার তুমি বিবেচনা করিয়া দেখিবে?”

পতির আলিঙ্গনপাশ হইতে মুক্ত হইয়া অপেক্ষাকৃত বিনম্রবরে কাউন্টেন্স বলিলেন, “হায় হায়! বিবেচনা করিবার আর কিছুই নাই!—আমার মনে স্থির হইয়া গিয়াছে! ক্রালিস্! প্রিয়তম ক্রালিস্! জীবনে

তুমি কোন পাণ্ডকারী কর নাই, তোমাকে আমি পাণ্ডকার্যে লিপ্ত হইতে দিব না ।”

আত্মভৎসনা করিয়া যুগুপ্তীর-স্বরে আরলু বলিলেন, “হী,—যে দিন আমি তোমাকে ধর্মমন্দিরে বেদীর সম্মুখে লইয়া গিয়া জগতের সমস্ত সুখে বঞ্চিতা করিয়াছি, তাহার পূর্বে এ জীবনে আমি কোন হুকুম করি নাই, ইহা সত্য ।”

কাউন্টেন্স বলিলেন, “ওঃ ! সে কথা আর এখন কেন ? সে কথার আলোচনার সময় এখন নয় ! এখন যাহা বলিতেছি, শোনো । বিপদচক্রে আমার চারিদিকে ঘেরিয়াছে ; সেই চক্রবাহ হইতে যাহাতে আমি বাহির হইতে পারি, তাহারই উপায় দেখিতে হইবে । সেই লোক আমাকে হুকুম করিয়াছে, ব্যাঙ্কনোট অথবা স্বর্ণমুদ্রা, অথবা রজতমুদ্রা, অথবা যাহাতে সুবিধা হয়, একুনে পাঁচ হাজার পাউণ্ড সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে । খোলা ময়দানে তরুলতাকুলমধ্যে সাক্ষাৎ করিবার হুকুম । তাহার কাছে আমি একাকিনী থাকিব, নিকটে কেহই থাকিবে না, রাত্রিকালে সাক্ষাতের কথা । মনে কর, কত বড় বিপদ ! যদি আমি যাইতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে তাহার উপর আমার প্রেমাসক্তি, পাণিষ্ঠ সেই কথা সর্বলোককে বলিয়া দিবে ;—হী, সমস্ত কথাই বলিয়া দিবে, পুস্তক ছাপাইয়া বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিবে । যত টাকা সে চায়, পুস্তক-বিক্রয়ে তাহা অপেক্ষা অধিক না হউক, অন্ততঃ তত টাকা সে অনায়াসে সংগ্রহ করিতে পারিবে । বড় ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! এই রাত্রিকালে একাকিনী আমি গিয়া তাহার দাবীর টাকা যদি প্রদান করি, তবেই সে সমস্ত গুহুকথা গোপনে রাখিবে ; নতুবা নহে ।”

ভয়ে ক্রোধে কম্পিত হইয়া আরলু বলিয়া উঠিলেন, “এত দূর জোর কথা লিখিতে সাহস করিয়াছে ?”

বক্ষবজ্র হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া, স্বামীর হস্তে দিয়া রমণী বলিলেন, “এই লও ! দেখ, পাড়িয়া দেখ !”

আরলু বাহাদুর চকিতভাবে ক্রতগতিতে সে চিঠিখান পাঠ করিলেন ।

চিঠিখানা ফিরাইয়া গইয়া কাউন্টেন্স জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, দেখিলে ত ?”—বলিয়াই একটা বাতী জালিয়া সেই চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলিলেন ।

সকলরকম আরলু বলিলেন, “প্রিয়তম ! তোমার কথা আমি অবিশ্বাস করি নাই । তাহা বিবেচনা, সেই বদমাস লোকটী এতদূর হিংসাসহসে তোমার

এতদূর অপকার করিবার সক্ষম করিয়াছে ! যাহা হউক, আমার উপরেই ভার দাও । আমিই সকল কার্য্য রক্ষা করিব ! তাহার ফল কিন্তু অত্যন্ত ভয়ঙ্কর—”

বাধা দিয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে কাউন্টেন্স বলিলেন, “আবার বলিতেছি ফ্রান্সিস ! কার্য্যটা আমিই নির্বাহ করিব ! ভাগ্যে আমার যাহা থাকে, তাহাই হইবে ! হয় আমি আত্মঘাতিনী হইব, না হয় ত হত্যাকারিণী হইয়া গোপনে সেই লোকটাকে বিনাশ করিব । বল,—বল ফ্রান্সিস ! এই দুয়ের মধ্যে আমি কি হইব ?”

পুনর্বার আবুলের সর্ব্বশরীরে কম্প । কম্পিতকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “এ সঙ্কটে যে কি উপায়, সহজ বুদ্ধিতে তাহা আইসে না । আচ্ছা, বদ্‌মাস্টা যাহা দাবী করিতেছে, যে ভাবে চিঠি লিখিয়াছে, তাহাই করা হউক ; কিন্তু এলিনর ! সে যদি আবার তোমার উপর দৌরাণ্ডা করিবার চক্রাসনা রাখে, ওঃ !—তাহা হইলে তুমি যেক্রপ সক্ষম করিয়াছ, তাহার উপর আর আমি কোন বিতর্ক রাখিব না, কোন কথাই বলিব না ।”

অপরিবর্তিত-সঙ্কল্পে কাউন্টেন্স বলিলেন, “তাদৃশ লোককে কিছুতেই বিধাস করা যায় না, আজ যদি আমরা তাহার দাবী-পূরণে রাজী হই, সে আবার কল্যাই উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বেশী দাবী করিয়া বসিবে । আমাদের সন্ধানহারে তাহার দুঃস্বপ্নভিত্তি উপশমিত হইবে না, বরং আরও পরিবর্দ্ধিত হইবে । আমরা যদি নারাজ হই, তাহা হইলে সে আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে, ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি ; অতএব আমার প্রতিজ্ঞা অটল । তোমার চূড়ান্ত স্বীকৃতি যাহাই হউক, আমার প্রতিজ্ঞা টলিবে না । এখন তোমার নিশ্চিন্তি কিরূপ ? আমি যদি আত্মসংহার করি, লোকের কাছে তুমি বলিতে পারিবে, বিম বাইয়া মরিয়াছে । জীবিরোগী হইয়া যদি ভূমি সংসারে থাকিতে চাও, তাহা হইলে ঐ কথা । আমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার সেই শেষকথা । এখন তুমি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বল, কি তোমার চূড়ান্ত অভিপ্রায়, দুয়ের মধ্যে কোনটা তুমি চাও ?”

কম্পিত-সলাটে ঘন ঘন কম্পিত হস্তধ্বনি করিতে করিতে পতন-নিবারণের জন্য দেয়ালের পায়ে ঠেস দিয়া আবুল ডেসুবারা বলিলেন, “হা জগদীশ ! হা জগদীশ ! এলিনর ! সত্যই তুমি আমাকে পাপল করিয়া দিতেছ ! দাস্ত

হও, প্রবোধ পাও, সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ কর, ভীষণ-চক্রপাকে যে দৃষ্টিভঙ্গি তোমাকে ঘুরাইয়া ফেলিতেছে, মনোমধ্যে সে দৃষ্টিভঙ্গিকে আর স্থান দিও না !”

পতির করধারণ পূর্বক আপন বক্ষপেষণ করিয়া এলিনর বলিলেন, “প্রিয়তম ! তুমিই শাস্ত হও,—অন্ত অধীর হইও না ! যেরূপ চিত্তবেগ তুমি প্রকাশ করিতেছ, যেরূপে মিনতি করিতেছ, যেরূপে আমাকে ধৈর্যধারণ করিতে উপদেশ দিতেছ, যেরূপ উত্তেজিত হইয়া নির্বেদবাক্য উচ্চারণ করিতেছ, তাহাতে কোন ফল হইবে না, কিছুতেই আমার সঙ্কল্পের পরিবর্তন হইবে না, আরও বরং জলন্ত অনলে ঘৃতাহুতি হইবে,—আমাদের উভয়েরই অপকার ঘটিবে, ও সকল কণা ভুলিয়া এখন বল, তোমার চূড়ান্ত মীমাংসা কি ? দুই কার্যের মধ্যে আমি কোন্ কার্য করিব ? এটা কি ওটা ?”

স্ত্রী যে সকল ভয়ঙ্কর কথা বলিতেছেন, তখনও পর্যন্ত আরল্ ডেমবরার তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইতেছিল না, বিভ্রান্তস্থরে তিনি কহিলেন, “এলিনর ! সত্যি কি তোমার ঐরূপ সাম্প্রতিক প্রতিজ্ঞা ?”

গম্ভীরস্থরে এলিনর বলিলেন, “মি লর্ড ! পরমেশ্বরের নামে শপথ করিয়া আমি বলিতেছি, আমার সঙ্কল্প পরিবর্তিত হইবার নয় ! আমি উত্তেজিত হই নাই । হৃদয় আমার দিব্য প্রশান্ত । আমি দিব্য প্রশান্ত হইয়া রহিয়াছি, আমার হস্ত স্পর্শ করিয়া দেখ, এ হস্ত কম্পিত হইতেছে না, আমার বক্ষঃস্থলে হস্তার্পণ কর, এ বক্ষঃস্থল দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতেছে না ! দিব্য শাস্তভাবে আমি দিব্য সুখসম্ভোগ করিতেছি । আমি আত্মঘাতিনী হইব, ইহা যদি তোমার মীমাংসা হয়, আমিই ইহযজ্ঞণা এড়াইব ; কিন্তু তুমি—তুমি আমার বিরহ-যজ্ঞণা সহ করিয়া নিশ্চয়ই সেই দুষ্টলোকের উৎপীড়ন সহ করিতে থাকিবে ।”

অধিক যজ্ঞণা-উৎপীড়নে অধিকতর কাতর হইয়া আরল্ বাহাদুর বলিলেন, “না—না, এলিনর ! তাহা কখনই হইবে না ! তোমাকে আমি মরিতে দিব না !—তুমি যুবতী,—তুমি পরমা সুন্দরী,—তুমি সর্বপ্রকার কোমলতার আধার । এলিনর ! অর্চনীয় এলিনর ! প্রিয়তমে ! অকালে এত শীঘ্র তোমার প্রাণান্ত হইবে ?—না,—কখনই না, তুমি বাঁচিয়া থাকো,—বাঁচিয়া থাকো ;—বাঁচিয়া থাকিয়া তোমার বিপদের উপর বিজয় লাভ কর ! ইহা, বাঁচিয়া থাকো ! সেই পাপাঙ্ঘাই মরিবে,—নিশ্চয়ই তাহার ধ্বংস

হইবে, অবশ্যই সে পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ! বে কার্য্য সে করি-
য়াছে, মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত !”—কিছুক্ষণ পূর্বে যাহার হৃদয়ে নির্বেদ
আসিয়াছিল, যে কার্য্যকে তিনি মহাভয়ঙ্কর কার্য্য বলিয়া অবধারণ করিতে-
ছিলেন, প্রিয়তমা পত্নীর মরণাশঙ্কায় সেই ভয়ঙ্কর কার্য্য এখন তাঁহার অনু-
মোদন!

পতির বক্ষঃস্থলে কাঁপাইয়া পড়িয়া কাউণ্টেস্ তখন বলিলেন, “প্রাণাধিক !
ওঃ! সত্যি তুমি আমার প্রাণের প্রেমের অধিকারী ।”

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

—:—

শেষ সন্দর্শন

লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স তাঁহার অঞ্চলিকে লেডী লেডের আন্তাবল হইতে সরাইয়া লইয়া সাধারণ আন্তাবলে রাখিয়াছিলেন, সেই আন্তাবলে তিনি শয়ন, সময়ে সময়ে গতিবিধি করেন। এখন আর লেডী লেডের বাড়ীতে সর্বদা যান না। বীরাণনা লেডী লেড এক বৎসর কাল বৈধব্রাত্ত পালন করিবেন, মিগেল্‌সের সহিত পূর্বের ন্যায় অধিক ঘনিষ্ঠত রাখিবেন না, মিগেল্‌স সেই জন্য কিছু তফাতে তফাতে থাকেন।

পূর্বকথিত আন্তাবলের মালিক সচরাচর ডাকগাড়ী ও অন্য প্রকারের সকল রকমের গাড়ী রাখিবার জন্য আপন আন্তাবলে বর ভাড়া দিয়া থাকে। পূর্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ট্যান্‌ফোর্ড-প্রাসাদের ঘটনা যে দিন হয়, সেই দিন বেলা তৃতীয় ঘটিকার সময় একটা লোক আলিস্‌বরী নগরে যাইবার নিমিত্ত একখানা ডাকগাড়ী ভাড়া লইবার মানসে সেই আন্তাবলে প্রবেশ করে।

ঠিক সেই সময়ে মিষ্টার মিগেল্‌স আপন ঘোড়াগুলিকে দেখিবার জন্য সেই আন্তাবলে গমন করিয়াছিলেন। মালিকের সহিত আগন্তকের যে সকল কথা হয়, পার্বকক্ষ হইতে তাহা তিনি উপকর্ণন করেন। কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমান হইয়াছিল, স্বরটা তাঁহার পূর্ব-পরিচিত। কিলিপ রাম্‌সে যে স্বরে কথা কয়, ঠিক সেই রকম স্বর। আগন্তকটা সেই লোক কিনা, তাহা জানিবার আগ্রহে অংশালার ভিত্তিগাত্রই উর্দ্ধদিকের একটা গবাক্ষে উঁকি মারিয়া তিনি দেখিলেন, ঠিক তাই,—লোকটা অপর আর কেহই নহে, সেই কঁাসীছেঁড়া আসামী পুনর্জীবিত কিলিপ রাম্‌সে।

লোকটাকে চিনিয়াই মিগেল্‌স মনে করিলেন, “ওঃ! প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আবার নূতন খেলা খেলিতেছেন। এই লোকটাকে তিনি হয় ত লেডী ডেস্‌-বরার সর্বনাশের জন্য চর নিযুক্ত করিয়াছেন, না হয় ত এই ব্যক্তি নিহত কোন কার্য উদ্ধারের জন্য আলিস্‌বরীতে বাইতেছে। এই দুই কার্যের মধ্যে যেটাই হউক, আমি উহার মতলব পত্ত করিবার জন্য বিশেষ বৃত্ত করিব। আবল্‌ ডেস্‌বরার অনুগ্রহে আমার হস্তে এখন বখেই টাকা আনিয়াছে, পরচের

অভাব হইবে না।” আশ্চর্যত এইরূপ দৃষ্টি করিয়া, রামসেকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি আবার আপন মনে কহিতে লাগিলেন, “ফিলিপ রামসে ! তোর কুমন্ত্রণা আমি কখনই সিক্ত হইতে দিব না ; —না, কিছুতেই না। আমি বুঝিতে পারিতেছি, সরকার হইতে তুই ফরসা পাইয়াছিলি ; তাহা না হইলে, বিনা ছদ্মবেশে এই দিবাভাগে নির্ভয়ে এই প্রকান্ত স্থলে আসিতে পারিতিস্ না। ওহে ! আবার তোর কীন্দী হওয়া উচিত ছিল, সেটা হইল না, বড়ই আক্ষেপের বিষয় ! থাক তুই ! যে মতলবে আজ তুই বাহির হইয়াছিলি, আমি তাহা পণ্ড করিয়া দিব ; —দিবই দিব।”

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ডাকগাড়ী প্রস্তুত না হইল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গবাক্ষে চক্ষ-কর্ণ রাখিয়া মিষ্টার মিগেল্‌স পার্শ্বগৃহের সমস্তই দর্শন ও শ্রবণ করিলেন। গাড়ী প্রস্তুত হইল, রামসে তাহাতে উঠিয়া বসিল, কোথায় যাইতে হইবে, কোচম্যানকে হুকুম দিল, গাড়ীখানা গড়্ গড়্ শব্দে আন্তাবল হইতে বাহির হইয়া গেল।

ডাকগাড়ী ছাড়িবার পর মিষ্টার মিগেল্‌স পূর্বোক্ত গবাক্ষের উপর হইতে নামিয়া আপনার একটি বেগগামী ভুরুরমে আরোহণ পূর্বক সেই গাড়ীর পশ্চাদ্ভাবিত হইলেন। সহরতলী ছাড়িয়া এক মাইল দূরে গাড়ীখানা তাঁহার নয়নগোচর হইল, মিগেল্‌স এত দূরে দূরে যাইতেছিলেন, রামসে যদি গাড়ীর গবাক্ষ হইতে মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিত, তাহা হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

লগুন হইতে চল্লিশ মাইল দূরে আলিস্বরী। রাত্তা দিবা পরিকার, ষষ্ঠায় দশ মাইল হিসাবে ডাকগাড়ী চলিতেছে, ৭টা বাজিবার অল্পক্ষণ পরে গাড়ীখানা সহরের নিকটে পৌঁছিল। আলিস্বরীর সকলের নিকটেই ফিলিপ রামসে বিলক্ষণ পরিচিত। যদিও মিগেল্‌সের অনুমানমত খালাসীপত্র তাহার পকেটে, তথাপি সে সময়ে নগরে প্রবেশ করিতে তাহার (রামসের) সাহস হইল না ; কোচম্যানকে হুকুম দিল, “শাখা রাত্তা ধরিয়া ষ্ট্যান্ডো-নিকেতনে চালাও !” কোচম্যান সেই আজ্ঞা পালন করিল ; যে রাত্তা ধরিল, সেই রাত্তার ধারে একটা সরাইখানা। লেডী ডেস্‌বরার অনুকূলে প্রথম রাত্রে মিষ্টার মিগেল্‌স যে সরাইখানায় আজ্ঞা লইয়াছিলেন, সেই সরাই ; —সেই সরাইখানার নিকটেই গাড়ী থাড়াইল।

ষ্ট্যান্ডো-প্রাসাদে বাহারা আছেন, তাঁহারা ধৃত রামসের মতলব অপরি-

জ্ঞাত, ইহা বিবেচনা করিয়া, মিষ্টার মিগেল্‌স প্রথমে ভাবিলেন, তিনি গুপ্তভাবে অগ্রে প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া বিপক্ষের আগমনবার্তা বিজ্ঞাপন পূর্বক আবুল ডেসুবরাকে সতর্ক করিয়া রাখিবেন ; দ্বিতীয়বার বিবেচনা করিয়া আবার ভাবিলেন, সেটা ভাল নয় ; রাম্‌সে এখানে কি কি কার্য্য করে, আবুলপুর্কিক তাহা অবগত হওয়া কষ্টব্য । ইহাই স্থির করিয়া তিনি সেই গুপ্তচরের গতি-ক্রিয়া দর্শন করিবার অপেক্ষায় রহিলেন । ঠিক সেই সময় সরাইখানার একটি বালক সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, পূর্বে যখন মিগেল্‌স সেখানে আসিয়া-ছিলেন, তখন সেই বালক তাহার কাছে বক্সিস প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে চিনিয়া রাখিয়াছিল, মিগেল্‌স তাহার নিকটবর্তী হইবামাত্র বালক টুপী খুলিয়া সমস্ত্রমে সেলাম করিল ; জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি আজ রাত্রে এইখানে থাকিবেন ?”

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, “হাঁ, থাকিব, কিন্তু এবারে আমার একটা বিশেষ গোপনীয় কার্য্য আছে । সরাইখানার নিকটে যাইবার পূর্বে একবার আমি সরাইখানার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই । তুমি এক কাজ কর,—গোলমাল করিও না, কাহাকেও কিছু জানিতে দিও না । শীঘ্র তাঁহার নিকটে গিয়া সংবাদ দাও, একটা লোক এখানে আসিয়াছে, সে লোক বড় ভয়ঙ্কর, তাহার প্রতি আমার বড়ই সম্মেহ, অতএব এখনই আমি কর্তার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি । যাও—শীঘ্র যাও, আবার বক্সিস পাইবে । যাও, এইখানেই আমি রহিলাম ।”

এই বলিয়াই সেই বালকের সম্মুখে মিগেল্‌স একটা ক্রাউন মুদ্রা (পাঁচ শিলিং) ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন । বালক তখনই সেইটি কুড়াইয়া লইয়া মনিবের কাছে ছুটিয়া গেল ; দশ মিনিট পরে সরাইওয়ালাকে সঙ্গে লইয়া মিগেল্‌সের কাছে ফিরিয়া আসিল । ব্যাপারখানা কি, জানিবার জন্য সরাইওয়ালার বড়ই উৎসুক ।

অঞ্চল হইতে লাকাইয়া পড়িয়া চক্ষুসম্মুখে মিগেল্‌স তাঁহাকে বলিলেন, “একটা বদলোক একখানা ডাকগাড়ী করিয়া আসিয়া সরাইখানার সম্মুখে নামিয়াছে । কোন ভয় নাই, সে যদি কোন প্রকার হানাহান্য করিতে উত্তত হয়, আমি নিবারণ করিব । আমি বোম্‌বাইট-পুলিসের অফিসার, ছদ্মবেশে আসিয়াছি ।”

সরাইখানার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি লোকটি দেখিতে বেশ ভদ্রলোকের মত, সত্যি কি সে একজন বদমাস ?”

মিগে।—হাঁ, ভারী বদ্যাম্। তুমি কি তাহাকে পূর্বে আর কখনও দেখে নাই ?

সরাইওয়াল।—না, আমার ত কিছুই মনে হয় না। লোকটা কে মহাশয় ?

মিগে।—সে পরিচয়ে এখন দরকার নাই, ক্রমে ক্রমে জানিতে পারিবে। সে এখন করিতেছে কি ?

সরাইওয়ালী।—বৈঠকখানায় বসিয়া আছে, শীঘ্র শীঘ্র খানা প্রস্তুত করিবার হুকুম দিয়াছে।

মিগে।—এখনও কি বৈঠকখানায় আছে ?

সরাইওয়াল।—হাঁ মহাশয়, সেইখানেই আছে। আমাদের এখানে পাঠ করিবার যোগ্য কোন পুস্তক আছে কি না, জানিতে চাহিয়াছিল, আমি তাহাকে খানকতক পুরাতন পুস্তক দিয়াছি। বোধ হয়, লোকটা হয় ত সিঁদেল চোর, কিংবা হয় ত আর কিছু। রাত্রি পর্যন্ত এইখানেই থাকিতে পারে।

মিগে।—রাত্রিকালেই উহার কাজ। তুমি এখন আমার ঘোড়াটাকে আন্তাবলে রাখাইয়া দাও, অর্ধমি একটু গোপনে থাকিব। দোকানের পশ্চাদ্ধিক্কে একটা ঘর দেখাইয়া দাও, সেই ঘরে থাকিয়া আমি সেই রাস্কেলের চালচলনের উপর নজর রাখিব।

সরাইওয়াল।—বাহা আপনি বলিলেন, তাহাই আমি করিব। রাস্কেলটা যে ঘরে বসিয়াছে, সেই ঘরের পাশের ঘরে আপনাকে বসাইব ; মধ্যস্থানে ক্ষুদ্র গবাক্স, সেই গবাক্স দিয়া আপনি সব দেখিতে পাইবেন। চলুন, সেইখানে আপনাকে লইয়া যাই।

কথা অল্পসারেই কার্য্য হইল, নির্দিষ্ট গুপ্তস্থানে মিগেল্‌স গিয়া বসিলেন, তাঁহার জন্য উত্তম উত্তম খাদ্যসামগ্রী যোগাইয়া দেওয়া হইল ; অনেক দূর ঘোড়া চড়িয়া আসাতে মিগেল্‌সের বেশ ক্ষুধা হইয়াছিল, তিনি পরিতোষরূপে ভোজন করিলেন।

রাত্রি ৭টা বাজিবার এক কোয়াটার পূর্বে সরাইওয়াল চুপি চুপি মিগেল্‌সের ঘরে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, সেই বদ্যাম্ লোকটা ডাকগাড়ীতে ঘোড়া জুতিবার হুকুম দিয়াছে, কোচম্যানকে বলিয়াছে, রাত্রি ১০টার মধ্যে ষ্ট্যান্ডার্ড-প্রাসাদের নিকটে পৌঁছিতে হইবে।

সময় আসিল, গাড়ীতে উঠিয়া ফিলিপ রাম্‌সে সরাইখানা হইতে বাহির

হইল। সংবাদ পাইয়া মিষ্টার মিগেল্‌স অবিলম্বে গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া রামসের গাড়ীর অনুসরণ করিলেন।

দিব্য জ্যোৎস্না-রজনী, দিব্য প্রশস্ত রাস্তা, রাস্তার একধারে দীর্ঘ দীর্ঘ বৃক্ষশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে লতাকুঞ্জ, জ্যোৎস্না থাকিলেও সেই স্থানটা বৃক্ষের ছায়ায় অল্প অল্প অন্ধকার, মিষ্টার মিগেল্‌স সেই অন্ধকারে গা-ঢাকা হইয়া বাইতেছিলেন, রাম্‌সে তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। মিগেল্‌স সোজা পথে না গিয়া ময়দানের দিকে যে একটা স্তূড়ী পথ, সেই পথ ধরিয়া ময়দানের একটা লতাকুঞ্জের ধারে বৃহৎ একটা বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইয়া রহিলেন; সেইখানে লেডী ডেস্‌বরার সহিত রামসের দেখা হইবার সঙ্কেত। রাম্‌সে তথায় উপস্থিত হইয়া উন্মিগ্ধ-চিত্তে যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে লবেদাবৃত্তা একটি রমণী সেই লতাকুঞ্জ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল; যেখানে রাম্‌সে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই দিকে চলিল।

আকার-প্রকার ও গতিভঙ্গী দেখিয়া মিগেল্‌স অনুমান করিলেন, লেডী ডেস্‌বরা। পরক্ষণেই সেই অনুমানটা সত্য হইল। মুখের আবরণ খুলিয়া লেডী ডেস্‌বরা একবার চঞ্চলচক্ষে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন; সেই সময় তাঁহার মুখের উপর উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়াতে মিগেল্‌সের আর কোন সন্দেহ রহিল না। তিনি বেশ চিনিতে পারিলেন, যথার্থই লেডী ডেস্‌বরা।

রমণী চলিতেছেন। রাম্‌সে যেখানে ছিল, ঠিক সেইখানেই রহিল, এক পদও অগ্রসর হইল না; চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, রমণীর সঙ্গে আর কেহ আসিতেছে কি না। কেহই আসিল না, আর-কাহারও পদশব্দও শুনা গেল না; কেবল সেই সুন্দরী রমণীর মৃদু মৃদু পদধ্বনি; রমণী একাকিনী।

রাম্‌সে তখন দু এক পদ অগ্রসর হইয়া রমণীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; চল্লের দীপ্তিতে সেই মুখখানি ভাল করিয়া দেখিল, ক্ষদ্র কঁপিল, সে যেন তখন মহাতীরু কাপুরুষ। আর সেই রমণী ?—রমণীর ললাটে যেন নররক্ত লিখ, রাম্‌সে যেন ঠিক তাহাই দেখিতে পাইল, সেই জন্যই তাহার ভয়।

“আমাদের কাজটা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলাই ভাল, সংক্ষেপে এইরূপ ভূমিকা করিয়া মিলিপি রাম্‌সে আসিল কথা আরম্ভ করিবার অবকাশ লইল

কাউন্টেস্ ডেস্‌বরার বুক ছুর্ ছুর্ করিতেছিল, স্নানবদনে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, “তোমাকে আমি বেশীক্ষণ এখানে রাখিব না, কিন্তু জোর করিয়া আমার কাছে তুমি যে টাকা দাবী করিয়াছ, তাহা প্রদান করিবার পূর্বে—”

সকল কথা না শুনিয়াই রাম্‌সে বলিয়া উঠিল, “ওঃ ! তবে তুমি আমাকে টাকা দিতে রাজী আছ ! ওঃ ! স্বর্ণমুদ্রা !—স্বর্ণ !—স্বর্ণমুদ্রা আমি বড় ভালবাসি ! চক্‌চকে স্বর্ণমুদ্রা !—তুমি আমার আরাধ্যা দেবী, তোমাকে আমি পূজা করি, তোমার হস্তে আমি স্বর্ণমুদ্রা লইব । সেই স্বর্ণমুদ্রার সংসারে আমি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া সকল প্রকার সুখসম্ভোগ করিব । সকলকেই তুচ্ছজ্ঞান করিব ! দেবি ! কেবল তোমার কাছে নয়, রাজ্যের এক জন মহা উচ্চপদস্থ বড়লোকের কাছেও আমি প্রচুর স্বর্ণ—”

হিংসাক্রোধে অন্তরে অন্তরে জলিয়া লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, “তবে তুমি আমার কাছেই অল্পে টাকা লইয়া কাথা আরম্ভ করিবে ? আচ্ছা, যত টাকা তুমি দাবী করিতেছ, তাহাই আমি তোমাকে দিব ; কিন্তু ফিলিপ রাম্‌সে ! জানিয়া রাখো, পূর্বে আমি তোমাকে যত ভালবাসিয়াছিলাম, এখন আমি তোমাকে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণা করি !”

সর্প যেমন সক্রোধে গর্জ্জন করে, কাউন্টেস্ ডেস্‌বরার রক্তশূন্য কল্মিষ্ঠ ওষ্ঠে সেইরূপ গর্জ্জনে ঐ কয়েকটি বাক্য উচ্চারিত হইল ; বাক্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নয়নে যেন অগ্নি জলিয়া উঠিল ।

জ্রুটিভঙ্গী করিয়া রাম্‌সে বলিল, “থামো—থামো, ও সব কথা আমি শুনিতে চাই না, ও সব কথা শুনিবার জন্য আমি এখানে আসি নাই । সাবধান লেডী ডেস্‌বরা ! তোমার গুহকথা আমি প্রকাশ করিয়া দিব ;—কিসে কি হয়, তাহা তোমাকে দেখাইব ।”

লেডী বলিলেন, “ওঃ ! দেখিতেছি, কার্য্য শেষ হইবার সময় আসিয়াছে ।”—এই কথা বলিবার সময় তাঁহার অঙ্গের লবেদার ভিতর দক্ষিণ-হস্ত-খানি সঞ্চালিত হইতে লাগিল ।

আসামীটা অবসর বুঝিয়া বলিল, “দাও,—দাও, টাকা দাও, আমি চলিয়া যাই ।”

লেডী বলিলেন, “টাকা আমি আনিয়াছি ; ব্যাঙ্ক-নোট আর মোহর এক সঙ্গে মিশ্রিত আছে ; চল, ঐ জ্যোৎস্নার আলোতে চল, গণিয়া দেখিবে, ঠিক আছে কি না ।”

রাম্‌সে বলিল, “গণিতে হইবে না, তোমার কথার আমার বিশ্বাস হই-
য়াছে।”—এই বলিয়া হস্তবিস্তার পূর্বক আবার বলিল, “দাও আমার টাকা।”

তীব্রস্বরে কাউণ্টেস্‌ বলিলেন, “তোমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার।”

রাম্‌সে বলিল, “যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই ভূমি বল, কিসের পুরস্কার, তাহা
ভূমি ভাবিয়া লও, শীঘ্র আমার টাকাগুলি আমাকে—”

লবেদার ভিতর হইতে হস্ত বাহির করিয়া লেডী ডেস্‌বরা স্বরিতস্বরে বলি-
লেন, “এই লও!”—বলিবামাত্র চক্ষের নিমেষে গুড়ুম করিয়া একটা পিস্ত-
লের আওয়াজ ! রাম্‌সের কণ্ঠ হইতে একটা অক্ষুট চীৎকারধ্বনি নির্গত হইল,
লোকটা তৎক্ষণাৎ ভূম্ করিয়া জুতলে পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি
মরা।

খুন করিয়াই লেডী ডেস্‌বরা মুখ ফিরাইয়া পূর্বকথিত লতাকুঞ্জের দিকে
জ্রতপদে পলায়ন করিলেন।

মিষ্টার মিংগেল্‌স এই ব্যাপার দেখিয়া মহাভয়ে অভিভূত, যে রুদ্ধে
অন্তরালে তিনি লুকাইয়া ছিলেন, সেই স্থানেই অচল হইয়া দাঁড়াইয়া
রহিলেন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

খুনের পর

রক্তাক্তরালে থাকিয়া মিষ্টার মিগেলস আপনার বিপদ আশঙ্কা করিতেছেন। রামসের অল্পসরণে তিনি লগুন হইতে আলিসবরীতে আসিয়াছেন, সরাই-খানায় আশ্রয় লইয়া গুপ্ত সন্ধান লইয়াছেন, তাহার পর ময়দানে আসিয়া এই হত্যাকাণ্ড দর্শন করিয়াছেন। এখন হয় কি?—রামসের মৃতদেহ ময়দানে পড়িয়া আছে, অবশ্যই কোন লোক আসিয়া ইহা দেখিবে, অবশ্যই পুলিশ আসিবে, অবশ্যই অনেক লোক জরিবে; অবশ্যই তাঁহাকে (মিগেলসকে) দেখিতে পাইবে; অবশ্যই প্রতি প্রমাণে তাঁহাকেই হত্যাকারী বলিয়া ধরিবে; মিগেলসের মনে এই আশঙ্কা।

এই আশঙ্কায় হতবুদ্ধি হইয়া মিগেলস কণকাল নানা কথা চিন্তা করিলেন, হঠাৎ একটা উপস্থিতবুদ্ধি যোদ্ধাইল; ধাঁ করিয়া গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া লেডী ডেস্‌বরার অল্পসরণে ছুটিলেন।

লেডী তখন কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিতেছিলেন, পশ্চাতে দ্রুতপদপদ প্রবণ করিয়া, চমকিয়া বিপদ গণিয়া, একটু ধমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভয়ে তাঁহার সর্বশরীর কম্পিত হইল। সজোরে তাঁহার বাহু আকর্ষণ পূর্বক মিগেলস জিজ্ঞাসা করিলেন, “নির্বোধ জ্ঞীলোক! কি কার্য্য করিয়াছ?”

লেডী ডেস্‌বরা সেই কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া, মুখ ফিরাইয়া চমকিতভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে পশ্চাদ্ধিকে চাহিলেন; যিনি তাঁহাকে একরাত্রে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই লোক তাঁহার নিকটে, দেখিবামাত্র চিনিলেন; বলিয়া উঠিলেন, “ও! মিষ্টার মিগেলস? এ কথা তুমি প্রকাশ করিও না।” ইত্যথেষ্টেই মুখখানি আন্তরে পাণ্ডুর হইয়াছিল, মিগেলসকে দেখিয়া আশার সঞ্চার হওয়াতে সেই মুখখানি কিঞ্চিৎ প্রকৃত হইল।

মিগেলস সেই কথার উত্তর দিবার অগ্রেই কুঞ্জমধ্যে বজ্রবর্ষণের ধ্বংস প্রতিগোচর হইল, হঠাৎ একটা মহাব্যমূর্তি তাঁহার সম্মুখে লাকাইয়া পড়িল।

চন্দ্রালোকে সেই মূর্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লেডী ডেস্‌বরা সচকিতে বলিয়া উঠিলেন, “কে ?—লর্ড ডেস্‌বরা ? স্বামিন্ ! তুমি ?”

কম্পিত গম্ভীরস্বরে লর্ড ডেস্‌বরা উত্তর করিলেন, “হাঁ প্রিয়তমে ! আমি । তুমি দুঃসাহসিক কার্যসাধনে আসিয়াছ, ভয়ে ভয়ে আমি তোমার অনুবর্তী হইয়াছিলাম, নিকটেই লুকাইয়াছিলাম ; বিপক্ষের সহিত যদি তোমার যুদ্ধ বাধিত, আমি তোমাকে রক্ষা করতাম ।”

মৃদু-গম্ভীরস্বরে লেডী বলিলেন, “সে বিপক্ষ আর জীবিত নাই !”

তৎক্ষণাৎ মিগেল্‌সের দিকে ফিরিয়া অরিতস্বরে লেডী জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিষ্টার মিগেল্‌স ! তুমি এখানে কেমন করিয়া আসিলে ?”

মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, “আপনার উপকার করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল । কোন সূত্রে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, পাপাত্মা রাম্‌সে আত্ম রাহে এইখানে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে ; জানিতে পারিয়াই লণ্ডন হইতে আমি তাহার পাছু লইয়াছিলাম ; এখানে পৌঁছিয়াও তাহার উপর নজর রাখিয়াছিলাম । ঈশ্বরের দ্বারা আমার পরিশ্রম বিফল হয় নাই ।”

সাম্বরাগে মিগেল্‌সের কর্মমর্দন পূর্বক লর্ড ডেস্‌বরা বলিলেন, “মিগেল্‌স ! তুমি কদাচ এই ভয়ঙ্কর গুহ্যকথা প্রকাশ করিও না । লোকটা যে প্রকার পাপী, ঐরূপে প্রাণবিনাশ হওয়াই তাহার উপযুক্ত দণ্ড । সেই পাপিষ্ঠ আমার জীবিত সাক্ষাতিক কায়দায় ফেলিয়াছিল, তাহা তুমি জানো, অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা তাহার কতদূর ছিল, তাহাও তুমি জানো ; লোকটা শেষকালে আমার জীবন নিকটে বহু মৃদা আদার করিবার মতলবে পত্র লেখে ; বার বার ক্রমাগত উৎপীড়ন অসহ্য বুঝিয়া আমার জীবন - ”

মিগেল্‌স বলিলেন, “যে পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত, জগদীশ্বর তাহা জানেন, কিন্তু আমি এখন সাজ্জা তক বিপদ-পরিবেষ্টিত ।”—কি বিপদের ভয় তিনি করিতেছেন, পরিস্ফুটনের প্রারম্ভে তাহা আমরা বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়াছি ।

আরলের আপাদমস্তক কম্পিত হইল, সাতকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে এখন তুমি কি করিতে চাও ? বিপদ-নিবারণের কি উপায় তোমার যুক্তিতে আইসে ?”

উপস্থিতবুদ্ধির সহায়ে হৃদয়ে সাহস আনয়ন করিয়া লেডী ডেস্‌বরা বলিলেন, “যে কার্য আমি করিয়াছি, তাহার জন্য নির্দোষী লোকে প্রতিকল

ভোগ করিবে, এমন কল্পনা তুমি মনেও আনিও না। শোনো মিষ্টার মিগেল্‌স ! আমি কেবল খুন করিবার জন্ত এইরূপ সাহস অবলম্বন করি নাই ; প্রতিজ্ঞা-পালনের ফলভোগ করিতেও আমার সাহস আছে, চিরদিন থাকিবে ।”

হতাশে করে কর নিষ্পেষণ পূর্বক আর্ল বাহাদুর বলিলেন, “কখনই না, কখনই না !”

হত্যাকারিণীর হত্যাকাণ্ডে শঙ্কাকুল হইলেও মিঃ মিগেল্‌স প্রতিশ্রুতি করিলেন, “আমিও বলিতেছি, কখনই না,—কখনই না !”—এই অবসরে তিনি লেডী ডেস্‌বরার সাধু-সঙ্কল্পের বিস্তার প্রশংসা করিলেন, নির্দোষী লোককে দণ্ডভোগ করিতে দিবেন না, নিজেই কৃতকর্মের ফলভোগ করিবেন, এ সঙ্কল্প অতি মহৎ, সগৌরবে ইহাও তিনি বলিলেন । তাহার পর কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া আবার তিনি বলিতে লাগিলেন, “এখন আমরা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সমস্ত চিহ্ন গোপন করিবার চেষ্টা করিব, অতঃপর বাহা থাকে ভাগ্যে, তাহাই হইবে ।”—লর্ড বাহাদুরকে সন্মোহন করিয়া পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, “দেহটা কবর দিতে হইবে। মি লর্ড ! আপনি কি তদ্বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিবেন ?” কুঞ্জবনস্থ শুকপত্রের খন্ খন্ শব্দ না থাকিলেও ঐরূপ চুপি চুপি অস্পষ্ট কথা ।

কি বলিতেছেন, কি করিতেছেন, সে দিকে জ্রম্বেপ না রাখিয়াই লর্ড বাহাদুর উত্তর করিলেন, “হাঁ, অবশ্যই আমি তোমার সাহায্য করিব ।”

লেডী ডেস্‌বরার দিকে চাহিয়া মিগেল্‌স তখন বলিলেন, “আপনি এখন শীঘ্র শীঘ্র বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করুন । মনে মনে কৃতনিশ্চয় হইয়া নিশ্চিন্ত থাকুন, এ রাত্রি এ ঘটনা কেহ কিছুই জানিতে পারিবে না, সন্দেহ করিবারও কোন কারণ থাকিবে না ।”

লেডী বলিলেন, “আর্ল বাহাদুর বাড়ীতে যান, যে কার্য্য আমি নিজে করিয়াছি, সেই কার্য্যের সমস্ত চিহ্ন গোপন করিবার নিমিত্ত আমিই এই স্থানে উপস্থিত থাকিব ।”

বৈধা রাখিতে না পারিয়া চক্‌লস্বরে মিগেল্‌স বলিলেন, “না, না, তাহা হইবে না । আপনি অল্পস্থিত থাকিলে সুকল হইবে, লর্ড বাহাদুর অল্পস্থিত থাকিলে বিশেষ কোন ফল হইবে না । বাহা আমি বলিতেছি, আপনি তাহাই করুন, নতুবা এ কাজের ভিতর আমি থাকিব না, হস্ত প্রক্ষালন করিয়া ত্যাগ হইব ।”

মিগেল্‌সের হস্ত আকর্ষণ পূর্বক স'গ্রহে মর্দন করিয়া লেডী ডেস্‌বরা

চুপি চুপি বাগলেন, “মিষ্টার মিগেল্‌স ! আচ্ছা, যাহা তুমি বলিতেছ, তাহাই আমি করি । দেখ, আমার সঙ্গম,—আমার নিরাপদ,—আমার জীবন এখন তোমার হাতে ।”

ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, “হাঁ তৎসমস্তই আমি রক্ষা করিব !”

লেডী ডেস্‌বরা বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইলেন, চম্ভকিরণে তাঁহার বদনের একাংশ মিগেল্‌সের নয়নগোচর হইল । তিনি দেখিলেন, লেডীর নয়নে কৃতজ্ঞতার আতাস সুপ্রকাশ । মুখ-চক্ষু দেখিয়া মিগেল্‌সের বস্ত্রণা বোধ হইল । তিনি ভাবিলেন, “আহা ! এই সুন্দরী মানময়ী রমণী এমন দুক্তর কার্যসাধন করিয়াছেন !”

আরুলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মিগেল্‌স বলিলেন, “মি লর্ড ! আপনি অবিলম্বে একখানা কোদাল সংগ্রহ করুন । আমি ততক্ষণ ঐ দেহটা টানিয়া কুঞ্জমধ্যে লইয়া যাই, সেইখানেই গোর দেওয়া হইবে ।”

লেডী তখন স্বামীর হস্তধারণ পূর্বক দ্রুতপদে গ্যাম্‌ফোর্ড-ভবনের দিকে চলিলেন, মিগেল্‌স একবার ভীক্সদৃষ্টিতে চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিলেন ;—দেখিলেন, পহা পরিষ্কার ; কেহ কোথায় নাই । অতঃপর বৃহৎপদসঙ্ঘারে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গ শিহরিল, মৃতদেহের রক্তমাখা পাণ্ডুবর্ণ বিকট মুখখানা দেখিয়াই তাঁহার হৃৎকম্প । পিস্তলের গুলী সেই লোকটার মস্তক বিদারণ করিয়া বাহির হইয়াছে, ললাটের অস্থি-মাংস উড়িয়া গিয়াছে !

মিগেল্‌সের সত্য কম্পটা বড় অধিকক্ষণ থাকিল না, ক্ষণেকের মধ্যেই তিনি সংযতচিত্ত হইয়া আর একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিষ্ক্রেপ করিলেন ; তৎপরে দেহটা টানিয়া টানিয়া কুঞ্জবাটিকার ফটকের মধ্যে লইয়া গেলেন । কার্যটা শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া গেল ।

তখনও পর্য্যন্ত আরুল ডেস্‌বরা ফিরায়া আসেন নাই, সহসা মিগেল্‌সের মনে একটা ভাবোদয় হইল । তিনি ভাবিলেন, আমার পকেটে কোন প্রকার দরকারী কাগজপত্র থাকা সম্ভব । ইহা ভাবিয়াই কাছে বসিয়া হেঁট হইয়া পকেট অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, একটা ফিতা-বাঁধা এক তাড়া কাগজ বাহির হইল । ইতস্ততঃ না করিয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দলীলের পুলিচটা আপন পকেটে লুকাইয়া রাখিলেন ; টাকা অথবা স্বর্ভী কিছুই লইলেন না ;

রাসের পকেটে যদি মহামূল্য মণিমাণিকা থাকিত, তাহাও তিনি লক্ষ্য করিতেন না ।

দলীলের পুলিশাচাঁ মিগেলসের পকেটজাত হইবারাত্র নিকটে মহুবার পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল, আরুল ডেস্‌বরা ফিরিয়া আসিলেন; এক হস্তে একখানা শাবল, আর এক হস্তে একখানা কোদালী । আতঙ্কে তাঁহার বদন বিবর্ণ, চাউনি ফ্যালফেলে ।

মিগেলস বলিলেন, “ভয় দূর করুন, সাহস অবলম্বন করুন । দেখিবেন মি লর্ড ! সাবধান থাকিবেন, বাড়ীর কোন চাকরের কাছে কিংবা কোন বন্ধু-লোকের কাছে ঘুণাক্ষরেও এ সকল কথা প্রকাশ করিবেন না, অসাবধানেও কিছু গল্প করিবেন না । যদি করেন, নিশ্চয়ই আপনার পত্নীর কঁাসী চটবে ।”

সতর্কতাবাক্য শ্রবণ করিয়া আরুল বাহাদুর ধৈর্যধারণ করিলেন, মিগেলসের বাক্যে সন্দেহ হইলেন, তাহার পর কার্য্যারম্ভ । মিগেলস বলিলেন, “মি লর্ড ! কেহ ত কোথাও নাই ? আপনার চাকরেরা কেহ ত আপনার সঙ্গে আইসে নাই ? আর একবার ভাল করিয়া দেখুন ; কেহ দেখিতে পাইলেই বিপদ—”

আরুল বাহাদুর বলিলেন, “না, কেহই আইসে নাই, কেহই আমাকে দেখিতে পায় নাই, এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিয়া ফেলো ।”

কুঞ্জমধ্যে একটা গর্ত খনন করা হইল, দেহটা টানিয়া সেই গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করা হইল, মিগেলস তাহার উপর মাটি ঢাপা দিলেন । যে সকল মাটি উপরে রহিল, তাহা ভুলিয়া নিকটস্থ ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিলেন, যে যে স্থানে রক্তের দাগ ছিল, সেই সকল স্থান টাচিয়া পরিষ্কার করা হইল, এই প্রকারে সেই কঁাসীছেঁড়া ছরস্ত আসামীটার কবর হইয়া গেল ।

আরুল ডেস্‌বরা এতক্ষণের পর স্বচ্ছন্দে নিশ্বাস ফেলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, আমন্ত্রণ করিয়া মিগেলসকে বলিলেন, “অত্যন্ত পরিশ্রম হইয়াছে, অতিশয় ক্ষান্ত আছি, আইস, আমার সঙ্গে প্রাসাদে আইন, ক্রীকিং সন্মিলন করিয়া বিরাম্ভণ নিশ্চয় করিবে ।”

মিগেলস ভাবিলেন, মেডী ডেস্‌বরা স্বহস্তে খুন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার যামী পূর্ব হইতেই মন্ত্রণা করিয়া সহকারী হইয়াছিলেন, খুনের পূর্বে এইখানে আসিয়া লুকাইয়া ছিলেন, আরুল ডেস্‌বরা প্রকারান্তরে পরস্পরা সন্ধিক্ষে

হত্যাকারী ; সুতরাং হত্যাকারী ও হত্যাকারিণীর সহিত অধিকক্ষণ একত্রে থাকা অপরাধমর্শ। ইহা ভাবিয়া, আমন্ত্রণ অস্বীকার করিয়া, তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন ; নিকটস্থ সেই সরাইখানায় বিশ্রাম করিতে গেলেন।

রাত্রি ১১টা। মিষ্টার মিংগেল্স সরাইখানায় প্রবেশ করিয়াই সরাইওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে লোকটা কি ফিরিয়া আসিয়াছে ?”

সরাইওয়াল উত্তর করিল, “না মহাশয়, আইসে নাই। তাহার পি হইয়াছে ?”

“আমি বোধ করি, শীকারীর গন্ধ পাইয়া লোকটা পলায়ন করিয়াছে। অনেক দূর আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়াছিলাম, সে বুদ্ধিতে পারিয়াছিল, আমি তাহার অনুসরণে—”

চঞ্চল হইয়া সরাইওয়াল বলিল, “ভারী জুয়াচোর! খানা খাইল, মদ খাইল, শেষটা আমাকে ফাঁকী দিয়া পলাইল! বেশ বুদ্ধিতেছে, সে আর ফিরিবে না।”

ওদাৰ্থ দেখাইয়া মিংগেল্স বলিলেন, “সে দাম আমি দিব, তাহার খানা? দাম আর মদের দাম আমার বিলে যোগ করিয়া দিও। যেহেতু, আমাকে দেখিয়াই ভয় পাইয়া লোকটা পলাইয়া গিয়াছে। আমিই তাহার পলায়নের কারণ। এখন আমাকে এক গ্লাস ব্রাণ্ডীপানি দাও, কোম্বারে আমি শয়ন করিব, তাহাও দেখাইয়া দিতে বল, রাত্রে এইখানে শব্দব।”

সরাইওয়াল তৎক্ষণাৎ ব্রাণ্ডীপানি যোগাইল, মিংগেল্স তাহা পান করিয়া নির্দিষ্ট শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন ; শয়ন করিলেন না, একটা টেবিলের সম্মুখে উপবেশন করিলেন ; মরা রাম্‌স্‌ পকেট হইতে যে কাগজের ভাড়াটা বাহির করিয়া লইয়াছিলেন, সেইগুলি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পুলিষ্টার উপরিস্থ একখানা কাগজের উপরে বাহা লেখা ছিল, তাহা দর্শন করিয়াই পাঠকের মনে যুগপৎ মহা বিস্ময় ও মহানন্দের আবির্ভাব। লেখা ছিল,—“লেডী স্ট্যানফোর্ডের সহিত হানা লাইটফুটের পত্রাদির উত্তর-প্রঃ। ভরসংবলিত বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা ও স্মারকলিপি। ১৭৬৭—৬৮ অব্দে লিখিত পত্র।”

এই শিরোনাম দেখিয়াই মিগেল্‌স সানকে আপন মনে বলিলেন, “জুজু আমার পরম সোভাগ্যের উদয়!”—অল্পগত এই উক্তি করিয়াই তিনি সেই পুলিন্দা কীয়া কিতাটা খুলিয়া ফেলিলেন, হস্ত কম্পিত হইল। এতদূর কম্প ঘে, কয়েকখানা কাগজ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

পতিত পত্রগুলি কুড়াইয়া লইয়া মিগেল্‌স বিশেষ মনোযোগ পূর্বক তাহার নির্দণ্ডসমূহ আনুপূর্বিক পাঠ করিলেন। পাঠ করিতে করিতে কখন হর্ষ, কখন বিবাদ, কখন বিশ্বয় তাঁহার চিত্তকে আশোলিত করিতে লাগিল; কতই গুহকথা সেই সূত্রে তিনি অবগত হইতে পারিলেন। গুহকথা কাহার সম্বন্ধে?—ইংলণ্ডের রাজার সম্বন্ধে।—তৃতীয় জর্জের পদমর্যাদা, পদসম্মান ও অবস্থা। সমস্তই তিনি জানিতে পারিলেন,—সমস্তই সেই সকল পত্রে পরিবাস্ত।

পত্রগুলি পাঠে—বিশেষতঃ তাহার বাখ্যা ও স্মারকলিপিগুলির আলোচনার মিগেল্‌সের এতদূর আনন্দ হইল যে, সে আনন্দবেগ তিনি দমন করিতে অক্ষম হইলেন; উল্লাসে উৎসাহে আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া অস্থিরচিত্তে গৃহের ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন; রাত্রিকালে লতাকুশ-সমীপে যে খুন হইয়াছে, সে ঘটনা এককালেই ভুলিয়া গেলেন, বাস্তবিক খুন হইয়াছে, তাহা তাঁহার মনেই আসিল না; বিশ্বাস্যনশ্চে তিনি বিশ্বাস! অদ্ভুত রহস্যের মর্মভেদ! প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ডেজ হইতে তিনি যে সকল দলীল অপহরণ করিয়াছিলেন, লিটিসিয়ার নিকট হইতে প্রিন্স পুনরায় যে সকল দলীল হস্তগত করিয়াছেন, বর্তমান দলীলগুলির সহিত তুলনা করিলে তাহা যৎসামান্য বলিয়াই বোধ হয়। বর্তমান দলীলগুলিতে ইংলণ্ডের অধীশ্বরের অভাবনীয় গুহ রহস্যের আবির্ভাব।

ক্রমে ক্রমে উৎসাহবেগ অনেকটা প্রশমিত হইয়া আসিল; মিগেল্‌স জানিতে পারিলেন, রাত্রি অনেক। প্রভাতে লণ্ডনে যাত্রা করিতে হইবে, সে কথা মনে হইল; কাগজগুলি যত্নে রাখিয়া তিনি শয়ন করিলেন; শীঘ্র নিদ্রা আসিল না, অনেকক্ষণ পরে তন্দ্রার আবির্ভাব; তন্দ্রাবোধে তিনি অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন; যে সকল লোক নিহত হইয়াছিল, তাহাদের আকৃতি, তাহাদের বিকট আসা, গভীর গভীর কবর স্বপ্নযোগে তাঁহার নয়নপথে জ্বীড়া করিতে লাগিল। তৃতীয় জর্জ, হানা লাইটফুট ও তাঁহার সেই সুন্দর শিশু বেন

ভাঁহার চক্কর কাছে উপস্থিত হইল ! স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে নিত্রাঙ্ক
 গবাক্ষপথ দিয়া প্রভাতের আলোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেছে ; তিনি শীঘ্র
 শীঘ্র গাত্রোথান করিয়া পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন ।

পোষাক পরা হইল, হাজিরা খাওয়া হইল, অনন্তর অধারোহণ পূর্বক
 মিষ্টার মিগেল্‌স লণ্ডনান্তিমুখে যাত্রা করিলেন ।

বড় বিংশ পরিচ্ছেদ



পুনরীক্ষার রাজদর্শন

যে দিন মিষ্টার মিগেলস আলিস্বরী হইতে রাজধানীতে পৌঁছিলেন, সেই দিন অপরাহ্নে সেন্টজেমস্ প্রাসাদে ইংলণ্ডের রাজা ও রান্ধী মহা সমারোহে লেবী-সভা ও মহিলা-মজলীস জাঁকাইয়াছিলেন ; বড় বড় সৌখীন লোকেরা, সৌখীন মহিলারা বিবিধ মূল্যবান বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া দরবার আলো করিয়াছিলেন ; সমৃদ্ধিশালী রাজপ্রাসাদে অক্লিষ্টকর আমোদপ্রমোদে এইরূপ ঘটা, ও দিকে কিস্ত রাজ্যব্যাপী কোটি কোটি শ্রম-জীবী দরিদ্রপ্রজার হৃদয়বিদারক আর্দ্রনাদ ও মর্শ্বভেদী যন্ত্রণা ।

ওঃ ! ইংলণ্ডের ভয়ঙ্কর রাজা তৃতীয় জর্জ—ইহার সহিত তুলনায় রোমীয় সম্রাট্ নিরো যেন দেবকুমার, নিষ্ঠুর কালিকুলা যেন দেবর্ষি ;—তিনি আব তাঁহার চিত্তবিনোদিনী, বাহ্যভাষিনী রাণী শার্লোটা ঐরূপ মজার মজলীসে কুৎসিত সুখসম্ভোগ করিতেছেন ! রাণী শার্লোটা করিতেছেন কি ?—চাটুবাদিনী, হাবভাববিলাসিনী, ধর্ম্ববর্জিতা নীচকুলকামিনীদলের সম্মান-সমাদর পরিগ্রহ করিয়া আমোদিনী হইতেছেন ! সেন্ট-জেমস্ প্রাসাদের বিলাসকক মহামূল্য সজ্জায় সুসজ্জিত, মহামূল্য চাকচিক্যশালী সুদৃশ্য আসবাবপত্রে সুশোভিত, দেখিতে অনুর্ক শোভা ; কিস্ত সে সকল সাজ-সরঞ্জাম কোথা হইতে আসি-রাছে ?—উপবাসী দরিদ্রলোকের অসহ্য দৈনিক শ্রমার্জিত অর্থ-বিলুপ্তনে ! মহামূল্য বসনে রাজগৃহ বিমণ্ডিত ; কিস্ত যাহাদের অর্থে সেই সকল বসন সংগৃহীত, সেই সকল শ্রমজীবী দরিদ্রলোক আপনারা ছিন্ন বসন পরিধান করিয়া উপবাস করে ! হৃদয়শূন্য রাজা, বিলাসিনী রাণী সে সকল দরিদ্র-প্রজার অবস্থার দিকে ভ্রমেও জ্রুৎপ করেন না !

বেলা ষটার সময় লেবী-সভার জাঁকজমক শেষ হইল, রাণী অত্যক্কে কাপড় ছাড়িতে গেলেন, রাজা আপন নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিলেন । সচ-রাচার লেবীসভার পর সেই গৃহে সমাগত অন্যান্য লোকের সাক্ষাৎ সম্বর্শন ও কথাবার্তা হইয়া থাকে ।

রাজা নিজকক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র এক জন ছোকরা চাকর উপস্থিত হইয়া সংবাদ দিল, “একটি ভদ্রলোক আর একটি ভদ্রমহিলা রাজসাক্ষাৎকারের অভিলাষে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, নির্জনে কিয়ৎক্ষণের জন্য একবার সাক্ষাৎ করা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহারা আপনাদের নামের কার্ড প্রদান করিয়াছেন।”

বালকের হস্ত হইতে রাজা সত্ৰুপাং কার্ড দুইখানি গ্রহণ করিলেন; প্রথমখানিতে মিগেল্‌সের নাম দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন, তাহার পর দ্বিতীয় কার্ডখানির প্রতি দৃষ্টিপাত; ক্রোধানল জলিয়া উঠিল, সেই কার্ডে লেডী লেডের নাম। নাম দুটি দেখিয়াই প্রথমে তিনি সঙ্কল্প করিতেছিলেন, দেখা দিবেন না; কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবান্তর উপস্থিত। তিনি যখন উইণ্ডসর-প্রাসাদে ছিলেন, সেই সময় (কিছু দিন পূর্বে) ঐ মিগেল্‌স আর ঐ লেডী লেড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যেরূপ ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেই কথা মনে পড়িল। আবার কি নূতন সঙ্ঘটন, তাহা জানিবার নিমিত্ত অবশেষে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; বালককে বলিলেন, “গুপ্ত-দ্বার দিয়া তাঁহাদিগকে এইখানে লইয়া আইস।”

বালক বিদায় হইল, অল্পক্ষণ পরেই টিম মিগেল্‌স এবং লেডী লেড রাজা তৃতীয় জর্জের সম্মুখে দণ্ডায়মান।

মিগেল্‌সের পরিধান কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ, লেডী লেডেরও বিধবাবেশ; সেই বেশে তাঁহাকে অধিক সূক্ষ্মরী দেখাইতেছিল।

ইতিতে বালকভৃত্যকে বাহির হইয়া যাইবার আদেশ জানাইয়া রাজা তখন গদগদ-সম্ভাষণে মিগেল্‌সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে,—এখন তোমাদের কি প্রয়োজন?—কি প্রয়োজন?”

অভিবাদন করিয়া মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, “একটি বিশেষ প্রয়োজনে আমরা অদ্য আপনার সম্মুখে আসিয়া—”

ক্রোধারক্ত-নয়নে লিটিসিয়ার দিকে চাহিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই স্ত্রীলোককে কেন তুমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছ?—গতবারে তোমরা যখন আসিয়াছিলে, তখন বলিয়াছিলে, ঐ স্ত্রীলোক তোমার স্ত্রী;—হাঁ, তোমার স্ত্রী,—মিসেস মিগেল্‌স,—হাঁ, মিসেস মিগেল্‌স;—সর্বৈব মিথ্যা,—সর্বৈব মিথ্যা!—একরাতে জর্জ—হাঁ—জর্জ প্রিন্স অণ্ডয়েল্‌স আমাকে বলিয়াছিলেন, সে পরিচয়টা—পরিচয়টা মিথ্যা,—

মিথ্যা ! লর্ড সে রাতে কিছু গোলাপী নেশার আনোদিত ছিলেন—আনোদিত ছিলেন ;—অনেক কথা বলিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন ;—সেই সময় আমি সত্য পরিচয় পাইয়াছি । তুমি আবার কি সাহসে—কি সাহসে—কি সাহসে উহাকে সন্ধে করিয়া আনিয়াছ

নির্ভয়ে মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, ‘‘তায়পক্ষে সাক্ষী হইবার জন্য ইহাকে আনিয়াছি । আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইতিমধ্যে আমার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিয়াছিলেন, হোম আফিস তাঁহার সেই ব্যবহারে সহায় হইয়াছিল । ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর—অত্যন্ত গোপনীয় । এই রমণী আবার সমস্ত গুরুত্বসম্পন্ন অবগত আছেন ; আপনাকে আমি যাহা জানাইব, তদ্বিবয়ের সাক্ষ্য দিবেন । আপনার কাছে আমি বেক্সপ] বিচার পাইব, সে বিষয়েও ইনি সাক্ষী থাকিবেন । এক জন অপরিচিত লোকের সাক্ষ্য অপেক্ষা ইহার সাক্ষ্য অধিক বলবৎ হইবে ।’’

অত্যাসমত অস্থূলসঞ্চালন করিয়া রাজা বলিলেন, ‘‘বেশ বলিয়াছ,—বেশ বলিয়াছ !’’ অতঃপর গেদী লেডের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ পূর্বক শুভ্রনয়নে তিনি আবার বলিলেন, ‘‘বাঃ ! বেশ দেখাইতেছে,—বেশ দেখাইতেছে ;—সেই পুরুষবেশ যেমন দেখাইয়াছিল, এখন এই বিধবা-নাগরীবেশে ঠিক সেইরূপ । খাসা জীলোক,—খাসা জীলোক । আক্ষেপের বিষয়, যে বেশে বেক্সপ হওয়া উচিত—হওয়া উচিত, এ বেশে তদপেক্ষা সুন্দর দেখাইতেছে না ।’’ শেষ কথাগুলি মিগেল্‌সের প্রতিপক্ষে প্রবেশ করিল, কিন্তু তাৎপর্য্য বোধগম্য হইল না । রাজা তৎক্ষণাৎ মিগেল্‌সের দিকে চাহিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘‘কার্য্যটা কি,—কার্য্যটা কি ?’’

শাস্তভাবে শাস্তন্বরে মিগেল্‌স উত্তর করিলেন, ‘‘ঘটনাক্রমে কয়েকখানি দরকারী দলীল আমার হস্তে আসিয়াছে, সেই সকল দলীলে হুজুরের সম্বন্ধে বিস্তর বিশেষ কথা আছে ।’’

রাজা ।—(আরও অধিক চক্কল হইয়া) দলীল ?—দরকারী দলীল ?—কিসের দলীল ? আবার তুমি আমার সম্বন্ধে কাগজের কথা লইয়া আসিয়াছ ?—আরও অধিক উৎপীড়ন ?—অ’্যা ! তোমাদের রাজাকে বিরক্ত করিবার জন্য আরও বেশী বাক্যে কথা ?—অ’্যা ! বল—বল—কিসের দলীল ? বল—বল ।’’

মিগে ।—(রাজার ভীষণত্বের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া) চিঠি মহারাজ ।—চিঠি টেলিগ্রাম—স্মারকলিপি । হুজুরের সম্বন্ধে একটি জীলোকের পক্ষে প্রমাণ

উত্তর-প্রত্যুত্তর । সেই জীলোকের নাম করিলে পুরুষাতি উঠয়ে আপনার মনে বেদনা লাগিবে, সেই জন্য আমি সে নামটা করিতে চাহি না ।

রাজা ।—(অধিকতর চকল হইয়া) ক্রমাগত ছুমি এক সুরে বীণা বাজাই-তেছি । কি সব দলীল ছুমি পাইয়াছ ?—সব জাল !—সব জাল ! ও সব দলীল আমি গ্রাহ করি না ! যাও, তোমার নিজের কাছে চলিয়া যাও ! (বলিতে বলিতে আসন হইতে উঠিয়া দ্রুতপদে গৃহের অপর প্রান্তে গিয়া দণ্ডায়মান ।)

মিগে ।—(দৃঢ়স্বরে উচ্চকণ্ঠে) না মহারাজ, আপনি আমাকে যে রূপ অপবাদ দিতেছেন, সে রূপ অপকণ্ঠ করিতে আমি অক্ষম । জালজালিয়াতী আমি জানি না । আমি জালিয়াত নই,—না,—আপনি নিজে, যে রূপ মিথ্যা-বাদী, আমি সে রূপ অপরাধের অর্দ্ধাংশও সাধন করিতে অভ্যস্ত নই ।

রাজা ।—(আরক্তবদনে দ্রুত মুখ ফিরাইয়া ক্রোধে ভূতলে পদাঘাত করিতে করিতে) অ'্যা ?—ঐ কথা ?—ঐ কথা আমাকে ?—ঐ কথা আমাকে ?—দোহাই পরমেশ্বর ! যদি ছুমি কারাগারে শয়ন করিতে—

মিগে ।—(অকুতোভয়ে অটলভাবে) না মহারাজ ! আমার উপর প্রতি-হিংসাসাধনে আপনার সাহস হইবে না ।

লিটিসিয়া ।—(মিগেলের প্রতি) মিস্ হানা লাইটহুটের নামটা বলিয়া কেন ; তাহা শুনিলেই রাজা আমাদের কার্যের মূল্যএটা বুঝিয়া লইতে পারিবেন ।

রাজা ।—(যেন কোন গুরুতর আঘাতে কাঁপিয়া উঠিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে) সেই নাম ?—ওঃ ! সে নাম করিও না,—সে নাম করিও না । তোমরা ভদ্রলোক ! উত্তেজিত না হইয়া হিরতাবে কথা কও । এই—এই—আমি বলিতেছি । (একখানি আরাম-চেয়ারে উপবেশন পূর্বক) মিগেল—মিগেল—বড় বিজ্ঞী নাম—ভারী বিজ্ঞী—মিগেল—মিগেল, বল, কি ছুমি চাও ?—সকল কথা খুলিয়া বল ।

মিগে ।—হাঁ, ইহার নাম খালা কথা । কুমারী হানা লাইটহুটের সহিত স্ট্যানফোর্ডের যে সকল পত্র লেখালেখি হইয়াছিল, তাহার ব্যাখ্যায় যে সকল টিকা আছে, সেই সঙ্গে যে সকল আরক লিপি আছে, সেই দলীলগুলি যদি আমি আপনাকে প্রদান করি, তাহা হইলে আপনি আমাকে কি পুরস্কার দিতে পারেন ?

এই সকল কথা বলিতে বলিতে পকেট হইতে সেই পুলিশাটা বাহির করিয়া মিষ্টার মিগেলস্ উচ্চৈঃস্বরে পূর্বোক্ত কথাগুলি পাঠ করিলেন ।

রাজা ।—(বিষমবদনে চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া পূর্বস্মৃতির দমনে দ্বীভূত হইয়া অস্পষ্টবাক্যে) পত্র—লেডী ট্যান্ডার্ড—স্মারক লিপি—টিকা-টিগুনী—

মিগে ।—(জনান্তিকে লেডী লেডের কাণে কাণে) সুস্মরি । এইবার ইহাকে আমরা হাতে পাইয়াছি ।

লিটি ।—(পূর্বরূপ বৃত্ত্বরে কাণে কাণে) ইনি এখন আমাদের অল্পগ্রহ-প্রার্থী হইবেন । মনে রাখিও, কেবল টাকার লোভে ভুলিও না—টাকা পাইয়া রাজী হইও না, ডিউক হইবার—

মিগে । (জনান্তিকে) তাহা ছাড়া আর কিছুতেই রাজী হইব না ।

বৃদ্ধগম্ভীরস্বরে রাজা বলিলেন,—“বাহা তোমার বলিবার আছে, বলিয়া ও ; কোন ভয় নাই ; আমি তোমাকে অভয় দিতেছি । বল, কি ভুলি লিতে চাও ?”

চেয়ারের হাতার উপর কল্পই রাখিয়া করতলে বদন আবরণ পূর্বক রাজা তৃতীয় জর্জ মিষ্টার মিগেলস্‌য়ের উত্তর-প্রতীকার রহিলেন ।

মিগেলস্ বলিলেন,—“মহারাজ ! স্থির হইয়া মনোযোগ পূর্বক আমার কথাগুলি শ্রবণ করিবেন, ইহা শুনিয়া আমি সুখী হইলাম । এই কার্য শেষ হইলে ভবিষ্যতে আর আমরা আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিব না । এখন এই সকল দলীলপত্রে বাহা আছে, সংক্ষেপে তাহা আমি আপনাকে জানাইব । দলীলগুলি উচিত মূল্য দিয়া গ্রহণ করা আপনার উচিত কি না, তাহা আপনি বিবেচনা করিতে পারিবেন । মূল্য অবশ্যই অধিক হইবে ।”

রাজা পূর্ববৎ আরাধ্য-চেয়ারে হস্ত রাখিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, “বলিয়া পাও ।”

মিগেলস্ বলিলেন, “১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আপনি যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ হলেন, সেই সময় হানা লাইটফুট নামী একটি কুমারীকে দেখিয়া তাহার প্রতি আপনার প্রেমাত্মরূপ জন্মে ; নিত্য নিত্য তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া আপনি গলবাসা জানাইতে থাকেন ; কুমারী লাইটফুট সরলা, সে আপনার বাক্য পূর্ণ করিতে রাজী হয়, বিবাহ হইল না, বিবাহের অস্বীকারও থাকিল না, অথচ চতুর্দশ পতি-পত্নীর ভায় সহবাস করিতে থাকিলেন । ১৭৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী

মাসে কুমারীকে একখানি পত্র লিখিয়া, আত্মপরিচয় দিয়া, আপনি জানাইয়া ছিলেন, আপনি ইংলণ্ডের রাজপুত্র,—প্রিন্স অব ওয়েলস্। সেই বৎসর এপ্রেল মাসে আপনার সহিত তাহার গোপনে বিবাহ হইয়াছিল। কেহই তাহা জানিত না; দুই মাস পরে জুন মাসে তাহার গর্ভলক্ষণ সুপ্রকাশ। সেই সময় লেডী ষ্ট্যানফোর্ডের সহিত দৈবযোগে তাহার সাক্ষাৎ হয়; লেডীর সহিত গর্ভবতী লাইটফুট আলিসবরীর নিকটবর্তী নিকেতনে যায়; একসঙ্গে থাকে; ক্রমে প্রকাশ পাইল, লেডী ষ্ট্যানফোর্ড নিজেও তখন গর্ভবতী। ঐ সময় হানা লাইটফুট লণ্ডনে চলিয়া আইসে; আপনি প্রায় প্রতিদিন তাহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ করেন; ১৮৫৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ঐরূপ চলে। সেই সময় গর্ভবতী হানার সহিত সর্বসম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে আপনি সক্ষম করেন: তদনুসারে এক দীর্ঘ-পত্র লিখিয়া তাহাকে আপনার সেই সখর জানাইয়াছিলেন। অভাগিনী লাইটফুট সেই পত্র পাইয়া ভয়ানকভাবে লণ্ডন হইতে পলাইয়া আলিসবরী নগরে ষ্ট্যানফোর্ড-নিকেতনে লেডী ষ্ট্যানফোর্ডের নিকটে ফিরিয়া যায়। পূর্বেই বলিয়াছি, উভয়েই এক সময়ে গর্ভবতী; একদিনে ঋনিকরণ অন্তর অন্তর উভয়েই সন্তান প্রসব করেন। এই গুহ্য ব্যাপারটা লেডী ষ্ট্যানফোর্ড নিজ হস্তে লিখিয়া পত্রাদির সহিত রাখিয়া ছিলেন; যে সকল পত্র আমি পাইয়াছি, তাহার মধ্যেই সেই গুহ্য পত্রিকা সংলগ্ন আছে। আপনি এ সমস্ত বৃত্তান্ত অবশ্যই অবগত আছেন; আরও আপনার মনে আছে, লেডী ষ্ট্যানফোর্ডের শিশু সন্তানটি ভূমিষ্ট হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই পঞ্চম প্রাপ্ত হয়; লেডী ষ্ট্যানফোর্ড তাহার স্বামীর সম্মতিক্রমে লাইটফুটের পুত্রটিকে পোষ্য-পুত্র গ্রহণ করেন।”

চেয়ারের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে, পূর্বভাবে মূখের উপর হাত রাখিয়া অস্পষ্টভাবে রাজা বলিলেন, “সত্য,—খুব সত্য, সত্য-সত্য; —আচ্ছা, বলি যাও,—আর কি বৃত্তান্ত ভূমি জানিতে পারিয়াছ, বলিয়া যাও?”

মিগেলস্ বলিলেন, “যাহা বলিয়াছি, তাহাই কি যথেষ্ট হইল না? আর বিশেষ কথা আপনি জানিতে চান? হানা লাইটফুটের পুত্রটিকে লেডী ষ্ট্যানফোর্ড পোষ্যপুত্র লইয়াছেন, একথা-তাহারা আপনাকে লিখিয়া জানাইয়া ছিলেন। সার উইলিয়ম ষ্ট্যানফোর্ড সেই পুত্রটিকে সর্বদা প্রতিপালন করেন সেই পুত্র আজিও বাঁচিয়া আছে। তাহার নাম হইয়াছে—সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ড; আপনার পুত্রগণের মধ্যে চেয়ারা, সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ড

ডেরও টিক সেই রকম চেয়ার। সার উইলিয়ম স্ট্যানফোর্ড সেই পুস্তকে নিজের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন।”

চমকিয়া চকলভাবে আসন হইতে উঠিয়া রাজা তৃতীয় জর্জ কিয়ৎকণ দ্রুতগতিতে গৃহের ইতস্ততঃ পরিক্রম করিলেন; হঠাৎ ধামিয়া স্তম্ভিতস্বরে বলিলেন, “থাক্ থাক্, আর বলিতে হইবে না। ঐ সকল দলীল আমি অবশ্যই চাই;—মূল্য কত?”

মিগেলস্ উত্তর করিলেন, “মূল্য অনেক।”

অস্থির হইয়া রাজা বলিলেন, “কত চাও,—কত চাও? শীঘ্র বল।”

সতর্ক মিগেলস্ বলিলেন, “ডিউকের পদ।”

রাজা তৃতীয় জর্জ যেন পুতুলের মত সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন, যহা বিষয়ে নিষেবশূন্য-নয়নে মিগেলসের মুখপানে দৃষ্টিপাত। এক মিনিট পরে রুদ্ধশ্বাসে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ডিউকের পদ।”—বলিয়াই পুনর্বার দ্রুতগতিতে গৃহমধ্যে পদচারণ।

উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত লেডী লিটিসিয়া মিগেলসের কাণে কাণে বলিলেন, “মন-মরা হইও না, দমিয়া যাইও না; রাজা যদি তোমাকে মারুকুইসের পদ দিতে চাহেন, তাহাতেও রাজী হইও না।”

মিগেলস্ও সেইরূপ চুপি চুপি উত্তর দিলেন, “না প্রিয়তমে, সহজে নয়,—বৎসরে দশ হাজার পাউণ্ড আয়ের বৃত্তি দান করিয়া রাজা যদি আমাকে মারুকুইসের পদ দিতে চান, তবে গ্রহণ করিব, নতুবা নহে। দশ হাজারের কম নহে।”

নির্ভারিত সঙ্কল্পে লেডী লেড বলিলেন, “মারুকুইসের পদ অপেক্ষা নীচুপদ দিতে রাজা যদি অস্বীকার করেন, তাহাতেও রাজী হইও না।”

ব্যস্তভাবে পরিক্রমণ করিতে করিতে আবার একই ধামিয়া দাঁড়াইয়া চমকত অবকুদ্ধ-স্বরে রাজা বলিলেন, “মিষ্টার মিগেল, নামটা অনেক বেশী; কিন্তু যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যদি তুমি এখন আমার কাছে মারুলের পদ প্রার্থনা—”

মিগেলস্ বলিলেন, “মহারাজ। আপনাকে আমি বেশী পীড়াপীড়ি করিব না; অন্ততঃ মারুকুইসের পদ পাইলেই আমি ভূট থাকিব। আপনাকে আমি বরণ করাইয়া দিতেছি, ইংলেণ্ডে আজকাল যতগুলি ডিউক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে এমন কতগুলি আছেন, ডিউকের পদ পাইবার

দাবী তাঁহাদের অধিক নাই, বংশবিবেচনার তাঁহাদের ডিউক হইবার অধিকারই নাই ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একান্ত বেত্তার পুত্র, বাহুবলীর কলঙ্কে তাঁহারা ডিউক হইবার অনধিকারী। উপাধি সম্বন্ধে এ কথা আমি কেন বলিতেছি, তাহার এক দৃষ্টান্ত এই যে, রাজা দ্বিতীয় চালসের দ্বন্দ্বিত উপপত্নীদের গর্ভজাত—”

তীব্রকণ্ঠে রাজা বলিলেন, “ঘেথেই—ঘেথেই ! আর কিছু বলিও না।” অতঃপর সামান্যাত্মক বিনম্রত্বেরে তিনি বলিলেন, “মিষ্টার মিগেল ! তুমি যাবুহুই হইতে পারিবে।”

সানন্দত্বেরে লেডী লেড বলিলেন, “নাঃ ! টিম ! আমি বরাবর জানিয়া আনিতেছি, সংসারে তুমি উচ্চপদের অধিকারী হইবে।”—তৎপরে যতুক কাণে কাণে বলিলেন, “আমাকে তুমি মার্শনেস্ করিয়া লইবে ?”

পুনর্বার রাজার ক্রোধোদয় হইল ; চঞ্চল উগ্রত্বেরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ স্ত্রীলোকটি কি বলে ?—কি বলে ?”

গভীরভাবে পত্নীরত্নেরে মিগেল্ উত্তর করিলেন, “লেডী লেড আমাকে বলিতেছেন, বর্তমান প্রসঙ্গটা শীঘ্র শীঘ্র শেষ করাই ভাল ; আর বেশী কথা বলিলে কিংবা আর বেশীকণ্ঠ আমরা এখানে থাকিলে আপনার পক্ষে অতিশয় কষ্টকর হইবে।”

রাজা বলিলেন, “ঐ কথা বলিতেছে ?—ঐ কথা বলিতেছে ?—বেশ !—বেশ ! বেশ মেরেমাছ !—বেশ মেরেমাছ !—আচ্ছা, দলীলগুলি আমাকে দাও, অচিরেই আমি তোমাকে সংবাদ দিব।”

এই সময়ে টিমের কাণে কাণে লেডী লেড পুনর্বার বলিলেন, “দেখিও—দেখিও, নির্দোষের কাজ করিও না।”

রাজার আবার চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হইল, চঞ্চলত্বেরে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্ত্রীলোকটি আবার কি বলে ?—আবার কি বলে ?”

নভমন্তকে অভিবাদন করিয়া মিগেল্ উত্তর করিলেন, “সবিনয় সসম্মানে লেডী লেড প্রস্তাব করিতেছেন, ডিউকপদের সনন্দের গণ্য সম্বন্ধে দলীলগুলির আদান-প্রদান হইলেই বিষয়কার্যের বীভৎসতারে কণ্ঠ করা হয়।”

খানিপরে উচ্চ পাদপের উপর জমণ করিবার সময় যাহুব বেবন ছটপট করে, সেইরূপ হুইকই করিতে করিতে রাজা বলিয়া উঠিলেন, “বল কি ?—

বল কি ?—তুমি । আমার কথা—তোমাদের রাজার কথা বিশ্বাস করিতে চাও ?”

পুনরায় অভিবাদন করিয়া মিগেলস উত্তর করিলেন, “মহারাজ ! আমার কেবল এই শ্রদ্ধা হইতেছে যে, এখন যদি আমি দলীলগুলি প্রদান করি, তাহা হইলে রাজকাৰ্য্যের নানা কল্যাণে ও গোলমাগে আমাকে মারুইসের পদে দিবার তুমি কল্যাণ পাছো আপনার মনে না থাকে । আমার কেবল এই আশা, আর কিছুই নয় ।”

সম্মুখে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, যুগ্ম ও বিবেচনাব সংবরণে অন্ধ হইয়াই রাজা বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ !—বুঝিয়াছি মহাশয়, বুঝিয়াছি ! তুমি কি আমার কথা—তোমাদের রাজার কথা বিশ্বাস করিতেছ না ?—অ’্যা !—ওঃ ! এ অপমান অসহ্য !—আমি নিশ্চয়ই জানি, রাজাকে এইরূপ অপমান করিতে তোমার ইচ্ছা নাই !—রাজাকে অপমান করিতে ইচ্ছা নাই ! অ’্যা !—আমার কথা আমি রাখি না, কখনই রাখি নাই, ইহা কি তুমি জানো ?—ইহা কি তুমি জানো ? এমন কি তুমি কখনও শুনিয়াছ ? বল,—বল, অকীকার করিয়া আমি তাহা পালন করি নাই, ইহা কি তুমি জানো ? কখন কি শুনিয়াছ ?”

নির্ভয়ে মিগেলস উত্তর করিলেন, “হাঁ মহারাজ ! শুনিয়াছি । অকীকার ভঙ্গ করিয়া দ্রীলোকের হৃদয়ও আপনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন !”

মর্মে দারুণ বেদনা পাইয়া অপদস্থ বৃদ্ধ রাজা পুনর্বার আরাম-চেয়ারে হেলিয়া পড়িলেন, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া মনস্তাপে বলিয়া উঠিলেন, “হা প্রমথ ! প্রায়শ্চিত্ত !”—আবার নিস্তব্ধ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন । পূর্ব-স্মৃতির আগরণ । নেত্র হইতে হস্তাবরণ মোচন করিয়া, রাজা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন ; কেহ তাঁহার অবস্থা দেখিতেছে কি না, কেহ তাঁহার ক্রমাগত শুনিতেছে কি না, তাহাই বুঝিলেন ; মৌনভঙ্গে নিখাস ত্যাগ করিয়া আপস-আপনি বলিতে লাগিলেন, “হাঁ, লাইটফুট—হানা লাইটফুট !—এই তোমার প্রতিশোধ—প্রতিশোধ !—শিশু-প্রতিশোধ !—” পুনর্বার হস্ত দ্বারা বক্ষাবরণ ;—বৃদ্ধের শীর্ণ অঙ্গুলিগুলির মধ্য দিয়া অজস্রবারে অঙ্গ পতিত হইতে লাগিল । সমস্ত পূর্বকথা মনে পড়িল । সেই পূর্ব-স্মৃতি এই বৃদ্ধ রাজাকে অস্থিতে অস্থিতে লব্ধ করিতে লাগিল । তরুণ-যৌবনের নবপ্রোদ্যোগ, হানা লাইটফুটের কাছে নিখাস অকীকার, সেই অকীকার-ভঙ্গ, তরুণ বিদ্যাকলা, সমস্তই যেন বিদ্যাবেগে তাঁহার অন্তরে সঞ্চিত হইল ।

ওঃ ! ভীষণ যন্ত্রণা ! সেই যন্ত্রণা যেন বজ্রের ভায়ে রাজার হৃদয়ে আঘাত করিল ! হায় হায় ! রাজা—হতভাগ্য রাজা ! তিনি বহুবা—বহুবাহুগণী রাজস—কোটি কোটি প্রজাকে ক্রীতদাসবরূপে গণনা করিয়া তিনি দলিত করিয়াছেন, বিবেকশক্তির অশ্রাসন হারাইয়াছেন, নির্দিষ্টতার আবরণে তাঁহার বিবেকশক্তি বিলুপ্ত হইয়াছে ; শেষে এই বিপদ ঘটবে, যৌবনকালে তাহা তিনি জানিতেন না ।

গৌরবাধিত পদের উচ্চশিখর হইতে, অপরিভূপ উচ্চ-আশার অন্ধকার চূড়া হইতে পূর্বে যিনি বিশ্ব-সংসারের সর্বচিন্তা দমন করিয়াছেন, এখন তিনি এই অবস্থায় বহু চিন্তার প্রদীপ্ত শিখাসমূহের একটা শিখাও দমন করিতে সমর্থ হইতেছেন না ; ক্রান্তের রাজতন্ত্র-প্রপ্রীড়িত প্রজালোকে প্রায় আপন কোটি কোটি প্রজাকে তিনি দুঃখানলে দগ্ধ করিয়াছেন, দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া যাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়াছেন, উচ্চ-সিংহাসনে বসিয়া যাহাদিগকে তিনি তুণের ভায়ে তুচ্ছ ভাবিয়াছেন, কল্লনার চক্ষে তিনি এখন দেখিতেছেন, সেই সকল বিদলিত দরিদ্র প্রজা যেন প্রেতবৃষ্টি ধারণ করিয়া তাঁহার পদতলে হামাগুড়ি দিয়া,—বুকে হাঁটিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে ! সুদৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত চাবুকের প্রহারে যাহাদের অঙ্গের তিনি রুধির-পাত করিয়াছেন, বিবেক যেন এখন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেছে, তাহার কোটি কোটি বৃশ্চিকের চাবুকে তাঁহার অন্তরাঙ্গাকে প্রহার করিতেছে ! তাহাদের অন্তরঙ্গ নয়নে যেন শোণিতাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে ! তিনি রাজা, বিধানলে তাঁহার হৃদয় এখন দম্বীভূত ; হানা লাইটফুটকে অরণ করিয়া তিনি এখন অন্তর্জালায় ধড়ফড় করিতেছেন !

রাজা তৃতীয় জর্জ যতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ অন্তর্যাতনায় কাতর, মিগেলস এবং লেডী লেড তাঁহার নিকটে উপস্থিত, সে কথ্য ততক্ষণ যেন মনেই ছিল না ; মিগেলস ও লেডী লেড রাজার ঐ অবস্থা-দর্শনে হর্ষ প্রকাশ করিয়া বন বন মুখ-চাহাচাহি করিতেছিলেন, তাঁহাদের কৌশল সুস্থিত হইয়াছে, সেই ভাব জানাইতেছেন ।

অবশেষে রাজার চমক হইল । মিগেলস সে ঘরে আছেন, লিটিসিয়া সে ঘরে আছেন, তখন তাহা স্মরণ হইল ! তিনি কাদিয়াছেন, আত্মদগ্ধ নির্বেদ প্রকাশ করিয়াছেন, ততক্ষণ লন্ডা অ্যান্ডিস, গণ্ডবাহী অন্ধধারা, দিগ্‌বিশেষে তিনি সেই ধারা সার্জন করিলেন ; বশ্যশক্তি শাস্ততাব ধারণ করিয়া সেরারের উপর

সোজা হইয়া বলিলেন ; মিগেলসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মিষ্টার মিগেল ! বন্দোবস্তটা ঠিক হইলেই তুমি মার্কুইসের পদ গ্রাপ্ত হইবে,— বিলম্ব হইবে না।”

মিগেলস বলিলেন, “মার্কুইসের পদার্থের বরাদ্দ করিয়া চলিতে পারি, তরুণ উপযুক্ত বৃত্তি গ্রাপ্ত হওয়া আমার আকাঙ্ক্ষা।”

রাজা বলিলেন, “তাহাই হইবে।” — এই অঙ্গীকার করিয়াই গভীরভাবে ক্রিয়াক্ষম চিন্তা করিয়া তিনি পুনর্বার বলিলেন, “এই লজ্জাকর ঘটনাটা যাহাতে বেশী লোক-জানাজানি না হয় অথবা যাহাতে অল্প জানাজানিতে কার্যটি নিষ্পন্ন হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। দেখ, রাজার নিকটে ঐ প্রস্তাব গ্রাপ্ত হইবার পক্ষে তোমার কোন বিশেষ দাবী নাই, একটা সট প্রকারের দাবী দাঁড় করাইতে হইবে। বুঝিয়াছ ?”

মিগেলস উত্তর করিলেন, “কিছু কিছু বুঝিয়াছি মহারাজ।”

রাজা বলিলেন, “মার্কুইসের পদের তালিকাটি আলোচনা করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। যে সকল মার্কুইসের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কাহার পদটি তোমাকে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বিবেচনা করিব। পাল-মেটের লর্ড-সভায় এই প্রস্তাবটা উঠিবে, তখন অবশ্যই আমি তোমার অনুরোধে অভিপ্রায় প্রকাশ করিব। কার্য সমাধা হইতে কয়েক মাস বিলম্ব হইবে, সম্ভবতঃ আগামী বর্ষের প্রারম্ভের পূর্বে কার্য সমাধা হইতে পারিবে না ; — ইত্যবসরে—”

মিগেলস বলিলেন, “ইত্যবসরে কাগজগুলি শীল-মোহর করা হইবে, কেহ তাহা দেখিতে না পায়, সেই উদ্দেশ্যে অতি সাবধানে তাহা সন্দোপনে রাখা হইবে।”

রাজা বলিলেন, “সে ভার তোমার উপর। আজ এই পর্য্যন্ত আমাদের এ কার্যের অবসান।”

লম্বাটে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া রাজা সেই স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন, মিগেলস ও লেডী লেভ সিন্ধুনোরণ হইয়া আনন্দে রাজপ্রাসাদ হইতে বিদায় হইলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

—:—

পুত্র অন্বেষণ ভীষণ কাণ্ড !

পরদিন প্রাতঃকালে লণ্ডনের রাজসভা উইন্ডসর-প্রাসাদে স্থানান্তরিত হইল। মিগেল্‌স ও লেডী লেডের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অবধি রাজা তৃতীয় জর্জ মর্যাদাসিক বাতনায় অত্যন্ত অধীর ও অতিশয় চিন্তাযুক্ত ছিলেন, বিস্তর সরকারী কাগজপত্র দর্শনের অছিলায় তিনি একটি নির্জন কক্ষে একাকী রহিলেন। পুত্রের অন্বেষণে তিনি সমধিক উৎসুক ; রাজ্যী শ্যালোটা যে সকল পুত্র প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্বেষণে নহে ; তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যও নহে, হানা লাইটফুটের সহিত গুপ্ত-প্রেমচারুরাগে যে পুত্রটি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এখন জানিতে পারিয়াছেন, সেই পুত্রটি বাচিয়া আছেন, অতএব তাঁহারই অন্বেষণে ব্যগ্র !

দলীলপত্র-প্রমাণে মিষ্টার মিগেল্‌স জানাইয়া গিয়াছেন, সার উইলিয়ম ট্যাম্পোড এবং তাঁহার সহধর্মিণী যে সময়ে হানা লাইটফুটের পুত্রটিকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন, সেই সময়েই তাঁহার রাজা তৃতীয় জর্জকে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞাপন করিয়াছিলেন। রাজা তাহা জানিতেন, এখনও জানেন, কিন্তু সেই পুত্রটিকে নিজ পুত্র বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। হানা লাইটফুট অনেক দিন পূর্বে মরিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অন্তরস্থ গুপ্ত কথা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই গিয়াছে ; সার উইলিয়ম ট্যাম্পোড ও লেডী ট্যাম্পোড সেই গুহ্যকথা গুহ্য রাখিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, সত্যকথা জনপ্রাণীর কাছেও প্রকাশ করেন নাই। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই পুত্র ট্যাম্পোডের বংশগত নাম, পদ-সম্মান ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া অবধি জানিয়া আসিতেছেন, তিনি প্রকৃত পক্ষে সার উইলিয়ম ট্যাম্পোডের গুপ্ত-লেডী ট্যাম্পোডের গর্ভজাত পুত্র। রাজা তৃতীয় জর্জ সুবিধে পারিয়াছিলেন, ধর্মপ্রমাণে সেই গুহ্যবিষয় গোপন রাখিয়াছে, অতএব সার রিচার্ড ট্যাম্পোড আসল কথা জানিতে পারেন, তৎপক্ষে কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ মাই। তিনি (রাজা) এ পর্যন্ত কোনরূপ ইচ্ছা করেন নাই।

সার রিচার্ড ট্যাম্পোড যে সময়ে সর্বশেষে পড়িয়াছিলেন, যে সময়ে তাঁহার

নাথে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, ইংলণ্ডের তাহা অবগত হইয়া মনে মনে অভিযার দুঃখিত হইয়াছিলেন, সমাচারপত্র-সম্পাদকেরা সেই সময় লিখিতে আরম্ভ করেন, ইংলণ্ডের রাজকুমারগণের সহিত সার্ব রিচার্ড ট্যান্ডোলের মল্লাদুত অতঃ ; রাজা তৃতীয় জর্জ নানা সংবাদপত্রে তাহা পাঠ করিয়া যোগদে যোগদে স্বীয়নিবাস পরিত্যাগ পূর্বক নিত্যক বৃন্দাবন হইয়া পড়েন, শুধু কৌতুহলে সমস্ত সংবাদপত্রে ঐ প্রকার নির্বচন সমূহ পাঠ করিতে আগ্রহ করেন নাই ; সার রিচার্ড যখন বিশেষ বিশেষ প্রমাণে সেই দারুণ অপবাদ হইতে অব্যাহতি পান, সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজার তখন আনন্দের সীমা ছিল না।

পর্যায়ক্রমে আরও ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণে হানা লাইটফুটের সহিত যৌবনে গুপ্ত প্রণয়ের বৃত্তান্ত রাজার মনে জাগিয়া জাগিয়া উঠে, মিগেল ও গিটি-সিয়ার সহিত কথোপকথনে সেই কতস্থান লবণাক্ত হয়, নীচ শুক হইবার সম্ভাবনা তাঁহার মনে আইলে না। সেই সকল পূর্বস্মৃতির জাগরণে, হানা লাইটফুটের প্রণয়, ও বিলয় তাঁহার হৃদয়ে অভিনব উচ্ছ্বাস সমুদ্রগত ; এ অবস্থায় রাজা যদি সেই সন্তানটিকে একবার দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা বিচিত্র বোধ হয় না।

ব্যবস্থাবিরোধে অথবা প্রকৃতিবিরোধে যাহারা কোন প্রকার কাৰ্য্য করে, প্রায় সর্বদাই তাহাদের মনে হয়, যে ক্ষেত্রে পাপাঙ্কটান হইয়াছিল, সেই স্থানটা একবার দেখিয়া আইসে ; বহুদিন—বহু মাস—বহু বর্ষ অতীত হইলেও সেরূপ ইচ্ছা তাহাদের মন হইতে দূর হয় না। নরহত্যা করিয়া যে ব্যক্তি ধরা পড়ে না, প্রায় সর্বদা তাহারও মনে হয়, বৃত্তদেহটা যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর স্থানটা একবার দেখিয়া আইসে ; নিজের ইচ্ছায় না উড়ক, খটনা-পতিকে একবার না একবার সেই স্থানে তাহাকে উপস্থিত হইতে হয়ই হয়। রাজার রাজ্যের যে ব্যক্তি কাকি দেয়, বিবেকের উপদেশে সেই ব্যক্তি বেনাবী চিঠিতে সেই রাজ্যের টাকা নায়েব-গোমস্তার নিকট প্রেরণ করিতে পারিলে অন্তরে কুণ্ঠি প্রাপ্ত হয়। দলুভক্তদেরা যদি সময়ে বিবেকের সাহায্যে সেই সকল বনবানীকে হৃতখন কিরাইয়া দিতে পারে, তাহাতেও তাহার আশ্রয় পায়। লোকের পাঁচ কটিয়া যাহারা বৎকিঞ্চিৎ অপহরণ করে, অসুখি কিরিয়া আসিলে তাহার যদি সেই সকল সাধ্য সাধ্য সর্বের অবিকারি-গণকে কোন সূত্রে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে পারে, তাহাতে তাহাদের মনের

বোকা অনেক কমিয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, যে পুত্রটিকে এত দিন নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য জ্ঞান হয় নাই, রাজা তৃতীয় জর্জ যদি সেই পুত্রকে একবার দর্শন করিবার উৎসুকা প্রকাশ করেন, তাহা আশ্চর্য্য অথবা অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইবে না।

মিগেলস্ ও লীকারিগী লিটিসিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইবার পরদিন ক্রমাগত রাজার মনে একান্ত অভিলাষ, সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ডের সহিত একবার দেখা করা। মানব-চরিত্রের প্রকৃতিই এইরূপ যে, সর্ব্বক্ষণ অন্তরে যে অভিলাষ গোপিত থাকে, যত দিন তাহা চরিতার্থ না হয়, তত দিন অন্তরে অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভূত হইয়া থাকে ; বৃদ্ধ রাজার অন্তরে সেইরূপ যন্ত্রণা।

দিন গেল, রাত্রি আসিল, তখনও পর্য্যন্ত রাজার মনে সেই উদ্বেগ সেই চিন্তা, সেই যন্ত্রণা। সেই নির্জন কক্ষে তিনি একাকী ; কণে কণে উদাস-নয়নে চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ। এই ভাবে থাকিতে থাকিতে অধীর হইয়া তিনি একখানা সোফার উপর বসিয়া পড়িলেন ; যে দিকে চক্ষু ফিরান, সেই দিকেই দেখেন, সুন্দরী লাইটফুটের প্রতয়ুর্তি ! ভয় পাইয়া রাজা যখন নেত্র নিমীলন করেন, তখনও দেখেন, কুমারী লাইটফুট যেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত ; সেই তরুণ-যৌবন, সেই মনোহর রূপলাবণ্য, সেই সুন্দর স্তন্য পরিচ্ছন্ন, সেই বিমল মুখকমল, সেই সুন্দর কপোলে গোলাপী আভা, সেই পরম সুন্দর বিবোধ, সেই প্রদীপ্ত নীল-নেত্র, সেই মুক্তাসদৃশ সুন্দর দন্তপংক্তি ঠিক সেই রূপ ! প্রেতের যেমন ভয়ঙ্করী মূর্তি, এ মূর্তি তেমন ভয়ঙ্করী নয়, ঠিক যেন তাজা রক্তমাংসবিজড়িত সজীব সুন্দরী মূর্তি।

মানসিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হইতে হতভাগ্য রাজা উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ ! হানা ! হানা ! ওরূপে আমাকে দেখা দিও না।—আঃ ! আমি তোমার প্রতি কুব্যবহার করিয়াছি,—ঈশ্বর সাক্ষী,—কুব্যবহার করিয়াছি ;—আমি জানি, তোমার প্রতি আমি কুব্যবহার করিয়াছি।—তুমি আমাকে কমা কর।—হানা ! তুমি আমাকে কমা কর।—ওঃ ! অমন করিয়া তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া তুমি আমাকে ভৎসনা করিও না !—আমাদের সেই পৈতৃনষ্টিকে আমি দেখিব,—তাহাকে সুখী দেখিয়া আমি সুখী হইব।—ওঃ ! বোধ হয়, তুমি এখন হাসিতেছ ; হানা ! আমার অস্বীকার স্বৰ্ণ করিয়া তোমার সন্তোষ জন্মিয়াছে।—আজ্ঞা, তবে আমি তোমাকে শান্তি দান করিব,—শান্তি লাভ করিয়া তুমি তোমার লম্বাধি-মন্দিরে সুখে নিদ্রা যাইবে !—হা, পুত্রটিকে আমি

দর্শন করিব ; সে যদি দরিদ্র হয়, আমি তাহাকে ধনবান করিয়া দিব ;—
তাহার যদি উচ্চ আশা থাকে, আমি তাহার আশা পূর্ণ করিব ;—সে যদি
বিবাদে নিমগ্ন হইয়া থাকে, আমি তাহার সহিত সহায়ত্বভূতি দেখাইব ;—
আমি তাহাকে সাহায্য করিব !—কে সে ?—সত্য সত্য তাহার পুত্র, সে কথাটি
তাহাকে জানাইতে তুমি আমার অনুরোধ করিও না ।—তাহার জন্মরহস্য
তাহাকে জানাইতে তুমি আমাকে অনুরোধ করিও না ।—ওঃ ! আবার
তোমার মুখখানি মলিন হইল, আবার তোমার চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল ।—
আচ্ছা,—আচ্ছা, তবে আমি সে কথাটিও তাহাকে বলিব । হাঁ,—হানা,—হাঁ,
তোমার আত্মা শান্তি লাভ করিবে,—কেবল আমার এই প্রার্থনা—ঐক্যপে
দেখা দিয়া তুমি আমাকে আর পরিতপ্ত করিও না !”

কথাগুলি বলিতে বলিতে রাজা যেন দেখিতে লাগিলেন, সেই প্রেতমূর্ত্তি
ক্রমে ক্রমে সরিয়া সরিয়া যেন বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া গেল,—এককালে
অদৃশ্য !

রাজা অনেক পরিমাণে শান্ত হইলেন, চিন্তাবেগ অনেক পরিমাণে কমিয়া
আসিল । রাত্রি ৯টা । কক্ষ হইতে বহির্গত হইয়া রাজা ভোজনাগারে
প্রবেশ করিলেন, রানী ও পুত্রকথাগণের সহিত ভোজন করিলেন । ভোজ-
নান্তে তিনি পুনরায় নিজকক্ষে প্রবেশ করিয়া অচিরাতঃ সেই অস্বীকৃত পুত্রের
সহিত সাক্ষাৎকরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন ; অনন্তর ঠন ঠন শব্দে দ্বাৰা বাজাইয়া
দিলেন ; একটি বালক ভূত্যা আসিয়া হাজির হইল ।

রাজা সেই বালককে বলিলেন, “নিঃসন্দেহে তুমি গুনিয়াছ, আলিস্বরীর
নিকটে একখানি অট্টালিকা আছে, সার রিচার্ড ট্যান্ফোর্ড নামে একটি
ভদ্রলোক সেই অট্টালিকার অধিকারী ছিলেন, সম্প্রতি কয়েক মাস হইল, লর্ড
ডেসবরা সেই বাড়ীখানি ধরিদ করিয়াছেন ; সে বাড়ী তুমি জানো ?”

বালক উত্তর করিল, “জানি । আমি সার রিচার্ড ট্যান্ফোর্ডের নাম
গুনিয়াছি, অনেকবার তাঁহাকে চক্ষেও দেখিয়াছি ; আজ প্রাতঃকালেও
দেখা হইয়াছে ।”

উৎকল্ল-নয়নে চাহিয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন, “আজ প্রাতঃকালে ?—
আজ প্রাতঃকালে ?—কোথায় দেখিয়াছ ?—কোথায় তাঁহাকে দেখিয়াছ ?”

বালক উত্তর করিল, “সার রিচার্ড ট্যান্ফোর্ড এখন এই উইন্ডসরের
নিকটবর্তী একখানি বাড়ীতে বাস করেন, সন্ধ্যাই বয়সে বেড়াইয়া

মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের বেবন চেহারা, তাঁহারও চেহারা অবিকল সেইরূপ ।”

কিয়ৎকণ চুপ করিয়া থাকিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন বাড়ীতে তিনি থাকেন, তাহা কি ভূমি ঠিক জানো ?”

বালক উত্তর করিল, “জানি মহারাজ !”

রাজা বলিলেন, “আমাকে সেই বাড়ীতে লইয়া চল ; তাঁহার কাছে আমার বিশেষ দরকার আছে । আর দেখ, আমি যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাইব, এ কথা কেহ যেন জানিতে না পারে ।”

সেলাম করিয়া বালক সন্মতি জানাইল, রাজা তাহার সহিত গুপ্তপথ দিয়া বাহির হইলেন ।

রাজপ্রাসাদ হইতে সে বাড়ীখানি, অধিক দূর ছিল না, নিকটে পৌছিয়া বালক অতুলিসংক্ষেপে বাড়ীখানি দেখাইয়া দিল । সেইখান হইতে রজনীর অন্ধকারে আবৃত্ত হইয়া রাজা কিয়ৎকণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাড়ীখানি অবলোকন করিলেন । অকস্মাৎ মনোমধ্যে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় ; যেন তিনি বুঝিতে পারিলেন, কোন প্রকার অলঙ্ঘন । সেই ভাবের উদয়েই একবার তাঁহার সর্বশরীর কাঁপিল । পরকণ্ঠেই সাহস অবলম্বন পূর্বক তিনি মনে করিলেন, বাহা ঘটে, ঘটবে, সঙ্কল্প হইতে তিনি বিচ্যুত হইবেন না । এই স্থির করিয়া, দ্বারের নিকট গিয়া তিনি ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিলেন । অবিলম্বে গৃহস্থামিনী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল ; বৃদ্ধা জীলোক ; ভক্তকুলমহিলার স্নায় আকার ও পরিচ্ছদ ! তাহার হস্তে প্রজ্জ্বলিত বস্তিকা ছিল, সেই আলোতে মুখ দেখিয়াই সে তৎক্ষণাৎ রাজাকে চিনিতে পারিল ।

বৃদ্ধা চিনিতে পারিয়াছে, ইহা অশুভব করিয়া রাজা চুপি চুপি বলিলেন, “গোল করিও না ।”

দরজা পার হইয়াই সমভিব্যাহারিণী বৃদ্ধাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “সার রিচার্ড বাড়ীতে আছেন ?”

বৃদ্ধা উত্তর করিল, “আছেন মহাশয়, কিন্তু—”

‘কিন্তু’ শুনিয়াই রাজা বুঝিলেন ; বৃদ্ধার যেন কিছু আপত্তি করিবার আছে, তাহাকে আর কিছু বলিতে না দিয়াই তিনি বলিলেন, “বাস্ ! বেশী কথা বলিও না । কোন ঘরে তিনি থাকেন ?”

বুঝা উত্তর করিল, “উপরের ঘরে।” “আপনাকে আমি সেইখানে ইয়া বলিতেছি।”

রাকী বলিলেন, “না, তোমাকে আমি হইবে না, আমি একাকী যাই-তছি। দিষ্টির বাঁচে ঐ বাতীটা রাখিয়া দাও, আমার সঙ্গে আমিও না।”

কলিঙ্গ ওঠায়ে প্রতিবাদবাক্য প্রকাশ্যেও রাজার কথায় বুঝা কোন আপত্তি করিতে পারিল না। সে জানিন্স রিচার্ড তখন একাকী ছিলেন না, তাঁহার কাছে একটি সুন্দরী যুবতী আসিয়াছে। সে সেই যুবতী—বুঝা তাহাও জানিত-না। মধ্যে মধ্যে সেই যুবতী আসিতে আইলে, কিন্তু তাহার দ্বনে এত ঘন আবরণ থাকে যে, ধাক্কা দিলে নিতান্ত ভীতদৃষ্টি, তাঁহারাও সে সব গুণ্ডন ভেদ করিয়া মুখ দেখিতে অসমর্থ হইত।

বুঝার মনে শঙ্কা আসিল, সেখানে যাবারও অবসর থাকিল না। যথচ তাহার জানা ছিল, এ সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলে—এমন কি, রাজপরিবারের কেহ দেখা দিলে—সেইখানে আসিলেও রিচার্ড বিরক্ত হন। চিন্তা চকল, অন্তরে আতঙ্কিত হইয়া রাজসভায়, আপত্তিজনক কোন কথা বলিতেই তাহার সাহস হইল না। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ডের ঈশ্বর—ব্রহ্মাণ্ডরাজ্যের ঈশ্বর ব্যতীত বাহার শক্তিমান নাই, তিনি তাঁহার বাড়ীতে পদধূলি দিয়াছেন, তাঁহার আগমনে পবিত্র হইয়াছে, ভয়ানক বুঝা এই বিবেচনা করিয়া আপনাকে হতভম্ব করিয়া দিল। হাঁ, বাড়ীখানি পবিত্র হইলই বটে,—কাণ্ডজানশূন্য, বিবেকহীন, ব্রতপিপাসু, মানবরূপী দানব তাহার বৃহদ্রাক্ষে বর্শন দিয়াছে।

তবে, চিন্তায়, গৌরবে বুঝা কিংসের সাজা ; সোপানের নিরুত্তরে জলন্ত বাতীটা বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজার সাজাটা দ্রুতগতিতে সোপানাবলী অতিক্রম করিতে লাগিলেন, উপরের চতুর্থ তল্লীয়া সম্মুখে যে দ্বার দেখিতে পাইলেন,—তেজানো ছিল, সেই দ্বার দ্বন্দ্বিতার গুলিয়া বেধিলেন ; গৃহমধ্যে দৃষ্টপাত করিয়াই বিশ্বাসভঙ্গে তাঁহার পলায়ন হইল,—প্রস্তরপুত্তলিকার ভায় চৌকাঠের ধারে তিনি এককালে নিশ্চল হইলেন।

কি তিনি দেখিলেন ?—সার রিচার্ড স্ট্রাফোর্ড একখানি সোফার উপর বসিয়া আছেন, পার্শ্বদেশে রাজকুমারী এলিজাবেথ। সার রিচার্ডের বাহর উপরে এমিলিয়া কিকিং বক্রভাবে অর্ধবৃত্তাকারে।

নবপ্রেমের গাঢ়স্বাদে—প্রেমভাষার স্বরূপ শুধরে স্বরূপ স্বরূপ চুপনে

নব্যশ্রেণিক বুঝবুঝতী এত দূর অভ্যস্ত ছিলেন যে, বার উলটামের শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, পরকণ্ঠেই সজোরে বন্ বন্ শব্দে সেই বার অবরুদ্ধ হইবার শব্দ ও অমর্যপূর্ণ শব্দানুচক পরিভাষা খনি তাঁহাদের উভয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল, তাঁহাদের উভয়েই চমকিয়া উঠিলেন;—হুমারী এমিলিয়ার কণ্ঠ হইতে অর্ধকাতরঙ্গনি বিনির্গত হইল। বৃদ্ধ পিতার পাণ্ডুগণ্ড তাঁহার নয়নগোচর হইয়াছিল; সশবাস্তে সোফা হইতে উঠিয়া পিতার চরণতলে পতিত হইবা করপুটে মিনতিবচনে তিনি বলিতে লাগিলেন, “কমা কর—কমা কর! শ্রেয়স পিতা, আমার প্রতি দয়া কর!”

ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া, বাক্যবেগ-সংবরণে অসমর্থ হইয়া, রাজা বলিয়া উঠিলেন, “অভাগিনি! করিয়াছিস্ কি? কাহাকে ভালবাসিয়াছিস্? ঐ বুঝা পুরুষ তোর নিজেরই ভ্রাতা!”

“না পিতা, - না পিতা!” সোৎসাহে কুমারী এমিলিয়া বলিয়া উঠিলেন, “না পিতা, তাহা নয়; আমার সহোদরের সহিত ইহার রূপের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। তাহা দেখিয়াই তোমার ভ্রম হইতেছে! ইনি সার রিচার্ড ট্যান্ফোর্ড।

বিকলচিত্ত রাজা অবরুদ্ধস্বরে বলিলেন, “তাহা আমি জানি,—তাহা আমি জানি,—ইনি আমারই পুত্র”;—হানা লাইটকুটের গর্ভে ইহার—

কথা শেষ হইল না; হস্তধারা বদন আবরণ পূর্বক যেন শর্ভাহত হইয়া, সোফার উপর হেলিয়া পড়িয়া, সঙ্কল্প মর্শ্বান্তিক যন্ত্রণার হাঁপাইতে হাঁপাইতে রাজা বলিয়া উঠিলেন, “কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!”

তাড়িতসন্ধারে মৃতদেহ যেমন লাফাইয়া উঠে, পিতৃপদতল হইতে অকস্মাৎ সেইরূপে লাফাইয়া উঠিয়া রাজকুমারী এমিলিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, “সে কি পিতা। সে কি? তুমি বলিতেছ কি?”

আন্তরিক দুঃখভরে অবসন্নপ্রায় হইয়া ক্রুদ্ধবাসে রাজা বলিতে লাগিলেন, “আমি বলিতেছি,—আমি বলিতেছি, যেকালে আমি একটি পৃথিবীর বিদ্যাধরীকে ভুলাইয়া কুলের বাহির করিয়াছিলাম, সার রিচার্ড ট্যান্ফোর্ড তাহারই—”

কল্পিতপরে চলিতে চলিতে একখানা আসনের উপর বসিয়া পড়িয়া অমৃতপ্তকণ্ঠে রাজকুমারী বলিলেন, “আর বলিও না—আর বলিও না আমার ভ্রাতা?—আমার নিজেরই ভ্রাতা!—ঃ! পরমেশ্বর এই অবৈধ আচারে দণ্ডন করিবেন।”

পরিভ্রমণকারীরা নিবাসিত, কর্তব্যবশত তিনি বলিলেন, “অবৈধ আচার—না না,—ও কথা বলিও না এমিলিয়া। তুমি কি তত দূর পাপী হইয়াছ?—না না, আমি বোধ করি, তত দূর হও নাই।”

কুমারীর নরকাদ কবল, হাত দুখানি হৃদয়ে স্থান পাইল, বক্ষঃস্থল কাপিতে লাগিল, কুমার দুখানি ডকাইয়া বেল, মুখে একটি কথাও বাহির হইল না। অজাধিনী চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া ক্যালক্যাল-চক্রে পিতার বিবর্ণ মুখপানে চাৰিয়া রহিল।

রাজার নবোবেদনার আর দীপা রহিল না, বিবর বহুগার অন্তরানে তিনি দীক্ষিত। “অবৈধ আচার,” এই সামাজিক বাক্যধ্বনি বেন তাঁহার বুদ্ধিশক্তি লোপ পাইল।

বহুগা,—কোন লেখনী সে বহুগা বর্ণনা করিতে পারে না! অগতে কোন ভাবার সে বহুগা ব্যক্ত করা যায় না। ব্যক্ত করিবার ক্ষমতাই কোন ভাবার নাই। ভিনটি প্রাণীর বিস্তারিতার সেই গৃহের চারিটি দেয়াল বেকপ গুরুতর আঘাত পাইল, কোন গৃহের প্রাচীরে সেরূপ আঘাত লাগে নাই। কোন মুখনিকেতনের বায়ু সে প্রকারে বিদূষিত হয় নাই। রাজার পরি-
তাপবাক্য-প্রবণে—অপরাজিনী কুমারীর নরকাদিক অহুতাপে সার্ব রিচার্ড ট্যাকোড’ বহাধ্বনে অভিভূত! ভূতীর জ্বরে সেই হুই আঘাতের প্রতিধ্বনি।
বোধ হইতে লাগিল বেন, দুর্ভিক্ষ নরক মুখব্যাধান করিয়া তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। নরকের পিশাচেরা তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া বেন নরকভূতে নিক্ষেপ করিতে লইয়া যাইতেছে। “অবৈধ আচার,” এই সামাজিক বাক্য বেন ভীষণ বুদ্ধিকল্প বারণ করিয়া বন বন তাঁহাদের হৃদয়ে সংশয় করিতেছে।

সহসা আসন হইতে উত্থিত হইয়া সবলে বুদ্ধরাজার বাহু আকর্ষণ পূর্বক হৃদয়েবী ক্রুদ্ধকর্তে সার্ব রিচার্ড ট্যাকোড’ কাপিয়া কাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “সমস্তই কি সত্য?”—ভয়ঙ্কর বুদ্ধরাজা নির্দোষে নিরাস ফেলিয়া ভক্তিত্বের বলিলেন, “সমস্তই সত্য,—সমস্তই সত্য। সত্যই তুমি আমার ভ্রমসমূহ। হায়! সমস্ত সত্য হইলেও—বাহা দেখিলাম, বাহা শুনিলাম, তাহাতে তোমাকে পুত্র বলিয়া সম্মেহে আশ্বিন করিতে আমার সাহস হইতেছে না।”

অন্যতঃ উত্তরণে সফলতরে সার্ব রিচার্ড বলিলেন, “না—না,—আপনি

আমাকে আশ্বিন করিতে পারেন না। পারেন না, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছি, কিন্তু এই নিবেদন, আপনি আমাকে অভিসম্পাত করিবেন না।”

আশ্চর্যান্বিতে প্রসিদ্ধিত হইয়া রাজা বলিয়া উঠিলেন, “আমি ?—আমি তোমাকে ?—রিচার্ড আমি তোমাকে অভিসম্পাত করিব ? ওঃ ! না রিচার্ড ! না,—তুমিই আমাকে অভিসম্পাত করিতে পার !”

ইত্যগ্রে কুমারী এমিলিয়ার চেতনা হরণ হইয়াছিল, এই সময় চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। অভিসম্পাত কথাটা তাহার অবগোচর হইয়াছিল ; ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিয়া সভ্যকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “না না, অভিসম্পাত নয়। উভয়ের মধ্যে কেহই কাহাকে অভিসম্পাত দিবেন না।”—কতর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ রাজার শিরায় শিরায় রক্ত জমিয়া গেল, কল্পনার তিনি যেন ভাবিতে লাগিলেন, সংসারে সম্ভাবনাতক হওয়া হয় ত আমার ভাগ্যে আছে। সেই ভাব দেখিয়া এমিলিয়া পুনর্বার বলিলেন, “মনে কর, যত দূর আমরা জানিলাম, যত দূর আমরা অনুভব করিলাম, তাহার অপেক্ষা আরও অধিক সম্ভাব্য—অধিক কলঙ্ক আমাদের লগ্ন সঞ্চিত আছে। ভগবতের লোকের কণ্ঠে এই বিভীষণ বাক্যের প্রচার।”

সংক্ষিপ্ত উক্তি করিয়া রাজা বলিলেন, “সত্য ! ঘরের দেয়ালগুলারও কাণ আছে।”

সার রিচার্ড স্ট্যানফোর্ড কণেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, “একটু ধায়ুন, আমি দেখিতেছি।”—এই বলিয়া নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া, সম্মুখের চাতালে দাঁড়াইয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিয়া দ্বার অবরোধ পূর্বক সোৎসাহে বলিলেন, “ততটা ভয় নাই। এ ব্যাপারটা কেবল আমরা তিন জনেই জানিলাম, আর কেহই নয় ; বাড়ী নিশ্চয় বিশেষতঃ যে দুটি স্ত্রী-পুরুষ এ বাটীতে থাকে, গোপনে আড়ি পাতিয়া কোন কথা শুনা তাহাদের অভ্যাস নয়।”

কুমারী এমিলিয়া বলিলেন, “তবে কেবল আমরা তিন জনই এই ভয়ানক গুহ্যবিষয় অবগত হইয়া রহিলাম ; আমাদের মনে মনেই ইহা গুহ্য থাকিবে, আর—আমাদের বিবেকশক্তি এই আশাত প্রাপ্ত হইবে।” শেষে কয়েকটি কথা কুমারীর কণ্ঠে কিছু কাঁপিয়া কাঁপিয়া ধামিয়া ধামিয়া উচ্চারিত হইল। অন্তঃপর রাজাকে সন্বোধন করিয়া তিনি লিজাসা করিলেন, “পতি

আপনি এখানে কি করিতে আসিয়াছেন ? আমি এ বাড়ীতে গতিবিধি করি, ইহা কি কেহ জানিতে কিংবা কোন সন্দেহ করিতে—”

রাজা বলিলেন, “তোমরা এই রাত্রে যাহা আমাকে দেখাইলে, তাহা ছাড়া ইহার পূর্বে কোন সূত্রে অথবা কোন সূত্রে এ বিষয়ের বিস্তারিত আমি জানিতে পারি নাই, সে যতলবেও আমি আসি নাই। যে যুবক আপনার জন্মবৃত্তান্ত কিছুই জানে না, প্রকৃতির উপদেশে তাহাকে একবার দেখিবার নিমিত্ত আজ এখানে আমার আসা। এই রিচার্ড আমার পুত্র, কদাচ ইহা আমি স্বীকার করিতাম না ; কিন্তু এই রাত্রে হঠাৎ স্বচক্ষে যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহাতে কাজে কাজেই সেই গুহ-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে হইল। এখন জিজ্ঞাসা করি, তোমরা উভয়েই বল, গুপ্তভাবে তোমাদের কি বিবাহ হইয়াছে ? গুপ্তভাবে ধর্ম্মমন্দিরে পরম্পরের এই গুপ্তপ্রেম কি রেজিষ্টারী হইয়াছে ?”

অবসন্নভাবে চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িয়া, মর্মান্তিক যাতনায় পূর্ব্ববৎ নির্বেদ প্রকাশ করিয়া, চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে রাজকুমারী তীব্রস্বরে উত্তর করিলেন, “হায় হায় ! রাজকুলে যাহার জন্ম, সেই রাজকুমারী কি শ্রে প্রকার তামসিক কার্য্য করিতে পারে ? আর কেই বা সেই তামসিক পরিণয়ে পৌরোহিত্য করিবে ? না—না, আমাদের এই ভালবাসা ঈশ্বরের বেদীর সম্মুখে মল্লপূত হয় নাই, এ ভালবাসা আমাদের উভয়ের পক্ষেই অভিসম্পাত !”

নিজেও পূর্ব্ববৎ মর্মান্বীড়ায় কাতর হইয়া কল্পিতকণ্ঠে সারু রিচার্ড বলিলেন, “কাদিও না,—এমিলিয়া ! মিনতি করি, তুমি কাদিও না ! যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবে না ;—ভুলিতেও পারা যাইবে না। পাচ অনুতাপে কতক পরিমাণে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে। জগদীশ্বর জানেন, আমাদের পরম্পরের এই সম্বন্ধ না জানিয়াই অজ্ঞানে আমরা এই পাপকার্য্য করিয়াছি।”

কথঞ্চিৎ মনোবেগ সংবরণ করিয়া কত্থাকে সঞ্চোধন পূর্ব্বক রাজা বলিলেন, “অভাগিনি !—অভাগিনী এমিলিয়া ! চল, আমরা এখন বাড়ীতে যাই। এ বিষয়ে আর বেশী আন্দোলন করিলে আমাদের পরিতাপ আরও অধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইবে।”—ব্যারোনেটকে সঞ্চোধন করিয়া তিনি বলিলেন, “রিচার্ড ! কতক পরিমাণে আমাদের চিত্ত প্রশান্ত হইলে শীঘ্রই আমি পুনর্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব।”

অবনত-মস্তকে করতলে বহনাবরণ করিয়া সোফার উপর হটকট করিতে করিতে সার্ব রিচার্ড তখন মনভাগে যোদন করিতেছিলেন, রাজার কথাগুলি উহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই । অতঃপর বধন তিনি নগ্ন উত্তোলন করিয়া লম্বুবে চাহিলেন, তখন দেখিলেন, গৃহমধ্যে তিনি একাকী ।

অর্থাবিংশ পরিচ্ছেদ

—:—

আবার পোষাকওয়ালী

পাঠক মহাশয় আর একবার আপনাদের সেই পূর্বপরিচিতা পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেসের পেলুমেলের বাড়ীতে আসুন।

সেই বৈঠকখানা, নানাপ্রকার সুদৃশ্য আসুর্বাণে—নাশী সাজ সরঞ্জামে যে বৈঠকখানা সুসজ্জিত, যে বৈঠকখানার সুন্দরী বিবি ব্রেস নিজের সুসময়ে বহুতর বড় বড় লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিত, এখন সেই বৈঠকখানার সেই বিবি ব্রেস একাকিনী। রাত্রি ১০টা বাজিয়া গিয়াছে, ১১টার আমল।

আহা! এখন আর বিবি ব্রেসের সে চেহারা নাই, মুখমণ্ডলের সে লাবণ্য নাই, বিলাসবাসনায় যে নীলনেত্র সর্বকণ সমুজ্জল থাকিত, সেই নেত্র-কোড়ে এখন কালী পড়িয়াছে, কপোলের গোলাপী আভা বিলুপ্ত হইয়াছে, টুকটুকে ওষ্ঠপুট মলিন হইয়াছে, চিন্তাজ্বরে সুন্দর মুখখানি এখন বিষম; শরীরের মাংস কমে নাই, বেশ মোটাসোটা আছে, কিন্তু সে শরীরে পূর্বের কোমলতা আর দৃষ্ট হয় না; পরিচ্ছদগুলি দিব্য সুন্দর! এ হুঃসময়ে কেন সুন্দর? —অজের মলিনতা ঢাকিবার জন্য।

গৃহমধ্যে টেবিলের উপর খানা সাজানো, দুই তিন বোতল সরাপ প্রস্তুত; ডিকাটাঁরে গরম জল; যদি আবশ্যক হয়, মদের সঙ্গে সেই জলের দেখা-শুনা হইবে।

বিবি ব্রেস বিষম-বদনে বসিয়া আছে, এমন সময় ক্রেডারিক ড্রে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সেই সামান্য পেয়াদাটা এখন রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া ভয়লোক সাজিয়াছে, কিন্তু এই দিন তাহার বেজাফ ভাল ছিল না, মিত্য নিত্য জুরা খেলিতে যায়, এ রাত্রেও জুরার মজলীসে গিয়া অনেক টাকা হারিয়া আসিয়াছে, কালে কাজেই মেজাজ খারাপ; অবিকল্প গত দুই তিন মিস অত্যন্ত মনঃপীড়ায় তাহার শরীর অসুস্থ, জীবনকালের মধ্যে বোধ হয়, সে ব্যক্তি সে প্রকার মনঃপীড়া প্রাপ্ত হয় নাই।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই মাথার টুপিটা খুলিয়া, গৃহের এক কোণে ছুড়িয়া

কোমল দিয়া, ফ্রেডারিক ড্রে আমীরী ধরণে একখানা আরাম-চেয়ারে হেলিয়া পড়িল ; দেহ অসুস্থ, মন চঞ্চল, চক্ষু ঘুরাইয়া বিবি ব্রেস্কে বিবাদিনী দেখিয়া কর্কশ-ভাষায় বলিতে লাগিল, “যখনই আমি ঘরে আসি, তখনই দেখি, তোমার মুখখানা ভারী, চক্ষু সর্বদাই যেন দুর্ভাবনার স্নান, রকমখানা কি ?”

বিষমবদনে গম্ভীরস্বরে ব্রেস্ উত্তর করিল, “ফ্রেডারিক ! বার বার আমি তোমাকে বলিয়াছি, আমি অসুখী—ভারী অসুখী ; সেই হুঃখেই আমার চক্ষু এমন অবসন্ন ।”

নিষ্ঠুর-বচনে ড্রে বলিল, “কেন তবে তুমি স্লাম্পেন খাইয়া হুঃখ-চিন্তা ডুবাইয়া ফেল না ?”

ব্রেস্।—নেশা ছুটিয়া গেলেই খোঁয়ারী ধরে, তখন আমার সেই হুঃচিন্তা আরও অধিক প্রবল হইয়া উঠে ; এ কথা আমি তোমাকে প্রায় পঞ্চাশবার বলিয়াছি, তবু তুমি ঐ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর ?

ড্রে।—কেন জিজ্ঞাসা করি, তাহা কি বুঝিতে পার না ? তোমাকে ঐরূপ অসুখী দেখিলে আমার মন বড় ধরাপ হইয়া যায়, কিছুই ভাল লাগে না,—যেন কোন প্রকার কুলক্ষণ মনে হয়। জানি না, কেন আমার তেমন দশা ঘটে ! দিনকতক আমাকে যেন ভূতে পাইয়াছে ! তোমাকে বিবাদিনী দেখিলে আমাতে আর আমি থাকি না ! সদাই আমার মন কেন এমন হয় ?

ব্রেস্।—(উপপতির অসুখে কোনরূপ সহানুভূতি না জানাইয়াই যেন কলের আওয়াজে) আজ তবে কি তুমি কিছু আহার করিবে না ?

ড্রে।—না, কিছুই খাইতে পারিব না। বেশী কথা কি, মদ দেখিলেই আমার ঘৃণা আইসে।

ব্রেস্।—(উদাসভাবে) জুয়াবাজীর নেশাই তোমাকে খুন করিতেছে।

ড্রে।—ওঃ ! জুয়াখেলায় আমি তোমার অনেক টাকা নষ্ট করিয়াছি,—কেবল তোমারই বা কেন বলি, আমাদের অনেক টাকা আমরা উড়াইয়াছি, তাই তুমি আজ এমন কথা বলিতেছ ! দেখ, যদিও আমাদের বিয়ে হয় নাই, ক্ষুধাপি তোমাতে আমাতে বেশ স্ত্রী-পুরুষের মত সহবাস করিতেছি। দুই হউক, সেটা কোন কাজের কথাই নয়। বিবাহে যত সুখ, দশ হাজার লোকের মুখে তাহা শুনা গিয়াছে ! মনে করিয়া দেখ, প্রথমে যখন তোমাতে আমাতে প্রেমসূত্রে বাধাবীধি হইবার কথা হয়, তখন তুমি অনেক বাজে-কথা ছুটিয়া, তোমার কারবার নষ্ট হইবার ভয় দেখাইয়া—

ব্রেস্।—(শেখকথা না শুনিয়াই) দেখ ক্রেডারিক ! সেই সময়েই আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, সম্ভব হইলে তোমাকে আমাতে সমান নই ; তুমি যদি আমার বাড়ীর কর্তা হও, তাহা হইলে আমার সেট জেমস্ স্কোয়ারের কারখানা নিশ্চয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে । আমার সেই কথা এখন ফলিয়াছে । আমার ভাল ভাল মুক্কীরা আমার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন । আমার পোষাকের কারখানা আর একেবারেই চলিতেছে না ।

ড্রে।—সত্য নাকি ?

ব্রেস্।—অনেকবার আমি তোমাকে বলিয়াছি, ঐ কথাই সত্য ।

ড্রে।—(অত্যাসন্ন উদাসীনভাবে) হয় ত তুমি বলিয়া থাকিবে, কিন্তু কোন অশুভ কথা তুমি বলিয়াছিলে, এমন ত আমার মনে হয় না । কি জন্য তোমার কারবার নষ্ট হইতেছে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না । যে সকল সৌধীন লম্পট আর যে সকল প্রেমবিলাসিনী জ্বীলোক তোমার দোকানে মুক্কীগিরী করিতে আসিত, তাহারা এখন কেন আইসে না, তাহাও আমি বুঝি না ! তুমি তখনকার ভিন্ন ভিন্ন নাগরের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া এখন একজন ভালবাসা প্রেমিক লোকের সঙ্গিনী হইয়াছ, ইহাতেই কি তাহাদের গতিবিধি বন্ধ হইয়াছে ? সেই জন্য কি তোমার দোকানের জিনিসপত্র বিক্রয় হয় না ? ৫টি কারণের মধ্যে একটিও ত আমার বোধগম্য হইতেছে না ।

ব্রেস্।—দেখ ক্রেডারিক, সে সব কথা আমি যদি তোমাকে বলিতাম, তাহা হইলে তুমি রাগিয়া উঠিতে, ভয়ানক হাজামা বাধাইতে, তাহা আমি জানিতেছি ; কিন্তু এখন আমি যে দুর্দশায় পতিত হইয়াছি, সে পক্ষে তোমার ক্রোধ একটা সামান্য কারণের মধ্যে গণ্য হইত না ।

ড্রে।—আম্মার দিবা করিয়া আমি বলিতেছি, আসল কথা তুমি প্রকাশ করিলে আমি একটুও রাগ করিব না । যে রকমেই হউক, আমার মেজাজ এখন একটু ঠাণ্ডা হইতেছে । তোমার সকল কথা আমি শুনিতে পারিব । বল তোমার মনের কথা, কোন ভয় নাই ।

ব্রেস্।—বেশ কথা ; বাহা আমি বলিতেছি, শোনো । যদি আমি একজন নামজাদা ডক্টরলোককে মনোনীত করিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র বাস করিতাম, তাহা হইলে আমার পুরাতন বন্ধ-বান্ধবেরা অথবা সাহায্যকারী মুক্কীরা কেহই আমাকে পরিত্যাগ করিতেন না ; আমার বান্দীরা লেভী খরিদারেরাও কদাচ আমার প্রতি বিরূপ হইতেন না । আমি একজন

সামান্য ফুটম্যানকে—খানসামাকে বাবুজীখানা হইতে ভুলিয়া বিলাসকন্ডের বৈঠকখানায় স্থান দিয়াছি, আমার এ অপরাধ তাঁহারা কেহই ক্ষমা করিবেন না ।

ড্রে।—(পৌরারের মত গর্জন করিয়া) তবে এই বাদরাসীর জন্য তাহাদের সকলকে গালাগালি দাও !

ব্রেস।—(এসজনভাবে গরম হইয়া) ওঃ ! গালাগালি দেওয়া সহজ ; কিন্তু গালাগালি দিলে আমার দোকানের কৃতিপূরণ হইবে না, দোকান জঁকিবে না, সিন্ধুকে টাকা আসিয়া উঠিবে না । তাবিয়া দেখ দেখি, তোমার সঙ্গে সজ্জটনের কয়েক মাসের মধ্যে তুমি আমার কত টাকা—নগদ টাকা বাহির করিয়া লইয়া অলাভালি দিয়াছ ? যে রকমে তুমি এখন চলিতেছ, এই রকম চাল যদি চালাও, তবে আমি একেবারে দেউলিয়া হইয়া যাইব !

ড্রে।—(মুখ ভারীকরিয়া) ওঃ ! তবে তুমি সকল টাকার হিসাব রাখ ?

ব্রেস।—নিশ্চয় ! হিসাব আমি রাখি ; আমি ঠিক বলিতে পারি, জুয়ার আজ্ঞায় তুমি আমার তিন চারি হাজার পাউণ্ড উড়াইয়া দিয়াছ । তাহা ছাড়া সংসারে তুমি অসম্ভব বাজে খরচ বাড়াইয়া দিয়াছ । এ রকম করিলে চলিবে না ;—আজ রাত্রে তুমি স্থির হইয়া আমার সকল কথা শুনিবে বলিতেছ, ইহাতে আমি আশ্বাসিত হইয়াছি ।

ড্রে।—(আসনে বসিয়া বসিয়া চকল হইয়া) মনে আমার কোন গোল-মাল নাই । আমি অনুহু আছি ; কিন্তু আমার মন অনুহু নয়, কুতাব আমার মনে আসিতেছে না । বাহ্য করিতেছি, বাহ্য করিব, তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি দেখাইয়া সুস্থিরভাবে তোমার সহিত তর্ক-বিতর্ক করিতে পারিব । বাবুজীখানা হইতে ভুলিয়া তুমি আমাকে বৈঠকখানায় স্থান দিয়াছ, এই যে কথা তুমি বলিলে, তোমার সে অপরাধ আমি মার্জন্য করিলাম । এখন আইস, শাস্তভাবে তর্ক কর । বাউক্ ; বর, তোমার পরামর্শ কি ?

ব্রেস।—দেশ ছাড়িয়া আমি আমেরিকায় চলিয়া যাই । ইংলণ্ডের বাতাস আর আমার সধ্য বর না, ইংলণ্ডে থাকিতে আর আমার ইচ্ছা নাই । (সহসা মুখমণ্ডলে বিবাহের ছায়া পড়িল, বিবাহের সহিত আতঙ্ক বিপাইয়া) আর ও ব্যাপারটা প্রকাশের সম্ভাবনায় পথে পথে বিপদের—

ড্রে।—(ফুটল-নেড়ে ব্রেসের মুখপানে চাষিয়া) বাস—বাস ! বুঝিয়াছি, — বুঝিয়াছি । বুঝিতে পারিব না, তত মূৰ্খ আমি নই ; ভারী কিঞ্চিৎ তুমি

ঠাওরাইয়াছ। সেই কন্টেইল বস্‌টার ব্যাপার আবার বাড়ে চাপাইয়া রাখিয়া তুমি আমেরিকার পলাইতে চাও!—বরিসাছি তোমাকে—তোমার গুপ্ত মতলব প্রকাশ—

ব্রেস্।—(বৈধব্য রাখিতে না পারিয়া) আচ্ছা, আচ্ছা, ও কথা আর আন্দোলনে আর কাজ নাই। বর্ষভঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, ও প্রসঙ্গ চাপাই থাকিবে,—যদ্যপি তুমি আমার মতামুসারে চলিবে, তত দিন তাহা প্রকাশ হইবে না। সেই প্রতিজ্ঞা আমি পালন করিয়াছি।

ড্রে।—(পুনরায় উগ্রভাবে ধারণ করিয়া) হাঁ, ফের আমি যদি তোমার কোন প্রকার চাতুরী বলিতে পারি, তবে তোমার মাথার খুলী উড়াইয়া দিব, এই ভয় আমি দেখাইয়াছিলাম, সেই ভয়েই তুমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে।

ব্রেস্।—(সরসর অশ্রুপাত করিতে করিতে) গুরুতর বিষয়ের কথা কহিবার সময় তুমি এমন কর্কশভাবে সম্ভাষণ করিতেছ কেন ?

ড্রে।—(কতকটা নরম হইয়া) ও কথা ছাড়িয়া দাও। আমার মনে সন্দেহাই অনুত, কি বলিতে কি বলি, মনে থাকে না। মাথা ধরিয়া গিয়াছে, মন বড় চকল হইয়াছে। হাঁ, কি বলিতেছিলাম?—হাঁ, মনে হইয়াছে। তুমি আমেরিকার চলিয়া যাইবে বলিতেছ, কয়েক মাস পূর্বে ও ভাবটা আমার মনে আহিসে নাই। তখন আমি ইংলণ্ডকে আনন্দক্ষেত্রে মনে করিয়াছিলাম। এখন বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে,—ইংলণ্ডের উপর ঘৃণা হইয়াছে। বিশেষতঃ তুমি যখন নিশ্চয় করিয়া বলিতেছ, কারবারের পতন—

ব্রেস্।—হাঁ, তাহাতে আর সন্দেহ করিতে পার না। আমার দোকানে এগারটি কিস্তী ছিল, এখন কেবল তিনটিমাত্র আছে। র্যাচেল ফরেষ্টার সন্তান প্রসব করিয়া স্তন্য-পীড়ায় বড়ই কষ্ট পাইতেছে, সে আবার এখানে চাকরী করিবার জন্য গত কল্য আবার কাছে আসিয়াছিল, আমি অগত্যা সেই দুঃখিনীর প্রার্থনা অগ্রাহ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এত করিয়া ধরচ কবাইতেছি, তথাপি তোমার বেজার বাজে ধরচের মুখে কিছুতেই সামলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। অবিকল্প, হ্যারিয়েট চলিয়া গিয়াছে,—তাহার জায়গায় আর আমি কোন নতুন সহচরী নিযুক্ত করি নাই। আরও—

ড্রে।—(নির্ধর উদাসীনভাবে) আহা! অত্যাশী হ্যারিয়েট! তাহারও সন্তান হইয়াছে,—রঙ, হাঁ, মাস পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সে আবার এখানে ফিরিয়া আসিতে—

ব্রেস্।—হয় এখানে কিরিয়া আইসে, না হয় অন্য কোন স্থানে তাহার চাকরী করিয়া দেওয়া হয়, ইহাই সে চায়। হা পরমেশ্বর ! হ্যারিয়েটের জন্য আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে ! আদর করিয়াছি—ধমক দিয়াছি, মিষ্ট-কথা বলিয়াছি, ভয় দেখাইয়াছি,—টাকা দিয়াছি, তাহাকে পূর্ণগৰ্ভা দেখিয়া বড় কষ্টে এখান হইতে তাহাকে স্থানান্তরে বাইতে বাধ্য করিয়াছি, এখন—

ড্রে।—(বাধা দিয়া) থাক—থাক, সে সকল পূর্বকথা আর মনে করিয়া দিতে হইবে না। সে সম্বন্ধে তোমার যে জন্ত কষ্ট, তাহা আমার অজানা নাই।

ব্রেস্।—(মনে বেদনা পাইয়া) হাঁ, সে ছাড়া আরও আছে। কয়েক মাস পূর্বে আর দুজন কুচরিত্রা স্ত্রীলোক এখানে আসিয়াছিল, তাহাও ভূমি—

ড্রে।—হাঁ, সেই এলিজাবেথ মার্ক আর সেই প্রাইসের কন্যা কারোটি-পোল। মব, কোথায় আছে, সেই সন্ধান জানিতে তাহারা আসিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিয়া ভূমি যদি কাঁপিয়া না উঠিতে, তোমার মুখের কথা যদি আটকাইয়া না যাইত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ঠিক করিয়া দিতাম, কেহই তাহাদের সন্ধান পাইত না।

ব্রেস্। কি ভূমি পাগলের মত বকিতেছ ? তোমার কি মনে নাই, সেই দুটা মাগী বলিয়াছিল, ইতিপূর্বে তাহারা মবের মুখেই শুনিয়াছে, এই বাড়ীতেই কন্টেবল গ্রমলী খুন। না না, আরও বেশী ! এই বাড়ীর মধ্যে যে স্থানে গ্রমলীকে গোর দেওয়া হইয়াছে, তাহাও তাহারা—

ড্রে। (বাধা দিয়া) হাঁ হাঁ, ভূমি তাহাদিগকে পাঁচ শত পাউণ্ড ঘুস দিয়াছ। সে সম্বন্ধে তাহারা কোন কথা প্রকাশ না করে, সেই জন্তই ঘুস। সোজা কথা। ঐ মতলবেই তাহারা আসিয়াছিল। দম দিয়া যত আদায় করিতে পারে, ততই তাহারা তোমার কাছে আদায় করিবে। এখনও তাহাদের সেই মতলব আছে। তাহাদিগকে দেখিয়া ভূমি ভয় পাইয়াছিলে, তাহাতেই তাহারা বুঝিয়া লইয়াছে, সব ভূমি জানো, খনের ভিতরেও ভূমি আছে ; কাজে কাজেই দোষটা ঢাকিবার জন্ত আমরা—

ব্রেস্।—ফ্রেডারিক ! সে দুটা মাগী আর কিরিয়া আসিবে, এমন কি ভূমি মনে কর ? নিশ্চয়ই তাহারা আসিবে। আমাদের চতুর্দিকে বিপদ বেষ্টিত ; সেই সকল বিপদ এত নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে যে, আমাদের

পরিভ্রাণ পাওয়া হুঃসাধ্য হইবে। দিন দিন আমার ভয়-ভাবনা বাড়িয়া উঠিতেছে। মনের আতঙ্ক মনে লুকাইয়া রাখিতে আমি নিজের অসমর্থ হইতেছি। দেখ ক্রেডারিক, অকালে আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, ধরিতে গেলে এখনও আমি যুবতী; কিন্তু অচিরেই লোকে দেখিবে, আমার যেন ষাট বৎসর বয়স। আর না, - আর না, - ক্রেডারিক! চল, আমরা শীঘ্র আমেরিকায় পলায়ন করি। দেৱী করিলেই বিপাকে ঠেকিব। আমি বেশ বুঝিতেছি, যাহারা আমাদের উপর দৌরাণ্ডা করিয়া টাকা আদায় করিতে যায়, আমরা যদি ইংলণ্ড থাকি, তাহারা বার বার আলাতন করিতে ছাড়িবে না। আরও আমাদের সেই হারিয়েট, আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইবে। অতএব আর আমাদের এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমেরিকায় পৌঁছিয়া, যেমন তেমন একটা কারবার খুলিয়া সেখানে আমরা নির্ভয়ে বাস করিতে পারিব। কেমন, আমরা দুই জনে একসঙ্গে—

ড্রে।—আমাকে ২৪ ঘণ্টা সময় দাও। বোধ হয়, সেই সময়ের মধ্যে তোমার মতে মত দিবার পক্ষে আমি একটা মীমাংসা স্থির করিতে পারি আমার চঞ্চলতা দিন দিন এত ঘন ঘন—

ব্রেস্।—হাঁ, তোমার অমুখ হইতেছে, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইব কি? কিংবা একটু ঔষধ খাইয়া শুইয়া থাকিবে কি?

ড্রে।—কিছুই দরকার নাই। ডাক্তারকে আমার বিশ্বাস হয় না, ঔষধও আমার সম্বন্ধ হয় না। বুঝিতে পারিতেছি, জুয়াখেলার হারিয়া আমার এই অমুখ হইয়াছে। রাত্রে সুনিদ্রা হইলেই সারিয়া যাইবে।

ব্রেস্।—সুনিদ্রা! ওঃ! আমার একটু সুনিদ্রা হইলে আ ক্রেডারিক! ভুমি শ্রাম্পেন বড় ভালবাস, আমি তোমাকে এক পাত্র শ্রাম্পেন দিই, খাও, - খাইয়া শয়ন কর।

ড্রে।—(আহুয়ে কথায়) দাও তবে, এক পাত্র শ্রাম্পেন আমাকে দাও। তাহাতে আমার উপকার হইবে বুঝিতেছি।

পোষাকওয়ালী আসন হইতে উঠিয়া একটা শ্রাম্পেনের বোতলের ছিপি খুলিল, একটা গ্লাসে ঢালিল, কেনপুজপূর্ণ সেই গ্লাসটা তাহার উপপতির হস্তে দিল, লোকটা সেই মদের গ্লাসটা বুকের কাছে তুলিল, গা বমি বমি করিয়া আসিল, তৎক্ষণাৎ গ্লাসটা কিরাইয়া দিয়া কল্‌পিতকণ্ঠে বলিল, “দোহাই পরমেশ্বর। আমার ভারী অমুখ।”

ব্রেস্‌ পুনরায় তাহাকে শয়ন করিতে বলিল, ক্রেডারিক তখন রাজী হইল, কিন্তু নিদ্রিতে উঠিতে অভ্যস্ত কষ্ট হইল, কাপড় ছাড়িয়া শয়ন করিয়া সে একটু আরাম পাইল; কিন্তু ডাক্তারের ব্যবস্থা আনিতে অথবা ঔষধ খাইতে সে রাজী হইল না; অল্পকণমধ্যেই ঘুমাইয়া পড়িল।

বিবি ব্রেস্‌ উপপতির সঙ্গে সঙ্গে উপরের শয়নকক্ষে উঠিয়াছিল। ডে নিদ্রিত হইলে, সে একবার নামিয়া আসিল। নিত্য যেমন অভ্যাস, সেইরূপে সমস্ত ঘরগুলি বন্ধ আছে দেখিয়া বাসনের আলমারীতে ও মনের আলমারীতে চাবী বন্ধ করিয়া, কিস্করীগণকে শয়ন করিবার আদেশ দিয়া, দ্বিতীয়বার উপ-পতির কাছে উপরের ঘরে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় সদর দরজায় ধীরে ধীরে দুইবার করাঘাতধ্বনি তাহার কর্ণগোচর হইল।

পাপীর মন সলাই শঙ্কিত; সামান্ত শব্দে—এমন কি, যুদ্ধ বাতাসের শব্দেও পাপীর মনে ভয় হয়। দ্বারে করাঘাতধ্বনি শুনিয়া ব্রেসের সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, আতঙ্কে চমকিয়া দাঁড়াইল; পরক্ষণে উপস্থিত বুদ্ধিপ্ৰভাবে কথঞ্চিৎ চিন্তাসংযম করিয়া দ্বার খুলিতে চলিল। দ্বার খুলিবামাত্র দেখিল, বিচিত্র উর্দ্বাপরা একটি কৃষ্ণবর্ণ বালক সম্মুখে দণ্ডায়মান। বুদ্ধজ্ঞানে সেই বালক ভিজ্ঞাসা করিল, আমি একবার বিবি ব্রেসের সহিত দেখা করিতে পারি কি না?” ব্রেস্‌ উত্তর করিল, “জামিই সেই।” বালক তখন বলিল, “আপনার সহিত গোপনে আমার কোন বিশেষ কথা আছে।”

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

—:—

পোষাকওয়ালী এবং রাও

বৈঠকখানার তখনও আলো জ্বলিতেছিল। বিবি ব্রেস্ সেই বালককে সজ্জা করিয়া সেই বৈঠকখানার লইয়া বসাইল। বালকের সজ্জা ও চেহারা দেখিয়া পোষাকওয়ালী সর্কোতুকে চমকিতা।

এই বালকের নাম রাও।—রাও কে?—পাঠক মহাশয় শ্রবণ করিতে পারিবেন, লর্ড ক্লোরিবেলের সেই সুচতুর ছোকরা চাকর। বৃহদাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, বাতীর দিকে পৃষ্ঠ রাখিয়া রাও একখানি নির্দিষ্ট চেয়ারে বসিয়াছিল; বিবি ব্রেস্ তাহাকে দেখিয়া চমকিয়াছিল, তাহার তাৎপর্য্য কি, বুঝিতে না পারিয়া বালকের বিষয়, তাহার উজ্জল নয়নে সেই বিষয় প্রকাশ, অথচ সে এত দূর সাবধান যে, বিবি ব্রেস্ বালকের সেই বিষয়-লক্ষণ দেখিতে পাইল না। বালক বসন আলোর দিকে মুখ ফিরাইল, তখনও বিবি ব্রেসের চক্ষে সে বিষয়তাব প্রতিফলিত হইল না।

মৌনভঙ্গ করিয়া বালক বলিল, “এত রাত্রে আমি আপনাকে বিরক্ত করিতে আসিয়াছি, তজ্জন করা-প্রার্থনা করি। আমি জানি, রাত্রিকালে আপনি সকাল সকাল শয়ন করেন না, এই এক কারণ; বিশেষতঃ বখন আপনি লর্ড ক্লোরিবেলের নাম শ্রবণ করিবেন, তখন আপনার অসন্তোষ থাকিবে না, ইহাই দ্বিতীয় কারণ; এই দুই কারণে নির্ভয়ে আমি অসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।”

সহসা বিষয়তাব ত্যাগ করিয়া প্রফুল্ল হওয়া বিবি ব্রেসের চির-অভ্যাস। তত রাত্রে বালককে দেখিয়া প্রথমে তাহার বিষয়বোধ হইয়াছিল, বদনে চিন্তা-কালিনা অঙ্কিত ছিল, হঠাৎ বিষয়তাব দূর হইয়া অপ্রসন্নবদন প্রসন্ন হইল। সে ভাবিল, বাঃ! একটা সুলক্ষণ বটে; তাহার একজন সদাশয় বন্ধুর আদিত্য তাহাকে ভুলিয়া গান নাই, সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, বালককে সন্বেদন করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি লর্ড ক্লোরিবেলের কাছে লাক্ত কর?”

রাও উত্তর করিল, “আজ্ঞা হাঁ। কেবল তাঁহার কাছে চাকরী করি এমন নয়। তিনি আমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেন। সম্প্রতি একটা গুরুতর ব্যাপারে তিনি ব্যাপৃত, সেই বিষয়ে আপনার বিশেষ সাহায্য প্রয়োজন, তাহা আপনার আপনাকে বিজ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত এই রাত্রে তিনি আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আরও তিনি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন, সে কার্যের জন্য তাঁহার নিকটে আপনি যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।”

অনেক দিন ব্রেসের ঘুখে ঘেরাপ ঘুখের হাসি দেখা দেয় নাই, ওঁটাগ্রে সেইরূপ হাস্য আনয়ন করিয়া সে বলিল, “লর্ড ক্লোরিমেলের উপকারের জন্য আমাকে কি করিতে হইবে? এত দিন তাঁহার কার্যে আমি ঘেরাপ বস্ত্র ও তৎপরতা দেখাইয়া আসিয়াছি, এখনও সেই প্রকার ব্যগ্রতা জানাইয়া কার্য করিতে আমি প্রস্তুত।”

বালক বলিল, “লর্ড বাহাদুর সর্বদা আপনার নাম করেন, সদয়ভাবে আশ্রয়িতা জানাইয়া আপনার প্রশংসা—”

ব্রেস বলিল, “তোমার প্রভু আজিও আমাকে বন্ধু বলিয়া মনে রাখিয়াছেন, ইহা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম। শুনিয়াছিলাম, তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে কিছু দিনের জন্য লণ্ডন ত্যাগ করিয়া তিনি স্থানান্তরে গিয়াছিলেন।”

বালক বলিল, “সে কথা সত্য। এখন আমি আপনাকে সকল কথা জানাইতেছি।”

কলেক্টরের জন্য নিজের দুঃখ-যন্ত্রণা ভুলিয়া বিবি ব্রেস কহিল, “আজ্ঞা বল দেখি শুন, কি হইয়াছিল?”

বালক উত্তর করিল, “একটি সুন্দরী রমণীর জন্য আমার প্রভু যেন পাগলের মত হইয়াছেন, সেই রমণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া—”

ব্রেস বলিয়া উঠিল, “তুমি কি কুমারী পলিনের কথা বলিতেছ?”

বালক উত্তর করিল, “না না, সে নয়, আমার প্রভু এখন কুমারী পলিনের প্রেমোন্মত্তরূপে ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি এখন আবার আর একটি সুন্দরী কামিনীর প্রেমের কাঁদে বাধা পড়িয়াছেন। সেই কামিনী যে কে, তাহা জানা বাইতেছে না; বিবম রহস্য। কি যে সে রহস্য, আমার প্রভু তাহার মর্মভেদ করিতে পারিতেছেন না, আমিও পারিতেছি না। কামিনী বলিয়াছে, লর্ড ক্লোরিমেলকে বিবাহ করিবে। যত দিন বিবাহ না হয়, তত দিন সেই

কামিনী তাহার পরিচয় দিবে না ; সৰ্ব্বজন অন্ধকারে অন্ধকারে ঘোমটা দিয়া থাকিবে ; বিবাহ না হইলে মুখ দেখাইবে না।”

বিস্মিতা হইয়া বিবি ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, “কি ! কামিনীর মুখ না দেখিয়াই লড্ ক্লোরিমেল তাহার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছেন ?”

বালক উত্তর করিল, “ঠিক তাহাই বটে। মুখ না দেখিয়াই ভালবাসা জন্মিয়াছে।—সেই কামিনীর গঠন খুব সুন্দর, তাহা দেখিয়াই আমার মনিবের প্রত্যয় জন্মিয়াছে, মুখখানি অবশ্যই পরমসুন্দর হইবে। তিনি তাবেন, যাহার গঠন সুন্দর, তাহার মুখ নিশ্চয়ই সুন্দর, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।”

ব্রেস্ জিজ্ঞাসা করিল, “তবে সে জীলোক বোধ হয় সত্য নয় ?”

বালক উত্তর করিল, “সে বিষয়টা আমাদের এখন জানিবার দরকার নাই। সেই কামিনী এখন আপন ইচ্ছানুসারে ঘোমটার মুখ ঢাকিয়া অন্ধকারে অন্ধকারে থাকিতেছে। সে বলিয়াছে, বিবাহ হইলে তাহার নিজের পদমর্যাদা প্রকাশ করিবে, নাম বলিবে, মুখখানিও দেখাইবে ; লড্ বাহাদুর তখন বুঝিতে পারিবেন, পাত্রীটি প্রকৃতপক্ষে তাহার পদসম্মানের অনুরূপ তাহাকে বিবাহ করিলে অল্পতাপ করিতে হইবে না।”

ব্রেস্ বলিল, “এমন অদ্ভুত প্রেমের কথা ইতিপূর্বে আর কখন শুনি নাই। লড্ ক্লোরিমেলের ন্যায় বুদ্ধিমান বিবেচক লোক এমন জাহ্নমজে বিমোহিত হইয়া এমন বিষম ভ্রমে—”

সব কথা না শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া বালক বলিল, “সে বিষয়ের তর্ক-বিতর্ক করিতে আজ, আমি আপনার কাছে আসি নাই ; কথা এই যে, সেই জীলোকের সহিত যাহাতে আমার মনিবের বিবাহ হয়, সে বিষয়ে আপনি সাহায্য করিতে পারেন কি না ?”

ব্রেস্ বলিল, “লড্ ক্লোরিমেলের উপকারের জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, তাহা আমি করিব, এ কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়াছি। এখন আর কি তোমার বলিবার আছে, বলিয়া যাও ; আশ্চর্য্য ও অবিশ্বাস্য হইলেও সব কথা আমি শুনিব।”

বালক বলিল, “স্বাহা আমি বলিয়াছি, সমস্তই সত্য ; আরও যদি কিছু শ্রুতিতে চান, তাহাতেও ক্লেম সেই কথাই সপ্রমাণ হইবে।”

কথা বলিতে বলিতে চতুর বালক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ব্রেসের মুখপানে চাহিল ;

বিবি ব্রেস্‌ কিছু চকল হইয়া বলিয়া উঠিল, “সত্য—সত্য—আজ্ঞা, কি প্রকারে তোমার প্রচুর পকে আমাকে দাখিয়া করিতে হইবে? তিনি আমাকে কি করিতে বলেন?”

বালক বলিল, “অতঃক্লোরিবেল আগামী কল্য রাত্রিকালে ডোভার হইতে লজ্জনে আসিয়া পৌছিবেন, সেই রহস্য-নারিকা আজ রাত্রে এখানে আসিবে, এইরূপ কথা আছে; আমিও আজ সন্ধ্যাকালে ডোভার হইতে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি; প্রচুর হৃদয়ে আপনার কাছে আসিয়াছি। বিবাহের ঠিক ঠিক বন্দোবস্ত করিতে তিনি আমাকে বলিয়া দিয়াছেন।”

ব্রেস্‌ জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি অতি শীঘ্রই বিবাহ হইবে?”

বালক উত্তর করিল, “সম্ভবতঃ আগামী কল্য রজনীতেই বিবাহ। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে এই বাড়ীতেই বিবাহ হওয়া লভ বাহাদুরের ইচ্ছা।”

প্রচুর পুরস্কার পাইবার আশা,—সেই আশা আরও অধিক বলবতী হওয়াতে বিবি ব্রেস্‌ ভৎসনাৎ বলিল, “কিছুমাত্র আপত্তি নাই; কিন্তু এত লোকোচুরি কেন? আমার বাড়ীতে বিবাহ হইবার ইচ্ছা কি লজ্জ? লড ক্লোরিমেলের নিজের বাড়ীতে কেন এ বিবাহ হইবে না?”

বালক উত্তর করিল, “কারণ এই যে, অগ্রে এ বিবাহ-ব্যাপারটা জন-প্রাণীও জানিতে না পারে, ইহাই লড বাহাদুরের মতলব। সেই কারণেই এক্ষণ গোপনে বিবাহ করিবার পরামর্শ। বিবাহ নিকট হইয়া গেলে, পাজী-সম্বন্ধে সমস্ত গুহ্যকথা প্রকাশ পাইলে, লড বাহাদুর তখন সমস্ত লোককে জানাইয়া মানবতী নববধূকে বগুহে লইয়া বাইবেন। পাজীর পরিচর-বিষয়ে লোকের যখন কোন কথা বলিবার সম্ভাবনা থাকিবে না, সম্বন্ধ করিবার কোন কারণ থাকিবে না, সেই সময় সমস্ত গুহ্য-ব্যাপারের যবনিকা উন্মোচিত হইবে।”

ব্রেস্‌ বলিল, “এখন আমি তোমার কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু তুমারীর নাম অগ্রে না জানিয়া লড ক্লোরিবেল কিরূপে তাহাকে বিবাহ করিবেন? পুরোহিত অবজাই নাম জানিতে চাহিবেন; লাইসেন্সপত্রেও কন্ডার নাম দিখিয়া লওয়া পদ্ধতি; অতএব —”

বালক বলিল, “সে বিষয়ে কিছুমাত্র কথা হইবে না। কন্ডার একটা কল্পিত নাম বলিয়া বেওয়া হইবে; নাম করিত হইবে বিবাহ অঙ্গ হইবে না

কলা প্রাতঃকালেই আমি লন্ড বাহাচরের অন্তরালে লাইসেন্স বাহির করিয়া লইব । আপনার প্রতি এখন এই ভার রহিল যে, বেশী টাকা দক্ষিণা স্বীকার করিয়া আপনি একজন পুরোহিত নির্বাচন করিবেন । দক্ষিণা বেশী হইলে পুরোহিতেরা আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিবেন না ।”

কিরৎকণ চিন্তা করিয়া বিবি ব্রেস বলিল, “হাঁ, একজন পুরোহিতের সহিত আমার বিশেষ আলাপ আছে, তিনি সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া লইবেন ।”

বালক বলিল, “এ বিষয় আপনার যত্ন সকল হইবে, লন্ড ক্লোরিমেল সে পক্ষে কোন সম্মত রাখেন নাই । আপনি যদি কলা রাত্রি নবম ঘটিকার মধ্যে একজন পুরোহিত ঠিক করিতে পারেন, তাহা হইলে অত্যন্ত সহকারী সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে কঠিন হইবে না । এখন আর একটা কথা— আপনার অন্ত বাড়ীতে একটা স্বতন্ত্র মহল লন্ড বাহাচরের জন্ত আপনি নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, অর্থাৎ সেন্ট জেমস স্কয়ারের সম্মুখভাগে আপনার যে কারখানা বাড়ী, সেই বাড়ীর একটা মহল নির্দিষ্ট হইলেই—”

সোভাণের সময়ে মুখে যে প্রকার হাস্য দেখা দিত, আনন্দে সেই প্রকার মুগ্ধ হাস্য করিয়া বিবি ব্রেস বলিল, “বাঃ ! আমার কোন্ দিকে কোন্ বাড়ী, কোন্ বাড়ীর কোন্ দিকে কোন্ মহল, দেখিতেছি, সে বিষয়ের সকল কথাই লন্ড ক্লোরিমেল তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছেন ।”

যেন বিদ্বাৎচক্রে নয়ন বিক্ষারিত করিয়া ব্রেসের মুখ পানে চাহিয়া রাও বলিল, “হাঁ মা, আপনাকেও আমি জানি, আপনার বাড়ীর ও দোকানের যেখানে বাহা আছে, তাহাও আমি ভাল জানি । এখন আর সে বিষয়ে বেশী কথা বলিতে হইবে না ; উপস্থিত কার্যসম্বন্ধে আমার বাহা বক্তব্য, তাহা আপনি বুঝিলেন, আপনার অভিপ্রায়ও আমি বুঝিতে—”

ঠিক সেই সময়ে রাতার দিকের দরজার দণ্ডাধনি হইল ; বিবি ব্রেস তড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল, কথা বলিতে বলিতে বালক হঠাৎ থামিল ।

সহসা দণ্ডাধনি শুনিয়া গৃহবাসিনীর চাকর্য উপস্থিত হইয়াছিল, একটু স্থির হইয়া রাওকে সম্বোধন পূর্বক ব্রেস বলিল, “একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি । কিছরীরা সকলেই শয়ন করিয়াছে, আমি নিজেই দরজা খুলিতে বাই, দেখিয়া আসি—”

সবটুকু না শুনিয়াই রাও বলিয়া উঠিল, “রাও মা ! আমার জন্ত ব্যস্ত হইতে হইবে না ।”

বালকের শিষ্টাচারে যত্ন হাস্য করিয়া বিনি ব্রেস সেই হু হুইতে বাহির হইয়া গেল ।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্ত প্রোতা।

বিবি ব্রেস বাহির হইয়া যাইবামাত্র বুদ্ধিমান রাও আপন মনে বলিতে লাগিল, ‘কি অদ্ভুত পরিবর্তন! এই জ্বীলোকটার চেহারা কতই ধারাপ হইয়া গিয়াছে! সর্বদাই যেন ভয় ভয়! দ্বারে ঘণ্টাধনি শুনিবামাত্র কাঁপিয়া কাঁপিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিল! কেন এত ভয়?—হাঁ, পাপকার্যের এইরূপ পরিণাম! পাপীর মনে সদাই সন্দেহ—পাপীর প্রাণে সদাই স্নাতক! কেবল হুশিয়ারি এতটা সম্ভবে না; নিশ্চয়ই পাপের প্রোতা! ওঃ! আমি যদি ইহার গুহ্যবৃত্তান্ত জানিতে পারিতাম, উচিতমত প্রতিফল দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইতাম। দিন আসিবে,—অতি শীঘ্রই এই পাপিনী আপন পাপকার্যের প্রতিফল’—ভাবিতে ভাবিতে রাও হঠাৎ ধামিল, আসন হইতে উঠিল, নিঃশব্দ পদসজ্জায় বৈঠকখানার দ্বারের নিকটে গিয়া, নিখাস বন্ধ করিয়া, কাণ পাতিয়া কি শুনিতে লাগিল। সিঁড়ির পথে অনেক লোকের পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। অনেক লোক;—অনেক লোকের চুপি চুপি কথা;—অনেকেই ফুস ফুস করিয়া কথা কহিতেছে;—কেহ বলিতেছে, ‘চূপ, চূপ!’—বিবি ব্রেস সভয়ে মিনতি করিয়া, অশ্রুটরুরে বলিতেছে, ‘চূপ কর,—চূপ কর! এই ঘরে আইস। এখন কথা কহিও না; যদবধি—’

‘যদবধি—’ শেষের এই কথাটা কেবল অল্প অল্প শুনি। গের, তাহার পর কি কথা, সেটুকু ভালকর কর্ণে প্রবেশ করিল না। কল্পনা করিয়া সে আপন আপন ভাবিল, যে সকল লোককে এই জ্বীলোকটা বাদ্যীর ভিতর আনিয়াছে, তাহাদিগকে হয় ত বলিয়াছে, “যদবধি তোমরা নিরুজ্জ্বল একত্র না হও, যদবধি ঘরের দরজা বন্ধ না হয়, তদবধি তোমরা কথা কহিও না।” পাঁচ মহাশয় বুঝিলেন, এই শেষ কথাগুলি ঐ ভালকের কল্পনা।

সেই সময় রেতরী খাউনের ঘর খুলে শব্দ ও একজনের দ্রুত পদশব্দ শুনিতে পাইয়া রাও খরখর করে দ্বারের নিকট হইতে দিগিয়া গিয়া, পুনরায়

আপন আসনে বসিল। অস্থির পদে বিবি ব্রেস প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিবামাত্রই রাও বুকিতে পারিল, এই স্ত্রীলোকের প্রাণে কোন গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, নয়নে ও বদনে সুস্পষ্ট চাক্ষু্য প্রকাশ পাইতেছে ; অঙ্গাঙ্গী বিকম্পিত।

ভয়ে ও বিরাগে কম্পিত হইয়া কম্পিত কর্তে বিবি ব্রেস বলিল, “দেখ ছোকরা ! একটা লোক আসিয়াছে। এখানে তাহার কিছু বিশেষ দরকার, এই কথা বলিতেছে। আমি ভাবিতে ছিলাম তোমাকে বলিব, তুমি যদি কলা প্রাতঃকালে এখানে আসিবার সুবিধা—”

বালক বলিল, “আমার জন্ম ব্যস্ত হইতে হইবে না, আপনি আপনার কাজ করুন ; আমি এক বণ্টা—এমন কি দুই বণ্টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব। যে জন্য আসিয়াছি, সে কাজটা আজ রাত্রেই শেষ করা চাই। কলা আমার হাতে অনেক কাজ পড়িবে ; যতক্ষণ আমি এখানে আসিয়া বিলম্ব করিব, ততক্ষণ সেখানে থাকিয়া অনেক কাজ সমাধা করিতে পারিব।”

ব্রেস বলিল, “কিছুক্ষণ বিলম্ব করিতে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে, তবে থাক ; শীঘ্রই আমি তোমার কাছে ফিরিয়া আসিতেছি। বোধ হয় তুমি কিছু জলযোগ—”

পার্শ্ব টেবিল হইতে একখানি ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ তুলিয়া লইয়া, রাও বলিল, “না,—আপনাকে ধন্যবাদ, আমি এখন কিছুই খাইব না ; এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আপনার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত বেশ আমোদে থাকিতে পারিব।”

বিবি ব্রেস আবার বাহির হইয়া গেল, বালক আবার তখনই উঠিয়া ধারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল ; আপন মনে ভাবিল, “ঠিক্—ঠিক্ ! স্ত্রীলোকটা যে দিকে গেল, তাহা আমি ঠিক বুঝিয়াছি,—পদদল তুলিয়াই তাহা আমি স্থির করিয়াছি। বতই বিপদ ঘটে, ঘটুক, পূর্ণসাহসে আজ রাত্রে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার জানিয়া লইব,—নিশ্চয়ই আজ আমি একজন গুপ্ত-প্রোক্ত হইব।

বিবি ব্রেস বাহির হইয়া যাইবার সময় কুছকার ভেঁকাইয়া দিয়া গিয়াছিল, বালক ধীরে ধীরে সেই দ্বার খুলিল, এক ধীরে খুলিল যে, সে নিজেও একটু শব্দ শুনিতে পাইল না। নিঃশব্দে চৌকাঠ পার হইয়া বালক চুপি চুপি বারাতা

দিয়া চলিল, যে গৃহে ব্রেস প্রবেশ করিয়াছিল, সেই গৃহের দ্বারের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল ।

গৃহের বাহিরে কৃষ্ণবর্ণ বালক দাঁড়াইয়া রহিল, গৃহমধ্যে কি হইতে লাগিল, এইবার শুনিতে হইবে ।

তত রাত্রে তাহারা এই বাড়ীতে আসিয়াছে, তাহারা কে ?—কারোটিপোল, কাঁসীরাড়ী আর কিকিন্‌গ্রাও । কল্যাণিত-কলেবরে বিবি ব্রেস তাহাদের পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে । ভয় দেখাইয়া তাহারা ঢাকা লইতে আসিয়াছে, ব্রেস তাহা জানিতে পারিয়াছিল, কেবল তাহাই নহে, সে আরও জানিয়াছিল, তাহার নিজের জীবন এখন তাহাদেরই হস্তে ।

সম্ভবমত সম্ভ্রম জানাইয়া পোষকওয়ালীকে সম্বোধন পূর্বক কিকিন্‌গ্রাও বলিল, “মেম সা’ব ! এই দুটি স্ত্রীলোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, এই অবসরে আপনার ভ্রায় মানময়ী রমণীকে দর্শন করিবার আশয়ে আমিও ইহাদের সঙ্গে আসিয়াছি ।”

কিকিন্‌গ্রাওয়ের দিকে লক্ষ্য না করিয়াই একবার কাঁসীরাড়ীর দিকে—আর একবার কারোটিপোলের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কৃষ্ণবরে বিবি ব্রেস জিজ্ঞাসা করিল, ‘তোমরা আমার কাছে কি চাও ?’

কারোটি ।—শুধুন মেম সা’ব ! যে ভক্ত আমরা আসিয়াছি, অবশ্যই তাহা আপনি বুঝিতে পারিয়াছেন ; আমরা কখনও কার্ড পাঠাইয়া কোন ভক্ত-লোকের সহিত, কিংবা কোন সুজ্ঞান্ত-মহিলার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করি না ; যখনই আমরা আসি, তখনই আমাদের কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে, ইহাই বুঝিয়া লইতে হয় ।

ব্রেস ।—(আসনে উপবিষ্ট হইয়া) কিছু দিন পূর্বে তোমরা যখন আর একবার আসিয়াছিলে, তখন কি আমি তোমাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দান করিয়া সন্তুষ্ট করি নাই ? ভবিষ্যতে আর তোমরা আমাকে উপদ্রব করিতে আসিবে না, এরূপ অনুমান করা কি আমার ভুল ?

কাঁসীরাড়ী ।—(তাম্বিল্যভাবে) সে বিষয়ের তর্ক করিতে আমরা আসি নাই ; সেসকল তর্ক করাও বিফল । আজ আমরা কেন আসিয়াছি, তাহা বলি, শুধুন ।

ব্রেস ।—(ঘরিতবরে) বল—বল । যতই মন্দকথা হউক, শীঘ্রই তাহা

আমি ভুলিতে চাই ; কিন্তু মনে রাখিও, আমার মরণে তোমাদের কোন উপকার—

কিকিন্‌গ্রাণ্ড ।—আপনার যত্ন কামনা করে, কে এমন পাপীলোক ?
—আমার কথা আমিই বলি ;—আমার ইচ্ছা, আপনি হাজার বৎসর বাঁচিয়া—

কঁাসীরাঁড়ী ।— (কিকিন্‌গ্রাণ্ডের প্রতি) রাখো—রাখো, তামাসা রাখিয়া দাও ! আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আমরা তোমাকে সঙ্গে আনিয়াছি, শুকপক্ষীর অভিনয় করিবার জন্ত নয় ।

ব্রেস ।—রক্ষা ?—কি প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা ?—আমি তোমাদের কোন প্রকার অপকার করিব, এমন কি তোমরা মনে কর ?

কঁাসীরাঁড়ী ।—(অন্তরস্থ হিংসায় জলিয়া ও ব্রেসকে জন্ত করিবার সুবিধায় আত্মাদিত হইয়া) সে কথা আপনি যখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন কাজে কাজেই বলিতে হইল । আমি অথবা কারোটিপোল নিঃসহায়ে আপনার সহিত নির্জনে দেখা করিতে আসিতে ভয় পাই । সেই জন্ত আমাদের এই ঘুবা বন্ধুটিকে আমরা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি ; কারণ এই যে - আপনি বেশ জানেন, পূর্বে যাহারা এই বাড়ীতে আসিয়াছিল, তাহারা আর বাহির হইয়া যায় নাই । ফলতঃ পুলিশ কন্টেবল পিটার প্রম্লী এই বাড়ীতে গুন হইয়াছে, আপনার রক্তনশালায় পশ্চাৎদিকে তাহার দেহটা পাথর-চাপা আছে, তাহা আমাদের অজানা নাই, আরও—গ্রম্লীর সহকারী মব্ এই বাড়ীতে আসিয়া অতি আশ্চর্য্য প্রকারে নিরুদ্দেশ হইয়াছে, সে ব্যক্তিও সেই গোরস্থান হইতে অধিক দূরে নাই । পূর্বে আমরা যখন এখানে আসিয়াছিলাম, তখন সেই কথাটা আপনাকে বলিয়া দিয়াছি ।

ব্রেস ।—(চঞ্চলভাবে চেয়ারের উপরে ঘুরিতে ঘুরিতে পাণ্ডুবদনে কম্পিতকণ্ঠে) ও পরমেশ্বর ! সে সকল কথা আবার কেন উত্থাপন করিতেছ ?

কঁাসীরাঁড়ী ।—আমি আর কারোটিপোল সহায় শূন্য হইয়া কেন এ বাড়ীতে আসিতে ভয় পাই, তাহা আপনি জানিতে চাহিয়াছেন, সেই জন্তই ও কথা বলিলাম । এটা ঘূনের বাড়ী ! সন্ধ্যা ছই প্রহরের সময় এ বাড়ীতে গুপ্তহত্যা হয় ! এ বাড়ীর বাতাস পায়ে লাগিলেও আমার ভয় হয় ।

ব্রেস ।—(হস্তমার্য্য যুগ্মধারণ করিয়া) ডের হইয়াছে ! ডের হইয়াছে !

আর না ! রক কর,—রক কর ! আমাকে বাঁচাও ! এখন বল, কি কাজের জন্য তোমরা আসিয়াছ ?

ফাঁসীরাঁড়ী ।—মনোযোগ দিয়া শুনুন ।

ব্রেস্ ।—(বদন হইতে হস্ত নামাইয়া শবের গায় শুভ্র মুখবিকাশ করিয়া)
বলিয়া যাও—বলিয়া যাও ।

ফাঁসীরাঁড়ী । বলি যেম সা'ব ! একটা লোক,—তাহার নাম ওয়ারেন, সে লোক আপনার অপরিচিত নয় ; অতি শীঘ্রই ফৌজদারী আদালতে সেই ওয়ারেনের বিচার হইবে ।

ব্রেস্ ।—(কম্পিতস্বরে) জানি তা—জানি তা, খবরের কাগজে সে সংবাদ আমি পড়িয়াছি ।

ফাঁসীরাঁড়ী ।—(কারোটিপালের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া দেখাইয়া) এই মেয়েটির পিতা স্টিফেন প্রাইশেরও সেই সঙ্গে বিচার হইবে । কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহাদের ফাঁসী হইবে না ।

ব্রেস্ । (সবিস্ময়ে) কি প্রকারে নিশ্চয় জানিলে ?

ফাঁসীরাঁড়ী । একরাত্রে আমরা খ্রিস্ট অব্ ওয়েল্‌সকে ফাঁদে ফেলিয়া ছিলাম, জোর করিয়া একখানা দলীল লেখাইয়া লইয়াছি, ধর্ম্মতঃ প্রতীজ্ঞা করিয়া তিনি স্বহস্তে লিখিয়া দিয়াছেন, সেই দুই জন লোকের ফাঁসী হইবে না ; চির-জীবন দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হইবে । আমি আর কারোটিপোল তাহাদের সঙ্গে সমুদ্রে ভাসিব । ইতিমধ্যে বত টাকা জোপাড় করিয়া লইতে পারি, তত টাকা সঙ্গে লইয়া যাইব । সেই টাকা আদায় করিবার মতলবেই আজ এই শেষবার আপনার কাছে আসিয়াছি ! (বিদ্রূপ স্বরে) এই দেখাই শেষ দেখা !

ব্রেস্ ।—(কতকটা শাস্তভাব ধারণ করিয়া) কত টাকা তোমরা চাও ?

ফাঁসীরাঁড়ী ।—হাজার পাউণ্ডের কম নয় । সেই টাকা যদি আপনি দেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর আমরা আপনার কাছে দেখা দিব না, আমরা কোথায় আছি, দৈবাৎ তাহা জানিবার ইচ্ছা হইলেও আপনি সে তত্ত্ব জানিতে পারিবেন না ।

ব্রেস্ ।—(ইংলণ্ড ছাড়িয়া শীঘ্রই আমেরিকায় পলায়নের প্রস্তাবে ফ্রেডারিক ড্রে নিম্নরাজী, 'সেই কথা শ্রবণ করিয়া সময় লইবার মতলবে)
হাজার পাউণ্ড ?—কবে তোমাদের সে টাকার দরকার ?

কিচ্ছিন্গ্রাণ্ড। এখনই এই রাতেই। হাতে হাতে নগদ বিদায়ের মতন ভাল কাজ আর নাই!

ব্রেস্—হাজার পাউণ্ড এখন আমার হাতে নাই, তাহার কতকাংশও দুর্লভ। সংগ্রহ করিতে অন্ততঃ এক হপ্তা লাগিবে।

ফাঁসীরাঁড়ী।—ইতিমধ্যে হয় ত আপনি আমেরিকায় পলাইবেন।

ব্রেস্।—(অনিবামাত্র হতবুদ্ধি হইয়া) কি! কি জন্ত? কিসে তুমি সেরূপ অনুমান করিলে?

ফাঁসীরাঁড়ী।—ওঃ! অনুমানে যে কথা আমি বলিয়াছি, সে ভাগটা তবে ঠিক লাগিয়াছে! বিবি ব্রেস্! যতক্ষণ তুমি হাজার পাউণ্ড প্রদান না করিতেছ, ততক্ষণ আমরা এ বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি না! দ্বারের বাহিরে কপাটের ছিদ্রে কর্ণ রাখিয়া রাও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ঘরের ভিতর যত কথা হইল, সমস্তই সে শুনিল, ভাবিল, কার্য্য এক প্রকার শেষ; এখন কেবল টাকা আদান প্রদান বাকী; বিবি ব্রেস্ হয় ত অন্ত গৃহ হইতে টাকা আনিবার জন্ত বাহির হইয়া আসিবে; এখানে আর দাঁড়াইয়া থাকা ভাল নয়; ইহা ভাবিয়া সে চুপি চুপি তথা হইতে সরিয়া বৈঠকখানায় পুনঃ-প্রবেশ করিল, চেয়ারে গিয়া বসিল, যে পুস্তকখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া গিয়াছিল, সেইখানা তুলিয়া লইয়া একমনে পড়িতে আরম্ভ করিল।

বালক এক্রূপে পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, এমন সময়ে বিবি ব্রেস্ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া চঞ্চলস্বরে বলিল, “রাও! অনেকক্ষণ তুমি একাকী রহিয়াছ। আমার অনেকটা বিলম্ব হইয়াছে।”—এই বলিয়া বিবি ব্রেস্ ডেস্ক খুলিয়া কি বাহির করিয়া লইল, আবার তখনই বাহির হইয়া গেল; বলিয়া গেল, “আর একটু থাক, এখনই আমি ফিরিয়া আসিতেছি, আর বিলম্ব হইবে না।”

এবার আর রাও তাহার সঙ্গে গেল না। সে বেশ ব্যস্তাছিল, বিবি ব্রেস্ টাকা লইতে আসিয়াছিল, তাহাই লইয়া গেল, উৎপীড়নকারীরা এইবার বিদায় হইয়া যাইবে। বুদ্ধিমান বালক মনে মনে আনন্দিত, পাপিনী পোষাকওয়ালী এখন সম্পূর্ণরূপে তাহার কায়দার পড়িল। সে তখন আপন মনে বলিল, “অগ্রেই ব্যস্তাছিলাম, বাগীটা কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধিনী; কিন্তু সে অপরাধটা যে অত বড় গুরুতর, ইহা কে জানিত।”—আজগত এইরূপ উক্তি করিয়া বালক সেই হস্তস্থিত পুস্তকের প্রতি নেত্রনিষ্কেপ

পূর্বক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, অরুণ পথে বিবি ব্রেসের পুনঃপ্রবেশে চমকিয়া উঠিল,—চিন্তা ভঙ্গ হইল ।

বিফলে মনোবেদনা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া অবরুদ্ধকণ্ঠে ব্রেস বলিল, “বালক ! তোমার কাছে আমার হাজারবার ক্ষমা প্রার্থনা । যে লোকটি আসিয়াছিল, সে আমার একজন সাউথোড় খরিদদার, যতক্ষণ তাহার সহিত কথা কহিব মনে করিয়াছিলাম, সে আমাকে উদবেশা অনেকক্ষণ আটকাইয়া রাখিয়াছিল ।”

সন্তোষকারিণীর দিকে মুখ না ফিরাইয়াই বালক বলিল, “যেম সাব ! অমন খরিদদার আপনার শত শত আন্স্ক, ইহাই আমার কামনা । যতক্ষণ ইচ্ছা, তাহাদের সহিত আপনি কাজের কথা বলাবলি করুন, কিছুতেই আমরা ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না ।”

আসনে উপবেশন করিয়া পাপীয়সী দীর্ঘশ্বাস গোপন করিবার ছলে বার কতক কাসিয়া কাসিয়া বলিল, “তোমার সততার জন্য আমি তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করি ।”

বালক বলিল, “এখন আর আমাদের বেশী কথা নাই, সংক্ষেপে সেই পূর্ব-কথাই পুনরুক্তি করিতেছি । দ্বিরুক্তি না করিয়া যিনি উপস্থিত বৈবাহিক ব্যাপারে পৌরোহিত্য করিতে সম্মত হইবেন, আপনি তদ্রূপ একজন পুরোহিত নির্বাচন করিয়া রাখিবেন, আর আপনার কারখানাবাড়ীর একটি স্বতন্ত্র মহল সেই বিবাহকাণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন ।”

ব্রেস বলিল, “লর্ড ক্লোরিমেলের বাহাতে সুবিধা হয়, নিশ্চয়ই আমি সেই-রূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব । কল্য রাত্রি ৯টার সময় সমস্তই ঠিকঠাক থাকিবে ।”

আসন হইতে উঠিয়া রাও বলিল, “তবে আর আমি আপনাকে অধিকক্ষণ বিরক্ত করিয়া সময় নষ্ট করিব না । রাত্রি অনেক হইয়াছে ।”

বালক বিদায় হইল । এ রাত্রে বাহা বাহা ঘটয়া গেল, বিবি ব্রেস একাকিনী বসিয়া সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল ।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কল্পনা ও মন্তব্য

পরদিন রাত্রি ৮টার সময় একটা বাক্স হস্তে লইয়া রাও পুনর্বার বিবি ব্রেনের ঘৃহে বাড়ীতে উপস্থিত হইল; বলিল, “বরযাত্রিগণের সভার জন্য যে মহলটি আপনি স্থির করিয়াছেন, সেই মহলটি আমি একবার দেখিব।”—

ব্রেস্ তাহাকে সঙ্গে লইয়া দোকান-মহলের নীচে তলা ও উপরতলার সমস্ত গৃহগুলি এক এক করিয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিল, “পুরোহিত মনো-নীত করিয়া আমি নিযুক্ত করিয়াছি। কেমন, ইহা হইলেই ত ঠিক হইবে।”

বালক উত্তর করিল, বেশ হইবে। আর একটি কথা বলিয়া রাখি, সদর-দরজায় ঘণ্টাধ্বনি হইলে আপনার কিঙ্করীগণকে জাগাইবার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না, সে কার্যের ভার আমি নিজেই গ্রহণ করিয়াছি।”

ব্রেস্ বলিল, “আচ্ছা, তাহাই হইবে। কোন বিষয়ে যদি আমার সাহায্য লওয়া তোমার আবশ্যক বোধ হয়, সেই বৈঠকখানায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।”

বালক বলিল, “পাত্রীকে বিবাহস্থলে লইয়া যাওয়া আপনার কার্য। উপযুক্ত সময়ে আমি আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব, নতুবা পুরোহিতকেই পাঠাইয়া দিব। রাত্রি ৯ টার সময় আপনি প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন।”

ব্রেস্ বলিল, “নিশ্চয়ই আমি প্রস্তুত থাকিব; এ বিবাহে আমার যথেষ্ট আনন্দ।”

কেমন এক প্রকার কুটিল ভাব দেখাইয়া বালক বলিল, “আর একটি কথা যেন সা’ব।—বিবাহটা অল্পকালই নির্বাহ হইবে। কি জন্য অল্প-কালে, তাহা এখন আপনাকে বলিব না। কার্যের সময় এ কথা জানাইলে পাছে আপনার বিশ্বাস জন্মে, সেই কারণে অগ্রে বলিয়া রাখিলাম।”

ব্রেস্ বলিল, “আগে বলিয়া বেশ করিয়াছি। ইহাতে আমি খুশী হইলাম। যথাসময়ে ইহা প্রকাশ করিলে, কি জানি, আমার মনে কোন প্রকার বিরূপ ভাবের-উদয় হইতে পারিত।”

এইরূপ কথোপকথনের পর বিবি ব্রেস্‌ তথা হইতে অন্য গৃহে চলিয়া গেল, রাও একাকী সেই মহলে থাকিয়া একে একে সকল গৃহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিল, নিজে থাকিবার জন্য একটি শয়নগৃহ মনোনীত করিয়া লইল, শয্যার উপর বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিল, যে বাক্সটা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, সেই বাক্সটা খুলিল, তাহার ভিতর হইতে এক প্রস্থ তত্ত্ব পরিচ্ছদ, শুভ্র অবগুণ্ঠন এবং কনেশজার অন্যান্য সরঞ্জাম বাহির করিয়া শয্যার উপর সাজাইয়া রাখিল, উৎকল-নয়নে সেইগুলি ভাল করিয়া দেখিল ; তাহার নয়নে তখন বিজয়োল্লাস ও প্রতিশোধ বাসনার পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইল ।

সবে মাত্র বালকের মুখের ভাব কিঞ্চিৎ প্রশান্ত হইয়াছে, এমন সময়ে সম্মুখদ্বারে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি । রাও ছুটিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল । কে আসিলেন ?—লর্ড ক্লোরিমেল স্বয়ং । সরাসর ডোভার হইতে ডাক-গাড়ীতে তিনি এই বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন । সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীর ভৃত্য অথবা অন্য কোন ভৃত্য কেহই নাই ; তিনি একাকী । রাও সেই ডাক-গাড়ী হইতে প্রভুর পোটম্যান্ট নামাইয়া লইল, ভাড়া চুকাইয়া দিয়া শকট-চালককে বিদায় করিয়া দিল, প্রভুকে সঙ্গে করিয়া একটি শয়নকক্ষ মধ্যে লইয়া গেল ।

লর্ড ক্লোরিমেল নানা উদ্বেগে অতিশয় চঞ্চলচিত্ত ছিলেন ; রাওকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইয়াছে ত ?”

রাও উত্তর করিল, “হাঁ মি লর্ড, সমস্তই ঠিক ।”

উত্তর প্রাপ্ত হইয়া লর্ড বাহাদুর পুনর্বার বলিলেন, “তবে তুমি এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র আমার কাপড় ছাড়াইয়া লও, বরসজ্জার উপযুক্ত বস্ত্র পরাইয়া দাও । রাত্তার বড় ঠাণ্ডা ; গাড়ীর ভিতর অত্যন্ত গরম, সেইজন্য সারাপথ আমি গাড়ীর দরজা-খড়খড়ি খুলিয়া রাখিয়াছিলাম, রাত্তার ঠাণ্ডায় সমস্ত অঙ্গবস্ত্র মলিন হইয়া গিয়াছে । সত্বর হও,—শীঘ্র আমাকে বর সাজাইয়া দাও ।”—লর্ড ক্লোরিমেল প্রকৃত বদনে সানন্দস্বরে কথা কহিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু শেষের কথাগুলি উচ্চারণের সময় ঘন ঘন তাঁহার কণ্ঠের কাঁপিল,— দীর্ঘনিশ্বাস বহিল ।

ভক্তিতাব জানাইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, “মি লর্ড ! আপনার ত কোন অসুখ হয় নাই ?”

লর্ড বাহাদুর উত্তর করিলেন, “না,—হাঁ,—জানো বৎস ! এখন আমি কেমন আছি, সে কথা ঠিক বলিতে পারিতেছি না । মনের ভিত্তর কত কথাই তোলাপাড়া হইতেছে, মনে মনে মনের প্রতি কত প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সংখ্যা নাই ; —কতই উদ্বেগ, কতই উৎকর্ষা, কতই চিন্তা ; এ দিকে আবার স্তম্ভ-সংযোগের আশা ;—সুত-সম্মিলনের প্রত্যাশায় কতই আনন্দের ক্রীড়া—”

পোর্টম্যান্ড হইতে যে পরিষ্কার আন্তরণ ও অত্যাশা বন্ধাদি বাহির করিয়াছিল, শয্যার উপর সেইগুলি বিছাইবার ব্যাপদেশে নতবদনে আড়ে আড়ে প্রভুর উদ্বেগপূর্ণ বদন নিরীক্ষণ করিয়া, বালক সহসা জিজ্ঞাসা করিল, লর্ড ! যে মহিলাটিকে বিবাহ করিতে আপনি অভিলাষী হইয়াছেন, সেটিকে আপনি ভালবাসিয়াছেন ত ?”

ধাঁহর অন্তরে নানা চিন্তা, শীঘ্র শীঘ্র কথা কহিবার সময় তাঁহার প্রত্যেক বাক্য যেমন বাধিয়া বাধিয়া আসে, সেইরূপ ভাবে, সেইরূপ উচ্চারণে লর্ড বাহাদুর উত্তর করিলেন, “বৎস ! বেশ বুঝিয়াছি, প্রকৃতই তুমি আমার বিশ্বাসভাজন । সেই বিশ্বাসের পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, এখনো বলিতেছি—হাঁ, সেই স্ত্রম্বরীকে আমি ভালবাসি,—হাঁ যথার্থই ভালবাসি ।”—এই পঞ্চম বলিয়া, আবার একটু থামিয়া থামিয়া তিনি পুনর্বার বলিলেন, “তুমি জানো, কুমারী পলিন ক্লারেগুনকে বিবাহ করিব বলিয়া আমি অঙ্গীকারে আবদ্ধ আছি ।—থাকিয়া থাকিয়া সেই কথাই আমার মনে হয় । হাঁ —কুমারী পলিনের সম্বন্ধে যে সংবাদ তুমি আমার আনিয়া দিয়াছিলে, তাহা ঠিক ত ?”

বালক উত্তর করিল, “দশ দিন পূর্বে আপনি যখন আমাকে একটা কাখা-সুরোধে ডোতার হইতে লগুনে পাঠাইয়াছিলেন, তখন আমি ধবরের কাগজে যাহা পড়িয়াছিলাম, অবিকল সেই সেই কথাই আপনাকে জানাইয়াছি । ডোতারে ফিরিয়া গিয়া আপনাকে আমি বলিয়াছিলাম, কুমারী পলিনের বিবাহের কথা ধবরের কাগজে পাঠ—”

অপেক্ষাকৃত বৃহৎ লর্ড বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, “বাস্—বাস্ । ওঃ ! পলিনকে আমি হারাইলাম ! আমার ভাগ্য—পলিনকে হারানই ঠিক ! যাহাই হউক, পলিন যদি কুমারী অবস্থায় থাকিত, পূর্বের ভাষি আমাকে যদি ভালবাসিত, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যদি আমি পুনর্মিলনের উপায় করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এই অজ্ঞাত মোহিনী কদাচ আমার হৃদয়ের

উপর আধিপত্য করিতে পারিত না ! অহো ! .সব চুকিয়া গেল ! পলিন্ এখন আর এক জনের হইল । আর চারা নাই ! দেখ, এই অজ্ঞাত রমণীকে বিবাহ করিলে তাহার সাহায্যে আমি আমার লড' উপাধি বজায় রাখিতে পারিব, পৈতৃক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইতে পারিব ; উপস্থিত কেত্রে যত প্রকার বিপদে আমাকে ঘেরিয়াছে, তাহা হইতে আমি নিস্তার পাইতে পারিব ।

আবার পূর্বের জায় বিজয়োল্লাস ও প্রতিশোধ-বাসনা বালকের নয়ন-কেন্দ্রে প্রদীপ্ত । আকাশমার্গে পক্ষী উড়িয়া যাইবার সময় ধরাতলে যেমন তাহার ক্ষণস্থায়ী ছায়া পড়ে, সেই ছায়া যেমন নীচুই বিলীন হইয়া যায়, বালকের নয়নে সেই প্রকার বিসদৃশ ভাবও অল্পক্ষণের মধ্যেই সেইরূপে বিলীন হইয়া গেল ; তৎক্ষণাৎ তাহার বদনে স্বাভাবিক ভাবের আবির্ভাব !

এই সময়ে পুনর্বার রাস্তার ধারে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি । চমকিয়া চঞ্চল হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে লড' ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, “আঃ ! ঐ আসিয়াছে ! ঐ সেই রমণী !”

বালক তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিয়া আসিল, রাস্তার দিকের দরজা খুলিয়া দিল, একখানা ঠিকা-গাড়ী হইতে অবগুষ্ঠনবতী একটি রমণী নামিলেন । তাঁহার সঙ্গেও কোন সঙ্গিনী ছিল না, তিনিও একাকিনী, হস্তে একটা বাস্স । গাড়ীখানা তখন তখন বিদায় হইয়া গেল । রাও সেই রমণীর হস্ত হইতে বাস্সটা লইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে উঠিল, একটি কক্ষের চৌকাঠের নিকটে গিয়া একই ধামিয়া দাঁড়াইল ।

রমণীকে সন্ধান করিয়া রাও বলিল, “আপনার যদি সুইচরী আবশ্যক হয়, এই বাড়ীর কর্ত্তী ত্রেস্ সেই কার্যের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন ।”

রমণী বলিলেন, “না—না, আবশ্যক নাই । আমি নিজেই নিজের সকল কার্য্য করিব ।” এই বলিয়া বালকের হস্ত হইতে বাস্সটা লইয়া তিনি গৃহস্থধো প্রবেশ করিলেন, গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন ।

রাও অভ্যুপরি ঘনিবের গৃহে ফিরিয়া গেল । লড' ক্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে আসিল ? সেই অজ্ঞাত রমণী ?”

বালক উত্তর করিল, “আজ্ঞা হাঁ ।”

লড' বাহাদুর একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না ।

বিশ মিনিটের মধ্যে লর্ড ক্লোরিমেল বয়ের পোষাক পরিধান করিলেন ; রাও তাঁহাকে সভাগৃহে লইয়া গেল। সেই সভাই বিবাহ-সভা,—সেইখানেই বিবাহ হইবার কথা।

একখানি সোফায় উপবেশন করিয়া লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাও ! বিশেষ লাইসেন্স গ্রহণ করা হইয়াছে ত ?”

পকেট হইতে অনুমতি-পত্র বাহির করিয়া দেখাইয়া বালক উত্তর করিল, “হাঁ মি লর্ড ! এই সেই লাইসেন্স।”

লর্ড বাহাদুর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “পাত্রীর পরিচয়ে কি নাম লেখা হইয়াছে ?”

রাও উত্তর করিল, “সত্য নাম আমি জানি না, স্মৃতির একটা মিথ্যানাম লেখা হইয়াছে। যে নাম আমার মনে আসিয়াছিল, তাহাই লিখাইয়া দিয়াছি ; সে নামটা এখন আর আমার স্মরণ হইতেছে না। নামটা - ”

বালক আরও কিছু বলিত, বলা হইল না, তৃতীয়বার সদর দরজায় আঘাত। অনুমতি-পত্রখানা তাড়াতাড়ি পকেটে ফেলিয়া রাও তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল ; সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আপনা আপনি বলিল, “বাধা পড়িয়াছে, বেশ হইয়াছে। এই লাইসেন্স-সম্বন্ধে আরও বেশী প্রশ্ন হইলেই গোল বাধিত।

সদর দরজা খুলিয়াই রাও দেখিল পাদরীর পোষাক-পরা একটি বৃদ্ধ লোক। বিবি ব্রেম্‌ যেরূপ চেহারা বলিয়াছিল, সেইরূপ চেহারা ; সেই লোকের মুখে ভগ্নামি ও মাতলামির স্পষ্ট লক্ষণ চিত্রিত। লক্ষণ দেখিয়াই বালক বুঝিয়া লইল, এই ঠিক,—এ কাজের উপযুক্তই এই লোক।

একটি বৈঠকখানামুখ্যে পাদরীকে লইয়া গিয়া দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া বালক বলিল, “পাদরী মহাশয় ! আপনাকে একটি কথা বলিতে চাই ;—আপনার নামটি কি আমি জানিতে পারি ?—দয়া করিয়া নামটি কি আপনি বলিবেন ?”

পাদরী উত্তর করিলেন, “টোমিয়াস কল্ডয়েল।”

দ্বিতীয়বার বালক জিজ্ঞাসা করিল, “এখানে আপনাকে যে কার্য্য করিতে হইবে, মিসেস ব্রেম্‌ কি তাহা আপনাকে জানাইয়া দিয়াছেন ?”

পাদরী উত্তর করিলেন, “একজন মহিমায়িত লর্ড একটি ব্রেডীকে ভাল-বাসেন, উভয়ে বিবাহ হইবে, সেই বিবাহে আমি পুরোহিত হইব ; কেমন এই কাণ্ড নয় ?”

বালক বলিল, “ঠিক তাই। আমার পরিচয় যদি আপনি জানিতে চাহেন, আমি বলিতেছি, এই বিবাহ-ব্যাপারে কষ্ট করিবার ভার আমার উপরে ; সুনিয়মে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে আমি পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত ; প্রমাণ-স্বরূপ আপনাকে কিঞ্চিৎ অগ্রিম দক্ষিণা প্রদান করিতেছি। আমি যাহা বাহা বলিব, বিতর্ক না করিয়া আপনি যদি তদনুসারে ঠিক ঠিক কার্য করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার বিগুন লাভ হইবে।”—এই বলিয়া বালক কুড়িটি গিনি গণনা করিয়া সেই পুরোহিতের হস্তে দিল।

মুদ্রাগুলি গণনা করিয়া লইয়া মিষ্টার কল্ডয়েল সম্ভাব্য আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “বিবাহই হউক—দীক্ষাই হউক—সমাধিক্রিয়াই হউক—জাতকগ্রন্থই হউক অথবা গির্জায় ধর্ম উপাসনাই হউক—সমস্তই এক রকম ;—তুমি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিবে, তাহাই আমি সম্পাদন করিব ;—আমি তোমারই আজ্ঞাবহ !”

অনুমতি-পত্রখানি বাহির করিয়া পুরোহিতের হস্তে দিয়া রাও বলিল, “আপনি আমার আদেশ পালন করিবেন, পূর্ব হইতেই তাহা আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম। এই বিশেষ লাইসেন্স-পত্র গ্রহণ করুন। এক পক্ষ লর্ড ক্লোরিমেল ; এই লাইসেন্স-পত্রে যে পাত্রীর নাম লেখা আছে, তিনি দ্বিতীয় পক্ষ। যদবধি পরিণয়ক্রম বন্ধন সমাধা না হয়, তদবধি পাত্রীটির নাম আপনি প্রকাশ করিবেন না ; মন্ত্র পাঠের সময় নামোন্মেষ করা যদি নিতান্ত আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে এরূপ মুহূর্ত্তে উচ্চারণ করিবেন যে, তাহা যেন লর্ড ক্লোরিমেলের কর্ণে প্রবেশ না করে। বুঝিয়াছেন আমার কথা ? যাহা আমি বলিবাম, ঠিক সেইরূপে কার্য করিতে পারিবেন ?”

কল্ডয়েল বলিলেন, “ঠিক বুঝিয়াছি, ঠিক তাহাই আমি করিব। আর কিছু তোমার বলিবার আছে ?”

রাও বলিল, “আর একটি কথা ;—অন্ধকারেই বিবাহ হইবে।”

বালকের অঙ্গীকৃত আরও বিংশতি গিনি দক্ষিণা পাইবার লোভে পাদরী-সাহেব বলিলেন, “তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। আর এক কথা—পুস্তক দেখিয়া যেরূপে উপাসনা করা হয়, পুস্তক ‘না দেখিয়াই আমি মুখে সেইরূপ যন্ত্র উচ্চারণ করিব।”

বালক বলিল, “বেশ কথা।—আর একটি কথা বলি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ করুন ;—মিসেস ক্রেন্স পাত্রীটিকে লইয়া আলিবার ভার গ্রহণ করিয়া-

ছেন, কিন্তু বিবাহের সমস্ত আয়োজন ঠিক না হওয়া পর্যন্ত পাত্রীর সভ্য হওয়া প্রয়োজন হইবে না ; কার্য আরম্ভ হইবার অব্যবহিতপূর্বে আপনি ঘরানিত হইয়া মিসেস ব্রেসকে আনিতে যাইবেন । অন্ধকারে সন্ধ্যাপনে বিবাহ হইবে,—মিলস্ ব্রেস্ তাহা অবগত আছেন, সুতরাং সে বিষয়ে আর তাঁহাকে কিছু বুঝাইয়া বলিতে হইবে না ।—বুঝিয়াছেন ?”

পাদরী বলিলেন, “এতদূর স্পষ্ট করিয়া যখন ভূমি উপদেশ দিতেছ, তখন আমার ভুল হওয়া অসম্ভব । কিন্তু এই বিবাহের ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত ! সমস্যাটা—”

ঐশ্বর্য রাখিতে না পারিয়া রাও বলিয়া উঠিল, “আপনি কি ভয় পাইতেছেন ? আপনার কি পলায়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে ?”

বিশ্ব প্রকাশ করিয়া কল্‌ওয়েল্ বলিলেন, “বল কি ! কুড়িটি মোহর পাইয়াছি,—আরও কুড়িটি পাইবার আশা ! আমি পলায়ন করিব ? কখনই না ।”

সন্তুষ্ট হইয়া রাও বলিল, “বেশ—বেশ ! আপনি এইখানে খানিকক্ষণ থাকুন ; ঐ টেবিলের উপরে পোর্ট সরঞ্জামের বোতল আছে ।”

পাদরী সাহেবের মুখে জল সরিতে লাগিল ; আশ্চর্য্যে তিনি বলিলেন, “তাহাই ত দেখিতেছি !—আমি জানি, মিসেস ব্রেসের মদগুলি খুব ভাল ! তোমাকে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না ; ঐ পোর্টের বোতলটি লইয়া আশ্বিনটাকাল আমি বেশ আমোদে কাটাইতে পারিব ।”

পাদরীসাহেবকে সেই ঘরে রাখিয়া রাও ক্ষণপদে প্রভুসন্নিধানে ফিরিয়া গেল ; সম্বন্ধে বলিল, “পুরোহিত আসিয়াছে মি লর্ড ! অচিরে যিনি আপনার ধর্মপত্নী হইবেন, তাহার একটি সতিনয় প্রার্থনা আমি আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি । ইহাই এই রহস্য-নাটকের শেষ অঙ্ক ;—এইখানেই রহস্যভেদ ।”

লর্ড বাহাদুর বলিলেন, “সেই নেভী এক্ষণে যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই বলুন করিতে আমি প্রস্তুত ।”

রাও বলিল, “মি লর্ড ! বিবাহকালে পাত্রীর মুখে যে অবশ্যই থাকে তাহা পাতলা, সে অবশ্যই মুখখানি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা থাকিবে না ; অতএব সেই অজ্ঞাত রমণীর ইচ্ছা যে, অন্ধকারেই যেন বিবাহ হয় । পুরোহিতকেও আমি সে কথা বলিয়াছি, তিনিও রাজী আছেন ।”

লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাতেও আমার কোন আপত্তি নাই। ওঃ ! এ রহস্যের মর্মভেদ হইলে আমি কতই সুখী হইব। এ রহস্যের নামে কি ? ইহাতে কাহার কি উপকার ?”

রাও বলিল, “আমি কিছু কিছু অনুমান করিতে পারি। মি লর্ড ! ক্রী-জাতির দত্ত !—ক্রী-জাতির রূপ-গরিমা !—মাৎস্যধোর মদগর্ভ ! এই অজ্ঞাত-রমণী আপনার নিকটে মায়াজাল বিস্তার করিয়া আপনার উপর আধিপত্য করিবার বিস্তার জাহ্নব বর্ষণ করিয়াছে, অগ্রে আপনার নেত্রসমীপে রূপ-মাদুরী প্রকাশ করিলে আপনি ততটা মুগ্ধ হইতে হয় ত সঙ্কচিত হইবেন, ইহাই তিনি ভাবিয়া থাকিবেন ; বিবাহ হইয়া গেলে রূপ দেখাইবেন, মুখ দেখাইবেন, নাম বলিবেন, বংশমর্যাদা ও পদমর্যাদা প্রকাশ করিবেন,—আপনাকে একেবারে স্বর্গে তুলিবেন ;—ইহাই হয় ত তাঁহার মনোগত অভিপ্রায়। সেই কারণেই বিবাহের পূর্ব পর্য্যন্ত গোপন—সব গোপন !”

উৎসাহে লর্ড ক্লোরিমেলের শিরায় শিরায় শোণিত সঞ্চারিত হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাই কি তাঁহার মতলব ? রাও ! ইহাই কি ঠিক ?”

রাও উত্তর করিল, “ঠিক তাহাই আমি বুঝিয়াছি ; তিনি তাঁহার গৃহের দ্বার একটু খুলিয়াছিলেন, মুক্ত বদনের কিয়দংশ আমার চক্ষে পড়িয়াছিল। তিনি একবার ধন্তমত খাইলেন আমি চমকিত হইয়া—”

সুখস্বপ্নের কুহকে জাগরিত হইয়া, মানসিক আনন্দে লর্ড ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ ! দেখিয়াছ ?—দেখিয়াছ ?—তবে তুমি তাহার মুখ-খানি দেখিয়াছ ?”

বালক উত্তর করিল, “হাঁ মি লর্ড ! দেখিয়াছি। বদনের অবগুর্ভন একটু সরাইয়া—”

আনন্দ-বিশ্ময়ে লর্ড ক্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাও ! বল—বল,—মুখখানি—সেই মুখখানি—যাহা তুমি দেখিয়াছ, সেই মুখখানি কি পরম সুন্দর ?”

বালক উত্তর করিল, “হাঁ মি লর্ড ! চমৎকার ! কণেকমাত্র রূপের ছটা দর্শন করিয়া আমি বিশ্বাসাপরে হুবিয়াছি মুখ না দেখিয়াআপনি যে সেই অজ্ঞাত সুন্দরীকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা সার্বক হইয়াছে।”

গাঢ় অন্ধুরাগে উন্মত্তপ্রায় হইয়া লর্ড ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, “রাও ! তুমি আমাকে যেন পাগল করিলে ! তুমি আমাকে এককালে আনন্দ-গিরির

শিখরে চড়াইলে ! তুমি আমাকে অগাধ-সুখ-সিক্তনীরে নিমজ্জিত করিলে ।
যাও—যাও, বাহাতে শীঘ্র শীঘ্র এ বিবাহকরী সুসম্পন্ন হয়, সাধ্যমতে তাহার
তত্ত্বির কর,—সেই রমণীকে গিয়া জামাও, তাহার যাহা কিছু বাগনা, কখন
উৎসর্গ করিয়া তাহা আমি অবশ্য পরিপূরণ করিব।”

রাও বলিল, “হুকুম হয় মি লর্ড, তবে আমি সমস্ত বাতী নির্বাণ করিয়া
দিই। যতক্ষণ সেই রমণীর পাত্রীসজ্জা সুসম্পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত
আপনি অন্ধকারে থাকিতে রাজী আছেন ?”

প্রেমোন্মত্ত লর্ড যেন প্রলাপ বকিতেন কিতে বলিতে লাগিলেন, “নিবাও
—নিবাও, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহাই কর ! সে অপরূপ সুধরী যেক্ষণ
আদেশ করেন, তাহাই তুমি পালন কর।”

আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বালক তৎক্ষণাৎ সমস্ত দীপ নির্বাণ করিল ; গৃহট
ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত ।

গৃহ অন্ধকার করিয়া প্রভুকে সযোজনপূর্বক বালক বলিল, “মি লর্ড !
এখন তবে আমি পুরোহিতকে আনয়ন করি।”

এই কথা বলিয়া বালক বাহির হইল। যে বৈঠকখানায় টোবিয়াস্ কল-
ওয়েল্‌কে রাখিয়া আসিয়াছিল, সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল ; পুরোহিতকে
বলিল, “পাদরী মহাশয় ! বিবাহ-সভায় চলুন, লর্ড ক্লোরিমেল সেইখানে
আছেন ; সমস্ত বর্তিকা আমি নির্বাপিত করিয়াছি, সব অন্ধকার হইয়াছে,
আপনি চলুন, লর্ড বাহাদুর যদি লাইসেন্সের কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলিবেন,
আপনার কাছেই তাহা আছে ; কিন্তু মনে রাখিবেন, লাইসেন্স-পত্রে পাত্রীর
যে নামটা লেখা আছে, সে নামটি তাহার কাছে প্রকাশ করিবেন না।”

পাদরী বলিলেন, “যে যে কথা তুমি বলিলে, অন্ধরে অন্ধরে তাহা আমি
পালন করিব।”

রাও অতঃপর পাদরী সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির
হইল ; আনন্দ-পূর্ণ হৃদয়ে অস্থিরভাবে লর্ড ক্লোরিমেল যেখানে বলিয়াছিলেন,
পাদরীকে সেইখানে লইয়া গেল, তথায় তাহাকে রাখিয়া অজ্ঞাত রমণীর
কক্ষাভিমুখে চলিল।



দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রতিদ্বন্দ্বী ।



অজ্ঞাত রমণীর বিশ্রামকক্ষের দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাও ধীরে ধীরে দ্বারে কড়াঘাত করিল; রমণী দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া অল্প দূরে একটু গোপনে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “বালক ! তুমি ?—”

বালক উত্তর করিল, “হাঁ মা ! আমি। আপনার সহিত আমার কথা আছে।”

কম্পিত ও চঞ্চলস্বরে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন অপ্রিয় ঘটনা হইয়াছে না কি ?”

বালক উত্তর করিল, “না মা ! সে রকম কিছুই নয়। নূতন ঘটনা কিছুই হয় নাই,—অজ্ঞমতি করুন আমি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করি। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা।”

মৃদুকম্পিতকণ্ঠে রমণী বলিলেন, “এখনও আমার পোষাক-পরা হয় নাই।”

বালক বলিল, “তাহাতে কিছু আইসে যায় না;—যে কাজের জন্ত আমি আসিয়াছি, তাহাতে দেহী করিতে পারি না,—দেহী করিলে চলিবে না।”

দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া রমণী বলিলেন, “আচ্ছা, তবে একটু বিলম্ব কর।”

এক মিনিট পরে দ্বার পুনরুদ্ধাটিত; রাও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সাবধানে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

রমণীর পোষাক-পরা প্রায় শেষ হইয়াছিল, বদনে স্থূল অবগুষ্ঠন, গুরুদেশে অযত্নে একখানি ক্ষুদ্র শাল—অর্ধ বিগুস্ত; কিন্তু তদ্বারা সমুন্নত গীন-পরোধর সর্বাংশে আবৃত হয় নাই; সেই বেশে তিনি বালকের সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

একদম ভীকৃদৃষ্টিতে বালক তখন রমণীর মুখের দিকে তাকাইল যে, বোধ হইল যেন সেই দৃষ্টি সেই অবগুষ্ঠনবতী রমণীর স্থূল অবগুষ্ঠন ভেদ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল; শঙ্কিতা হইয়া রমণীও অন্তরে অন্তরে একটু কাঁপিলেন, সে কম্প যেন তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত শাশিল। সঙ্কলিত

ব্যগ্রস্থরে বালক বলিল, “না! বৈশীষ্ণব কথা কহিবার সময় নাই, যাহা বলিবার অল্পক্ষণের মধ্যেই অর্জি সজ্জাপেই বলিব, বৈশী আন্দোলন করিবার অথবা বৈশী বুঝিবার কিম্বা বৈশী বুঝাইবার অবসর হইবে না।”

বীণা-ঝঙ্কারের ঞ্চার মধুরস্বরে রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বালক কি তুমি বলিতে চাও?”

রাও।—(অধিক শক্তি নয়নে চাহিয়া চাহিয়া) মা! যাহা আমি বলিব, তাহাতে আপনি বুঝিতে পারিবেন, জোর করিয়া আপনাকে বাধা করিবার আমার ক্ষমতা আছে।

রমণী।—(আপাদমস্তক কম্পিত করিয়া করজোড়ে মিনতি বচনে) ওঃ! রাও, বিশ্বাসঘাতক হইবে, এরূপ কিছু মনে করিয়া তুমি এখানে আসিয়াছ। এমন কি সম্ভব হইতে পারে?

রাও।—(কতক গাভীয়া ও কতক প্রভুত জানাইয়া) কয়েক সপ্তাহাবধি যে কল্পনা আমি মনোমধ্যে স্থির করিয়া রাখিয়া ছিলাম, তাহা সাধন করিবার অবসর উপস্থিত; কেবল বাক্যে নহে, কার্যেও তাহা সিদ্ধ করিব। উম্মাদিনীর ঞ্চার প্রেম-বিহ্বলা হইয়া আপনি লর্ড ক্লোরিমেলের প্রতি আন্তরিক অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, তাঁহাকে বিবাহ করিবার একান্ত অভিলাষ হইয়াছিল, কিন্তু এখন—এখন শুভুন, সেই পরিণয়ের বাসনা আপনি পরিত্যাগ করুন।

রমণী।—(বিষম পরিতাপে সংক্ষুব্ধস্বরে) হা পরমেশ্বর! পরিত্যাগ!—জগতে যেটা আমার একমাত্র স্নেহের আশা, সেই আশা আমি পরিত্যাগ করিব? ওঃ! না—না,—কখনই তাহা হইতে পারে না,—হইতেই পারে না! রাও! তুমি পরিহাস করিতেছ!—না—না, অত নির্দয় হইও না! অধিকন্তু আমাদের সঙ্কলিত কার্যে বাধা দিবার তোমার কি অধিকার? আমার উপর প্রভুত্ব করিতে পার, এমন কি ক্ষমতা তুমি ধারণ করিয়াছ?

রাও। (গভীরস্বরে) আমার অধিকার প্রতিশোধ লওয়া; আপনি কে, তাহা জানিয়া লইবার এবং ভণ্ডামীর প্রতারণার যৈ অবগতগনের ভিতর ঐ মনোমোহন স্তম্ভের মুখখানি লুকাইয়া রাখিয়াছেন, সেই অবগতগন খুলিয়া ফেলিবার ক্ষমতা আমি ধারণ করি।

রমণী।—(ধর্মাত্মিক যাতনায় সম্পূর্ণ নিস্তেজ হইয়া একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া) হা পরমেশ্বর! ইহাই কি সম্ভব?

রাও ।—হাঁ, আপনি এখন দয়া করিয়া আমার একটি কথা শুনুন ।—
যতদূর পর্য্যন্ত বিবাহ-কার্য্যটি সুসম্পন্ন না হয়, ততদূর পর্য্যন্ত আপনি এই
গৃহে বন্দি নী হইয়া থাকুন ; কার্য্য সমাধা হইয়া গেলে চলিয়া যাইতে পারি-
বেন । আর, আপনার গুহ্যকথা, আমার মুখে তাহা কেহই জ্ঞানিতে পারিবে
না, লর্ড ফ্লোরিমেল নিজেও জানিতে পারিবেন না ।

রমণী ।—(সহসা আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) কি বলিলে ?—
বিবাহের পর ?—আমাকে ছাড়িয়া কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে ? প্রতিদ্বন্দ্বী
জুটিয়াছে না কি ? কুমারী পলিনের পূর্ব্বপ্রেম বলবান্ হইয়াছে না কি ?

রাও ।—প্রতিদ্বন্দ্বী জুটিয়াছে ; কিন্তু আপনি যাহার নাম করিলেন,
সে কুমারী নয় ।

রমণী ।—(নানাপ্রকার অশুভ কল্পনায় উত্তেজিত হইয়া) কেঁ সে ?—
পলিন যদি না হয়, কে তবে ? বল, কে তবে সে ?

রাও ।—(ক্ষিপ্রহন্তে পুরুষের পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া যুবতী স্ত্রী-লোকের
সমুন্নত শুভ্র স্তনযুগল প্রদর্শন পূর্ব্বক) আমি !

রমণী ।—ও পরমেশ্বর ! এরকের ভাব কি ? কে ভুমি ? কি কারণে
এই ছদ্মবেশ ? তোমার হাতে মুখে কুম্ভবর্ণ রং মাখা কি জন্ত ?

নারীবেশধারিণী রাও উত্তর করিল, “সে সব অনেক কথার কথা,
অল্প কথার বলিবার ইচ্ছা করিলেও সজ্জেকপে বলা যায় না ; তবে কেবল
এই জানিয়া রাখুন, আশ বর্জ্জার মধ্যে লর্ড ফ্লোরিমেলের সহিত আমার
বিবাহ হইবে ; তাঁহাকে বিবাহ করিয়া আমার বহু দিনের পোষিত প্রতি-
শোধবাসনা আমি চরিতার্থ করিব ।

নৈরাশ্রে অধীরা হইয়া অজ্ঞাত-রমণী বলিলেন, “বড় ভয়ানক কথা !
বড়ই ঘৃণাকর ব্যাপার ! ইহা কখনই হইতে পারিবে না ! যতই কেন
বিপদ—”

নারীরূপী রাও বলিলেন, “না--না, সে বিপদ আপনাকে ডাকিয়া
জানিতে হইবে না !—আপনার কাণে কাণে আমি একটা কথা বলি,—
সত্য পরিচয়ে কে আপনি, তাহা আমি—”

নারীরূপ ধারণ করিলেও এখনও আমরা আপাততঃ সেই ছদ্মবেশীকে রাও
বলিয়া পরিচয় দিব । পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে রাও সেই অজ্ঞাত-রমণীর
কাণে কাণে চুপি চুপি ভটিকতক কথা বলিল ।

ক্রোধে ও নৈরাশ্রে চিত্তোন্মাদকারিণী মোহিনীর সৰ্ব্বশরীর বিকম্পিত হইল, সক্রোধে তিনি বলিলেন, “হাঁ—হাঁ, তুমি আমাকে জানো,—তুমি আমাকে জানিতে পারিয়াছ, তুমি আমাকে যে ভয় দেখাইতেছ, তাহা আমি ভূণ জ্ঞান করি!—যে ব্যাভিচারের কথা তুমি উল্লেখ করিলে, তাহাও আমি প্রাঙ্কই করি না! হাঁ, তুমি যেই হও, তুমি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ইহা স্বীকার করিলাম, তথাপি তোমাকে আমি ভূণ জ্ঞান করি!”

বিজয়োৎসাহে ও কতকটা বিক্রপের ভঙ্গীতে রাও বলিল, “দেখ মেম-সাহেব—দেখ লেডি! যখন আমি আর একটা কথা বলিব, তখন আর তুমি আমাকে ভূণ জ্ঞান করিবার কথা মুখে আনিতে পারিবে না! সেই তমোময় রহস্তরঙ্গের বিলাসগৃহে যাহা যাহা তুমি করিয়াছ, তাহা আমার অজ্ঞাত নাই;—যে রাত্রে তুমি সেই প্রেম-নিকেতনে প্রেমোন্মাদে প্রমত্তা হইয়া লর্ড ক্লোরিমেলকে প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন দিয়াছিলে, সে রাত্রে আমি সেই গৃহে উপস্থিত ছিলাম!”

জলন্ত ক্রোধে, দারুণ বিদ্বেষে ও অসীম লজ্জায় বিকম্পিতা হইয়া মোহিনী বলিলেন, “মিথ্যাকথা!—মিথ্যাকথা! মিথ্যা রচনা! কুৎসা ঘটনা! ও সকল কিছুই নয়! নিদারুণ কলঙ্ক-কুৎসা!”

পকেট হইতে একটা পদার্থ বাহির করিয়া দেখাইয়া রাও বলিল, “মিথ্যা নয়,—মিথ্যা নয়;—সব সত্য,—সব সত্য! এই যে ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, ইহাই সেই বিলাসকঙ্কের সুন্দর নিদর্শন!”

একজন অপরিচিতা স্ত্রীলোক সেই নির্ঘাত কলঙ্কের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছে, ইহা শ্রবণ করিয়া অজ্ঞাত-রমণী যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, মনস্তাপে অশ্রুটন্তরে বলিয়া উঠিলেন, “হায়—হায়! আমার সৰ্ব্বনাশ হইয়াছে!—আমার দর্পচূর্ণ হইয়াছে!—এককালে আমি অপদস্থ হইলাম! ওহো! যুবর্তি! দোহাই তোমার! সে সকল কথা প্রকাশ করিও না—জগতের চক্ষে আমাকে কলঙ্কিনী, বিরাগপাত্রী ও ঘৃণার পাত্রী—”

রাও বলিল, “না,—সেইরূপ ইচ্ছা আমার নয়;—এ প্রকারে তোমাকে অপদস্থ করিয়া দ্বারের কাছে কলঙ্কিনী বলিয়া পরিচয় দিলে আমার কিছুই উপকার হইবে না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এখন আমার কথা এই যে, সময় বাইতেছে, আর বেশীক্ষণ আমি এখানে থাকিতে পারিব না,—

আমার অহরোধ, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমাকে খালাস করিয়া দিতে না আসি, ততক্ষণ তুমি এই গৃহে স্থির হইয়া চূপ করিয়া থাকো ।”

একখানা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণায় করে করপেষণ করিতে করিতে অভাগিনী মোহিনী গুণ গুণ করিয়া বলিলেন, “তাহা ভিন্ন এখন আর উপায় কি !”

রাও নাছোড়,—তাহার চিত্তও অটল ; রমণীর নির্বেদবাক্যে কর্ণপাত না করিয়াই সে দ্রুতপদে গৃহ হইতে বাহির হইল। মোহিনীকে বন্দিনী রাখিয়া, দ্বারে চাবী দিয়া চাবীটি নিজের সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

যে গৃহটি রাও ইতিপূর্বে নিজের ব্যবহারার্থ মনোনীত করিয়াছিল, মোহিনী গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল। ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল ; অতঃপর পকেট হইতে একটা ক্ষুদ্র শিশি বাহির করিল, শিশিতে বাহা ছিল, গৃহমধ্যস্থ একটা জলের কটাহে তাহা ঢালিয়া দিল, ঢাকরের উর্দী পরিত্যাগ করিয়া সেই আরক-মিশ্রিত জল সর্ষাপে লেপন করিল, উত্তমরূপে গাত্রমার্জন করিয়া নবসাজে সজ্জিত হইল, কৃষ্ণবর্ণ ঘুরে গেল, দিব্য গৌরাদীমূর্তি প্রকাশ পাইল। হিন্দুস্থানী বালক সাজিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ রঞ্জে হস্ত মুখাদি রঞ্জিত করিয়াছিল, এখন সুন্দর পাশ্চাত্য রমণীমূর্তি ধারণ করিল। দর্পণে মুখ দেখিয়া তাহার হাসি আসিল, আনন্দে বদনমণ্ডল প্রফুল্ল হইল, তাহার পর বিবাহের উপযোগী পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহার উপর শুভ্রবর্ণ আলখাল্লা কুলাইল, সূক্ষ্ম রেশম সদৃশ কেশগুচ্ছ যথারীতি বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর গোলাপফুলের মালা জড়াইল, শুভ্রবর্ণ অবগুষ্ঠনে মুখখানি ঢাকিল।

মনোহর বেশভূষা ; অলঙ্করণমধ্যেই পরিপাটী কন্ডাসজ্জা, বালকবেশে যে রূপরাশি ঢাকা পড়িয়াছিল, নারীবেশে তাহা সমুজ্জ্বল হইল। লক্ষণের মধ্যে নয়নের দীপ্তি, সে দীপ্তিতে কতকটা পুরুষের লক্ষণ,—কতকটা বীরাজনার ভাব। আর সে রাও নাই ;—সুন্দরী নবযুবতী। যুবতী সেই বেশে গৃহ-দ্বার মুক্ত করিয়া যুগ্মগতিতে নীচে নামিয়া আসিল। যে গৃহে বিবাহসভা, সেই গৃহের চৌকাঠের কাছে আসিয়া একটু থামিল, সভায় যে রক্তের অভিনয় করিতে হইবে, মনোমধ্যে তাহা অবধারণ করিয়া যথাযোগ্য সাহস অবলম্বন করিল, পরযুগ্মভেদে গৃহমধ্যে প্রবেশ।

গৃহ ঘোর অন্ধকার। অভিনব যোগ্যতার বসন, বর্ণ এবং দ্বার উন্মোচন

অবরোধের শব্দে লর্ড ক্লোরিমেল অস্থম্যান করিলেন, পাত্রী সমাগম। ক্রত আসিয়া তিনি পাত্রীটির করুণপ্লব বারণ করিলেন, ক্ষণকাল দুগলহস্ত একত্র ; সেই সময় লর্ড বাহাদুর পাত্রীর কাণে কাণে বলিলেন, “আর কয়েক মিনি-টের মধ্যেই তুমি আমার হৃদয়েধরী হইবে।”

অতি মৃদুকণ্ঠে নবযুবতী বলিল, “হাঁ, প্রিয়তম গেত্রিল। তুমিও আমার হইবে।”—যে স্বরে ঐ কয়টি কথা উচ্চারিত হইল, সে স্বর যে অজ্ঞাত-রমণীর কণ্ঠস্বর হইতে বিভিন্ন, লর্ড ক্লোরিমেল তেমন অনুভব করিতে পারিলেন না।

গৃহে বখন আলো ছিল, সেই সময় লর্ড ক্লোরিমেল দেখিয়া রাখিয়া-ছিলেন, যেখানে টেবিল পাতা, তাহার সন্নিহিতে পাদপীঠ ; সুন্দরীকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া পুরোহিতকে সন্মোদন পূর্বক হৃদ বাহাদুর বলিলেন, “আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন, বিবি ব্রেস এই পাত্রীটিকে আমার হস্তে অর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন, অতএব আপনি শীঘ্র গিয়া বিবি ব্রেসকে এই-খানে আনয়ন করুন।”

ইত্যগ্রেই রাওর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া পুরোহিত পাদরী সাহেব বিবি ব্রেসকে আনিবার জন্য সভাগৃহের বাহিরে যাইতেছিলেন, সেই সময়েই লড ক্লোরিমেলের মুখে ঐরূপ নতন আদেশ। পুরোহিত চলিয়া গেলেন, নতন যুবতীকে পুরাতন অজ্ঞাত মোহিনী জ্ঞান করিয়াই লর্ড ক্লোরিমেল তাহার সহিত নির্জনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাও এখন যে অবস্থায় নিপতিতা, তাহাতে তাহার পক্ষে এখন কি করা কর্তব্য, মনে মনে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। প্রকাশে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা পূর্ব হইতেই সে তাহা জানিত, এখন অন্য কোন প্রকারে অবস্থা-গোপনের প্রয়াস পাইলে সে বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না, ইহাও বুঝিল, কল্পনায় স্থির করিল, ষড়্‌যন্ত্রটা আয়ও কিছু পাকাপাকি করা আবশ্যক হইবে।

প্রকাশ পাইলে বিপদ ঘটবে, ইহা নিশ্চয় ; কিন্তু কি প্রকারে কি যন্ত্রে প্রকাশ পাওয়া সম্ভব ? পাঠক মহাশয় স্মরণ করিবেন, পূর্বের অজ্ঞাত-রমণী দীর্ঘাকৃতি, মুলাকী ; রাও স্বর্কাকার, কিছু কাহিল ; নির্জনে পাইয়া লর্ড ক্লোরিমেল যদি তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া চুষন করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও প্রকাশ পাইতে পারে ; রাও যদি সে ক্ষেত্রে কিছু বেশী কথা বলে,

কণ্ঠস্বরের বিস্তীর্ণতা-বুঝিয়া তাহাতেও লর্ড ক্লোরিমেল জানিতে পারিবেন, এ রমণী পূর্বের সেই অজ্ঞাত-রমণী নহে ।

শাখান হইবার নিমিত্ত বুদ্ধিমতী নবনারী দ্ব্যবস্থায় অতি মৃদুভাবে বলিল, “প্রিয়তম গেব্রিল ! একটা কাজ আমি ভুলিয়া আসিয়াছি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, কাজটা সারিয়া আসি ।”—এই বলিয়া লর্ড বাহাদুরের হাত ছাড়াইয়া সে দ্রুতপদে সভাগৃহের দরজার দিকে গেল, দরজা খুলিল, যেন কে চলিয়া বাইতেছে, এই ভাবে জানাইবার জন্য খসখস করিয়া ঘাগ্‌গার শব্দ করিল ; কিন্তু বাহির হইয়া গেল না ; নিশ্বাস রোধ করিয়া অচলা প্রতিমার ন্যায় ঘরের এক পাশে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ।

লর্ড ক্লোরিমেল ভাবিয়া লইলেন, সুন্দরী বাহির হইয়া গেল, তিনি এখন একাকী হইলেন । সুন্দরীকে উদ্দেশ্য করিয়া স্বগতবাক্যে তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমার আরাধ্যা প্রণয়িনি ! তোমার মুখখানি দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার প্রাণে যে কতখানি লালসা, মুখে বলিয়া তাহা জানাইতে পারি না ! চকিতমাত্র তোমার বদন নিরীক্ষণ করিয়া রাও আমাকে যে কথা বলিয়াছে, তাহাতে আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তোমার বদনের সৌন্দর্য্য সংসারে অতুল ! ওঃ ! রাও আমাকে ঠিক কথাই বলিয়াছে ! তোমার যেরূপ স্বগঠন, তাহাতে মুখখানি যে তদনুরূপ মনোহর হইবে, প্রথমাবধিই আমার সেই ধারণা জন্মিয়াছিল ! এখনও সেই ধারণা আমি পোষণ করিতেছি ! সুন্দরি ! কি মোহন মন্ত্রে তুমি আমার চিত্তকে বশীভূত করিয়াছ ! কি গুণে তুমি আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছ ! আমার লর্ড উপাধি, আমার ধনসম্পত্তি অপর একজন দাবীদার গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে, সেইগুলি বজায় করিয়া দিতে কি প্রকার ক্ষমতা তুমি ধারণ করিয়াছ, এখনও তাহা আমি জানিতে পারিতেছি না । আর বিলম্ব নাই ! একটু পরেই আমি সমস্ত জানিতে পারিব ! তোমার নাম জানিব,—তোমার পদ-সম্পদ অবগত হইব,—তোমার বিমল চন্দ্রমুখখানি দর্শন করিব,—আমার সমস্ত বাসনা পরিপূর্ণ হইবে ! মোহিনি ! আমি জানিতে পারিতেছি, তুমি জগতের মানবী নও,—স্বর্গের দেবকণ্ঠ ! তোমাকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অচিরেই আমি অমরাবতীর অমরানন্দলাভের অধিকারী হইব ।”

‘প্রেমবিহ্বল লর্ড ক্লোরিমেল উচ্চকণ্ঠে ঐ বাক্যগুলি উচ্চারণ করি-

লেন ; ইত্যবসরে দ্বার উন্মুক্ত হইল, বিবি ব্রেসকে সঙ্গে লইয়া পাদ্রী পুরোহিত পুনঃপ্রবেশ করিলেন ; দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন । পরক্ষণেই সেই দ্বার আবার উন্মুক্ত ;—আবার ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ । দ্বারের সমীপে বাগ্‌রা-ঘর্ষণের পূর্বশব্দ ; ঠিক বোধ হইল, রমণী যেন বাহির হইতে সত্য সত্যই গৃহমধ্যে আসিয়া উপস্থিত ।

নিমেষমধ্যে সেই রমণী আবার লর্ড ক্লোরিমেলের পার্শ্ববর্তিনী,—নিমেষ-মধ্যেই উভয়ের উভয় হস্ত একত্র বদ্ধ ; নিমেষমধ্যেই তাঁহারা উভয়ে টেবিলের নিকটে গিয়া পাদপীঠের উপর জাম্বু পাতিয়া বসিলেন ।

তৎক্ষণাৎ কার্য আরম্ভ হইল ; নিবিড় তিমিরাবৃত গৃহমধ্যে সেই পাদ্রী পুরোহিত ঐ অপূর্ণ রহস্যপূর্ণ অদ্ভুত অলৌকিক পরিণয়ের উপালনাময় পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

রোগী

শিরঃপীড়ায় কাতর হইয়া ফ্রেডারিক ড্রে গত রাতে নিদ্রা গিয়াছিল, সম্ভল নিদ্রা হইয়াছিল, প্রাতঃকালে জাগরণ করিয়া সে অমুত্তব করিল, পীড়া আরাম হইয়াছে। শয্যার উপরে বসিয়াই হাজিরাখানা খাওয়া ইচ্ছা, বিবি ব্রেস্ সেই ইচ্ছা অবগত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র খানা প্রস্তুত করিয়া সেই-খানে লইয়া গেল।

খানা উপস্থিত হইল, কিন্তু রোগী তাহা খাইতে পারিল না, বুঝিল, পাক-তলীর অজ্ঞতা, সঙ্গে সঙ্গে পূর্বরূপ শিরঃপীড়া; তখন তাহার ঔষধ-সেবনের ইচ্ছা হইল, বিবি ব্রেস্কে সেই ইচ্ছা জানাইলে, ব্রেস্ ঔষধ আনাইয়া তাহাকে খাওয়াইয়া দিল, রোগী সমস্ত দিন শুইয়া রহিল।

গত রাতে যাহা যাহা ঘটনা হইয়াছিল, বিবি ব্রেস্ একে একে তৎসমস্ত বিবরণ ফ্রেডারিককে জানাইল; ফাঁসীরাঁড়ী, কারোটিপোল ও কিঙ্কিন্গ্রাণ্ড বসিয়াছিল, জোরে জোরে ভয় দেখাইয়া হাজার পাউণ্ড আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে; লর্ড ফ্রোরিমেলের ছোকরা চাকর আসিয়াছিল, তাহার কথামত কার্য করিয়া গিয়াছে, সে কার্যে অনেক টাকা লাভ হইবে, তাহাও শুনাইল; উৎপীড়কদিগের দৌরাস্ত্র-শ্রবণে ফ্রেডারিক বিরক্ত হইল, ফ্রোরিমেলের কাথোর সংবাদে আনন্দ পাইল, দিনমানে তাহার অমুখ কমিল না, শয্যায় শয়ন কারয়া সমস্ত দিন এপাশ ওপাশ করিয়া ছট্ফট্ করিল, মানসিক উৎকণ্ঠায় শারীরিক অমুখ বরং বৃদ্ধি হইল, সন্ধ্যার পর কিঞ্চিৎ আরামবোধ; আরামে আরামে নিদ্রার আদির্ভাব।

উপপত্তি ঘুমাইল, বিবি ব্রেস্ অবসর পাইল, রাও যাহা অঙ্গীকার করিয়া রাখিয়াছে, সেই অঙ্গীকারমত কার্য করিবে, অতএব সে তখন সেই কাথো চলিয়া গেল।

ড্রে যখন জাগিল, তখন দেখিল, টেবিলের উপর বাতী জলিতেছে; ব্রেস্কে ডাকিল, কেহই উত্তর দিল না। আবার তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, আবার পাকাশয়ে বস্তুণা, সর্বপ্রকার অমুখ শুনরাগত; বিছানার উপর

বার্লিশ ঠেস দিয়া বলিল, অত্যন্ত পিপাসা ;—এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিতে পাইল, টেবিলের উপর একটা গ্লাসে জলমিশ্রিত মদ্য ;—পান করিবার ইচ্ছায় হাত বাড়াইয়া গ্লাসটা ধরিল, মুখের কাছে তুলিল, দুর্গন্ধ অনুভূত হইল, তাহ কাঁপিয়া উঠিল, গ্লাসটা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল । তাহার সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল ; কেন কাঁপিল, কিছুই বুঝিল না, সত্য সত্য কি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, সে বিষয়ে কিছুমাত্র অনুমান করিতে না পারিয়া যন্ত্রণাপীড়নে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, “কি উৎপাত ! আমার এ কি হইল ?”

দারুণ পিপাসা ; কিন্তু মদ খাইতে কিংবা জলপান করিতে প্রবৃত্তি হইল না ; ভাবিল, একটু চা খাইলে উপকার হইতে পারে । আরও ভাবিল, সমস্ত দিন কিছুই আহার করে নাই, কিঞ্চিৎ পুষ্তিকর দ্রব্য আহার করিলে সুস্থ হইতে পারে । পাকস্থলীর বেদনাটা আর কিছুই নয়, কেবল ক্ষুধার উৎপীড়ন । নানাখানা ভাবিয়া রোগী আবার উচ্চৈঃস্বরে বিবি ব্রেসের নাম ধরিয়া ডাকিল, কোন উত্তর পাইল না ; ঘণ্টাপ্রদান করিবার অভিনায়ে ঘণ্টার দড়ি ধারণ করিল, এত জোরে টানিল যে, তার ছিঁড়িয়া গেল, ঘণ্টা বাজিল না ।

রাগে তাহার মুখে গাঁজা ভাঙিতে লাগিল, চীৎকার করিয়া বলিল, “অধঃপাতে যাক্ ! কুকুরের মত মারিয়া ফেলিবার জগ্গ কি আমাকে এখানে ফেলিয়া গিয়াছে ?”—এই ভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে, কত কি ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনোমধ্যে হঠাৎ আর একটা ভাবের উদয় হইল । মনে করিল, “আমার পীড়ায় সুবিধা পাইয়া, আমাকে এখানে ফেলিয়া, পোষাকওয়ালী হয়ত সহর ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছে ।”—ভাবিতে ভাবিতে ঘন ঘন কম্পিত হইয়া সে আবার উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ওঃ ! সেই কথাই ঠিক ! পলাইয়া গিয়াছে ! দিনকতক কেবল আমেরিকায় পলাইবার পরামর্শ করিতেছিল, গত রাত্রেও বার বার আমাকে সেই সব কথা শুনাইতেছিল, ঠিক তাই ! মাগীর সব টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, পাওনাদারেরা সর্বদাই তাপাদা করিতেছে, সেই জগ্গই পলাইয়াছে । ডাকাতের মেয়েদের কথাগুলো, লর্ড ক্লোরিমেলের চাকরের কথাগুলো মিথ্যা ! হয়ত কেহই আইসে নাই ! সর্বৈব মিথ্যা ! জলনা করিয়া পলাইয়াছে । উঃ ! কি যন্ত্রণা ! যেন বিষ ! মাথাব্যথা, পেটব্যথা, এ সমস্তই যেন বিষের কার্য্য ! পানীয়সী হয়ত আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে !”

রোগীটা শুইয়া পড়িল, খানিকক্ষণ মরামানুষের মত চূপ করিয়া পড়িয়া রহিল ; তাহার পর আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া বলিল, অতিকষ্টে ষটা হইতে

নামল, ভিভিও হইতে একটা আলখান্না টানিয়া লইয়া সর্ব্বাক্ষেপে গড়াইয়া, তৎপরে বাতীটা হস্তে লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। চলিবার শক্তি নাই, পা যেন উঠে না, পাশাণের মত ভারী। এক হাতে সিঁড়ির রেলিং, এক হাতে বাতী, এইরূপে অতি কষ্টে আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, এক একবার একটু সোজা হয় এক একবার হামা-ধুঁড় দেয়, এক একবার সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িতে ইচ্ছা হয়, সর্ব্বাঙ্গ অবশ ; উপর-বেদনা, শিরোবেদনা সম্ভাব, একটুও কমে নাই। অত্যন্ত কাতর হইয়া লোকটা প্রায় গড়াইয়া পড়াইয়া সিঁড়ির নীচের ধাপে উপস্থিত হইল।

যে বৈঠকখানায় বিবি ব্রেস সর্ব্বদা বসে, সেই বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া, চতুর্থাগাটা দেখিল, টেবিলের উপর মোমবাতী জলিতেছে, ঘড়ীর বাকস পোলা রহিয়াছে, নিকটে একটা মদের গ্লাস, তাহাতে একটু মদও আছে। তাই দেখিয়া লোকটা কি ভাবিল ; মাগীটা বাড়ী ছাড়িয়া পলাইয়াছে, সে ভাবনাটা দূরে গেল, লক্ষণে বুঝিল, মাগী পলায় নাই, কিন্তু সে যে তাহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, মনের ভিতর সে ধারণাটা সম্ভাব্যে তোলাপাড়া করিতে লাগিল। মন অত্যন্ত চঞ্চল ; সে তখন খুব জোরে জোরে ঘণ্টা বাজাইয়া দিল, একজন কিঙ্করী প্রবেশ করিল। ড্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মেমসার কোথায় ?” দাসী উত্তর করিল, “মিনিট দুই হইল, তিনি পাশের বাড়ীতে গিয়াছেন।”

উত্তর পাইয়া ড্রে বলিল, “আচ্ছা, তুমি এখন যাইতে পার।” কিঙ্করী চলিয়া গেল ;—লোকটা যেভাবে কথা কহিল, তাহা শুনিয়া ও তাহার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া দাসী অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিল। সে চলিয়া যাইবার পর বহু-পতুর আঁর গর্জন করিয়া ফ্রেডারিক বলিয়া উঠিল, “পৃথিবীর সমস্ত বর ও সমস্ত বরষাত্রী আজ রাত্রিতে যদি এ বাড়ীতে উপস্থিত থাকে, তাহা হইলেও মাগীকে আমি খুঁজিয়া বাহির করিব ;—সে আমাকে বিষ খাওয়াইয়াছে, আমি তাহার নামে নালিস করিব।”

উচ্চৈঃস্বরে এই কথাগুলি বলিয়াই ফ্রেডারিক ড্রে যেন পাশেলের মত হইয়া বধাশক্তি ক্ষতপতিতে পাশের বাড়ীতে চলিল, বাড়ীতে পৌঁছিয়া সমুখের দর-প্রবেশিল। গৃহ জনশূন্য ; জনপ্রাণীরও সন্ধান নাই ; দোকানের কিঙ্করীরা উৎকণ্ঠিত থাকে, কিন্তু যে রাত্রি কেহই ছিল না। ব্রেসের রহিত পরামর্শ করিয়া দর-দর-উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিল, দাসীদের উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন

নাই, সেই উপদেশানুসারে তাহারা স্ব স্ব গৃহে শয়ন করিয়াছিল। ফ্রেডারিক সেখানে কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

রোগী তখন সেই মহলের কার্পেট-মণ্ডিত সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরের চাতালে গিয়া উঠিল, সম্মুখে যে শ্রুঙ্গিত বৃহৎ বৈঠকখানা, সরাসর সেই বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত ; বিবি ব্রেস্ ও বর কতাদিগকে সেই ঘরে দেখিতে পাইবে, সে এইরূপ মনে করিয়াছিল। পূৰ্বপরিচ্ছেদে উক্ত হইয়াছে, বিবাহের মন্ত্রপাঠ গৃহটি ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত ছিল, এই সময়ে সহসা দ্বার উন্মোচিত হইবামাত্র ফ্রেডারিকের হস্তস্থিত বাতীর আলোকরশ্মি গৃহ-মধ্যে প্রতিভাসিত হইল, চৌকাঠের উপর আলখাল্লা-জড়ানো কম্পিত কলেবর ফ্রেডারিকের বিকট মূর্তি।

পাত্রীর কণ্ঠ হইতে সভয় চীৎকারধ্বনি-বিনির্গত,—বরের রসনায় সক্রোশ গর্জন, পুরোহিতের রসনা স্তব্ধ, ভূতের মত উপপতির বিকট মূর্তি দর্শনে বিবি ব্রেস্ ভয়ে বিষয়ে বিস্তম্ভিত !

এই সময় নতন পাত্রীর দিকে লর্ড ক্লোরিমেলের নেত্র নিপতিত হইল ; হেধিবামাত্র তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ রমণী তাঁহার অজ্ঞাত মোহিনী নহে, এ রমণী স্বর্গাকার ও রুশাকী দেধিবামাত্র তাঁহার সন্দেহ হইল, চঞ্চল-হস্তে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মুখের ঘোমটা খুলিয়া ফেলিলেন। মহাবিস্ময় উপস্থিত। মুখ দেখিয়াই লর্ড বাহাদুর তখনই চিনিলেন, কারোলাইন ওয়াল্টার।

সময়ে সেই গৃহমধ্যে যে ভীষণ দৃশ্য উপস্থিত হইল, তাহা বর্ণ্যতীত, বিবি ব্রেস্ সহসা কারোলাইনের মুখ দেখিয়া ভয়ে কাঁপিয়া একখানা চেয়ারের উপর মুর্ছিতা হইয়া পড়িল ; লর্ড ক্লোরিমেল হয় ত কোন প্রতারণা বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই প্রতারণার সহকারী ভাবিয়া হয় ত তিনি সকলকেই শাস্তি দিবেন, সেই ভয়ে পাত্রী পুরোহিত টোরিয়ন্স কলওয়েল চুপি চুপি গৃহ হইতে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইলেন। এই অবসরে ফ্রেডারিক ডে সেই জগদ্র বাতী হস্ত লইয়া চৌকাঠের উপর হইতে নামিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বাতীটা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লর্ড ক্লোরিমেলের, কুমারী কারোলাইনের এবং মুর্ছিতা পোষাকওয়ালীর মুখের দিকে তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল।

মহাক্রোধে লর্ড ক্লোরিমেলের সর্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, সজোরে কারোলাইনের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া লগ্নজনে তিনি বলিলেন, “ও পরমেশ্বর!

এক কাণ্ড ! কারোলাইন ! তুমি মায়া করিয়া ছোকরা চাকরের বেশ ধরিয়া এই প্রবঞ্চনা করিয়াছিস্ ! সেই অজ্ঞাত-রমণী ন্যূনাধিক পরিমাণে তোর এই প্রবঞ্চনায় সহায়তা করিয়াছে ! উভয়েই তোরা একযোগ ! আমি পাগল, আমি মূর্থ, কিছুই বুঝিতে পারি নাই ! ও ! আর একটা কথা আমার মনে পড়িতেছে ;—আমার চিঠিপত্র, কাগজপত্র, মূল্যবান দলীলপত্র তুমি চুরি করিয়াছিস্ !”

সতের লর্ড বাহাহুরের মুখপানে ক্রমশঃ তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঘণার স্বরে কারোলাইন বলিল, “মি লর্ড ! যদি আমি আপনার খানকতক সামান্য পাচ মেন্ট গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাকে যদি আপনি চুরি বলেন, তাকে তাবুন দেখি, আপনি আমার উপর যে ভয়ঙ্কর ডাকাতী করিয়াছেন, উহার সঙ্গে কি সেই সামান্য চুরির তুলনা হয় ?”

ক্রোধে ও বিস্ময়ে লর্ড ক্লোরিমেল ! বলিয়া উঠিলেন, “কি ! তোর উপর ডাকাতী ?”

কারোলাইন উত্তর করিল, “হঁ! আমার উপর ডাকাতী ! আপনি আমার কুমারী-বর্ষ অপহরণ করিয়াছেন, আপনি আমার সুখের আশা হরণ করিয়াছেন ! অগ্রে মাথায় তুলিয়া শেবকালে পদতলে দলন করিয়াছেন ! মঙ্গলের

পনাকে আমি প্রাণ-মন সমর্পণ করিয়াছিলাম, সে আশঙ্ক জলাঞ্জলি হইল, আপনার ভালবাসা আমার পক্ষে অতিসম্পাত হইয়া দাঁড়াইল ! প্রতিফল,—আমি আপনাকে আরো অধিক প্রতিফল দিব ;—এখনও অনেক বাকী !”

তীব্রস্বরে এই কথা বলিয়াই কুমারী কারোলাইন যেন বিহ্বাদ্বেগে ছুটিয়া গৃহ হইতে বাহির হইল, লর্ড ক্লোরিমেল তাহাকে ধরিবার জন্ত পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতেছিলেন, কিন্তু কারোলাইন বাহির হইয়াই দ্বারে চাবী বন্ধ করিল ; গৃহমধ্যে লর্ড ক্লোরিমেল কয়েদ ।

“ব্যাপারখানা কি ?—কারোলাইন আবার কি করিতে চায় ? আবার কি প্রভারণা তাহার মনে আছে ?”—নিমেষমধ্যে লর্ড ক্লোরিমেল মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন ; কিন্তু নানাপ্রকার অল্পমান করিয়াও কিছু মীমাংসা করিতে পারিলেন না । দ্বারের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিলেন, বিবি ব্রেস্ ওইয়া ওইয়া হাঁপাইতেছে, তাহার চৈতন্ত ফিরিয়া আসিতেছে ; বাতী হস্তে লইয়া, নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রোধাত্মক ড্রে ঘণা বিধে

যখন যখন তাহার দিকে চাহিতেছে। ভাবগতিক দেখিয়া, ভয় পাইয়া লর্ড ক্লোরিমেল বিড়বিড় করিয়া কি বলিলেন, কিছু বুঝা গেল না।

একজন তৃতীয় ব্যক্তি গৃহমধ্যে আছে, ফ্রেডারিক এতদ্রূপ তাহা ভুলিয়া গিয়াছে; এই সময় তাহার চমক হইল, লর্ড বাহাধুরকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল; কুকুরের মত ঘেউ ঘেউ রব করিয়া গৃহমধ্যে ঘুরিতে লাগিল, হাতেও বাতীটা ছাড়িয়া ফেলিয়া দিল; গৃহ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। লর্ড ক্লোরিমেল এবং বিবি ব্রেসের কণ্ঠে সেই কুকুররব প্রবেশ করিয়াছিল।

যে ঘরে সেই অজ্ঞাত-রমণী বন্দিনী, কারোলাইন ইত্যবসরে সেই ঘরের নিকটে গিয়া, দ্বারের চাবী খুলিয়া, চাৎকারস্বরে বলিল, “পলাও - পলাও ! - লেডী ! যদি ধরা পড়িবার ভয় থাকে, তবে এই বেলা শীঘ্র পলাও !”

ঠিকা-গাড়ীতে আসিবার সময় অজ্ঞাত-রমণী যে পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল, এই বাড়ীতে পৌছিয়া সে পোষাক ছাড়িয়া বিবাহের পোষাক পরিয়াছিল, এখন আবার পূর্বপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, চকলস্বরে কারোলাইনকে জিজ্ঞাসা করিল, “হইয়াছে কি ? আমার ভাগ্যে কিরূপ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা ?”

কারোলাইন উত্তর করিল, “আমার ফিকিরটা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হয় নাই, আর একটু সময় পাইলেই আমি লর্ড ক্লোরিমেলের বনিতা হইতাম। আর এক সময়ে তোমার সহিত দেখা করিয়া সে সব কথা বলিব; এখন আমার এই মিনতি যে, যদি কেলেঙ্কার ভয় থাকে, তবে শীঘ্র পলাও ! - শীঘ্র পলাও !”

আর দ্বিরুক্তি না করিয়া, কারোলাইনকে দ্রুতবাদ দিয়া, অজ্ঞাত-সুন্দরী তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে নামিয়া আসিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যে বাক্সটি সে সঙ্গে আনিয়াছিল, বাহার মধ্যে কতাসজ্জার বসনগুলি রাখিয়াছিল, সে বাক্সটা তিনি সঙ্গে লইয়া গেলেন না।

ভয় দেখাইয়া, সেই স্ত্রীলোককে বিদায় করিয়া দিয়া কারোলাইন ওয়াল্টার দ্রুতগতি নিজের নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিল; বিবাহ করিবার ক্ষণ যে দ্রুত পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া খুলিয়া ফেলিল, পূর্ববৎ চাকরের উদ্দী পরিধান করিল; কিন্তু কয়েদীরা পাছে দ্বার ভাঙিয়া বাহির হয়, সেই ভয়ে হাতে মুখে কৃষ্ণবর্ণ রক্ত মাখিতে পারিল না, দেহী হইলে পাছে ধরা পড়ে, ইহা ভাবিয়া শীঘ্র শীঘ্র সে বাটী হইতে পলাইয়া গেল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ভয়ঙ্কর খুনোখুনি ।

সেই অন্ধকার গৃহে লর্ড ক্লোরিমেল, বিবি ব্রেস্ এবং ফ্রেডারিক ডে উপস্থিত। হাতের বাতীটা কার্পেটের উপর ফেলিয়া দিয়াই ফ্রেডারিক নিজেকে আছাড় খাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। গালিচার উপর ছটফট করিতে করিতে সেই লোকটা যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর তায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া বারংবার কুকুরের তায় খেউ খেউ গর্জন করিতে লাগিল; এক একবার দাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করে, তখনই আবার ঘুরিয়া পড়িয়া যায়, এই প্রকার অবসন্ন ভাব।

অন্ধকারে ঐরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা হওয়াতে লর্ড ক্লোরিমেল ভয় পাইয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, “লোকটা কে? ইহার হইয়াছে কি?”

দ্রীলোকের সম্মুখে পুরুষের ভয় পাওয়া বড় লজ্জার কথা, বিবি ব্রেস্ পাছে তাহাকে ভীত মনে করে, ইহা ভাবিয়া তিনি একটু সাবধান হইবার প্রয়াস পাইলেন, বিবি ব্রেস্ বুঝিয়া লইল, সত্য সত্যই ভয়।

লর্ড ক্লোরিমেল যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কথায় জ্বপে না করিয়া ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, “লোকটার কি রোগ হইল? পাগল হইয়া গেল! বেজায় পাগল!”

উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিতে বলিতে বিবি ব্রেস্ ছুটিয়া ঘন্টা বাজাইতে গেল, রজ্জু ধরিয়া এত জোরে টানিল যে, দড়ীটা ছিঁড়িয়া পড়িল।

ক্লোরিমেল চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন, “কি করিলে? ঘন্টার দড়ীটা ছিঁড়িয়া ফেলিলে?”

ব্রেস্ বলিল, “আরও ঘন্টা আছে, তাহাই আমি বাজাইব।” এই বলিয়া দ্বিতীয় ঘন্টার নিকটে গিয়া সে একটু সাবধানে দড়ী ধরিয়া টানিল, বলিতে লাগিল, “হায় হায়! ফ্রেডারিক পাগল হইয়া গিয়াছে! পাগল হইয়া গিয়াছে! প্রলাপ বকিতেছে! বকিতে বকিতে আমাদের সমস্ত গৃহ কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিবে!”

প্রথমে যে ভয়টা আসিয়াছিল, তাহা একটু কমিলে লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন, “লোকটা যাহা প্রকাশ করিবে, তাহা আমি গ্রাহ্য করিব না; উহার কথায় আমার কিছুই হইবে না। দেখ বিবি ব্রেস্, এইযাত্র তোমরা যে চাতুরী খেলিলে, তাহার মধ্যে তুমিও আছ, সকলেই একযোগে।”

ব্রেস্ বলিল, “না না,—না মি লর্ড! আমি নির্দোষী। ওঃ! লোকটা কি বকিতেছে! কত কথা বলিতেছে! কতই কপিতেছে! সর্বদা টান ধরিতেছে! মি লর্ড আমি নির্দোষী! আপনি যাহা ভাবিতেছেন, তাহা আমি নই, আপনার সহিত প্রতারণা আমি করি নাই। আপনি যেমন প্রতারিত হইয়াছেন, আমিও সেইরূপ প্রতারিত হইয়াছি।”

লর্ড বলিলেন, “পূর্বে ভোমাতে আমাতে বৈরুপ সত্তাব ছিল, তাহা মনে করিয়া তোমার কথাতে আমার বিশ্বাস হইতে পারে, কিন্তু দোহাই পরমেশ্বর! আবার ঘণ্টা বাজাও, নতুবা এখনই দরজা ভাঙ্গিয়া—”

ঠিক এই সময়ে সিঁড়িতে মানুষের পদশব্দ শুনা গেল। কাহারো উপরে উঠিয়া আসিতেছে। একটু পরেই দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা; বন্ বন্ শব্দে দ্বার খুলিয়া গেল, বিবি ব্রেসের দুইজন চাকর প্রবেশ করিল। ভাঙার বন্ধন গুঁহে ছিল, ঘন ঘন ঘণ্টার ধ্বনি শুনিয়া ভয় পাইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে।

অবিলম্বে আলো জালা হইল। ফ্রেডারিক ড্রে ভূতলে পড়িয়া ধড়ফড় করিতেছিল, সর্ব শরীরে খেচুনি হইতেছিল, আগুন জলিতেছিল, মুখখানা মরা মানুষের মতন—গলার শিরাগুলো রক্তশূন্য মোটা হইয়া উঠিয়াছিল। বস্ত্রণয় অস্থির হইয়া লোকটা হাত পা ছুড়িতেছিল, ঠিক যেন ধনুষ্টকার।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া লর্ড ক্লোরিমেল আবার অত্যন্ত ভয় পাইলেন, সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, ক্ষতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া সে বাড়ী হইতে প্রস্থান করিলেন।

কাপুনিটা একটু থামিল; ফ্রেডারিক সে পুনর্মার কুকুরের মতন ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। বিবি ব্রেসের ভয় আরও বাড়িয়া উঠিল। সে বাবিতে লাগিল, লোকটা প্রলাপ বকিলে পাছে সেই গুপ্তহত্যার কথাগুলো বলিয়া কেলে, ব্যক্তিখানার পশ্চাতে পাথর চাপা শোরের কথা পাছে প্রকাশ করে, সেই ভয়ই অধিক। সে তখন দুইজন চাকরকে বলিল, “তোমরা দুইজনে ধরাধরি করিয়া এই রোগীকে রিকটের দরুন ধরে লইয়া চল। তাহারো তাহাই

করিল। ব্রেস্ বলিল, “তবে তোমরা এখন চলিয়া যাও, আমি এখনকার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিব।” এক জন চাকর বলিল, “ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে হইবে কি?” ব্রেস্ সে কথায় ‘না’ বলিতে সাহস করিল না, সুতরাং ডাক্তার ডাকিবার আদেশ দিল। চাকরেরা চলিয়া গেল।

পোষাকওয়ালী একটু নিশ্চিন্ত হইল, রোগীটাকে তুলিয়া বিছানার উপর শুয়াইল, তাহার পিপাসা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, এক গ্লাস জল তাহার মুখের কাছে ধরিল। জল দেখিয়াই সর্বাঙ্গ কাঁপাইয়া, বিকট চীৎকার করিয়া, ফ্রেডারিক সক্রোধে এক ধাক্কা মারিয়া জলের গ্লাস শুদ্ধ বিবি ব্রেসের হাতখানা ঠেলিয়া ফেলিল।

সেই সময়ে তাহার যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইল, তাহা অতীব ভয়ঙ্কর। সর্কশরীরে টঙ্কার, চক্ষু স্থির, কণ্ঠে ঘড় ঘড় শব্দ, জিব বাহির হইয়া পড়িল, মুখে গাঙ্গা ভাঙিতে লাগিল; গলায় কাঁসী দিলে যেমন যন্ত্রণা হয়, সেইরূপ যন্ত্রণা প্রকাশ। পরক্ষণেই প্রলাপ! লোকটা গৌঁ গৌঁ করিয়া কাতর-বচনে বলিতে লাগিল, “দোহাই! আমাকে খুন করিও না! সেই পাথরের নীচে আমার এই দেহটা গোর দিও না!”—এই সব কথা বলিতে বলিতে সে যেন তখন বিছানার উপর কুণ্ডলী পাকাইল; পৃষ্ঠে লাঠী মারিলে সর্প যেমন কুণ্ডলী পাকায়, সেইরূপ কুণ্ডলী।

বিবি ব্রেস্ হতবুদ্ধি হইয়া গেল; কি করিবে, কি হইবে, শেষে কি দাঁড়াইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। একবার ভাবিল, বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিলে ভাল হয়; আবার ভাবিল, ডাক্তার ডাকিতে লোক পাঠান হইয়াছে, ডাক্তার আসিবে, আসিয়াই অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারিবে, কিসে মরিল; ইহা ভাবিয়া বিষ খাওয়াইতে সাহস করিল না, কিন্তু মারিয়া ফেলিবার ইচ্ছাটা বলবতী রহিল। এতক্ষণ বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে, তজ্জন্ম আপনাকে দিক্কার দিতে লাগিল। উদাস-নয়নে অভাগিনী গৃহের চতুর্দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপঙ্কালন করিল, কি উপায়ে এই দারুণ যন্ত্রণা দূর হয়, তাহাই যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল; কিন্তু কোন উপায় খুঁজিয়া পাইল না। খুন করিতে সাহস হইল না, প্রকাশ হইবার ভয়, বাঁচাইয়া রাখিতেও সাহস হইল না;—লোকটা যদি প্রলাপোক্তির সময় পূর্বখনের কথা প্রকাশ করিয়া কেলে; নিশ্চয়ই কাঁসী কাঠে বুলিতে হইবে। দুই দিকেই জীবন-সঙ্কট। নরহত্যার অপরাধ! দৈত্যের দণ্ড নিকটবর্তী হইতেছে!

পাপীয়াসী হত্যাকারিণী চতুর্দিকে যেন কবরের মূর্তি—নরকের মূর্তি দর্শন করিতে লাগিল ! বিষম বিভীষিকা !

হতভাগিনীর প্রাণে তখন যে প্রকার নিদারুণ যন্ত্রণা, পৃথিবীর কোন ভাষায় তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। তাহার উপপতি বিছানার উপর ছটফট করিতেছে, তাহাকে যেন ভূতে পাইয়াছে, ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান যাইতেছে, ক্ষণে ক্ষণে অল্প অল্প চৈতন্য আসিতেছে। পাপিনী বিবর্ণ-বদনে নিকটে দাঁড়াইয়া সেই ভীষণ দৃশ্য অবলোকন করিতেছে ; মুখের স্বাভাবিক বর্ণ এককালে বিলুপ্ত।

অবশেষে ফ্রেডারিক ড্রে একটু স্থির হইল, খিঁচুনি একটু থামিল, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান আসিল না। বিবি ব্রেস্ নিকটেই ছিল, ফাল-ফাল-চক্ষে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল,—কিন্তু চিনিতে পারিল না ; চিনিতে না পারিলেও সেই মূর্তি দেখিয়া ঘৃণা, আতঙ্ক ও অবিশ্বাসের আবির্ভাব।

রোগীর যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময় ধীরে ধীরে গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, এক জন চাকরের সহিত ডাক্তার সাহেব প্রবেশ করিলেন। বিবি ব্রেসের কিংবা তাহার দোকানের কিষ্করীদের অশুখ হইলে পূর্বে পূর্বে এই ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা করিতেন। রোগীর বিছানার নিকটে উপস্থিত হইয়া ডাক্তার সাহেব অবস্থা দর্শন করিলেন, নাড়ী পরীক্ষা করিলেন, তাঁহার ভয় হইল ; চাবুক মারিলে কুহুর যেমন কাঁপিয়া উঠে, ডাক্তার একবার সেইরূপে কাঁপিলেন ; বিষম সন্দেহে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিলেন। ডাক্তারকে দেখিয়া ফ্রেডারিক ড্রে আবার পূর্বের ভায়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া শয্যার উপর ঘুরিতে আরম্ভ করিল ; খাটখানা পর্য্যন্ত কাঁচ—কৌচ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

শয্যার নিকট হইতে একটু সরিয়া আসিয়া ডাক্তার সাহেব রোগীর শরীর ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার শ্বস্ দেখা না যায়, সেই ভাবে সাবধান হইয়া দাঁড়াইয়া, ইসারা করিয়া বিবি ব্রেসকে নিকটে ডাকিলেন, চুপি চুপি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগের যেরূপ যেরূপ লক্ষণ দেখিয়াছিল, যতদূর পারিল, সেই সকল কথা বিবি ব্রেস এক এক করিয়া সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলিল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, “রোগ হইবার পূর্বে এই ব্যক্তি কোন প্রকার আঘাত পাইয়া ছিল কি না ?”

ব্রেস উত্তর করিল, “তাহা আমি জানি না।”

ডাক্তার পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহার কোন রকম কুকুর পোষা আছে কি না ?”

ব্রেস্ উত্তর করিল, “না,—কুকুর রাখে না ; কুকুরজাতিকে আসলেই দেখিতে পারে না।”

ডাক্তার সাহেব তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “পূর্বে কখনও ইহাকে কোন কুকুরে দংশন করিয়াছিল কি না, তাহা তুমি জানো ?”

সাম্ভাতিক আতঙ্কে কম্পিত হইয়া বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, “ও পর-মেশ্বর ! হাঁ,—একদিন একটা কুকুর আমার খাটের নীচে লুকাইয়াছিল, এই ব্যক্তি তাহাকে তাড়া করাতে সেই কুকুর ইহার বাহুমূলে আঁচড়াইয়া দিয়াছিল, সেই কথা এখন আমার মনে পড়িতেছে ।

গম্ভীর-বদনে গম্ভীর-স্বরে ডাক্তার বলিলেন, “তবে আর ইহার জীবনের আশা নাই ; অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহার প্রাণ যাইবে । দেখ, ভরসায় বুক ঝাধো ;—শৃগাল-কুকুর-দংশনে জলান্তক রোগে মৃত্যু বড় ভয়ঙ্কর ; মৃত্যুর পূর্বে ভয়ানক যন্ত্রণা হয় । ক্ষণকালমধ্যেই, সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য তোমাকে দেখিতে হইবে ।”

বিবি ব্রেসের সর্কশরীর কাঁপিয়া উঠিল ; কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, “উঃ ! তবে তো মহা ভয়ঙ্কর রোগ !”

ডাক্তার বলিলেন, “হাঁ, মহা ভয়ঙ্কর ! সাম্ভাতিক !—জলান্তক রোগ ! পৃথিবীর কোন চিকিৎসায় ইহার প্রাণরক্ষা হইবে না,—শীঘ্রই মরিবে ।”

কম্পিত-হস্তে ডাক্তারের হস্ত ধারণ করিয়া শক্তিতা পোষাকওয়ালী কম্পিতস্বরে বলিল, “ডাক্তার !—ডাক্তার ! আমার তো কোন বিপদ হইবে না ? চিকিৎসার জন্ত আমি সর্বদা উহার কাছে থাকি, আমাকে যদি কামড়ায় কিংবা উহার মুখের লাল যদি আমার গায়ে লাগে, তাহা হইলে আমি তো মরিয়া যাইব না ?”

ডাক্তার বলিলেন, “না,—তাহাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, কোন ভয় নাই—দেখ দেখ,রোগী আবার সেইরূপ ছটফট করিয়া কম্পিত হইতেছে । আপাততঃ আমি একটা ঔষধ দিব, শীঘ্রই আমি আবার ফিরিয়া আসিতেছি ।”

যে ঔষধ দরকার, সেই ঔষধ আনিবার জন্তই ডাক্তার সাহেব অবিলম্বে তথা হইতে চলিয়া গেলেন, নিকটেই তাঁহার বাড়ী, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন,

এইরূপ কথা রহিল। ডাক্তারের অল্পপস্থিতিকালে রোগীর অঙ্গে পুনর্বার ঝেঁচুনী! আবার ভেউ ভেউ রব! আবার প্রলাপ! এক একবার কাতর বচনে বিবি ত্রেসকে সে বলিতে লাগিল, —“আমাকে খুন করিও না!” এক একবার বিকট-স্বরে গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিল, “পরমেশ্বর তোকে উচিতমত শাস্তি দিবেন!”—এক একবার বলিল, “না না, আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।”

ডাক্তার যখন ফিরিয়া আসিলেন, রোগীর ঝেঁচুনী তখন একটু থামিয়াছিল, জোর করিয়া, ভয় দেখাইয়া, ধমক দিয়া, ডাক্তার তাহাকে একমাত্রা অহিফেন খাওয়াইয়া দিলেন। ক্ষণমধ্যে অহিফেন ধরিল, রোগী সুমাইয়া পড়িল। স্বচ্ছল নিদ্রা। তখনই আবার জাগিয়া উঠিল। বিবি ত্রেসকে সোধোদন করিয়া ডাক্তার বলিলেন, আর একবার আর একমাত্রা ঔষধ খাওয়াইয়া দিও। যদি তুমি সহজে খাওয়াইতে না পার, তৎক্ষণাৎ আমাকে খবর দিও। মনে রাখিও, ঔষধটা দেওয়া হইতেছে কেবল উহার পরলোকে যাওয়ার পন্থা পরিষ্কার করিবার জন্য, ইহলোকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য নয়। কেহই উহাকে বাঁচাইতে পারিবে না; কাহারও সাধ্য নাই।”

ডাক্তার আবার চলিয়া গেলেন; বলিয়া গেলেন, “রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে যদি আমি খবর না পাই, তাহা হইলে দুই প্রহরের সময় আমি আবার আসিব।”

ডাক্তার বিদায় হইবার পর বিবি ত্রেস্ রোগীর শয্যার নিকটে বসিয়া, তাকে উদ্দেশ করিয়া আপন মনে বলিল, “আর আমি তোমাকে ডাকিব না।” অতঃপর নিদ্রিত রোগীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মুহূর্ত্তে পুনর্বার বলিল, “আমার গ্রন্থদেবতারা সুপ্রসন্ন, লোকটা মরিতেছে, আমাকে আর একটা খুন করিতে হইল না।”

এইরূপ স্বগত উক্তি করিয়া ভয়াভূরা বিবি ত্রেস্ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। বিংশতি বৎসর পূর্বের সমস্ত ঘটনা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। যখন তাহার নবযৌবনের সঞ্চার, সেই সময় অবধি কেবল কুপথে তাহার মতি, সঙ্গদোষে মদ্যপান, ব্যভিচার এবং নানাবিধ কুক্রিয়ায় তাহার নিয়ত অভ্যাস; সেই সকল দুষ্কার্যের ফলে এখন তাহার এই প্রকার দুর্দশা। যৌবনে তাহার রূপের ছটা অনেক লোকের চিত্ত হরণ করিয়াছিল, রূপের গরবে সে তখন পৃথিবী সরা জ্ঞান করিত, অহঙ্কারে মাটিতে পা দ্বিষ্ট না, কাহাকেও গ্রাহ

করিত না, উপরে যে একজন আছেন, একবারও তাহা ভাবিত না, শেষে কি হইবে, ভ্রমেও তাহা চিন্তা করিত না ; এখন একটা রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সম্মুখে ঘোর নরক দর্শন করিতেছে, মহাপাপ যেন ই। করিয়া তাহাকে প্রাস করিতে আসিতেছে, রোগীটা মৃত্যুযাতনায় বিছানার উপর ধড়ফড় করিতেছে, দেখিয়া দেখিয়া তাহার প্রাণ ঘন ঘন কাঁপিয়া উঠিতেছে। হায় ! সে যদি ধর্মপথে থাকিত, পাপের পথে যদি পদার্পণ না করিত, তাহা হইলে মনের সম্মুখে সংসারে মানগোরবে দিনযাপন করিতে পারিত। পূর্ব-অবস্থার যত কথা তাহার স্মরণ হইল, একে একে তৎসমস্ত চিন্তা করিয়া মনের আশ্রমে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

পাপচিন্তায় পাপীয়সী এইরূপ বিহ্বলা, ফ্রেডারিক ড্রে হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। শয্যাটক : শরীরে পূর্বাপেক্ষা অধিক খেঁচুনী ; মুখে ফেনপুষ্, চক্ষু দুটা যেন বাঘের চক্ষের জায় জলিতে লাগিল, মুখখানা ফুলিয়া উঠিল, গৌ গৌ করিয়া প্রশ্রুপ বকিতে আরম্ভ করিল। তাহার তখনকার অবস্থা দর্শন করিয়া স্থির হইয়া থাকা একেবারেই অসাধ্য।

বিকট-স্বরে লোকটা বলিতে লাগিল, “ছেড়ে দাও ! ছেড়ে দাও ! আমাকে ছেড়ে দাও ! উঃ ! পিশাচ !—পিশাচ !—নরকের পিশাচ ! আর মারিও না ! পিশাচেরা আমাকে বাধিয়াছে, জলন্ত লৌহদণ্ড প্রহার করিতেছে ! উঃ ! মাথা ভাঙিয়া গেল ! ভাঙিয়া গেল ! বুক পুড়িয়া গেল !—লোহার শীক পুড়াইয়া আমার চক্ষু টানিয়া বাহির করিল !— উঃ !—কালসর্প !—বড় বড় কালসর্প ফণা বিস্তার করিয়া আমার সর্বাঙ্গ জড়াইয়া ধরিয়াছে !—উঃ ! ছেড়ে দাও !—দেড়ে দাও !— আর আমি সহ্য করিতে পারি না !—উঃ !—পিশাচেরা আমাকে টানিয়া নরককূণ্ডে ফেলিতেছে !—উঃ !—মরামাত্ম ! মরামাত্ম !—উহাদিগকে এখন হইতে লইয়া যাও ! লইয়া যাও ! আমি খুন করি নাই ; আমি উহার গলায় কাঁসী দিয়া মারি নাই ; কে এমন কথা বলে ?—না,—না,—আমি না,— আমি খুন করি নাই !—এই পোষাকওয়ালী,—এই বিবি ব্রেস্ ! এই স্ত্রীলোক,—এই পোষাকওয়ালী নিজে খুন করিয়াছে ! আমাকে লোভ দেখাইয়াছিল ; আমি সেই দেহটা রক্তনগ্নহের পশ্চাতে পাথর-চাপা দিয়া গোর দিয়াছি ;— এই বিবি ব্রেস্ ! এই স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসিয়াছিলাম, ইহার উপর আমার লালসা ছিল ! ইহাকে আমি সন্তোষ করিয়াছিলাম ;—এখন

ইহাকে বুঝা করি।—লইয়া যাও ;—লইয়া যাও—আর একটা খুন!—দুইটা খুন!—দুইটাকেই এক জায়গায় গোর দিয়াছে ;—সেইখানে তোমরা সেই ছটা দেহ দেখিতে পাইবে।”

রোগীটা হঠাৎ থামিল, আর কথা বুঝা গেল না, — সে আবার কুসুরের মত খেউ খেউ রব করিতে লাগিল। বিবি ব্রেস্ এতক্ষণ অবাধ হইয়া লভয়-নয়নে রোগীর মুখপানে চাহিয়া ছিল, সহসা চক্ষু ফিরাইয়া দেখিল, সম্মুখে ডাক্তার সাহেব।

ব্রেস্কে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিলেন, “পূর্বেই আমি তোমাকে বলিয়া গিয়াছি, শেষটা বড়ই ভয়ঙ্কর দাঁড়াইবে। চক্ষের উপরই এখন তাহা দেখিতে পাইতেছ।”

বিবি ব্রেস্ চেয়ারের উপর বসিয়া নীরবে ফ্যাল-ফ্যাল-চক্ষে ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া ছিল। ভয় পাইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ডাক্তার সাহেব পুনর্বার বলিলেন, “ভয় পাইও না। হায় হায়! মানব-প্রকৃতির পরিণাম এই প্রকার। মানুষ—নখর মানুষ—দান্তিক মানুষ বুঝা অভিমান করে, আত্ম-গৌরবে অন্ধ হয়, কিন্তু শেষকালে সকলেরই এই দশা।”

কল্পিতকণ্ঠে বিবি ব্রেস্ অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, “রোগী একটু পূর্বে যে সকল কথা বলিতেছিল, তাহা কি আপনি শুনিতে পান নাই?”

ডাক্তার উত্তর করিলেন, “হাঁ, শুনিয়াছি। প্রলাপের সময় বিকারগ্রস্ত রোগীরা ঐ রকম অনেক কথা বলে। মিথ্যা কল্পনায় নিজের পাপ স্বীকার করে, অপরের নামেও মিথ্যা দোষ দেয়। শুনিয়া শুনিয়া আমার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, প্রলাপের কথা কদাচ সত্য বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না।”

লোকটা শীঘ্রই মরিবে, ইহা নিশ্চয় বুঝিয়া উচ্চকণ্ঠে বিবি ব্রেস্ বলিয়া উঠিল, “ওঃ! সত্যই কি এই রকম হয়?”

রোগী আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, “লইয়া যাও—লইয়া যাও,—মাগীকে এখান হইতে লইয়া যাও!—ঐ মাগী আমাকে শিখাইয়া দিয়াছিল,—ঐ মাগী আমাকে গোর দিতে বলিয়াছিল,—ঐ মাগী আমাকে একটা খুন করিতে বলিয়াছিল ;—কিন্তু প্রথম খুনটা ঐ মাগী নিজ হস্তেই—”

সজোরে কল্পিত-হস্তে ডাক্তার সাহেবের বাহু আকর্ষণ পূর্বক পাপী-য়নী যুত কল্পিতকণ্ঠে অতুরোধ করিল, “দোহাই পরমেশ্বর! রোগীটাকে আপনি আর এক মাত্রা আফিং খাওয়াইয়া দিন। কথা কহিবার সময়

তাহার মুখখানা ডাক্তারের মুখের দিকে উঁচু হইয়াছিল, সেই পাতুবর্ণ মুখ দেখিয়া কণেকের জন্ত ডাক্তার একটু ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই দিতেছি ; শিশিটা আমাকে দাও।”

বিবি ব্রেস্ অহিফেনের শিশিটা ডাক্তারের হাতে দিল, ডাক্তার তাহা লইয়া রোগীর মুখের কাছে ধরিতেছিলেন, এমন সময় ফ্রেডারিক ডে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ছুইখানা হাত ছুড়িল, ধাক্কা লাগিয়া ডাক্তারের হস্ত হইতে সেই শিশিটা দূরে ঠিকরাইয়া পড়িল।

ব্রেসের দিকে কুটিল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, এক হস্ত বিস্তারে তাহাকে দেখাইয়া দিয়া, সজ্ঞাথে রোগীটা আবার বলিতে লাগিল, “তাহারা আমাকে কঁাসী দিতে পারিবে না, —তাহারা আমাকে কঁাসী-কাঠে তুলিতে পারিবে না, —তাহারা আমার মাথায় নাইট্ ক্যাপ পরাইতে পারিবে না,—তাহারা আমার গলায় ফাঁস-দড়ী বাধিতে পারিবে না,—আমি নির্দোষী,—এই মাগী প্রথম লোকটাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াছে,—দ্বিতীয় লোকটাকে ফাঁসে জড়াইয়া মারিবার সময় আমাকে দড়ী টানিতে বলিয়াছিল,—তাহার পর একখান পাথর চাপা দিয়া দুইটাকে বাবুজীখানার পশ্চাতে গোর দেওয়া হইয়াছে,—একদিনে দুটা খুন হয় নাই,—এক দিনেই দুইটা গোর হয় নাই,—কিন্তু এক জায়গায় একটা গোরে দুটো মানুষ পাথর-চাপা আছে।”

পুনর্বার সজ্ঞারে ডাক্তারের বাহ আকর্ষণ করিয়া বিবি ব্রেস্ মিনতি-বচনে বলিতে লাগিল, “বহাশয় !—ডাক্তার ! প্রিয়বন্ধু !—আপনি শীঘ্র শীঘ্র ঐ লোকটার বাক্শক্তি লোপ করিয়া ফেলুন ! তাহা না হইলে আমি পাগল হইয়া যাইব।”

আবার রোগীর সর্কাদে ধনুষ্টকার ; সে আবার বলিতে লাগিল, “কাল-সর্প !—সেই কালসর্পেরা ফণা বিস্তার করিয়া আবার আমার সর্কাদে বেঠেন করিতেছে,—আরো জোরে পেষণ করিতেছে ;—গিশাচ—নরকের পিশাচেরা আমার অঙ্গে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে, আমার সর্কশরীর পুড়িয়া যাইতেছে !—পিশাচেরা আমাকে ফাঁসী-কাঠে তুলিতেছে,—মঞ্চের উপর তুলিতেছে !—সাদা টুপী মাথায় পরাইয়াছে—গলায় ফাঁস বাধিতেছে।—ওঃ ! অর্গল খুলিয়া গেল—শোনো ! রসো,—খামো !—এক নিমেষ—কেবল এক নিমেষমাত্র—আমি স্বীকার করিলাম—স্বীকার করিয়াছি—তবু আমাকে ফাঁসী দিবে ?—পাদ্রী—শোন—একটা শাবল লও—দ্বিতীয় মহলের

পশ্চাতের বাবুর্চীখানার পশ্চাদিকে যাও,—মাক্‌খানে একখানা পাথর আছে—
পাথরখানা উঠাইয়া ফেলো—গভীর—গভীর—খুব গভীর—গছেরে ভিতর—
দেখিতে পাইবে—দুইটা খুন—দুইটা মৃত দেহ গোর দেওয়া—আছে—ঐ—
ঐ—ঐ—তক্তাখানা সরিয়া গেল—পড়িলাম,—অর্গল বন্ধ হইল—যন্ত্রণা—
বেদনা—আগুন—হা পরমেশ্বর!”

কথা কহিতে কহিতে পুনর্বার রোগীটার সর্বশরীরে ভয়ানক খেঁচুনী
খরিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল উঠিল, নিমেষমাত্রেই পাপ-প্রাণ
বহির্গত ।

এই ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া পাপীয়সী বিবি ব্রেস্ অর্ধ জ্ঞান হারাইয়া
আরাম-চেয়ারের উপরে চলিয়া পড়িল, ডাক্তার সাহেব তাহার কাণের কাছে
দুইবার বলিলেন, “মরিয়াছে—মরিয়াছে রোগীটার শেষ-নিশ্বাস বহির্গত
হইয়াছে।” পাপিনী তখন বুঝিল, খুনের বানিকার ইহলোক হইতে চলিয়া
গেল, আর সে তাহাকে উৎপীড়ন করিতে আসিবে না, সে পক্ষে এক রকম
খাঁচা গেল, তাহার বুকের উপর হইতে যেন ভারী একটা বোঝা নামিয়া
গেল, মহা এক দায় হইতে সে যেন খালাস পাইল ।

“খালাস পাইলাম,” এইরূপ ধারণা হওয়াতে হত্যাকারিণী কথঞ্চিৎ সাহস
অবলম্বন করিল, সেই সূত্রে একটা উপস্থিতবুদ্ধি ষোগাইল, চক্ষু ঘুরাইয়া
আতঙ্কে আতঙ্কে সেই মৃতদেহের দিকে একবার চাহিল, মুখ বিকট, ভিহ্বা
বহির্গত, অধরোষ্ঠের দুই পার্শ্বে রক্তাক্ত ফেনপুঞ্জ, চক্ষু যেন ঠিকরাইয়া
বাহির হইতেছে! সেই বিকট মুখ দর্শন করিয়া সজ্ঞান পাপকারিণীর সর্ব-
শরীর কম্পিত হইল ।

চকিতনেত্রে ডাক্তারের মুখপানে চাহিয়া পাপীয়সী দেখিতে লাগিল,
জ্বালাতনরোগে পাগল হইয়া রোগীটা যত্নাকালে যে সকল ভয়ঙ্কর প্রলাপ
উক্তি করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিয়া ডাক্তারের মনে কিরূপ ধারণা হই-
য়াছে, চাহিয়া চাহিয়া তাহাই পরীক্ষা করিল, অবশেষে বলিল, “মরণকালে
লোকটা ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়াছিল।”

ডাক্তার বলিলেন, “এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমি অতি অল্প স্থানেই
দর্শন করিয়াছি, কদাচিৎ এমন ভয়ঙ্কর ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি।” ডাক্তার-
ের কথামূলক অনিবার সময় বিবি ব্রেসের তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহার মুখের উপরেই
নিক্ষিপ্ত ছিল, মুখের ভাব দেখিয়া সে বুঝিয়া লইল, কোন প্রকার সম্বোধন

সকল নাই ; রোগীর প্রলাপের একটা কথাও সত্য বলিয়া ডাক্তারের বিশ্বাস হয় নাই ।

লোকটা মরিয়া বলিয়া কতই যেন দুঃখ হইল, হৃদয়ে কতই যেন বেদনা লাগিল, কপট ভঙ্গীতে ও কণ্ঠস্বরে সেই ভাব জানাইয়া বিবি ত্রেস্ বলিল, “মৃত্যুর পূর্বে লোকটার অন্তরে কতই ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ভাবের উদয় হইয়াছিল, —যন্ত্রণার আবেগ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রবল হইয়াছিল ।”

ডাক্তার বলিলেন, “বিকারগ্রস্ত রোগীদের প্রলাপে সচরাচর ঐরূপই হইয়া থাকে । মনে মনে যে সকল ভীষণ-মুক্তি তাহারা কল্পনা করে, মরণ কালে চক্ষের নিকটে যেন সেই সকল বিভীষিকা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায় । তবে মেম সাব্ ! এখন আর আমার এখানে কোন কাজ নাই, আমি এখন বিদায় হইতে পারি, সেলাম ।”

বিবি ত্রেস্ ডাক্তারের পাণিমর্দন করিলেন, ডাক্তার বিদায় হইলেন । আশন বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া পাণীয়সী এক গ্লাস ত্রাণী পান করিল, অনন্তর একখানা চেয়ারে বসিয়া সেই অরণীয় রজনীর সমস্ত ঘটনা আত্ম-পুর্নিক চিন্তা করিতে লাগিল । রাত্রি দুই প্রহর অতীত ।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ ।

রিগ্‌ডেনের আফিস ।

লর্ড ক্লোরিমেলের সহিত কারোলাইনের বিবাহ হইবার সকল যোগাড় হইলেও শেব রক্ষা হয় নাই, পাঠক মহাশয় তাহা অবগত আছেন ; কারোলাইন সে অংশে সিদ্ধমনোরথ না হইয়া বিবি ব্রেসের বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছিল । তত রাত্রে বিবাহের কন্যার পোষাক পরিয়া লণ্ডনের সদর রাস্তায় বাহির হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করে নাই, সুতরাং পূর্বে যে ছদ্মবেশ ছিল, সেই বেশ ধারণ করিয়া—চাকরের উদ্দীপ্ত পরিয়া বাহির হয় । অধিকন্তু নারীবেশে বাহির না হইবার আর একটা কারণ, —ধাত্রী লিঙসের ধনের পর ঐ কারোলাইনকে খুনী আসামী বলিয়া ধরা হইয়াছিল, পুলিশ-কন্সটেবল পিটার গ্রমলীর সহিত যোগ করিয়া একটা ঘরের জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া কারোলাইন অশ্রুশা হয় ; সেই জানালার নীচে টেমস নদী, রাষ্ট্র হইয়াছিল, কারোলাইন নদীতে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়া মরিয়াছে ; বাস্তবিক মরে নাই, হিন্দুস্থানী বালক সাজিয়া লুকাইয়া ছিল । অবহাগত প্রমাণে অনেকের মনে সন্দেহ—কারোলাইন খুন করিয়াছিল ! এই রাত্রে সেই কারণে নারীবেশে বাহির হইতে কারোলাইনের ভয় ; চিনিতো পারিয়া পুলিশের লোক পাছে ধরে, সেই ভয়ে বালকবেশ ।

কারোলাইনের সঙ্গে কিছু টাকা ছিল, লর্ড ক্লোরিমেলের নিকটে চাকরী করিবার সময় যাহা জমাইয়াছিল, তাহা খরচ করে নাই ; বিবাহের বন্দোবস্তের জন্য কিয়দংশ খরচ করিয়াছিল, বাকী টাকা তাহার কাছেই আছে, রাস্তায় বাহির হইয়া ধানিক দূর গিয়া একখামা কাপড়ের দোকানের কাছে দাঁড়াইল । রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে, দোকান বন্ধ হইয়াছিল, কারোলাইন সেই দোকানের দরজায় করাঘাত করিল, দোকানী ঘর খুলিয়া দিল, তাহাকে দেখিয়াই কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, “কয়েক মাস পূর্বে একজন কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা তোমার দোকান হইতে বেদিনীর সজ্জা কিনিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা তোমার মনে পড়ে ?”

দোকানী একজন স্ত্রীলোক । সে জিজ্ঞাসা করিল, “কয়েক মাস

পূর্বে কভেই গার্ডন থিয়েটারে যে সময় নাট্যরঙ্গক্রীড়া হয়, সেই সময়ের কথা ?”

কারোলাইন বলিল, “হাঁ, সেই সময়ের কথা । তবে তুমি অবশ্যই আমাকে চিনিতে পারিয়াছে ।”

দোকানী বলিল, “হাঁ, ঠিক চিনিয়াছি । সেই রুম্ববর্ণ ছোকরা চাকরটি একটি সুন্দরী যুবতী, তাহাকে আমি সাজাইয়া দিয়াছিলাম, তুমি আমাকে অনেক টাকা দান দিয়াছিলে, সেই জন্য আমার বেশ মনে আছে । তোমার মঞ্চখানি আমার বেশ চেনা । আজ তোমার কি দরকার ?”

সেই কথা শুনিয়া কারোলাইন দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিল, নির্জনে দোকানীকে বলিল, “তুমি আমাকে পূর্বে রুম্ববর্ণ ছোকরা চাকরের ছদ্মবেশে দেখিয়াছিলে, তুমি আমাকে বেদিনী সাজাইয়া দিয়াছিলে, এখন কি রুম্ববর্ণ পোষাকে তুমি আমাকে শুভ্রবর্ণ ছোকরা সাজাইয়া দিতে পার ?”

দোকানী বলিল, “তুমি একটু বেঁটে আছ ; তোমার মুখে অল্প অল্প গোঁপের রেখা দিয়া যদি আমি গালপাট্টা পরাইয়া দিই, তাহা হইলে তোমাকে ঠিক একটি সেনাদলের আফিসারের মত দেখাইবে ।”

কারোলাইন বলিল, “না না, আমি আফিসার সাজিব না ; আমি বেঁটে মানুষ, গৌফ গালপাট্টা পরিলে আমাকে মানাইবে না, তাহাঙ্গা ভাবিয়া সকল লোকে আমার মুখপানে চাহিয়া থাকিবে ।”

দোকানি বলিল, “তবে তোমাকে দ্বাহাজের নাবিক সাজাইব, নীল পোষাক পরাইব, কাণের নীচে মাঝারি ধরণের জুল্পী আঁটিয়া দিব, বেশ দেখাইবে ; তখন আর তোমার দিকে কাহারও নজর পড়িবে না, কাহারও মনে কোনরূপ সন্দেহ আসিবে না ।”

কারোলাইন বলিল, “তবে তাহাই কর । সে রুম্ববর্ণ পোষাক কি তোমার প্রস্তুত আছে ? নীল আমার দরকার ।”

দোকানী উত্তর করিল, প্রস্তুত না থাকিলে ও কথা আমি বলিতাম না, প্রস্তুত আছে ।—এই বলিয়া একটা পরচুলা ও জুল্পীর বাক্স ধুলিয়া দেখাইয়া দোকানী আবার বলিল, “যাহার মুখে কখন ক্ষুর উঠে নাই, তাহার পক্ষে এই রুম্ববর্ণ জুল্পী বেশ সাজিবে । যেটা তোমার ইচ্ছা, বাছিয়া লও ।”

কারোলাইন এক জোড়া জুল্পী বাছিয়া লইল, উদ্দীপ্ত মনোনিষ্ঠ করিল । দোকানী তাহাকে উপরের ঘরে লইয়া গিয়া নাবিক সাজাইল,

সাঁদের আঠা দিয়া জুল্পী আঁটিয়া দিল। দিব্য মূর্তি প্রকাশ হইল। কারো-
লাইনের অনুরোধে দোকানী একখানা কাঁচি দিয়া তাঁহার দীর্ঘ দীর্ঘ কেশ-
গুলি খুব ছোট করিয়া কাটিয়া দিল। কারোলাইন তখন দর্পণে মুখ দেখিয়া
একটু হাসিল; এমন সুন্দর সজ্জা হইয়াছে যে, চেনা লোকে ভাল করিয়া
দেখিলেও, পুরুষ কি নারী, চিনিতে পারিবে না, নাবিক-বেশে দেখাইল
যেন একুশ বৎসর বয়স।

দোকানীকে প্রচুর মূল্য প্রদান করিয়া কারোলাইন তথা হইতে
বাহির হইল, নিকটের একটা কাফিথানায় প্রবেশ করিয়া কিঞ্চিৎ জল-
যোগের সাথগ্ৰী ও দোয়াত, কলম, কাগজের জন্ত আদেশ প্রদান করিল।
সরাইওয়ালা তৎক্ষণাৎ তাহাই যোগাইল; কারোলাইন সেইখানে
জলযোগ করিয়া দুইখানা চিঠি লিখিল,—একখানা বেলেগুন-নিকেতনের
মার্শনসের নামে, একখানা বো-ষ্টট পুলিশের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে।
চিঠি লেখা সমাপ্ত হইল শিরোনাম দিয়া, শীল করিয়া, ষ্টাম্প লাগাইয়া সে
সেই চিঠি দুইখানা লইয়া কাকীঘর হইতে বাহির হইল; নিকটস্থ ডাক-
ঘরে চিঠি দুখানা কেলিয়া দিয়া পুনর্বার সেই কাকীঘরে ফিরিয়া গেল।
সেখানকার লোকদিগকে বলিল, “রাত্রে আমি এইখানে থাকিব, একটা
শয়নগৃহ নির্দিষ্ট করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া দাও।”—শয্যা প্রস্তুত হইল,
কারোলাইন শয়ন করিল।

পরদিন বেলা ১০টার সময় শয্যা হইতে গাত্ৰোত্থান পূর্বক কারোলাইন
ওয়াটার ছয় নাবিকবেশে পূর্বকথিত উকীল মিঃ রিগ্‌ডেনের বাটীতে
চলিল। বাহিরের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়া কেরানীকে জিজ্ঞাসা করিল,
“উকীল সাহেব আফিসে আছেন কি?” আফিসের হেডক্লার্ক অনামনস্ক
হইয়া একখানা দলীল নকল করিতেছিলেন, প্রশ্ন-শ্রবণ করিয়া এক জনকে
ডাকিয়া বলিলেন, “আলফ্রেড! কর্তার কাছে গিয়া বল, একজন নাবিক
ভদ্রলোক সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তাঁহার হাতে যদি এখন কোন কাগজ
না থাকে, তাহা হইলে নিকটে যাইতে পারেন।”

আলফ্রেড সেই উকীল সাহেবের একজন ছোকরা চাকর, বয়স অল্পমান
সপ্তদশ বৎসর, বেশ বুদ্ধিমান, খুব চালাক; হেড ক্লার্ককে সে বলিল, “আপনি
জানেন, হিসাব লইয়া আজ প্রাতঃকাল অবধি তিনি বড় ব্যস্ত আছেন, হুকুম
দিয়া রাখিয়াছেন, এ সময় কেহ যেন তাঁহাকে বিরক্ত না করে।”

হেডক্লার্ক বলিলেন, “ওঃ! আমার স্মরণ হইয়াছে। যে মোকদ্দমায় উডফল বাদী, ফ্লোরিমেল প্রতিবাদী, সেই মোকদ্দমায় ব্যারিষ্টারকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তিনি এখন কাগজপত্র প্রস্তুত করিতেছেন।”

চমকিত হইয়া আলফ্রেড বলিল, “হাঁ মহাশয়, সেই কার্যাই বটে।”

কারোলাইন দেখিল, ঐ কয়েকটি কথা বলিবার সময় বালকের স্নান-বদন একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বালকের স্নান-মুখ একটু প্রফুল্ল হইয়াছিল, কারোলাইন তাহা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু হেডক্লার্ক সে ভাবটা দেখিতে পান নাই। তিনি বলিলেন, “হাঁ, সেই কাজটাতেই তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত, কাজটাও বড় দরকারী; সেই জন্য তিনি হুকুম দিয়াছেন, কোন বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত না হইলে তিনি এখন কাহারও সহিত দেখা করিবেন না।”

আলফ্রেডের দিকে চাহিয়া কারোলাইন বলিল, “আমার কাজটা বিশেষ গুরুতর; ভূমি যদি চেষ্টা করিয়া ক্ষণেকের জন্ত তোমার মনিবের সহিত দেখা করাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে বড় উপকার হয়।”

আলফ্রেড তখন হেডক্লার্কের মুখের দিকে চাহিল, মন্তক-সঞ্চালন করিয়া হেডক্লার্ক সে বিষয়ে সম্মতি জানাইলেন, বালক তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে মনিবের নিজের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিল, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া কারোলাইনকে সেই ঘরে যাইতে বলিল। কারোলাইন উকীলের আফিস-ঘরে প্রবেশ করিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। মিষ্টার রিগডেন অনিমেমে গ্রাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; দেখিলেন, পুরুষের মত মুখ, কিন্তু কতকটা যেন মেয়েলী ছাঁদ; অধিকন্তু মুখখানি যেন চেনা চেনা বোধ হইল, অথচ কোথায় কবে দেখিয়াছেন, মনে হইল না।

ঈষৎ হাস্য করিয়া কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না? কয়েক মাস পূর্বে যে একটি স্ত্রীলোক আপনাকে খানকতক দলীল দিয়া গিয়াছিল, সেই আমি।”

মৃদু হাস্য করিয়া রিগডেন সাহেব বলিলেন, “হাঁ হাঁ, এখন চিনিতে পারিয়াছি। কিন্তু এ রকম ছদ্মবেশ কি জন্য?”

কারোলাইন উত্তর করিল, “এই ছদ্মবেশে আমার দরকার আছে। লড ফ্লোরিমেল লগুনে ফিরিয়া আসিয়াছেন, আপনাকে সেই সংবাদ দিতে আমি আসিয়াছি। আরও সংবাদ—গ্রাহার দলীলপত্র কোন ব্যক্তি চুরি

করিয়াছে, তাহা তিনি অনুমান করিতে পারিয়াছেন ; কিন্তু যাহার হস্ত দ্বারা চুরি হইয়াছিল, তাহাকে তিনি এখন খুঁজিয়া পাইবেন না ; সুতরাং তাহার দ্বারা কোন কথা প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা নাই।”

রিগডেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমাদের সেই ব্যাপারটা যেমন গোপনে ছিল, এখনও সেইরূপ নিরাপদে আছে ?”

কারোলাইন উত্তর করিল, “লর্ড ফ্লোরিমেল কিছুই জানিতে পারেন নাই, কিন্তু একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা আছেন, তিনি জর্জ উডফলের মুকুম্বী ; জর্জ উডফল লর্ড ফ্লোরিমেলের পৈতৃক উপাধি ও সম্পত্তির অধিকারে দাবী করিতেছে ; সেই মহিলা কিন্তু নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তাঁহাকে মিথ্যাকথায় ভূলাইয়া রাখিবেন।”

উকীল বলিলেন, বেলেগুনের মার্শনেসের কথা তুমি বলিতেছ সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার ভুল, মার্শনেস ধর্মশীলা, সত্যবাদিনী, জগতের আধিপত্য-লাভ হইবার আশা থাকিলেও তিনি কদাচ মিথ্যা আচরণ করিবেন না। ওঃ ! আমার কথায় অবিশ্বাস করিয়া তুমি হাসিতেছ দেখিতেছি।”

পূর্বরূপে যাহা হইয়া কারোলাইন বলিল, “হইতে পারে, আমার মনে সন্দেহ প্রবল, কিন্তু উডফল যদি মার্শনেসের অথবা অপর কাহারও মন্ত্রণায় উপস্থিত মোকদ্দমা উঠাইয়া লয় কিংবা উঠাইতে রাজী না হয়, তাহা হইলে তাহার সম্মতি ব্যতিরেকে আপনি কদাচ সে মোকদ্দমা নিজে চালাইতে পারিবেন না।”

রিগডেন বলিলেন, “তাঁহার সম্মতি বিনা মোকদ্দমা চলিবে না, এ কথা ঠিক, কিন্তু মোকদ্দমা চলিলে উডফলের জিত হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া সে কি এই ডায়েরী মোকদ্দমাটা ছাড়িয়া দিবে, এমন কি তুমি বিবেচনা কর ?”

কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, “রোজ ফষ্টার নামে এক যুবতী বেলেগুন প্রাসাদে থাকে, তাহার প্রতি জর্জ উডফলের প্রগাঢ় প্রেমানুরাগ, ইহা কি আপনি জানেন না ?”

রিগডেন উত্তর করিলেন, “তাহা আমি জানি ; কিন্তু কি তাহাতে ?”

কারোলাইন বলিল, “সেই রোজ ফষ্টার মার্শনেস বেলেগুনের একান্ত বশীভূতা ; মার্শনেস যাহা বলেন, সে তাহার কিছুমাত্র অণুখা করে না। জর্জ উডফল মার্শনেসের ততটা বাধ্য না হইতে পারে, কিন্তু মিষ্টার রিগডেন !

আপনি কি দেখিতেছেন না, উপস্থিত মোকদ্দমা সম্বন্ধে কয়েক সম্ভাব্যদি উডফলের আর পূর্বের ভায় ততটা ব্যগ্রতা নাই ?”

এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া রিগডেন বলিলেন, “হাঁ দিনকতক কতকটা ঔদাস্যভাব দেখিতেছি বটে। লর্ড উপাধি গ্রহণ করিতে তাহার ততটা প্রবৃত্তি নাই; তবে সম্পত্তিটা প্রাপ্ত হইবার আশা রাখে; অথচ মোকদ্দমা না চালাইয়া আপোষে রক্ষা করা তাহার ইচ্ছা।”

কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, “মিষ্টার রিগডেন! এ বিষয়ে কোন লোকের গুপ্ত মন্তব্য আছে, তাহা কি আপনি বিশ্বাস করেন?”

রিগডেন উত্তর করিলেন, “মার্শনেস্ বেলেগুন কি কারণে এই মোকদ্দমায় হস্তক্ষেপ করিবেন? তাহার সহিত লর্ড মণ্টগোমারীর যে গুরুতর মোকদ্দমা নীপকাল দায়ের আছে, যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার দিন নিকটবর্তী হইয়াছে, সেই মোকদ্দমায় আমি লর্ড মণ্টগোমারীর পক্ষে উকীল আছি, সেই কারণে কি? ঘটনাসূত্রে আমি এখন জর্জ উডফলের উকীল হইয়াছি বলিয়া তাদৃশী ধর্মশীলা সাধুস্বভাবা মহিলা জর্জ উডফলকে বিপরীত মন্তব্য দিবেন। এত নীচপ্রবৃত্তি তাহার হইবে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না।”

কারোলাইন বলিল, “কাহার কি মত লব, সে বিচার করিবার অবসর হইতেছে না। প্রকৃত ঘটনা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহা লইয়াই কথা। জর্জ উডফল এই মোকদ্দমায় শৈথিল্য করে, এ বিষয়ে মার্শনেসের কিছু না কিছু পরামর্শ আছে, তাহা স্পষ্টই—”

রিগডেন বলিলেন, “মার্শনেস্ কিন্তু কয়েক মাস সহরে নাই।”

কারোলাইন বলিল, “সে কথা সত্য, কিন্তু রোজ ফষ্টার এখনও একজন বৃদ্ধা গৃহিণীর তত্ত্বাবধানে প্রাইমারী বাটীতে অবস্থান করিতেছে, জর্জ উডফল প্রায় সর্বদাই তাহার সহিত দেখা করে। মকদ্দম হইতে মার্শনেস্ মধ্যে মধ্যে রোজ ফষ্টারকে পত্র লেখেন, সেই সকল পত্রে উডফলের মোকদ্দমার কথা লেখা থাকে, রোজ ফষ্টার তাহার জবাব দেয়, উডফলকেও সকল কথা জানায়, ইহাতেই ভিতরের সকল তত্ত্ব আমরা অনুমান করিয়া লইতে পারি।”

সবিস্ময়ে সগৌরবে ছদ্মবেশধারিণী কারোলাইনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া রিগডেন বলিলেন, “তুমি আশ্চর্য্য প্রকারে সে দিকের আসল তত্ত্ব অবধারণ করিয়া লইতেছ; কিন্তু মার্শনেস্ বেলেগুন প্রকৃত পক্ষে এত দূর নীচাশয়া, ইহা কাহার অনুমানে আসিতে পারে, কেই বা ইহা জানিত?”

উকীলের ডেকের উপর রাখীকৃত কাগজপত্রের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কারোলাইন বলিল, “আপনার হাতে বিস্তর কাজ, সকল দিকে আপনার মন যায় না, আমি কিন্তু বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, মোকদ্দমায় উডফলের ঔকাসের কারণ মার্শনেসের পরামর্শ ; বোধ হয়, এক দিন না এক দিন মার্শনেসের প্রকৃত প্রকৃতি আপনি জানিতে পারিবেন।”

রিগডেন বলিলেন, “হাঁ আমি বড় ব্যস্ত, এক পক্ষে মণ্টগোমারী, অত্র পক্ষে বেলেগুন ; দ্বিতীয়তঃ, এক পক্ষে উডফল অত্র পক্ষে ফ্লোরিমেল, এই দুই মোকদ্দমার ভবিষ্যের জ্ঞান আমার আহারনিদ্রার সময় নাই।”

কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, প্রথম মোকদ্দমায় কোন্ পক্ষের জিত হইবে বোধ করেন ?”

নসা গ্রহণ করিয়া সতর্ক এটর্নী উত্তর করিলেন, “সে কথা বলা কঠিন,— বড়ই কঠিন। আমি বড় গোলে পড়িয়াছি। মণ্টগোমারীর পক্ষে বিশেষ জোগাড় আবশ্যক ; জোগাড় হইলে তাঁহারই জয়লাভের সম্ভাবনা।”

আলোর ভ্রাতা রেমণ্ড মণ্টগোমারী কেমন এক প্রকার অদ্ভুত লোক : লণ্ডনে তাঁহাকে দেখিতেই পাওয়া যায় না ; প্রণয়ের আশায় হতাশ হইয়া তিনি এখন সহরের বাহিরে নির্জনে বাস করিতেছেন। যাহা হউক, অতি শীঘ্রই আমি একবার মকস্বলদ্রমণে বাহির হইয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিব।

বিদায় হইবার নিমিত্ত আসন হইতে উঠিয়া কারোলাইন বলিল, “দেখিতেছি, লর্ড ফ্লোরিমেলের সমস্ত দলীলপত্র আপনার কাছেই আছে ?”

নসের বাস্তব ঠিকিতে উকীল সাহেব বলিয়া উঠিলেন, “চূপ কর !”— এই অবসরে আলফ্রেড সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কারোলাইন তখন পূর্বেক্ত দলীলগুলির দিকে চাহিয়া ছিল, বালক যখন প্রবেশ করিল, সে তখন তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

কারোলাইনের মনে এক অদ্ভুত ভাবের আবির্ভাব। কি যে সেই ভাব, সে তাহা নিজেই অনুভব করিতে পারিল না।

মনিবের হস্তে একখানা পত্র প্রদান করিয়া আলফ্রেড বাহির হইয়া গেল। কারোলাইন তৎক্ষণাৎ উকীলকে জিজ্ঞাসা করিল, “ঐ বালকটি কে ?”

উকীল উত্তর করিলেন, “কিছু দিন হইল, ঐ বালক আমার এখানে চাকরী করিতেছে। কেন তুমি ও কথা জিজ্ঞাসা করিলে ?”

কারোলাইন বলিল, “কেন জিজ্ঞাসা করিয়ায়, তাহা ঠিক জানি না। ঐ বালকের মুখ-চক্ষু দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে কি যেন একটা সন্দেহ আসিয়াছে ; আপনি সাবধানে উহার উপরে নজর রাখিবেন, এই মাত্র কথা।”

উকীল বলিলেন, “তোমার কথা শুনিয়া সত্যই আমার ভয় হইতেছে। উহার চরিত্র না জানিয়া, কোন প্রকার অনুসন্ধান না পাইয়া আমি উহাকে কার্যে ভুক্তি—”

কারোলাইন মনে করিল, প্রথমে আমার কোনরূপ পরিচয় না পাইয়া লর্ড ক্লোরিমেল আমাকে এইরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বুহৎ এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া উকীলসাহেব বলিলেন, “সর্বদা আমি বিশেষ পরিচয় লইয়া দাসী-চাকর নিযুক্ত করি ; কিন্তু ঐ বালককে নিযুক্ত করিবার সময় কোন পরিচয় লই নাই। আলফ্রেড বিস্তর দুঃখ-কষ্ট জানাইয়া চাকরী প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি উহাকে চতুর্থ ও বুদ্ধিমান বিবেচনা করিয়া নিযুক্ত—”

কারোলাইন বলিল, “পুনরায় আমি বলিতেছি, আপনি সাবধান থাকিবেন ; উহার মুখের ভাব দেখিয়া আমার যেন ভাল বোধ হইল না। দীর্ঘর সাক্ষী, বালক যদি সচ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে চাকরী করুক, উহার রুটী মারিতে আমার প্রবৃত্তি নাই ; কিন্তু আপনি সর্বদা সাবধানে থাকিবেন।”

এই কথা বলিয়াই কারোলাইন বিদায় হইয়া গেল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রমাণাবলী ।

উকীলের বাড়ীতে যখন ঐ সকল কাণ্ড হয়, সেই সময় বো-ষ্টার্ট পুলিশের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতের চাপরাসীর হস্তে একখানা ডাকের চিঠি প্রাপ্ত হইয়া বিশ্বাসঘিট হন ; চিঠিখানা বেনামী, তাহাতে বাহা লেখা ছিল, সে বিষয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তক্ষেপ নিতান্ত প্রয়োজন ; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কিন্তু কি করিবেন, শীঘ্র তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না ; বেনামী চিঠি বটে, অথচ জীলোকের হাতের লেখা ।

কিয়ৎকাল বিবেচনা করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারাসন হইতে উঠিয়া খাস-কামরার প্রবেশ করিলেন, পরামর্শ করিবার জন্য হেড কন্স্টেবলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন ।

পিটার গ্রাফলী হঠাৎ আশ্চর্য্য প্রকারে নিরুদ্দেশ হইবার পর কিছু দিন তাহার পরটা খালি ছিল, ক্রলী নামক এক ব্যক্তি সম্ভ্রান্তি সেই পদে বাহাল হইয়াছে ; ম্যাজিষ্ট্রেটের আস্থানে খাস-কামরার মধ্যে সে উপস্থিত হইল ; ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার হস্তে সেই বেনামী চিঠিখানা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “ক্রলী ! তুমি এ বিষয়টা কিরূপ বিবেচনা কর ?”

মনে মনে চিঠিখানা পাঠ করিয়া ক্রলী উত্তর করিল, “হুজুর ! আমি বড় গোলমালে ঠেকিলাম, ঠিক কিছু বুঝিতে পারিতেছি না ।”

ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ চিঠিতে বাহা কথা লেখা আছে, তাহার চরিত্র কিরূপ ?”

ক্রলী উত্তর করিল, “হুজুর ! বিশেষ বৃত্তান্ত আমি জানি না ; তবে কি না, লোকটি সর্বদা আনন্দে থাকে, অনেক বড় বড় লোক—এমন কি, বড় বড় লর্ড-লেডী পর্য্যন্ত তাহার মুকুটী । আমার বোধ হয়, চিঠিতে বাহা লেখা আছে, তাহা মিথ্যা ।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু বেক্স লংবার পাওয়া পেল, তাহাতে শীঘ্র অত্মসন্ধান করা কর্তব্য । খান্সতরাসীর ওয়ারেন্ট জারী করাও

উচিত ; কিন্তু আমার বোধ হয়, এই বেনামী চিঠিখানা কেহ তামাশা করিয়া কিংবা হয় ত ছুঁতলা করিয়া লিখিয়া থাকিবে ।”

ক্রলী বলিল, “হুজুর! অবশ্যই খবর লইতে হয়। অসুস্থতি পাইলে আমি সেইখানে যাইয়া, কোনরূপ গোপনাল না করিয়া, কিছু কিছু সন্ধান লইয়া আসি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “বেশ কথা বলিয়াছ, তাহাই তুমি কর। আর দেখ, এই চিঠিখানা আসিয়াছে, একথা কাহাকেও বলিও না ; এতাদৃশ বিষয় গোপনে রাখা দরকার। বজ্রাতী করিয়া নির্দোষী লোকের নামে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করা বড় দোষ, তোমার তদারকে এ সংবাদ যদি মিথ্যা সপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে এই চিঠির কথাটা চাপিয়া রাখাই ভাল।”

ক্রলী বলিল, “ঠিক কথা হুজুর।”—সংক্ষেপে ইহা বলিয়াই বেনামী চিঠিখানা নিজের ওরেঙকোটের পকেটে রাখিয়া মিষ্টার ক্রলী তদারকে বাহির হইল।

পেলমেলের রাজ্যের ভ্রমণের সময় প্রায় ১৫ মিনিট পরে ক্রলী দেখিতে পাইল, একটা রোগা কুকুর তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, পায়ের নিকট হইতে কুকুর আর নড়িতে চাহে না। ক্রলী তাহাকে তাড়াইয়া দিবার উপক্রম করিতেছিল, ভাল করিয়া দেখিয়া হঠাৎ মনে পড়িল, এই কুকুর মধ্যে মধ্যে তাহার নজরে পড়ে, কখন কখন নিকটে নিকটেও বেড়ায়। তাহার আরও স্মরণ হইল, এই কুকুর সর্বদা মিষ্টার মবের সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। কুকুরের নাম কি, তাহা স্মরণ করিবার জন্য ক্রলী অনেকক্ষণ পূর্ব হইতে চেষ্টা করিতেছিল, নামটা স্মরণ হইবামাত্র উচ্চারণ করিল, “টবী!—টবী!”

নাম শুনিবামাত্র টবী তৎক্ষণাৎ আত্মদে লাভুল সন্ধান করিতে লাগিল, পশ্চাতের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া হাত চাটিতে আরম্ভ করিল।

কুকুরটিকে আরও ভাল করিয়া দেখিয়া ক্রলী চিনিতে পারিল, এই সেই মিষ্টার মবের পোষা কুকুর। আশ্চর্য্য সংঘটন! সে তখন আপন মনে বলিল, “বেনামী চিঠিখানা যত ভুল ভাবিয়াছিলাম, বাস্তবিক তত ভুল নয় ; ইহার মধ্যে কিছু গুরুত্ব আছে।”

এইরূপ উক্তি করিয়া মিষ্টার ক্রলী সরাসর পেলমেলের রাজ্য ধরিয়া খানিক দূর গেল, বিবি ব্রেসের দোকানবাড়ী ছাড়াইয়া পড়িল, বাড়ীখানার দিকে কষ্টমত চক্ষু চাহিল ; আবার চলিল, সঙ্গে সঙ্গে কুকুর। বেশি

মিষ্টার একখানা কশাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া মিষ্টার ক্রলী খানিকটা মাংস চাহিল—কুকুরের খাদ্য মাংস। কশাই সেই হুকুমমত মাংস যোগাইল। টবী অনেক দিন মাংস খাইতে পায় নাই, ক্ষুধাও বেশী ছিল, আত্মদে লাভুল সঞ্চালন করিতে করিতে সেই মাংস ভক্ষণ করিয়া কিঞ্চিৎ জল খাইল; ভূগ্নি-লাভ করিয়া সঙ্কেতে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ক্রলীর হাত চাটিতে লাগিল।

কুকুরের সঙ্গে কশাইখানা হইতে বাহির হইয়া মিষ্টার ক্রলী আপনা-আপনি বলিল, “এই ঠিক। এইবার আমরা সেই বিষয়টা তদন্ত করিব।”

কিরিয়া আসিবার সময় মিষ্টার ক্রলী সেণ্ট জেম্‌স্‌ স্কোয়ারের মোড় ফিরিতেছিল, হঠাৎ একটি ভদ্রলোকের গায়ে ধাক্কা লাগিল; সেই ভদ্রলোকটি অন্য দিক্ হইতে দ্রুতগতি সেই দিকে আসিতেছিলেন, দেখিতে না পাইয়াই ছুইজনে ঠোকাঠুকি।

অপ্রস্তুত হইয়া ক্রলী বলিল, “মহাশয়, আমাকে ক্ষমা করুন।”

ভদ্রলোক বলিলেন, “না—না, তোমার কোন অপরাধ নাই।”—এই সময় সেই কুকুরটির দিকে তাঁহার চক্ষু পড়িল; তিনি আবার বলিলেন, “গ্রীষ্ম ঋতু নিকট হইয়াছে, এই কুকুরটা শীত্ৰই ক্ষেপিব; কুকুরটাকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলো; উহার চক্ষু দেখিয়া আমার ভাল বোধ হইতেছে না।”

কুকুর তখন ক্রলীর পায়ের কাছে একটু উঁচু হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার মাথায চাপড় মারিতে মারিতে আদর করিয়া সেই ভদ্রলোকের কথার উত্তরে ক্রলী বলিল, “মহাশয়! পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। কুকুরকে আমি ভয় করি না, এই কুকুরটিকে আমি বড়ই ভালবাসি। দুই একবার আমাকে কুকুরে কামড়াইয়াছিল, কৈ, আমি ত সে রোগে মরি নাই; রোগটাকে আপনারা কি বলেন?”

ভদ্রলোক বলিলেন, “জলাভক্ষ রোগ।—“Hydrophobia” এই কথা বলিয়াই কনষ্টেবলের হস্তধারণ পূর্বক তিনি পুনর্বার বলিলেন, “কথাটা উড়াইয়া দিও না। কল্যা রাত্রে আমি যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার চক্ষে দেখিয়াছি, তুমি যদি তাহা দেখিতে, এ জন্মে ভুলিতে পারিতে না।”

ক্রলী জিজ্ঞাসা করিল, “কি রোগ বলিলেন? আমি ভুলিয়া গিয়াছি। রোগটার নাম কি?”

ভদ্রলোক বলিলেন, “জলাভক্ষ রোগ। শেয়াল-কুকুরে কামড়াইলে সেই রোগ হয়। তোমারও সেইরূপ লক্ষণ দেখিতেছি। আমার সময় বড় কম,

তথাপি কর্তব্যবোধে তোমার উপকারের জন্ত কিয়ৎকণ এইখানে থাকিয়া গোচরিতক কথা বলিতেছি। আমি খ্রীষ্টান, তাহার উপর চিকিৎসক, পরের উপকার করা আমার কর্তব্য। গতকলা সন্ধ্যার পর এক বাড়ীতে আমার ডাক হয়; একটা লোক পাগল হইয়াছে, তাহাকে দেখিবার জন্ত আমি যাই; গিয়া দেখি, পাগল নয়, জলাতঙ্ক-রোগী। প্রলাপের সময় সে লোকটা এত ভয়ানক ভয়ানক কথা বলিয়াছিল, এখনও তাহা আমার কাণে বাজিতেছে। অনেক রোগীর মুখে অনেক প্রলাপবাক্য শ্রবণ করা আমার অভ্যাস, তথাপি সেই রোগীর কথাগুলো শুনিয়া আমার বড় ভয় হইয়াছিল।”

ক্রলী জিজ্ঞাসা করিল, “তবে কি সে রোগটা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর?”

ডাক্তার সাহেব বলিলেন, “বড়ই ভয়ঙ্কর! সেরূপ ভয়ঙ্কর মৃত্যুময়ণ আর কখন আমি দেখি নাই। লোকটা নিজমুখে স্বীকার করিয়াছিল, খুন করিয়াছে; একটা জীলোক সেই ঘরে ছিল, তাহাকেও খুনী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। দুই জনে দুইটা খুন করিয়া রক্তন-শালায় পশ্চাতে পাথর-চাপা দিয়া সেই দুইটা দেহ গোর দিয়া রাখিয়াছে, এইরূপ তাহার প্রলাপ। লোকটা মরিয়া গিয়াছে। জেলখানার মধ্যে আসামীর। যেমন পাগলস্বীকার করে, মৃত্যুর পূর্বে সেই লোকটাও প্রলাপের সহিত সেইরূপ পাগলস্বীকার করিয়া গিয়াছে।”

মহা বিশ্বয় প্রকাশ করিয়া, অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া ক্রলী জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় মহাশয়?—সে ঘটনা কোথায় হইয়াছে?”

ডাক্তার উত্তর করিলেন, “যেখানে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, ইহারই নিকটে একখানা বাড়ীতে। এইমাত্র আমি সেই বাড়ীতে গিয়াছিলাম। যে জীলোকটির কথা বলিলাম, তাহার ভয় ঘুচিয়াছে কি না, তাহাই দেখিতে গিয়াছিলাম। ওঃ! তুমি অমন করিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখপানে চাহিতেছ কেন?”

ক্রলী উত্তর করিল, “কারণ এই যে, ধর্ম্মতঃ বলিতেছি, বাহা বাহা আপনি বলিলেন, তাহাতে আমি একটা বিশেষ প্রমাণের সূত্র—”

ডাক্তার বলিলেন, “ও পরমেশ্বর! বল কি তুমি? এক বোড়া খুন! রোগীর প্রলাপ শুনিয়া বাহা আমি বলিয়াছি, তাহা ত তুমি সত্য মনে কর নাই?”

সেই বেনামী চিঠিখানা ডাক্তারের হস্তে অর্পণ করিয়া ক্রলী বলিল, “পড়ুন মহাশয়, এই চিঠিখানা পড়িয়া দেখুন।”

চিঠিতে লেখা ছিল :—

“বো-ক্লেট পুলিশের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট বরাবরের ।

“পেলমেলের বিবি ব্রেসের বাড়ীর বাবুজীখানার পশ্চাদ্ভাগে বৃহৎ এক-খানা পাথর-চাপা ছইটা মৃতদেহ পোতা আছে। পিটার গ্রনলী ও মিটার মব্ নামক দুই জন পুলিশ-কন্টেবল হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়াছে, তাহাদেরই সেই দেহ। কি প্রকারে তাহারা মরিয়াছে, আপনি তাহার অন্তসন্ধান লইবেন।”

কয়েক ছত্র পাঠ করিয়াই ডাক্তারসাহেবের মহা ভয় হইল ; অবশ হইয়া পড়িয়া বাইতেছিলেন, দেয়ালে ঠেস দিয়া সামলাইয়া লইলেন ; ভাবিতে লাগিলেন, “ওঃ ! কয়েক বৎসরাবধি আমি যে জীলোকের চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি, সেই জীলোক এতদূর মহাপাপী, তাহা কে জানে ? নিজেও যদি সে পাপ করিয়া না থাকে, পাপকার্যে সহকারিতা করিয়াছিল, তাহাও ত সামান্য অপরাধ নয়।”—তিনি জানিতেন, বিবি ব্রেস সত্যীশ্রমী নয়, কিন্তু যত বড় পাপ কার্যের কথা প্রকাশ পাইল, তাহার সহিত তুলনায়, সেই জীলোকের ছেনালীটা ধর্তব্যই হইতে পারে না।

চিঠিখানা ডাক্তারের হস্ত হইতে ফেরত লইয়া, ওয়েষ্টকোর্টের পকেটে সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়া, ক্রলী বলিয়া উঠিল, “ডাক্তারসাহেব ! আপনি ভয় পাইয়াছেন ; ভয় পাওয়াই সম্ভব। অগ্রে আমি চিঠির বয়ানে বিশ্বাস করি নাই, তথাপি কর্তব্যবোধে একবার তদারক করিতে আসিয়াছিলাম। দেখিতেছি, প্রমাণের উপর প্রমাণ আসিয়া পড়িতেছে। দৈবাৎ এইরূপ ঘটনা কিংবা দৈবের ইহাই ইচ্ছা, তাহা ঠিক বলা যায় না।”

ডাক্তার বলিলেন, “হাঁ, দৈবের ইচ্ছাই এই।”—এই পর্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি আদ্যমর্তের লোক ?”

ক্রলী উত্তর করিল, “হাঁ মহাশয়, আমি পুলিশের লোক। আপনার নাম-ঠিকানার কার্ডখানি আমাকে প্রদান করুন, আপনার সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে।”

কার্ডখানি কন্টেবলের হস্তে দিয়া ডাক্তারসাহেব বলিলেন, “হস্তভাগিনী রমণী ! কি পাপের কাঁদে জড়াইয়া পড়িয়াছ !—দেখ কন্টেবল ! তোমা এই কাজটা বড়ই কষ্টকর হইতেছে,—খুনের অপরাধে একটা জীলোককে তুমি প্রেত্তার করিতে বাধ্য।”

জীলোককে সাক্ষীমঞ্চে তুলিয়া দেওয়া হইল, অবস্থা দেখিয়া ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব তাহার বসিবার জন্ত চেয়ার দিতে বলিলেন। সেই সাক্ষীকে দেখিলামাত্র বিবি ত্রেস্ চিনিতে পারিল, তাহার নিজেরই পলাতক। কিছরী হারিয়েট।

সাক্ষীমঞ্চে বসিয়া হারিয়েট প্রথমে থর থর করিয়া কাঁপিল, চক্ষু হাত ঢাকা দিয়া কাঁদিল, তাহার পর একটু স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, “এক রাত্রে আমি বিবি ত্রেসের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে অস্থির দেখি, তিনি বলেন, ‘পার্শ্বের স্নানাগারে একটা মৃতদেহ আছে, কিরূপে গোর দেওয়া যায়?’ আমি নামিয়া গিয়া সেই বাড়ীর ফুটম্যান ফ্রেডারিক ড্রেকে সেই কথা বলি; ফ্রেডারিক আমার সঙ্গে উপরে গিয়া বিবি ত্রেসের সঙ্গে পরামর্শ করে, তাহার সাহায্যে মৃতদেহের গোর দেওয়া স্থির হয়, বাবুজীখানার পশ্চাতে পাথর-চাপা দিয়া গোর দেওয়া হইয়াছিল। যাহার গোর হয়, তাহার নাম পিটার গ্রম্‌লী; সে এক জন পুলিশ-কন্‌ষ্টেবল। তাহার পর একদিন প্রাতঃকালে বিবি ত্রেসের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া আমি দেখিয়াছিলাম, ফ্রেডারিক ড্রেকে সেই ঘরে রহিয়াছে, ঘরের ভিতর একটা কুকুর তাহাকে ভুয়ানক কামড়াইয়া দিয়াছে। ইহার পর আমি শুনিয়াছিলাম, বাড়ীর ভিতর আর একটা খুন; সে লোকটাকেও গ্রম্‌লীর গোরের ভিতর গোর দেওয়া হইয়াছে। হিংসাক্রমে অথবা প্রতিশোধ লইবার মতলবে আমি এ মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে আসি নাই, মোকদ্দমা হইবে শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। ঘটনার যাহা কিছু আমি জানি, তাহাই বলিলাম।”

হারিয়েটের জবানবন্দী এইরূপ। কন্‌ষ্টেবল মব কি প্রকারে খুন হইয়াছিল, তাহা সে জানিত না, সুতরাং সে কথা বলিতে পারে নাই, মবের নামও করে নাই। একটা গোরে দুটো দেহ, ইহাই শুনিয়াছিল মাত্র।

হারিয়েট যাহা যাহা বলিল, সমস্ত শ্রবণ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি কোন ব্যক্তির নামে এই ভাবের বেনামী চিঠি লিখিয়াছিলে?”—হারিয়েট অস্বীকার করিল। ম্যাজিস্ট্রেট তখন সেই চিঠিখানি জরুরী নিকট হইতে লইয়া হেড কেরানীর হস্তে দিয়া পাঠ করিতে বলিলেন, কেরানী উচ্চকণ্ঠে চিঠিখানি পাঠ করিলেন। আদালতে যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ ঐ চিঠি লিখিয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা কর,

হইল ; কেহই কোন উত্তর দিল না । ম্যাজিষ্ট্রেট তখন সেই চিঠি পুনরায় ক্রমীকৈ দিয়া বলিলেন, “তুমি যেরূপ উচিত বিবেচনা কর, সেইরূপে এই বেনামী-চিঠির লেখককে সন্ধান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে পার ।”

অনন্তর সদয়ভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব হ্যারিয়েটকে বলিলেন, “তুমি যেরূপ পরিচয় দিলে, তাহাতে বুঝা গেল, গ্রাম্যীর খুনের ব্যাপার তুমি জানিতে, নিজ মুখেই তাহা তুমি স্বীকার করিলে, এ অবস্থায় আইনানুসারে বাধ্য হইয়া আমি তোমাকে সেই খুনের সহকারী বলিয়া ধরিতে পারি ; কিন্তু বিচারের সহায়তা করিবার নিমিত্ত তুমি আপন ইচ্ছায় কোর্টে হাজির হইয়া সত্য-কথা বলিয়াছ, সেসনে বিচারের সময় এ বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করা যাইবে ।”

ভাবার্থ বুঝিতে পারিয়া হ্যারিয়েট বলিল, “খুনের কথা জানিয়া অগ্রে প্রকাশ না করাতে বিপদ আছে, ইহা আমি জানি ; কিন্তু এখন আমি ইচ্ছা পূর্বক হাজির হইয়া সে সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতাম, অকপটে তাহা প্রকাশ করিলাম । এখন হজুরের যেরূপ অতিরুচি, তাহাই করিতে পারেন ।”

হত্যাকারিণী বিবি ব্রেস্ এক সময়ে বিস্তর মজা লুটিয়াছিল, প্রিন্স অব-ওয়েলসকে এবং ওয়েস্ট এণ্ড পল্লীর সমস্ত রূপবান্ বড়লোককে উপপতি করিয়া-ছিল, দোকানে তাহার খুব জলজলাট ছিল, এখন তাহার এই দশা ! হ্যারিয়েট আদালতে উপস্থিত, হ্যারিয়েট এই খুনী মামলার সাক্ষী, ইহা দেখিয়া পাণ্ডিত্যবান সর্কশরীর বিকল্পিত হইল ; হৃদয়ে যে একটু আশা ছিল, তাহাও লোপ পাইয়া গেল ; সে তখন ভাবিল, বাচিবার আশা ছুরাইয়া গিয়াছে !

ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব বিবি ব্রেস্কে এবং হ্যারিয়েটকে দায়রা-সোপর্দ করিলেন । ব্রেসের অপরাধ দুই জনকে খুন করা, হ্যারিয়েটের অপরাধ ঐ দুই খুনের মধ্যে একটা খুনে সহায়তা করা ।

আসামী লইয়া বাইবার গাড়ী আসিল, দুই জন আসামীকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া নিউগেট কারাগারে লইয়া যাওয়া হইল, তথায় দুইটা ভিন্ন ভিন্ন গারদরুপে দুই জনকে হাজতে রাখিবার ব্যবস্থা । বিবি ব্রেসের গারদের প্রকাণ্ড কপাট বন্ধ হইবার পূর্বে সে একবার ক্রমীর সহিত দেখা করিতে চাহিল, আদালত হইতে ক্রমী আসিল । বিবি ব্রেস্ তাহাকে বলিল, “আদালতের মধ্যে যে বেনামী চিঠিখানা পাঠ করা হইয়াছিল, সেইখানা একবার আমি দেখিতে চাই । ইহাতে কি তোমার কোন আপত্তি আছে ?”

“কোন আপত্তি নাই” বলিয়া মিষ্টার ক্রলী সেই চিঠিখানা তাহাকে দেখাইল। দেখিবামাত্র ব্রেসের পাণ্ডুবর্ণ মুখখানা হিংসাবেগে প্রতিকূল দিব্যার বাসনায় আরক্ত হইয়া উঠিল; সে তখন চীৎকার করিয়া বলিল, “কারো-লাইনের হস্তাক্ষর!”

ক্রলী প্রতিধ্বনি করিল, “কারোলাইন ওয়ান্টার? হাঁ, এ নামটা আমার জানা আছে।”

বিবি ব্রেস্ বলিল, “সেই যুবতী ফোর স্ট্রিটের ধাত্রী লিঙলীকে খুন করিয়াছে।”

ক্রলী বলিল, “ওঃ! পিটার গ্রমলীর হৈফাজত হইতে সেই জ্বীলোক পলাইয়া গিয়াছে, বোধ হয়, লগুনের মধ্যে কোন না কোন স্থানে সে লুকাইয়া আছে।”

ব্রেস্ বলিল, “গতরাত্রে সে আমার বাড়ীতে গিয়াছিল। প্রথমে ছদ্মবেশ ছিল, কৃষ্ণবর্ণ ছোকরা চাকর; তাহার পর বিবাহের ক’নে সাজিয়াছিল; এখন বোধ হয়, অথ কোন প্রকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে।”

ক্রলী বলিল, “বেশ কথা। সে ছুঁড়ী যেখানে যে বেশেই থাকুক, বারো দণ্ডার মধ্যে আমি তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারিব। আমার বোধ হয়, সে ঘটনার জন্য আপনাকে বিপদে পড়িতে হইয়াছে, সেই ঘটনায় সেই ছুঁড়ী একজন সহকারিণী ছিল।”

বিবি ব্রেস্ বলিল, “না—না, সে বিষয়ের সহকারিণী ছিল না, কিন্তু ঘটনাটা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়াছে, সেটা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।”—বলিতে বলিতে একটু থামিয়া সে আবার বলিল, “যাক্ সে কথা,—তাহাকে খাঁজিয়া তুমি বাহির কর, গ্রেপ্তার কর; যাহাতে তাহার কাঁসী হয়, তাহার তত্ত্বির কর। সেই ছুঁড়ীই আমাকে কাঁসী-কাঠে চড়াইবার যোগাড় করিয়াছে।”

গারদ-কুপের মধ্যে একখানা চেয়ার ছিল, বিবি ব্রেস্ সেই চেয়ারের উপর হেলিয়া পড়িল। কনুইবলের সহিত কথা কহিবার সময় তাহার পূর্ব-সাহস ও উপস্থিত-বুদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছিল, মর্মভেদী যাতনায় সে তখন পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা আলোচনা করিয়া অন্তরে অন্তরে দম্ব হইতে লাগিল।

এক দণ্ড অতীত। বিবি ব্রেস্ ও তাহার সহচরী হ্যারিয়েট নিউগেট কক্ষ-গারের ভিন্ন ভিন্ন দুইটি গারদকুপে কয়েদ হইয়া রহিল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সম্ভ্রান্ত মহিলাও নিয়ন্ত্রণের বালিকা।

রিগডেনসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কারোলাইন ওয়াল্টার কোথায় গিয়াছে, এক্ষণে তাহা দেখা যাউক।

গত রাত্রে কারোলাইন যে কাফীখানায় শয়ন করিয়াছিল, উকীলবাড়ী হইতে বাহির হইয়া পুনরায় সেই কাফীখানায় উপস্থিত হইল। সেখানে একটা ঘরের এক কোণে বসিয়া একখানা পুস্তক খুলিল; পুস্তকে বাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চিত্ত সেই দিকে একান্ত নিবিষ্ট হইয়া গেল। পুস্তকে চিত্তনিবিষ্ট, অথচ মনের ভিতর অন্য চিন্তা; কণ্ঠ অন্যান্যদিকে। সৰ্ব্বদা বাহারা ঐ কাফীঘরে গতিবিধি করে, তাহারা এবং নতুন নতুন খরিদারেরা কে কি কথা বলাবলি করে, তাহা শুনিবার জন্য ব্যগ্র। অধিক-তম তাহাকে সংশয়ে থাকিতে হইল না; অচিরেই শুনিতে পাইল, বো-ষ্টাট-পুলিসের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে সে যে বেনামী-চিঠি লিখিয়াছিল, তাহাতে বাহনীর ফললাভ হইয়াছে।

অপরায় সাপেক্ষক ঘটকার সময় একটি লোক দ্রুতগদে কাফীঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তথায় তাহার আলাপী চারি পাঁচ জন লোককে সম্বোধন করিয়া ঘনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “ওয়েট এণ্ড গলীতে আজ এই-মাত্র যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার ফল যেরূপ হইয়াছে, তাহা কি তোমরা শ্রবণ করিয়াছ?”

প্রশ্নবলে সকলেরই মহা কৌতূহল উদীপ্ত হইয়া উঠিল, সকলেই সম্বন্ধে বলিল, “কৈ,—কিছুই ত শুনি নাই; ব্যাপারখানা কি?”

বক্তা উত্তর করিল, “তোমাদের স্বরণ হইতে পারিবে, কিছু দিন পূর্বে বো-ষ্টাট-পুলিসের পিটার গ্রম্বলী ও মব নামক দুই জন কন্টেবল হঠাৎ নিরুদ্ধ হইয়াছে। কেমন, তাহা কি তোমাদের মনে হইতেছে না? তাহাদের কি হইয়াছে, আজ পুলিশকোর্টে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। সাক্ষীর মুখে প্রকাশ—তাহারা খুন হইয়াছে।”

কলিতকর্তে জোতারা বলিয়া উঠিল, “খুন?”

সংবাদদাতা বলিল, “হাঁ, খুন!—হুইটা বৃত্তদেহ বাহির হইয়াছে। এক কারাগার একখানা পাথর-চাপা গোর দেওয়া ছিল; বাবুর্চীখানার পশ্চাতে অথবা পশ্চাতের প্রাঙ্গণে সেই গোর, তাহা আমি ঠিক বলিতে—”

শ্রোতৃবৃন্দের কোতুহল আরও অধিক প্রবল হইয়া জলিয়া উঠিল; চঞ্চল-বরে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় খুন? কাহার দ্বারা খুন?”

সংবাদদাতা বলিল, “সে কথা যখন আমি বলিব, তখন তোমরা চমকিয়া উঠিবে। বাহারা শুনিতেছে, তাহাদেরই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে, কিন্তু কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।”

পুনর্বার সকলেই জিজ্ঞাসা করিল, “হত্যাকারী কে?”

সংবাদদাতা উত্তর করিল, “পেনমেলের খোসপোষাকী সৌধীন পোষাক-ওয়ালী বিবি ব্রেস্। সেই গৌরবিনী জীলোক এখন নিউপেট কারাগারে অন্ধকূপে।”

সমস্ত শ্রোতার ওষ্ঠাগ্রে সমবেত প্রশ্ন—“বিবি ব্রেস্? ও পরমেশ্বর! কে ইহা ভাবিয়াছিল? বিবি ব্রেস্ খুন করিয়াছে, ইহা কি ঠিক? কি রকমে খুন করিল?”

সংবাদদাতা উত্তর করিল, “কি রকমে খুন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। আমি এইমাত্র পুলিশের নিকট দিয়া আসিতেছিলাম, দেখিলাম, কোর্টের দ্বারে ভয়ানক জনতা। ব্যাপার কি, জানিবার জন্য লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারা বাহা বলিয়াছে, তাহাই আমি তোমাদিগকে বলিলাম। ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু এত ভিড় যে, লোকের সর্দিগন্ধী হইয়া দমবন্ধ হইবার সম্ভাবনা; অধিকন্তু চাপরাঙ্গী আমাকে প্রবেশ করিতে দিল না। বাহা হউক, লোকেরা বলিল, বিবি ব্রেস্ খুন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।”

একজন জিজ্ঞাসা করিল, “প্রকাশ পাইল কিরূপে?”

সংবাদদাতা উত্তর করিল, “সব আমি শুনি নাই; আজ বৈকালে অনেক ভয় জনা যাইবে, কল্যাণ প্রভৃতি কাসে মোকদ্দমার বিশেষ বিবরণ খবরের কাগজে প্রকাশিত হইবে।”

কারোলাইন ওয়াল্টার ঐ সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিল, একটি অক্ষরও তাহার কর্ণে এড়াইল না। আনন্দে, বিজয়োন্মাদে ও প্রতি-শোধবাসনা চরিতার্থ হইবার প্রত্যাশায় তাহার আস্যদেশে যেন শীকার

প্রাপ্ত বাধিনীর ভায় হাস্যরেখা দেখা দিল, নখাগ্রে নখাগ্রে আরক্ত আভা প্রকাশ পাইল, যে ফিকির খাটাইয়াছিল, তাহাতে পোবাকওয়ালীকে জ্বল করিবার আশামত ফল ফলিল, সেই জ্বলই উল্লাস ।—পোবাকওয়ালীকে উদ্দেশ করিয়া সে আপন মনে বলিতে লাগিল, “হুচারিণি ! তোর ভাগ্যে অশুভদিন সমাগত ! আমি পিতৃহীনা, মাতৃহীনা, তোর কাছে আশ্রয় লইয়াছিলাম, তুই কি করিয়াছিলি ?—বিশ্বাসঘাতক, নির্দয়, অস্থিরচিত্ত ক্লোরিমেলের কাছে টাকা খাইয়া আমাকে তাহার ক্রোড়ে সমর্পণ করিয়াছিলি ! ভালবাসিতে হইলে প্রাণ দিয়া ভালবাসা আমার স্বভাব, কিন্তু সে ভালবাসায় আঘাত পাইলে প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা যত বলবতী হয়, তাহা অতিশয় ভয়ঙ্করী ! ওঃ ! আমার বেশ মনে আছে, পাণীয়সী ধাত্রী লিঙলীর পাপনিকেতনের নিষ্ঠূর্ণ কক্ষে যখন আমি প্রথমে প্রবেশ করি, আমার বেশ মনে আছে, তখন আমি আপনাআপনি বলিয়াছিলাম, ভালবাসার খাতিরে বাঁচিয়া থাকিতে যদি আমার বাসনা না হয়, প্রতিশোধ লইবার জন্ত আমি বাঁচিয়া থাকিব ! আমার প্রতিশোধ-পিপাসা শান্তি হইবামাত্র—পাপিনী মিসেস ব্রেস্ কঁাসী-কাঠে বুলিলে—আমার ধর্মনাশক লর্ড ক্লোরিমেল পদসম্পদ হইতে বিচ্যুত হইলে আমি এই পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া যাইব ! হাঁ, অগ্রে প্রতিশোধ, তাহার পর আত্মহত্যা !”

কারোলাইন এইরূপ গভীর চিন্তায় নিমগ্না ; হস্তের কবুই টেবিলের উপর সংস্থাপিত, করতলে ললাট বিজ্ঞস্ত, চক্ষুহুটি সম্মুখস্ত পুষ্ট বিনিক্রিষ্ট ; কিন্তু বাহুবস্তুর দিকে আদৌ দৃষ্টি ছিল না, তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয় মাসনিক-চিন্তার সঙ্গে আকৃষ্ট । হঠাৎ তাহার গাঢ়চিন্তার অবসান, সে যেন হঠাৎ স্বপ্নভঙ্গে জাগিয়া উঠিল ; ঘূর্ণিত-নয়নে গৃহের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিয়া লইল, গৃহমধ্যস্থ কোন লোক তাহার দিকে চাহিয়া আছে কি না । গৃহের লোকেয়া তখন বিবি ব্রেসের গ্রেপ্তারের কথা লইয়া অনন্তমনে তর্কবিতর্ক করিতেছিল, ছদ্মবেশী নাবিক সেই ঘরের একধারে বসিয়া আছে, কি করিতেছে, তাহার খবর লইবার তাহাদের অবসর ছিল না, তদ্বর্ণনে কারোলাইন নিশ্চিত বুঝিল, কেহই তাহার দিকে নজর রাখে নাই ।

বেলা অপরাহ্ন তৃতীয় ঘটিকা । কারোলাইন কিছু জলযোগের সামগ্রী আনয়ন করিবার আদেশ দিল, তাহা আনীত হইলে কিঞ্চিৎ ভোজন করিল,

তাহার পর ধীরে ধীরে কান্টিনের হইতে বাহির হইয়া গেল । প্রথম মতলব—একটা নির্জন পল্লীতে একটা নির্জন বাসাবাড়ী ভাড়া লওয়া, সেইখানে থাকিয়া মোকদ্দমার খবর রাখা আর নিজের প্রতিশোধ-পিপাসার শান্তিপক্ষে বিশেষ বিশেষ উপায় অবধারণ করা তাহার উদ্দেশ্য । কোন্ দিকে কোন্ পল্লীতে যাইবে, তাহা অগ্রে স্থির না করিয়াই ছদ্মনাবিক অল্লফোর্ড স্ট্রীটের দিকে চলিতে লাগিল, যাইতে যাইতে ঘটনানুসারে ক্যাভেণ্ডিশ স্কোয়ারে পৌঁছিল ।

কারোলাইন চলিতেছে । সম্মুখদিকে যে রাস্তা, সেই দিকে যাইবে, মনে করিতেছে, এমন সময় সম্মুখে সুপরিচ্ছদধারিণী একটি স্ত্রীলোকের মুখ তাহার নয়নগোচর হইল ; সেই স্ত্রীলোকটি একজন বয়োধিক বড়লোকের হস্তধারণ পূর্বক পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময় কারোলাইন দ্রুতপদে নিকটবর্তিনী হইয়া স্ত্রীলোকটিকে বলিল, “ক্ষমা করিবেন, পুনর্বার আপনাকে দর্শন করিয়া আমি আনন্দিত হইলাম ।”

বলা বাহুল্য কারোলাইনের তখন নাবিকবেশ । তাহার কথা শুনিয়া রমণী গর্কিতস্থরে বলিলেন, “মহাশয় ! আপনাকে আমি চিনিতে পারিতেছি না ।—এই কথা বলিয়াই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নাবিকরূপী কারোলাইনের মুখখানি তিনি ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, অল্প অল্প স্থতির উদয় হইল ; তখন তিনি পুনরায় বলিলেন, “চিনিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু আপনার মুখখানি আমার অপরিচিত বোধ হইতেছে না ।”

কারোলাইন বলিল, “একবার ধাত্রী লিঙ্কলীর বাড়ীতে আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমরা উভয়ে উভয়ের বন্ধু হইব, এইরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছিলাম ।”

মুখপানে চাহিয়া লেডী বলিলেন, “ওঃ ! মনে হইতেছে । তুমি সেই কুমারী ওয়াল্টার ।”—পাঠক মহাশয় এই লেডীর পরিচয় গ্রহণ করুন । ইহার নাম লেডী কারনাগা—এথম লেডী হোল্ডারনেস্ ; লর্ড হোল্ডারনেসের সঙ্গে তিনি ভ্রমণ করিতেছিলেন । কারোলাইনকে চিনিয়া তিনি বেশী সন্তুষ্ট হইলেন, এমন বোধ হইল না ।

ছদ্মবেশী নাবিকের আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া একটু কল্‌পিতকণ্ঠে লর্ড হোল্ডারনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন কারোলাইন ওয়াল্টার ? বে হু’ডী একবার প্রেরণার —”

দিব্য সপ্রতিভভাবে নির্ভয়ে প্রশান্তস্বরে কারোলাইন উক্ত অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত যোগ করিয়া দিল, “ইত্যগ্রে আমি যে লিওনার নাম করিয়াছি, সেই ধাত্রীকে খুন করার মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল।” লর্ড বাহাদুরকে এই কথা বলিয়া, লেডীর দিকে ফিরিয়া সে আবার বলিল, “মের সাহেব! যখন আমরা সেই ধাত্রীর বাড়ীতে ছিলাম, তখন আপনি কে, আপনার নাম কি, আপনার পদমর্যাদা কি, তাহা আমি জানিতাম না, কৌশলে সন্দেহক্রমে আপনি আমার কাছে সে পরিচয় গোপন করিয়া—”

এই অবসরে উর্দূপরা এক জন ফুটম্যান এক বাড়ীর দ্বার উন্মোচন করিল, কারোলাইনের শেষ কথায় বাধা দিয়া লর্ড হোল্ডারনেস্ চুপি চুপি বলিলেন, “আমাদিগকে আর অধিকক্ষণ এখানে দাঁড় করাইয়া রাখিও না।”—এই বলিয়াই ধীরে ধীরে লেডীকে বাড়ীর ভিতর একটু ঠেলিয়া দিয়া, নিজের সেই সঙ্গে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। পরক্ষণেই ভিতর দিক্ হইতে দরজা ভেজাইয়া দেওয়া হইল, কুমারী কারোলাইন বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

লর্ড-দম্পতি নির্জনে বৈঠকখানামধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পর চকিত-চঞ্চলভাবে মুখ চাহাচাহি করিলেন; লেডী হোল্ডারনেস্ মাথার টুপিটা খুলিয়া, শালখানা একধারে রাখিয়া চঞ্চলস্বরে বলিলেন, “ছুড়ীটার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভাল ছিল। দেখা হওয়াতে আমি ভুট্ট হইলাম না।”

উত্তেজিতস্বরে লর্ড বলিলেন, “আমিও ভুট্ট হই নাই; এক্ষণে বোধ হইতেছে, ইহার সহিত অমঙ্গলের কোন সম্পর্ক—”

অভ্যাসমত সাহসে ভর করিয়া ফারনাণ্ডা “বলিলেন, তাহা হইলেও উহাকে দেখিয়া তবু পাইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। ও ছুড়ী সে বিষয়ের কোন সূত্র—”

কম্পিতস্বরে লর্ড হোল্ডারনেস্ বলিলেন, “কে জানে? কে জানে? ওঃ! ফারনাণ্ডা! আমাদের মন যেন বলিতেছে, আমরা নিতান্ত ভীক—”

স্বগার ভঙ্গীতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া, লোহিত ওষ্ঠপুট বন্ধ করিয়া, স্বভাবসিদ্ধ গর্ভিতভাবে উগ্রস্বরে ফারনাণ্ডা বলিলেন, “তুমি নিজের কাপুরুষ, সেই কথা বল; বিবেকের পরাক্রম আমি গ্রাহ্য করি না।”

কম্পিত হইয়া লর্ড বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, “ফারনাণ্ডা! বার বার আমি তোমাকে বলিয়াছি, কতবার মিনতি করিয়া নিবেদন করিয়াছি, প্রকৃতির

অবমাননা করিও না, প্রাকৃতিক কার্যে অবজ্ঞা করিও না, তাহাতে অন্য অপরাধ—”

দুঃস্বপ্নভিতে কারনাগার হৃদয় পাষাণবৎ কঠিন হইয়াছিল, স্বামীর মুখের কথায় যোগ দিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “সেই অপরাধ আমরা উভয়েই করিয়াছি—অ্যা ?”—এইটুকু বলিয়া একটু নরমস্বরে তিনি আবার বলিলেন, “কারোলাইন ওয়াল্টার—ভুচ্ছ কথা মনে করিয়া ভয় পাইও না। প্রথমতঃ ছুঁড়ীটার সঙ্গে দেখা হওয়াতে আমি সন্তুষ্ট হই নাই, তাহাতে অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, কদাচ শুভফল হইবে না, ইহা আমি সীকার করি ; কিন্তু আমার দ্বিতীয় কথা এই যে, কারোলাইন ওয়াল্টার আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, আর সে এখানে ফিরিয়া আসিবে না। অধিকন্তু আমার বিরুদ্ধে সে আর কি কথা বলিতে পারে ? কোন এক বিশেষ ঘটনায় আমি একবার বিবি লিঙলীর বাড়ীতে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলাম, সে ছুঁড়ীও তখন সেইখানে ছিল, সেই স্থলে যদি লোকের কাছে আমার কোন মানির কথা বলে, লোকে তাহা বিশ্বাস করিবে না, বরং সে কেলেঙ্কারী তাহার নিজের উপরেই স্পর্শিবে ; সকলেই তাহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবে ; সন্দেহে সন্দেহে দেখিতে তাহার ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিবে। না—ওয়াল্টার,—না, সে ছুঁড়ীকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই।”

এইরূপ কথা হইতেছে, ঠিক সেই সময় সদর-দরজায় দুইবার জোরে জোরে করাঘাত হইল, পরক্ষণেই কারোলাইন ওয়াল্টারকে সঙ্গে লইয়া সেই কুটম্যান লর্ডদম্পতির সম্মুখে হাজির হইল। নাবিক ভাবিয়াই কুটম্যান তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল।

কুটম্যান বাহির হইয়া যাইবার পর লেডী কারনাগা সক্রোধে কারোলাইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কারণে এই অনধিকার-প্রবেশ ?”—প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে লেডীর চক্ষু যেন বিদ্যুৎচমকে কারোলাইনের মুখের উপর বিনিক্ষিপ্ত হইল।

কারোলাইন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “চিরদিন আমাদের বন্ধুত্ব থাকিবে, দাত্রী লিঙলীর বাড়ীতে আমরা উভয়ে কি এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হই নাই ?”

কারোলাইনকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে আরক্ত-নয়নে চাহিয়া লেডী

ফারনাণ্ডা সদর্পে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই ধাত্রীকে তুমি খুন করিয়াছ, তাহা আমি জানি না, ইহাই কি তুমি মনে রাখিয়াছ ?”

শান্তভাবে কারোলাইন উত্তর করিল, “হইতে পারে, তাহা আপনার জানা আছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি নির্দোষী । লেডী হোল্ডারনেস ! এখন আমি আপনার পরিচয় জানিতে পারিয়াছি, এই লর্ড বাহাহুর আপনার স্বামী ; যদি আমি ইহার সমক্ষে কোন অশ্লির কথা বলিয়া থাকি, সেটা আমার দোষ নয়, আপনিই আমাকে তাহা বলিতে বাধ্য করিয়াছেন । ইত্যগ্রে আপনাদের এই বাড়ীর সদর-দরজার বাহিরে যখন দেখা হইয়াছিল, তখন যদি আপনি সদরভাবে আমার সহিত কথা বলিতেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইতাম, আর আমি আপনাদিগকে বিরক্ত করিতে এখানে আসিতাম না ; কিন্তু পূর্বের বক্তৃত্ত্বের অঙ্গীকার ভুলিয়া আপনি সগর্বে আমার অপমান করিয়াছিলেন, সেই কারণেই আমার প্রাণে আঘাত লাগিয়াছে, সেই কারণেই অভিমানবশে আবার আমি আসিয়াছি ।”

কারোলাইন যতক্ষণ কথা কহিল, লেডী ফারনাণ্ডার বুকের ভিতর ততক্ষণ নানাপ্রকার অন্তর্ভুক্তি। তোলপাড় করিতেছিল, কথা শেষ হইলে তিনি তাক্ষিলাভাবে গর্ব প্রকাশ করিয়া রুদ্ধস্বরে বলিলেন, “যাহা আমি করিয়াছি, তজ্জন্ত তুমি আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বল না কি ?”

স্বণা প্রকাশ করিয়া কারোলাইন বলিল, “ক্ষমাপ্রার্থনা ?—আপনি বড়-ঘরের ঘরনী, আমি সামান্ত লোকের কন্যা, আপনার ওষ্ঠ হইতে আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা-বাক্য বহির্গত হইলে আমি লজ্জা পাইব ;—না, ক্ষমাপ্রার্থনা আমি চাহি না ; যদি আপনি ক্ষমা চান, তাহা হইলে আমি তাহা স্বণাপূর্বক অগ্রাহ্য করিব । একটু স্থির হইয়া আমার গুটিকতক কথা শুনুন ;—আমাকে বাহিরে ফেলিয়া আপনারা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, দরজা বন্ধ হইল, ১৫ মিনিট কাল সেইখানে আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম, আমার শিরায় শিরায় সবেগে শোণিত প্রবাহিত হইল, হৃদয়ে ক্রোধানল জলিল, অনন্তর একটু তফাতে গিয়া একখানা ঘরের দোকানে প্রবেশ করিলাম, সেখানে একটু দাঁড়াইয়া দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘ক্যাডেগুস স্কোয়ারের অমুক নম্বর বাড়িতে কাহার থাকেন ?’ দোকানী অত্যন্ত বাচাল, অনেক কথা কয় ;—
সে আমাকে অনেক কথা বলিল ; যতটুকু সংবাদ জানিবার আশা

করিয়াছিলাম, তাহার বিশৃঙ্খল তব আমি তাহার মুখে পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; আপনার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছি ।”

পূর্বের গায় তাচ্ছিল্যভাব দেখাইয়া সেইরূপ ভঙ্গীতে সেইরূপ স্নেহ ফারনাণ্ডা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কথা তুমি শুনিয়াছ ?”—লর্ড বাহাডর এই সময় আসন হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন, আবার ফিরিয়া আসিয়া গৃহের অপর প্রান্তে দাঁড়াইলেন ; শরীরে কম্প, বদনে উত্তেজিত ভাব ; সে ভাব তিনি কিছুতেই গোপন করিতে পারিলেন না । কপট ঔদাস্য্যভাবে ফারনাণ্ডা পুনর্বার কারোলাইনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কি কথা তুমি শুনিয়াছ ?” - ঔদাস্য্যভাব জানাইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, যতটুকু কারোলাইনের জানা সম্ভব তিনি ভবিয়াছিলেন, নিকটস্থ দোকান হইতে কারোলাইন অবশ্য তদপেক্ষা অধিক নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আলিয়াছে ।

কারোলাইন বলিল, “আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতেছি । দোকানী আমাকে বলিয়াছে, লর্ড হোল্ডারনেস্ এবং লেডী হোল্ডারনেস্ এই বাড়ীতে থাকেন ; লর্ড হোল্ডারনেসের প্রথম পত্নীর গর্ভজাতা দুইটি অবিবাহিতা কন্যা আছে, তাহারা এখন পিতার নিকট থাকে না । লেডী হোল্ডারনেসের নাম ফারনাণ্ডা এমার । তিনি আর্ল অব্ ডেসবরার ভ্রাতৃপুত্রী ।

ছদ্মবেশধারিণী যুবতীর মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি স্থাপন করিয়া লেডী হোল্ডারনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেবল ঐ কথাগুলিই শুনিয়াছ ?”

কারোলাইন উত্তর করিল, “কেবল উহাই নহে, আরও অনেক কথা শুনিয়াছি । কিছু দিন পূর্বে লোকে কাণাকাণি করিয়াছিল, লর্ড মার্চমন্টের পুত্র অনারবল আর্থার ইটনের সহিত কুমারী ফারনাণ্ডা এমারের বিবাহ-সম্বন্ধ হয়, সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়, আর্থার ইটন হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হন, কুমারী ফারনাণ্ডা তখন প্রায়ই নগর পরিত্যাগ করিয়া যক্ষ্মলে বাহিরে বাহিরে থাকিতেন ; লোকে এই কথা বলিত, বাস্তবিক কুমারী ফারনন্দা আদৌ যক্ষ্মলে যান নাই, নগরী মধ্যে গুল্ল পল্লীতে ফোর-স্ট্রীটে একখানা ভয়ঙ্কর গুল্ল বাড়ীতে গোপনে বাস করিতেছিলেন, সেইখানে তাহার সহিত আমার প্রথম আলাপ হয় । সেইখানে তিনি আমাকে অনেক—ওঃ !—অনেক কথা বলিয়াছিলেন । তখন আমি সে সকল কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই । তিনি বলিয়াছিলেন, একজনের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ত তিনি বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছেন, ভয়ানক প্রতিশোধের অঙ্কন ;—সেই প্রতিশোধের হেতু

ও পরিণাম কেবল তিনিই জানিতেন, হাহার উপর প্রতিশোধ, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না ।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া, কারোলাইন আবার বলিতে লাগিল, “এখন—শোনো লেডী,—এখন আমি তোমার পরিচয় পাই-
 যাছি ; ধাত্তীর বাড়ীতে যে সকল কথা ভূমি আমাকে বলিয়াছিলে, যাহা তখন আমি বুঝিতে পারি নাই, এখন তাহা স্পষ্ট স্পষ্ট বুঝিতেছি । তোমার জীবনের ইতিহাস আমি উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছি ; লোকের চক্ষে দিবা দ্বিপ্রহরের সূর্য্য যেমন উজ্জ্বল তেজস্বর দেখায়, তোমার গুহ্যবৃত্তান্ত এখন আমি সেইরূপ সমুজ্জ্বল দর্শন করিতেছি । তোমার প্রতিশোধের লক্ষ্য ছিলেন—অনারেবল্ আর্থর ইটন ; প্রণয়ের প্রলোভন দেখাইয়া তিনি তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার পর কোন সূত্রে তোমার সহিত তাঁহার মনোমালিন্য জন্মে ; একপ্রকার অদ্বুত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া আর্থর ইটন দিন দিন জীর্ণ-শীর্ণ হইতে থাকেন, চিকিৎসকগণের ঔষধে কোন প্রকার ফল হয় নাই, ভাল ভাল অস্ত্রচিকিৎসকেরাও হারি মানেন, কি রোগ, তাহা কেহই নিরূপণ করিতে পারেন নাই । প্রতিশোধ লইবার জন্য গুপ্তক্রিয়া ও সাংঘাতিক অভিসন্ধি তোমার ঐরূপ, দৈবগতিকে যেন কোন প্রকার মন্ত্রপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে রোগ-শাস্তি হইতে থাকে, শেষকালে আর্থর ইটন সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করেন ।
 ওঃ লেডী ! তোমার কৌশলচক্রে সেই যুবক অকালে কালগ্রাসে পতিত হই-
 বেন, এইরূপ উপক্রম হইয়াছিল, কিন্তু দৈবানুগ্রহে কোন অদৃশ্য শক্তির কৃপায় তিনি মুক্তিলাভ করেন, তাহার পর একটা গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া তিনি নিউগেট কারাগারে কয়েদ হন ; বস্তুতঃ তাঁহার নামে যে অপবাদ দেওয়া হয়, যে অপরাধে তিনি ধরা পড়েন, সে অপরাধ করিতে তিনি একেবারে অসমর্থ ।”

ক্রোধে উত্তমস্তপ্রায় হইয়া কারনাগা বলিয়া উঠিলেন, “কে এমন কথা বলে ? কাহার কল্পনায় এ প্রকার”—বলিতে বলিতে হঠাৎ তিনি থামিলেন ।

বদনবিকৃত করিয়া ক্রোধে কঠোরকণ্ঠে জুমারী কারোলাইন বলিল, “কে বলে ? কেন,—আমিই বলিতেছি । বিষম সমস্যা পূরণ করিবার একটুমাত্র সূত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ আমি অভাবনীয়রূপে সমস্ত রহস্য ভেদ করিতে পারি-
 যাছি । আরও শোনো,—গর্জিতা রমণী ! আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, সমস্ত হুকার্ধাই ভূমি করিতে পার ।”

লেডী হোল্ডারনেস্ উপস্থিত-বুদ্ধি হারাইলেন, শরীর কম্পিত হইতে লাগিল,

রসনায় জড়তা আসিল, জড়িতস্থরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “কি কথা ছুনি বলিতেছ ?”

প্রশ্ন করিয়া লর্ড হোল্ডারনেস্ দারুণ সংশয়ে নিশ্বাস রোধ করিয়া উত্তর-প্রবণের প্রতীক্ষায় রহিলেন ; লর্ড হোল্ডারনেস্ যেন পুতুলের গায় অচল হইয়া আতঙ্কে ও কোতূহলে কম্পিত হইতে লাগিলেন ; তাঁহার পাণ্ডুবর্ণ বদনমণ্ডলের শিরায় শিরায় মহাতক্লবরূপ প্রকাশ পাইতে লাগিল । ঘূর্ণিত নয়নভঙ্গী করিয়া স্থস্থির-গভীরস্থরে কারোলাইন উত্তর করিল, “আমি বলিতেছি,—হাঁ,—আমি বলিতেছি, কয়েক মাস পূর্বে একদা মহাহর্যোগ রজনী,—ঝড়বৃষ্টি, বজ্রপাত,—ঘোর অন্ধকার,—সেই হর্যোগ রজনীতে একখানা বাড়ীতে সেই ভয়ঙ্করী রজনী অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর একটা কাণ্ড হইয়াছিল ; সেইরূপ হর্যোগরজনী ছটলোক দিগের হুঙ্কারসাধনের উত্তম অবসর । যে বাড়ীর কথা বলিতেছি, সেই বাড়ীর একটা ঘরের জানালা খোলা হইল, জানালার নিম্নভাগে টেমসনদী প্রবাহিতা ; সেই অন্ধকারে সেই গবাক্ষপথ দিয়া একটি সদ্যোজাত শিশু টেমসনদীর অন্ধকার জলে বিমিশ্রিত হইয়াছিল ! গৃহমধ্যে সেই শিশুর জননী শয়ন করিয়াছিল, পিশাচীকৃপণী ধাত্রীই সেই শিশুটিকে নিম্নবাহিনী বেগবতী তরঙ্গিনীর প্রবল স্রোতে ফেলিয়া দিয়াছিল !”

সেই ভয়ঙ্কর কথা শুনিয়া, মহাভয় পাইয়া লর্ড হোল্ডারনেস্ বলিয়া উঠিলেন, “চূপ্ ! অত চীৎকার করিয়া কথা কহিও না !—” তিনি এই কথা বলিলেন, কিন্তু সেই ঘটনার সহিত তাঁহার পত্নীর অতি নিকট-সম্বন্ধ, ইহা বুঝিতে বাকী রহিল না ।

হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ফারনাণ্ডার কম্প উঠিল, যথাসাধ্য সেই কম্পবেগ সম্বরণ করিয়া তিনি বলিলেন, “কারোলাইন ! অত বিশেষ ব্যতীত আওড়াইতেছ কি জন্ত ?”—কথার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাগর সমস্ত ঘটনা তাঁহার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিল, অধিক সাহসে গর্জিতস্থরে তিনি আবার বলিলেন, “ঐ সমস্ত কথা তোমার কল্পনামাত্র ।—সমস্তই তোমার নিজের কথা !”

তীব্রস্থরে প্রতিধ্বনি করিয়া কারোলাইন বলিল, “আমার নিজের কথা ? — কি ! বখন সেই নবজাত শিশুটির করুণ ক্রন্দনধ্বনি আমার প্রতিগোচর হইয়াছিল,—জেনো মেডী, সেই শিশু,—তোমার নিজের গর্ভজাত শিশু—পরিক্ষীত নদীর জলে মিশ্রিত হয়, তাহার তখনকার সেই অক্ষুট রোদনধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছিল,—ও পরমেশ্বর !

তখনও আমি যেমন কাঁপিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ কাঁপিতেছি। সে ধনি তখন যেমন শুনিয়াছিলাম, এখনও যেন সেইরূপ শুনিতেছি। তখন আমার মনে হইয়াছিল, আমিও যেন সেই ভয়ঙ্করী তমস্বিনীর সেই সাংঘাতিক কার্যের সহকারিণী। আমি জানি, সেই দুঃশীলা ধাত্রী মাগীই হত্যাকারিণী; শেষ-কালে তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে, যখন তুমি প্রসব কর, তখন তোমার বেশ জ্ঞান ছিল, তবেই বুঝিতে হইবে, বুড়ীটা তোমার শিশুকে হত্যা করি-
রাছে, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। ওঃ! জানিয়া শুনিয়া আমি চুপ করিয়া ছিলাম, তখনই পুলিশে সংবাদ দিই নাই, সেই জন্য ভয়ে ভয়ে এখনও মনে হইতেছে, আমিও যেন সেই হত্যাকাণ্ডের একজন সহকারিণী!”

বলপূর্বক পত্নীকে একটু তফাতে সরাইয়া লইয়া গিয়া লর্ড হোল্ডারনেস তাঁহার কাণে চুপি চুপি বলিলেন, “ফারনাণ্ডা! ফারনাণ্ডা! এ ছুড়ীকে লইয়া আমরা কি করিব? ছুড়ীটা চায় কি? ঈশ্বরের দোহাই, শীঘ্র উহাকে বিদায় করিয়া দিতে পারিলে বাঁচি!”

জনাস্তিকে লেডী হোল্ডারনেস চঞ্চলস্বরে বলিলেন, “হাঁ—হাঁ, তাহাই আমি করিতেছি। তুমি জানিয়া রাখ, উহাকে আমাদের ভয় করিবার কোন কারণ নাই।”—স্বামীকে এই কথা বলিয়া, কারোলাইনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, “দেখ কারোলাইন, তুমি আমার নামে রাশি রাশি অপবাদ দিতেছ, আমার সম্বন্ধে তুমি যাহা কিছু জানো অথবা কল্পনায় রচনা করিয়া যাহা কিছু বলিতেছ, তাহাতে আমি ভয় পাইব না; অক্লেশে আমি সে সকল অপবাদ খণ্ডন করিতে পারি, কিন্তু খণ্ডন করিলেও তোমার কিংবা আমার কোন উপকার হইবে না। সাবধান হও!—আমি এখন পুলিশ-কন্স্টেবলকে সংবাদ পাঠাইব, কারোলাইন ওয়াল্টার পরচুলা গাল-পাটা পরিয়া ছদ্মনাবিকবেশে আমার বাড়ীতে উপস্থিত আছে। মনে করি-
লেই আমি সংবাদ দিতে পারি, বাস্তবিক সে কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা নাই।”

লেডী হোল্ডারনেসের শেষ কথাগুলি শুনিয়া কারোলাইনের রোষাবেগ নূতন হইয়া উঠিল, শ্লেষবাক্যক বক্রস্বরে বলিল, “ওঃ! লেডী! তুমি আমাকে ভয় দেখাইবার কথা তুলিতেছ।”—এই কয়েকটি কথা বলিবার সময় অক্লে তাহার ওষ্ঠপুট বিকুঞ্চিত হইল।

কপটে মুহূর্ত্তা করিয়া ফারনাণ্ডা বলিলেন, “কারোলাইন! দেখিতেছি

তুমি আমার সহিত কলহ বাধাইবার উপক্রম করিতেছ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি আমার নামে নালিশ করিবে, আমি তোমার নামে নালিশ করিব, তাহাতে তোমার আমার বিশেষ কোন লাভ নাই; আমি জানি, আমার উপর তোমার ঘণা আছে, সেই কারণে তুমি আমার কুচ্ছ রটনা করিতে আসিয়াছ; প্রথমে দরজার বাহিরে যখন তুমি আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলে, সেই সময় আমি যদি তোমাকে আদর করিয়া কোলে লইতাম, তাহা হইলে তুমি এই সব কথা বলিতে না। যাহা হউক, এখন তুমি আমার কাছে, কি চাও—টাকা—পরামর্শ—”

সব কথা না শুনিয়াই কারোলাইন বলিল, “টাকাও চাই না, পরামর্শও চাই না, কিছুই চাই না; তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াটা বড় ভালই হইয়াছে, আমি বড়ই খুসী হইয়াছি; আমার মতলবটা হঠাৎ অন্যদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে; এতদিন যে ভয়ানক রহস্য ঘোর অন্ধকারে নিহিত ছিল, দুর্ভেদ্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, এক ঘণ্টার মধ্যে কয়েকটা ঘটনায় সেই ভয়ানক রহস্য আমি ভেদ করিতে পারিয়াছি।”

আত্মগৌরবিনীর আপদমস্তক কাঁপিল; কেবল বাহ্যিক কম্পন নহে, নিদারুণ আতঙ্কে ও মহা সংশয়ে তাহার অন্তরাত্মা পর্যাস্ত কাঁপিয়া উঠিল; কম্পিতস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কি ঘটনা?”

জয়লাভ হইয়াছে, অন্তরে এইরূপ বুঝিয়া, উল্লাসিতস্বরে কারোলাইন বলিল, “সমস্ত ঘটনা এক এক করিয়া বিশেষরূপে বর্ণনা করিবার প্রয়োজন বুঝি না; আপাততঃ কেবল একটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইতে পারিবে যে, ধাত্রী লিঙলীর হত্যাব্যাপারে আমি যেমন নির্দোষী, উইলিয়ম ডব্লির হত্যাকাণ্ডে আর্থর ইটনও সেইরূপ নির্দোষী।”

এই কথা বলিয়াই কারোলাইন ওয়াল্টার গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, ফারনাণ্ডা ছুটিয়া গিয়া সজোরে তাহার বাহ আকর্ষণ পূর্বক অদ্ভুতপ্রকার পরিবর্তিতস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “কারোলাইন, এক্ষেপে অবস্থায় তোমার এখান হইতে চলিয়া যাওয়া হইতে পারে না।”

মনে করিলে কারোলাইন তৎক্ষণাৎ ফারনাণ্ডার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু অকস্মাৎ গৃহমধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ও পৌঁ পৌ শব্দ শ্রবণ করিয়া পশ্চাদিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিল; দেখিল, লর্ড হোন্ডারনেস্ একখানা সোফার উপর শুইয়া পড়িয়া কম্পিতকলেবরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছটপট

করিতেছেন। সেই দৃশ্য দর্শন করিয়া কারোলাইন তখন ফারনাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি আমাকে কি করিতে বল? কেন তুমি আমাকে ধরিয়া রাখিতেছ?”

মানসিক বহুশ্রী ও দারুণ উৎকর্ষা গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া উত্তেজিত-স্বরে লেডী হোল্ডারনেস বলিলেন, “ধাত্রী লিগলীর বাড়ীতে তোমাতে আমাতে যেরূপ বন্ধুত্ব হইয়াছিল, আইস আবার এইখানে উভয়ে সেইরূপ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হই।”

মুখতারী করিয়া গম্ভীরস্বরে কারোলাইন বলিল, “লেডী! সময় অতীত করিয়া তুমি এখন ঐরূপ প্রস্তাব করিতেছ। উচ্চপদমর্যাদার অহঙ্কারে ইত্যথৈ তুমি আমাকে পদদলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলে, বড়দলের মহিলা বলিয়া সেই অহঙ্কারে তুমি আমাকে তোমার পদলেহনে বাধা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলে, সেই গর্বকীট এখন নিস্তেজ হইয়াছে; সাবধান! সেই ক্ষুদ্র কীট পাছে কালসপের আকার ধারণ করিয়া বিষদন্তে তোমাকে তীব্র দংশন করে!”

ঐরূপ ভীষণ শাসনবাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বর্ণা-ক্রোধ-মিশ্রিত কারোলাইনের অগ্নিবর্ষা বিশালদৃষ্টি দর্শন করিয়া লেডী হোল্ডারনেস ক্ষণকালের জগ্ৰহতবুদ্ধি হইয়া অবসর হইয়া পড়িলেন, অবসর পাইয়া কারোলাইন তাহার হাত ছাড়াইয়া দ্রুতগতি গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল, এককালে সেই বাড়ী হইতেই নিষ্কাশিত।

বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কারোলাইন সেই পূর্বকথিত কাকিঘরে প্রবেশ করিল; দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বহু ধরিদারের জনতা; ব্রোঞ্জীট পুলিশে বিবি ব্রেস্‌যে প্রকার জবাব দিয়াছে, লোকেরা সেই বিষয়ের গল্প করিতেছিল। সেইখানে দাঁড়াইয়া কারোলাইন শুনিла, সহচরী হ্যারিয়েট আপন ইচ্ছায় পুলিশে হাজির হইয়া খুনের ব্যাপারের জবানবন্দী দিয়াছে; বৃত্তান্ত জানিয়াও অগ্রে পুলিশে সংবাদ না দেওয়া অপরাধে হ্যারিয়েটকেও নিউগেটের হাজত-গারদে চালান হইতে হইয়াছে। কারোলাইন আরও শুনিла, সেই বেনামী চিঠিখানা পুলিশে দাখিল হইয়াছিল, পাঠ করা হইয়াছিল, কিন্তু গল্পকর্তারা তৎসম্বন্ধে যে সকল কথা বলাবলি করিল, তাহা এত অস্পষ্ট যে, কারোলাইন তাহার আসল মর্ম্ম বুঝিয়া উঠিতে পারিল না; পুলিশের প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটকে সে যে সংবাদ লিখিয়া পাঠাইয়াছিল, তাহার কলে

আসল মোকদ্দমার তদন্ত হইতেছে, কিন্তু তাহ্মর (কারোলাইনের) নিজের পক্ষে কোন মন্দ হইবে কি না, তাহা জানিতে না পারিলেও বিবি ত্রেস্কে কীসিকার্তে চড়াইবার ফিকির সুসিদ্ধ হইয়াছে, ইহা বুঝিয়া তাহার সম্ভাষণ জন্মিল; দোকানে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইল না, পূর্বদিন যে কক্ষমধ্যে নিশাযাপন করিয়াছিল, সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

কাফিষরের খরিদারগণের মধ্যে যে ব্যক্তি ঐ মোকদ্দমার গল্প তুলিয়াছিল, শ্রোতাদিগকে সম্বোধন করিয়া সেই ব্যক্তি মন্তব্য দিল, “ঐ সেই চালাক ছোক্রা !”

দলের মধ্যে হইতে আর একজন বলিল, “কাহার কথা বলিতেছ ? ঐ নাবিকের পোষাক-পরা ছোক্রা ?—ও ত ছোক্রা নয়,—ছদ্মবেশধারিণী বালিকা ; আমার এ অনুমান যদি মিথ্যা হয়, তবে আমার সকল কথাই মিথ্যা । চলনভঙ্গী দেখিয়াই আমি উহাকে জীলোক বলিয়া চিনিয়াছি ।”

এইরূপ গল্প হইতেছিল, ঠিক সেই সময় পুলিশ কনষ্টেবল ক্রলী সহসা কাফিষরে প্রবেশ করিল ; প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, “ছদ্মবেশী জীলোক ! কে বলিতেছিল ছদ্মবেশী জীলোক ?”

দলের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান বক্তা সে ব্যক্তি ঐ পুলিশ কনষ্টেবলের বিশেষ পরিচিত ; সে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি সেই ছদ্মবেশীকে দেখিতে চাও ?”

ক্রলী উত্তর করিল, “একটা যুবতীকে আমার দরকার, সম্ভবতঃ সেই যুবতী ছদ্মবেশে আছে । হুল কথা,—বিবি ত্রেস্কে মোকদ্দমায় আপাততঃ আমার কার্য শেষ হইয়াছে, আসামী নিউগেটের হাজতে গিয়াছে, এখন আমি আর একটি জীলোকের অনুসন্ধানে আছি ।”

প্রথমে যে ব্যক্তি কথা কহিয়াছিল, সে বলিল, সে যদি সত্য সত্য ছোক্রা না হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জীলোক, ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি ।” এই বেয়াড়া ঠাট্টা শুনিয়া দলের সমস্ত লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া মিষ্টার ক্রলী তৎক্ষণাৎ বলিল, “কাহার কথা বলিতেছ, সে বালকই হউক অথবা বালিকাই হউক চেহারা কেমন বল দেখি । আমার এই কাগজে তাহার হলিয়া লেখা আছে ।”

পূর্ববক্তা বলিল, “কাহার কথা আমি বলিতেছি, সে যদি পুরুষ হয়, তবে তাহার বয়ঃক্রম অনুমান একুশ বাইশ বৎসর ; তাহার মুখে যে গালপাট্টা

আছে, তাহা তবে স্বাভাবিক ; অথবা যদি জীলোক হয়, তাহার বয়ঃক্রম অনুমান সপ্তদশ বর্ষ, গালপাট্টা কৃত্রিম।”

হস্তস্থিত কাগজে দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রলী বলিল, “বয়স ষোল বৎসর ছয় মাস, খর্ব্বাকার, গঠন মাফিকসই, কিছু কাহিল, দাঁতগুলি বেশ সুন্দর, আরক্ত ওষ্ঠাধর, অতি সুন্দর উজ্জল চক্ষু, ঈষৎ রক্তাভ গৌরবর্ণ।”

অনেকে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, “ঠিক ঠিক ! সেই-ই বটে ! কে সে ? —সে করিয়াছে কি ?—আহা !—গরীব বেচারী !—কে এমন ভাবিয়াছিল ?”

ষিষ্টারক্রলী সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, লোকের বিস্ময়ে ও কৌতুহলে আক্ষেপও করিল না, দোকানের যে দিকে একটি জীলোক বসিয়া কাফি বিক্রয় করিতেছিল, সরাসর সেই দিকে গিয়া সেই জীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিল, “যাহার কথা আমরা বলাবলি করিতেছিলাম, সে লোকটি কোন্ ঘরে গিয়াছে ?” দোকানী জীলোক দোকানে বসিয়াই পূর্বকথাগুলি উপকর্ণ করিয়াছিল, ঘরটি দেখাইয়া দিল ; যে ঘরে কারোলাইন, কন্টেবল তৎক্ষণাৎ সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

কন্টেবলের বেশ দেখিয়াই কারোলাইন তাহাকে চিনিল, কেন আসিয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহাও বুঝিল, ক্ষণেকের জন্য শরীরে একটু কম্প আসিল, মুখখানি শুকাইল ; পরক্ষণেই উপস্থিতবুদ্ধিপ্রভাবে সাহস অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এখানে তোমার কি দরকার ?” কন্টেবল নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করিল ; কারোলাইন পূর্বে যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই সত্য হইল। কন্টেবলের আদেশে বাধ্য হইয়া নাবিকবেশী কারোলাইন বো স্ট্রীট পুলিশে চলিল ; দোকানের ভিতর দিয়া পুলিশের হেপাজাতে যখন যায়, তখন তথাকার লোকেরা যে প্রকার কৌতুহলবশে তাহার দিকে চাছিল, তাহাতে তাহার জীলোকসুলভ লজ্জা আসিল, কপোলযুগল আরক্ত হইল, নতবদনে বাহির হইয়া গেল। পুলিশ আফিসে উপস্থিত হইয়া, ছদ্মবেশী ছদ্মবেশধারণের প্রকৃত কারণ ব্যক্ত করিয়া সত্যকথা বলিল ; চাপরাসীরা পাছে তাহার পোষাক খুলিয়া লয়, সেই অপমানের ভয়ে সত্য পরিচয় প্রদান করিল। যাহারা তাহাকে চিনিত, তাহারা কারোলাইন ওয়ালুটার বলিয়া সনাক্ত করিল, তাহার পর তাহাকে আসামীমধ্যে দাঁড় করাইয়া গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল। অবশেষে খাজী লিঙ্কলীকে হত্যা করা অপরাধে কারোলাইন নিউগেট-কারাগারে প্রেরিত হইল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আল্ফ্রেড ।

উকীল রিগডেনের আফিস হইতে কারোলাইনের গ্রহানের পর উকিলের ছোকরা চাকর আল্ফ্রেড অবসর পাইয়া ক্ষুদ্র একখণ্ড কাগজে গোটাকতক কথা লিখিল ; বয়ান এইরূপ যে, “আমার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে ! আজ রাত্রে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ।”

সন্ধ্যের আফিসে উচ্চ টেবিলের অন্তরালে হেডক্লার্ক বসিয়া কার্য্য করিতে ছিলেন, বালক কি করিতেছে, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না ; বালক সেই কাগজখানি চিঠির আকারে মোড়ক করিল, ওয়েকার দিয়া আঁটিল, শিরোনাম লিখিল, তাহার পর একটা ছল করিয়া, সেই চিঠিখানি লইয়া, আফিস হইতে বাহির হইয়া গেল, নিকটস্থ ডাকঘরের লেটারবাক্সে চিঠিখানি ফেলিয়া দিয়া, আফিসে ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের আরক্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিল ।

ভিতরের আফিসঘরে নিজের টেবিলের সম্মুখে বসিয়া মিষ্টার রিগডেন আপন কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, টেবিলের উপর রাশীকৃত দলীলপত্র ; তন্মন্স হইয়া সেই দলীলগুলি তিনি দেখিয়া আলোচনা করিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার কার্য্যে বাধা পড়িল । কাগজের উপর হইতে চক্ষু তুলিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন সম্মুখে তাঁহার মাননীয় মকেল আব্রল মণ্টগোমারী ।

অভ্যাসমত সাবধানে একটিপ নম্র গ্রহণ করিয়া, মিষ্টার রিগডেন সানন্দে বলিলেন, “আঃ ! আপনি আসিয়াছেন, আমি সন্তুষ্ট হইলাম ; আপনার জন্ত আমার অভিযয় উদ্বেগ হইতেছিল ।”—নস্যগ্রহণে সাবধান হওয়া কিরূপ ? —পরিকার কামিজের উপর নস্যের গুঁড়া অথবা স্নেহা না পড়ে, সেই বিষয়ে সতর্কতা ।

যেন অত্যধিক অধৈর্য্যভাবে জানাইয়া, উৎকণ্ঠিতভাবে লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর কি কোন নূতন বৃত্তান্ত প্রকাশ পাইয়াছে ?”

বতাবসিদ্ধ শাস্তভাবে রিগডেন উত্তর করিলেন, “না মি লর্ড ! ভেমন বিশেষ নূতন সংবাদ কিছুই নাই । আপনার জানা আছে, এই সপ্তকসময়ে আপনার ভ্রাতা রেবন্স মণ্টগোমার অদর্শনে আমি বড়ই কষ্টে পড়িয়াছি ।

লগুন রহস্য ।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবার সময় নিকটবর্তী হইয়াছে ; আমার ইচ্ছা এই যে আমি কিংবা আপনি এই সময়ে একবার বারবিক্সারে গমন করিয়া তাঁহাকে এই মোকদ্দমা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইবার অনুরোধ করি। আমার বোধ হয়, আপনিও তাঁহার নিকট হইতে কোন পত্রাদি পান নাই।”

চিন্তাযুক্ত হইয়া আবুল বাহাদুর বলিলেন, “কিছুমাত্র সংবাদ নাই।”

রিগডেন বলিলেন, “মি লর্ড ! আপনার বোধ হয় স্মরণ আছে, প্রায় দুইমাস পূর্বে চ্যান্সারি কোর্টের মাষ্টার সাহেব যখন মণ্টগোমারী বাদী, বেলেগুন প্রতিবাদী ; রেমণ্ড মন্ডগোমারী বাদী, বেলেগুন প্রতিবাদী ; এই তিন মোকদ্দমা-সংক্রান্ত রিপোর্ট অর্পণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই সময় আমি রেমণ্ড মণ্টগোমারিকে লগুনে আসিবার জন্ত বার বার তাগিদ করিয়াছিলাম, তাহাতে কোন ফল হয় নাই ; এমন কি, তাঁহাকে যে সকল পত্র লেখা হইয়াছিল, তাহারও উত্তর পর্য্যন্ত তিনি দেন নাই। কাজে কাজে আমি বাধ্য হইয়া এফিডেভিট করিয়া মোকদ্দমা মূলত্বী রাখিবার জন্ত দরখাস্ত করিয়াছিলাম ; তাহাও আপনার জানা আছে।”

আবুল মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “দুই মাসের জন্ত মোকদ্দমা মূলত্বী রাখিবার হুকুম হইয়াছিল ; কেমন, ইহাই ঠিক নয় ?”

উকীল উত্তর করিলেন, “হাঁ, মি লর্ড ! মে মাসের শেষ পর্য্যন্ত দুই মাস মূলত্বীর হুকুম।”

জ্ঞানস্বরে আবুল বাহাদুর বলিলেন, “আর পাঁচ দিন হইলেই সেই দুই মাস পূর্ণ হইবে। এখন আমার পরামর্শ এই যে, আপনি অবিলম্বে আপনার হেডক্লার্ককে বারবিক্সারে প্রেরণ করুন ; ক্লার্ক যদি সেখানকার মাল্ডেন কারমে আমার ভ্রাতাকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে আর কোথায় তিনি অন্বেষণ করিবেন, তাহা আমি জানি না।”

রিগডেন বলিলেন, “মি লর্ড ! যে প্রকারে হউক, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে ; তাঁহার উপরই এখন মোকদ্দমার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। আপনার স্মরণ হইতে পারিবে, আপনার পূর্বপুরুষের উইলে একটা অদ্ভুত প্রকরণ আছে, তদনুসারে আপনার ভ্রাতা রেমণ্ড মণ্টগোমারী বারবিক্সারের সম্পত্তি দাবী করিতেছেন ; দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবার দিন অথবা তৎপূর্বে যদি তিনি সেই প্রকরণ অনুসারে নির্দিষ্ট নিয়ম-গুলি পালন না করেন, তাহা হইলে তিনি বারবিক্সার স্টেটের সমস্ত

স্বাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবেন। তাঁহার জন্ম ও দীক্ষার দিন নির্ণয়ের সার্টিফিকেট-প্রমাণে আগামী ৩০ শে মে তারিখে তাঁহার দাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবে, ৩১শে মে তারিখে চ্যান্সারী কোর্টের মাষ্টার তাঁহার রিপোর্ট প্রদান করিবেন। সেই রিপোর্ট যদি রেমণ্ড মণ্টগোমারীর দাবীর প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে উইলের সন্ত পালন করা না করা সমান কথা দাঁড়াইবে, কিছু-তেই শুভফল হইবে না। পক্ষান্তরে মাষ্টারের রিপোর্ট যদি সে পক্ষে অমুকূল হয়, (আমার বিবেচনায় অমুকূল হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা) তাহা হইলে আর বেশী কিছু বলিতে হইবে না, আমি কেবল লর্ড চ্যান্সেলারকে বুঝাইয়া দিব, উইলের নিয়মগুলি যথাযথ পালন করা হইয়াছে।”

ভুক্তিত-কম্পিতকণ্ঠে আবুল বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “সত্য যদি নিয়মগুলি পালন করা না হয়?”

রিগডেন বলিলেন, “তাহা যদি না হয়, তবে যাহা হইবে, তাহা আপনিও জানেন, আমিও জানি। সম্পত্তির দ্বি-তৃতীয়াংশ এমার অর্ধাংশ এখনকার লেডী হোল্ডারনেস্ প্রাপ্ত হইবেন, অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ আপনার থাকিবে। যেরূপেই হউক, মার্শনেস্ বেলেগুনের নামে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা হইয়াছে, অবশ্যই আমরা সেই মোকদ্দমায় জয়ী হইব, সর্বদাই ইহা বিবেচনাসিদ্ধ বোধ হইয়া আসিতেছে।”

লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে পক্ষে তবে আপনার অল্প সন্দেহ আছে?”

উকীল বলিলেন, “তিন মাস পূর্বে আপনি যে অতিরিক্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে আছে। সেই সময় আপনি বারবিক্সারে গমন করিয়াছিলেন, অভিপ্রায় কি ছিল, আপনিই তাহা জানেন।”

বালকের হ্রাস আমতা আমতা করিয়া আবুল বাহাদুর বলিলেন, “হাঁ—হাঁ,—আপনার যাহা মনের ভাব, তাহা আমার শ্রবণ হইতেছে।”

আবুল বাহাদুরের চাকল্যদর্শনে কিঞ্চিৎ বিস্ময়াবিত্ত হইয়া রিগডেন বলিলেন, “মি লর্ড! বারবিক্সার হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত মোকদ্দমায় আপনি যেরূপ নূতন প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহাতে চ্যান্সারির মাষ্টারের মনে অভিনব সংস্কার জন্মিয়াছিল, মোকদ্দমার গতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আসল কথা এই যে, লেডী

বেলেগেনকে আমরা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া দিব ; তাহার পক্ষে এত পরাজয় হইবে যে, চ্যাম্পারি কোর্টে কোন প্রতিবাদীর তেমন পরাজয় হয় না ।”

আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আবুল বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, “কি! সকল বিষয়েই তাঁহাকে হারাইয়া দিবেন?”

জাফা করিয়া রিগডেন বলিলেন, “হী মি লর্ড! নিশ্চয়। যাহা বলিলাম, তাহা অলঙ্ঘ্য। কদাচ কোন মকেলের নিকট কোন প্রকার অতীকারে আবদ্ধ হওয়া আমার অভ্যাস নহে, কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, আপনার দাবী সম্বন্ধে, রেমণ্ড মণ্টগোমারীর দাবী সম্বন্ধে এবং লেডী হোল্ডারনেসের দাবীসম্বন্ধে মার্শনেস বেলেগেনকে আমি পদে পদে পরাস্ত করিতে পারিব। পূর্বে আমি এ কথা প্রকাশ করি নাই, আজ প্রকাশরূপে আপনার কাছে স্পষ্ট প্রকাশ করা এই আমার প্রথম। যাহা বলিলাম, তাহা যদি সিদ্ধ করিতে না পারি, তবে জগতের সমক্ষে আমি নির্দোষ ও মিথ্যাবাদী নামে ঘোষিত ও কলঙ্কিত হইয়া থাকিব।”

লর্ড মণ্টগোমারীর বদনমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; প্রথমে যখন তিনি ঐ উকীলের আফিসে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে যে বিষমতা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা এককালে অদৃশ্য হইয়া গেল। প্রফুল্লবদনে তিনি বলিলেন, “প্রিয়তম রিগডেন! পূর্ণ-বিশ্বাসে আজ আপনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া মস্তমুগ্ধের স্থায় আমি বিমোহিত হইলাম; কিন্তু আমার ভ্রাতার অবশেষে লোক পাঠাইতে আপনি ভুলিবেন না,—কদাচ বিলম্ব করিবেন না।”

উকীল বলিলেন, আজ বৈকালেই “আমি আমার হেডক্লার্ককে মালডেন ফার্মে প্রেরণ করিব, এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি ডাকগাড়ী করিয়া রওনা হইবেন। যদি তিনি আপনার ভ্রাতাকে সেখানে দেখিতে না পান, তবে তিনি কোথায় আছেন, অন্ততঃ সে সংবাদও জানিয়া আসিতে পারিবেন। রেমণ্ড মণ্টগোমারী যদি একেবারেই নিরুদ্দেশ হইয়া থাকেন,—কাহাকেও কিছু না বলিয়া যদি অজ্ঞ কোন স্থানে চলিয়া গিয়া থাকেন, নিজের স্বার্থ ও মঙ্গলের দিকে একান্তই যদি তিনি উদাসীন হন, তাহা হইলে আমরা কি করিব? তিনি নিজেই নিজের ক্ষতি করিবেন। তবে—আমি যখন এই মোকদ্দমায় উকীল, আমার মকেলের ততঃব্ধ মোকদ্দমা যখন আদালতে দায়ের, তখন আমার বাহ্য কর্তব্য, অবশ্যই তাহা আমি করিব; অবশ্যই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা পাইব।”

আবুল বাহাদুর বলিলেন, “ঠিক কথা—নিশ্চয়ই তাহা করা উচিত। আমার ভ্রাতার নামে আমি একখানা পত্র লিখিয়া দিতেছি, আপনার ক্লার্ক সেই পত্রখানি সঙ্গে লইয়া যাইবেন। উকীলকে এই কথা বলিয়া লর্ড রেমণ্ডের নামে তিনি একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলেন;—প্রধান কথা—কালবিলম্ব না করিয়া তুমি লগুনে চলিয়া আইস। দ্বিতীয় কথা—এবারে তুমি নির্দয় হইয়া তোমার আত্মীয়-পরিবারগণের প্রতি যেক্রপ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছ, ভবিষ্যতে আর এরূপ করিও না, এই আমার অনুরোধ। তিন মাসের অধিক হইল, আমরা তোমার কোন সমাচার প্রাপ্ত হই নাই। তোমার কোন পত্রাদি না পাইয়া আমাদের জননী অতিশয় কাতরা আছেন। উৎসাহিত হইয়া সাহস অবলম্বন কর; আমাদের পিতৃব্যকুমারী ফারনাণ্ডার ব্যবহার সম্বন্ধে তুমি যেক্রপ নিরাশ হইয়াছিলে, সেই নৈরাশ্যের উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া উচ্চপদে দাঁড়াইবার চেষ্টা পাও।

লেখা সমাপ্ত করিয়া চিঠিখানা টেবিলের অপর পার্শ্বে রিগডেনের সম্মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, আবুল বাহাদুর বলিলেন, “এই দেখুন, ইহা হইলেই ত চলিবে?”

চঞ্চলনেত্রে চিঠির নির্ঘণ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রিগডেন বলিলেন, “উত্তম হইয়াছে মি লর্ড। যথার্থই আমি ভাবিয়াছিলাম, লর্ড রেমণ্ড দীর্ঘকাল অন্তর্পন্থিত থাকুন, উইলের সর্ব অপূর্ণ থাকুক, আপনি স্বয়ং এবং লেডী হোল্ডারনেস্ নির্বিঘ্নে বোল আনা সম্পত্তির অধিকারী হউন, গোপনে গোপনে আপনাদ্বয় মনে হয় ত সেইরূপ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এখন আমি ক্রোধে পারিলাম, আপনার প্রতি সেইরূপ সন্দেহ করিয়া আমি অজ্ঞান কার্য্য—”

আসন হইতে লাকাইয়া উঠিয়া, আরক্ত-বদনে উকীলের মুখের দিকে লাকাইয়া, চঞ্চলস্বরে আবুল বাহাদুর বলিলেন, “সেক্রপ অসাধু ধারণা আমি ননোমধ্যে স্থান দিতে পারি, এরূপ সন্দেহ করা আপনার পক্ষে উচিত কার্য্য হয় নাই।”—বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ তাঁহার বদনের পূর্ব্ণভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল, মুখখানি পাণ্ডুবর্ণ হইল; তখন তিনি আবার বলিলেন, “সহোদর ভ্রাতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া পিতৃব্যকৃত্যকে শ্রেষ্ঠায়িকার প্রদান করিব, তেমন পাগল আমি নই, ক্ষমতা থাকিলেও সেক্রপ কার্য্য করিতে কখনই আমি সম্মত হইতাম না।”

উকীল বলিলেন, “আমিও তাহাই মনে করি,—সেইরূপ পাগলামী করিতে সত্যি আপনি অক্ষম। সন্দেহের আভাস দিয়া যদি আমি আপনার কাছে অপরাধী হইয়া থাকি, বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি।”

আবুল বলিলেন, “ক্ষমা করা হইয়াছে রিগডেন, ক্ষমা করা হইয়াছে।”—অতঃপর চিঠিখানি মোড়ক করিয়া, আঁটিয়া, শীল করিয়া, শিরোনাম লিখিয়া, উকীলকে তিনি পুনরায় বলিলেন, “তবে আপনি এই চিঠি দিয়া আপনার ক্লার্ককে প্রেরণ করুন।”

উকীল সাহেব সেই অমুরোধে সম্মত হইলেন, লর্ড মন্টগোমারী বিদায় হইয়া গেলেন।

আবুল বিদায় হইবার পর মিষ্টার রিগডেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন, “আজ আমার এই মাননীয় মক্কেলের ব্যবহারে কতকটা অদ্ভুত ও কতকটা অনিশ্চিত বিশেষত্ব বুঝা গেল। সন্দেহে তিনি অস্বীকার করিলেও, ভ্রাতাকে ঐ ভাবে চিঠি লিখিলেও, এখনও আমার মনে সেই পূর্ব-সন্দেহটা সমূলক বলিয়া বিদ্যমান হইতেছে। কারনাভার সহিত সর্বদাই তাঁহার সদ্ভাব ঘুট্ট হয়, এক এক সময়ে আমি আরও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দর্শন করিয়াছি। যাহা হয় ইউক, তাহা আমি গ্রাহ্য করি না। লর্ড মন্টগোমারী আমার একজন স্বাক্ষর মক্কেল, তাহা লইয়াই আমার কথা, তাহা লইয়াই আমার কাজ।—মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া মিষ্টার রিগডেন ঘণ্টাখানি করিলেন।

একজন চাকর হাজির হইল, রিগডেন তাহার দ্বারা হেডক্লার্ককে ডাকিয়া পাঠাইলেন; হেডক্লার্ক উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার হস্তে সেই চিঠি ও টাকা দিয়া, আবশ্যকমত উপদেশ প্রদান করিয়া মিডল্যাণ্ড কাউন্সীতে যাত্রা করিবার জন্ত প্রস্তুত হইতে বলিলেন। হেড কেরানী তদনুসারে ডাকগাড়ী করিয়া বারবিক্সারে রওনা হইলেন।

যতটুকু বেলা ছিল, রিগডেন সাহেব সেই বেলায় মধ্যে মোকদ্দমার নতুন-পত্র আলোচনা করিলেন; কার্য্যগুলি বিশেষ দরকারী, সুতরাং পাঁচটা বাজিবার পর অনেকরূপ পর্য্যস্ত সেদিন তিনি আকিসে রহিলেন। হেড কেরানী উপস্থিত ছিলেন না, অপরাপর কর্মচারীরা সকলেই চলিয়া গিয়া-ছিলেন, কেবল আলফ্রেড মনিবের কাছে উপস্থিত ছিল। আকিস বন্ধ করিবার জন্ত আলফ্রেডের উপস্থিত থাকা দরকার।

দিবাক্ষরে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া রাত্রি ৯টার সময় মিষ্টার রিগডেন আফিস হইতে চলিয়া গেলেন ; তিনি বাহির হইবামাত্র আনন্দে হস্তে হস্তপেষণ করিয়া বালক আলফ্রেড অভীষ্ট সিদ্ধির উৎসাহে খানিকক্ষণ চেয়ারের উপর বসিয়া রহিল ; যখন বুঝিল, মিষ্টার রিগডেন নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে গিয়াছেন, রাত্রির মধ্যে আর আফিসে ফিরিয়া আসিবেন না, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আফিসে আসিয়া আপন মনে বলিল, “ইহাই উত্তম অবসর।”

আফিস হইতে বাহির হইবার পূর্বে উকীল সাহেব নিজা যেরূপ করিয়া থাকেন, সে রাজ্যেও সেইরূপ অভ্যাসমত নিজের আফিসঘরের চাবী বন্ধ করিয়া চাবীটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন, আলফ্রেড তাহা বেশ জানিত ; কিন্তু সে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবে, কিয়ৎক্ষণ তাহা ভাবিল, অবশেষে পকেট হইতে একতাড়া পরচাবী বাহির করিয়া সেই ঘরের তালা খুলিয়া ফেলিল, গৃহমধ্যে প্রবেশিল ; দেখিল, টেবিলের উপর যে সকল দরকারী দলীলপত্র শু পীকত ছিল, তাহা সেখানে আর কিছুই নাই ; মনে করিল, দরকারী কাগজগুলি উকীল হয় ত সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সে আবার ভাবিল, কাগজপত্র গৃহে লইয়া যাওয়া কখনই তাহার অভ্যাস নয়, এই ঘরের কোন না কোন স্থানে তাহা অবশ্য আছেই আছে ; এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পোটাকতক যন্ত্র সঙ্গে লইয়া ঘরের আলমারী ও বাক্সগুলি খুলিবার জন্ত অগ্রসর হইল ; যে সকল দলীল তাহার (আলফ্রেডের) নিজের দরকার, তাহা আলমারীতে আছে কিবা উকীল নিজে লইয়া গিয়াছেন, তাহাই নির্ণয় করা তাহার মতলব।

গৃহমধ্যে প্রায় কুড়িটি টিনের বাক্স ছিল, কতকগুলিতে মকেলগণের নাম লেখা, কতকগুলিতে কিছুই লেখা ছিল না ; যেগুলিতে নাম লেখা, তাহার মধ্যে একটাতেও লর্ড মন্টগোমারীর নাম নাই। আলফ্রেড মনে মনে কি ভাবিয়া দুই একটি নামশূন্য বাক্স খুলিয়া ফেলিল, তাহার অভিশাষ পূর্ণ হইল ; যে সকল দলীল সে চায়, সেগুলি তাহার হস্তগত হইল।

হাঁ,—আলফ্রেড যে সকল দলীল চায়, তাহাই তাহার হস্তগত,—যে সকল দলীল সংগ্রহ করিবার জন্ত সে উপদেশ পাইয়াছিল, তাহাই তাহার হস্তগত ;—প্রভাতে কারোলাইন ওয়ালটার যে সকল দলীলের উল্লেখ করিয়াছিল, তাহাই তাহার হস্তগত।

প্রাপ্ত দলীলগুলি অজবজ্ঞমধ্যে লুকাইয়া লইয়া বালক আলফ্রেড আফিস

হইতে বাহির হইল, সমর-দরজায় চাবী দিয়া চাবীটি কুলুপে লাগাইয়া রাখিল, অনন্তর তথা হইতে দ্রুতগতি হশলি-ডাউন অভিমুখে চলিল; রাত্রি সাড়ে দশটার সময় “বেগার ষ্টাক্” নামে বিখ্যাত আড্ডায় গিয়া পৌছিল।

কারোটিপোল ও কঁাসীরাঁড়ী সানন্দে আলফ্রেডকে মহাসমাদরে আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিল। আলফ্রেড সেই অপহৃত দলীলগুলি সেখানকার টেবিলের উপর রাখিয়া দিল; সেই টেবিলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মহানন্দে কঁাসীরাঁড়ী বলিল, “বাহবা! বাহবা! বুদ্ধিবলে এমন কার্য করিতে কেহ কখন পারে নাই! লর্ড ফ্লোরিমেলের কাছে আমরা অনেক টাকা পুরস্কার পাইব!”

একবোতল মদ বাহির করিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়া, কারোটিপোল বলিল, “ঠিক বলিয়াছ! এমন কার্য কেহ কখন করিতে পারে নাই!”—

আলফ্রেডের দিকে চাহিয়া কারোটি বলিল, “লও,—এক গ্রাস মদ খাও! খাইয়া ঠিক করিয়া বল, কেমন করিয়া এ কার্য সিদ্ধ করিলে?”

আলফ্রেডের গরীবানা ধরণের বিনম্রভাব সেই উকীলের আফিসেই পড়িয়া রহিয়াছে, আড্ডার বাতাস গায়ে লাগিবামাত্র তাহার প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়াছে; কারোটির প্রশ্নে অল্পে উত্তর না দিয়াই সে বলিল, “তোমরা আমার চিঠিখানা পাইয়াছ বোধ হয়?”

কারোটি উত্তর করিল, “পাইয়াছি—পাইয়াছি! তোমার পত্র পাইয়া আমরা বড়ই আশ্চর্যিত হইয়াছিলাম। আশ্চর্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ ছিল; কাজটা পাছে তুমি হাসিল করিতে না পার, পাছে তুমি ধরা পড়, সেই ভাবনায় আমরা কিছু উবিয় ছিলাম।”

এক হস্তে কারোটিপোলের, অপর হস্তে কঁাসীরাঁড়ীর কণ্ঠবেষ্টন পূর্বক আলফ্রেড বলিল, “তোমরা কি আমাকে এতই বোকা ঠাওরাইয়া রাখিয়াছ? যে কোশলে আমি চাতুরী খেলিয়াছি, তাহা বুখে বলিয়া জানাইতে পারি না। বুদ্ধ রিগডেন আমাকে সকল কার্যেই বিশ্বাস করিয়াছিল, আজকাল দুই একবার আমার প্রতি তাহার কুটিলদৃষ্টি অনুভব করিয়াছিলাম; আজ যদি তাহার কিছু সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, বলিতে পারি না; নতুবা যত দিন আমি তাহার কাছে ছিলাম, তত দিনের মধ্যে একদিনও আমার উপর তাহার কোনরূপ সন্দেহ হয় নাই।”

কারোটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, “আজ তুমি কিরূপে এই দলীলগুলির জান পাইয়াছিলে?”

আলফ্রেড উত্তর করিল, “নাবিকবেশে একটা ছোঁড়া আজ উকীলের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিল, আমি সেই সময় একখানা চিঠি লইয়া উকীলকে দিবার জন্য সেই ঘরে যাই; ছোঁড়া আমাকে প্রথমে দেখিতে পায় নাই; সে তখন উকীলকে বলিতেছিল, “লর্ড ক্লোরিমেলের দলীলপত্র আপনার কাছেই আছে।” সেই কথা শুনিয়াই আমি আসল তত্ত্ব বুঝিয়া লইয়াছিলাম। উকীলের কাছে চাকরী স্বীকার করিয়া অবধি সর্বক্ষণ আমি যে তত্ত্ব জানিতে একান্ত উৎসুক ছিলাম, সেই সত্ত্ব হইতেই আজ আমার সেই তত্ত্ব জানা হয়। ছোঁড়া শেষকালে আমার মুখে আনন্দলক্ষণ দেখিয়া কোনরূপ সন্দেহ করিয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে আমি ক্রক্ষেপ করি নাই। ছোঁড়া বাহির হইয়া যাইবার পর আমি গোপনে চিঠি লিখিয়া, তোমার নামে শিরোনাম দিয়া ডাকঘরে দিয়া আসি। বুঝিতেছ, কেমন খেলা আমি খেলিয়াছি? উপযুক্ত অবসরে আমার দোস্ত-কাধ্যে অভীষ্টসিদ্ধি।”

কারোটি বলিল, “ওঃ! তোমার মত সজ্ঞরিত্ত অশিক্ষিত বালক আমাদের কাধ্যে ভূক্তি হইয়াছে, ইহা আমাদের ভাগ্য! তুমি যদি স্কুল হইতে পলাইয়া না আসিতে, তাহা হইলে কখনই আমরা তোমাকে পাইতাম না। কিন্তু গ্রাণ্ডের সহিত যদি তোমার দেখা না হইত, তাহা হইলে আমার অঙ্গীকৃত বিংশতি গিনী পুরস্কারও তুমি অর্জন করিতে পারিতে না।”

আলফ্রেড বলিল, “তবে সেই টাকাগুলি তুমি এখন আমাকে দাও, কিছুদিন আমি কিম্বিন্‌গ্রাণ্ডের সহিত খেলা করিব; সব টাকাগুলি ফরাইয়া গেলে তোমরা আবার আমাকে আর একটা কাধ্যে নিযুক্ত করিও।”

কারোটি বলিল, “নিশ্চয়ই তাহা করিব; কিন্তু আপাততঃ কিছু দিন তুমি চুপচাপ করিয়া থাকো; কেন না, উকীল রিগডেন এই দলীলের ব্যাপার লইয়া মহা গোলমাল করিবে, চুরি গিয়াছে বলিয়া বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দিবে। তোমার টাকা তুমি এখনই পাইবে; বিষয় কন্ঠের লেনদেন হাতে হাতে হওয়াই ভাল।”

আলফ্রেড বলিল, “বেশ! তাহা হইলেই হইল।”

কারোটিপোল তৎক্ষণাৎ কুড়িটি গিনি গণনা করিয়া টেবিলের উপর

রাখিল, চালাক বালক সংগ্রহে সেইগুলি হস্তগত করিয়া তখনই তখনই পকেটজাত করিল।

কাসীরাজী বলিল, “দলীলগুলি আজ রাত্রের হস্ত সিদ্ধকে চাবীধর করিয়া রাখা বাক, অতি প্রত্যুষে আমরা লর্ড ফ্লোরিমেলের বাড়ীতে যাইব; যদি তিনি সহরে আসিয়া থাকেন তালই, নতুবা ডাকগাড়ী করিয়া আমরা ডোভারে গিয়া সেইখানেই দেখা করিব।”

উমচস্মারিংশ পলিন্বেদ ।

পুনর্জন্ম ।

কুমারী পলিন্ ও কুমারী অক্টেভিয়া, এই দুটি ভগ্নীতে অনেক দিনের পর আবার পুনর্জন্ম হইয়াছে । অক্টেভিয়াকে খালাস করিবার বেরূপ কিকর আছে, কিঞ্চিৎ গ্রাণ্ডের মুখে তাহার একটু আভাস গ্রাপ্ত হইয়া তেজস্বিনী কুমারী পলিন্ অবিলম্বে পাগলাগারদে উপস্থিত হয়, পারদের কর্তা ডাক্তার বরটনের সহিত দেখা করিতে চায় । ডাক্তারের সহিত দেখা হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কুমারী নির্ভয়ে ঠাট্টাকে বলে, “আপনি যদি এখনই আমার ভগ্নীকে ছাড়িয়া না দেন, তাহা হইলে আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব, ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুমে অচিরে ভগ্নীটিকে খালাস করিয়া লইয়া যাইব ।”

ডাক্তার সাহেব ভয় পাইলেন ; বেরূপ বড়মুখে অক্টেভিয়া ঐ বাতুলানয়ে বন্ধিনী, পলিন তাহা জানিতে পারিয়াছে, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি (ডাক্তার বরটন) সতয়ে মিনতিবচনে পলিনকে বলিলেন, “তোমার ভগ্নীকে আমি খালাস দিতেছি, কিন্তু এই ব্যাপারের মধ্যে আমি আছি, দয়া করিয়া সে কথাটা কাহারও কাছে প্রকাশ করিও না ।”

পলিনের পরমানন্দ হইল ; ডাক্তারের প্রতি দয়া করিতে তাহার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু গুহুকথা প্রকাশ করিলে তাহার ভগ্নীর অপমানের বৃত্তান্তটা সকলে জানিতে পারিবে, তাহাই চিন্তা করিয়া ডাক্তারের বাক্যে সন্তুষ্ট হইল, ব্যাপারটা চাপিয়া রাখিবার সঙ্কল্প করিল ।

পাগলা-গারদ হইতে অক্টেভিয়া খালাস পাইল ; মাসাধিক কাল দুই ভগ্নীতে বিচ্ছেদ ঘটয়াছিল, পুনর্বার মিলন হইল ; কয়েকদিন পূর্বস্মেহে পূর্বসন্ডাবে উভয়ে গৃহবাসের সুখশান্তি উপভোগ করিতে লাগিল । অক্টেভিয়া অনেক পরিমাণে প্রকৃতিস্থ, তথাপি মধ্যে মধ্যে সুখশান্তি হ্রাস হয়, স্বাভিজ্ঞ চকল হইয়া অন্তরে অন্তরে যন্ত্রণা প্রদান করে ; কি যেন ঘটনাছিল, কি যেন ঘটতেছে, কি যেন আবার ঘটবে, মনোমধ্যে এইরূপ

আলোচনা ; মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু স্বরণ হয়, তখনি আবার ভুল হয়, তখনি আবার বিষমভাষি দেখা দেয়, এইরূপ চাক্ষু্য ।

পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিবস বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় দুটি ভগ্নী আপনাদের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় উপস্থিত । অক্টেভিয়া একখানি সোফার উপর অর্ধশায়িনী, পলিন্ একধারে একটি গবাক্সের নিকটে চেয়ারে বসিয়া সীবনকার্য্যে ব্যাপ্তা । অক্টেভিয়ার হস্তে একটি পদ্মফুল ; একদৃষ্টে সেই ফুলটির দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিতেছে, “এই ফুলটির যে দশা : আমারও সেই দশা ! আজ ফুলটি প্রস্তুতিত হইয়াছে, কলাই শুকাইয়া যাইবে ! আমারও মনের আশা আজ ফুলিতা হইয়া কলাই শুকাইয়া যায় ।” কাঁকা করিতে করিতে পলিন্ ভাবিতেছে, লর্ড ক্লোরিমেল । কয়েকদিন হইল, ডোভারের ঠিকানায় ক্লোরিমেলের নামে যে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছে, আজিও কেন তাহার উত্তর আসিতেছে না, ইহাই তাহার ভাবনা ।

কুমারীদের বাসভবনের সম্মুখভাগে ক্ষুদ্র উদ্যান ; সহসা ধীরে ধীরে সেই উদ্যানের ফটকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল ; পলিন্ সেইদিকে চাহিয়া দেখিল ; লর্ড ক্লোরিমেলের চকল কটাক্ষে তাহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল ; ক্লোরিমেলের বদনমণ্ডলে তখন আনন্দ, আশা ও সংশয় সম্বিষ্ট । কুমারীর আরক্ত কপোল তৎক্ষণাৎ শোণিতশূন্য হইয়া মলিন হইয়া গেল, অন্তরে অবসাদ আসিল ; এইমাত্র তাহার জ্ঞান ভাবিতেছিল, তিনি আসিতেছেন, অনেক দিনের পর দেখা হইবে, কিরূপে তাহার সংবর্দ্ধনা করিবে, যুগ্ম কুমারী তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না । নাট্যরঙ্গভূমির রঙ্গনাট্যে সমগ্র দৃশ্য তাহার স্মৃতিপথে উদয় হইল ; যুগ্মখানি একবার আরক্ত, একবার পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল ; তথাপি মনে মনে বাসনা—নায়কের সে অপরাধ সে অবশ্যই ক্ষমা করিবে ।

গৃহদ্বারে দুইবার জোরে জোরে করাঘাত ; অক্টেভিয়া চমকিয়া কাঁপিয়া উঠিল । উত্তেজিতচিত্তে সে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, “প্রিন্স অব ওয়েল্‌স হয় ত আমার কাছে মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছেন ।”

ভগিনীর বিস্ময়োক্তি শুনিয়া পলিন্ বলিল, “না ভগিনি ! তাহা কখনই হইবে না ;—তুয়া আশাকে তুমি মনে স্থান দিতেছ । তাহা যদি—”

অধীরা হইয়া চকলস্বরে অক্টেভিয়া বলিল, “তথাপি আমি তাহাকে ক্ষমা করিব ।”

অক্টেভিয়ার রসনা হইতে ঐ বাক্য নির্গত হইবামাত্র পলিনের বুক লাকাইয়া উঠিল ; পলিন্ মনে করিল, প্রিন্স অব ওয়েল্‌স অক্টেভিয়ার কাছে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহাশ অপরাধীকে অক্টেভিয়া যদি ক্ষমা করিতে পারে, আমি তবে ক্লোরিমেলের সামান্য অপরাধ কেন ক্ষমা করিতে পারিব না ?”

কুমারীর এই কল্পনা যেন চপলাবেগে হৃদয়মধ্যে প্রবাহিত হইল ; পরক্ষণেই পঁয়ষুট সুন্দর গৌরবান্বিত পেট্রিল গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট ।

অক্টেভিয়ার ভীষণামূলক উক্তি পলিনের উৎসাহ প্রদীপ্ত হইয়াছিল, মনের কল্পনাও সেই উৎসাহের অনুকূল, দেখিতে দেখিতে প্রেমিক প্রেমিকা উভয়েই উভয়ের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ ।

প্রেমানুরাগে লর্ড ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, “প্রিয়তমে ! প্রিয়তমা পলিন ! এত দিনের পর আবার আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল !”

গাঢ় অনুরাগে লর্ড ক্লোরিমেল পলিনের ওষ্ঠে, অধরে ও ললাটে পুনঃ পুনঃ চুসন করিলেন ; প্রতিচুসন করিয়া পলিন্ বলিল, “প্রিয়তম পেট্রিল ! অতীত রক্তাক্ত আশি বিস্মৃত হইয়াছি ।”

মনোমত প্রণয়ীর সহিত স্নেহময়ী ভগিনীর শুভসম্মিলন দর্শনে কুমারী অক্টেভিয়া সানন্দে করতালি দিল, তাহার কোমল নেত্রযুগল হইতে অনর্গল আনন্দাক্ষর বর্ষিত হইল । দূরচাচর প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের সাম্রাজ্যিক প্রতারণা যে দিন তাহার জ্ঞাতসার হয়, সেই দিন অবধি তাহার হৃদয় অন্ধকার মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, আজ সেই মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে সন্ধ্যা নব-সূর্য্যের উদয় হইল ।

পলিনের সহিত প্রথম প্রেমসন্তোষণ শেষ হইলে লর্ড ক্লোরিমেল অক্টেভিয়াকে অভিবাদন করিয়া, স্নেহবতী অথচ দুঃখিনী ভগ্নাকে স্নেহময় ভাষা যেমন সহানুভূতি জানাইয়া আদর করে, সেইরূপ আদর করিয়া স্নেহ সন্তোষণ জানাইলেন ; অনন্তর পলিনের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার পাণিপল্লব চুসন করিয়া সন্তোষনয়নে সুন্দর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ; সুন্দরীর কাণের কাছে মুখ লইয়া তিনি চুপি চুপি বলিলেন, “ওঃ ! প্রিয়তমে ! অকারণে তোমাকে আমাতে দারুণ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, আজ সেই দ্বন্দ্ব দূর হইয়া গেল, চিরদিনের মত সে সব দুঃখের কথা আমরা

এককালে ভুলিলাম। লোকে বলিয়াছিল, তোমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সমাচারপত্রে তোমার বিবাহের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে।”

চমকিয়া চাহিয়া পলিন্ বলিল, “কে তোমাকে ঐ কথা বলিয়া প্রচারণা করিয়াছিল?”

কুমারীর সুন্দর মুখপানে একদৃষ্টে চাহিয়া লর্ড ক্লোরিমেল উত্তর করিলেন, “সেই লোক—যে লোক আমাকে সর্বদা মিথ্যাকথা বলিয়া ভুলায়, সর্বদা আমাকে আশান্তন করে, সেই লোক।”—এই কথাগুলি বলিবার সময় ভিঁবি মনে মনে ভাবিয়াছিলেন, আহা! আমি কি পাপল! আমি কি ইতর! সেই অজ্ঞাত রমণীটার কুহকমন্ত্রে ভুলিয়া ছিলাম। মনের ভাব গোপন করিয়া কুমারীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, আমাদের যে মনোমালিন্য জন্মিয়াছিল,—অনর্থক, আমার উপর তোমার যে কোপ হইয়াছিল,—তাহার কারণ কি?”

মুখ ভারী করিয়া একটু ক্ষণ-ব্যয়ে পলিন্ উত্তর করিল, “তোমার নিষেধ মন কি ঐ প্রেরণের উত্তর দিতেছে না! যাহা হউক, আমি যখন স্বীকার করিয়াছি, তোমার সেই প্রথম অপরাধ ক্ষমা করিব, তখন অবশ্যই তুমি ক্ষমা পাইবে,—ক্ষমা পাইয়াছ।”

পলিনের কথাগুলি সরলতাপূর্ণ, ইহা বুঝিতে পারিয়া লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন, “সম্ভ্রান্ত ছুটি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলে, তাহা পাঠ করিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে, আমাদের বিচ্ছেদ ঘুচিয়া গিয়াছে। পত্র-পাঠে আমি আরও বুঝিয়াছিলাম, আমার প্রতি তোমার দয়া ও ভালবাসার তফাৎ হয় নাই। দৈনন্দিনে সাক্ষী করিয়া আমি বলিতেছি, সেই পত্র পাইবার পূর্বেও তোমার প্রতি আমার অকপট ভালবাসা সমভাবে ছিল।”

পলিন্ বলিয়া উঠিল, “ওঃ! গ্রেভিল! পূর্বে তুমি যত অপরাধ করিয়াছ, ঐ রকম মিথ্যাকথা বলিয়া তাহার উপর মৃত্যু অপরাধ বাড়াইও না। যদি বাড়ায়, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব বলিয়া যে স্বীকার করিয়াছি, সে স্বীকার বাতিল করিয়া দিব, পুনর্জন্মের কথাই আর থাকিবে না।”

লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন, “ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল, বুঝিতে পারিলে ন্যায়ানুসারে যাহা আমার কর্তব্য, তাহা বিবেচনা করিতে পারিব।”

“ক্ষণ-ব্যয়ে পলিন্ বলিল, “গ্রেভিল! এক কথাতেই তোমাকে আমি বুঝা-

ইতে পারিব । নাট্য-রসকূমে কোন্ কামিনী কুলকুমারী সাজিয়াছিল, তাহা বুঝিতে তোমার বাকী ছিল না, ইহাই আমার ধারণা ।”

“লর্ড ক্লোরিবেল বলিলেন, “এখন আমার শ্রবণ হইতেছে, কন্ডেক্ট পার্ডেন বিয়েটারে নাট্যরসে আমার নিমগ্ন হইয়াছিল, কিন্তু লোহাই পরমেশ্বর, সে বিয়েটারে আমি যাই নাই ।”

চমকিত হইয়া বুদ্ধবরে পলিন্ বলিল, “ওঃ ! তবে কোন লোক আমার সঙ্গে চাতুরী করিয়া মিথ্যাকথা বলিয়াছিল ! ভয়ানক বিশ্বাসঘাতক ! তুমি আমার মনে একটা সন্দেহ দাড়াইয়াছিল । কেন না, যে লোকটি নক্স-চিহ্নিত নীল পোষাক পরিয়া নাট্যরসে দেখা দিয়াছিল, সে লোকটি তোমার অপেক্ষা দীর্ঘাকার ।”

হতবুদ্ধি হইয়া লর্ড ক্লোরিবেল বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ ! নক্স-চিহ্নিত নীল পোষাক ! হাঁ, সেই পোষাকটা আমার কাছে প্রেরিত হইয়াছিল । বিয়েটারের নিমগ্নে আমি বাইব না, এই সকল করিয়া আমার ছোকরা চাকরকে সেই পোষাকটা আলাইয়া দিতে বলিয়াছিলাম । এখন বুঝিতেছি, চাকরটা আমার হুকুম অমান্য করিয়াছিল, পোষাকটা পুড়াইয়া ফেলে নাই, আর একজনকে ব্যবহার করিতে দিয়াছিল । সেই চাকরটা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, ‘রাও’ নামে পরিচয় দিয়া আমার কাছে চাকরী করিত ; বাস্তবিক সে একটা জীলোক ; তাহার আসল নাম কারোলাইন ওয়াল্টার । তারী বিশ্বাস-ঘাতক !”

অত্যন্ত চকলা হইয়া পলিন্ বলিল, “ওঃ ! তাহা যদি সত্য হয়, ক্লোরিবেল, তবে ত আমি তোমার উপর সন্দেহ করিয়া বড়ই অন্তর কার্য করিয়াছি । প্রতারকের প্রতারণা বুঝিতে না পারিয়া, তোমাকেই আমি অপরাধী ভাবিয়াছিলাম ; বহুসংখ্য ছুনিও কিছু বুঝিতে পার নাই ।”

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া লর্ড ক্লোরিবেল কুমারীর পদতলে জাহ্নু পাতিয়া বলিয়া ক্রমা প্রার্থনা করিলেন ।

শশবাক্তে আসন হইতে উঠিয়া, দারুণ উদ্বেগ-চাকল্যে কুমারী পলিন্ বলিতে লাগিল, “গেত্রিল ! গাত্রোখান কর !—গাত্রোখান কর ! আমি নিরোধ,—ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া—সত্য-মিথ্যা বিচার না করিয়া বড় তাড়াতাড়ি একটা বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম । একসঙ্গে তোমার আমার উভয়েরই শ্রুতের আশার মূলে কুঠারঘাত করিয়াছিলাম !

গেত্রিল! প্রিয়তম গেত্রিল! আমার স্বপরাধ ক্ষমা কর!—আমাকে তুমি ক্ষমা কর!”

আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া সুন্দরীকে বক্ষে ধারণ পূর্বক লর্ড ক্লোরিমেল উদ্ভাসে উদ্ভাসে বলিলেন, “প্রিয়তমে! হৃদয়েধরি! ^{EXP} তুমিও আমাকে ক্ষমা কর, আমি ও তোমাকে ক্ষমা করি।”) EXP

এই অবসরে কুমারী অক্টেভিয়া চঞ্চলা হইয়া ঐ যুগল মৃষ্টির নিকটবর্তিনী হইল, নেত্রজলে ভাসিতে ভাসিতে কাতরকণ্ঠে কহিল, “হাঁ—হাঁ, যে যত দোষ করিয়া থাক, এইখানে উভয়ে উভয়কে ক্ষমা কর। ওঃ! আমারও ইচ্ছা সেই প্রত্যরক প্রিন্স অব ওয়েলস আমার কাছে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করুক!”

অক্টেভিয়ার মর্ষপীড়ার আকস্মিক জাগরণে চমকিত হইয়া ক্লোরিমেল এবং পলিন্ উভয়ে তাহাকে ধরিয়া সোফার উপরে বসাইলেন, বিবিধ প্রবোধ-বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন। অক্টেভিয়া প্রকৃতিস্থ হইলে তাহারা পুনর্বার পৃষ্ঠাসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। উপবিষ্ট হইয়াই লর্ড ক্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন, “পলিন্! এখনো আগার ধাঁধা ঘুচে নাই, এখনো আমি সে রহস্যের মর্ষ আমি বুঝিতে পারি নাই। তুমি কি দয়া করিয়া সেই নীলপোষাক-সংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত আমাকে বুঝাইয়া দিবে?”

টেবিলের নিকটে একটি ডেস্ক ছিল, পলিন্ উঠিয়া সেই ডেস্ক হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া আনিয়া ক্লোরিমেলের হস্তে দিয়া বলিল, “এই পত্র খানা পাঠ করিয়া দেখ; সে সময় আমার মনের ভার কিরূপ হইয়াছিল, অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবে।”

পত্রখানি হস্তে লইয়াই, কারোলাইন ওয়াল্টারের হস্তাক্ষর চিনিতে পারিয়া, লর্ড ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ! বাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই ঠিক!”—এইরূপ বিশ্বয়োক্তি করিয়াই সেই পত্রখানি তিনি আদ্যো-পান্ত পাঠ করিলেন।

চিঠিতে কি কি কথা লেখা ছিল, পূর্বের এক পরিচ্ছেদে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি, পাঠক মহাশয়ের যদি স্বরণ না থাকে, তাহা ভাবিয়া সেই চিঠিখানি এই স্থানে পুনঃ প্রকটন করা হইল:—

“লর্ড ক্লোরিমেল তোমার কাছে অবিশ্বাসী। তাহার রহস্য-চরিত্র পূর্বে যেদ্রুপ অজ্ঞ ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে। তাহার ব্যবহারের

একটা নূতন দৃষ্টান্ত তোমাকে জানাইয়া দিতেছি, তুমি স্বচক্ষে তাহা দর্শন করিলে আমার বাক্য সপ্রমাণ হইবে । লর্ড ক্লোরিমেল আগামী কল্যাক্ষয়ার পর কভেন্ট গার্ডেন থিয়েটারে রঙ্গনাট্য-সভায় উপস্থিত হইবেন । একটা নীল-পোষাক পরিধান করা থাকিবে, পোষাকের কিনারায় কিনারায় নূতন প্রকার কাজ করা, মুখাবরণের চূড়ার উপর একটি নক্ষত্রচিহ্ন অঙ্কিত । কোন একটি নূতন রমণীর সহিত নূতন প্রণয়ে মিলিত হইবার উদ্দেশ্যেই কল্যাণিনি ঐ থিয়েটারে যাইবেন । অল্প কোন অভিপ্রায়ে এ পত্র লিখিতেছি না, আমার উদ্দেশ্য এই যে, তোমার মত সুশীলা, সরলা, ধর্মশীলা কামিনীর সহিত তত্ত্ব, প্রভারক, দুঃশীল লর্ড ক্লোরিমেলের মিলন হইবার কথা ; লোকতঃসম্মতঃ ইহা দৃশ্যীয় ; ক্লোরিমেলের সেই ভণ্ডামীটা তোমাকে জানাইয়া দেওয়া আমি আমার কর্তব্য বুদ্ধিলাম, এই মাত্র ।

লণ্ডন সহরে ক্ষুণ্ণ প্রণয়ের ও অল্প প্রকার চাতুরীর বিশেষ বৃত্তান্ত তুমি জানো না, ইহা আমরা জানি ; অধিকন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে সংবাদ পাইয়া সেক্ষেপে ছদ্মবেশে সন্ধান লইতে হইবে, তাহাও অপরিজ্ঞাত ; অতএব আমি তোমাকে জানাইয়া দিতেছি, উক্ত থিয়েটারের অদূরে একটি জীলোকের বিবিধ সৌখীন পোষাকের দোকান আছে ; তোমার জ্ঞাত সেই দোকানীর সহিত আমি বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি ; তুমি সেই দোকানে উপস্থিত হইলে দোকানী তোমাকে একটা নির্জন গৃহে লইয়া গিয়া সংগোপনে আবশ্যকমত ছদ্মবেশে সাজাইয়া দিবে ; দোকান হইতে বাহির হইয়া, একখানা টিকাগাড়ী ভাড়া করিয়া তুমি সেই থিয়েটারে যাইও ; কাপড়ের দোকান হইতে থিয়েটার অধিক দূর নহে ।

আর একটি কথা ।—ক্লোরিমেলের সঙ্গে দেখা হইলে নাট্যশালার মধ্যে তাহার প্রতি একটিও ভৎসনামূলক বাক্য প্রয়োগ করিও না ; দ্বিতীয়তঃ, ভাবভঙ্গী দেখিয়া তিনি তোমাকে চিনিতে পারেন, সেক্ষেপ গতিভঙ্গী করিয়া যাইও না ; একটু দূরে দূরে থাকিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি কি করেন, সাবধানে সেদিকে লক্ষ্য রাখিও । কোন প্রকারে মনের ভাব সে সময় কিছুই প্রকাশ করিও না ; তাহার গতিক্রিয়া দেখিয়া শেষে কি করিতে হইবে, তাহা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিও ।”

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে লর্ড ক্লোরিমেল সক্রোধে বলিলেন, “দেখ, পত্রের শেষ প্রকরণে যে ভাবে যে সব কথা লেখা হইয়াছে, তাহা কতদূর কৌশলপূর্ণ ।

বক্তা: যে লোক সেই নীলপোষাক পরিধান করিয়া গিয়াছিল, সে লোক আমি নহি, অবশ্যই তুমি তাহা বুঝিয়াছিলে। চিঠিতে নীলপোষাকীর সহিত তোমার কথা কহা নিষেধ ; কেন না, তাহার সহিত কথা কহিতে, সে লোক নিশ্চয়ই উত্তরাধিতে বাধ্য হইত ; তাহা হইলেই চলাচলি প্রকাশ হইয়া পড়িত। তুমি জানিতে পারিতে, নীলপোষাকধারী আমি নহি ; নীলপোষাক পরিয়া আমি থিয়েটারে যাই নাই।”

সতৃকনয়নে প্রেমপাত্রের মুখপানে চাহিয়া পলিন্ বলিল, “হাঁ, এত দিনের পর আজ আমি সত্যতত্ত্ব জানিতে পারিলাম। গেঞ্জিল! আবার আমি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিতেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। পূর্বাগর বিবেচনা না করিয়াই তোমার উপর আমি সন্দেহ করিয়াছিলাম ; দুষ্টলোকের দুষ্ট অভিসন্ধি আমি বুঝিতে পারি নাই। এখন আমার স্মরণ হইতেছে, যে জীলোক যুথোস যুখে দিয়া ছদ্মবেশিনী সাজিয়াছিল, সেই জীলোকেরই ঐ ভয়-ঙ্কর চাতুরী। সে স্মরণীয় রজনীতে সেই বেদিনীকপিনী জীলোক আমার নিকটে আসিয়া বলিয়াছিল, যেমামী চিঠিখানি তাহারই লেখা। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ঐ ভাবে চিঠি লিখিয়া আমাকে সতর্ক করিবার মতলব কি ছিল? বেদিনী বলিয়াছিল, মতলবটা তাহার গুহকথা ; সে তাহা প্রকাশ করিবে না। ঐ কথা সে যখন বলে, তখন তাহার কণ্ঠস্বরে হিংসা-বৈরাগ্য ও প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা এখনও আমার ঠিক মনে হইতেছে। সেই জীলোকটাই আমাকে শিখাইয়া দিয়াছিল, তোমার সহিত আমার সর্বসম্পর্ক ফুরাইল, এই কথা লিখিয়া তোমাকে যেন আমি জানাই।”

অম্পষ্টস্বরে লর্ড ক্লোরিমেল আত্মগত বলিলেন, “পাপিষ্ঠা!”—অতঃপর পলিন্কে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি সেই বেদিনীর মুখখানা একটুও দেখিতে পাও নাই?”

পলিন্ উত্তর করিল, “যুথোসের দ্বিত পথে আমি দোখরাছিলাম। ঘোর পিকলবর্ণ চক্ষু, স্মরণ দন্ত, ক্রুদ্ধবর্ণ কুন্তল, আকার ধর, গড়ন সুন্দর ; স্পষ্টই বুঝা গিয়াছিল, বয়সে যুবতী।”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “বাস্—বাস্! আর তুমিতে হইবে না ; সেই হতভাগিনীই বুটে। যথার্থই আমি তাহার প্রতিহিংসার পাত্র। পলিন্! আমার আমি তোমার পক্ষপালে পতিত হইতেছি, আমার সমস্ত অপরাধ

স্বীকার করিতেছি, যতদূর তুমি আমাকে কমা না করিবে, ততদূর আমি তোমার পদতল হইতে উঠিব না।”

উদারভাষা পলিন্ বদ্বন্দ্বেরে বলিল, “না গেত্রিল, আমার কাছে তোমার অপরাধ স্বীকার করিতে হইবে না, তোমার দোষের কথা তোমার মুখে আমি একটুও শুনিতে চাহি না, তুমি গাজোখান কর ; নির্দয় হইয়া তোমার প্রতি আমি কর্কশ ব্যবহার করিয়াছিলাম, তজ্জন্ত বার বার তোমার কাছে কমা চাহিতেছি। সেই বেলিনী যে কে, তাহা বুঝিতে না পারিলেও আমি এইটুকু বুঝিতেছি, কোন কারণে তোমার উপর তাহার রাগ ছিল, সেই জন্ত কিরূপ খাটাইয়া এত খেলা খেলিয়াছে। এখন তাহাকে খুঁজিয়া বাহির কর, ভালকথা বলিয়া তাহাকে আমি বুঝাইব, প্রবোধ দিয়া শান্ত করিব, সে যদি গরিব হয়, টাকা দিয়া সাহায্য করিব ; বেচারী যত দিন বাঁচিয়া থাকিবে, টাকার অভাবে তাহাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “পলিন্ ! কাহাকে তুমি সাহায্য করিতে চাহিতেছ, কাহাকে তুমি প্রবোধ দিতে চাহিতেছ, তাহা তুমি জানো না। দুই তিন মাস পূর্বে সহরের লাঞ্চে পল্লীতে যে একটা ভয়ানক খুন হইয়াছিল, তাহা কি তোমার স্মরণ হয় ? সেই খুনী আসানী কারোলাইন ওয়াল্টার ; গত রাত্রে সেই অপরাধে সেই কারোলাইন ওয়াল্টার গ্রেপ্তার হইয়াছে।”

কম্পিতা হইয়া করে করবর্ষণ পূর্বক পলিন্ বলিয়া উঠিল, “আহা ! সেই হতভাগিনী যুবতী ? সেই অভাগিনী গ্রেপ্তার হইয়াছে ? আমি আরও শুনিয়াছি, পেলমেলের সেই ছন্দারিনী পোবাকওয়ালীও পুলিসের হস্তে ধরা পড়িয়াছে। যে অপরাধে গ্রেপ্তার, সে অপরাধে কিন্তু অবিশ্বাস—”

লর্ড ক্লোরিমেল ; তখন নারিকার পদতলে জাহ্নু পাতিয়া বলিয়া ছিলেন, এই অসমাপ্ত বাক্য সমাপ্ত হইবার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি বলিলেন, “অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। পোবাকওয়ালীর অপরাধ সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু পরের কথা লইয়া এখন আলোচনা করা নিশ্চয়োজন ; আমাদের নিজের কথাই চলুক ; তাহাই এখনকার কাজের কথা। কারোলাইন ওয়াল্টার বিশেষ কারণে প্রতিহিংসার বশবর্তিনী হইয়া আমাকে জন্ম করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল ; তোমার মন হইতে আমি চিরদিনের মত অন্তর্হিত

হইয়া যাই, তোমাতে আমাতে চিরবিচ্ছেদ ঘটে, সেই চেষ্টাই জাহার । যখন আমি তোমাকে চিনিতাম না, তোমার সহিত যখন আমার কোন সংস্রব ছিল না, সেই সময় ছলে কৌশলে আমি কারোলাইনের কুমারীধর্ম নষ্ট করিয়া ছিলাম । এখন কাতরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, পূর্বে ভ্রমক্রমে সেই কুকর্ম আমি করিয়াছি, ইহা জানিয়াও কি তুমি আমাকে পাণিধান করিতে সম্মত হইতে পারিবে ?”

পলিন্ উত্তর করিল, “যে প্রকার সরলতা জানাইয়া তুমি তোমার পূর্ব-অপরাধ স্বীকার করিতেছ, তাহাতে তোমার কথার কি উত্তর দিব, বুঝিতে পারিতেছি না,—ঠিক বুঝিতেছি,—নিশ্চয়ই তোমার মনে মহা অনুতাপ আসিয়াছে । অনুতাপ—”

হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে কাতরতা প্রকাশ করিয়া লর্ড ক্লোরিমেল বলিলেন, “পরমেশ্বর জানেন, সে জন্ত আমি এখন কতদূর অনুতাপী । পলিন্! তুমি এখন আমার জ্ঞানভক্তির উপদেষ্টা হইয়া আমার রক্ষাবিধায়িনী দেবিকপিনী হও, তুমি যেরূপ ধর্মপরায়ণা, তুমি যেরূপ স্নহীলা, তোমাকে সেইরূপ অসীম প্রেম সমর্পণ করিয়া তোমার চিরবিশ্বাসভাজন হইয়া থাকিব, চিরদিন সমভাবে আনুগত্য করিয়া আমি তোমার সঙ্গুণের সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিব ।”

সাম্রােহ অনুতাপীর হস্তধারণ পূর্বক স্নহীলা কুমারী বাগ্ধতা করিয়া বলিতে লাগিল, “উঠ গেব্রিল, উঠ, সজ্ঞাপ পরিহার করিয়া সান্ত্বনা গ্রাপ্ত হও । পূর্বে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর ফিরিবার নয়, স্বকৃত দুষ্ট্য সর্বদা মনে রাখিয়া দৃঢ় হওয়া অপেক্ষা অন্তরের অনুতাপই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ।”

লর্ড ক্লোরিমেল গাজোথান করিলেন, কুমারীকে বক্ষে ধারণ করিয়া সান্নুরাগে বলিলেন, “পলিন্! নারীরূপে তুমি স্মৃতিমতী দেবী ! - ওঃ ! শেষবার যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়, তাহার পর আমি যে কত কষ্ট পাইয়াছি, কত প্রকার অন্তত ঘটনা হইয়াছে, তাহা হয় ত তুমি কিছুই জানো না । সেই কারোলাইন ওয়াল্টার আমার সর্বনাশ করিবার অভিপ্রায়ে ছদ্মবেশে কৃষ্ণ দাস সাজিয়া আমার কাছে চাকরী করিতে গিয়াছিল, যেরূপে যে অবস্থায় তাহার মতলব সুসিদ্ধ হয়, পদে পদে তাহারই চেষ্টা পাইয়াছিল । যে সকল দলীল আমার হস্তচ্যুত হইলে আমার লর্ড উপাধি ও ধনসম্পদ

সকটাপন্ন হইবার সম্ভাবনা, দুঃশীলা কারোলাইন ছদ্মবেশে ছুইবুদ্ধিতে আমার সেই সকল দলীল চুরি করিয়াছিল। কিন্তু পলিন! আজ প্রাতঃকালে সেই সকল দলীল আমি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি; এখন আমি তোমাকে যুক্ট পরাইয়া আমার পদ-সম্পদের অর্দ্ধভাগিনী করিতে পারিব, এরূপ ভরসা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমার স্মরণ হইল;—সেদিন নরাদম দুরাচার প্রিন্স অব ওয়েলসের করাল কবল হইতে যাহারা জোমায় রক্ষা করিয়াছিল, তাহারাই আমার সেই দলিলগুলি উদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছে। হাঁ, তোমার এখনকার প্রতিবাসী সেই দুরন্ত কন্দীবাজ পেজ-দম্পতীর বাসাবাড়ীতে তুমি যে প্রকার মহাবিপদে পড়িয়াছিলে, আজ প্রাতঃকালে তৎসমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়াছি। পলিন! যে বাড়ীতে প্রথমে তোমার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এখন আবার তুমি সেই বাড়ীতে গিয়া বাস করিতেছ, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার যে কত বিষাদ ও কত আনন্দ হইয়াছিল, অমুভাবে তাহা বুঝিয়া লও। সংবাদ পাইয়াই ক্ষণবিলম্ব না করিয়া এইখানে আমি চলিয়া আসিয়াছি; অন্তরে যে আশা সজীব হইয়াছিল, তাহাতে হতাশ হইতে হইল না। ধন্য জগদীশ! অনেক দিনের পর তোমাতে আমাতে পুনর্দর্শন হইল।”

ক্লোরিমেলের সুন্দর বদনে কোমল দুটি স্থাপন করিয়া পলিন বলিল, “এবার যদি তোমাতে আমাতে পুনরায় কোন প্রকার মনোমালিন্য ঘটে, তাহা হইলে সেটা তোমার দোষেই ঘটবে, ইহা মনে করিয়া রাখ। আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি, কাহারও মুখে কোন প্রতিকূল কথা শুনিয়া সহসা অকারণে তোমার উপর আমি কোন সন্দেহ করিব না; যদি কোন প্রকার বিরুদ্ধ প্রমাণ—”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “দেখ পলিন! যেখানে মহৎপ্রকৃতি, যেখানে অকপট মনোভাব, সেইখানেই ঈর্ষার আবির্ভাব। তুমি যদি আমাকে অকপটে ভাল না বাসিতে, তাহা হইলে অজ্ঞমানে আমাকে অবিশ্বাসী ভাবিয়া আমার প্রতি ততটা বিরূপ হইতে না।”

পলিন বলিল, “তোমার প্রতি আমি এত নির্দয় ব্যবহার করিয়াছি, তথাপি আমার ভালবাসাকে অকৃত্রিম বলিয়া প্রশংসা করিতেছ, অতএব তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। এখন বল দেখি গের্ডিল, যে লোকটা সেই

দীলপোষাক পরিধান করিয়া ক্লোরিমেল সাজিয়া থিয়েটারের নাট্যরঙ্গে দেখা দিয়াছিল, সে লোকটা কে ?”

কুমারীর করচুখন করিয়া ক্লোরিমেল বলিলেন, “সে লোকটা বোধ হয় কারোলাইনের বড়বস্ত্রের একজন সহকারী। বাহাই হউক, অতীত কথা উত্থাপনের আর প্রয়োজন নাই, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুখের কথাই আলোচনা কর। বল প্রিয়তমে! কবে আমাদের সে শুভদিন সমাগত হইবে? যে দিনে ধর্ম্মমন্দিরে আমরা উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া চির-জীবনের মত সুখী হইতে পারিব, সে দিন কবে আসিবে? সেই শুভদিন অবধারণ কর। আমি তোমাকে ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্নেহে আদর-যত্ন করিব, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া পূর্ণ-বিশ্বাসে স্নেহ-মমতা করিবে, তাহাই আমার প্রত্যাশা; তোমার পরিতাপিনী দুঃখিনী ভগ্নীটিকে আমি সহোদরা ভগ্নীর স্তায় স্নেহযত্ন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিব।

সলজ্জ-বদনে সুস্বিক্ত বিনম্রলোচনে কোমলা কুমারী ক্লোরিমেলের কাণে কাণে মৃদুস্বরে কি কয়েকটি কথা বলিল, তাহা শ্রবণ করিয়া লর্ড ক্লোরিমেল নিঃসন্দেহে বুঝিয়া লইলেন, তাঁহার হৃদয়ের আশা ও মনোগত বাসনা পরিপূর্ণ; তিনি তৎক্ষণাৎ প্রেমাদরে প্রেমিকাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া ঘন ঘন তাহার অধর চুম্বন করিতে লাগিলেন।



চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নববিধান—বিপ্লব।

যে সময়ে প্যারাডাইজ ভিলার ক্ষুদ্র নিকেতনে পূর্বোক্ত ঘটনা হইতেছিল, সেই সময় সেই নিকেতনের নিকটবর্তী অত্র এক বাটার অধিবাসীরা কন্ডেট গার্ডেনের বো-ষ্ট্রট পুলিশ-কোর্টে এক প্রকার কুৎসিত অভিনয় করিতেছিল।

পাঠক মহাশয়ের হয় ত স্মরণ থাকিতে পারে, যে দিন মিষ্টার পেজ সর্ব-প্রথমে তাহার নিজের কার্যাবুরোধে কারলটন প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দিন সেই ব্যক্তি প্রিন্স অব ওয়েলস্কে বলিয়াছিল, প্যারাডাইস ভিলার একখানা বাড়ী সে সম্প্রতি ভাড়া লইয়াছে, সেই বাড়ীর পাশের বাড়ীতে কুমারী অষ্টেভিয়া ও কুমারী পলিন বাস করেন, তাহার সংলগ্ন আর একখানা বাড়ীতে স্কিবি নামে একজন পাদুরী থাকেন।

সেই পাদুরীর একজন সহকারী আছেন, তাঁহার নাম ইছাবড প্যাঙ্কওয়াঙ্ক। তাহারা পূর্বে জার্মিন ষ্ট্রিটের বিবি পিগেলবরীর বাড়ীতে থাকিতেন; তথা হইতে তাঁহারা সফরতলীর উক্ত ভিলায় উঠিয়া আসিয়াছেন। নতুন বাড়ীর অধিকারী তাঁহাদের নিকটে সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট চাহিলে তাহারা উক্ত বিবি পিগেলবরীর নিকট হইতে সার্টিফিকেট আনিয়া দেন। বিবি পিগেলবরী লিখিয়া দিয়াছিল, তাঁহাদের চরিত্র উত্তম; কিন্তু সেই বৃদ্ধা বিবি জানিত না যে, ঐ পাদুরীরা তাহার একটি ভ্রাতৃপুত্রীকে ভ্লাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; সেই ভ্রাতৃপুত্রী গোপনে পাদুরীদের নতুন বাসবাড়ীতে থাকিয়া গৃহিণীর কার্য্য করিতেছে। সেই ভ্রাতৃপুত্রীর নাম অ্যানি জোন্স। কয়েকদিন পরে প্রকাশ পায়, অ্যানি জোন্স নিরুদ্দেশ; পাদুরী সাহেবেরা উঠিয়া যাইবার পর হইতেই তাহাকে আর খিজিয়া পাওয়া যায় না। অ্যানি জোন্স স্বতন্ত্র বাড়ীতে তাহার পিতামাতার নিকটে থাকিত, প্রায় সর্বদাই পিগেলবরীর বাড়ীতে যাওয়া আসা করিত, পিত্রালয় হইতেই পলাইয়া গিয়াছে; তাহার অনর্শনে তাহার মাতাপিতা ও পিসী (পিগেলবরী) অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিল।

বিবি পিগেলবরী সন্দেহ করিয়াছিল, মেয়েটা হয়ত কোন লোকের প্রভাব-
কাণ্ডে পড়িয়াছে। কেন না, ‘পলাননের অগ্রে অ্যানি জোন্স কয়েকদিন তাহার
পিসার বাড়ীতেই থাকিত, তাহার পিসী একদিন কতিপয় প্রতিবাসী দোকান-
দারের ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত তাহার হাতে একখানি দশ পাউণ্ডের নোট
দিয়া পাওনাদারগণের দোকানে পাঠাইয়াছিল; তদবধি মেয়েটা আর ফিরিয়া
আইসে নাই। অহুস্কানে প্রকাশ পায়, অ্যানি জোন্স দেনা পরিশোধ করে
নাই, সে সকল দোকানেও যায় নাই। ঋণকালের জন্ত পিতার বাড়ীতে
গিয়াছিল, তথা হইতে ভাল ভাল পরিধেয়-বসন ও পিতার ছত্রটি হস্তগত
করিয়া তখনই আবার বাহির হইয়া যায়, তদবধি আর তাহার দেখা নাই।

তাহার মাতাপিতা ও পিসী বিস্তর অন্বেষণ করিয়াছিল, কুত্রাপি কোন
সন্ধান পায় নাই। একজন প্রতিবাসী বলিয়াছিল, “মেয়েটা খুব সুন্দরী”
—আর একজন বলিয়াছিল, “ভারী খোসপোষাকী; সর্বদা ভাল ভাল
পোষাক পরিয়া বেড়াইত; কল্যাণ আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম, খাসা বেশ-
বিন্যাস করিয়া সে তখন একদিকে যাইতেছিল।”—আর একজন বলিয়া ছিল,
“আসিবে—আসিবে,—সে আবার ফিরিয়া আসিবে। যখন ধাত্রীর সাহায্য
আবশ্যক হইবে, তখন আবার তাহার দেখা পাওয়া যাইবে। গর্ভ হইলেই
ফিরিয়া আসিবে।”

পলাতকার পিতামাতা প্রতিবাসিগণের সে সকল কথায় কৰ্ণপাত করে
নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল, তাহাদের কন্যাটি নববিধান-সম্প্রদায়ের শিষ্য
হইয়া পাদরী সাহেবদের সঙ্গে গিয়াছে। পাদরী সাহেবেরা স্ত্রোত্রপাঠ
করিয়া বিধাসী ভক্তবৃন্দের মুক্তির পথ পরিষ্কার করেন, এখানকার পাদরী
নবদীপ্তি-প্রকাশক ধর্মবর ন্যাথানিয়েল স্নিক্‌বি এবং ভাই প্যাক্সওয়ার্ড যে
সুন্দরী অ্যানি জোন্সকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহারা যে
তাহাকে কিরূপ মুক্তিপন দিয়া দেখাইবেন, মেয়েটার মাতাপিতা তাহার কিছুই
জানিত না,—স্বপ্নেও ভাবে নাই।

মাসের পর মাস অতীত হইতে লাগিল, সুন্দরী অ্যানি জোন্স সেই মনো-
নীত মুক্তিদাতার নূতন বাড়ীর গৃহিণী হইয়া রমণীয় প্যারডাইস ভিলায়
সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে থাকিল।

হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে কুমারী অ্যানি জোন্সের পিতা মিষ্টার জোন্স
এজওয়ার রোডের ভিতর দিয়া কারখানায় যাইতেছিল, তাহার কন্যা সেই

সময় গরম রুটী হস্তে লইয়া পাদ্রীদের সদর-দরজার মধ্যে প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া মহাবিশ্বাস্যাপন্ন হইল। বিষয়ে তাহার মুখ হইতে যে কম্পিত ধ্বনি নির্গত হইয়াছিল, সেই ধ্বনি আনি জোসের অবগোচর হয়, সে চাহিয়া দেখে, সম্মুখে তাহার পিতা ; দেখিবামাত্র রুটীগুলি সেইখানে ফেলিয়া দিয়া, ছুটিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রুটী-ওয়ালা তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, হতভম্ব হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল ; সে লোকটা ভাবিল, ‘আহা ! পাদ্রীসাহেবের চাকরাণীটা হঠাৎ পাগল হইয়া গিয়াছে !’

মিষ্টার জোস সদর-দরজার নিকট ছুটিয়া গিয়া দ্বারে খন খন আঘাত করিতে লাগিল, ধার্মিক ! পাদ্রীদের নষ্টামী বুঝিতে পারিয়া কত্নাকে খালাস করিয়া লইবার প্রতিজ্ঞা করিল ; বারংবার জোরে জোরে দ্বারে আঘাত ; কেহই উত্তর দিল না, কেহই দ্বার খুলিতে আসিল না ; বেচারী যখন দৃঢ়-সঙ্কল্পে এই স্থির করিল যে, দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, চীৎকার করিয়া, পাড়ার সমস্ত লোককে সেইখানে জড় করিবে।

সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে না করিতে বাধা পড়িয়া গেল ; দ্বার বার দ্বারে করাদাত-শব্দ শুনিয়া, বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইচাবড প্যাক্সওয়াস অবশেষে দরজা খুলিয়া দিলেন, আনি জোসের পিতাকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার জন্ত আহ্বান করিলেন ; বিনীতবচনে বলিলেন, “বাপারটা আপোসে নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা যাইবে।”

মিষ্টার জোস একরোকা লোক ছিল, পাদ্রীর কথায় রাজী না হইয়া, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কন্যাকে ডাকিয়া ডাকিয়া তত্ততপ-স্বীণের গুপ্তগুহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে বলিতে লাগিল। ঢলাঢলি হইবার লক্ষণ বুঝিয়া, কেলেকারের ভয়ে ইচাবড প্যাক্সওয়াস সঙ্কটাবচনে তাহাকে শাস্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন ; কিন্তু মিষ্টার জোস নাছোড়, সে ব্যক্তি আপন কত্নাকে প্রাপ্ত না হইলে কদাচ শাস্ত হইবে না, ইহাই তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প ; সেই সঙ্কল্পে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর উচ্চকণ্ঠে তর্জন-গর্জন করিতে আরম্ভ করিল।

ক্রমশঃই গোলমাল বাড়িতেছে দেখিয়া রেভারেন্ড স্নিক্‌বি স্বয়ং বাহির হইয়া আসিলেন, তাহার বাক্য পটুতায় কতদূর ফল হয়, তাহাই জানিবার ইচ্ছা ; প্রথমেই তিনি আরম্ভ করিলেন, “আনি জোস নামে কোন স্ত্রীলোক

এ বাড়ীতে নাই ; আমার একজন কিছরী আছে, তাহার আকৃতি ঠিক অ্যানি জোন্সের অনুরূপ, তাহার নাম মেরী স্মিথ ।”

কিয়ৎকালের জ্ঞাত মিষ্টার জোন্স একটু পাছু হটিয়া নির্ঝাক হইয়া রহিল ; তাবিল, “তাহাই হয় ত সম্ভব ; আমারই হয় ত ভ্রম হইয়া থাকিবে।” কিন্তু পরক্ষণেই একটা ছাতা তাহার নয়নগোচর হইল ; দেখিবামাত্র চিনিল, তাহার নিজেরই ছাতা ; কত্থা যে দিন নিরুদ্দেশ হয়, সেই দিন ঐ ছাতাটা সে লইয়া আসিয়াছিল, ইহাই তাহার বিশ্বাস ।

বিক্রান্ত শীকারী কুকুরের গায় একলক্ষ ভিতর-দিকে অগ্রসর হইয়া মিষ্টার জোন্স সেই ছাতাটা তুলিয়া লইল, সেই ছাতার বাড়ি পাদুরী স্নিক্‌বির পৃষ্ঠে পটাপট আঘাত করিতে লাগিল, পাদুরীসাহেবের সর্কাক্ষ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। তিনি তখন এতদূর হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে, আত্মরক্ষার জ্ঞাত একবারও হস্ত উত্তোলন করিতে পারেন নাই ।

“খুন—খুন !” বলিয়া প্যান্ডওয়ান্স চৈতাইতে লাগিলেন । “গুলী কর—গুলী কর !” বলিয়া পাদুরী স্নিক্‌বি গর্জন করিয়া উঠিলেন । ক্রন্দন করিতে করিতে কলঙ্কিনী সুন্দরী অ্যানি জোন্স বৈঠকখানার পশ্চাদিকে আসিয়া দেখা দিল । পাড়ার লোক জমা হইল, পুলিশ-কন্‌ষ্টেবলগণকে খবর দিল, কন্‌ষ্টেবলেরা আসিয়া হাজির । কল কি হইল, দেখুন । সেই সময় রাস্তা দিয়া একখানা ঠিকাগাড়ী যাইতেছিল, মিষ্টার জোন্সকে, তাহার কত্থাকে ও সেই দুই জন পাদুরীকে সেই গাড়ীর মধ্যে বোকাই করিয়া বোষ্ট্রট পুলিশে চালান করা হইল ; সেই ছাতাটাও গাড়ীর মধ্যে রহিল ।

গাড়ী পুলিশ-আফিসে উপস্থিত হইলে আরোহীরা নামিল, মিষ্টার জোন্স তৎক্ষণাৎ জারমিন ষ্ট্রীটের বিবি পিগেলবরীর নিকটে লোক পাঠাইল, যাহা যাহা ঘটয়াছে, একখানা পত্রে তাহা লিখিয়া দিল, অবিলম্বে পুলিশে তাহার (পিগেলবরীর) বতকণ হাজির হওয়া আবশ্যক, ইহাই লিখিল ; পিগেলবরী বতকণ হাজির না হয়, ততক্ষণের জ্ঞাত মোকদ্দমার শুনানী স্থগিত রহিল । চালানী আসামীরা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে দাঁড়াইল । অদ্ভুত দৃশ্য !

নববিধানের দুই জন পাদুরী, মিষ্টার জোন্স এবং তাহার কুমারী কত্থা অ্যানি জোন্স, এই চারি জনকে আসামীমধ্যে দাঁড় করান হইল ; অপরাধ পরস্পর দাঙ্গা করা ও ঘটনাস্থলে লোক জমায়ত্ত করা । ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব

প্রথমে সে মোকদ্দমার তদন্ত করা অনাবশ্যক বুঝিয়া মোকদ্দমা ডিসমিস করিবার ইচ্ছা রাখিয়া ব্যাপারটা অন্য প্রকারে ঠাণ্ড করাইলেন।

আসামীপণকে কাঠগড়ায় ভুলিবার অগ্রেই বিবি পিগেলবরী পুলিশকোর্টে হাজির হইয়াছিল।

মিষ্টার জোন্সকে সঘোষন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “ন্যাথানিয়েল স্নিক্‌বি ও ইচাবড প্যাঞ্চওয়াক্স কুমতলবে তোমার কন্ঠাকে ভুলাইয়া গৃহের বাহির করিয়াছে, ইহাই ত তোমার নালিস?”

মিষ্টার জোন্স উত্তর করিল, “হাঁ হজুর! উহাই আমার নালিস। ঐ কারণেই আমি উহাদের মাথা ভাঙিতে চাই।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “চুপ!—চুপ! এখানে মাথা ভাঙাভাঙির কথা আমরা কিছুই জানি না; মাথা ভাঙাভাঙির মামলা এখানে আইসে, তাহাই জানি। আচ্ছা, তোমার কন্ঠার বয়স কত?”

মিষ্টার জোন্স উত্তর করিল, “কুড়ি বৎসর অতীত হইয়াছে। এ বয়সে যদি মেয়েদের ভালমন্দ বিবেচনা না জন্মে, তবে আমার অধঃপাত—আমি যদি—”

ধামাইয়া দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “চুপ!—চুপ! আদালতে ও রকম কথা বলিও না। যদি বল, আমি তোমার পাঁচ শিলিঙ জরিমানা করিব। তোমার পক্ষে সুবিচার করা আমার উচিত; কেন না, আমি বুঝিতেছি, তোমার প্রতি অত্যাচার করা হইয়াছে; কিন্তু তোমার মেজাজ নরম কর।”

অ্যানি জোন্সের পিতার দিকে তিরস্কারব্যঞ্জক ক্ষুণ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া পাদুরী স্নিক্‌বি অশ্রুধারে বলিলেন, “সয়তান!”—কথাটা বলিয়াই তিনি ঘেন সভয়ে অল্প দিকে চক্ষু ফিরাইলেন।

দলপতির ন্যায় চক্ষু ঘুরাইয়া তরুণ স্বরে প্যাঞ্চওয়াক্স গৌঁ গৌঁ করিয়া বলিলেন, “আক্রোশ!”

তীব্রস্বরে চাপরাশী বলিল, “চুপ রও!”

পাদুরীরা বাজে কথা লইয়া আবার গেল তুলিতেছিল, চাপরাশীরা ধমক দিয়া ধামাইয়া দিল।

অবসর পাইয়া বিবি পিগেলবরী বলিল, “হজুর! এই মেয়েটিকে আমি মায়ের মত ভালবাসিতাম, সোজা কথায় নিজের কন্যার মত স্নেহ করিতাম; এই ছইজন পাদুরী ইহাকে ফুসলাইয়া কুপথে লইয়া গিয়া ইহার সর্বনাশ করিয়াছে!”

আনি জোন্স বলিয়া উঠিল, “মিসী ! তুমি যাহা বলিলে, তাহা অপেক্ষা আমি বেশী কিছুই বলিতে পারিতাম না, কেবল একটা কেলেকারের কথা বলিয়া গোলমাল করিতাম। ফল কথা, - আমি তোমার কাছে আর আমার পিতার কাছে বড়ই অরুতজ্জ ; কিন্তু এই সকল অনর্থের মূল—ঐ দীর্ঘাকার ভণ্ড সন্ন্যাসীটা। ঐ লোকটা আমাকে—”

দক্ষিণ-হস্তে বসনাঞ্চল তুলিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বাম-হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা কুমারী জোন্স ঐ বড় পাদুরীকে দেখাইয়া দিয়াছিল, সেই অপমানে তাহাকে তিরস্কার করিয়া পাদুরী নিক্ষেপি বলিতে লাগিলেন, “ভয়ী আনি !—ভয়ী আনি ! আমি কি তোমার প্রতি ভ্রাতৃত্বল্য ব্যবহার করি নাই ? আমি কি—”

দলপতির মামলায় অমুকুলপক্ষে সহায়তা করিবার সুবিধা হইবে ভাবিয়া প্যাক্সওয়ার্ড বলিয়া ফেলিলেন, “ঠিক ভ্রাতৃত্বল্য,—হাঁ, ঠিক ভ্রাতৃত্বল্য ব্যবহার ; এমন কি, পতিত্বল্য ব্যবহারও বটে।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “সমস্তই আমি বুঝিতে পারিতেছি। এই কথ্যটির বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, এই বয়সে এই কুমারী নিজেই নিজের ধর্মরক্ষা করিবার উপযুক্ত ; এরূপ স্থলে ফুসলাইয়া ঘরের বাহির করা অভিযোগ দাঁড়াইতে পারে না। এখন বল দেখি মিষ্টার জোন্স, গৃহ হইতে পলায়নের সময় তোমার কত্না গৃহের কোন দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিল কি না এবং সেই সকল দ্রব্য এই আসামীদের ঘরে—”

মিষ্টার জোন্স উত্তর করিল, “ঠিক কথা হজুর ! আমার একটা ছাতা—”

বিবি পিগেলবরী চীৎকার করিয়া বলিল, “আমার একখানা দশ পাউণ্ডের নোট !”

আকাশে হস্ত তুলিয়া, যেন ঈশ্বরের কাছে আরজ্ঞ জানাইয়া রেভারেণ্ড নিক্সি অক্ষুটস্বরে বলিলেন, “ওঃ ! ঘণাকর তুচ্ছ সুবর্ণ !”

মদের নেশার ঝোঁকে ভ্রান্তা প্যাক্সওয়ার্ড জড়িতস্বরে বলিলেন, “সেই একটা অপদার্থ ছেঁড়া ছাতা !”

নববিধানের দলপতিদ্বয়কে সাজা দিবার মানসিক সঙ্কল্পে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাদিগকে বলিলেন, “হাঁ, ঐ দুইটি জিনিসের কথা, তোমরা এখন আরও কিছু শুনিবে। প্রথম কথা ইহঁতেছে, দশ পাউণ্ডের নোট। সেই কথাটাই কিছু গুরুতর।”

ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে অধিক গুরুতর হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া, সত্য সত্য ক্রন্দন করিয়া অ্যানি জোন্স বলিল, “হজুর ! আমার সমস্ত ঘোষ আমি স্বীকার করিব, আপনি যদি আমাকে শাস্তি না দেন, তাহা হইলে আমি সমস্ত সত্য-কথা বলিব।”

বিবি পিগেলবরী বলিল, “হাঁ বাছা, সেই কথাই ভাল ; সব সত্যকথা তুমি ভাঙ্গিয়া বল ; হজুর তোমাকে শাস্তি দিবেন না।”

ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাতরে অ্যানি জোন্স বলিল, “পিসী ! সমস্তই তোমার ঘোষ। তুমিই আমাকে উহাদের দলে মিশাইয়া দিয়াছিলে, তুমিই সর্বদা আমাকে উহাদের কাছে পাাইয়া দিতে, তোমার কথা শুনিয়াই উহাদের কাছে আমি যাইতাম।”

স্নিক্‌বি এবং প্যান্ডওয়াক্স যেন কতই ভালমানুষ, কোন মন্দ কার্য্যই যেন জানেন না, উপস্থিত অভিযোগে যেন সম্পূর্ণ নির্দোষ, এই ভাব জানাইয়া অনিমেঘ-নেত্রে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখপানে চাহিয়া ছিলেন, তাহাদের দিকে কোপ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বিবি পিগেলবরী বলিয়া উঠিল, “নববিধানের নব-দীপ্তি অধঃপাতে যাক্ !”

ক্রোধের সময় কৌতুক করিয়া এক একটা উগ্র কথা বলিতে মিষ্টার জোন্স বড় ভালবাসে ; এই সময় সে বলিয়া উঠিল, “ও সকল তর্কবিতর্কে কোন কাজ হইবে না, ঐ ছুটা লোকের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি করিয়া ভাঙ্গিয়া গুঁড়া করাই এখনকার কাজ ; মাথা—”

উচ্চকণ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “চুপ ! এখানে মাথা-ঠোকাঠুকি—মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি চলে না।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া মিসেস্ পিগেলবরীর দিকে ফিরিয়া গম্ভীরবদনে বলিলেন, “বল ত তুমি, দশ পাউণ্ড নোটের কথা কি রকম ?”

সেলাম করিয়া বিবি পিগেলবরী বলিল, “হাঁ হজুর ! ঠিক কথাই আমি বলিব, প্রবঞ্চনা করিব না। হজুর ! আমি মান্যবংশের কন্যা, সচ্চরিত্রা-বিধবা, জার্মিন ষ্ট্রীটে আমি একখানা বাড়ী রাখি কোয়াটারে কোয়াটারে দস্তুরমত ট্যান্ডবাজনা সরবরাহ করি, ভদ্র ভদ্র ভাড়াটীয়া রাখি, তাহাতে যাহা পাই তাহাতেই আমার দিন ওজরান হয়, ঐ দুই জন পাণ্ডী কিছুদিন আমার বাড়ীতে ভাড়াটীয়া ছিল, আমি উহাদিগকে ভদ্রলোক বলিয়া জানিতাম, এখন উহারা আমার বাড়ী হইতে উঠিয়া গিয়াছে, এখন আমি জানিতে পারিয়াছি, উহারা অতি পাজী, অতি নন্দার।”

অস্পষ্টভাবে মিষ্টার স্নিক্‌বি বলিলেন, “এই মূৰ্খ জীলোকটা বড় রাগিয়াছে।”

মিষ্টার প্যান্ডওয়াক্স প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, “রাগিয়া রাগিয়াই আমা-
দিগকে গালাগালি দিতেছে।”

পাদ্রী স্নিক্‌বি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “ব্রাতঃ ! আমরা অধর্মী লোকের
চক্রে পড়িয়াছি।”

হাঁপাইতে হাঁপাইতে ইচাবন্ড বলিলেন, “হাঁ, সয়তানের চক্রে !”

স্নিক্‌বি বলিলেন, “বন্ধুবর ! তোমার উচ্চ অঙ্গে উনচল্লিশ বেত্রাঘাত
পড়িবে।

বড় পাদ্রীর কাণের কাছে ছোট পাদ্রী চুপি চুপি বলিলেন, “বন্ধু স্নিক্‌বি !
পায়ে বেড়ী পরিয়া তুমি রাত্রিদিন বসিয়া থাকিবে।”

বিরক্ত হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “থামো থামো, বাকচাতুরী
ছাড় ; দশ পাউণ্ড নোটখানা কি হইল ?”

দ্বিতীয়বার সেলাম করিয়া বিবি পিগেলবরী বলিতে লাগিল, “শুধুন
হুজুর ! আমি সত্যকথা বলিব। নূতন নোট,—আম্বকোরা নূতন,—কোন
স্থানে একবিন্দুও ময়লা লাগে নাই, স্পর্শ করিলে ঠিক যেন কাঁচের মত
বোধ হয়। আমার এই ভাইঝিটিকে—এই অ্যানি জোন্সকে সেইখানি আমি
দিয়াছিলাম ; বলিয়াছিলাম, ‘এইখানি লইয়া দোকানে যাও, বিল লইয়া
দোকানীর দেনা পরিশোধ করিয়া আইস।’ নোটখানি হস্তে লইয়া অ্যানি
বলিয়াছিল, ‘আচ্ছা, তাহাই আমি করিব।’

মুহুরে অ্যানি জোন্স বলিল, “সেই নোটখানি আমি মিষ্টারী স্নিক্‌বিকে
দিয়াছি। তাঁহার সঙ্গে আমার কথা ছিল, গৃহত্যাগ করিয়া তাঁহাদের
নূতন বাড়ীতে গিয়া তাহাদের কাছেই আমি থাকিব। যখন তাঁহারা যান,
তখন তাঁহাদের সঙ্গে আমি যাই নাই, দিনকতক পরে যাইব, ইহাই
বলিয়াছিলাম ; সঙ্গে সঙ্গে গেলে আমার মাতাপিতা সন্দেহ করিবেন,
পিসীও সন্দেহ করিবেন, সেই ভয় আমার মনে ছিল। যেদিন সেই নোটখানি
পাইলাম, সেই দিন নূতন কাপড় কিনিয়া তাঁহাদের নূতন বাড়ীতে যাইবার
ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু কাপড় কিনি নাই, নোটখানি সঙ্গে লইয়াছিলাম।
সেই সময় মিষ্টার স্নিক্‌বির টাকার অভাব হইয়াছিল, আমার কাছে দশ-
পাউণ্ডের নোট আছে জানিয়া তিনি তাহা চাহিলেন, তাঁহাদের প্রভুর কার্যে

সেই টাকা প্রয়োজন। তাহা শুনিয়াই নোটখানি আমি তাহার হস্তে দিয়াছিলাম।”

গভীরভাবে মস্তকসঞ্চালন পূর্বক বক্রবদনে রেভারেণ্ড স্নিকবি গভীরস্বরে অ্যানি জোন্সকে বলিলেন, “ওঃ! আমি তোমার সোনার টাকা লইয়াছি, অ্যানি! এমন কথা তুমি কিছুতেই বলিতে পার না।”

প্যান্ডওয়াক্স সেই সুরে বলিলেন, “না না,— একটি রজতখণ্ডও না।”

বড় পাদুরীর দিকে চাহিয়া কঠোরস্বরে অ্যানি জোন্স বলিল, “হাঁ, তুমিই লইয়াছ, আমার নোটখানি তুমিই লইয়াছ! সে রাত্রে তোমরা দুজনে ভয়ানক মাতাল হইয়াছিলে, তোমাংদের মাভলামী দেখিয়া আমারই লজ্জা হইয়াছিল।”—পাদুরীকে এই কথা বলিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে ফিরিয়া, ক্রোধকম্পিতস্বরে কুমারী বলিতে লাগিল, “হুজুর! উহারা ভারী মাতাল, সর্বদাই মদ খায়, আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলে; উহাদের ব্যবহার দেখিয়া দেখিয়া আমি বেশ বুঝিয়াছি, উহারা ভারী কেলেঙ্কারী জুয়াচোর! আমি উহাদের বাসা হইতে ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম, কিন্তু পলাইয়া কোথায় যাইব, স্থির করিতে পারি নাই, যাইবার স্থান ছিল না; ধরে ফিরিয়া যাইতে আমার সাহস হয় নাই।”

কুমারীর মুখের কাছে তর্জনী অঙ্গুলী নাচাইয়া রেভারেণ্ড স্নিকবি বলিলেন, “ভয়ি, অ্যানি, ভয়ী অ্যানি! তুমি অতিশয় অকৃতজ্ঞ; আমি তোমার প্রতি তত যত্ন করিতাম, আমার মত মনিবের উপর আমার মত দয়াশূন্যতার উপর তোমার এত কোপ, আমার প্রতি ঐরূপ উজ্জ্বল ইহার জন্য তোমাকে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হইবে।”

কম্পিতকণ্ঠে ম্যাজিষ্ট্রেটকে সন্মোদন করিয়া কুমারী বলিল, “হুজুর! উহাকে কারাগারে পাঠাইবার হুকুম দিন, ঐ লোকটা আমাকে লোভ দেখাইয়া ঘরের বাহির করিয়াছে, ঐ লোকটা আমাকে কুপথে লইয়া গিয়াছে; এখনও আমার পিতা যদি আমাকে দয়া করিয়া ঘরে লন, তাহা হইলে আমি আবার ধর্মপথে থাকিয়া সুস্থির হইতে পারি।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “তোমার পিতা কি বলে, অগ্রে তাহা শুনি, তাহার পর সে বিষয়ে বিবেচনা করা যাইবে। আমি তোমাকে দুই একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। যে নোটখানা তুমি স্নিকবিকে দিয়াছ, সেখানা তুমি কোথায় পাইয়াছিলে, স্নিকবি কি তাহা জানিত?”

কুমারী উত্তর করিল, “হাঁ হজুর, ঠিক জানিত। আমি তখন তাহার এতদূর বশীভূত হইয়াছিলাম যে, নিজের সকল কথাই তাহাকে বলিতাম। পিসী আমাকে সেই নোটখানা দিয়াছিলেন, পাদ্রীসাহেবকে সে কথা আমি বলিয়াছিলাম ; সাহেব বলিয়াছিল, ঐ টাকা তাহাদের প্রভুর দরকার, সেই কথা শুনিয়াই আমি নোটখানা তাহার হস্তে দিয়াছিলাম।”

ম্যাজিষ্ট্রেট পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ পর্য্যন্ত সেই টাকার মধ্যে স্নিক্‌বি তোমাকে কিছু ফেরত দিয়াছে কি না ?”

অ্যানি জোন্স উত্তর করিল, “না হজুর, এক ফার্দিংও দেয় নাই ; অথচ উহাদের হাতে অনেক টাকা আছে, সালেম হইতেও অগাধ স্থান হইতে অনেক টাকা আসিতেছে। মিষ্টার স্নিক্‌বি এবং উহার ভ্রাতা ইচাবডের জন্ত ভাল ভাল অট্টালিকা তৈয়ার হইতেছে।”

কুমারীর পিতা মিষ্টার জোন্স ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, “হজুর ! এই সকল কারণে আপনি যদি ঐ রাষ্ট্রলকে জেলখানায় না পাঠান, তাহা হইলে আমি আর অধিক কি বলিব। আমার কণ্ঠার সমস্ত আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ইহার সমস্ত অপরাধ ক্রমা করিয়া আমি ইহাকে গৃহে লইয়া গিয়া স্থান দিব।”

পিতার মুখের দিকে চাহিয়া মিনতিবচনে অ্যানি জোন্স বলিল, “বাবা ! এমন কুকর্ম আমি আর কখনও করিব না ; কিন্তু মা কি আমাকে ক্ষমা করিবেন ?”

মিষ্টার জোন্স বলিল, “হাঁ—হাঁ, সমস্তই ঠিক হইবে। অবশ্যই তুমি ক্ষমা পাইবে।”

অ্যানি জোন্সের চক্ষে জল পড়িতেছিল, কাছে গিয়া সান্ত্বনা করিয়া মৃদু-বচনে বিবি পিগেলবরী বলিল, “কৈদো না বাছা, শান্ত হও, সালেমে লইয়া গিয়া নববিধানের দলের লোকের সঙ্গে তোমার মিলন করিয়া দেওয়া আমারই দোষ হইয়াছিল। তাহার। তোমাকে এই ছরবছায় পাতিত করিয়া বিস্তর কষ্ট দিয়াছে।”

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পুনর্বার অ্যানি জোন্সকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যে স্নিক্‌বিকে নোট দিয়াছিলে, আসামী প্যাক্সওয়ার্ড কি তাহা জানে ?”

অ্যানি জেমস্ উত্তর করিল, “হাঁ হজুর, প্যাক্সওয়ার্ড সব জানে ; অধিক

নোটখানা আমি প্রদান করিলাম। এই ব্যক্তিই তাহা ভাঙাইয়া টাকা আনিয়াছিল।”

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, “ঠিক। এই পর্যন্ত যথেষ্ট; ছাতাটার কথা লইয়া বিচার করিবার আবশ্যক নাই।” এই কথা বলিয়া আসামীদিগের দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তোমাদের কি সাফাই আছে?”

রেভারেণ্ড ন্যাথানিয়েল স্ক্রিবি অভ্যস্ত গুন্‌গুন্‌ গুন্‌গুনে বলিতে লাগিলেন, “এ ছুঁড়ী সমস্তই মিথ্যাকথা বলিতেছে। আপনি ধর্ম্মের অবতার, আপনি ঈশ্বরবিচারের কর্তা, সত্যতানের কুহকে মোহিত হইয়া আপনি আমার মন্দ করিবেন না। এই জীলোকের নিকট হইতে কখন আমি একটি স্বর্ণমুদ্রা কিংবা একটি রজতমুদ্রা গ্রহণ করি নাই। এখন হইতেছে সতীত্বের কথা;—ছুঁড়ী যদি অসতী হইয়া থাকে, আমি ইহার ধর্ম্ম নষ্ট করি নাই। আমি ইহাকে মাসিক এক পাউণ্ড বেতনে চাকরাণী নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তিন মাস অন্তর তিন পাউণ্ড বেতন দিবার কথা ছিল। চাকরী শুরু করিয়া অবধি গণনায় এখনও তিন মাস পূর্ণ হয় নাই, সুতরাং কিস্তিমত ইহার বেতন পাওনা হয় নাই। আমাদের বাসার নিকটে একখানা মদের দোকান আছে, ছুঁড়ী একদিন সেই দোকানে গিয়া একটা ধর্ম্মবর্জিত ছোঁড়ার সঙ্গে মদ খাইয়া হাস্য-পরিহাস করিয়াছিল, জানিতে পারিয়া আমি ইহাকে তিরস্কার করিয়াছিলাম; সেই কারণেই আমার উপর ইহার রাগ। বাহা হউক, আমি ইহার অপরাধ ক্ষমা করিতেছি, পাওনা না হইলেও ইহার বেতন শোধ করিয়া দিতে রাজী আছি,—ভ্রাতা আনথ্যাক্স স্মাগ এবং ভ্রাতা ক্রিককে আমি ডাকিয়া পাঠাইব, তাহারা টাকা লইয়া আসিবেন, এই বিবি পিগেলবরী ইহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে যে দশ পাউণ্ড দিয়াছিল, উক্ত ভ্রাতারা সেই দশ পাউণ্ড ইহার হস্তে অর্পণ করিবেন। বাহা বলিলাম, তাহাই আমি করিব; আপনি আইনপালক বিচারপতি, সুবিচার করুন; আমাদের পরস্পর শান্তিবিধান ও সদ্ভাবসংকার হউক, কটবন্ধন করিয়া আমি চলিয়া যাই।

গম্ভীরস্বরে ইচাবড প্যাক্সওয়াক্স বলিলেন, “স্বস্তি!”

প্যাক্সওয়াক্সকে সম্বোধন করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নিজের সাফাই পক্ষে কি কোন কথা বলিবার আছে?”

প্যাক্সওয়াক্স উত্তর করিলেন, “বাহা আমার বক্তব্য, তাহা আমি পূর্বেই বলিয়াছি।”

বড় পাদুরীর দিকে চাহিয়া ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলিলেন, “সমস্তই আমি বুঝিয়াছি, সরাসরিমতে এ মোকদ্দমা আমি নিশ্চিন্ত করিব, তোমরা ভণ্ড ধাৰ্মিক, প্রভারক, লোক ঠকাইবার চেষ্টায় তোমরা নূতন ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছ। তোমাদের মত লোকেরা ধৰ্ম্মের উপদেশক হইতে পারে না। ষাঁহার সত্যপরায়ণ, ধৰ্ম্মজীবন, ঈশ্বরের প্রেমে যথার্থ ষাঁহার ভক্তিমান, তাঁহারাই সকল লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র। তোমরা তাহা নও; তোমাদের ঘরে পবিত্র ধৰ্ম্মপুস্তক বাইবেল আছে, কিন্তু বাহিরে তোমরা কপট বক্তৃতা করিয়া লোক ভুলাও, ধাৰ্ম্মিক সাজিয়া বেড়াও, তোমাদের দ্বারা সমাজের অনেক অপকার হয়, পবিত্র ধৰ্ম্ম তোমাদের দ্বারা কলঙ্কিত হইতেছে। ভণ্ডামী হইতে সমাজকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। অতএব আমি তোমাদের দুই জনকে তিন তিন মাসের জেল কারাবাসের আজ্ঞা দিলাম, ষাঁহাদের আশ্রয় আশ্রয় নাই, তাহারা যেরূপ জেল-খাটে, তোমাদিগকেও সেইরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া জেলখানায় কয়েদ থাকিতে হইবে। আদালতের ভিড় ভাঙ্গিয়া দাও।”

রেভারেণ্ড স্নিক্‌বি ভ্যাবাচেক। ষাঁইয়া হাত দুখানা ছড়াইল, ভ্রাতা প্যাক্সওয়ার্ড যেন স্থলের ছেলের মত জাম্বু পাতিয়া বসিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল, ম্যাজিস্ট্রেটের ক্রোধ হইল; তাঁহার হুকুমে চাপরাসীরা ঐ দুই জন আসামীকে আদালত হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে দিনের সমস্ত মোকদ্দমার বিচার শেষ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে পুলিশের গারদে আটক রাখিবার হুকুম। সন্ধ্যার সময় একখানা ঠিকাগাড়ী ডাকিয়া আসামীদিগকে নিউগেট-কারাগারে চালান করা হইল।

স্নিক্‌বি এবং প্যাক্সওয়ার্ড ভণ্ডামী করিয়া নূতন ধৰ্ম্মের নামে লোক ঠকাইতেছিল, তাহারা জেল খাটিতে গেল, এই দৃষ্টান্তে আমরা প্রতিষ্ঠিত ধৰ্ম্ম-মন্দির সমূহের যথার্থ ধৰ্ম্মপরায়ণ পুরোহিতগণের প্রতি ঈর্ষা অথবা অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছি না, সহস্র সহস্র ধৰ্ম্মশীল পাদুরী জগদীশ্বরের নামে দৃঢ়ত হইয়া উপাসকদের শ্রদ্ধাভাজন হইতেছেন।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

কারাগারে সাক্ষাৎ ।

উইলিয়ম ডড্‌লীকে খুন করা অভিযোগে অনারেবল আর্থর ইটন নিউ-গেটের হাজত-গারদে নিকিণ্ড হইবার পর প্রায় আড়াই মাস অতীত হইয়াছে ।

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, বো-স্ট্রীট-পুলিসে যখন ঐ খুনের তদন্ত হয়, আর্থর ইটন তখন ম্যাজিস্ট্রেটকে বলিয়াছিলেন, “আমি নিদোষী, অবস্থাগত প্রমাণে আমাকে এই কষ্টভোগ করিতে হইল, ইহার মধ্যে যে ভয়ানক রহস্য নিহিত আছে, এখানে এ সময়ে তাহা ব্যক্ত করা বৃথা । উচ্চ-আদালতে যখন বিচার হইবে, নিগূঢ় রহস্য যখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে, দেশজুড় লোকে তখন মহাভয়ে, মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবেন ।”

যে সময়ের কথা লেখা হইতেছে, সে সময়ে লণ্ডনের খবরের কাগজগুলির আকার ছোট ছোট ছিল, মোকদ্দমার রিপোর্টের সকল কথা পূর্ণাংশে ছাপা হইত না, সংক্ষেপে একটু একটু চূড়ক বিবরণ প্রকাশ হইত ; অতএব আর্থর ইটন পুলিসে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ-রূপে প্রকাশ হয় নাই ; ইটন বলিয়াছিলেন, রহস্যভেদের চাবী তাঁহার হস্তে আছে, দায়রা-আদালতে সেই চাবীর উপযুক্ত ব্যবহার হইবে ; খবরের কাগজওয়ালারা সেই দরকারী কথাটি একেবারে ছাড়িয়া-গিয়াছিল । রিপোর্টারেরা তাহাদের রিপোর্টের উপসংহারে লিখিয়াছিল, আর্থর ইটনকে পুলিস হইতে হাজতে চালান করিবার সময় উপস্থিত দর্শকেরা বলাবলি করিয়া ছিল, আর্থর ইটন এক প্রকার পাগলের মত হইয়া রক্তপিপাসু হইয়াছিলেন ।

খবরের কাগজে বাহা প্রকাশ হইয়াছিল, সর্বসাধারণে তাহাই মাত্র অব-গত হইয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, আর্থর ইটন দায়রা-আদালতে কিছুমাত্র সাফাই দিতে পারিবেন না । সাধারণের মনের ভাব এইরূপ, অতি অল্প লোকের অন্তরূপ ধারণা । ইটনের পিতা লর্ড মার্চমন্ট বুঝিয়াছিলেন, বিনা দোষে তাঁহার পুত্রকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে ; কুমারী পলিন্ স্থির জানিয়াছিলেন, আর্থর ইটন অপরাধী নহেন । লর্ড হোল্ডারনেস ও লেডী

হোন্ডারনেস্ আর এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন ; নাবিকবেশধারী কারোলাইন ওয়াল্টার যখন তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করে, তখন তাঁহারা কাণাকাণি করিয়াছিলেন, অবস্থাটিত প্রমাণে আর্থর ইটন সেসন কোর্টে দোষী সাব্যস্ত হইবেন ।

বলা হইয়াছে, ইটনের দায়রা-সোপর্দ হইবার পর প্রায় আড়াই মাস অতীত, এই সময়ের মধ্যে ওল্ড বেলী আদালতে একবার ফৌজদারী সেসন বসিয়াছিল, সে সময় আর্থর ইটন পীড়িত ছিলেন, সেই কারণে তাঁহার মামলা তৎকালে মুলতুবী হইয়াছিল, আগামী সেসনে বিচার হইবার কথা । বাস্তবিক দুই তিন সপ্তাহ তাঁহার এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন । পূর্বে গুপ্তবিষের বীধাশ্রভাবে তাঁহার শরীর যেরূপ শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, এবারে তদপেক্ষাও অধিক বিবর্ণ । এক্ষণে অল্প অল্প আরাম হইয়াছেন, উকীল-ব্যারিষ্টারের সহিত পরামর্শ করিবার একান্ত ইচ্ছা ।

তাঁহার যখন শারীরিক ও মানসিক দুর্বলতা, সেই সময় একদিন প্রাতঃকালে এক জন চাপরাসী আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়, গত রাত্রে এখানে এক জন নূতন বন্দী চালান হইয়া আসিয়াছে, সেই ব্যক্তি আপনার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে চায় । আর্থর ইটন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে সে ?” চাপরাসী উত্তর করিল, “সে একটি স্ত্রীলোক, যুবতী, তাহার নাম কারোলাইন ওয়াল্টার ; ধাত্রী লিঙলীকে খুন করা অপরাধে সেই যুবতী দায়রার বিচারে সমর্পিত হইয়াছে ।”—শুনিয়াই ইটন মনে করিলেন, তবে হয় ত কারোলাইন ওয়াল্টার আমার এই মামলার কোন বিশেষ কথা বলিতে পারিবে ; এইরূপ অনুমান করিয়াই চাপরাসীকে তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, সেই স্ত্রীলোককে আমার কাছে লইয়া আইস ।”

সে সময়ে কারাগারের নিয়মে বেশী শক্তাশক্তি বা আঁটাআঁটি ছিল না, ইটনের অনুমতি পাইয়া চাপরাসী তৎক্ষণাৎ কারোলাইনকে তাঁহার কাছে আনিয়া দিল ।

এখন কারোলাইনের স্বভাবসিদ্ধ নারীশ্রেণী । তাহাকে দেখিয়াই আর্থর ইটন মনে মনে ভাবিলেন, “এটি তো একটি বালিকা মাত্র ; এই বালিকাই সেই ব্রূতা স্ত্রীলোককে খুন করিয়াছে, ইহা তো কখনই সম্ভব হইতে পারে না ।”

চাপরাসী বলিল, “এক ঘণ্টার মধ্যে আবার আমি ফিরিয়া আসিব ।”—

বলিয়া, বাহির হইয়া গিয়া, আরে অর্গল বন্ধ করিয়া চাবী দিয়া গেল। আর্থর ইটন আসন হইতে উঠিয়া কারোলাইনকে একখানি চেয়ার দিলেন, কারোলাইন বলিল, তিনি নিজেও পুনর্বার নিজাসনপরিগ্রহ করিয়া, কারোলাইন কি বলে, তাহা শ্রবণ করিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথার্থ প্রাণে লাগে, ঠিক সেই ভাবে অথচ স্বদৃকপে কারোলাইন আরম্ভ করিল, “মিষ্টার ইটন! তোমার আমার উভয়েরই এখন একরূপ দশ। আমি একটা নিগৃঢ় তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি, সেইটি তোমাকে জানাইবার জন্যই এখানে আমার অনধিকারপ্রবেশ। আসল কথা এই যে; ভূমিও নির্দোষ, আমিও নির্দোষ; দোষকালনের নিমিত্ত আমরা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিব, ইহাই আমার অভিলাষ। প্রকৃত অপরাধী বাহাতে ধরা পড়ে, বাহাতে তাহার বিচারে অর্পিত হয়, উভয়েই আমরা সেই চেষ্টা করিব।”

অপরিচিতা কামিনীর সহিত তাদৃশ বিষয়ে কথা কহিবার সময় যেরূপ সাবধান হইতে হয়, সেইরূপ সাবধান হইয়া আর্থর ইটন জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন মোকদ্দমার প্রকৃত অপরাধী?”

কারোলাইন তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, “তোমার আমার উভয়েরই মোকদ্দমার।”

চমকিত হইয়া ইটন বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ! সত্য না কি?”

ব্যত্ৰভাবে ব্যগ্রহরে কারোলাইন বলিল, “ইহাতে কি তোমার সন্দেহ হয়?”

ইটন বলিলেন, “আমার মনে যে ভাবের উদয় হওয়ার্তে আমি ঐক্লপ সংশয়সূচক প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তাহার অর্থ ভূমি বৃক্ষিতে পার নাই। ফল কথা এই যে, এত দিন আমার মনে যে একটা সন্দেহ আসিতেছিল, তাহা অনিশ্চিত—দুর্কোধ্য সত্য, কিন্তু যেরূপ বিশ্বস্তভাবে ভূমি কথা কহিতেছ, আমি কদাচ ঐ ভাবের বিন্যাসত্র সন্দেহও মনে আনিতে পারি নাই।”

কারোলাইন বলিল, “কুখিয়াছি তোমার কথা। এক এক সময়ে তোমার মনে হইয়া থাকিবে, যাহার হস্ত দ্বারা উইলিয়ম ডড্‌লি খুন হইয়াছে, দাত্তীয় বাড়ীতে তাহারই হস্ত দ্বারাই গুপ্তহত্যা সম্পাদিত হইয়াছে; কিন্তু সেটা ভূমি ঠিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পার নাই, বাস্তবিক তাহাই সত্য।”

ইটন বলিলেন, “কুমারী ওয়াল্টার! ভূমি আমার মনের ভাব ঠিক

বুঝিয়া লইয়াছ ; কিন্তু সেটা যে ঠিক নিশ্চিত, তাহা তুমি কি প্রকারে জানিতে—”

অসমাপ্ত কথা সমাপ্ত করিয়া, প্রকাশ্য নয়ন ভঙ্গীতে সহস্রান্তরুরে কারো-লাইন বলিল, “সেই কারণাণ্ডাই ঐ উভয় খুনের অধিনায়িকা। সহস্র সহস্র রসনা তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদান করিতেছে। তোমার সম্বন্ধে যাহা ঘটয়াছে, আর সেই দুচারিলা লেডী হোল্ডারনেস যাহা যাহা করিয়াছে ; সমস্তই আমি জানি। ধাত্রী লিগলীর বাড়ীতে যখন আমি ছিলাম, ফারণাণ্ডাও সেই সময় সেই বাড়ীতে ছিল ; সেইখানে সে একটি সম্মান প্রসব করে, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, ভীষণ দুর্ঘ্যোগের রজনী,—সেই রজনীতে সেই সদ্যোজাত শিশুটিকে তাহারা খুন করিয়া ফেলে।”

ইটন।—(দারুণ আতঙ্কে বিকম্পিত হইয়া) খুন !

কারো।—হাঁ, খুন !—পৈশাচিক খুন ! সে কার্য যাহারা করিয়াছে, তাহারা মামুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারে মামুষে তাহা বিশ্বাস করিতে অক্ষম। সেই ভরস্করী রজনীর দুর্জয় শব্দ ভেদ করিয়া সেই শিশুর রোদনধ্বনি আমার কর্ণে প্রবেশ—

ইটন।—(চমকিয়া আসন হইতে উঠিয়া) বস !—বস ! আর বলিতে হইবে না। সেই শিশুটি আমারই,—ফারণাণ্ডার সঙ্গে আমার গুপ্তপ্রণয় ছিল, আমারই গুপ্তসে ফারণাণ্ডার গর্ভে সেই শিশুর জন্ম ! ওহো ! আমা-দেরই পাপের ফল ! তথাপি অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভে জন্ম হইলেও সেই শিশুটিকে আমি স্নেহে পালন করিয়া বাঁচাইয়া রাখিতাম ! কিন্তু, ওঃ ! পিশাচী !—হত্যাকারিণী পিশাচী !—দোহাই পরমেশ্বর !—এখন আর আমি তাহার প্রতি তিলমাত্র দয়া দেখাইব না !—এই ভীষণ শোকাবহ ব্যাপার জানিতে না পারিলে হয় ত এমন হইতে পারিত যে, আমাদের কাঁসী যাইতে হইলেও অথবা পাগল বলিয়া বেথলেমের পাগলা-গারদে পতিত হইলেও, জয়াবশে সেই পাণিনীর বিরুদ্ধে একটি কথাও মুখে আনিতাম না ; সে স্বক্ৰমে বাঁচিয়া যাইতে পারিত। কেন না, কারণাণ্ডাকে প্রলোভন দেখাইয়া আমিই কুপথে আনিয়াছিলাম, আমিই তাহার ধ্বংস করিয়াছিলাম, আমার দুর্ভাবহার দেখিয়া, পূর্ব-ভালবাসা স্মরণ করিয়া সে আমার উপর প্রতিহিংসা-সাধনের চেষ্টা করিয়াছিল ; সেটা দ্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ। এখন আর তাহা হইতে পারে না, এখন আর আমার দয়া-সমতা নাই ;—তুমি যখন নিশ্চয়

করিয়া আমাকে বলিলে, পাপীয়সী শিশুহত্যা করিয়াছে, আমারই ছেলেকে প্রাণে মারিয়াছে, তখন তাহার প্রতি আমার দয়া-ময়া উড়িয়া গিয়াছে।

কারো।—দেখ মিষ্টার ইটন! আমাদের মাথার উপর পরমেশ্বর আছেন, সমস্তই আমি সত্য বলিতেছি। ধাত্রীর বাড়ীতে যে ঘরে আমি থাকিতাম, সেই ঘরের পাশের ঘরে ফারণাণ্ডা থাকিত; অতএব ঐ বাড়ীতে সে ঘরে যে প্রকার ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছিল, শব্দ শুনিয়া সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম; শিশুটি ভূমিষ্ট হইবার পরক্ষণেই ঘরের গবাক্ষপথ দিয়া সেটিকে সেই অন্ধকারে বেগবতী টেম্‌স নদীর স্রোতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল! তখন—

ইটন।—(তৎক্ষণাৎ চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া শোকাহুল নিরাশ-কণ্ঠে) জগদীশ! তোমার বজ্র কি সে রাজ্যে ঘূমাইয়াছিল? ফারণাণ্ডা দয়াহীন, দুষ্কিয়াবিতা, উগ্রযভাবা, সেটা আমি কতক কতক জানিতাম, সে যে মানবী-রূপিনী রাক্ষসী, তাহা আমি জানিতে পারি নাই।

কারো।—মিষ্টার ইটন। যে স্বীলোক আপন গর্ত্জাত শিশুর প্রাণবিনাশে সম্মতি দিয়াছিল, সেই স্বীলোক যে তাহার নিজের নিরাপদের ভ্রত, নিজের কলঙ্কিত পথের সমস্ত কণ্টক অক্লেশে দূর করিতে পারে, সে কথা কি তুমি বিশ্বাস করিতে পার না? এখন বিবেচনা কর, যে হস্তের আঘাতে উইলিয়ম ডব্লিয়ার প্রাণ গিয়াছে, সেই হস্তের আঘাতে ধাত্রী লিওলী মরিয়াছে, ইহা কি সম্ভব নয়? ইহা কি নিশ্চয় নয়? দেখ, মন দিয়া শোনো। একরাত্রে দুই খুন, দুইটাই ঘোর অন্ধকারে আবৃত, কে খুন করিল, একবারে অজ্ঞাত;—যথার্থ পাপী লুকায়িত, নির্দোষী লোকের উপর এখন সেই পাপকার্য্যের ছায়া পড়িতেছে। নির্দোষীদের মধ্যে একজন তুমি, একজন আমি।

ইটন।—(শিশুহত্যার প্রতিশোধবাসনায় মহা উত্তেজিত হইয়া) বলিয়া যাও,—বলিয়া যাও!

কারো।—পূর্বেই আমি বলিয়াছি, ধাত্রী লিওলীর বাড়ীতে আমি থাকিতাম, ফারণাণ্ডাও সেই সময় সেইখানে থাকিত; সে এখন লেডী হোল্ডারনেস, তখনকার নাম সামান্যতঃ কেবল ফারণাণ্ডা;—নাম শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কে সে ফারণাণ্ডা, সে পরিচয় কিছুই জানিতাম না, তবে মাত্র গভ কল্যা সত্য পরিচয় অবগত হইয়াছি। ধাত্রীর সেই পাপনিবাসে তাহার সঙ্গে আমার একটু জানাভনা হইয়াছিল, গোটাকতক অভূত কথাও তাহার মুখে শুনিয়াছিলাম।

ইটন।—কি রকম কথা ?

কারো।—কারণাণ্ড আমাকে বলিয়াছিল, সে একজনের উপর প্রতি-
হিংসা সাধিতেছে, কাহার উপর, কি প্রকার প্রতিহিংসা, সে কথা আমাকে
বলে নাই; কেবল ঘোরকের করিয়া বলিয়াছিল, যাহার উপর আক্রোশ,
সে ব্যক্তি তাহার গুহ মতলব কিছুই জানিতে পারে নাই। বাস্তবিক
আমিও তখন তাহার প্যাঁচাও কথার ষথার্থ মর্ম বুঝিতে পারি নাই।

ইটন।—(সাগ্রহে) তাহার পর ?

কারো।—আসল কথা কি, তাহা এক দিন স্পষ্ট করিয়া আমাকে বলিবে,
করুণাণ্ড এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিল, আভাস দিয়া রাখিয়াছিল,
যে ব্যক্তি তাহাকে ভুলাইয়া তাহার ধর্ম নষ্ট করিয়াছিল, তাহার উপরেই
প্রতিহিংসা। অকস্মাৎ সে বাড়ী হইতে কারণাণ্ড চলিয়া যায়, তাহার
অঙ্গীকৃত খোলসা কথা আমাকে বলিবার অবকাশ পায় নাই। তদবধি
আহার সহিত আর আমার দেখাও হয় নাই, গতকল্য ক্যাভেজিস্ কোয়ারে
হঠাৎ তাহাকে আমি দেখি, সে তখন একজন ভদ্রলোকের হস্তধারণ করিয়া
পরিলম্বন করিতেছিল।

ইটন।—কে সেই ভদ্রলোক, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ ?

কারো।—বলিতেছি। অনেক দিনের পর তাহাকে দেখিতে
পাইয়া আমি তাহার নিকটে যাই, আরক্ত চক্রে আমার দিকে চাহিয়া
স্বপ্নপূর্বক সে আমাকে তাড়াইয়া দেয়। পার্শ্বে একখানা সুন্দর
অট্টালিকা ছিল, সেই ভদ্রলোকের সহিত কারণাণ্ড সেই বাড়ীর মধ্যে
প্রবেশ করে; পাছে আমি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাই, সেই সন্দেহে তৎক্ষণাৎ
সুন্দর দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। আমার মনে কেমন একটা কৌতূহল জন্মে;
নিকটস্থ একখানা দোকানে প্রবেশ করিয়া, কে তাহারা, বাড়ীখানা কাহার,
সেই তত্ত্ব জানিতে চাই। জানিতে পারি, সেই জীলোক পূর্বে কুমারী
কারণাণ্ড ছিল, সম্ভ্রুতি লেডী হোল্ডারনেস্ হইয়াছে; যিনি তাহার সঙ্গে
ছিলেন, তিনিই লর্ড হোল্ডারনেস্।

ইটন।—(সঙ্কেতকে) তাহার পর ?

কারো।—জানিয়াছি, অগ্রে কারণাণ্ডের সহিত তোমার বিবাহসম্বন্ধ হইয়া-
ছিল, সে সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যায়; কি কারণে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা কেহ বলিতে
পারে না। তাহার পরেই তোমার সাংঘাতিক পীড়া জন্মে, হৃদরোগ

শীড়া, চিকিৎসার অসাধ্য, কয়েক মাস তুমি সেই সন্ধ্যাপন্ন শীড়ায় শয্যাগত ছিলে ; দৈবযোগে তুমি আরোগ্য লাভ কর, শরীরে বলানান হয়, বিনষ্ট লাভ্য কিরিয়া আইসে । কয়েক দিন পরেই এক অজ্ঞাত ব্যক্তি তোমার সর্দার চাকরকে খুন করে ; দোষটা তোমার উপরেই পড়ে, সেই ক্ষত্রেই তুমি এই হাজতে আসিয়া রহিয়াছ । যাহা যাহা শুনিলাম, যাহা যাহা পূর্বে শুনিলাম, তৎসমস্ত কথাই মনে করিয়া রাখিলাম ; পূর্বে যেকণ ধারণা হইয়াছিল, তাহা অন্তরিক্তে কিরিয়া দাঁড়াইল ।

ইটন ।—তখন তুমি কি করিলে ? কিরূপ সিদ্ধান্ত তোমার মনে আসিল ?

কারো ।—প্রথম প্রস্তার উত্তর একটু পরে দিব, শেষ প্রশ্নের উত্তরটি আগে বলি । সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পূর্বস্বত্তির জাগরণে আমি অবধারণ করিলাম, ফোর স্ট্রীটের ধাত্রিনিবাসে ফারণাণ্ডা যে প্রতিহিংসার কথা আমাকে বলিয়াছিল, তুমিই সেই প্রতিহিংসার লক্ষ্য ; ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে যে বিষয় বীৰ্য্য প্রকাশ পায়, ফারণাণ্ডা তোমাকে সেই রকম বিষ খাওয়াইয়াছিল ; নিজে হাতে করিয়া দেয় নাই, তোমারই নিজভৃত্য সেই হতভাগা উইলিয়ম ডব্লী-লীর হস্ত দ্বারাই দিন দিন বিষপ্রয়োগ ; বিষ কোথা হইতে লইয়াছিল ? আমার অনুমানের ফল,—সেই রাক্ষসীকপিণী ধাত্রী লিঙুলীর ঔষধ-ভাণ্ডার হইতে । এখন মনে কর, তোমাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টার কথা সেই ডব্লী আর সেই ধাত্রী লিঙুলী, উভয়েই জানিত ; তাহাদের দুই জনকে পৃথিবী হইতে সরাইতে পারিলে ফারণাণ্ডা নিরাপদে থাকিতে পারিবে, কেহই তাহার উপর কোন সন্দেহ করিতে পারিবে না, ভবিষ্যতে সে বিষয়ের কোন গোলমাল উঠিবে না, পাপিনী ফারণাণ্ডা তাহাই ভাবিয়া সেই দুই জনকে সহজে খুন করিয়াছে ;—একরাত্রেই দুই খুন ! অতঃপর আর কেহই তাহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না, সাক্ষ্য দিবার লোক রহিল না, ইহা স্থির করিয়া ফারণাণ্ডা নিশ্চিন্ত । সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঐ পিশাচী আপন গর্ভজাত শিশুর প্রাণনাশে সম্মতি লিয়াছিল । (চকলচকে শ্রোতার মুখপানে চাহিয়া) মিটার ইটন ! দেখিতেছি, তুমি বৈষ্যহারা হইতেছ ; আর আমি এখন এই শোচনীয় কাহিনী বাড়াইতে ইচ্ছা করি না ।

ইটন ।—না—না, আমার বৈষ্যচ্যুতি হইতেছে না, তোমার কথা শুনিয়া আমি চকল হইতেছি না ; সেই পানীয়সী ফারণাণ্ডাকে বাঁচাইবার জন্য আমি

আত্মবিনাশেও ভয় করি না, মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভাবিয়াছিলাম, সেই পাগলা-
মীর জন্মই আমার চাকল্য উপস্থিত হইতেছে।

কারো।—ওঃ! সে সব অতি তুচ্ছ কথা। কাজের কথা বলি শোনো।
বিশেষ অহুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি, দুশ্চারিণী ফারণাণ্ডাই
আমাদের এই উপস্থিত বিপদের মূল কারণ। ডডলীর খুনের জন্ত তোমার
নামে, আর ধাত্রীর খুনের জন্ত আমার নামে এই দুঃসহ অপবাদ; বাস্তবিক
ফারণাণ্ডা নিজেই ঐ দুই খুন করিয়াছে। হাঁ, শেষের কথা বলি। আমাকে
রাস্তায় ফেলিয়া লর্ড হোল্ডারনেস ও লেডী হোল্ডারনেস সেই বাড়ীর দরজা
বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাহারা বড়লোক, বড়দলের গৌরবে তাহাদের ভারী
গর্ব, সেই গর্ব চূর্ণ করিতে আমার দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা। অহুসন্ধান শেষ করিয়া
সেই বাড়ীতে আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, লর্ড-দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া-
ছিলাম, সেখানে আমাদের যেত্নপ কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাতে বেশ
বুঝিয়াছি, আমার সমস্ত সন্দেহই সমূলক, একটাও মিথ্যা নহে। কথোপকথ-
নের সময় লর্ড এবং লেডী হোল্ডারনেস উভয়েই বিগুহ-বদনে শীঘ্র শীঘ্র এসক
শেষ করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। বেশী কথা আমি বলিতে চাহি না, ফলকথা
এই যে, ফারণাণ্ডা ওরফে লেডী হোল্ডারনেস সেই উইলিয়ম ডডলীর ও
ধাত্রী লিওনার্ড, উভয়েরই হত্যাকারিণী। এতদিন সেই ভয়ানক কাণ্ডটা
গোপনেই রহিয়া গিয়াছে, যদি হয় প্রকাশ হইবার এই অবসর।

ইটন।—হাঁ, তাহাই নিশ্চয়। কাসীকাঠে নিশ্চয়ই সেই পাপীয়সীর
পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমার বোধ হয়, তাহার স্বামী, (কুমারী অষ্টে-
ভিয়া ও পলিনের, পিতা মিষ্টার ক্লারেগুন) বর্তমান লর্ড হোল্ডারনেস, এ
তথ্যটা সুপরিজ্ঞাত; তাহার সহিত হত্যাকারিণীর নিঃসন্দেহ যোগা-
যোগ আছে।

কারো।—তাহাই যেন সত্য বোধ হয়। এখন মিষ্টার ইটন! এখন
আমি জিজ্ঞাস্য করি, আমাদের উভয়ের মন্তক হইতে ঐ বিষম কলঙ্ক-ডালি
নামাইতে এবং আমাদের নাম দুটি নিষ্কলঙ্ক করিতে আমরা উভয়েই কি
একসঙ্গে মিলিত হইয়া দৃঢ়সঙ্কল্পে চেষ্টা করিতে পারিব না?

ইটন।—বেশ পারিব। তোমাতে আমাতে উভয়েই এখন সমদৃশ্যাপন্ন;
অবশ্যই আমরা একসঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ-কর্ম করিব। তুমি সরলভাঃ-
করণে ইচ্ছাপূর্বক আমার উপকার করিবার জন্ত এই কারাকূপে আসিয়াছ,

আমিও সরল অন্তরে বিশেষ মনোযোগপূর্বক তোমার যুক্তিযুক্ত কথাগুলি শ্রবণ করিলাম ; নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রস্তাব অনুসারে একত্র মিলিত হইয়া আমাদের অভীষ্টসিদ্ধিকল্পে যথাসাধ্য যত্ন করিব। যে গুহ্যকথা এখনও কেহই জানে না, বিশ্বাস করিয়া সেই গুহ্যকথা আজ আমি তোমাকে বলিব। ফারণাঙা ওরফে লেডী হোল্ডারনেস্ আমাকে যত যত্ননা দিয়াছিল, সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।

অনারেবল আর্থর ইটন এই স্থলে কারোলাইনকে সমস্ত পূর্ববৃত্তান্ত শুনাইলেন ; সে সকল বৃত্তান্ত পাঠক মহাশয়েরা পূর্বেই অবগত হইয়াছেন। কিরূপে তিনি রোগের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র প্রাপ্ত হন, কিরূপে রাসায়নিক ডাক্তার ব্র্যাডফোর্ড সেই প্রেস্ক্রিপসনের মৰ্ম্ম বুঝাইয়া দেন, কিরূপে লিগলীর বাড়ী হইতে ঔষধ আনা হয়, কিরূপে ফারণাঙা ও ডডলী নিশাকালে তাহার শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া পানীয়-জলে বিষ মিশাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাকে জাগরিত দেখিয়া ফারণাঙা কিরূপে পলায়ন করিয়াছিল, ডডলী কিরূপে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছিল, একে একে সে সকল কথাও তিনি সংক্ষেপে সংক্ষেপে বলিলেন।

সকৌতূহলে কুমারী কারোলাইন বিশেষ মনোযোগ দিয়া আর্থর ইটনের প্রত্যেক বাক্য বর্ণে বর্ণে শ্রবণ করিল ; ঘটনা সম্বন্ধে লেডী হোল্ডারনেসের প্রতি তাহার নিঃস্বের যেরূপ ধারণা ইটনের কথাগুলির সঙ্গে তাহা ঠিক ঠিক মিলিল।

কারাগারের চাপরাসী এই সময় কারোলাইনকে নির্দিষ্ট কারাকূপে লইয়া যাইবার জন্ত প্রত্যাগত হইল, কারোলাইন তাহার সঙ্গে চলিল ; কিন্তু আরও কিছু বক্সীসের অঙ্গীকার পাইয়া চাপরাসী বলিয়া গেল, কল্যা আবার কারোলাইনকে ঐখানে আনিয়া দিবে।

— —

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—*—

গার্হস্থ্য সমাধিস্থান ।

বার্বিক্সারের একধারে বহুপ্রাচীন বেলেঙেন গ্রাম। একটি সুদৃশ্য পাহাড়ের সান্নিধ্যে এই গ্রামখানি সংস্থাপিত ; দেখিতে অতি সুন্দর ; সুদৃশ্য আবাসবাটীগুলিও নয়নের তৃপ্তিকর ; চারিদিকে বহুকালের প্রাচীন প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজী। গ্রামের প্রাচীন গীর্জামন্দিরের শিখরদেশ নিবিড় বনলতায় সমাবৃত ; সচরাচর প্রদেশীয় গ্রামগীর্জা যত উচ্চ হয়, এই গীর্জার চূড়া তদপেক্ষা সমধিক উচ্চ। প্রাক্ষণস্থ সমাধিস্থান বহুতর সমাধিস্তম্ভে পরিপূরিত ; এক একটা স্তম্ভের গাত্রাধোদিত স্মারক অক্ষরগুলি কালসহকারে প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলে রাজ্যমধ্যে যতগুলি গীর্জা আছে, তন্মধ্যে এই বেলেঙেনের গীর্জাটি তৎসৰ্ব্বাপেক্ষা বহুকালের পুরাতন।

বেলেঙেনের জুডিসিয়াল পাহাশালার নাম বেলেঙেন সরাই, এক দিন অপরাহ্ন দ্বিতীয় ঘটিকার সময় সেই সরাইখানার দরজার সম্মুখে একখানি যাত্রীশকট আসিয়া দাঁড়াইল ; সেই শকটের গাত্রে কোন প্রকার বিশেষ সজ্জা চিহ্ন অঙ্কিত না থাকিলেও, কাহার গাড়ী, সরাইওয়াল ও তাহার জী দেখিবামাত্র তাহা চিনিতে পারিল। তাহারা বাহির হইয়া আসিল ; অথপাল ও কিঙ্করীরা তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া একস্থানে মিলিত হইল। মার্শনেস্ বেলেঙেন বহুদিনের পর অপ্রত্যাশিতরূপে হঠাৎ জমিদারীতে স্বর্গন-দিয়াছেন, সকলে প্রকল্পবদনে তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিল।

ক্রমে বহির্গত হইয়া মার্শনেস্ বেলেঙেন এই পাহাশালার অতিথি হইতে আসিয়াছেন। শকটে ডাকগাড়ীর অর্থ যোজিত। সঙ্গে কেবল এক জন পদাভিক আর এক জন পরিচারিকা ; তাহারা উভয়েই অনেক দিবসাবধি তাহার কাছে চাকরী করিতেছে, উভয়েই বিশেষ বিশ্বাসভাজন।

সন্ধ্যিক সরাইওয়ালার সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় পরিবার পর মার্শনেস্ শকট হইতে অবরোহণ করিলেন, তাহারা তাঁহাকে বাসীর মধ্যে লইয়া গিয়া একটি

উপযুক্ত কক্ষে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইল। আবশ্যকমত জল-
বোপের আয়োজনের আদেশ প্রদান করিয়া, মার্শনেস্ সরাইওয়ালাকে বলি-
লেন, “গ্রাম্য পাদুরী সাহেবকে সংবাদ পাঠাও, তিনি যেন একবার এখানে
আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।”

সংবাদ প্রেরিত হইল, পাদুরী সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মার্শ-
নেস্ তাঁহাকে বলিলেন, “মিষ্টার রবার্ট ! আমি একবার গীর্জামন্দিরে গাইতে
ইচ্ছা করি ; বেলেগুন-পরিবারের সমাধি-মন্দিরগুলি পরিদর্শন করিব, প্রস্তর
ভুলিয়া দেহগুলি দর্শন করিব, আপনি তদ্বিষয়ে আমার সাহায্যার্থ লোকজন
সেইখানে উপস্থিত রাখিবেন। আপনাকেও আমার সহিত থাকিতে হইবে।
কেন না, বাহা বাহা আমি দেখিব, তাহার এক জন সাক্ষী থাকা আবশ্যক।”

আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া পাদুরী সাহেব কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করি-
লেন না, তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিতে পারিলেন, মণ্টগোমারী পরিবারের সহিত যে
মোকদ্দমা হইতেছে তৎসংক্রান্ত কোনরূপ নিদর্শন প্রাপ্ত হইবার উদ্দেশ্যেই
গোরস্থান দর্শন করা মার্শনেসের ইচ্ছা। ইহা বুদ্ধিতে পারিয়াই তিনি উত্তর
করিলেন, “অবশ্যই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইবে ; কিন্তু ইত্যগ্রে লর্ড
মণ্টগোমারী ও লেডী হোল্ডারনেসের পক্ষের প্রতিনিধিরা লগুন হইতে
আসিয়া গোরস্থান দর্শন করিয়া রেজেষ্টারী পুস্তকগুলি পরীক্ষা করিয়া গিয়া-
ছেন, অবশ্যই সে সংবাদ আপনি জ্ঞাত আছেন।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “তাহা আমি জানি। আমার বিপক্ষেরা আদালতে
যে একিডেবিট দাখিল করিয়াছে, তাহাদের প্রতিনিধিগণ গোরস্থান দর্শন
করিয়া গিয়া আদালতে যেরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন, নবীর কাগজপত্রে তাহা
আমি দর্শন করিয়াছি। প্রতিনিধিরা আসিবার অগ্রে লর্ড মণ্টগোমারী স্বয়ং
একবার এখানে আসিয়াছিলেন। কেমন, ইহা কি সত্য নহে ?”

পাদুরী সাহেব উত্তর করিলেন, “হাঁ, তিনি আসিয়াছিলেন, কিন্তু বেশী-
ক্ষণ ছিলেন না ; অল্পসময়ের মধ্যে গ্রামের প্রাচীন প্রাচীন লোকদিগকে
কি কি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, বিশেষ বিশেষ তথ্য জানিয়া শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া
গিয়াছিলেন। যতটুকু আমার শ্রবণ হয়, তাহাতে অনুমান করিয়া বলিতে
পারি, সেটা প্রায় তিন মাসের কথা।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “বেলেগুন পরিবারের বংশাবলীর বিবরণ
পরিজ্ঞাত হওয়াই কি সেই অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল ?”

পাদ্রী সাহেব উত্তর করিলেন, “ঠিক তাই। এখান হইতে প্রস্থান করিবার পূর্বে লর্ড মণ্টগোমারী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিলেন—”

মার্শনেস্ বলিলেন, “লর্ড মণ্টগোমারী আপনাকে কি কি কথা বলিয়াছিলেন, সমস্তই আমার কাছে খুলিয়া বনুন। ভালরূপে শ্রবণ করিয়া বলিবেন, একটি কথাও যেন ছুট না যায়। লর্ড মণ্টগোমারী এখানে আসিয়া বাহা বাহা করিয়া গিয়াছেন; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহাই অবগত হওয়া আমার দরকার।

পাদ্রী সাহেব বলিলেন, “আপনি সদয় হইয়া আমার বিস্তার উপকার করিয়াছেন, আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। তাহা না হইলেও, ধর্মের অমুরোধে গ্রায়পক্ষে আমি আপনার উপকারে জীবন উৎসর্গ করিতাম। এখন আমার যতদূর সাধ্য, আপনার অমুকূলে সকল কার্যই করিতে আমি প্রস্তুত। সম্প্রদায়িকারে আপনার প্রতি বিপক্ষেরা যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। কেবল আমি কেন, বারবিক্সারের এ অঞ্চলের সমস্ত প্রজা তজ্জন্ত নিতান্ত হুঃখিত।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “অনেকে হুঃখিত থাকিতে পারে, কিন্তু আমি বোধ করি, সকলেই হুঃখিত নয়। কেমন?”

পাদ্রী সাহেব বলিলেন, “আমি অল্পমাত্র লোক লর্ড মণ্টগোমারীর অমুকূলে পক্ষে রুঁকিয়া আছে; কিন্তু আমার বোধ হয়, তাহারা অনেক টাকা ঘুস খাইয়াছে। তাহা না হইলে আপনি গ্রায়া অধিকারে বঞ্চিত হন, মোকদ্দমায় আপনার পরাজয় হয়, এমন ইচ্ছা কাহারও হইত না। বেলে-ভেনের এবং পার্শ্ববর্তী সর্বস্থানে সাধারণ লোকের মধ্যে ইহা আমি উত্তমরূপে অবগত আছি।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘুস খাইয়া বাহারা মণ্টগোমারীর পক্ষ হইয়াছে, তাহারা কে? তাহাদের চরিত্র কিরূপ?”

গভীরভাবে ধারণ করিয়া গভীরস্বরে মিষ্টার রবার্ট উত্তর করিলেন, “খৃষ্ট ধর্ম-বাক্যের পাদ্রী আমি, লোকের অসাক্ষাতে তাহাদের চরিত্রের নিন্দা করা আমার উচিত হয় না; কিন্তু যে সকল লোকের কথা আমি বলিয়াছি, তাহারা যে সাধুচরিত্র, তাহাদের যে মানসম্মত আছে, তাহারা যে বিশ্বাস-পাত্র, জ্ঞানপূর্বক তেমন কথা আমি বলিতে পারি না; বস্তুতঃ এই পাছ-শালার অধিকারী ও তাহার পত্নী আমার এই উক্তিতে নিশ্চয়ই সায় দিবে। তাহারা—”

সব কথা না শুনিয়াই, একটা ক্ষুদ্র ব্যাগের ভিতর হইতে গজদন্তমণ্ডিত একখানা ক্ষুদ্র প্রস্তরফলক বাহির করিয়া, লেডী বেলেগেন চকলম্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার—কাহার?”

পাদ্রী রবার্ট বলিলেন, “দলের একজন প্রধান লোক—ভাস্কর মিস্ত্রী চ্যাপম্যান—”

পূর্বোক্ত প্রস্তরফলকে সেই নামটা লিখিয়া লইয়া মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “লর্ড মন্টগোমারীর প্রতিনিধিরা সেই মিস্ত্রীটাকে বেলেগেন-পরিবারের গোয়ের পাথর তুলিতে নিযুক্ত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।”

পাদ্রী সাহেব বলিলেন, “হাঁ, চ্যাপম্যান সেই কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। মিস্ত্রীর সেক্সটন (কবরখনক) মিস্ত্রীর নর্থ উইচও একজন ভাস্কর; চ্যাপম্যানের নিয়োগে বিশ্বয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া সেই ব্যক্তি বলিয়াছিল, চ্যাপম্যানের সহিত এ কার্যের কোন সংশ্বে নাই, তাহার প্রতি ঐ ভার দেওয়া অন্যায়া। যাহা হউক, প্রতিনিধিগণের উপর লর্ড মন্টগোমারীর ঐক্লপ আদেশ ছিল; সুতরাং প্রতিনিধিগণের হুকুমামুসারে চ্যাপম্যানই গোর খুঁড়িয়া পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ বাহির করিয়াছিল।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “যাহারা আমার বিপক্ষদলে মিশিয়া আমার বিরুদ্ধে কথা কয়, ঘূস খাইয়া লর্ড মন্টগোমারীর পক্ষে কাজ করে, এখন আপনি তাহাদের প্রত্যেকের নাম বলুন।”

পাদ্রী বলিলেন, “চ্যাপম্যানের নাম অশ্রে বলিয়াছি, তদ্ব্যতীত দুই জন অধীন, তাহারা বৃদ্ধ লোক, স্ত্রী পুরুষ, এখন কোন কাজকর্ম করে না, ভাল-মালুমের মত চূপ করিয়া নির্জনে বাস করে, যাহারা বিশেষ খবর জানে না, তাহারা তাহাদিগকে সাধু মনে করে; কিন্তু আমি জানি, বাস্তবিক তাহারা অতি অসৎ, অতি দুর্জন। এখান হইতে দুই মাইল দূরে মালডেন ক্ষেত্রের নিকট একখানা কুটীরে তাহারা এখন থাকে। মিস্ত্রীর অষ্টনের একটা বিধবা ভগ্নী আছে, তাহার নাম মিসেস্ ব্রুসম্যান, কলিংটন গ্রামের নিকটে একখানা কুটীরে সে বাস করে, সে স্ত্রীলোকটারও বয়স অনেক, অথচ আশ্চর্য্য এই যে, তত বয়সেও সর্বদা ব্যস্ত হইয়া নানাকাজে ঘুরিয়া বেড়ায়; লোকের সহিত কলহ করে, সর্বদা বেজার বকে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, তাহার প্রকৃতিও অষ্টনিধিগণের ভায় অতি খারাপ; সে বুড়ীটা—”

বাধা দিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “বেলেগেন হইতে কলিংটন গ্রাম প্রায়

পঞ্চাশ মাইল দূর, বেলেগুনের লোকেরা কি প্রকারে তত্ত্বাবধিস্থা বিধবা বৃসম্যানের স্বভাব-চরিত্র জানিতে পারিল ?”

মিষ্টার রবার্ট উত্তর করিলেন, “পূর্বে এই গ্রামেই তাহার বাস ছিল, এক বৎসর কি দেড় বৎসর হইল, কলিংটনে গিয়া বাস করিতেছে। বস্তুতঃ সেই বুড়ীটা লর্ড মন্টগোমারীর পক্ষের লোকের একান্ত অঙ্গগত, তাহাদের কার্য্যের প্রধান সহকারিণী।”

মার্শনেস বলিলেন, “আচ্ছা, সেই পক্ষের আর অপরাধের লোকের নাম আপনাদের জানা আছে ?”

পাদরী উত্তর করিলেন, “না, আর কাহারও নাম আমার জানা নাই। চাপম্যান, অষ্টিনেরা গ্রীপুত্র আর সেই বিধবা বৃসম্যানই সর্বপ্রধান। ইং, বিদায়কালে লর্ড মন্টগোমারী যে যে কথা আমাকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এখনও আপনাকে জানান হয় নাই।”

মার্শনেস বলিলেন, “দেখুন মিষ্টার রবার্ট, একটু ধীরে ধীরে কথা কহিবেন। কেন না, সকল কথা আমাকে লিখিয়া লইতে হইবে। আচ্ছা—বলুন।”

পাদরী সাহেব বলিলেন, “লর্ড মন্টগোমারী আমার কার্যালয়ে গমন করিয়া, বিশেষ শিষ্টাচারে আমার অনেক প্রশংসা করিয়া, সুদীর্ঘ ভূমিকার পর বলিয়াছিলেন, “মার্শনেস বেলেগুনের প্রতিকূলে আমি যে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছি, বেলেগুন-পরিবারের উপরত পূর্বপুরুষপণের সবকে আমি এখন যে সকল অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম, সেই সকল বিশেষ কথা সেই মোকদ্দমায় আমার পক্ষে বিস্তার উপকারে আসিবে।” তাঁহার কথা শুনিয়া আমি ব্যগ্রতা জানাইয়া বলিয়াছিলাম, ও সকল কথা আমাকে আপনি শুনাইবেন না; মহিষাষিতা মার্শনেসের নিকটে আমি ক্রতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ আছি, তাঁহার প্রসাদেই আমি বেলেগুনের পাদরী পদ লাভ হইয়াছি; অতএব সাধ্যমতে তাঁহার পক্ষে সহায়তা করিতে আমি বাধ্য।”

মন্টগোমারী বলিয়াছিলেন, “মার্শনেসের প্রতি আপনাদের অচলা ভক্তি, তাহা আমি জানি, তজ্জন্য আমি আপনাদের উপর ক্রোধ হওয়া দূরে থাকুক বরং সন্তুষ্ট আছি; আপনাদের প্রতি সর্বদাই আমি সম্মান প্রদর্শন করি। আজ আমি যথোচিত শিষ্টাচারে সেই সম্মান প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই আপনাদের

কাছে আসিয়াছি। যে সকল বৃত্তান্ত আজ আমি অবগত হইলাম, তাহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত বেলেগুন-পরিবারের সমাধিগুলি খনন করাইয়া জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অবগত হওয়া এবং মৃত্যুর রেজেষ্টারী বহিগুলি পরিদর্শন করা আমার ইচ্ছা।”

লর্ড বাহাহুরের মন্তব্য শ্রবণ করিয়া সসম্মানে আমি বলিয়াছিলাম, ‘যখন ইচ্ছা, তখনই আপনি রেজেষ্টারী বহিগুলি দর্শন করিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুরুষগণের হুম্ম অথবা অহুম্মতি ব্যতিতঃকে গার্হস্থ্য কবরগুলি খনন করিবার অহুম্মতি দিতে আমি অক্ষম।’

আমার অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া উদ্ধতভাবে ভিন্ন প্রকার স্বরে লর্ড বাহাহুর বলিয়াছিলেন, ‘যাহা আপনি বলিলেন, তাহাই ঠিক, বিশেষ দতর্কতার সহিত কার্য্য করাই আপনার কর্তব্য। কবর খনন করাইবার জন্য চ্যান্সারি কোর্টে লর্ড চ্যান্সেলারের নিকটে আমি দরখাস্ত করিব, কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত বিশেষ ক্ষমতা দিয়া আমি আমার প্রতিনিধিগণকে এখানে পাঠাইব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সমাধা না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রেজেষ্টারী দর্শন করা স্থগিত থাকিবে। আমার প্রতিনিধিরাই একদিনে একসঙ্গে ঐ দুই কার্য্য নির্বাহ করিবেন; কারণ, তাহা হইলে একদল সাক্ষী থাকিলেই চলিবে, স্বরচাও কম হইবে। মিষ্টার রবার্ট! যখন আমার প্রতিনিধিরা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তখন আপনি তাঁহাদিগের কার্য্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা করিতে পারিবেন না।’

আমি বলিয়াছিলাম, “আদালতের পরোয়াণা অথবা অন্যপ্রকার কোন ক্ষমতাপত্র না দেখিয়া কবর-খননে আমি অহুম্মতি দিব না, কিন্তু যে কোন ব্যক্তি রেজেষ্টারী বহি দেখিতে চাহিবে, কয়েকটা নিয়মে বদ্ধ করিয়া তাহাকে রেজেষ্টারী বহি দেখান যাইতে পারিবে।’

লর্ড মণ্টগোমারী আরও বেশী কথা বলিবার উপক্রম করিতেছিলেন, বলিতে না দিয়া আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, ‘বেশী কথা আমি শুনিব না; তথাপি তিনি বলিয়াছিলেন, ‘আসল কথা এই যে, উপস্থিত বোকদম্যর অনেক কথা মার্শমেনের অহুকুলে দাঁড়াইতেছে বটে, কিন্তু একখানা কোবালার উপর প্রকৃত সত্য নির্ভর করিতেছে।’ সেই কোবালারূপে তিনি আদালতে দাখিল করিয়াছেন। তিনি বলেন, ৫০ বৎসর পূর্বে ১৭৪৫ অব্দে তাঁহার স্বস্তর মৃত নাবুকুইস অব বেলেগুন সেই কোবালার দণ্ডখত করিয়াছিলেন; কিন্তু আমি

বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি। বর্ত্তমান মার্শনেসের স্বামীর পিতা ১৭৪৫ অব্দের দুই বৎসর পূর্বে লোকান্তরযাত্রা করিয়াছেন, যথাসময়েই তাহার সমাধি হইয়া গিয়াছে। যাহাদের মুখে সেই বিষয়ের প্রমাণ আমি পাইয়াছি, তাহারা অতি বৃদ্ধ ;—এক জনের বয়ঃক্রম ৬৯ বৎসর, দ্বিতীয় জনের ৭৩ বৎসর। সেই তিন জন বৃদ্ধ আর ও বিশেষ করিয়া বলিয়াছে, বর্ণনায় তাহাদের কিছুমাত্র ভুল হয় নাই ; কেন না, ১৭৪৫ অব্দের ঘটনা তাহাদের উত্তমরূপ স্মরণ আছে ; রাজ্যে সেই বৎসর মহাবিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। এতদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে, মার্শনেস্ বেলেগুন যে দলীলখানা আদালতে দাখিল করিয়াছেন, সেখানা অবশ্যই জাল দলীল। কারণ, সেই দলীলে ১৭৪৫ অব্দের উল্লেখ আছে। ১৭৪৫ অব্দে বর্ত্তমান মার্শনেসের স্বামীর পিতার মৃত্যু হয় নাই, তাহার দুই বৎসর পূর্বে ১৭৪৩ অব্দে তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। খুব জোরে জোরে তিনি এই সকল কথা বলিয়াছিলেন।”

নিজের প্রস্তর-ফলকে সব কথাগুলি লিখিয়া লইয়া মার্শনেস্ বেলেগুন পরিশেষে বলিলেন, “তবে ত খুব ভাল। লর্ড মটগোমারী দয়া করিয়া, ততটা বৈধাধারণ করিয়া, বিশ্বস্তভাবে অত বিশেষ কথা বলিয়া গিয়াছেন। আচ্ছা মিষ্টার রবার্ট, আর কিছু তিনি বলিয়াছিলেন ?”

পাদ্রী সাহেব উত্তর করিলেন, “সে সম্বন্ধে তিনি তখন আর কিছু বলেন নাই, কেবল এইমাত্র বলিয়াছিলেন যে, ‘এত কথা আমি কেন বলিতেছি, ইহা হয় ত আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, হয় ত আমাকে বহুভাষী মনে করিতে পারেন, বাস্তবিক প্রকৃতপক্ষে এত বিশেষ কথা বলিবার কারণ এই যে, সরল অন্তরে সরলভাবে প্রকাশরূপে এই মোকদ্দমা আমি চালাইতেছি ; দেশের লোকে যদি আমার কার্যের প্রত্যেক বিবরণ জানিতে পারে, জাহ্নুক তাহা আমি গ্রাহ্য করি না’—লর্ড বাহাহুরের সঙ্গে আমার যে সকল কথা হইয়াছিল, আহুতুর্কিক তাহা আমি আপনাকে বলিলাম, এখন আমি বিদায় হই ; আপনি গীর্জা দর্শনে যাইবেন, সেখানে যথাযোগ্য আয়োজন করিতে হইবে।”

এই কথা বলিয়াই পাদ্রী রবার্ট বিদায় গ্রহণ করিলেন, পাহাশালার উপবেশনকক্ষে মার্শনেস্ বেলেগুন একাকিনী। পাদ্রীর মুখে বাহা যাহা শুনিলেন, গভীরভাবে ধারণ করিয়া মার্শনেস্ কিয়ৎকাল সেই সকল বিষয় আত্মোপাস্ত আলোচনা করিলেন ; অন্তঃপুর তাহার স্মৃতির বদনে বিজয়োন্নাসের দীর্ঘ হাস্য

দেখা দিল ; স্বগতবাক্যে অস্পষ্টস্বরে তিনি বলিলেন, “অবশ্যই এ মোকদ্দ-
নায় আমি জয়ী হইব ; ইউজিন মণ্টগোমারী ভিখারীর তায় কাতর হইয়া,
আমার পদতলে পড়িয়া করবোড়ে দয়া ভিক্ষা করিবে ।”

এইরূপে আত্মগত মনোভাব পরিব্যক্ত করিয়া মার্শনেস্ বেলগেডেন খণ্ডা-
ধ্বনি করিলেন, বিখ্যাসী পদাতিক ও কিকরীকে আহ্বান ।

তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল । পদাতিকের বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ বৎ-
সর, কিকরীর বয়ঃক্রম প্রায় ৫০ বৎসর ; উভয়েই দেখিতে সুস্থ, দেখিলে
বোধ হয় যেন ভদ্রবংশে জন্ম ; প্রকৃতি ঠাণ্ডা, উভয়েই বেশী কথা কহে না ;
সকল কার্যে আজ্ঞাবহ হইয়া আজ্ঞা পালন করে ; তাহাদের অন্তরে কোন
প্রকার ভণ্ডামী আছে, বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া তাহা অনুমান করা যায় না ।
মার্শনেসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তাহারা গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দিল ।
অবলম্বিত প্রকৃতির আশ্চর্য্য পরিবর্তন,—তাহাদের তখনকার মূর্ত্তি দেখিয়া
বোধ হইতে লাগিল, এ তাহারা যেন সে তাহারা নহে ।

ঠিক যেন সখীভাবে সম্ভাষণ করিয়া সকৌতুহলে কিকরী জিজ্ঞাসা করিল,
“কি সংবাদ প্রিয়সখী ?”

প্রশ্ন করিয়াই সেই পরিচারিকা বিনাহুমতিতে, বিনা অহুরোধে, আপন
ইচ্ছায় সগোরবে একখানা সোফার উপর হেলিয়া পড়িয়া, সম্মুখদিকে পা
ছড়াইয়া দিয়া বসিল । অঙ্গুলীর দ্বারা সুবাসিত, সুকৃষ্ণিত দীর্ঘকেশ কেশরী
করিতে করিতে পদাতি পুরুষ দিব্য খনিষ্ঠভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ,
কি সংবাদ লরা ? তোমাদের মোকদ্দমা সম্বন্ধে যে সকল কথা তুমি
জান, ওই পাদুরী রবার্ট তাহার উপর কিছু বেশী কথা বলিতে
পারিল কি ?”

মার্শনেস্ বেলগেডেন ঐ দুটি চাকর-চাকরাণীর সহিত বরাবর খনিষ্ঠ ব্যবহার
করিয়া থাকেন, পদাতিকের প্রশ্নে তিনি উত্তর করিলেন, “প্রিয়তম রিচার্ড !
হাঁ, পাদুরী সাহেব অনেক কথা বলিয়াছেন, বিশেষ দরকারী কথা ।—মণ্ট-
গোমারী আর তাহার ভাড়া করা গুস্তারা পূর্বে এইখানে আসিয়া যেখানে
যেখানে আড্ডা করিয়াছিল, আজ আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি । তুমি
এখন শীঘ্র শীঘ্র অঙ্গুলীতে বাহির হও ; আবশ্যকমত বাহা বাহা কাজে
আসিবে, সেই সকল বিষয়ের বিশেষ তথ্য অবগত হইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকো ।
একটা আড্ডা এখান হইতে দুই মাইল দূরে স্নাক্‌ডেন ক্যেব্রের নিকটে একখানা

কুটীর ; সেই কুটীরে অষ্টিন নামে দুইজন বৃদ্ধ জী পুরুষ বাস করে । আর একটা আড্ডা একখানা কুটীর, কিন্তু এখান হইতে প্রায় ৫০ মাইল দূর ; সেই হানটা কলিংটন গ্রামের নিকটে ; একজন বিধবা জীলোক সেই কুটীরে বাস করে ; তাহার নাম মিসেস্ বৃসম্যান ; পূর্বোক্ত অষ্টিনদিগের সহিত সেই বৃসম্যানের নিকট-সম্পর্ক আছে ।”

রিচার্ড জিজ্ঞাসা করিল, “মণ্টগোমারীর প্রতিনিধিগণের হুকুমে গীর্জার গোরস্থানে যে লোকটা কবর খুঁড়িয়াছিল, তাহার খবর কি ?”

পরিচারিকাও ঠিক প্রতিনিধি করিয়া সেইরূপে জিজ্ঞাসা করিল, “সে লোকটার খবর কি ?”

ওষ্ঠাধ্রে হাস্য আনয়ন করিয়া প্রসন্ন-বদনে মার্শনেস্ বলিলেন, “দেখ রিচার্ড !—দেখ মারগারেট ! সে পরিচয় জানিবার নিমিত্ত তোমরা অত ব্যস্ত হইও না,—সময়ে সমস্তই জানিতে পারিবে। লোকটার নাম চ্যাপম্যান, সে একজন ভাস্কর-মিস্ত্রী ; এই গ্রামেই তাহার নিবাস । দেখ মারগারেট, আমি যখন গীর্জায় যাইব, তখন সেই লোকটাকে তোমায় দেখাইব ; তুমি যদি তাহাকে পরামর্শ দিয়া আমার পক্ষে আনিয়া দিতে পার, আমার কাছে অনেক টাকা পুরস্কার পাইবে । সে ব্যক্তি যেরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিবে, তাহা অবশ্যই বিশেষ দরকারে লাগিবে সন্দেহ নাই ।”

মারগারেট বলিল, “সে জ্ঞাত কোন চিন্তা নাই ; তোমার উপকারের নিমিত্ত আমি যথাসক্তি চেষ্টা করিব ; কোন অংশে কিছুমাত্র ক্রটি হইবে না ।”

রিচার্ড বলিল, “মারগারেটের যে কথা, আমরাও সেই কথা ; তোমার উপকারে আমিও কিছুমাত্র ক্রটি করিব না । আচ্ছা লরা ! এই গ্রামের অষ্টিন আর কলিংটনের বৃসম্যানের সন্ধানে তুমি আমাকে যাইতে বলিতেছ ; কখন যাইতে হইবে ?”

মার্শনেস্ বলিলেন, “আমার ইচ্ছা আজই তুমি রওনা হও । শকট অথবা জন্ত কোন যানের বন্দোবস্ত করিয়া—”

পদাতিক বলিল, “লরা ! সে জন্ত তোমাকে উষ্ম হইতে হইবে না ;—যে প্রকার যান-বাহনে যাওয়া যাইতে পারে, আমি তাহা ঠিক করিয়া লইব ; এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, কবে কোন্‌দিক্‌ আবার তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, সেইটি জানিতে পারিলেই আমি চলিয়া যাই ।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “মালডেন রেলের দ্বারা আমার সহিত দেখা হইবে, না।

হয়ত আমার পত্র পাইবে । মালডেন কোত্রে যখন তুমি আসিবে, তখন আমি যদি সেখানে না থাকি, তোমার পৌছিবার পূর্বেই যদি আমি চলিয়া আসি, তোমার নামে একখানা পত্র লিখিয়া রাখিয়া আসিব, তৎপাঠেই সমস্ত অবগত হইতে পারিবে । তোমার সঙ্গে যথেষ্ট টাকা আছে ত ?”

রিচার্ড উত্তর করিল, “অনেক টাকা আছে । এখন তবে আমি বিদায় হইলাম ; সেলাম ।”

সোফা হইতে গাত্ৰোত্থান করিয়া রিচার্ড তখন মহিমান্বিতা মার্শনেসের মুখচূষন করিল ; মার্শনেস ইদানীং প্রায় সর্বকণ সুস্থিত কোমলভাব দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু পদাতিকের সোহাগ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কপোলযুগল আরক্তরাগে রঞ্জিত হইল, নয়নযুগল যেন বিদ্যাতের জ্বায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পীনোন্নত পয়োধর ঘন ঘন কম্পিত হইতে লাগিল ; নিদ্রিত রিপু জাগরিত হইল ; রিপুবশে সান্নুরাগে পদাতিকের কণ্ঠবেষ্টন পূর্বক তিনিও তাহার কর্কশ গণ্ডস্থল চূষন করিলেন ।

সেই সময় মারগারেট আসন হইতে উঠিয়া চঞ্চলস্বরে বলিল, “খামো, খামো, কাহার পদশব্দ শুনা যাইতেছে, কে বুঝি আসিতেছে ।” এই কথা বলিয়াই ইচ্ছামত সাবধান হইয়া সে তখন পূর্বের জ্বায় কপট গৃহিণীভাব পরিগ্রহ করিল, বদনে কপট গাভীর্য দেখা দিল ।

ওদিকে রিচার্ডও সেই সময় মার্শনেসের বাহুপাশ ছাড়াইয়া, দিব্য প্রশান্তবদনে সমস্তম্বে তাঁহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ তফাতে সরিয়া দাঁড়াইল ।

লর্ড-মহিলাও সেই অবসরে চাকরের চূষনাগিজনজনিত বিশৃঙ্খল কেশপাশ, অঙ্গবসন ও শিরোভূষণ বথায়থ স্থানে বিস্তৃত করিয়া দিব্য শাস্তমূর্তি ধারণ করিলেন ; কামভাবে গাঢ়-অনুরাগে বদনের রক্তরাগ ও নয়নের প্রেধর দীপ্তি একটু পূর্বে প্রবল হইয়াছিল, ক্রমমধ্যেই সে ভাবটা বিলুপ্ত হইয়া গেল সুন্দর বদন, উজ্জ্বল নয়ন, কম্পিত ওষ্ঠ, সমস্তই প্রশান্ত ; কপোলের চূষনচিহ্ন দেখিতে দেখিতে যেন মিলাইয়া গেল । কিছু পূর্বে সে কপোলে কেহ চূষন করিয়াছিল, এখনকার ভাব দেখিয়া কেহ সেরূপ সন্দেহ করিতে পারে, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিল না ।

পাদরী রবার্ট পুনঃপ্রবেশ করিলেন । তিনি দেখিলেন, দাসী চাকর উভয়েই সমস্তম্বে মার্শনেসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অতুষ্ণ প্রতীক্য করিতেছে,

মার্শনেস্ গভীরবদনে তাহাদিগকে আবশ্যকমত এক একটি আদেশ প্রদান করিতেছেন।

রিচার্ডকে সঞ্চোধন করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “তবে তুমি এখন বিদায় হও, অবিলম্বেই যাত্রা করিও; যেমন যেমন আমি বলিয়া দিলাম, বিশেষ সাবধান হইয়া সেইরূপে কার্য্য নির্বাহ করিয়া আসিও।”

“সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিত থাকুন, আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে কদাচ আমি ক্রটি করিব না।”—এই বলিয়া, সসম্মুখে অভিবাদন করিয়া রিচার্ড তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

অনন্তর কিঙ্করীর মুখপানে চাহিয়া বেলেগেন বলিলেন; “দেখ মারগারেট, তুমিও এই বেলা গ্রামের মধ্যে যাও, বাহা বাহা আমি বলিয়া দিয়াছি, তদনুসারে বিশেষ বিশেষ অনুসন্ধান লও।”

“আদেশমত ঠিক ঠিক কার্য্য করিব” বলিয়া কিঙ্করী মারগারেট তথা হইতে বাহির হইল।

মার্শনেসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাদরী রবার্ট বিজ্ঞাপন করিলেন, “আপনার অভ্যর্থনার নিমিত্ত গীর্জামন্দিরে সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়াছে।”

ধনুবাদ দিয়া, শাল-টুপী লইয়া, পাদরী সাহেবের হস্তধারণপূর্বক লেডী বেলেগেন তৎক্ষণাৎ গীর্জাভিমুখে চলিলেন।

গ্রাম্যপথ দিয়া যখন তাঁহারা যান, সেই সময় গ্রাম্য ক্রীপুরুষেরা বাহির হইয়া সমাদরে সসন্মানে লেডীকে অভিবাদন করিতে লাগিল, লেডীও সহাস্যবদনে বিনম্রভাবে তাহাদের সকলকেই প্রত্যভিবাদন করিলেন।

পাদরীর সহিত লেডী বেলেগেন গীর্জাপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। পুরাতন ধর্ম-মন্দিরের প্রবেশদ্বারে—সমাধিস্থানে কবরখনক ও তাহার সহকারীগণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্য করিতেছিল, লেডী উপস্থিত হইবামাত্র তাহারা সকলেই তাঁহাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করিল। পাদরী সাহেবের আজ্ঞানুসারে তাহারা কবর খননের উপযুক্ত যত্নাদি সঙ্গে আনিয়াছিল।

পাদরী-সাহেবের বাহ অবলম্বনে লেডী-বেলেগেন সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলেন, কবরখনক নর্থউইচ ও তাহার সহকারী তাঁহাদের অনুবর্তী। স্থানটি স্থানীয় ভাবুরী কালকার্য্যখচিত প্রস্তর-প্রাচীরে বিভক্ত; মধ্যভাগে প্রাচীরগাত্রে মাননীয় বেলেগেন-বংশের পরলোকগত ক্রীপুরুষগণের স্মরণার্থ সংকিও

বিবরণ স্তরে স্তরে খোদিত ; নিম্নতলস্থ প্রকাণ্ড প্রস্তরাবলীও ঐ প্রকার বর্ণা-বলীতে পরিপূর্ণ ।

চারদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে তলদেশের একখানা প্রস্তরের উপরে মার্শনেসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সেই প্রস্তরের দ্বারা সমাধিগর্ভে অবতরণের সোপানাবলী সমাচ্ছাদিত ; মার্শনেস বলিলেন, “ঐ পাথরখানাই আগে তুলিতে হইবে।”

হস্তস্থিত শাখলের দ্বারা একখানা প্রস্তরের দিকে নির্দেশ করিয়া নর্থউইচ বলিল, “হাঁ, এই পাথরখানা।”

মার্শনেস বলিলেন, “তবে ঐখানা তুলিয়া ফেল। বেশী বিলম্ব হইবে কি ? তাহা যদি হয়, তবে তোমরা তুলিতে আরম্ভ কর, আমি ইত্যবসরে রেজেষ্টারী বহির কতক কতক দেখিয়া আসি।”

নর্থউইচ বলিল, “না মা, বেশী দেরী হইবে না। অল্পদিন পূর্বে লর্ড মন্টেগোমারীর প্রতিনিধিরা এখানে আসিলে ঐ পাথরখানা তোলা হইয়াছিল, ভাল করিয়া ঢাকা হয় নাই, সিমেন্টের মাটি এখনও শুক্ক হয় নাই, অল্পপ্রবে শীত্ৰই ওখানা তোলা যাইবে। চ্যাপম্যান উহা তুলিয়াছিল, সে লোকটা ভাল করিয়া আঁটিয়া বসায় নাই, তাড়াতাড়ি অল্পে আঁরা আঁরা ঢাকা দিয়া রাখিয়া গিয়াছিল। শীত্ৰই তোলা যাইবে। এই দেখুন।”

নর্থউইচ ও তাহার সহকারী তৎক্ষণাৎ সেই পাথরখানা তুলিতে আরম্ভ করিল। লেডী ভাবিলেন, তবে রেজেষ্টারী-পরিদর্শন এখন থাকুক, অগ্রে সমাধি-স্থানটি দর্শন করা যাউক। ইহা ভাবিয়াই সেইখানে তিনি উপস্থিত থাকিলেন।

প্রায় বিশ মিনিটের মধ্যে সেই প্রকাণ্ড পাথরখানা উন্মোচিত হইল। তদ্বারা যে গহ্বরটা ঢাকা ছিল, তাহা দৃষ্ট হইতে লাগিল। নর্থউইচ ও তাহার অগ্রচর দুইটা লণ্ডন আগিল ; ভিতরের দ্বিধিত বায়ু বাহির হইয়া যাইবার অপেক্ষায় কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিল, তদনন্তর উভয়ে লণ্ডন লইয়া গহ্বরে মধ্যে নামিয়া গেল, মার্শনেসও নামিতে লাগিলেন, সর্বপক্ষে পাদদ্বী সাহেব। গহ্বরে নামিবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রশস্ত শোণান।

ভূগর্ভস্থ সমাধিস্থান সুদূর প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ; প্রাচীরের কোলে কোলে অনেকগুলি শবাবার সিঁদুক (Coffins) ;—কক্ষিকগুলি সারি সারি তিন প্রেক্ষিতে সজ্জিত ; নীচের প্রেক্ষা বেকের উপর সংস্থাপিত ; উপরের সিঁদুকগুলি নৌহনির্মিত চতুর্ভুজীয় উপর বসানো ; সিঁদুকের উপর সিঁদুক

রাখা হয় নাই ; সকলগুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ; প্রত্যেক সিন্দুকের আশে-পাশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থান ব্যবধান : সিন্দুকগুলি না সরাইয়া, না নামাইয়া, সেই ব্যবধানস্থানে দাঁড়াইয়া স্বচ্ছন্দে ডালাগুলি দর্শন করা যায় ।

সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া লোকগুলি সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন হঠাৎ নর্থউইচের কণ্ঠ হইতে আতঙ্কসূচক অস্পষ্ট চীৎকারধ্বনি বিনির্গত হইল ; সেই ব্যক্তির পথপ্রদর্শক, স্মৃতরাং সেই ব্যক্তি অগ্রগামী ।

ভৌতিক ভয়ে আক্রান্ত হইয়া লেডী বেলেগেন জিজ্ঞাসা করিলেন, “অ্যাপার কি ?”

এক হস্তে লণ্ডনটা উঠে ধরিয়া, অপর হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া, একটা কফিনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া নর্থউইচ বলিল, “ঐ দেখুন, ঐ কফিনটার কাছে কি রহিয়াছে !”

ধনকের সহকারীর সর্বশরীর বিকম্পিত হইল ; কম্পিতকণ্ঠে চীৎকার করিয়া সে ব্যক্তি বলিল, “হাঁ—হাঁ, আমিও দেখিতে পাইতেছি !”

যাহা দেখিয়া তাহারা ভয় পাইয়াছিল, নিমেষ মধ্যে সেই দিকে মার্শনেসের ও পাদুরীসাহেবের দৃষ্টি সমাকৃষ্ট হইল ; দেখিয়াই তাহারা ঘৃণাতক্কে অভিভূত হইয়া অশ্রুটপ্ত করিয়া উঠিলেন । মন্দিরের দূরস্থ প্রান্তে সর্বোপরিস্থ সিন্দুকশ্রেণীর একটা সিন্দুকের ডালা ধোলা, একটা গলিত শবদেহ বাহির হইয়া পড়িয়াছে !

মার্শনেসের নাসারন্ধ্রে পচা মাংসের দুর্গন্ধ প্রবেশ করিল, দুর্গন্ধে বমি আসিবার উপক্রম হইল ; বিকৃতবদনে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “কি বীভৎস দৃশ্য ! ওটা কাহার মৃতদেহ !—এত যত্নে রক্ষিত হইয়াছিল, এমন দশা কে করিল ?”

নর্থউইচ বলিল, “বিশ ত্রিশ বৎসর অথবা হয় ত চল্লিশ বৎসর ঐ সিন্দুকটা এখানে রহিয়াছে ; তথাপি এখনও দেহের অর্দ্ধেকটাও পচে নাই ; আপনি নিশ্চয়ই তাহা দেখিতে পাইতেছেন । আরকে ভিজাইয়া দেহটা তাজা রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সবচেহ সীসক-সিন্দুকে সুরক্ষিত হইয়াছিল ; সেই সিন্দুকের ডালা ভাঙ্গা ! দেখিতেছি—দেখিতেছি, কাহার মৃতদেহ ।” —এই কথা বলিয়া সর্দার কবর-ধনক নর্থউইচ সেই সিন্দুকের নিকট গিয়া, লণ্ডনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া ভালরূপে নিরীক্ষণ করিল ; দেখিল, আবরণবস্ত্রের অর্দ্ধেকটা খুলিয়া গিয়াছে ; কেবল যে-মুখখানা দেখা যাইতেছে, তাহা নহে, কণ্ঠ, বক্ষ, ও দক্ষিণ পক্ষর অনাবৃত । ঋনিকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া সেই

ব্যক্তি বলিতে লাগিল, “পূর্বে যেরূপ অনুমান করিয়াছিলাম, বাস্তবিক তত দীর্ঘকাল না হউক, অন্যান্য বিশ বৎসর পূর্বে এই দেহের সমাধি হইয়াছে ; উক্তমন্ত্রণে আরকসিক্ত করা হইয়াছিল ; কেন না, মুখখানি অবিকৃত রহিয়াছে, হাত দুখানিও পূর্ণাঙ্গ । ওহো ! হস্তের একটা অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী-ধারণের চিহ্ন রহিয়াছে ; চিহ্নটা দেখিয়া বোধ হয়, বেশী দিন পূর্বে অঙ্গুরী ধোলা হয় নাই, কবর দিবার সময় হস্তে অঙ্গুরী ছিল, দেখিয়া বোধ হইতেছে, চিহ্নটা নূতন ; অল্পদিন পূর্বে অঙ্গুরীটি কেহ খুলিয়া লইয়া থাকিবে । গলিত অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরী খুলিয়া লইবার সময় যেরূপ মাংস উঠিয়া যায়, সেইরূপ মাংস উঠিয়া গিয়াছে । অঙ্গুরীটি সম্প্রতি কেহ খুলিয়া লইয়াছে সন্দেহ নাই । বত দিন আমি এখানে কণ্ঠ করিতেছি, তত দিনের মধ্যে অনেক মৃতদেহ দেখিয়াছি, আরকে ভিজ্ঞান দেহও নিতান্ত অল্প দেখি নাই, কিন্তু এই দেহটা যেমন ফুলিয়াছে, এত ফোলা আমি কখন দেখি নাই ; নিশ্চয় বোধ হইতেছে, বিবপ্রয়োগে মৃত্যু !”

ঐশ্বর্য্যচ্যুত হইয়া সহকারী খনক জিজ্ঞাসা করিল, “কাহার দেহ ? প্রস্তর-ফলকটা বাহির করিতে পার না কি ? কি কি খোদা আছে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না ? খোদিত অক্ষরে কি মর্মে পরিয়াছে ?”

নর্থউইচ বলিল, “না না, মর্মে ধরে নাই, অক্ষর দেখা যাইতেছে । দেখি দেখি,—হাঁ,—১৭৭৫ সাল,—বেলেগুন-বংশের শেষ মারবুইল,—বর্ধমান মার্শনেসের স্বামী ।”

চকলস্বরে পাদরী সাহেব বলিলেন, “দেহটা চাকিয়া ফেল ! আমি এখনই গীর্জাঘরে ফুটিয়া গিয়া একখানা শোকবস্ত্র আনিয়া দিতেছি ।”

পাদরীর বাহ আকর্ষণ পূর্ব্বক সত্য-মৃদু-গভীরে মার্শনেস বলিলেন, “আপনাকে কষ্ট করিয়া যাইতে হইবে না, আপনি বিচলিত হইবেন না ।”

শকাঙ্কন-নয়নে লেডীর মুখপানে চাহিয়া পাদরী সাহেব বলিলেন, “আপনার কি অনুশ্রু হইতেছে ? আপনি কাপিতেছেন,—বদন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ;—ঐ বীভৎস দৃষ্ট দর্শন করিয়া, দুর্গন্ধ আশ্রয় করিয়া—নর্থউইচের কথাগুলি শুনিয়া, আপনি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন । আমি কি আপনাকে এখান হইতে সরাইয়া লইয়া যাইব ? আসুন, আমি আপনাকে লইয়া যাইতেছি ।”

মুহুরে মার্শনেস্ বলিলেন, “না না, এইখানেই আমি থাকি ;—আমি এখন বেশ আছি।”

হৃদয়মধ্যে যে ভীষণ তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছিল, অমাত্যবী শক্তিতে সেই তরঙ্গবেগ সংবরণ করিয়া, কবর-খনকের দিকে চাহিয়া লেডী বেলগেডেন কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে বলিলেন, “মিষ্টার নর্থউইচ ! সাবধান ! ভবিষ্যতে এমন কর্ম আর করিও না। খুব সাবধান হইয়া কথা কহিও। অবাধে, অস-
কোচে, আপন মনেই বকিয়া যাইতেছ। যাহা মুখে আসিতেছে, তাহাই বলিতেছ। ভবিষ্যতের অস্ত্র সতর্ক থাকিও। দেখ, হড়-বড় করিয়া কথা কহিবার পূর্বে ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিও ; কি বলিতেছ, তোমার কথা শুনিয়া লোকের মনে কি ভাবের উদয় হইবে, স্থির হইয়া মনে মনে অগ্রে তাহা ভাবিয়া লইও। কোন ঘটনা অথবা কোন দৃশ্য দর্শনে হঠাৎ তোমার নিজের মনোভাব প্রকাশ করা ভাল নহে। তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও, কথার দোষে তুমি অপরের আতঙ্ক বাড়াইবার হেতু হও ; পূর্না-
পর বিবেচনা করিয়া কথা কহিলে তৎপ্রবণে কাহাকেও উত্তেজিত হইতে হয় না, ইহা স্মরণ রাখিও।”

মার্কুইন্স-মহিলার বাক্যের প্রকৃত মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়াও নর্থ-উইচ প্রথমে কমা চাহিল, কিন্তু কি তাহার দোষ, তাহা বুঝিতে পারিল না ; শেষকালে বলিতে লাগিল, “শবের বিবর্ণ বদন ও পরিষ্কীত অঙ্গ দর্শন করিয়া আমি অহুমান করিয়াছিলাম, বিষপানে মৃত্যু, আমার অহুমানটা প্রকাশ করা ভাল হয় নাই, এ একটি আমি এখন স্বীকার করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক কাহার মৃতদেহ, মস্তবা-প্রকাশের পূর্বে তাহা আমার জানা ছিল না।”

গম্ভীরবদনে, পরিতপ্তস্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, “আর না,—মিষ্টার নর্থ-উইচ, আর ও কথায় কাজ নাই। সব আমি বুঝিয়াছি। তোমার কথা শুনিয়া যদিও আমার প্রাণে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে, তথাপি আমি তোমাকে কমা করিলাম,—হাঁ, সরল অন্তরে কমা করিলাম। আমি জানিতে পারিয়াছি, পূর্নাপর বিবেচনা না করিয়া তুমি কথা—”

অসাবধানে হঠাৎ মৃত হইতে যে কথা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কি অনর্থপাত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিয়া, অহতপ্ত কণ্ঠে নর্থউইচ বলিল, “হাঁ না, আমার নামে অপঘণ করিয়া আমি বলিতেছি, যথার্থই আমি পূর্নাপর বিবেচনা না করিয়া সে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার

সকলেই জানি,আপনি পরম দয়াবতী । বাহাতে আপনার প্রাণে বেদনা লাগে তেমন কথা মুখ দিয়া বাহির হইবার অগ্রে আমি আমার জিবখানা কাটিয়া ফেলিব ।”

কমান্ডেচক সদয়-বচনে মার্শনেস্ বলিলেন, “ভবিষ্যতে অমন কণ্ঠ তুমি আর কখন করিবে না, তোমার এখনকার কথা শুনিয়া তাহাতে আমার বিশ্বাস হইতেছে ; কিন্তু এখন অবধি তুমি জানিয়া রাখো, বৃত্তদেহের বিকৃতি দর্শনে লোকের মনে আশঙ্কার সঞ্চার হয় ।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, পাদুরী সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া, সাক্ষী মানিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “হয় না মিষ্টার রবার্ট ?”

এই পাদুরী সাহেবটি বেশ ভাল মানুষ, চিত্তও দিব্য সরল ; যে সকল কথায় কোন দোষ হয়, সে সকল কথার মধ্যে তিনি থাকিতে চাহেন না ; তাঁহার মুখ দেখিলে ইহাই অনুমিত হয় ; এ ক্ষেত্রে প্রকৃতির চূড়ান্ত সীমার পরিচয় জানাইয়া, তাঁহার উচ্চ মহিমাবিশিষ্টা উপকারিণী মহিলার মনোরঞ্জনার্থ তাঁহার প্রাণে সংয় দিয়া, গভীর বদনে তিনি বলিলেন, “নিশ্চয়ই হয় ।”

শোক-দুঃখ-ব্যঞ্জক করুণকণ্ঠে মার্শনেস্ আবার বলিলেন, “বৃত্তদেহ পচিলে যেক্রপ বিকট দৃশ্য দেখায়, আমার দীর্ঘকালমুত স্বামীর বিবর্ণ ও পরিস্ফীত বদন তাহারই উপমা দেখাইতেছে । সত্যই কি সেইরূপ দেখাইতেছে না মিষ্টার রবার্ট ?”

মিষ্টার রবার্ট উত্তর করিলেন, “তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই ।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “আমার পক্ষে অধিক বিবাদ ও অধিক কষ্টের হেতু এই যে, পৃথিবীতে বাহাকে আমি কায়মনে প্রজ্ঞাভক্তি করিতাম, বহু দিন পূর্বে যিনি স্বর্গবাসী হইয়া দেবদ্ব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, বহু দিনের পর তাঁহার দেহের এই দশা দর্শন করা আমার ভাপ্যে ছিল । দেখুন মিষ্টার রবার্ট । আমি তত্ত্বামী জানি না, ছলনা-চাতুরী জানি না, যাঁহা যখন বলি, অকপটে সরল অন্তরেই সত্য বলিয়া থাকি ;—সেই মানবীয় বুদ্ধ মহৎ লোকটিকে আমি প্রেমভাবে ভালবাসিতাম না ;—কিন্তু প্রায়শ্চেষ্টে বড় করিতাম, সমাদর করিতাম, ভক্তি করিতাম, মান্য করিতাম । তিনিও আমাকে তাঁহার সাধ্যমত সুখে রাখিবার জন্য সর্বস্বপণ যত্ববান ছিলেন । তিনি আমাকে ধর্মপত্নী বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার সম্রাট পদবীর অধিকারিণী করিয়াছিলেন, তিনি আমাকে

প্রচুর ধনসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছিলেন;—কিন্তু হায়! চক্রী লোকেরা কুচক্র করিয়া আমার সেই পতিদত্ত প্রচুর সম্পদ এখন আমাকে কঁাকি দিয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে! মিষ্টার রবার্ট! আবার আমি আপনার সাক্ষাতে প্রাণের কথা খুলিয়া বলিতেছি। সেই সম্মানান্বিত বৃদ্ধ স্বামীকে আমি প্রকৃত দাম্পত্য-প্রেমভাবে ভালবাসিতে পারি নাই।”

পাদরী সাহেবের সহিত মার্শনেসের কথা আরম্ভ হওয়াতে নর্থউইচ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, মার্শনেসকে কোন কথা বলিবার অবসর পায় নাই, এই সময় অবকাশ পাইয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া সে বলিতে লাগিল, “মা! আপনি এ বিষয়ে এত কথা বলিলেন, ইহা শুনিয়া আমি বড় খুসী হইলাম। সেই বিশ্বাসিন্দুক চ্যাপম্যানটা বলিয়াছিল, আপনি আপনার স্বামীকে অবজ্ঞা করিতেন, অশ্রদ্ধা করিতেন, অপর একজন পুরুষকে ভালবাসিতেন। আপনি এখানে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া—”

যদিও মার্শনেসের প্রতি অচলা ভক্তি ও বিরোধী মণ্টগোমারীর প্রতি বিরাগের বশব্দ হইয়া নর্থউইচ ঐ সকল কথা বলিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াও রেভারেণ্ড মিষ্টার রবার্ট তাহার ভূমিকা ভূনিয়া, অত্যন্ত ভয় পাইয়া, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধামাইয়া দিয়া বলিলেন, “নর্থউইচ! সে সব চুকিয়া গিয়াছে, তুমি চুপ করিয়া থাকো,—নিশ্চয় হও।”

যেন কিছুই নয়, এইরূপ ভাব জানাইয়া, পাদরী দিকে চাহিয়া, তাচ্ছিল্য-ব্যঞ্জকস্বরে মার্শনেস বলিলেন, “নিম্নকদিগের বিবাক্ত রসনা-নির্গত বিষ আমার কোন প্রকার মানি জন্মাইতে পারে না।”—এই কয়েকটা কথা বলিয়া অল্প প্রকার স্বরে তিনি আবার বলিলেন, “লোকের মুখে নর্থউইচ যাহা যাহা শুনিয়াছে, যাহা আমাকে বলিতেছিল, আমার ঋতিরে আপনি তজ্জগৎ উহার মনে কষ্ট দিবেন না। তবে—কথা এই যে, আমাদের কণোপ-কথনের উপযুক্ত স্থান এটা নয়; পোরস্থানের দুঃসহ ঠাণ্ডা রাতাসে আমার অস্থি পর্য্যন্ত কল্পিত হইতেছে, দুর্জয় হাওয়ার শক্তি আমার হাড় হাড় বিদ্ধ হইতেছে। যে জগৎ আজ আমি এখানে আসিয়াছি, বাহা আমি বাহিতে চাহি, আনুন, সেই বস্তুটা এখন অন্বেষণ করা যাউক।” পাদরীকে এই কথা বলিয়া, কবরখনকের দিকে ফিরিয়া, তিনি বলিতে লাগিলেন, “মিষ্টার নর্থউইচ! তুমি আমার একটি উপকার কর;—আমার স্বামীর পিতার কফিনটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া আমাকে দেখাও। সেই কফিনের

প্রস্তর-ফলকে বৃষ্টির তারিখের স্থলে ১৭৪৫ অব্দ খোদিত আছে, যদি তুমি ১৭৪৩ অব্দ খোদিত কোন ফলক দেখিতে—”

একটা কফিনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নর্থ উইচ তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “এই যে!—যে কফিনের কথা আপনি বলিতেছেন, এই সেই কফিন।” বলিতে বলিতে একবার ধামিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ফলকটা নিরীক্ষণ করিয়া, নর্থ উইচ পরক্ষণেই বলিল, “তারিখ আছে ১৭৪৩।”

মার্শনেস্ বলিলেন “উত্তম। তাহা হইলেই হইবে। প্যাচ ঘুরাইয়া পাথর-খানা টানিয়া খুলিয়া লও,—যদি পার, আন্তে আন্তে সরাইয়া রাখে,—সাবধান, ক্ষু চারিটা রাখিয়া দিও।”—পাদুরী সাহেবের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, “মিষ্টার রবার্ট! ঐ প্রেটখানা আর ঐ কুণ্ডলি আপনি ভাল করিয়া দেখিয়া রাখুন; যেহেতু, আপনি আমার এতদহুমানের সাক্ষী, প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত স্থলে আপনাকে সাক্ষ্য দিতে হইবে।”

“তাহাই করিব” বলিয়া পাদুরী সাহেব সম্মতি জানাইলেন।

প্রস্তরফলকখানি খুলিয়া লইয়া কুণ্ডলির সহিত পাদুরী সাহেবের জিম্মায় রাখা হইল, কবরখনক ও তাহার সহকারীকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া মার্কুইস মহিলা সেই গোরস্থানে হইতে বাহির হইলেন; বাহির হইবার সময় নর্থ উইচকে বলিয়া গেলেন, “কবরস্থান বন্ধ করিবার পূর্বে আমার স্বামীর শবাধারটি উত্তমরূপে মেরামত করাইয়া লইও।”

পাদুরী সাহেবের সহিত মার্শনেস্ বেলেগুন গীর্জা-মন্দিরের আফিসঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, “মিষ্টার রবার্ট! ঐ প্রেটখানি আর কুণ্ডলি কাগজে পুলিন্দাবন্দী করাইয়া, তাহার উপর আপনার নিজ নামে শীল-মোহর অঙ্কিত করিয়া, যোগ্যস্থানে রাখিয়া দিবেন; কেন না, উপযুক্ত সময়ে উহা আপনাকে চিনিয়া লইতে হইবে।”

পাদুরী সাহেব কালবিলম্ব না করিয়া মার্শনেসের আদেশ পালন করিলেন। অন্তঃপর মার্শনেস্ তাঁহাকে কবরের রেজেষ্টারী বহি বাহির করিতে বলিলেন। আফিসসংলগ্ন একটা ক্ষুদ্র কামরার দ্বার খুলিয়া মিষ্টার রবার্ট একটা ‘লৌহসিন্দুক হইতে একখানা বৃহৎ রেজেষ্টারী বহি বাহির করিয়া আনিলেন; অতি সাবধানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রেজেষ্টারীগুলি পরীক্ষা করিতে করিতে গেডী বেলেগুন তাঁহার উদ্দিষ্ট স্থানটি দেখিতে পাইলেন; পাদুরীকে বলিলেন, “এই স্থানটার উপর আপনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।”

অল্পক্ষণ পরে গীর্জা হইতে বাহির হইয়া পূর্ব-কথিত সরাইখানায়
 পৌঁছিলেন, গাড়ী প্রস্তুত করিবার ভকুম দিলেন, গাড়ী আসিয়া উপস্থিত
 হইলে বিশ্বাসী সহচরী মারগারেটের সহিত তাহাতে আরোহণ করিয়া তিনি
 তথা হইতে বাত্মা করিলেন ।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ



মালডেন কেন্দ্র।

অপরান্ন পঞ্চম ঘটিকা। গ্রীষ্মকাল অতীত হইয়াছে, যে মাসের বাসন্তী সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, নানাবিধ বাসন্তী কুসুমের সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত।

একটা পাহাড়ের উপর গাড়ী উঠিল; পাহাড়ের শিখরদেশ সুন্দর সুন্দর বৃক্ষলতায় পরিশোভিত; শকট সেই শিখরদেশ হইতে পার্শ্বস্থ অপ্রশস্ত বস্ত্রে ক্ষতবেগে ছুটিতে লাগিল; দুই মাইল দূরে একটি নিভৃত স্থানে একখানি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কুটার, বেগগামী যাত্রী-শকট দেখিতে দেখিতে সেই কুটার ছাড়াইয়া গেল।

কুটারখানি দেখাইয়া মার্শনেস্ তাঁহার সহচরীকে বলিলেন, “ঐ সেই অটিনের কুটার, জানি না, রিচার্ড তাহাদের সহিত দেখা করিয়া কতদূর রূতকার্য্য হইয়াছে।”

শকটের গবাক্ষপথে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া মারগারেট বলিল, “বৃক্ষ চ্যাপম্যানের সহিত দেখা করিয়া আমি যতটুকু তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছি, বোধ করি রিচার্ড এখানে তদপেক্ষা অধিক তত্ত্ব জানিয়াছে; রিচার্ড হয় ত এখনও এইখানে আছে; কিন্তু সেই গাড়ীখানা কোথায়? বেলেগুন হোটেল হইতে যে গাড়ীখানা ভাড়া করিয়া রিচার্ড এখানে আসিয়াছিল, সে গাড়ীখানা ত নিকটে দেখিতে পাইতেছি না; কুটারের নিকটে ত গাড়ীখোড়া রাখিবার আভাবল নাই, তবে গাড়ীখানা সে কোথায় রাখিয়াছে?”

মার্শনেস্ বলিলেন, “তবেই বুঝা যাইতেছে যে, অটিন-দম্পতির সহিত দেখা করিয়া রিচার্ড সরাসর ডাকগাড়ীতে কলিংটনে চলিয়া গিয়াছে। আচ্ছা মারগারেট, চ্যাপম্যানের সহিত দেখা করিয়া, বিশেষ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব জানিতে না পারিয়া তোমার ত মন ধারাপ হয় নাই? ভয় কি?—চ্যাপম্যান ছাড়া আমাদের আরও বিস্তর সাক্ষী আছে।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষুণ্ণমনে ক্ষুণ্ণবরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, “নির্দিষ্টভাবে নিরূপণবে আমি এই জমিদারীর অধিকারিণী হইতে পারিব, একল আশা আছে, কিন্তু তাহাতে আমি বেশী

খুসী হইব না ; যে হেতু, যে লোকটিকে আমি সাজু রাগে, সোৎসাহে, সযত্নে, অকপটে প্রাণে প্রাণে ভালবাসি, সেই প্রেমপাত্রটি আমার হইবে না,— হইতে পারিবে না, সেই আক্ষেপটাই বড় ! না,—তাহা হইবে না .— তাহাকে আমার আয়ত্তাধীনে আনিবার জন্য আর কোন চেষ্টা করা বৃথা । তাহাকে—”

শুনিতে শুনিতে কথার উপর কথা কেলিয়া মারগারেট বলিল, “না না, সে বিষয়ে আমাদের এককালে হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।”

লেডী বেলেগুেন কোন উত্তর করিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্না হইলেন ।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে প্রামের বক্রপথ অতিক্রম করিয়া গাড়ীখানা একটা সুপ্রশস্ত বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল ।

অদূরে প্রায় শতহস্ত প্রশস্ত একটি স্বচ্ছসলিলা বেগবতী নদীর উপরে একটা নূতন সেতু নির্মিত হইতেছিল, গাড়ীর গবাক্ষছিদ্রে মুখ বাড়াইয়া, অতুলিনির্দেশে মারগারেটকে সেই স্থানটা দেখাইয়া মার্শনেস্ সহসা বলিয়া উঠিলেন, “ঐ দেখ ।”

মারগারেটের সর্ব্বশরীর শিহরিল ; কম্পিতস্বরে বলিল, “হী—ঐ জায়গাই বটে ! দশ বারো বৎসর হইল, আমি শেষবার এই অঞ্চলে আসিয়াছিলাম ; তখনকার অপেক্ষা এখন অনেকটা শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । এই চওড়া রাস্তা—ঐ সেতু—”

সতৃষ্ণ নয়নে সহচরীর বদন নিরীক্ষণ করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “ওঃ ! ঐ সেতু !”—সহচরীও তাঁহার মুখের দিকে বিষ্ময়হুচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ।

গাড়ীখানা সেই সেতু পশ্চাতে রাখিয়া দ্রুতবেগে বড় রাস্তা ধরিয়। অগ্রসর হইতে লাগিল ; সিকি মাইল দূরে একটা ক্ষুদ্র গোলাবাড়ী ; বসন্ত-কালের নব-পল্লবিত বৃক্ষরাজীর ভিতর দিয়া সেই গোলাবাড়ীর খেতবর্ণ প্রাচীর দৃষ্ট হইতে লাগিল । নবীন নবীন বৃক্ষপল্লবে সে সময়ে সে স্থানটার অতি চমৎকার শোভা ।

সখীকে সম্বোধন করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “ঐ দেখ মালডেন ক্ষেত্র । পূর্বে পূর্বে যখন যখন আমি বেলেগুেন জমিদারী দেখিতে আসিতাম,— অনেক দিনের কথা,—তখন যেমন যেমন দেখিতাম, এখনও তেমনি শোভা রহিয়াছে ; গবাক্ষের বাধাস্থ বাধায় সেই ত্রিকোণাকার কার্তাবরণ, সেই

কুড় কুড় নয়নরঞ্জন গবাক, সেই গাড়ীবারাণ্ডা, সেই সব সুবিচিত্র লতাবল্লী ; সমস্তই সেইরূপ ।”

সেই গোলাবাড়ী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে একখণ্ড উচ্চভূমির উপর সংস্থাপিত একটি মনোহর অট্টালিকা ; সেই দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া মারগারেট বলিল, “ঐ দেখ,—ঐ সেই বেলেগুন প্রাসাদ,—বারবিকসারের প্রাদেশিক আরাম-নিকেতনের মধ্যে ঐ অট্টালিকাটিই সৰ্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোরম । দেখ লরা ! এই সুদৃশ্য রমণীয় প্রশস্ত ক্ষেত্র সমস্তই তোমার ; নীচাশয় মণ্টগোমারী কখনই তোমার অধিকার হইতে এই বিপুল জমিদারি কাড়িয়া লইতে পারিবে না ;—পরমেশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হউন । এখন জিজ্ঞাসা করি, ভূমিক নিজ প্রাসাদে না যাইয়া এই মালডেন ক্ষেত্রেই অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর ?”

মার্শনেস্ বলিলেন, “হাঁ,—মালডেন ফার্মে থাকাই আমার ইচ্ছা । আমি এবার বেশী দিন বারবিকসারে থাকিতে পারিব না ; মোকদ্দমা নিষ্পত্তির দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, শীঘ্রই আমাকে লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে হইবে ; এ অবস্থায় যত অল্প সময়ে যত অল্প দূর ভ্রমণ করা হয়, সেই দিকে দৃষ্টি রাখা দরকার । প্রাসাদ অপেক্ষা এই স্থানটি দুই মাইল নিকটবর্তী, নতুন সেতুটিও এখান হইতে অদূরে ; মনে করিয়া দেখ, এইখানেই আমাদের অনেক কাজ ; বিশেষতঃ এইখানে লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারীর অন্বেষণ করিবার অবকাশ পাইতে—”

বাধা দিয়া মারগারেট বলিল, “লরা ! সে তথ্যটা জানিবার তোমার এমন কি বিশেষ প্রয়োজন ? রেমণ্ড মণ্টগোমারীর বাহা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে বাহা তুমি শুনিয়াছ, তাহা ভুল নহে ; তবে আর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন কি ?”

লেডী বলিলেন, “লর্ড রেমণ্ডের সংবাদ আমরা জানিতে পারিয়াছি, লোকে সেটা বুঝিতে না পারে, সেই জন্যই লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত মনে করিতেছি ।”

মারগারেট জিজ্ঞাসা করিল, “অন্য রাত্রে অথবা কল্য প্রাতঃকালে বাহা প্রকাশ পাইবে, তাহাতে কোন প্রকার বিপদ কিংবা দুর্ঘটনা বুঝাইবে, ইহাই কি তোমার মনের ভাব ?”

মার্শনেস্ বলিলেন, “ঠিক তাহাই আমার মনের ভাব । আমার

বিপক্ষপক্ষের সম্বন্ধে বাহা কিছু আমি জানিতে পারিয়াছি, এখনও বাহা কিছু আমি জানিতে পারিব, সকল লোকের কাছে তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়া যথার্থই আমার অভিপ্রায় নহে ; তবে যদি তাহার আামাকে বেশী পীড়া-পিড়ী করে, তখন আমি কি করিব বলিতে পারি না ।”

মারগারেট বলিল, “বুঝিয়াছি তোমার মনের কথা । বাহা তুমি ঠাওরাইয়াছ, এখন তাহা আমার যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইতেছে ।”

গাড়ীখানা একটা ফটকের সম্মুখে গিয়া পৌছিল । ফটকের ভিতরের রাস্তার উভয় পার্শ্বে সারি সারি সুপল্লবিত তরুলতা । একটা লোক আসিয়া ফটক খুলিয়া দিল ;—লোকটা বিলক্ষণ বলিষ্ঠ, যুগ্মধানা রৌদ্র-দগ্ধ ; যুগ্মে কিন্তু প্রকুল্লতা বিদ্যমান, বয়স আধাআধি । এই লোকটাই ক্ষেত্রপাল, তাহার নাম ত্রক ; মালডেন-গৃহেই বাস করে, পরিচয়ে মার্শনেস্ বেলেগুনের প্রজা ; বেলেগুনের বহু প্রজার মধ্যে সেই ব্যক্তি একজন । চ্যাম্পারি আদালতে মোকদ্দমা দায়ের হওয়া অবধি এই জমিদারী মার্শনেস্ বেলেগুনের দখলেই রহিয়াছে, প্রজারাও তাঁহার বাধ্য । ফটক খুলিতে আসিবার পূর্বে ক্ষেত্রপাল ত্রক তাহার স্ত্রীকে বলিয়া আসিয়াছিল, মার্শনেসের গাড়ী আসিতেছে, মার্শনেস্ এইখানেই আসিবেন, তাঁহার পরিচর্য্যার উপযুক্ত সমস্ত আয়োজন যেন ঠিক-ঠাক থাকে । ত্রকের স্ত্রী দেখিতে সুন্দরী, বয়স ৪৪ বৎসর ।

প্রাতঃকালে একখানা পত্র আসিয়াছিল, সেই পত্রপাঠে বিবি ত্রক জানিতে পারিয়াছিল, সন্ধ্যাকালে মার্শনেস্ ঐ বাড়ীতে আসিবেন, সম্ভবতঃ ঐখানেই নিশাযাপন করিবেন । বিবি ত্রক সেই পত্র পাইয়া মার্শনেসের অভ্যর্থনার জন্য যথোপযুক্ত জব্যাদির আয়োজনে সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিল ; তাহার একটি পুত্র ও একটি কন্যাও সেই সকল কার্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল । পুত্রের বয়স ২২।২৩ বৎসর, কন্যার বয়স ১৮।১৯ বৎসর, কর্তা গৃহিণী ও পুত্র-কন্যা সকলেই পরিভ্রমী, সকলেই নিউশান্ত, সকলেরই মন সরল, হিংস্রাশেষবর্জিত ; পরস্পর বিলক্ষণ সন্তোষ, অনেক ধনী লোকের পরিবার-মধ্যে সেরূপ সন্তোষ প্রায়ই বুট্ট হয় না, সংসারে সেরূপ শান্তি ও বিরাজ করে না ।

মার্শনেসের অভ্যর্থনার নিমিত্ত ক্রমকের গৃহে প্রচুর বায়ত্ৰব্য প্রস্তুত হইয়াছিল, মার্শনেস্ যদি না যান, তাহার মনে কষ্ট পাইবে, ইহা মনে চিন্তা

করিয়া তিনি কিছু কিছু গ্রহণ করিলেন, সেতুদর্শনে যাওয়া সে রাত্রে স্থগিত থাকিল ; আহা-রাস্তে তিনি মারগারেট ও কৃষক-পরিবারগণ পরিবৃত্তা হইয়া অনেককণ বসিয়া গল্প করিলেন ।

পত্নের বিরামকালে একটু অবসর পাইয়া গৃহস্থামী ক্রক বিশেষ শিষ্টাচার জানাইয়া মার্শনেসকে বলিল, “আমার এই ক্ষুদ্র কুটারে আপনার পদার্পণে আমি চরিতার্থ হইলাম । অদূরস্থ নিজপ্রাসাদে গমন না করিয়া এখানে আপনি রহিলেন, ইহাতে সেখানকার দাসদাসীরা বড় উদ্ভিগ্ন থাকিবে । যদিও এই বাড়ীখানি আমি ভাড়া লইয়া আছি, তথাপি এখানিও আপনার নিজের বাড়ী । লর্ড রেমণ্ড অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বাড়ীতে বাস করিয়া ছিলেন, কেবল যে প্রচুর টাকা খরচ করিয়াছেন, এমন নয়, আমাদের সঙ্গে বরাবর মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়াছেন ।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু থামিয়া, মিষ্টার ক্রক নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিয়া মার্শনেসের গৌরব বাড়াইয়া, আবার বলিল, “লর্ড রেমণ্ড আমাদের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিলেও আমি আপনার সাক্ষাতে অকপটে বলিতেছি, মন্টগোমারীরা পরাজিত হইবে, এমায়েরা হারিয়া যাইবে, আপনি এই প্রশস্ত জমিদারীর অধীশ্বরী হইয়া দীর্ঘকাল আমাদের জননীকৃপিনী ভূম্যধিকারিণী হইয়া থাকিবেন ।”

বিবি ক্রক বলিল, “তাহা হইলেই আমরা সুখে থাকিব, কিন্তু আমার মনে একটা ভয় আছে । লর্ড রেমণ্ডকে আমরা এই বাড়ীতে বাসা দিয়াছিলাম, সেজন্য ত আপনি আমাদের উপর রুষ্ট—”

শেষটুকু না শুনিয়াই হাসিয়া মার্শনেস বলিলেন, “যদি রুষ্ট হইতাম, তাহা হইলে কি আজ রাত্রে আমি এ বাড়ীতে আসিতাম ? বিশেষতঃ লর্ড রেমণ্ড যখন এই বাড়ীতে নির্জন বাস করিবার অভিপ্রায়ে তোমাদের কাছে আসিয়া ছিল, তোমরা তখন আমার অহমতি লইবার ক্ষমতা সরলভাবে আমাকে পত্র লিখিয়াছিলে ।”

মিষ্টার ক্রক বলিল, “সেই পত্রের উত্তরে আপনি লিখিয়াছিলেন, রেমণ্ড মন্টগোমারী আপনার পিতৃব্যপুত্র, তাঁহার সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন শঙ্কতা নাই, সুতরাং রেমণ্ড মন্টগোমারী এই বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকিলে তাহাতে আপনার কোন আপত্তিই থাকিবে না ।”

লেডী বেলেগেন বলিলেন, “আমার মনে হইতেছে তোমার পত্রের উত্তরে আমি আরও কিছু বেশী কথা লিখিয়াছিলাম । যদি আমার স্মৃতিভ্রংশ না

হইয়া থাকে, ঠিক ঠিক কথাগুলি যদি আমার স্বরণ থাকে, তবে বলিতে পারি, আমি লিখিয়াছিলাম, রেমণ্ড মর্টগোমারীর উপর আমার দয়া হইতেছে, তাহার বর্তমান দুঃখে আমি সমবেদনা অল্পভব করিতেছি। কুমারী ফারনাণ্ডা এমারকে রেমণ্ড ভালবাসিয়াছিল,—খুব ভালবাসিয়াছিল, ফারনাণ্ডা কিন্তু তাহার সহিত পদে পদে চাতুরী খেলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল; সেই সময় আবার অনবরত আর্থর ইটনকে ভালবাসার লোভ দেখাইয়া ফারনাণ্ডা তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল। রেমণ্ডকেও বঞ্চনা, ইটনকেও বঞ্চনা;—ইটনকেও বিবাহ করে নাই; বিবাহের বদলে তাঁহাকে প্রাণে মরিবার চেষ্টা করিয়াছিল;—সেই ফারনাণ্ডা এখন লেডী হোল্ডারনেস হইয়াছে। দারুণ মনোকষ্টে রেমণ্ড এখন নির্জন বাসের সন্ধান করিয়াছে। আহা! তাহার দুঃখে আমি বড় কাতর আছি।—সে পত্রে এই সকল কথা আমি লিখিয়াছিলাম। শোমাদের বাড়ীতে রেমণ্ডের বাসা লওয়া আমার অনভিপ্রেত কার্য্য হয় নাই।”

ব্রুক বলিল, “আপনার উদার্য্য এই প্রকারই বটে।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “লর্ড রেমণ্ডের স্বভাব খুব ভাল, বেশ অমায়িক, বেশ মিষ্টভাষী, গরীবের প্রতি তাহার খুব দয়া; সে এখন ঘরে আছে কি?”

প্রশ্ন শুনিয়া কৃষকদম্পতী চমকিয়া উঠিল। মার্শনেস্ ঐ প্রশ্নটি কিছু বৃদ্ধয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; লর্ড রেমণ্ড উপকর্ণন করিতে পারে ভদ্রীক্ৰমে সেইরূপ ভাব দেখাইয়াছিলেন। কৃষকদম্পতি সে ভাবটাও বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহাদের বিশ্বাস অসীম। বিশ্বাস্যবিষ্ট হইয়া মিষ্টার ব্রুক জিজ্ঞাসা করিলেন, “লর্ড রেমণ্ডের কি দশা হইয়াছে, তাহা কি আপনি প্রবণ করেন নাই?”

মনে যেন কতই আশঙ্কা, উষ্ম অন্তরে যেন কতই কোতূহল, এইরূপ ভাব জানাইয়া, সবিস্ময়ে মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন,—কোনরূপ শব্দকল ঘটিয়াছে কি?”

গভীরবদনে ব্রুক উত্তর করিল, “তিনমাস হইল লর্ড রেমণ্ড এ স্থান হইতে পলায়ন করিয়াছেন,—নিরুদ্দেশ! এত যত্ন করিয়াছিলাম, মন প্রবৃত্ত রাখিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছিলাম, পলায়নের সময় তিনি আমাদের একটা কথাও বলিয়া যান নাই। নিষ্ঠুর!”

কাতরতা জানাইয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “পলায়ন করিয়াছে!—রেমণ্ড

তোমাদিগকে কোন কথা না বলিয়াই পলাইয়া গিয়াছে ?—কি আশ্চর্য্য !
—রেমণ্ড এইরূপ কার্য্য করিয়াছে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য কথা ।”

বুঝাইবার উদ্দেশে মারগারেট বলিল, “অভাগা লর্ড রেমণ্ড বাহা করিয়াছেন, তাহারাজ্ঞ আর কেহ দায়ী হইবে না, ইহাই তিনি ভাবিয়াছিলেন, না হয় ত মনের ভিতর কি একটা খামখেয়ালী আসিয়া—”

ক্লেডপাল বলিল, “আমরা জীপুরুষে অনেকবার ঐরূপ অনুমান করিয়াছি, পরস্পর ঐরূপ কথাই বলাবলি করিয়াছি ;—অনুমান করিবার কারণ এই যে, অনুকূণ আমরা তাঁহাকে বিবর দেখিতাম, এক এক সময়ে তাঁহার বদনে বিকট হাস্য দেখা যাইত, এক এক সময়ে উদাসভাবে চারিদিকে চাহিয়া, নীরব হইয়া তিনি বসিয়া থাকিতেন, চিন্তের স্থিরতা ছিল না। আরও,—মাঝে মাঝে কতবার তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘যদি আমি তোমাদের বাড়ী হইতে হঠাৎ পলাই, তোমরা আশ্চর্য্য মনে করিও না ; লণ্ডনের উত্তরাংশের ভিতর দিয়া দূর-দূরান্তরে ভ্রমণ কর্তে যেতে আমার ইচ্ছা হয়। মনে করি, জলপথে স্থলপথে বেশীদূর বেড়ালে, নানা-স্থানে নানাশোভা দর্শন কোলে মনটা কতক ভাল থাকবে, তা না হোলেই আমি পাগল হয়ে যাব’—লর্ড রেমণ্ড এই সব কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যখন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইলেন, তখন আমাদের দুর্ভাবনা হইয়াছিল, আমরা বড়ই কাতর হইয়াছিলাম। এখনও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা এই টিকানায় তাঁহার নামে চিঠি পাঠান। আমরা—”

লেডী বেলেগেন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “কি প্রকারে কি হইয়াছে, লোকটা কোথায় গিয়াছে, তোমাদের কিরূপ অনুমান হয় ?—যদি কেহ তাহাকে খুন করিয়া থাকে, তাহা হইলে মৃত-দেহের কোন না কোন চিহ্ন পাওয়া যাইত ; হত্যাশে, মনের বিকারে, মনের দুঃখে যদি আত্মহত্যা করিয়া থাকে, তাহা হইলেও দেহ বাহির হইত ; সে রকম কিছুই নয়। আমি মনে করি, রেমণ্ড বাচিয়া আছে ;—পাগলের মত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।”

ক্রক বলিল, “কেহ তাঁহাকে খুন করে নাই, তিনি আত্মহত্যাও করেন নাই, পাগলের মত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিতেছেন, এক একবার আমাদের মনেও ঐ রকম বিশ্বাস আইসে ; একটা প্রমাণ এই যে, তাঁহার যে সকল টাকা ছিল, যে সকল দরকারী কাগজপত্র ছিল, পলায়নের দিন ভোরে

সেগুলি সব তিনি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন; রাজিকালে তিনি বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন, বিছানার ভাব দেখিয়া তাহা বেশ বুঝা গিয়াছিল;—শেষ রাতে উঠিয়া চুপি চুপি পলায়ন করিয়াছেন। শীতকালের রাজি;—অতি দীর্ঘ—কেব্রয়ারী মাসের শেষ—”

কথা শেষ হইবার পূর্বেই ক্রকের একটি পুত্র বলিয়া উঠিল, “২৬ শে কেব্রয়ারী।—দিনটা আমার বেশ স্মরণ আছে;—সেই দিন নূতন সেতুর উদ্বোধনে বিলম্বিত প্রস্তরখানা দড়ী চিড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল।”

বালকের স্মৃতির প্রশংসা করিয়া তাহার পিতা সঙ্কুচিত-বদনে মার্শনেসকে বলিল, “সেই পাথরখানা পড়িয়া যাওয়াতে অনেক লোকে অনেক প্রকার অলক্ষণ করনা করিয়াছিল, বেলেগেন-প্রাসাদের ভাঙারী সেই জন্ত নির্দিষ্ট দিবসে সেহুস্থাপনের উৎসব বন্ধ রাখিয়াছিল।”

বিরক্ত হইয়া মার্শনেস বলিলেন, “আমার আদেশ অমান্য করিয়া উৎসব বন্ধ রাখা ভাঙারীর পক্ষে অত্যন্ত অত্যাচার কাৰ্য্য হইয়াছে; তোমার একটি পুত্রকে এখনই বেলেগেন-প্রাসাদে পাঠাও, ভাঙারীকে সংবাদ দিতে বল; বলিয়া পাঠাও, আমি মালডেন কার্কে আছি, এইখানেই রাজিগাপন করা হইবে।”

ক্রকের পুত্র সেইখানেই উপস্থিত ছিল, হকুন ভনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিল, “ভাঙারীকে এখন কি ডেকে আনবো?”

মার্শনেস বলিলেন, “না,—এখন দরকার নাই। আমি সকাল সকাল শয়ন করিব। ভোরে উঠিতে হইবে, প্রাতেই আমার কার্য্য আছে, এখন তাহাকে ডাকিতে হইবে না। তুমি সেখানে গিয়া কেবল এই সংবাদ দিয়া আইস, ভাঙারী যেন কল্যাণে অতি প্রত্যাষে এখানে আসিয়া আমার সহিত দেখা করে।”

ক্রকপুত্র দৌত্যকার্য্য নির্বাহ করিতে চলিয়া গেল। তাহার পিতা সেই অবসরে মার্শনেসের দিকে চাহিয়া সমস্তই বলিল, “আপনাকে একটি কথা বলিতে আমার ভুল হইয়াছে;—লর্ড রেমণ্ড মর্টগোমারীর তত্ত্ব জানিবার জন্ত একজন উকীলের কেবাণী গত কল্যাণে আসিয়াছিল।”

মার্শনেস বলিলেন, “ওঃ! বুঝিয়াছি।—মিটার রিগডেনের ক্লার্ক।”

ক্রক বলিল, “হাঁ,—যে উকীল তাকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর ঐ নাম বটে। কেবাণীটা ডাকগাড়ীতে এসেছিল,—তারী গোলমাল লাগিয়েছিল—“বলিতে

বলিতে হস্ত করিয়া কুবক আরও বলিল, “আচম্কা হাজার হাজার কথা জিজ্ঞাসা কোরে কেরাণীটা আমার কণ্ঠকে প্রায় ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়েছিল ; শেষে যখন শুন্লে, আমাদের মুখে লর্ড রেমণ্ডের অশেষণের কোন ত্রুটি পেতে পারবে না, তখন তার মুখখানা তার তার হলো, বক্রস্বরে বলে উঠলো, ‘ভারী জটিল,—বড়ই সন্দেহের কথা’—আমার কণ্ঠ তখন তাকে তিরস্কার কোরে বোলেছিল, ‘যাও যাও, আপনার কাজে চোলে যাও ।’ সেই কথা শুনে কেরাণী একটু নরম হয়েছিল, আগেকার রক্তকথার জন্ত ক্ষমা চেয়েছিল ।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে কেরাণী কি তাহার পর সরাসর লগুনে ফিরিয়া গিয়াছিল ?”

পিতার উত্তর করিবার অগ্রেই বালিকা মিস্ ক্রক উত্তর করিল, “না মা, তখনি চোলে যায়নি । সে বোলেছিল, এই গ্রামের মধ্যে—বেলেগুন গ্রামের মধ্যে সব জায়গায় লর্ড রেমণ্ডের খোঁজ কোরবে, সকল লোককে জিজ্ঞাসা কোরবে, কিছুই বাকী রাখবে না, কিন্তু বেশী দিন এখানে থাকতে পারবে, সে কথাটা কিন্তু বোলতে পারে নি,—বোলেছিল, ৩০শে মে রাত্রি দুই প্রহর পর্যন্ত কোন সন্ধান না পোলে—”

মার্শনেস্ বলিলেন, “সে যে রকম ছলনা করে, তাহাতেই ঠকিয়া যায় । এই জমিদারীর উপর সত্য যদি রেমণ্ডের বিধিসিদ্ধ দাবী থাকে—” বলিতে বলিতে ধামিয়া তিনি হরিতম্বরে বলিলেন, “আজ ত ২২এ মে—আগামী কল্য ৩১এ—”

ক্রক বলিল, “সেই কেরাণীটা বড় বড় শক্ত শক্ত দিবা কোরে প্রতিজ্ঞা কোনেছে, ঐ সময়ের মধ্যে মরাই হোক কি জীবন্তই হোক রেমণ্ড মন্টগোমারীকে বাহির কোরবেই কোরবে ।”

মুহু হস্ত করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “লোকটা ভারী হুঁসিয়ার । যাহাই হউক, আমার ভাইটি বেঁচে আছে, সুখে আছে, কুশলে আছে, এ কথা শুনিলে আমিও সুখী হইব, তাহার গর্ভধারিণী জননীও আশাস প্রাপ্ত হইবেন, রেমণ্ডের ক্রাতা ইউজিন মন্টগোমারী ভারী জোরে আমারই বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইতেছে, জননী তাহার পক্ষে সহায় ; কিন্তু আমার বিশ্বাস—রেমণ্ড তাহাদের সহায় নয়, কেবল খেলার পুতুলমাত্র ।”

ক্রক বলিল, “লর্ড রেমণ্ড যত দিন এখানে ছিলেন, তত দিন আপনার

এতি সন্ধান জানিয়ে আগনার গৌরবের কথা বোলুতেন। আপনার সহিত মণ্টগোমারী-বংশের গৃহবিবাহে তিনি সর্বদা দুঃখ প্রকাশ কোতেন। আরও, তিনি বোলুতেন, বেলেগুনের মাকুইসের সহিত বিবাহের অগ্রে আপনিও একটি মণ্টগোমারী ছিলেন।”

শয়ন করিতে যাইবার অন্ত গাজোখান করিয়া লেডী বেলেগুন বলিলেন, “অভাগা লর্ড রেমণ্ড ! আমি আশা করি, তোমরা সর্বদা তাহার কুশলসংবাদ প্রাপ্ত হও।”

চতুঃচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

—:—

প্রস্তর উত্তোলন

পরদিন প্রভাতে সপ্তম ঘটিকার সময় মার্শনেস্ বেলগেন মালডেন ক্ষেত্রের শয়নাগার হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে নদীতীরভিমুখে চলিলেন। সঙ্গে রহিল প্রিয়সখী মারগারেট, বেলগেন-প্রাসাদের ভাণ্ডারী, তথাকার গৃহপালিকা এবং মালডেন কারমের কৃষক ক্রক, ক্রকের পত্নী ও তাহার কুমারী কস্তা। মার্শনেসের পরিধান শৌকসূচক কৃষ্ণবসন, সেই পোষাকে তাহার সৌন্দর্যের ছটা পরিবৰ্দ্ধিত হইয়াছে। পথে যাইতে যাইতে তিনি লহাস্যবদনে সকলের সহিত প্রিয়-সম্ভাষণ করিতেছেন। ক্ষেত্র হইতে নদী অধিক দূরবর্তী ছিল না, যেখানে নূতন সেতু নির্মিত হইতেছিল, সঙ্গিগণের সহিত লেডী বেলগেন সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন,—নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, প্রকাণ্ড পোস্তার উপরে বড় বড় আড়কাঠি কেলাস হইয়াছে, যে পাথরখানা দড়ী ছিঁড়িয়া জলে পড়িয়াছিল, সেই পাথরখানা আবার তুলিবার জন্য নূতন নূতন রশারশী সংরক্ষিত হইয়া আছে। প্রধান মিস্ত্রী খুব ভোরে উঠিয়া সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। প্রাসাদের ভাণ্ডারী বহু একটা স্বপ্ন আধারে নূতন ও পুরাতন মুদ্রা পূর্ণ করিয়া আনিয়াছে; প্রাসাদের প্রধান পরিচারিকা একটা মদের বোতল লইয়া আসিয়াছে, লেডী বেলগেন উক্ত পোস্তার মাথার উপর সেই বোতলটা তালিয়া দিবেন।

ইত্যগ্রে যাহাদের নাম করা হইয়াছে, তাহারা ভিন্ন অপর কোন দর্শক লোক সেখানে উপস্থিত হয় নাই, সেই দিন সেই সময় পতিত প্রস্তর পুনরুদ্ধারিত হইবে, অপর লোকেরা তাহা জানিত না; মার্শনেস্ আপন জমিদারীতে উপনীত হইয়াছেন, সে সংবাদও অল্প লোকে প্রাপ্ত হয় নাই; বিশেষতঃ মার্শনেস্ সেই দিন সেতুবন্ধন উপলক্ষে সেখানে কোনরূপ উৎসব করিবেন, পূর্বে সে সংবাদও প্রচার ছিল না, অতএব দর্শকসংখ্যা অতি অল্প।

অল্পচরম্বর্গের সহিত লেডী বেলগেন নদীতীরের কয়েক হস্ত দূরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় শকটচক্রের ঘর্ষণ শব্দ প্রতিগোচর হইল; অনতি-

বিলম্বেই বড় রাস্তার পার্শ্ববর্তী গলীর ভিতর হইতে একখানা ডাকগাড়ী দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া আসিল।

যে গলী হইতে গাড়ীখানা বাহির হইয়া আসিল, সেই গলীটার দুই দিকে দুইটা বস্তু চলিয়া গিয়াছে, একটা বস্তু বাসিংহাম ও লগুনের দিকে, আর একটা শাখাবস্তু সেই রমণীয় বেলেগুন গ্রামের দিকে। যে গাড়ীখানা আসিল, সেখানি বাসিংহামের দিক্ হইতে অথবা বেলেগুন গ্রামের দিক্ হইতে আসিতেছে, তাহা ঠিক নিরূপিত হইল না। বেলেগুন গ্রামের মধ্যে পুরাতন গীর্জা-প্রাঙ্গণে ব্রিটনের প্রভূত ক্ষমতাশালী সুপ্রসিদ্ধ বড়লোকদিগের অস্তিম কবরস্থান বিরাজিত আছে।

ডাকগাড়ী থামিল,—শকটের দ্বার উন্মোচিত হইলে তন্মধ্য হইতে একটি অর্দ্ধবয়সী লোক বাহির হইলেন; লোকটি ধলাকার, কিছু কাহিল; কে তিনি, দেখিবামাত্র পূর্বোক্ত কৃষক-পরিবারেরা তাঁহাকে চিনিল।

ক্ষেত্রপাল ক্রক তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, “ঐ সেই উকীল রিগ্‌ডেনের কেরানী।” লোকটি দ্রুতপদে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

“না জানি, আজ প্রাতঃকালে কিরূপ ঘটনাই হইবে,” স্বগতবাক্যে মৃদুস্বরে এইরূপ উক্তি করিয়া, উকীলের ক্লার্ক ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হইলেন, সন্ধ্যার যুগ্মপানে এক একবার চাহিলেন, মার্শনেসের দিকে তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল, একটু চমকিত হইয়া তিনি মনে মনে ভাবিয়া লইলেন, ইনিই হয় ত মার্শনেস্ বেলেগুন,—ভাবিয়াই কৃতনিশ্চয় হইয়া, টুপী খুলিয়া সেলাম করিয়া, বিনম্রস্বরে তিনি বলিলেন, “ভাগ্যক্রমে আমি কি আজ মহিমাযুক্ত লেডী বেলেগুনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি?”

গম্ভীরবদনে একটি অঙ্গুলি তুলিয়া নীরবে লেডী বেলেগুন এই কেরানী-টিকে প্রত্যাভিবাদন করিলেন; লোকটির আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা আসিল না। ফল কথা, রিগ্‌ডেন সাহেবের সঙ্গে বাহাদুরের সংস্রব, সরলভাবে তাহাদের সহিত বাক্যালাপ করিতে তিনি একান্ত অনিচ্ছুক।

মার্শনেসের বদনে বিরূপভাব-দর্শনেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া, কেরানী বলিতে লাগিলেন, “আপনার পিতৃব্যকুমার লর্ড রেমণ্ডের অধেষণে আমি বহুস্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কুত্রাপি কোন সন্ধান পাই নাই; গতরাতে আমি এই বেলেগুন গ্রামে—”

সেই শান্তিময় ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইয়া মার্শনেস্ যে যে কথা করিয়াছেন, কেরাণী কোন স্ত্রে তাহার কোন সংবাদ পাইয়াছে কি না, তাহাই জানিবার অভিপ্রায়ে মার্শনেস্ সহসা বৃহস্পরে বলিলেন, “আমিও কল্য বৈকালে এই গ্রামে আসিয়াছি।”

সংক্ষিপ্তবাক্যে কেরাণী বলিল, “হাঁ, তাহা আমি শুনিয়াছি, এই গ্রামেই আমি নিশাযাপন করিয়াছি, লগুনে ফিরিয়া যাইব মনে করিয়াই এই পথ দিয়া—”

ক্ষেত্রপাল ক্রক বলিল, “নিশ্চয়ই আপনি পথ ভুলে এসেছেন, গ্রাম থেকে বেরিয়ে সরাসর সদর-রাস্তা ধরে না গিয়ে ঐ গলীর ভিতর আসবার কোন দরকারই—”

বাধা দিয়া কেরাণী বলিলেন, “তাহা আমি জানি, কিন্তু গত পরশ আমি আসিয়াছিলাম, কোন তথ্য পাই নাই; আমি আসিবার পর লর্ড রেমণ্ডের কোন সন্ধান যদি পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা জানিবার জন্যই মালডেন ফার্মটা ঘুরিয়া দেখিয়া যাইবার নিমিত্ত এই দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। সেই অভিপ্রায়েই ভোরে পাঁচটার সময় উঠিয়া বাহির হইয়াছিলাম। কারণ, আজ হইতেছে ৩০ এ মে, আজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে দায়েরী মোকদ্দমা সম্বন্ধে লর্ড রেমণ্ডের কোন একটি বিশেষ কথা সম্পন্ন করিবার কথা আছে, সেই কথা স্মরণ করিয়া যদি তিনি ঠিক পূর্বকণ্ঠে ফিরিয়া আসিয়া থাকেন, আমার মনে সেই ভাবের উদয় হইয়াছিল। আমি—”

বাধা দিয়া ক্রক বলিল, “আমি আপনাকে সত্য বলছি, কাহারও মুখে তাঁর কোন সংবাদ আমি শুনতে পাই নাই; আমি ভেবেছিলাম, আপনি প্রতিজ্ঞা পালন কোরবেন;—আপনি প্রতিজ্ঞা কোরেছেন, মরাই হোক অথবা জীবন্তই হোক, খুঁজে খুঁজে তাঁকে আপনি বাহির কোরবেনই কোরবেন।”

কেরাণী বলিলেন, “তোমরা সকলে এখানে রহিয়াছ, মানবতী লেডী বেলেগ্গেন এখানে উপস্থিত আছেন, সর্বসমক্ষে প্রকৃত আত্মবিশ্বাসে আমি বলিতেছি, যদি কখন লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারী বাহির হন, জীবন্ত সুশরীরে বাহির হইবেন না, নিশ্চয়ই তাঁহার মৃতদেহ বাহির হইবে।”

ক্রকের স্ত্রীকণ্ঠা মনোবেদনায় বিহ্বলা হইয়া সভয়-কাতরকণ্ঠে অকুট চীৎকারধ্বনি করিয়া উঠিল, কেরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া কল্পিতস্বরে ক্রক

জিজ্ঞাসা করিল, “কি লক্ষণ বুঝিয়া আপনি ঐরূপ অমূল্য অমূল্য-
মান করিতেছেন ?”

ক্লার্ক উত্তর করিলেন, “ভিতরে কোন প্রকার কুচক্রের ক্রিয়া না হইলে
মামুষ কদাচ হঠাৎ এরূপে নিরুদ্দেশ হয় না। যাহা হউক, জিজ্ঞাসা করি,
তোমরা সকলে এত প্রত্যাষে এখানে আসিয়া একত্র হইয়াছ কেন ? এই
সেতুর নিকটে আজ কি কাণ্ড হইতেছে ?”

ক্লার্ক উত্তর করিল, “মহিমময়ী মার্শনেস্ আজ এই সেতুর পোস্তার উপর
সুদাধার সংস্থাপন করিবেন, আর রাজমিস্ত্রীরা ঐ প্রকাণ্ড পাথরখানা পুন-
রুত্তোলন করিবে।”

কেরাণী বলিলেন, “মার্শনেস্ যদি অমুমতি করেন, তাহা হইলে আমি
এই উৎসব দেখিবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ এইখানে থাকিতে ইচ্ছা করি।”

“আমার কোন আপত্তি নাই।”—এই কথা বলিয়াই মিস্ত্রীরা যেখানে
পাথরখানা তুলিবার আয়োজন করিতেছিল, মার্শনেস্ বেলেগুন জুতপদে
সেই দিকে অগ্রসর হইলেন।

ভাঙারী, গৃহপালিকা, মারগারেট, ক্লার্ক ও তাহার স্ত্রীকণ্ঠা তাহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ গিয়া কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।

উকীলের ক্লার্ক সম্মুখীন হইয়া প্রস্তরোত্তোলনের অমুষ্ঠান একদৃষ্টে চাহিয়া
চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। জন্মাবধি চিরদিন তিনি নগরবাসী, জীবনের
অধিকাংশ সময় ডেকের পশ্চাতে বসিয়া তিনি বিরলে অতিবাহিত করিয়া-
ছেন; পিঙ্গর ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিলে বিহ্বল ভেমন কোতুকী হয়, নগর
হইতে বাহির হইয়া নূতন পল্লীশোভা-সন্দর্শনে এই কেরাণীটি সেইরূপ
কোতুকী হইয়াছেন; যাহা যাহা তিনি দর্শন করিতেছেন, তাহাই তাহার
চক্ষে কোতুকাবহ, মনোহর ও অভিনব বোধ হইতেছে। কোতুকপ্রিয়
কোতুলহাক্কাস পাঠশালার ছাত্রের জায় তিনি সেই আরম্ভ ক্রিয়া দর্শন
করিতেছিলেন, প্রস্তর বধন পোস্তার উপর হইতে কয়েক অঙ্গুলিমাাত্র
উর্দ্ধে উত্তীর্ণ হইল, সেই সময় তিনি সতৃষ্ণমনে মিস্ত্রীগণকে ও গাথুনির উপ-
স্থিত পদার্থগুলিকে নির্নিমেমে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেত্রপাল ক্লার্কের একটি পুত্র সেইখানে মিস্ত্রীদের সঙ্গে কাৰ্য্য করিতে-
ছিল, সেই পুত্রটিও একজন ভাঙার মিস্ত্রী; প্রাসাদের ভাঙারীকে লক্ষ্য
করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, “পাথরখানা আমার কত উর্দ্ধে তুলিব ?”

ভাণ্ডারী উত্তর করিল, “দুই ফুট—তদপেক্ষা আরও কিছু উচ্চ হইলেই চলিবে। কেন না, মূর্ত্তাধারটি অধিক উচ্চ।”

সকলেই নিস্তব্ধ—চক্রবর্ত্তের ঘূর্ণনশব্দ আর রশ্মিরশ্মির ঘর্ষণশব্দ ভিন্ন অন্য কোন শব্দ প্রতিগোচর হইল না। দশ মিনিটের মধ্যে পাথরখানা দুই ফুটের কিছু অধিক উচ্চে উত্তীর্ণ হইল; ভাণ্ডারী তখন মিস্ত্রীগণকে বলিল, “বাস, আর টানিও না।”

কি একটা দুর্গন্ধে নাসিকা সঙ্কুচিত করিয়া, পোস্তার নিকট হইতে কয়েক পদ পশ্চাতে সরিয়া আসিয়া, উকীলের ক্লার্ক সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “ঐ পচা গন্ধটা কিসের?”

একজন মিস্ত্রী বলিল, “তাই ত! গন্ধটা আমিও পাচ্ছি।”

ভাণ্ডারী বলিল, “পোস্তার ভিতর হয় ত দুর্গন্ধময় পচাজল প্রবেশ করিয়াছে। তাহা যদি হয়, তবে ত সেতুর বনিয়াদটা ঠিক হয় নাই; ভাল করিয়া দেখ, মার্শনেস্ স্বকাৰ্য্য আরম্ভ করিবার শূৰ্কে স্থানটা উত্তমরূপে পরীক্ষা কর।”

“আচ্ছা, আমি ভাল কোরে দেখছি।”—এই কথা বলিয়া যুবা ক্রম দৌহুলায়ান পাথরখানার নীচে হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া পোস্তার তলভাগটার ভিতর মাথা গলাইয়া দেখিতে লাগিল।

মিস্ত্রীদলের ওভারসিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি দেখিতে পাইতেছ?”

মিস্ত্রী উত্তর করিল, “ভারী দুর্গন্ধ, পচা গন্ধটা আমি পাচ্ছি, কিন্তু স্থানটা পরিষ্কার নয়—অন্ধকার,—কিছুই দেখিতে পাচ্ছি না,—হাঁ,—কি একটা পদার্থ—এক সঙ্গে জড়ান আছে—কি ওটা—হাঁ,—এটা—এটা—হাঁ—একটা মাছবের মতদেহ!”

যাহারা যাহারা সেইখানে উপস্থিত ছিল, মিস্ত্রীর ঐরূপ সাতক বিশ্ময়োক্তি-শ্রবণে তাহাদের সকলেরই হৃদয় কাঁপিল, মাথা ঘুরিয়া গেল, সকলেই মহা বিস্ময়ভরে বিম্বস্তিত।

সম্মুখদিকে লক্ষপ্রদান করিয়া, অগ্রসর হইয়া ভাণ্ডারী সবিষয়ে বলিয়া উঠিল, “মৃতদেহ?”

উকীলের কেরাণী বলিলেন, “গন্ধটা সেই রকমেরই বটে!”

চকিতনেত্রে মারগারেটের মুখপানে চাহিয়া সবিষয়ে মার্শনেস্ বলিয়া উঠিলেন, “ও পরমেশ্বর!—ইহা কি সম্ভব?”

গর্জন করিয়া ওভারসিয়ার বলিলেন, “রও,—রও,—হাঁ করিয়া ওখানে

দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না,—পাথরখানা আর একটু উঁচু করিয়া ধর, একজনকে একগাছা দড়ী আর একটা কাটা যোগাড় করিতে বল।”

পাথরবাধা দড়ীতে আবার টান পড়িল, পাথরখানা আবার উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; যুবা ক্রক ইত্যবসরে একগাছা দল্লী মূখে একটা ছক বাঁধিয়া পোস্তার নীচে জলে নামাইয়া দিল। দর্শক লোকেরা দারুণ সংশয়ে, গলা বাড়াইয়া, হাঁ করিয়া, অনিমেমনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল; যখন তাহারা দেখিল, যুবা ক্রক জলের ভিতর হইতে একটা ভারী পদার্থ টানিয়া তুলিতেছে, তখন আবার তাহাদের কণ্ঠ হইতে আতঙ্কমুখক অশ্রুটধ্বনি বিনির্গত হইল।

বথার্থই মৃতদেহ! কাটা-দড়ী-গুহ্ন সেই দেহটা পোস্তার মুখের কাছে টানিয়া তোলা হইল। ক্ষেত্রপাল ক্রকের পুত্র তখন করুণকণ্ঠে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, “হা পরমেশ্বর! এ যে দেখি, লর্ড রেমণ্ডের মৃতদেহ!” তৎকালে উপস্থিত দর্শক জনগণের মহাতঙ্ক ও মহাবিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রহিল না।

সহচরী মারগারেটের সহিত সঙ্কেতে মুখ-চাহাচাহি করিয়া, মিস্ত্রীর কথা সত্য কি না, স্বচক্ষে দেহ দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত মার্শনেস্ বেলেকেন অতি দ্রুত সেই দিকে ধাবিত হইলেন।

বিবি ক্রক ও কুমারী ক্রক তৎকালে নিদারুণ আতঙ্কে এতদূর অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল যে, তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সে স্থান হইতে সরাইয়া লইয়া যাইতে হইল।

উকীলের ক্লার্ক তারত্বরে বলিয়া উঠিলেন, “এই দেখ, আমি যে বলিয়া-ছিলাম, জীবন্ত অথবা মরা রেমণ্ডকে না দেখিয়া এ স্থান আমি পরিত্যাগ করিব না, সেই কথাই এখন ঠিক হইল।”

পোস্তার নীচে হইতে দেহটা টানিয়া তীরভূমির উপর স্থাপন করা হইল। অঙ্গের অনেক স্থান পচিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই দেহই যে লর্ড রেমণ্ডের, তাহা তিনিয়া লইবার কোন ব্যাধাত হইল না।

দেহ চিনিবার জন্ত আর কোন সাক্ষ্য-সাব্য প্রয়োজন হইল না। অর-শেষে তাহার পকেট অন্বেষণ করা হইল। যগিব্যাগে টাকাস্তলি পরিপূর্ণ, পায়জামার পকেটে খড়ীটিও ঠিক আছে, অঙ্গুলীতে একটি বহুমূল্য হীরকাসুরী, তাহাও ঠিক আছে, কিন্তু তাহার দলীলপত্র ও চিঠিপত্র?—নিশ্চয়ই সেগুলি

তাহার পকেট-বাহির মধ্যে ছিল, তাহাও পাওয়া গেল ; কিন্তু জলে ভিজিয়া কাগজগুলো এত পচিয়া গিয়াছিল যে, একটিও অক্ষর পড়া গেল না, স্পর্শ করিবামাত্র গলিয়া গলিয়া গেল ।

ঐ সকল প্রমাণ পাইয়া সকলেই স্থির করিলেন, যদি কেহ তাঁহাকে খুন করিয়া থাকে, খুনলোভে খুন করে নাই, দলীলপত্রের জন্তও খুন করে নাই ।

এখন তর্ক উঠিল,—হত্যা কি আত্মহত্যা ?—যদি হত্যা হয়, হত্যা-কারী কে ?

অপ্রত্যাশিতরূপে এই বীভৎস দৃশ্য দর্শন করিয়াও মিষ্টার প্রিগ্‌ডেনের হেডক্লার্ক রসিকতা-বিচ্যুত হন নাই ; তর্ক শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, “খুন ভিন্ন আর কিছুই সাব্যস্ত হয় না । ঐ দেখ না,—মুখখানা ইহা হইয়া রহিয়াছে, উভয় দন্তপংক্তির ভিতর দিয়া নিশ্চয়ই কেহ মুখের ভিতর কোন পদার্থ প্রবেশ করাইয়াছিল ; অত্মহত্যা আইসে, খানিকটা স্পঞ্জ ছেঁড়া—”

প্রতিধ্বনি করিয়া ওভারসিয়ার বলিলেন, “তাহাই ঠিক ।—অভাগা বুঝা-পুরুষটিকে কোন্ ব্যক্তি হুরভিসন্ধিবশে খুন করিয়াছে ।”

কেত্রপালের পুত্র ভাস্কর মিস্ত্রী বুঝা ক্রক বলিয়া উঠিল, “লর্ড যেমণ্ড যে দিন হঠাৎ অদৃশ্য হন, ঠিক সেই দিনেই নব-সেতুর এই পাথরখানা দড়ী ছিঁড়িয়া পড়িয়া গিয়াছিল ।”

ওভারসিয়ার বলিলেন, “ঠিক বলিয়াছ ছোকরা,—সেই সময় বাহারী এইখানে উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, সে যখন ঐ পাহাড়ের নিকট দিয়া কাজ করিতে আইসে, তখন ঐ গলীর ভিতর হইতে ডাকগাড়ীর ভায়া দ্রুতগতিতে একখানা গাড়ী ছুটিয়া আসিয়াছিল । আমরা কিন্তু সে সময় সে কথাটার উপর বিশেষ মনোযোগ—”

চঞ্চলস্বরে মার্শবেস্ বলিলেন, “তখন আপনারা মনোযোগ দেন নাই, কিন্তু এখন সেই সকল কথা ঠিক ঠিক মিলিতেছে, গুরুতর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতেছে । আমার নিজের বিশ্বাসে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এতৎপ্রদর্শনের কেহই সেই ভীষণ পাপকার্য্য করে নাই, পার্শ্ববর্তী গ্রাম সমূহের কোন ব্যক্তিকেও এ বিষয়ে সন্দেহ করা যাইতে পারে না, না,—তাহারা কেহই নহে ;—সেই শোকাবহ ঘটনার দিন ঐ গলীর ভিতর হইতে যে গাড়ীখানা ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল, তাহাই এই ব্যাপার-প্রমাণের প্রধান সূত্র,—এই নিগূঢ় রহস্যভেদের আসল চাবী । পরমেশ্বরের বিচারে কিছুই

গোপন থাকিবে না ;—শীঘ্রই হউক অথবা কিছু দিলবেই হউক, আসল অপরাধী অবশ্যই পরা পড়িবে।”

উকীলের কেরানীর মনে একটা সংশয় আসিয়াছিল ; যদিও সে সংশয়টা অপর—অনিশ্চিত, তথাপি সেই সংশয়ের উপর জোর রাখিয়াই সেই বিষয়ী লোকটি বলিলেন, “পূর্বাগত প্রমাণগুলি যদি দস্তুরমত আলোচনা করা হয়, তাহা হইলে প্রকৃত কিনারা হইবেই হইবে। যে সকল নির্দোষ সজ্জন লোক এখানে উপস্থিত আছে, তাহাদের উপর কোনরূপ সন্দেহ আসিতেই পারে না। আপনি যাহা বলিয়াছেন, আমার বিশ্বাসেও তাহাই আসিতেছে ;—সেই গাড়ীখানাই একটা মাতব্বর প্রমাণ।”

পূর্বের তাচ্ছিল্যভাব পরিত্যাগ পূর্বক উৎসাহবর্দ্ধক কোমলকণ্ঠে মার্শনেস বলিলেন, “তুমি যে আমার বিশ্বাসের অল্পকূলে প্রতিধ্বনি করিয়া সায় দিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার উপর পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আইনজ্ঞ লোক, এই বিচ্ছিন্ন গুরুতর ব্যাপারে তোমার বহুদর্শিতা নিশ্চয়ই বহু সাহায্য করিবে ; তুমি যে সম্বিবেচনা পূর্বক নিরপেক্ষভাবে আপন অভিপ্রায় পরি-বাক্ত করিয়াছ, তাহাতে এখানকার উপস্থিত লোকেরা অবশ্যই তোমাকে ষষ্ঠবাদ প্রদান করিবে। এই তরফর পাপকার্যের অহুষ্ঠানে বাহাদের কোন প্রকার স্বার্থ অথবা অভিসন্ধি নাই, অকারণে তাহাদের উপর সন্দেহ করা নিতান্ত নিষ্টেরতা,—নিতান্ত অবিবেচনার কার্য।”

ভাণ্ডারী বলিল, “অবশ্যই এ বিষয়ে করোনাদের তদন্ত হইবে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকৃত পক্ষে আইনানুসারে দস্তুরমত অনুসন্ধান হইবে, তৎপূর্বে কোন প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করা হুগিত রাখাই উচিত।”

মার্শনেস বলিলেন, “ঠিক কথা। মৃতদেহটি আমার প্রাসাদে লইয়া যাও, করোনাদের কাছে সংবাদ পাঠাও। শীঘ্রই আমাকে লণ্ডনে যাইতে হইতেছে, এখানে আমি বিলম্ব করিতে পারিব না ; তদন্তের সময় আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন যদি হয়, আমার ভাণ্ডারী আমাকে পত্র লিখিবে, আবশ্যক হইলে অবশ্যই আমি আবার এইখানে আসিব।”

উকীলের কেরানীও বলিলেন, “আমাকেও অবিলম্বে লণ্ডনে যাইতে হইবে।” এই বলিয়া সসম্মানে মার্শনেসকে অভিবাদন করিয়া তিনি ক্রতগতি স্ত্রাকগাড়ীতে গিয়া আরোহণ করিলেন, গাড়ী গড় গড় শব্দে চলিয়া গেল।

একখানা চাদর ঢাকা দিয়া লর্ড রেখও মণ্টগোমারীর মৃতদেহটি মালডেন

ফার্ম হইতে বেলেগেন প্রাসাদে নীত হইল । এই শোকাবহ দৃষ্টিনা হওয়াতে নবসেতুর উৎসব-ক্রিয়া বন্ধ হইয়া রহিল ; পূর্বদিন যে বাড়ীতে নিশাযাপন করিয়াছিলেন, মার্শনেস্ সেই বাড়ীতে চলিয়া গেলেন ।

বাড়ীতে পৌছিয়া বিবাদ-বহুণায় বিবলবদনে মার্শনেসের নিকটবর্তী হইয়া ক্লেত্রপাল ক্রক নিবেদন করিতেছিল, “বোধ করি, আপনি নিশ্চিতরূপে—”

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই নিশ্চয়ত-জ্ঞাপক প্রশান্তস্বরে মার্শনেস্ বলিলেন, “হাঁ, তোমরা নির্দোষ, এ অপরাধ তোমরা কর নাই, ইহা আমি বেশ বুঝিয়াছি ।”—এইটুকু বলিয়া অধিকতর ক্রববিধ্বাসে তিনি পুনরায় বলিলেন, “হাঁ, ইহা নিশ্চয়, তোমরা ভদ্রলোক,—আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি,—ধর্মপ্রমাণে বুঝিয়াছি,—তোমরা নির্দোষ । ভয় পাইও না, তোমার জ্বী-পুত্র-কন্যাগণকেও কাতর হইতে বারণ করিও । আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিব ।”

এক জাহুর উপর ভর দিয়া বলিয়া, বৃদ্ধ ক্রক মার্শনেসের করপল্লব ধারণ পূর্বক সমাদরে করচূষন করিয়া ভক্তিভরে বলিল, “জগদীশ্বর আপনার মঙ্গল করুন ।”—অনন্তর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বৃদ্ধ ক্রক পার্শ্বগৃহে প্রবেশ পূর্বক জ্বীপুত্র-গণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল ; মার্শনেসের মুখে যে প্রকার আশ্বাসবাক্য শুনিয়া আসিল, একে একে তাহা শুনাইয়া তাহাদের উদ্বিগ্ন চিত্তকে সম্ভবমত শান্ত করিল ।

শয়নকক্ষে নির্জনে বসিয়া মার্শনেস্ বেলেগেন আপন সহচরীকে বলিলেন, “মারগারেট ! লিথিবার সরঞ্জাম দাও, রিচার্ডকে পত্র লিখিব । নিঃসন্দেহই সে আজ দিনমানের মধ্যে এখানে আসিয়া পৌছিব ; অবশ্যই ডাকগাড়ীতে আসিবে ; কেন না, পূর্বেই তাহাকে আমি বলিয়া রাখিয়াছি, লণ্ডনে কল্যা আমাদের বিশেষ বিশেষ কাজ ।”

চিন্তিত অন্তরে চিন্তাকুলস্বরে মারগারেট জিজ্ঞাসা করিল, “এখানকার এই গরীব লোকগুলির কি হবে লরা ?”

প্রত্যেক বাক্যের উপর জোর দিয়া দিয়া লেডী উত্তর করিলেন, “কেহই ইহাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারিবে না । যদি কেহ কোন প্রকার সন্দেহ করে, যদি ইহারা কোন প্রকার সঙ্কটে পড়ে, তাহা হইলে মালডেন সেতুর শোচনীয় ব্যাপার প্রকাশ করিয়া দেওয়া যাইবে । সমস্ত সত্যকথা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে, তাহার পর বাহা ঘটিল, তাহা—”

উত্তর শুনিয়া সানন্দে মারগারেট বলিল, “লরা, তোমার সকল শুনে আমি

বড় খুসী হোলেন। এখন চিঠি লেখো।—যোগাযোগ সব ঠিক হইয়াছে, ওদিকে আমাদের গাড়ীও প্রস্তুত।”

চিঠি লেখা হইল। ক্রকের হস্তে সেই চিঠিখানি দিয়া মার্শনেস্ বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন, ‘রিচার্ড এখানে উপস্থিত হইবামাত্র যেন এই চিঠি তাহার হস্তে দেওয়া হয়।’ অতঃপর সেই কুবক-পরিবারকে পুনর্বার অভ্যর্থনা করিয়া, মারগারেটকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ত্বরান্বিতা হইয়া লেডী বেগেণ্ডেন যাত্রিশকটে আরোহণ করিলেন।



লগুন-রহস্য

বা

(বড়দলের গুপ্তলীলা)

পঞ্চদশারিংশ পরিচ্ছেদ

—**—

পুরাতন বন্ধু-সাক্ষাৎ।



যে দিন মালডেন ক্ষেত্রের সেই শোচনীয় ঘটনা, সেই দিন বেলা দ্বি-প্রহরের সময় লগুন সহরে একটা নতুন ঘটনা হইয়াছিল। মিষ্টার টিম্‌ মিংগেলস্‌ অধ্যায়ে এজওয়ার রোডের ভিতর দিয়া বাইতেছিলেন, হঠাৎ এক রমণীমূর্তি তাঁহার নয়নগোচর হয়। রমণী শোকবস্ত্র পরিহিতা, বদনে স্থূল ক্লম্ববসনের অবগুষ্ঠন। মুখ দেখা বাইতেছিল না, কিন্তু গঠন ও গতিভঙ্গী দেখিয়া মিংগেলস্‌ তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। সেই রমণীর সহিত একটিবার সাক্ষাৎ করিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অনেক দিবসাবধি ছন্দে তিনি সেই ইচ্ছা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন।

ক্রমশঃ গতিতে অবস্থান করিয়া, রমণীর নিকটে গিয়া, মিষ্টার মিংগেলস্‌ বৃদ্ধ-বরে ডাকিলেন, “কুমারী কষ্টার!”

বৃদ্ধ কুমারী, মুখের একটু অবগুষ্ঠন সরাইয়া চাহিয়া দেখিয়াই কুমারী বিশ্বাসলব্ধে অশ্রুচঞ্চল করিল, ছুটিয়া নিকটে গিয়া অধ্যায়ে তাঁহার হস্তধারণ পূর্বক সম্মুখেরে বায়ু দ্বারা বর্জন করিল,—পূর্বের কৃতজ্ঞতা স্মরণ করিয়া সানন্দে অশ্রুধারা বহিল। “দয়্য পরমেশ্বর! জা! আপনি ভাল আছেন, খালাস পাইয়াছেন, পরম সুখের বিষয়।”

পিতৃমাতৃহীনা কুমারীর প্রতি মিগেলসের যথেষ্ট স্নেহ, যথেষ্টে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমারী কষ্টার! তুমি ত সুখে আছ?”

কুমারী উত্তর করিল, “হাঁ, আপাততঃ আমি সুখে আছি। একটি দয়াময়ী ধনবতী মহিলা দয়া করিয়া আমাকে আশ্রয় দিয়াছেন, তাঁহার আশ্রয়েই আমি বাস করি; অতি নিকটেই সেই আশ্রয়; আপনার তুল্য অকপট নিঃস্বার্থ মিত্রকে যদি আমি তাঁহার প্রাসাদে লইয়া বাই, তাহা হইলে তিনি আমাকে ভিরঙ্কার করিবেন না; আমি ইচ্ছা করি, কিয়ৎকালের জন্য আপনি সেই রমণীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করেন।”

মিগেলস বলিলেন, “পরমানন্দে আমি তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম। অধিকন্তু, কি স্ত্রে কি প্রকারে তোমার অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে, কি স্ত্রে কি প্রকারে তুমি এখন সুখী হইয়াছ, তোমার সুখে তাহা শুনিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা।”

উভয়ের বেলেগুন আশ্রমের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ফটকের সম্মুখে অগ্রবর্তিনী হইয়া রোজ কষ্টার বলিল, “এই বাড়ীতেই আমি থাকি।”—দ্বারে বর্ণাঙ্গনি শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল আসিয়া কটক খুলিয়া দিল, মিগেলসের অথটি বোগ্যস্থানে রাখিবার জন্য কুমারী রোন সেই দ্বারপালকে অনুরোধ করিল।

মিগেলস তখন অথ হইতে অবরোধ করিলেন, অথের বরা সেই দরোয়ানের সম্মুখে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গে অস্ত্র চাকর কেহই ছিল না, অস্ত্র একটা গুরুতর কার্যের ভার লইয়া বালক ওরান্স সে দিন অস্ত্র স্থানে গিয়াছিল; প্রভাতে তিনি একাকী অথারোহণে বহির্গত হইয়াছিলেন। পথপ্রদর্শিকা হইয়া, কুমারী রোজ কষ্টার সেই উত্তান পার করিয়া মিগেলসকে একটি সুসজ্জিত বৈঠকখানায় লইয়া বসাইল; তাঁহার বধ্যবোণা জলবোগের আদেশ দিয়া কুমারী একবার নিজকে চলিয়া গেল, সেখানে শাল-টুলী রাখিয়া, সহাস্ত-বদনে পুনরায় তখন তখন বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিল;—হাস্তের কারণ, পূর্ব উপকারের কৃতজ্ঞতাসূচক আনন্দের নিদর্শন। সেহময়ী ভগ্নী যেমন পূর্ব ভক্তি বিশ্বাসে প্রিয় সহোদরের নিকটে আসিয়া উপবেশন করে, সুন্দরী যুবতী কুমারী ঠিক সেই ভাবে—ঠিক সেইরূপ বিশ্বাসে পার্শ্বে আসিয়া বসিল দেখিয়া মিগেলস বিবেচনা করিলেন, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ বন্ধুত্ব বিজ্ঞাপক আশীরতা ভিন্ন সেরূপ আশীরতার অন্য কারণ আর কিছুই নয়।

নিকটে বলিয়া প্রহসনবদনে কুমারী বলিল, “মিটার মিংগলস্ । কত গাঢ়তর ভক্তিভাবে আপনার সেই মহদগুণ-শ্রবণে আপনার কাছে উপকার-রণে আমি আবদ্ধ, এক্ষণে তাহা আপনি অহুভব করুন । কি এক ভয়ঙ্কর মিথ্যা অভিযোগে এক সময়ে আমাকে নিতান্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, নিঃসন্দেহ তাহা আপনি শুনিয়া অথবা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া—”

শুনিতে শুনিতেই মিংগলস্ বলিয়া উঠিলেন, “হাঁ,—লগুনে ফিরিয়া আসিয়া অনেক খবরের কাগজে সে সকল সংবাদ আমি পাঠ করিয়াছি ; কিন্তু লেডী বেলেগুনের সহিত তোমার কি আলাপ হইয়াছে ?—কেন না, জানি জানি, এই প্রাসাদটি তাঁহারই—”

কুমারী উত্তর করিল, “ফৌজদারী আদালতে যে দিন আমি সেই মহা-বিপদে পতিত হইয়াছিলাম, সেই দিনেই লেডী বেলেগুন আমার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, সেই দিনেই তাঁহাকে আমি পরমোপকারিণী বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি । বিচারপতি যখন আমাকে নির্দোষী স্থির করিয়া সেই ভয়ঙ্কর অভিযোগ হইতে মুক্তিদান করেন, সেই সময় একটি লোক আমাকে এই বাড়ীতে আনিয়া লেডী বেলেগুনের নিকটে পরিচিত করিয়া দেন, লেডী আমাকে সেই দিনেই পরম স্নেহসমাদরে এই আশ্রমে আশ্রয়দান করিয়াছেন ; তদবধিই আমি এই আশ্রমে নিরাপদে পরম সুখে রহিয়াছি ।—না না, সম্পূর্ণ সুখে নাই ;—আপনার নিজের আর সেই নিরীহ দরিদ্র শ্রমজীবী মেলুমথের সখকে নানা প্রতিকূল কথা শুনিয়া আমার চিত্ত অত্যন্ত অস্থির হইয়াছিল । আপনার দ্বারা ও মেলুমথের দ্বারা অসময়ে আমার যত উপকার হইয়াছিল, এই বাড়ীতে আশ্রয় পাইয়া সেই দিনেই আমি তৎসমস্ত বিবরণ আমার আশ্রয়দায়িনী লেডী বেলেগুনকে বলি, আপনাদের উভয়ের অহুসন্ধান লইবার জন্য সবিনয়ে তাঁহাকে আমি অহুরোধ করি ;—আরও—এই বাড়ীতে আমি আশ্রয় পাইয়াছি, সেই সংবাদটিও আপনাকে জানাইতে বিশেষরূপে অহুরোধ করিয়াছিলাম ।”

মিংগলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন আমাদের অহুসন্ধানের জন্য ভূমি সে রকম ব্যস্ত হইয়াছিলে ?”

কুমারী বলিল, “সেই—যে রাত্রে বিবি ব্রেনের বাড়ীতে হুসাতার প্রিন্স অব ওয়েলসের আক্রমণ হইতে আপনারা আমাকে রক্ষা করেন, পুলিশের কন্টেবল সেইখানে আপনাদিগকে নির্দয়রূপে গুলিগ্রাস্ত করে, সেই রাত্রে

পর অবধি আপনাদের আর কোনও সংবাদ আমি পাই নাই, সেই জন্যই আমার অতিশয় উদ্বেগ হইয়াছিল। হাঁ,—আমার অনুরোধে মার্শনেস্ বেলে-
গেন তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য রিচার্ডকে আপনাদের অনুসন্ধানের প্রেরণ করেন,
রিচার্ড ফিরিয়া আসিয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর সংবাদ দিয়াছিল, তৎপ্রবণে আমার
সেই উদ্ভিগ্ন চিত্তে বিবাদ ও আতঙ্কের সীমা ছিল না। জার্মিন্ স্ট্রীটে গিয়া
রিচার্ড শুনিয়া আসিয়াছিল, রাজার বিরুদ্ধে মানিজনক মন্তব্য ব্যক্ত করা
অপরাধে আপনাকে আমেরিকায় নির্কাসনের হুকুম হইয়াছে, যে দিন
আপনি আমেরিকায় প্রেরিত হইবার জন্য জাহাজে আরোহণ করেন,
আপনার বাড়ীওয়ালী সেই সংবাদটাও রিচার্ডকে বলিয়া দিয়াছিল। ওয়েস্ট-
মিনিষ্টারে গিয়া রিচার্ড জানিয়া আসিয়াছিল, গবর্ণমেন্টের আদেশে সরকারী
লোকেরা মেল্মথকেও একদিন এইরূপে জাহাজে তুলিয়া দিয়াছিল; রিচার্ড
যখন মেল্মথের বাসায় অনুসন্ধান লইতে যায়, তাহার চক্ৰিশ ঘণ্টা পূর্বে
মেল্মথের নিঃসহায় পরিবারেরাও বাসা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। মেল্ম-
থের স্ত্রী ও পুত্রকত্তারা কোথায় গিয়াছে, রিচার্ড তাহা জানিতে পারে নাই,
পাশের বাড়ীর অল্প একজন বাড়ীওয়ালীর মুখে শুনিয়াছিল, ঐ বাড়ীওয়ালী
সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোককে বেজায় গালাগালি দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। হায়
হায়! সেই গরীব স্ত্রীলোকের সংবাদ জানিতে না পারিয়া আমার প্রাণে যে
কত বেদনা লাগিয়াছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিতে পারি না। ওঃ! তখন আমি
বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আপনি আর সেই সদাশয় মেল্মথ একদিনে, এক
সময়ে, একপ্রকার অপরাধে নির্কাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে রাত্রি
আপনার আনাকে ব্রেসের বাড়ীর বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তাহার পর-
দিনেই ঐ ভয়ানক কাণ্ড! বেশ বুঝিয়াছিলাম, হুয়াচার প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের
বিশ্বাসঘাতকতাই ঐ কুচক্রের মূল! হায় হায়! আমার জন্যই গরীব মেল্মথের
সর্বনাশ! সেই সময় আমি আপনার অহুঙ্কে বিস্তর মিনতি করিয়া, প্রিন্সকে
একধানা পত্র লিখিয়াছিলাম,—পরিচয় দিয়াছিলাম, ‘আপনারই
অপরাধে মর্যাদহত হইয়া যে লোকটি আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, আমি তাঁহা-
রাই কল্পা’ কোথায় আমি আছি, সে পত্রে কিন্তু সে ঠিকানা লিখিয়া দিই
নাই। মিষ্টার মিংগল্‌স! আপনি অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন, ঠিকানা না
লিখিবার কারণটা কি?—ঠিকানা লিখিলেই সেই নির্দয় দ্রবস্ত লম্পট আমার
আমার উপর দৌরাণ্য করিতে আসিত, সেই জন্যই সতর্ক হইয়াছিলাম।

প্রিন্সের নামের পত্রের কোন উত্তর পাই নাই, পত্র পাইয়া তিনি কি করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই । প্রায় সর্বদাই আমি জার্মিন স্ট্রীটে লোক পাঠাইয়া আপনার সংবাদ জানিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ওয়েস্ট-মিনিষ্টারে লোক পাঠাইয়া সেই দুঃখিনী স্ত্রীলোকের তত্ত্ব জানিবার চেষ্টা পাইয়াছিলাম, কিন্তু কোন ফল হয় নাই । প্রায় এক পক্ষ হইল, জার্মিন স্ট্রীটে আমার লোক গিয়াছিল, তাগাত্মক দৈবযোগে আজ আপনার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আগামী কল্য আবার আমি সেইখানে লোক পাঠাইতাম, এইরূপ ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম ।”

মিগেলস্ বলিলেন, “এক পক্ষের মধ্যেই আমি লণ্ডনে কিরিয়া আসিয়াছি; বাড়ীওয়ালী আমাকে বলিয়াছিল, আমার অতুপস্থিতিকালে অনেকবার সেই বাড়ীতে আমার তত্ত্ব জানিতে লোক গিয়াছিল, কিন্তু লেডী বেলেগুনের বাড়ীর কোন চাকর আমাকে খুঁজিতে গিয়াছিল, সে কথা সে আমাকে বলে নাই ।”

কুমারী বলিল, “মাঝে মাঝে লোকের দ্বারা আপনার নামে আমি এক একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইতাম, বাহককে বলিয়া দিতাম, ষাঁহার নামে পত্র, তিনি যদি লণ্ডনে আসিয়া থাকেন, সেই বাসাতেই যদি অবস্থান করেন, পত্র যদি তাঁহার হস্তগত হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে পত্র রাখিয়া আসিও, নতুবা ফেরত আনিও ।—মিষ্টার মিগেলস্ ! কি কারণে আমার সেইরূপ সতর্কতা, তাহাও হয় ত আপনি বুঝিতে পারিতেছেন । আমার নাম-টিকানা লেখা কোন পত্র যদি সে বাড়ীতে পড়িয়া থাকে, প্রিন্সের অতুগত কোন লোক যদি তাহা দেখিতে পার, লইয়া গিয়া যদি প্রিন্সের হাতে দেয়, তাহা হইলেই বিপদ ঘটবে, ইহাই আমি ভাবিয়াছিলাম । রিসার্ভের মুখে আমি জনিয়াছি, ইতিমধ্যে আপনার বাসায় এক রকম ডাকাতী হইয়াছে, আপনার কাগজপত্রাদি লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে ।”

মিগেলস্ বলিলেন, “হাঁ, তুমি বেশ বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলে । প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভয়ানক কৃতদ্র; গবর্ণমেন্টও বিষম অত্যাচারী । যেখানে যেখানে রাজতন্ত্রপ্রথা, সেই সেই স্থলেই রাজপুত্রেরা দস্যবৎ ব্যবহার করে, গবর্ণমেন্টেরও বিষম দোরাণ্ডা হয় । বিচার হইল না,—একটা মিথ্যা অভিযোগে নিক্সননের দণ্ডাজ্ঞা হইল, হুসুম প্রচার হইবার পূর্বেই গুপ্ত সন্ত্রাসভার চক্রে আমি উলটাইতে প্রেরিত হইয়াছিলাম; ডায়েরী

জাহাজ সেই সময় উত্তর আমেরিকায় যাত্রা করিবার জন্ত প্রস্তুত ছিল, আমাকে আর মেল্মথকে সেই জাহাজে তুলিয়া দিয়া, উলউইচ বন্দর হইতে আমেরিকায় চালান করা হইয়াছিল। পথে যাইতে যাইতে অন্ধকার রাত্রে মেল্মথ জাহাজ হইতে সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে;—মরিবার জন্ত কিংবা পলাইয়া বাঁচিবার জন্ত ঝাঁপ দিয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। ডায়েরী জাহাজ মার্কিন উপকূলের নিকটবর্তী হইলে আর একখানা জাহাজ আমাদেরকে তুলিয়া লইবার জন্ত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হয়; সেই জাহাজে আমার ক্ষমাপত্রবাহক একটি ডডলোক ছিল। আমার এক জন প্রতিপত্তিশালী বন্ধুর মধ্যবর্তিতায় সেই ক্ষমাপত্র বাহির হইয়াছিল। আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; ইংলণ্ডের যে রাজপরিবার পরের উপর দোঁরাওয়া করিতে ভাল জানে, সেই রাজপরিবারকে তদন্তরূপ শিক্ষা দেওয়াই এখন আমার সঙ্গ।”

দরিদ্র মেল্মথের জী-পুত্রেরা হয় ত বন্ধুবান্ধববিহীন হইয়া অনাহারে নিরাশ্রয়ে কোথায় পড়িয়া আছে, মনে মনে এই উবেগ আনয়ন করিয়া কুমারী জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি কি মেল্মথের নিরাশ্রয় পরিবারগণের কোন তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই?”

মিগেলস্ বলিলেন, “না,—অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আমি তাহাদের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই।”—প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দিয়া, অভ্যাসমত স্নানিধনমনে স্কুলারী কুমারীর স্কুলর মুখপানে চাহিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, “কুমারী রোজ! আমার জন্ত তুমি কতই ভাবিয়াছ, দয়াবশে আমার সংবাদ লইবার জন্ত তুমি কতই ব্যস্ত হইয়াছিলে, তজ্জন্ত অন্তরের সহিত আমি তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। আমিও তোমার জন্ত অভ্যস্ত উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আটলান্টিক মহাসাগরের বকে তরলীতে বসিয়া সর্বদাই আমি ভাবিতাম, তুমি কোথায় আছ, কেমন আছ, তোমার দশা কি হইতেছে, দ্রুত প্রিয় তোমাকে হয় ত কতই উৎপীড়ন করিতেছে, তুমি হয় ত তাহার পাপকবলে পতিত হইয়া কতই কষ্ট পাইতেছ। আমি বিশেষরূপে জানি, প্রিয় অব ওয়েলস্ নরাকার দানব, দয়াহারা-পরিশ্রুত, ক্ষয়শূন্য, যমতাপ্ত, বিবেকশূন্য, অব্যবহিতচিত্ত; অমাহুষ ব্যবহারে তাহার নিরতই অভাগ। তোমার ভাবনা ভাবিয়া আমার হৃদয় কল্লিত হইয়াছিল,—ঈশ্বর দাকী,—

সত্য বলিতেছি রোজ,—তোমার জন্ত আমি সত্য সত্যই ভয়ে কম্পি
হইরাছিলাম । তোমাকে—”

যে রূপ উত্তর দান করিলে মিগেলস্ বৃত্তিতে পারিবেন, নিবিয়ে তাহার
সত্যবাক্য রক্ষা হইয়াছে, এলোভন, পরাক্রম ও দৌরাশ্রের পরীক্ষার উত্তীর্ণ
হইয়া নিম্নলিখে নিরাপদে ধর্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, সেইরূপে উত্তর দেওয়া
হিয় করিয়া, মুহূর্ত্তে কুমারী বলিল, “কৃপাচ্ছায়া দান করিয়া পরমেশ্বর
আমাকে রক্ষা করিয়াছেন ।”

মিগেলস্ বলিলেন, “হাঁ,—কিছুকণ পূর্বে একওয়ার রোডে যখন ভূমি
মুখের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়াছিলে, মুখ দেখিয়া তখন আমি বুঝিয়া-
ছিলাম, কৃপাচ্ছায়া দান করিয়া পরমেশ্বর তোমার ধর্মরক্ষা করিয়াছেন ।
এই অস্বাভাবিক বৎসরের প্রথমে সাক্ষাৎকালে তোমার ঐ স্মন্দরবদনে যে রূপ
পবিত্রতা, সরলতা ও লজ্জাশীলতা আমি সন্দর্শন করিয়াছিলাম, এখনও ঐ
প্রকৃষ্ট-বদনে ঠিক ঠিক সেইরূপ পবিত্র ধর্মভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ।”

যে রূপ বিনম্রভাবে যুক্তকণ্ঠে মিগেলস্ প্রথমে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, এখন-
কার ভাবে ও কণ্ঠস্বরে তাহার বৈলক্ষণ্য দেখিয়া, কতকাংশে যেন কামভাবের
উত্তেজক লক্ষণ অদৃশ্য করিয়া কুমারী সহসা বিষয়ে চমকিয়া উঠিল ; —অর্ধ-
আতঙ্কে, অর্ধ-সংশয়ে, একদৃষ্টে তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল ।

সেই দৃষ্টিপাতের ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া গদগদস্বরে মিগেলস্ বলিলেন,
“রোজ ! আমার কথাগুলির মর্ম কি তুমি বুঝিলে না ? ভাবার শব্দ খুঁজিয়া
পাইলে এ সময় তোমাকে আমি কি কি কথা বলিতাম, তাহা কি তুমি বুঝি-
তেছ না ?” মনের কথা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বাক্যের অভাবে জড়ীভূত
হওয়া জীবনকালের মধ্যে মিগেলস্‌র এই প্রথম । অবশেষে ভাবিয়া চিন্তিয়া
তিনি বলিলেন, “রোজ ! তুমি আমাকে বন্ধু বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছ ;
কেমন, ইহাই কি সত্য নহে ?”

কৃতজ্ঞতা স্বরণ করিয়া কুমারী বলিল, “নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই । আপনি
আমার পরম বন্ধু,—পরম উপকারী বন্ধু,—সহোদর তুল্য বন্ধু বলিলেও
বলিতে—”

কুমারীর পদতলে যেন জাহ্নু পাতিয়া বসিয়া জেহমতী কুমারীর সহোদরা-
স্নেহ-লাভের বাসনা হইল, সেইরূপে তাব আনাইয়া মিগেলস্ বলিলেন,
“আজ্ঞা, তবে তাহাই হউক,—আনি যেন তোমার সহোদর হইলার ।”—এই

কথা বলিয়া একাগ্রহরিতভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা রোজ, বল দেখি,—বল, বাহাতে ‘সহোদর’ অপেক্ষা বেশী ভালবাসা যায়, তেমন লোক কি তুমি কখনও দেখিয়াছ?”

কুমারীর শুভ্রবদন রক্তবর্ণ হইল; কিন্তু ক্রোধ প্রকাশ পাইল না;—সহসা লজ্জায় অপ্রতিভ হওয়াতেই তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়াছিল। কুমারী বুকিতে পারিল, মিগেলস্ তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, কিন্তু সে অমু-রাগের কথা তিনি তাহার সাক্ষাতে ফুটিতে পারিতেছেন না। মিগেলস্ ইত্যগ্রে তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্নটা শ্রবণ করিয়া কুমারীর কিঞ্চিৎ ক্রোধ ও উদ্বেগ জন্মিয়াছিল; কিন্তু আর একবার ভাবিয়া দেখিল, যে লোক তাহার উপকারের নিমিত্ত সবিশেষ মহত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, যে লোক তাহার নিমিত্ত বহুবিধ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, সে লোকের প্রতি বিরাগ-প্রদর্শন উচিত হয় না। উপকার শ্রবণ হইবামাত্র কুমারীর ক্রোধানল যেন বরফের মত জল হইয়া গেল, ক্রোধের পরিবর্তে বিষাদ আগিল। তখন তাহার মনে হইল, মিগেলস্ সর্ব্বাংশেই কৃতজ্ঞতার পাত্র, উপকার করিয়াছেন বলিয়াই তিনি তাঁহাকে ভালবাসেন। পর্যায়ক্রমে এই সকল আলোচনা করিয়া পবিত্র কুমারী অবশেষে অবধারণ করিল, চিরদিন মিগেলসের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে, কিন্তু কদাচ তাঁহাকে প্রেমভাবে ভাল-বাসিতে পারিবেন না।

চেয়ার হইতে লাকাইয়া উঠিয়া মিষ্টার মিগেলস্ যেন বিরক্তভাবে আপন মনে মৃদুস্বরে বলিলেন, “সেই সেকলে লজ্জা!—যে কুমারী প্রেমের ধর্ম জানে না, তাহার কাছে প্রেমের কথা উত্থাপন করিলে এই রকমই কল হয়।”—এই ভাবিয়া ভাব সংবরণপূর্ব্বক তিনি সম্মুখে কুমারীর হস্তধারণ করিয়া সম্মুখবদনে বলিলেন, “জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন! আমি কদাচ কার্য্যে অথবা বাক্যে তোমার কৌমল্য প্রাণে বেদনা দিব না;—এই অল্প-বয়সে তুমি ইহসংসারে বিস্তর দুঃখ ভোগ করিয়াছ, বিস্তর দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়াছ;—পৃথিবীতে তোমার উপকারের অল্প যদি কেহ নিজের দক্ষিণ-হস্ত কর্ত্তন করিতে পারে, সেই লোক এই টিম মিগেলস্।”

দরদর অশ্রুধারা কুমারী রোজের নির্মল কপোলদেশে প্রবাহিত হইল;—সে বুকিতে পারিল, মিগেলস্ কতদূর বিমোহিত ও অহুতপ্ত হইয়াছেন; কুমারী আরও বুকিতে পারিল, মিগেলস্ তাহাকে অকপটে ভালবাসিয়া-

ছিলেন, এক্ষণে তাহারই সুখভিলাষী হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার আশা সংবরণ করিতেছেন ।

সগৌরব-সভুঞ্জনত্রে কুমারীর বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে মিগেলস্ বলিলেন, “রোজ ! আমি তোমাকে বিবাহ করিবার সুখস্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, আমি অতি নিরর্থক,—আমি বাতুল !—সমল শিরোভূষণে স্থান পাইবার জন্য তোমার তুল্য উজ্জ্বল রত্নের সৃষ্টি হয় নাই ; স্বর্ণময় কিরীটে সে রত্ন শোভা পাইবে । রোজ ! যাহার সহিত পরিণয়মুত্রে আবদ্ধ হইলে সংসারে তুমি সুখী হইতে পারিবে, সেই ভাগ্যবানের হস্তে তুমি আত্মসমর্পণ করিও । একটি কথা বলিয়া রাখি, কোন সময়ে উপকারী বন্ধুর প্রয়োজন হইলে এই অনুরাগত মিগেলস্কে স্মরণ করিও, নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, মিগেলস্ তোমার আজ্ঞাকারী ।”

অকপটে এই কথাগুলি বলিয়াই মিষ্টার মিগেলস্ সন্মুখে সুন্দরীর নির্মল ললাটে একটি চুখন করিলেন । অধীরা হইয়া কুমারী তখন সরিয়া গেল না, দিব্য শাস্ত হইয়া বসিয়া রহিল, ভাবিয়া লইল, যেন সহোদর ভ্রাতার সন্মুখে মধুর চুখন । অধিক কি, জর্জ উডফল যদি সেই সময় সেইখানে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলেও সাদরে মিগেলসের ঐ চুখনগ্রহণে তাহার একটুও লজ্জা হইত না ; তৎপরে উডফলের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও কিছুমাত্র লজ্জা আসিত না ।

একপাত্র মদ্রিরা পান করিয়া অবশেষে মিগেলস্ বলিলেন, “রোজ ! এখন তবে আমি বিদায় হই, শীঘ্রই আবার সাক্ষাৎ হইবে । জানিয়া রাখ, এখন অবধি আমি তোমাকে সহোদর ভগ্নী বলিয়া সমাদর করিব,—চিরদিন আমি তোমার বন্ধু থাকিব ।”

প্রগাঢ় স্নেহানুরাগে কুমারী রোজ কষ্টার তৎকালে মিগেলসের করমর্দন করিল, মিগেলস্ বিদায় হইলেন ।

রমণীয় আশ্রমের রমণীয় উদ্যান পার হইবার সময় মিগেলস্ মনে মনে ভাবিয়া গেলেন, রোজের সহিত দেখা হইয়া ভালই হইল ; আমার চিন্তে শান্তি আসিল । রোজ যদি আমাকে বিবাহ করিতে রাজি হইত, তাহা হইলে লিটিসিয়ার কাছে আমি অবিধানী হইতাম, নরাদমের মত কার্য করা হইত । রোজের একটি বর জুটিয়াছে, তাহাকে বিবাহ করিয়াই পিতৃমাতৃহীনা অনাথা কুমারী সুখী হইতে পারিবে । স্বীকৃত্য লিটিসিয়া

আমার পত্নী হইবে, - নিশ্চয়ই মার্সেন্স পদবী লাভ করিবে;—কেন না, রাজ্য তৃতীয় জর্জ আমাকে মারকুইস উপাধি দিতে স্বীকার করিয়াছেন; সেই কামুক, গণ্ডমূৰ্খ, বর্বর, হুফিয়াসক্ত, বৃদ্ধ রাজা সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করিতে সাহস করিবেন না, যদি করেন, আমি তাঁহাকে মজা দেখাইব ।

উজান্নেয় কটক পার হইয়া শুভসিদ্ধান্তে প্রমোদিতচিত্তে মিষ্টার মিগেলস্ অঝারোহণের উপক্রম করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে একখানি পরিচিত মুখ তাঁহার নয়নগোচর হইল; লোকটি এজওয়ার গ্রোডের দিক্ হইতে সেই দিকে আসিতেছিল; তাহাকে দেখিয়াই মিগেলস্ পুনর্বার লেডী বেলেগুনের ষার-বানের সম্মুখে ঘোড়ার লাগামটা কেলিয়া দিলেন, অথৈ আরোহণ না করিয়া পদব্রজেই সেই পরিচিত লোকটির দিকে চলিলেন; নিকটে গিয়াই সেই লোকটির স্বক্কে হস্তার্ণণ পূর্বক মিষ্ট-সম্ভাষণে তিনি বলিলেন, “মেল্মথ !”

ধমকিয়া দাঁড়াইয়া মেল্মথ সচমকে বলিয়া উঠিল, “ওঃ! সেই কণ্ঠস্বর !” পশ্চাতে ফিরিয়া মিগেলস্কে দেখিয়া সানন্দে বলিল, “তুমি ?—যত্ন জগদীশ !” —অভাবনার, অপ্রত্যাশিতরূপে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ের হৃদয়েই আনন্দ-প্রবাহ;—মেল্মথের নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল । কিয়ৎকণ চূপ করিয়া থাকিয়া মেল্মথ জিজ্ঞাসা করিল, “কোন্ স্থানে আমরা নির্জনে কথোপকথন করিবার সুবিধা পাইব ?”

সেই মনোহর অট্টালিকার দিকে অভুলিনির্দেশ করিয়া মিগেলস্ উত্তর করিলেন, “এইমাত্র আমি রোজ কঠোরের নিকট হইতে আসিতেছি; রোজ এখন ঐ বাড়ীতেই আছে; তাহাতে আমাতে এতকণ তোমার কথাই বলা-বলি করিতেছিলাম । চল আমার সঙ্গে—”

বাধা দিয়া মেল্মথ বলিল, “না না, তাহার কাছে আমি মুখ দেখাইতে পারিব না !”—মিগেলস্ চাহিয়া দেখিলেন, মেল্মথের চক্রে তখন কেমন একপ্রকার উদাস উদাস অভুতভাব ।

মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন তুমি তাহার কাছে মুখ দেখাইবে না ? তুমি ত কখনও তাহার কোন অপকার কর নাই;—কুমারী বরং তোমার প্রতি বন্ধুভাব জানাইয়া কৃতজ্ঞতা স্বরণ করিতেছে; অদর্শনে তোমাদের কতই অহুসঙ্কান করিয়াছে; তোমার আর তোমার—”

সব কথা না শুনিয়াই মন্তকসঞ্চালন পূর্বক মেল্মথ বলিল, “তাহা হউক, তথাপি আমি সেই কুমারীর সম্মুখে দেখা দিতে পারিব না । যখন তাহাকে

আমি প্রথম দেখি, সে যদি এখনও সেই রকম পবিত্র, নির্মল, নিঃশঙ্ক থাকে, তাহাপি আমি তাহার সম্মুখে যাইব না ।”

মিগেলস্ বলিলেন, “ঠিক সেই রকম আছে—ঠিক সেই রকম আছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ।”

আরও অধিকতর উত্তেজিত হইয়া মেলমথ বলিল, “তবুও আমি তাহার সহিত দেখা করিব না । ফৌজদারী আসামী—অধম—কলঙ্কিত—অপদস্থ—অধ্যাত্তিভাজন, এত দোষে দুষ্ট আমি ; এ অবস্থায় দেখা দিতে গেলে তাহার কোমল প্রাণে বেদনা দেওয়া হইবে, তাহার সাধুতাবের উপর দোষারোপ করা হইবে ; আমার মুখে ভয়ানক ভয়ানক পাপস্বীকার-বাক্য শ্রবণ করিলে তাহার—”

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “মেলমথ ! তোমার হইয়াছে কি ?—ব্যাপারখানা কি ?—আচ্ছা, নিকটে একটা সরাই আছে, চল, সেইখানে যাই, একটা নির্জন ঘর ভাড়া লইয়া সেইখানে আমরা নিৰ্ম্মিয়ে কথোপকথন করিতে পারিব ।”

মেলমথ বলিল, “সেই কথাই ভাল,—চল তবে সেইখানেই যাওয়া বাউক ।”

ষট্-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ।

—***—

নররাক্ষসের যুদ্ধ-কাহিনী ।

একওয়ার রোডের ছুটপাথে যেক্রপ অন্ন অন্ন কথা হইয়াছিল, সরাই-
থানায় পৌছিয়া, উভয়ে একত্র বসিয়া মিষ্টার টিম মিংগেলস্ তদপেক্ষা অধিক
মনোযোগের সহিত নেত্র স্থির রাখিয়া অধিক পরিকাররূপে জেমস্ মেল্মথের
কাহিনী শুনিতে লাগিলেন । ভীতদৃষ্টিতে তখন তিনি মেল্মথের মুখপানে
চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহার মুখাকৃতি ও নয়নের দৃষ্টি কেবল যে অদ্ভুত
ভাবব্যঞ্জক, তাহাই নহে, মুখখানা অত্যন্ত বিকট ও হিংসারোবে অতিশয়
ভয়ঙ্কর ; বৈরিকে সম্মুখে দেখিয়া, নিকটস্থ হইবার ইচ্ছা থাকিলেও নিকটস্থ
হইতে না পারিয়া, ব্যাত্র যেমন ভীতদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকে,
সেই ব্যাত্রের চক্ষে তখন যেমন অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়, মেল্মথের চক্ষুও
ঠিক সেই প্রকার প্রদীপ্ত হইয়া প্রজ্জ্বলিত হইতেছিল, কণে কণে তাহার
নেত্রতারকা এক এক প্রকারে পরিবর্তিত হইয়া ঘুরিতেছিল, অথচ অস্থির-
চিত্ত ও লক্ষ্যহীন উন্মত্ত লোকের চক্ষু যেমন হয়, মেল্মথের চক্ষেও তখন
সেই ভাবে পূর্ববৎ বহির্দীপ্ত খেলা করিতেছিল । লোকটার মুখখানা পাণ্ড-
বর্ণ, বিসৃত ও বিবাদচিন্তায় বিমলিন । প্রবলতর ভয়ঙ্কর রিপুপ্রভাবে
লোকের মুখে যেক্রপ লক্ষণ দেখা যায়, তাহার ললাট যেক্রপ বিকৃতিত হয়,
চক্ষে যেমন আগুন জলে, মেল্মথের মুখের নিরাংশে তাহার বৈলক্ষ্য লক্ষিত
হইতেছিল । পরিষ্কৃত বস্ত্রগুলি কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন । তাহার চেহারাতে
কেবল দুঃখ ও দরিদ্রতা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিকৃতভাব লক্ষিত হইতে-
ছিল না ।

একজন খানসামা আসিয়া, টেকিলের উপর মনের বোভল রাখিয়া দিয়া
বখন বাহির হইয়া গেল, সঙ্গীকে সন্মোদন করিয়া তখন মিংগেলস্ জিজ্ঞাসা
করিলেন, “মেল্মথ ! তিন মাস পূর্বে উল্লেখিত ছাড়াইয়া তোমাতে আমাতে
বখন ছাড়াছাড়ি হয়, তাহার পর কি কি ঘটনা হইয়াছিল, আত্মপূর্বক
আমার কাছে বর্ণন কর । তোমার ভাগ্যে অদ্ভুত অদ্ভুত ও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর

ঘটনা হইয়াছিল, সহজেই আমি তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি ; তোমার চক্ষু দেখিয়াই আমি বুঝিতেছি, এখন যেন তুমি সে মেলমথ নও । তোমার চেহারাটা একেবারে বদল হইয়া গিয়াছে ।”

সঙ্গেতে টেবিলের উপর বজ্রমুষ্টি গ্রহণ করিয়া মেলমথ বলিল, “বদল ;—কি বলিব প্রিয়সখা ! একেবারেই বদল ;—উন্নতর পরিবর্তন ।”—কথা বলিতে বলিতে লোকটা তখন মনস্তাপে এতদূর বিকটমূর্তি ধারণ করিল যে, তাহাকে দেখিলেই ভয় হয় ; বিদ্রূপের ভঙ্গিতে অমানুষিকরূপে সে তখন আবার বলিতে লাগিল, “এতদূর পরিবর্তন যে, সে কথাটা মুখে ব্যক্ত করা যায় না ; যে রকম পরিবর্তনে নরলোকে রাক্ষস হইয়া যায়, সেই রকম পরিবর্তন ।”

কম্পিত হইয়া মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার ও সব কথার মানে কি ?”—অকস্মাৎ কেন তাঁহার কম্প আসিয়াছিল। তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই । বে গৃহে প্রকাণ্ড কালসর্প থাকে, তাহা জানিয়াও লোকে যখন সেই গৃহে প্রবেশ করে, সর্পকে না দেখিয়াও ভয়ে তাহার শরীরে কম্প আইসে ; স্বভাবের ক্রীড়াই এইরূপ ; স্বভাবের উপদেশেই মিগেলস্ তখন কাঁপিয়াছিলেন ।

মেলমথ বলিল, “আমার কথার মানে এই যে, এই হতভাগা সমাজের খেতাবওয়াল বহুমাসেরা, ভাতাতোগী রাস্কেলেরা, বড় বড় বংশের অন্ধ-দানবেরা এবং মদগর্ভিত ঢাকাওয়াল বহুরূপীরা এই পোড়া সমাজের ব্যবহারকে মহা সভ্যতা বলিয়া জয় গান করিতে ভালবাসে ; বাস্তবিক ইহা নিতান্ত নির্দয়তাপূর্ণ অস্বস্ত বর্বরতা ভিন্ন আর কিছুই নহে । হাঁ, বর্বরতা,—নিতান্ত নির্দয়, নিতান্ত অস্বস্ত বর্বরতা । কেন না, মনুষ্যত্বের নামে, সাধুতার নামে, পুণ্ড্রপ্রেমের নামে, পরোপকারিতার নামে, সচ্চিচারের নামে, জ্ঞান-পরতার নামে ও দয়াধর্মের নামে এই বর্বর সমাজের লোকেরা প্রতিদিন দশ সহস্র পাপকার্য সাধন করিয়া থাকে ! এই বর্বর সমাজের লোকেরা এক এক পরিবারকে নিরয়লব্ধ শ্রমনিবাসের অন্ধকার গহবরে নিক্ষেপ করে, অথচ মনুষ্যত্বের বড়াই করিয়া বেড়ায় ! বাসিন্দা লোকের প্রায় চৌদ্দ আনা অংশকে দারুণ দুঃখের, দারুণ করিজতার ও হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের অতলতলে ডুবাইয়া রাখে ; অথচ খুঁটখুঁতগত পরস্পর ভালবাসার বিস্তার হইয়াছে বলিয়া বড়াই করিতে সাহস করে ! এই বর্বর সমাজের লোকের দোঁরাঙ্কো প্রকাশ

পণিকার ও অগণ্য ভিখারীতে সমস্ত রাস্তা পরিপূর্ণ হইতেছে ; অথচ সেই বর্ক-
 বেরা পরোপকারত্বের বধান্ততা পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া থাকে, পুনঃ পুনঃ
 উপদেশ দিয়া বদান্ততা শিক্ষা দেয় । যাহারা নিজ নিজ স্বাভাবিক অধিকার প্রার্থনা
 করে, এই বর্কর-সমাজের লোকেরা তাহাদিগকে কান্দী দেয়, ঘোঁশান্তরে পাঠায়,
 কায়াগারে কয়েদ করে ! অথচ সুবিচারের মোহাই দিয়াই এই সকল কার্য
 তাহারা সম্পাদন করিয়া থাকে ! এই বর্কর-সমাজের লোকেরা গরীব লোক-
 দিগকে দমন করিবার নিমিত্ত লক্ষ লক্ষ আইন সৃষ্টি করে, একটি আইনের
 দ্বারাও কর্তব্যপালনে ধনবান্ লোকদিগকে বাধা করে না ! অহো ! ইহারই
 নাম দিয়া ! মিষ্টার মিগেলস ! এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া তুমি কিরূপ বিবেচনা
 কর ? এই প্রকার অবিচারে একজন মানুষ যদি কাণ্ডজ্ঞানহীন মোরিয়া হইয়া,
 দাঁড়ায়, তাহা কি তুমি আশ্চর্য্য মনে কর ? ঋতুধর্ম্মে যাহার পূর্ণ-ভুক্তি, সধি-
 চার ও দয়া-ধর্ম্মের মহিমা যাহার জ্ঞান আছে, ঐ প্রকার ভয়ঙ্কর উপদ্রবে সেই
 রকমের একজন মানুষ যদি পাগল হইয়া যায়, তাহা কি তোমার বিচিত্র
 বোধ হয় ? ঐ প্রকার মৌরাত্ম্যে, ঐ প্রকার উৎপীড়নের তীব্র দংশনে একজন
 মানুষ যদি মানব-স্বভাবের সর্বপ্রবৃত্তিপরিবর্জিত হইয়া, ভিতরে বাহিরে
 মনুষ্যত্বের সর্ববিধ সাধু-সঙ্গ পরিহার করে, তাহার মানব-স্বভাব যদি
 একেবারে পরিবর্তিত হইয়া যায়, তাহাতে কি তুমি আশ্চর্য্যাবিত হও ? এতা-
 দৃশ জঘন্য পদ্ধতিতে এরূপ ফল যদি না হয়, তাহাই বরং আশ্চর্য্য ! মেব-
 শাবক যদি কখন কখন সিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ না করে এবং মানুষ যদি কখন
 কখন রাক্ষসমূর্ত্তি না ধরে, তাহাই বরং আশ্চর্য্য ! দেখ মিষ্টার মিগেলস !
 আমারও এখন সেই অবস্থা ; পূর্বে আমি মনুষ্য ছিলাম ; কিছু দিন হইল
 রাক্ষস হইয়াছি !”

টিম্ মিগেলস স্বভাবতঃ সাহসী ও নির্ভীক ; কিন্তু মেলুম্বের ঐ সকল কথা
 শুনিয়া ও তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া যথার্থই তখন তাঁহার ভয় হইয়াছিল ;
 চমকিত হইয়া তিনি বলিলেন, “মেলুম্ব ! পাগলের মত তুমি কি সব ভয়ঙ্কর
 কথা বলিতেছ ?”

অভাগা বলিল, “মিষ্টার মিগেলস ! আমার ইতিহাস শুনিতে যদি তোমার
 একান্ত ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে উহা অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা
 শুনিতে তোমাকে অবশ্যই প্রস্তুত থাকিতে হইবে ।”

তখনও মিগেলসের কল্প ধামে নাই, দূরে দূরে তিনি যেন নানারকম

প্রত্যেকটি দর্শন করিতেছিলেন। চতুর্দিকে যেন কত প্রকার বিভীষিকা উপস্থিত হইতেছিল, তথাপি তিনি সাহস অবলম্বন করিয়া বলিলেন, “হী, শুনিব—শুনিব; তোমার কাহিনী শুনিতে আমার কৌতুহল জন্মিতেছে। গুহকথা আমার কাছে প্রকাশ করিতে তুমি ভয় পাইও না; যদি তুমি কাহাকেও খুন করিয়া থাকো, আমার কাছে যদি তাহাও প্রকাশ কর, তাহা হইলেও আমি তোমার গায়ে হাত তুলিব না,—না,—তোমার গুহকথা আমি কাহারও কাছে প্রকাশও করিব না—কারও, আমি জানি, তোমার উপরেই দোরাণ্ডা হইয়াছে, তুমি অপরাধী নও—সমাজই প্রকৃত অপরাধী, তুমি কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। ভয় করিও না,—সব কথা প্রকাশ কর,—সব কথা স্বীকার কর,—তুমি বরং আমার কাছে দয়ার পাত্র হইবে, নিশ্চিন্তাজন হইবে না।”

উচ্চকণ্ঠে মেলমথ বলিয়া উঠিল, “প্রিয় বন্ধু! আমার উপরে যতদূর দোরাণ্ডা হইয়াছে, তাহা যদি তুমি শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমার গায়ের রক্ত জমাট বাধিয়া যাইবে।”—মেলমথের ঐ কথাগুলি যেন ঘূর্ণা বাতায়ার স্তায় পড়ার আওয়াজে বিনিঃসৃত হইল।

পাছে কেহ মেলমথের ঐরূপ উচ্চ চীৎকারধ্বনি শুনিতে পায়, সেই ভয়ে মিষ্টার মিগেলস শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, “চুপ, চুপ, আস্তে কথা কও।”

মেলমথ বলিল, “শুনিলে তোমার পাত্র রোষাক্ত হইবে।”

মিগেলস পুনরায় বলিলেন, “চুপ কর, চুপ কর! মিনতি করি, আস্তে কথা কও।”

মেলমথ পুনরায় বলিল, “শুনিতে শুনিতে তোমার অস্থিতে অস্থিতে কল্প আসিবে, পাত্র-মাংস কুচিত হইয়া আসিবে।”

মিগেলস বলিলেন, “দোহাই পরমেশ্বর! আস্তে কথা কও।”

মেলমথ বলিয়া উঠিল, “ওঃ! অস্ত্র লোকে আমাদের কথা শুনিতে পাইবে, পেটা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ঠিক বলিয়াছ। আচ্ছা, আমার কথা শুনিবার জন্য তুমি ত প্রস্তুত হইয়াছ।”

মিগেলস উত্তর করিলেন, “আমি প্রস্তুত আছি। যতই ভয়ঙ্কর হউক, যতই শোকাবহ হউক, যতই বিপদের হেতু হউক, যে যে কথা তুমি বলিবে, স্থির হইয়া সবুজই আমি শুনিব, কিছুতেই বিচলিত হইব না।”

মেলমথ বলিল, “অতটা হির-বিশ্বাস রাখিও না। কতদূর তুমি ধৈর্য্য রাখিতে পার, রাক্ষসের কথা শুনিতে তোমার ইঞ্জিয় কত দূর হির থাকিতে পারে, তাহা আমি দেখিব। হাঁ, তুমি কবে লণ্ডনে কিরিয়া আসিয়াছ?”

মিগেলস্ উত্তর করিলেন, “প্রায় একপক্ষ আমি কমা পাইয়াছি, সে কমাতে আমার কিছুই কষ্ট হয় নাই।”

শুভ্রনব্বরে মেলমথ বলিল, “হাঁ, একপক্ষ; আচ্ছা, ইতিমধ্যে এখানে গোর-খোঁড়া ও বৃতদেহ তুলিয়া খণ্ড খণ্ড কর! ইত্যাদি যে সকল ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়াছে, লণ্ডনে আসিয়া অবধি সে সবকে তুমি কি কিছু শুনিয়াছ? খবরের কাগজে কি কিছু পড়িয়াছ?”

কম্পিত হঠরা মিগেলস্ উত্তর করিলেন, “হাঁ, সেই সকল ব্যাপার আমি খবরের কাগজে পাঠ করিয়াছি। সেই অজ্ঞাত রাক্ষসটা যে রকম পাগলামী করিয়াছে, তাহা দ্বারা আরও ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বীভৎসকাণ্ড কি কি হইয়াছে, তাহা কি তুমি শ্রবণ করিয়াছ?”

স্বধাব্যঞ্জক-স্বরে মেলমথ বলিল, “ওঃ! আমি দেখিতেছি, তুমি আমার কথাগুলি শুনিবার যোগ্য লোক নও।”

মিগেলসের কৌতূহলবহি আরও জলিয়া উঠিল, সেই কৌতূহল তাঁহাকে যেন আরও যত্নশীলিতে লাগিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ! কেন আমি যোগ্য নহি? ঠিক আমি যোগ্য আছি, ঠিক আমি শুনিতেছি। তুমি বলিয়া যাও।”

মেলমথ বলিল, “ইতিপূর্বে আমি যে সকল ভয়ঙ্কর কথার একটু একটু আভাস দিয়াছি, তাহা শুনিয়াই তুমি কাঁপিয়া উঠিয়াছিলে, এখন যদি আবার আমি সেই রকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা বর্ণনা করি, তাহা হইলে—”

সব কথা না শুনিয়াই মিগেলস্ বলিলেন, “তাহাতে জ্ঞানীর ভয় হইবে না, সকল কথাই আমি শুনিব।”

মেলমথ বলিল, “বেশ কথা।—আচ্ছা, যে লোকটা দ্বারা সেই ভয়ঙ্কর ঘণাকর কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, আমার কাহিনী আদর্শ হইবার পূর্বে তুমি যদি সে লোকটার পরিচয় জানিতে চাও, তাহা হইলে আমি বলিয়া রাখি, তাহাকে আমি জানি।”

শুনিয়াবাত্র মিগেলসের জাহ্নবিশ বিকলিত হইল, যন্তে যন্ত বর্ণিত হইতে লাগিল, আতঙ্কিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে সেই লোকটা?”

“আমি নিজেই।”—মিগেলসের প্রাণে মেলুমথের এই ভয়ঙ্কর উদ্ভব।

মিগেলসের শরীরে যেন সহসা বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইল, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন অকস্মাৎ অগ্নি জলিয়া উঠিল; অস্থির হইয়া তিনি চেয়ারের উপরে ঘুরিতে লাগিলেন।

মেলুমথ বলিল, “আমি ত পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি, আমার কাহিনী শুনিবার জন্য তুমি প্রস্তুত হইতে পার না, অর্দ্ধেকটা ধৈর্য্যও তোমার আইসে নাই। আচ্ছা, আমাকে বিদায় দেও, আমি চলিয়া যাই।”—এই কথা বলিয়াই সে লোকটা সহসা অধৈর্য্যভাবে জানাইয়া আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ভাবটা সায়লাইয়া লইয়া মিগেলস বলিল, “না, না,—তুমি বল,—হঠাৎ উদ্ভেজিত হইয়া আমি যেরূপ চাকলা দেখাইয়াছিলাম, সে অপরাধটা ক্ষমা কর। আমি এখন স্থির হইয়াছি, শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, বাহা বাহা তুমি বলিবে, স্থির হইয়া সমস্তই আমি শুনিব।”

পুনরায় আসন-গ্রহণ করিয়া মেলুমথ বলিতে লাগিল, “তোমার মনের গতি তুমি নিজেই ভাল বুঝিতে পার। আচ্ছা, বলিতেছি, শ্রবণ কর; কথায় কথায় আমাকে বাধা দিও না, বতদূর সম্ভব, চুপ করিয়া শুনিয়া যাও। কেন না, বাধা দিলে আমি গল্পের মিল হারাইয়া কেলিব। সব সময় ঠিক থাকে না, যে রকম ঠিক রাখিবার ইচ্ছা করি, সে রকম রাখিতে পারি না। ই, যে রাত্রে তোমাকে আমাকে ডায়েরী জার্নালে উঠিবার জন্য উলউইচ বন্দরে নৌকার আরোহণ করি, সে রাত্রেই কথা তোমার মনে থাকিতে পারে। আমার পারে যে শৃঙ্খল বাধা ছিল, সেই শৃঙ্খল একটু আল্পা করিয়া আমি উঠিয়া দাঁড়াই, সুযোগ অব্ধবণ করি; অবসর বুঝিয়াই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ি। জাহাজের তলদেশে ক্রমে ক্রমে আমি অতল তলে তলাইতে লাগিলাম, কিন্তু আমার বুদ্ধিশক্তি ও আমার প্রতিশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই; জীবনকালের মধ্যে সহজ অবস্থার, সুস্থ অবস্থার আমার অভাবসিদ্ধ অরণশক্তি যেরূপ থাকিত, তখনও জলের ভিতরে সেই শক্তি সেইরূপ প্রবল ছিল। জাহাজের তলার আমি সঁতার দিতে আরম্ভ করিলাম, সঁতার দিয়া ডালিয়া উঠিলাম, যে দিকে চেউ চলিতেছিল, সেই দিকে ডালিয়া আসিয়া হালের নিকটে গিয়া আবার ডুবিলাম। দাঁড়ের শৃঙ্খল ধরিয়া বদলকণ সেইখানে সেইভাবে রহিলাম, তরলবেগে হাবুডুপ

খাইতেছিলাম, সে অবস্থাটা দূর হইল। উপরিভাগে আলো জলিতেছিল, আমি আবার ডুব দিলাম। নৌকাগুলি তখন খুলিয়া দেওয়া হইল। প্রায় পনের মিনিট কাল আমি জাহাজের কিনারায় খুলিয়া রহিলাম ; এক একবার ডুবিয়া বাইতেছি, এক একবার মাথা তুলিয়া ভাসিতেছি, অবশেষে আমি শাঁতার দিয়া দিয়া চলিলাম ; ক্রমাগত ডুবিতেছি আর ভাসিতেছি ; সেইরূপে ভাসিতে ভাসিতে আর ডুবিতে ডুবিতে এসেই নগরের তীর-ভূমির নিকটে উপনীত হইলাম। জাহাজখানা বেখানে ছিল, সেই স্থান হইতে সেই তীরভূমি প্রায় চারিশত হস্ত দূর। তীরে উঠিলাম, সাবধানে তীরে তীরে প্রায় একঘণ্টা কাল চলিয়া যাইলাম। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। অন্ধকারে পথ নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমি একটা কর্দমযর খাতের মধ্যে গড়িয়া গিয়াছিলাম।”

একটু থামিয়া মেলুমথ আবার বলিতে লাগিল, “অতিকষ্টে সেই গর্তের ভিতর হইতে উঠিলাম, সর্ব্বদাে কাদা লাগিয়াছিল, সেই সমস্ত কাদা ধোত করিবার নিমিত্ত আমি নদীর জলে নামিলাম। আমার বোধ হয়, মস্তকে কি একটা আঘাত লাগিয়াছিল, আমি অজ্ঞান হইয়া গড়িয়াছিলাম। যখন আমার চৈতন্ত হইল, তখন দেখিলাম যে, গ্রে আরলক গ্রামের একখানা কুটারে আমি অবস্থান করিতেছি। প্রথমে তীরে উঠিয়া বে পথ ধরিয়া আমি চলিতেছিলাম, চলিতে চলিতে যে পথে আমার প্রাণসঙ্কট বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই গ্রামখানা সেই স্থান হইতে অনেক মাইল দূর। জলে আমি ভাসিয়া বাইতেছিলাম, একজন বৃদ্ধ ভিত্তি আমাকে তুলিয়া লইয়াছিল। জলের উপর আমি অচেতনে চিং হইয়া ভাসিতেছিলাম, আকাশে চন্দ্র ছিল, জ্যোৎস্নার আলোকে সেই ভিত্তি আমার মুখখানি দেখিতে পাইয়াছিল। আমাকে ডাকায় তুলিয়া সেই ব্যক্তি জানিতে পারিয়াছিল, আমি মরি নাই, এ দেশের বড় বড় বংশের বড় বড় ধনবান্ লোকেরা যেমন পাৰ্বাণন্দয় হইয়া থাকে, গরীব লোকেরা সে বকম নির্দয় হয় না ; গরীব ভিত্তি দয়া করিয়া নিজের কুটারে লইয়া গিয়া দ্রুপক্বে আমার সেবা করিয়াছিল। খানিকক্ষণ পরেই আমার চৈতন্ত হইয়াছিল ; কিন্তু বে বিছানার তাহার। আমাকে শোয়াইয় রাখিয়াছিল, কয়েকদিন সেই বিছানা হইতে আমার উঠিবার শক্তি হয় নাই : অবশেষে উঠিবার সামর্থ্য হইয়াছিল। বেশী দিন আমি সেই গরীব পরিবারের গলগ্রহ হইয়। থাকিতে ইচ্ছা কর নাই, বিশেষতঃ আমার স্ত্রীকে ও প্রিয়তম

পুত্র-কন্ডাগুলিকে দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, অতএব ভিত্তি-বন্দ্যাতিকে বলিয়াছিলাম, তোমাদের নিকট হইতে আমি বিদায় হইব ।

উলউইচ বন্দরের নৌকা হইতে আমি পলায়ন করিয়াছিলাম, অবশ্যই সেই জনরবটা গ্রে আরলক গ্রামে পৌঁছিয়াছিল ; সেই বৃদ্ধ ভিত্তি সন্দেহক্রমে অনুমান করিয়াছিল, সেই পলাতক লোক হয়তো আমি । সে আমাকে সদর-ভাবে সেই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল । আমি তাহাকে সকল কথাই বলিয়াছিলাম । তখন সে আমার প্রকৃত বন্ধু হইয়াছিল, ছদ্মবেশ-ধারণের নিমিত্ত সে আমাকে এক প্রহু নাবিকের পোষাক ও রাহাধরচের জুত কয়েকটি শিলিং প্রদান করিয়াছিল । আমি লগুনে কিরিয়া আসিলাম । ওঃ ! আমার স্ত্রীকে ও প্রিয়তম পুত্রকন্ডাগুলিকে দেখিবার নিমিত্ত তখন যে আমার কত দূর আগ্রহ, আশার আশার কত দূর হৃদয়ের কম্পন, তাহা বলিবার নয় । যদি কোন শত্রুপক্ষ আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারে, তৎক্ষণাৎ পুলিশে ধবর দিয়া আমাকে ধরাইয়া দিবে, সে ভয়টা না রাখিয়াই পরিবারগণকে দেখিবার জন্য আমি বাসায়া গিয়া পৌঁছিলাম । হা পরমেশ্বর ! বাসাবাড়ীর দরজার আমি করাঘাত করিয়াছিলাম, দ্বার খুলিবার অগ্রে রাত্তার কোণে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমার বোধ হইয়াছিল, যেন আমি এক যুগ সেইখানে অপেক্ষা করিতেছি ! বাহযুগলে পত্নীকে আলিঙ্গন করিবার অভিলাষে—ছেলেগুলিকে বুকে করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে—সেই ক্ষুদ্র শিশুটিকে দর্শন করিবার মানসে—আমার চিত্ত তখন এত দূর ব্যাকুল হইয়াছিল যে, সেই আনন্দ উপভোগ করিলে আমি সমস্ত যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইব, যত কষ্ট সহ করিয়াছি, সেই আনন্দলাভ তাহার যথেষ্ট পুরস্কার হইবে ।

অবশেষে দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, দ্বারের চৌকাঠের নিকটে বাড়ীওয়ালী দণ্ডায়মানা । আমাকে দেখিয়াই তাহার ভয় হইল; সে অনুমান করিল, আমি পলাইয়া আসিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দিলে তাহার বিপদ ঘটবে ; আমার সহিত কথা কহিতেও সে তখন ভয় পাইয়াছিল । তাহার ভাবভঙ্গী আমি বেশ দেখিলাম, উষ্মগসাগরে আমার হৃদয় ডুবিল । কি একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা হইয়াছে, তাহাই আমার মনে হইল ; আশ্চর্য্য তা যে লভ্য, তৎক্ষণাৎ তাহাও বুঝিলাম । আমার পরিবারেরা সেই বাসা পরিত্যাগ করিয়া বাইতে বাধ্য হইয়াছে,—সাদা কথার—বাড়ীওয়ালী মাগী তাহাদিগকে তাড়াইয়া

দিয়াছে ! ক্রোধ হইয়াছিল, ক্রোধ সংবরণ করিয়া, বাড়ীওয়ালীকে আমি গোটাকতক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ; পুলিশের লোকেরা পাছে আমাকে দেখিতে পাইয়া গ্রেপ্তার করিয়া কেল, সেই ভয়ে বাড়ী-ওয়ালী হিনতি করিয়া আমাকে বলিয়াছিল, ‘পলাও !’—গতিক দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, সেখানে তখন যদি আমি কোন রকম গোলমাল করি, তাহা হইলে যে বিপদের হস্ত হইতে পলাইয়া আসিরাছি, আবার সেই বিপদে নিপতিত হইব । ইহা ভাবিয়াই অতিকষ্টে তখন আমি একটু শাস্তভাব ধারণ করিয়াছিলাম । শাস্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু অকস্মাৎ আবার মনের ভিতর মহাহুর্জীবনার উদয় হওয়াতে আমি কাদিয়া ফেলিলাম । বাড়ীওয়ালী স্বভাবতঃ চঃশীলা হইলেও আমার রোদন দেখিয়া তাহার মনে একটু দয়া হইয়াছিল । সে তখন বলিয়াছিল, ‘তুমি চলিয়া যাও, যদি কোন অপরিচিত লোক এখানে আসিয়া তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে, তুমি এখানে আসিয়াছিলে, এ কথা আমি কাহাকেও বলিব না ।’ আমার স্ত্রী-পুত্রেরা কোথায় চলিয়া গিয়াছে, বাড়ীওয়ালী সে কথা বলিতে পারিল না । কাঁসীকাঠে আরোহণ করিবার সময় লোকের মনের বৈরুপ অবস্থা হয়, সেই রকম মানসিক অবস্থায় আমি বাড়ীওয়ালীর সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিলাম ।”

প্রথমে অত্যন্ত বেদনা পাইয়া টিম মিংগেলস্ বলিয়া উঠিলেন, “হায় হায় ! গরীব বেচারার কি কষ্ট !”—আপন মনে এই কথা বলিয়াই তিনি পুনরায় বলিলেন, “তোমার বাসার বাড়ীওয়ালী তোমার পরিবারগণের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিলেও তোমার প্রতি নিতান্ত দুর্ব্যবহার করে নাই । কুমারী রোজ কষ্টের কষ্টবার তোমার বাসার তোমার তত্ত্ব লইয়াছিল, কষ্টবার তোমার সন্ধান জানিবার জন্ত সেইখানে লোক পাঠাইয়াছিল, কেহই কিছু বলিতে পারে নাই, তোমার কোন সন্ধানই জানিতে পারে নাই ।”

মেলুমথ বলিল, “সেই জন্ত বাড়ীওয়ালীকে আমি কমা করিয়াছি ; তাহা না হইলে তাহাকে আমি অত্যন্ত শত্রুর মধ্যে গণ্য করিতাম । মিটার মিংগেলস্ তুমি অবন কট-বটচক্ষে আমার গ্যামে চাহিয়া রহিয়াছ কেন ? আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইবার পূর্বে তোমাকে আরও তরফর তরফর বৃত্তান্ত শুনিতে হইবে । বাহা হউক,—আবার আমি আমার কাহিনী আরম্ভ করি ।—আমি তোমাকে বলিতেছিলাম, কোন সঙ্গীত বহুবা যে রকম মানসিক

অবস্থায় দাঁড়াইতে পারে না, সেই রকম মনের অবস্থায় আমি সেই বাড়ী-
ওয়ারী বাসস্থান হইতে চলিয়া আসিয়াছি ;—না,—যে সকল হতভাগা
হুঃখের জালায় তৃতলে গড়াগড়ি যায়, যে সকল খুনী আশামী মৃত্যুর সঙ্গে
মুখামুখি দেখাদেখি করিতে প্রস্তুত, তাহাদেরও মনের অবস্থা আমার
মত হয় না। হায় হায়। কোথায় আমার জী ? কোথায় আমার
প্রিয়তম পুত্রকন্যাভুলি ? তাহারা চলিয়া গিয়াছে। ছুমি কোথায়
গিয়াছিলে ? কিসের জন্য আমি তোমার বন্ধু ও সান্নালাভে বঞ্চিত
হইয়াছিলাম ? কি কারণে আমরা পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া পর-
স্পরের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইতে পারি নাই ? কেন আমরা একসঙ্গে উভয়ে
কাদিতে পারি নাই ? সমস্তই এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি ; দুঃখ নষ্ট-
লোকেরাই এই সকল বিপত্তি ঘটাইয়াছে। উলটাইচ হইতে আমার স্বীর
নামে চিঠি লিখিয়া যে সকল টাকা আমি পাঠাইয়াছিলাম, তাহা তাহার হস্ত-
গত হয় নাই ;—নিশ্চয়ই সেই সকল টাকা পাণ্ডা পুলিশের লোকে গোপন
করিয়া ফেলিয়াছে, আমার পরিবারেরা পথের ভিখারী হইয়াছে। হা পর-
বেশ্বর ! তখন আমার মনে যে তীব্র তীব্র অভিসম্পাতের আবির্ভাব হইয়াছিল,
সেই অভিসম্পাত এই পাণ্ডা-সমাজের বিনামূল্যের রক্তারক্তিতে, খুনোখুনিতে,
প্রতিশোধে পরিণত হইবে ; এই অভিসম্পাতে একজন লোক পাগলের
মত হইয়া নানা প্রকার দুর্কার্যসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে। হা, অভিসম্পাত
আমি বর্ণন করিয়াছিলাম ;—মুখ ফুটিয়া অভিসম্পাত দিই নাই, মনে মনেই
গর্জন করিয়াছিলাম ; ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত। প্রচণ্ড অভিসম্পাত। ধ্বংসকর
অভিসম্পাত। সে অভিসম্পাত বাক্যে আনয়ন করা যায় না, ভাষায় ব্যক্ত
করা যায় না, মনে মনে যতই চিন্তা করা যায়, ততই প্রবল হইয়া উঠে।
মিষ্টার মিগেলস্। আমি তোমাকে বলিতেছি, সেই অভিসম্পাত—সেই অভি-
সম্পাতের ফল আমি নিঃসন্দেহে ক্রমাগত দেখাইতে থাকিব, সমাজের যথা-
সাধ্য অনিষ্ট করিব, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কার্যে সমগ্র সমাজকে চমকাইয়া দিব ;
এই ভগৎকে আমি নরক তুল্য জ্ঞান করিয়াছি, মহাশয় যেরূপ প্রতিশোধ-
পিপাসী, সেইরূপ প্রতিশোধ-পিপাসায় কার্যসাধন করিতে আমি
প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যে যখনই হউক, এই পৃথিবী যদি এখনও প্রকৃত
নরক না হইয়া থাকে, তাহা হইলেও আমার প্রতিজ্ঞা—যতদূর আমার
সাধ্য, ততদূর পরিমাণে সকলের পদতলে আমি নরক স্থাপি করিব।

এই সকলকে মনোমন্দিরের উচ্চস্থানে রাখিয়া সেটপল-ক্রসের সম্মুখ-
তলীর সর্বস্থানে আমি পরিভ্রমণ করিয়াছি এবং একটা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার
বাত্তিদল দর্শন করিয়াছিলাম। শোকসন্তপ্ত বিরোগী লোকেরা, তাহাদের
বন্ধু-বান্ধবেরা ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনেরা ক্রমাগত মুখ ঢাকিয়া কাদিতে
কাদিতে বাইতেছে, তাহাও দেখিয়াছিলাম। তাহাদের মধ্যে কাহারও
কাহারও দীর্ঘশ্বাসও আমি শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম,
যথার্থই তাহারা শোকাভিভূত।

বাত্তিদলের সঙ্গে সঙ্গে কলের পুতুলের 'ন্যায় আমি সেটপল-ক্রসের
পুরাতন গোরস্থানে গিয়াছিলাম। কবর খোঁড়া হইল, শবাধার দিন্দুকটা
তাহার মধ্যে প্রোথিত করা হইল, কোদালের দ্বারা মাটি সরাইয়া সেই গর্ত
ভরাট করা হইল, সমস্তই আমি দেখিলাম; যাহারা বিরোগী, তাহাদের
শোকোচ্ছ্বাসের প্রবল বেগ আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমি তাহাদের
সকলের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম; প্রধান বিরোগী যখন কণেকের
জন্য মুখের ক্রমালখানি সরাইয়াছিল, সেই সময় তাহার মুখ নিরীকণ করিয়া
আমি চমকিয়া উঠিয়াছিলাম। ও পরমেশ্বর! সেই ব্যক্তি সেই পুলিশের লোক,
আমার পরিবারগণের নিতান্ত প্রয়োজনীয় খরচের জন্য বাহার হস্তে উল-
উইচ বন্দরে টাকা দিয়াছিলাম, সেই ব্যক্তিই সেই লোক। হাঁ,—সেই
পুলিশের লোক; ভাগ্যক্রমে তাহার শোকাবেগ অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল,
সে আমাকে দেখিতে পায় নাই; যদি দেখিতে পাইত, তাহা হইলে
নাবিকের পোষাকে আমার ছদ্মবেশ থাকিলেও সে তখন আমাকে
চিনিতে পারিত। দলের মধ্যে বাহার ছিল, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া
আমি জানিতে পারিলাম, যাহাকে গোর দেওয়া হইল, সেই মৃত ব্যক্তি
উক্ত পুলিশের লোকের জন্মদাতা পিতা। অহো! তৎকালে আমার বুকের
ভিতর যেন নরকের অগ্নিশিখা জলিয়া উঠিয়াছিল; আমার মনের ভিতর
তখন ভয়ানক ভয়ানক কল্পনার আবির্ভাব; কল্পনার যেন আমি দেখিয়া-
ছিলাম, সমুদ্রের অগাধ জলতলে একাধ কাল-সর্প কণা বিস্তার করিয়া
আছে। ঘটনা দেখিয়া, কল্পনার পথে বিভীষিকা দর্শন করিয়া, কল্পিত-
কলেবরে তথা হইতে আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। মৃত-বেহের উপর
হেঁ। শরিবার পূর্বে শহুনি যেমন পক্ষ-সঙ্কোচ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উড়িয়া
বেড়ায়, তাহার পর ভিন চারি দিন আমি সেই গোরস্থানের কবরের ধারে

সেইরূপে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলাম । আমার মস্তকে যত প্রকার ভীষণ কলনা ক্রীড়া করিয়াছিল, অবশেষে সকলগুলি একত্র হইয়া আমাকে যেন এক ব্রহ্ম ভয়ঙ্কর মধ্যে মগ্ন করিয়া ফেলিল । ভয়ানক শিরঃপীড়া,—বিষম দুর্বলতা—সর্বশরীরে অঙ্গের উত্তাপ,—এই সমস্ত উপসর্গ উপস্থিত হইয়া আমাকে যেন উন্মাদরোগগ্রস্ত করিয়া তুলিল ; মুখে বাঁকা ছিল না, অথচ সেই রোগ ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া, উঠিয়াছিল । বুকিতে পারিয়াছিলাম পাংগ্লামী, কিন্তু কোন প্রকারেই তাহার পরাক্রম নিবারণ করিতে পারি নাই, মনের ভিতর নরকায়ি, সেই অগ্নি ক্রমশই প্রজলিত ; যে অগ্নি-প্রভাবে মাহুষ মোরিয়া হইয়া উঠে, সেই অগ্নি আমাকে অহরহঃ জালাইয়া জালাইয়া প্রকৃত পাংগল সাজাইয়া রাখিয়াছিল ! মনের খেয়ালের বেগ রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে আমি বাজারে গিয়া একখানা কোদাল কিনিয়াছিলাম ;—যখন রাত্রি হইল, তখন আমি সেই সেন্টপল-ক্রসের পুরাতন গোরস্থানে প্রবেশ করিয়া, সেই পুলিশ-প্রহরীর পিতার কবর খুঁড়িলাম,—কফিনটা তুলিয়া মৃতদেহ বাহির করিলাম, তাহার পর কোদালের দ্বারা সেই মৃতদেহটা খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ছেদন করিয়া ফেলিলাম ।”

চেয়ারের উপর ঘুরিতে ঘুরিতে মিষ্টার মিংগেলস্ আতঙ্কে ও স্থণার কম্পিত হইতে লাগিলেন ; তাঁহার ওষ্ঠপুট কম্পিত হইতে লাগিল, গন্তদেশ বিসৃত হইয়া গেল ; উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “হা পরমেশ্বর !”

বিক্রপের হাসি হাসিয়া মেলমথ বলিল, “তাহা ত আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, অনেক ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর কথা তোমাকে শুনিতে হইবে : শুনিবার জন্য তুমি বুক বাধিয়া থাকো ; তাহা তুমি বুকিতে পারিতেছ না ।”

এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটু উদাসভাবে জিজ্ঞাশা করিল, “এখন আমি কি করিব ?—থামিয়া বাইব কি বলিয়া বাইব ?”

চঞ্চল হইয়া মিংগেলস্ বলিলেন, “বলিয়া যাও—বলিয়া যাও ! তোমার কাহিনী শুনিতে শুনিতে যদি আমি এক একবার চমকিয়া উঠি, তাহা তুমি গ্রাহ্য করিও না ; বিশ্বাস প্রকাশ করিবার কারণ আছে বলিয়াই আমি বিশ্বাস-পন্ন হই । এখন অবধি আমি যতদূর পারি স্থির হইয়া শুনিব । বলিয়া যাও :—তুমি বলিতেছিলে, কবর খুঁড়িয়া মৃতদেহ বাহির করিয়াছ ! সেই দেহটা একজন পুলিশ-প্রহরীর পিতার ;—সেই দেহটা তুমি যদা কোশে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ ; তাহার পর ?”

মেলুমথ বসিল, "ই", সেই কার্য আমি সমাধা করিয়াছিলাম। সেই পুলিশ-প্রহরীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার গিত্তর শব্দ-বোঁটা আমি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলাম। আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল, দিবা জ্যোৎস্না ; চন্দ্রকিরণে চতুর্দিক আলোকিত হইয়াছিল ; সেই সময় আমি সেই খণ্ড খণ্ড শব্দেহের পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম ; আমার শরীরে কিছু পূর্বে অভূত শক্তির সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু তখন যেন আমি সেই শক্তি হারাটয়া জ্বর বালকের স্নায় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম ; অসহ্য গ্রীষ্ম, শীতল চন্দ্রকিরণেও আমার দেহ শীতল হইল না, দর-দর-ধারে স্বামি বসিতে লাগিল ; আমি অজান হইয়া পড়িলাম। যখন চৈতন্য হইল, তখন গীর্জার ঘড়ী হইতে আওয়াজ আসিল, মাজি একটা। তখন আমি তাড়াতাড়ি কোদালখানা কুড়াইয়া লইয়া, ছুটিয়া বাহির হইলাম। কত কি বিভীষিকা দেখিতে দেখিতে সেই পুরাতন গোর-স্থানের চারি ধারে ঘুরিতে লাগিলাম। প্রভাতে নিকটস্থ একটা দরিদ্র-পত্নীতে একখানা কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় লইলাম ; সেই পত্নীতে কেবল গরীব লোকেরাই বাস করে। যে কুটীরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, সেই কুটীরেই মাটির উপরে আমি শুইয়া পড়িলাম। সেই পাড়ার বাহারা ছিল, ভোরে বাহারা গোর-স্থানের দিকে গিয়াছিল, তাহারা কিরিয়া আসিয়া ভয়ে ভয়ে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, গত রাত্রে সেন্টপল-ক্রসের পোরস্থানে ভয়ানক কাণ্ড হইয়াছে, কোন ব্যক্তি গোর হইতে মরা-মাছুষ তুলিয়া খণ্ডে খণ্ডে কাটিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের সেই সকল কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, পাড়া শুদ্ধ লোকের মনে নিদারুণ আতঙ্কের উদয় হইয়াছিল। বেশ হইয়াছিল। লণ্ডনের অতি ভয়ঙ্কর ঘণিত সমাজের বতদূর মন করিতে পারি, সেই সমাজের সমস্ত পবিত্র স্থান বতদূর কলঙ্কিত করিতে পারি, তাহাই আমি করিব, তাহাই আমার প্রতিজ্ঞা। সংগ্রাম, সংগ্রাম। যে সমাজে কেবল স্বার্থপরতা, কেবল নির্দয়তা ও কেবল অবিচারের আধিপত্য, প্রাপণে সেই সমাজের সঙ্গে আমি সংগ্রাম করিব ! যে সমাজ ইচ্ছা করিয়া মানুষকে রাক্ষস করিয়া তুলে, শাস্ত্রশ্রুতির লোককেও মোরিস করিয়া তুলে, নিরস্তর বুদ্ধ করিয়া সেই সমাজকে আমি উৎসব দিব, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা হইল ; অতীষ্ট সিদ্ধ করিবার অসংখ্য উপায় আমার মনোমধ্যে কলনাপথে সমুদিত হইল। একজন আতিচ্যুত, সমাজচ্যুত ও সর্বচ্যুত লোক সমাজের সমস্ত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে, সকলকে বিনাশ

করিবে, অসম্ভববোধে এইরূপ আশঙ্কা থাকিলেও আমার সংকল্প অটল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মাহুবকে আমি য়ারিব, বিজনপথে পথিক লোকদিগকে গুপ্ত-হত্যা করিব, পথিক লোকের মুখে সাদৃশ্যউত্তরিক এনিড নিক্ষেপ করিব, আরও কত সৃষ্টি করিব, আমার কল্পনাপথে তখন সেইরূপ বহু সংকল্প আসিয়া ছিল। হী, আসিয়াছিল;—মনে মনে হাসিয়া বিকট বিজ্ঞানন্দে আমি ফুলিয়া উঠিয়াছিলাম। আমি তখন—”

শব্দবাক্তে সাতকে চেয়ার হইতে উঠিয়া বিকৃত-কণ্ঠে মিগেলস বলিয়া উঠিলেন, “বস্—বস,—আর আমি শুনিতে পারি না।”—এই পর্যন্ত বলিয়া, আবার কি ভাবিয়া, তখনি আবার তিনি উপবেশন করিলেন, বাস্ত হইয়া বলিলেন, “না না,—ভূমি বলিয়া যাও, শেষ পর্যন্ত সমস্ত কথাই আমি শুনিব। তোমাকে আমি বাধা দিয়াছি, উজ্জ্বল ভূমি আমাকে ক্ষমা কর।”

কিরংকর্ণ ইত্যন্ততঃ করিয়া একটু পরে মেলমথ আবার বলিতে লাগিল, “আজ্ঞা, আমি বলিতেছি। যুদ্ধেব সংকল্প করিয়া, তাহা সিদ্ধ করিবার যত্নেব, সমাজকে ভয়ের উপর ভর্য দেখাইবার যত্নেব আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। যখন রাত্রি আসিল, তখন আমি সেই কোদালখানা লইয়া রাজ-ধানীর পূর্বপ্রান্তে শর্টডিচ গোরস্থানের দিকে চলিলাম। চতুর্দিকে লোকালয়, মধ্যস্থলে সেই গোরস্থান। সেই রাত্রিকালে আমি সেই গোরস্থানে প্রবেশ করিয়া নিরীহ, অচেতন যুতদেহের উপর দৌরাঙ্গ্য করিয়াছিলাম। রজনী-প্রভাতে লোকেরা গোরস্থান দেখিয়া নগরমধ্যে গল্প করিয়াছিল, গোর খুঁড়িয়া, যুতদেহ বাহির করিয়া, কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি যুতদেহ ভিন্ন-ভিন্ন করিয়াছে। কেহই তাহাদের কথার প্রথমে বিশ্বাস করে নাই। সেন্টপল-ক্রসের গোরস্থানের ভয়ানক কাণ্ডটার জনরব শর্টডিচে পৌছিয়াছিল; তাহার শুনিয়াছিলেন, তাহার উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন; তাহার পর আবার নিজ শর্টডিচের গোরস্থানে সেইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা শুনিয়াও তাহার উপহাস করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন তাহার সেই গোরস্থানে উপস্থিত হইয়া স্বচক্ষে দেখিলেন, একটা কবর খোলা রহিয়াছে, ককিনটা ভয়াবহর বাহিরে পড়িয়া আছে, যুতদেহ বগু-বিধগু হইয়া মাটির উপর বিকলিত রহিয়াছে, তখন তাহারের আতঙ্কের সীমা-পরিমীমা রহিল না; সকলেই অবাক হইয়া পরস্পর মুখ-চাহাচাহি করিতে লাগিলেন।

ওঃ! আমার পক্ষে কি আনন্দ, কি অসীম আনন্দ! আমার মনে কি যে অসীম সন্তোষ, তাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না। আমি তখন খানকতক মদের দোকানে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছিলাম, যে সকল মাতাল সেই সকল জায়গায় সর্বদা গতিবিধি করে, তাহারা চুপি চুপি সেই ভয়ঙ্কর কথাই বলাবলি করিতেছিল। রাত্তার বাহির হইয়া আরও আমি দেখিয়াছিলাম, প্রত্যেক বাড়ীর দ্বারের পার্শ্বে ও গবাক্ষপথে যাহারা মুখ বাড়াইয়াছিল, তাহাদের সকলের মুখেই মহাবিস্ময় ও মহাভয়ের কালিমা সম্বলিত। ধন্য পরমেশ্বর! আমার প্রতিশোধের কেমন সুন্দর ফল ফলিতেছিল! আমি কোন্ কীটাকীট,—লোকেরা মনে করিলেই আমাকে নিমেষমধ্যে পদতলে দলন করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু তাহা পারে নাই; ক্ষুদ্র কীট হইয়াও আমি সহস্র সহস্র মানবের মনে ভয় উৎপাদন করিয়াছিলাম! ইহা কি আমার পক্ষে মহানন্দের বিষয় নহে? ইহা কি আমার বিজয়-গৌরবের কারণ নহে? তৃতীয় রজনীতে আমি আর একটা গোরস্থানে চুপি চুপি প্রবেশ করিয়াছিলাম। সেই গোরস্থানটা সেটমাথু বেথনাল গ্রীনে। ওঃ! সেই রক্তভূমে আমি সেই রাত্রে দুটি অভিনয় করিয়াছিলাম; দুইটা কবর খুঁড়িয়া দুইটা মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়াছিলাম! পরদিন প্রাতঃকালে সেই পল্লীর সমস্ত লোক যেন শবাচ্ছাদনবস্ত্রজড়িত সেই সকল খণ্ড খণ্ড শবের আকৃতির জায় ভীষণ ভাব ধারণ করিয়াছিল! পুরুষেরা রক্তপায়ী বাহুড়ের গল্প তুলিয়াছিল, বৃদ্ধা জীলোকেরা ভূত-প্রেতের গল্প ও নর-শৃগালের গল্প জুড়িয়াছিল। শান্ত বদনের অন্তরালে আমি আমার আনন্দ লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আমি পাগল।

বিজয়ানন্দে মনে মনে যথার্থই আমি বিজয়-প্রলাপ কীর্তন করিয়াছিলাম। চতুর্থ রজনীর অভিনয়ের জন্য আমি প্রস্তুত হইতেছিলাম, রাজধানীর অন্ত এক প্রান্তে গোর খুঁড়িবার কলন করিতেছিলাম। সেই সময় নানা প্রকার ভয়ানক জনরব আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল;—গোরস্থান চৌকী দিবার নিমিত্ত লোকেরা শীকারী কুকুর লইয়া স্থানে স্থানে পাহারা দিবে, মাছব-ধরা ফাঁদ পাতিবার জন্য স্ত্রী-সংযুক্ত কামান বসাইবে, সেই সকল মন্ত্রণা হইয়াছিল। সেই সকল কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ভয় হইয়াছিল, সাহস দূরীভূত হইয়াছিল, ভীষণত্ব কমিয়া গিয়াছিল,—ভীষণতা তখন কাপুরুষতার পরিণত হইয়াছিল। নিশাকালে আমি যেন

নিজীবের ন্যায় ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আবার আমার সাহস হইয়াছিল ; তথাপি আমি ভাবিয়াছিলাম, সমাজের ততদূর সতর্কতার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে হয় ত আমার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইবে ।”

নরনার্স এইখানে একটু থামিল ; মিগেলস তাহাকে এক পাত্র মদ্যিয়া প্রদান করিলেন । মদ্যপান করিয়া মেজমথ সতেজ হইল, তাহার চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিকুলিজ নির্গত হইতে লাগিল ; মুখখানিও আরক্ত হইয়া উঠিল । মিগেলস তাহাকে অহরোধ করিবার অগ্রেই সে অব্যাহতি হইয়া নিজেই আবার আরম্ভ করিল ;—

“কয়েক দিন অতীত হইয়া গেল, আমি অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিলাম ; বাড়ীর ভিতর থাকা অসহ্য হইয়া উঠিল, দিনের বেলাই বাহির হইতে আরম্ভ করিলাম । একটা গোরস্থানের নিকট দিয়া আমি যাইতেছিলাম, গোরস্থানের ভিতর প্রবেশ করিবার ইচ্ছা হইল । সে দিন আমি কোদাল লইয়া বাহির হই নাই । রৌদ্রের উত্তাপে আমার চেহারা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, নাবিকের পরিচ্ছদ পরিধান, আমি যেন তখন রবিদগ্ধ জাহাজের খালসী । গোরস্থানে প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল ; কিন্তু আমি প্রবেশ করিতাম না, কোন এক দৈবশক্তি যেন আমাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া প্রবেশ করাইল, দৈবশক্তি,—আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই অলৌকিক দৈবশক্তি আমাকে চালাইতে লাগিল, আমার মনে দৃষ্টভাব ছিল না, সেই অলৌকিক শক্তি জোর করিয়া আমাকে রূপধে লইয়া গেল । বলিয়াছি দৈবশক্তি, বাস্তবিক সেটা দৈবশক্তি নয়,—ভৌতিক শক্তি ।

গোরস্থানে আমি প্রবেশ করিলাম, সবে মাত্র আমি সমাধিস্তম্ভের পাথরগুলি দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতেছি, হঠাৎ একটা চঞ্চল স্বর চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “সাবধান ! ওখানে মানুষ-ধরা ফাঁদ আছে, স্পিণ্ডারলা কামান পাতা আছে !”—কথাটা আমি পূর্বে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু তখন মনে ছিল না ; ঐ ভয়ঙ্কর স্বর শ্রবণ করিয়া আমার ভয় আসিল, দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলাম ; ফুটপাথের উপর বেড়াইতেছি, এমন সময় দেখি, গীর্জার গাড়ী-বারান্দার দিক হইতে একটি লোক আমার দিকে আসিতেছে । তাহাকে দেখিয়াই আমি বুকিতে পারিলাম, যে লোক আমাকে গোরস্থানের ভিতর সাবধান করিয়াছিল, সেই লোক । আকার-প্রকার দেখিয়া স্থির করিলাম, দিবা সরলকদম্বর রসিক লোক । অহমানটা আমার ভুল

হয় নাই; যথার্থই বেশ লোক। দুই জনে আমরা কথোপকথন আরম্ভ করিলাম। লোকটি আমাকে বলিল, 'এই গোরহানে এবং অস্ত্রান্ত গোরহানে রাত্রিকালে বহু উপজীব হয়, কে আসিয়া গোর খোঁড়ে, মাছ খোলে, মৃত-দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটে; ভৌতিক কাণ্ড করে। সেই আততায়ীকে ধরিবার জন্য কাঁদ পাতা হইয়াছে, কামান পাতা হইয়াছে, কোন পথিক লোক গোরহানের মধ্যে না যায়, নিবেশ করিবার জন্য আমি এখানে প্রহরী নিযুক্ত হইয়াছি।'—আমি একজন সাদাসিধা লোক, সামান্য খালাসী মাত্র, এই মিথ্যা-কথা বলিয়া সেই লোকটির বিশ্বাস জন্মাইয়া দিলাম, আমি নিজেই যে সেই প্রকার উপজীব করি, তাহা তাহাকে জানিতে দিলাম না; সে আমাকে বিশ্বাস করিয়া সকল কথা বলিল। ঘাসের ভিতর কি রকমে কাঁদ পাতা হইয়াছে, কবরের সঙ্গে তাবের যোগ করিয়া কি রকমে কামান পাতা হইয়াছে, কি রকমে চারিদিকে সেই সকল কাঁদ ও তার বসান হইয়াছে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত কথাই আমার কাছে প্রকাশ করিল, একটি কথাও গোপন করিল না। সব কথা শুনিয়া ধানিকরণ পরেই আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

বতটুকু বেলা ছিল, সেই সকল কথা মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে ততক্ষণ আমি ইতস্ততঃ পরিলক্ষণ করিলাম; আমার বুকের ভিতর বেন ভূতের খেলা হইতেছে, এইরূপ আমি বোধ করিলাম। সন্ধ্যা হইল। জর হইলে মাহুকের যেমন রক্ত পরম হয়, সেই রকমে আমার গায়ের রক্ত বেন অগ্নি-যোগে তপ্ত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে আবার আমাকে কি ভয়ানক কার্য করিতে হইবে, তাহাই চিন্তা করিয়া আমার বার-পর-নাই বাতনা বোধ হইতে লাগিল; কি অশুভরূপে আমার জন্ম হইয়াছিল, তাহাই চিন্তা করিয়া আমার জন্মকণকে আমি অভিলাপ দিলাম। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, আমি এক রকম পাগল হইয়াছি, নিজের উপরেই যুগা জড়িল; পাগলের মত হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু বুদ্ধি অস্থির হয় নাই, কার্য করিবার যে সকল শক্তি অবশ্যক, তাহাতেও আমি বঞ্চিত হই নাই।

রাত্রি অগ্রসর হইতে লাগিল, কে বেন আমাকে গলা-ধাক্কা দিয়া সেই ভৌতিক কার্যে প্রেরণ করিবার জন্য জন্মরহস্য করিতে লাগিল। যে কুটীরে আমি থাকি, সেই কুটীরে কিরিয়া গিয়া কোমালখানা লইলাম, লোকে পাছে দেখিতে পায়, সেই ঘরে সেখানে কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া

রাখিলাম। বাগ্নির হইয়া প্রথমেই আমি বাজারে চলিলাম; তখন আমার কেবল ছয় পেন্স মাত্র সম্বল ছিল, একটা কামারের দোকানে গিয়া সেই দামে একজোড়া কাঁচি কিনিলাম। মিটার মিগেলস! হাঁ, এই সব আমার পাগলাখীর গল্প, দুকাখোর গল্প, বাকগভুলা ভয়কর ভয়কর আচরণের গল্প!”

পাখী যেমন সর্প দেখিলে ভয় পায়, সেই রকম ভয় পাইয়া মিগেলস বলিলেন, “হাঁ—হাঁ, সত্য সত্যই তোমার সেই রকম গল্পই বটে!”—গল্প শুনিতে শুনিতে উঠিয়া যাওয়া অসম্ভব বোধ হওয়াতেই মনে মনে ভয় রাখিয়াও মিটার মিগেলস ঐরূপ উক্তি করিয়াছিলেন।

চকিত-চকলম্বরে মেলুমথ বলিল, “তাহাই বটে! এখন আমি শীঘ্র শীঘ্র আমার ভীষণ কাহিনীর উপসংহার করি। কেন না, আর বেশী বলিতে আমার বড় কষ্ট হইতেছে, তুমিও অবশ্য শুনিতে কষ্ট বোধ করিতেছ। হাঁ, প্রাতঃকালে যে গোরস্থানে আমি গিয়াছিলাম, রাত্রিকালে আবার সেই গোরস্থানে প্রবেশ করিলাম। তখন আমার মনের ভিতর যে কি ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছিল, পরমেধর জানেন। বুকের ভিতর যেন মহাঝটিকাবেগে সমুদ্র-তরঙ্গ ছুটিতেছিল, আরব-দেশে মরুভূমিতে ঘূর্ণী-বায়ু বহিলে যেমন ভয়কর উত্তাপ উদ্ভিত হয়, আমার বুকের ভিতর তখন সেইরূপ বড় বহিতেছিল। মনে তখন হই প্রকার আকর্ষণ। স্বভাব বেরূপ সরল, একদিকে সংপ্রেক্ষিতিতে সেইরূপ টান, অপর দিকে নরকের টান।”

ভয়ে ভয়ে মিগেলস বলিলেন, “শেখের টানটাই তবে প্রবল হইয়াছিল?”

তৎক্ষণাৎ মেলুমথ প্রতিধ্বনি করিল, “হাঁ, শেখের টানটাই জরলাভ করিয়াছিল। ফাঁদ পাতা আছে—স্প্রিংয়ের কামান পাতা আছে, আমার মনে মনে সে ভয়টা আগিতেছিল, কামানের আগুয়াজ হইলেই আমি অজান হইয়া পড়িব, তাহাও বুঝিতেছিলাম, তথাপি সমুদ্রেরা যেন আমাকে তেলিয়া তেলিয়া সেই ঢুকর কার্যো প্রবৃত্ত করিল; যমের কর্তব্যর যেন আমার কর্ণ-কুহরে গর্জিল, যমের পদশব্দ যেন শুনিতে পাইলাম। বোধ হইতে লাগিল, যেন বড় বড় বাসের নীচে কাল-ভুজদেরা হাঁ করিয়া রহিয়াছে,—আমাকে গ্রাস করিয়া কেলিবে, কণে কণে এইরূপ আশঙ্কা হইতেছিল, তথাপি আমি কবরের পাথরের উপর উঠিয়া বীড়াইলাম।

দূরে দূরে যেউ যেউ যবে কুতুর ডাকিয়া উঠিল। আমি মনে করিলাম, শরকারী লোকেরা যে সকল শীকারী কুতুর রাখিয়াছে, আমার গর্জ

পাইয়া হয় ত তাহারাই ডাকিয়া উঠিয়াছে ; কিংবা হয় ত গনীর ভিতর দিয়া কোন অচেনা লোক বাইতেছে, কুহুরে তাহাৎই তাড়া করিয়াছে। বাস্তবিক সেই কুহুরেরা আমাকে দেখিতে পার নাই। কবরের পাথরের উপরে দাঁড়াইয়া, চক্ষুরিংশে একটু দূরে আসিয়া একটা নূতন কবর দেখিতে পাইলাম ; কলের কামানের তারগুলো কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে পাতা হইয়াছিল, জ্যোৎস্নার আলোতে তাহাও দেখিয়া লইলাম। যে নূতন কবরটা আমার চক্ষে পড়িয়াছিল, ধীরে ধীরে সেই কবরের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। কবরের উপর দিয়াই তার পাতা ছিল ; পকেট হইতে কাঁচি বাহির করিয়া একটা তারের মাঝামাঝি কাটিয়া, দুই ধারে সরাইয়া রাখিলাম ; তাহার পর নিরাপদ ভাবিয়া কোদাল দিয়া কবরটা খুঁড়িলাম, ককিন্টা তুলিলাম, সিন্ধুকের ডালা খুলিয়া দেখি, তাহার ভিতর আমার নিজের স্ত্রীর মৃতদেহ !”

ঘন ঘন কম্পিত হইয়া সবিস্ময়ে মিগেলস্ বলিয়া উঠিলেন, “কি !—তোমারই স্ত্রী ?—কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! কি ভয়ঙ্কর কথা !”

দুই হস্তে মুখাবরণ করিয়া পৌঁ পৌঁ গর্জনে মেলুমথ বলিয়া উঠিল, “মহা ভয়ঙ্কর,—মহা ভয়ঙ্কর ! গোরের ভিতর হইতে যে সিন্ধুকটা আমি তুলিয়া-ছিলাম, সেই সিন্ধুকের ভিতর আমার পত্নীর মৃতদেহ !”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, একটু সামলাইয়া সে তাহার মুখ হইতে হাত দুইখানা নামাইল। মুখখানা তখন দেখিলেই ভয় হয় ; দারুণ যন্ত্রণায় সে মুখ যেন মরা-মাছবের মুখের মত খেতবর্ণ। কথা বলিতে বলিতে হতভাগা যেন জ্ঞানহারী হইয়াছিল, জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া সে আবার বলিতে লাগিল, “হাঁ, আমার নিজের পত্নী ! কি রকমে মরিয়াছে, কি রকমে গোর হইয়াছে, তাহা বুঝিতে আমার বিলম্ব হইল না। অনাহারেই মৃত্যু, গ্রাম্য ধর্ম্মসমাজের চান্দাতেই সমাধি !”

ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া মেলুমথ পুনরায় আরম্ভ করিল, “সে রাত্রের সেই ভয়ানক ঘটনার কথা আর আমি বেশী বলিতে পারিব না। শব-সিন্ধুকটা আবার গোরের মধ্যে রাখিয়া তাহার উপর মাটি ঢাপা দিলাম, সেখানে আর থাকিতে না পারিয়া শশব্যস্তে ছুটিয়া বাহির হইলাম। জ্যোৎস্না-রাত্রি, কুটপাথের উপর আমি আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় দেখি, স্থপরিচ্ছন্নধারী একটি দোক ভয়ানক মাজাল হইয়া টলিতে টলিতে আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে পড়িল, আমি তখন একেবারে নিঃসবল ;

মাতালের নিকটে গিয়া তাহার পকেট হইতে গোটাকতক টাকা তুলিয়া লইলাম । টাকা চুরি করিয়া আমার আনন্দ হইল ; মাতালের তখন হাদাশা করিবার শক্তি ছিল না ; সুতরাং আমি তাহাকে আশ্বাস করিলাম না । টাকা লইয়া ছুটিয়া পলাইতেছি, একটু পরে মনে হইল, আবার একটা নূতন পাপ করিলাম ! কি করি, সমাজের সমস্ত লোক যখন আমাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন আর আমার সাধু হইবার চেষ্টা করা বৃথা । ভাবিয়াছিলাম ঐ রকম, তথাপি সাধুভাবে মনে হইয়াছিল, আমার যদি ঐশ্বর্য থাকিত, তাহা হইলে সেই মাতালকে সর্ব্বশ্রম অর্পণ করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতাম ; কিন্তু আমার কিছুই ছিল না ; কাজে কাজে পাষাণে বুক বাধিয়া সেই জঘন্ত আবাস-কুটীরে ফিরিয়া আসিলাম । দিনকতক পরে পিশাচের প্ররোচনায় আবার আমার কুমতি আসিল ; স্মৃতি অনেক বৃথাইল, ধর্মবুদ্ধি একবার আমার সহায় হইল, কিন্তু অশুভ পিশাচেরা জয়লাভ করিল ; আবার আমি একদিন গভীর রজনীতে আর একটা গোরস্থানে প্রবেশ করিলাম ; একটা গোর লক্ষ্য করিলাম ; সেই গোরের উপরেও তার পাতা ছিল, কাঁচি দিয়া সেই তার কাটিলাম, গোর খুঁড়িয়া মৃতদেহ তুলিলাম, কোদাল দিয়া দেহটা খণ্ড খণ্ড করিলাম ; আতঙ্কে যেন এক প্রকার অবসাদ আসিল ; গোরের পাশেই অচেতন হইয়া শুইয়া পড়িলাম । দুই তিন ঘণ্টা সেই ভাবে অচেতন ছিলাম ; যখন চৈতন্য পাইলাম, তখন অকস্মাৎ ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিল ; সে ক্ষেত্রে মহা বিপদ আছে, সে কথাটা তখন আর স্মরণ থাকিল না ; উঠিয়া—দাঁড়াইয়া—ছুটিয়া পলাইবার উত্তোপ করিলাম ; ছুটিবার সময় একটা তারের উপর আমার পা পড়িয়াছিল, গুড়ুম করিয়া কামানের আওয়াজ হইল, আমার পারে কামানের গোলা বাজিল, ভৎক্ষণাৎ আমি বসিয়া পড়িলাম ; ভয়ানক যন্ত্রণা হইতেছিল, হ হ করিয়া রক্ত পড়িতেছিল, তথাপি আমি বসিয়া থাকিতে পারিলাম না—কামানের আওয়াজ হইয়াছে, পাড়ার লোকেরা সে আওয়াজ অবশ্যই শুনিতে পাইয়াছে, অবশ্যই সকলে জাগিয়াছে, এখনি ছুটিয়া আসিয়া আমাকে ধরিয়া কেলিবে, নিশ্চয়ই আমাকে পুলিসে দিবে, বিচারে নিশ্চয়ই আমার ফাঁসী হইবে, সেই ভয়ে সেই অবস্থায় আবার উঠিয়া খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া ধানিকচুর চলিলাম, অসবরত রক্ত পড়িতেছিল, আর এক জায়গায় বসিয়া, ক্রমাগত দিয়া সেই কত-হানটার পটা বাধিলাম, আবার অতি কষ্টে গোরস্থান হইতে

বাহির হইয়া পড়িলাম । কেহ আমাকে ধরিতে পারিল না ; অতি কষ্টে আরও ঋণিকদূর গিয়া মস্ত একখানা বাড়ী দেখিতে পাইলাম, হাট হইয়া সেই বাড়ীর কটকের ধারে হেলিয়া পড়িলাম । বাড়ীখানা অন্ধকারে যেন জেলখানা বলিয়া বোধ হইল ; বাস্তবিক জেলখানা নয়, পরকণ্ঠেই জানিতে পারিলাম, গরীব লোকের আশ্রয়স্থান, চিকিৎসার স্থান, নীরোগ গরীবের প্রমনিবাস । তখন আমার মনে আশা হইল, তবে হয় ত আমার নিরাশ্রয় পুত্রকন্যাগুলিকে এই বাড়ীতে দেখিতে পাইব । আশ্রয়ের লোক আসিয়া আমাকে লইয়া গেল । আহত হইরাছিলাম, রক্তপাত হইরাছিল, কি প্রকারে আঘাত, লোকেরা সেই কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমি একটা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া তাহাদিগকে বুকাইয়া দিয়াছিলাম ।”

এই সকল অদ্ভুত ঘটনা শুনিতে শুনিতে অধিকতর কৌতূহলী হইয়া, সবিস্ময়ে মিগেলস জিজ্ঞাসা করিলেন, “কারখানাবাড়ী ?”

ভীতস্বরে মেলমথ উত্তর করিল, “হাঁ, কারখানাবাড়ী ; গরীব লোকের আশ্রয়স্থান । সেই বাড়ীতেই মাতৃহীন শিশু-সন্তানেরা আশ্রয় পাইয়াছে, তাহাও আমি জানিতে পারিলাম ; কিছুদিন থাকিতে থাকিতে সেগুলিকে দেখিতেও পাইলাম ; কিন্তু হায় ! যে শিশুটি সর্কাপেক্ষা ছোট, যেটি দুঃখপোষ, সেই শিশুটি সেইখানে মরিয়াছে, একজন ডাক্তার সেই মৃতদেহ লইয়া গিয়াছে ; আরকে ভিজাইয়া চিকিৎসাগারে সেই শিশুটিকে রাখিবে, নিঃসন্দেহ সেই ডাক্তারটার তাহাই মত লব । ওঃ ! সেই পাখণ্ডটা কদাচ বিনাদেও নিরুত্তি পাইবে না, মনে মনে আমার সেইরূপ গল্প । আরও আমি শুনিয়াছি, একজন বড় লোকের বাড়ীর দরজার বাহিরের লোপানের উপর আমার টেপবাসিনী স্ত্রী অবশ্যে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন ! সেই বাড়ীর লোকগুলোকেও প্রতিফল দিবার প্রতিজ্ঞা আমার অন্তরে স্থান পাইয়াছে । ষাহারা যাহারা আমার উপর আর আমার পরিবারের উপর নিষ্ঠুরচরণ করিয়াছে, তাহাদের সকলকেই উচিত প্রতিফল দেওয়াই আমার লক্ষ্য । প্রতিফল না দিলে কিছুতেই আমার প্রতিহিংসাপিপাসার শান্তি হইবে না । এইখানেই বসিয়া রাখি, যে পোরস্থানে মরা-মাতুল ভুগিয়া কলের কামানের গোলাতে আমি আহত হইরাছিলাম ; লন্ডনের উত্তর-পশ্চিম সহরতলীর মধ্যে সেই পোরস্থান । আর বেশী কথা বলিতে পারিতেছি না, শেষ কথাগুলি সংক্ষেপেই বলি । যে ডাক্তার আমার মৃত শিশুটিকে লইয়া গিয়াছিল, গ্রাম্য

ডাক্তারের সহিত একদিন সেই ডাক্তার উক্ত প্রমনিবাসে আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল, আমার অঙ্গের দ্রুত যে প্রকার এবং যত জারগার আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সেই ডাক্তার বলিয়াছিল, যে কাণ্ড লইয়া চতুর্দিকে হলুতুল পড়িয়াছে, সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের মারক এই রাকস ! সেই কথা প্রকাশ হওয়াতে আমাকে অত্র ঘরে তাহার সরাইয়া দেয় । যে ঘরে পাগলেরা থাকে, আমাকে ভয়ানক গুমোগাগল স্থির করিয়া সেই ঘরেই লইয়া রাখে, ঘরটা অন্ধকূপের ভায় পাগলা-পারদ । সেই গারদের পাগলেরা বিদ্রোহী হওয়াতে আমি আমার ছেলেগুলিকে লইয়া নিরাপদে সেই কারখানা-বাড়ী হইতে গলাইয়া আসিয়াছি ; সেটা হইল আজ ছয় সপ্তাহের কথা ।”

মিগেলস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই অবধি তোমার মনের ভাব পরিবর্তিত হইয়াছে, পূর্বের ভায় তবে তুমি আর হৃৎকর্ষ করিতেছ না ?”—সন্তোষকর উত্তর প্রাপ্ত হইবার আশায় মিগেলসের ঐ প্রকার প্রশ্ন ।

ভীতদৃষ্টিতে মিগেলসের মুখপানে চাহিয়া মেল্মথ উত্তর করিল, “সেই অবধি আমি সে রকম স্থগিত কার্য আর করি না ; যে পৈশাচিক শক্তি আমাকে সেই প্রকার ভয়ঙ্কর স্থগিত কার্যে প্রবৃত্তি দিত, সে শক্তি এখন আর আমার উপর আধিপত্য করে না । আমার চেহারা দেখিয়া তুমি বুঝিতে পারিতেছ, আমাকে সন্মলশূন্য গরীবের মত দেখায় না, অথচ সংপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জন করিতে পারি, তেমন কোন গহ্বা অধেষণ করিয়া পাই না, কাজে কাজেই আমি এখন চোর হইয়াছি ;—পেশাদার চোর । ছেলেগুলিকেও আমি চৌধ্য-কার্য শিক্ষা দিতেছি ।”

অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া মিগেলস্ বলিয়া উঠিলেন, “ও পরমেশ্বর ! ও ! বেল্মথ ! সত্যই কি ইহা সম্ভব ?”

বিকট-হাস্তে আত্মার প্রকাশ করিয়া মেল্মথ উত্তর করিল, “সত্যই আমি চোর হইয়াছি, সত্যই আমি ছেলেগুলিকে চোর বানাইতেছি ! সাহু-তার কি দরকার ? চরিত্র ভাল রাখাতে কি উপকার ?—কিছুই না । যে ক্ষত্রে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ, সেটা কি তুমি ভুলি-তেছ ? তোমার টাকা চুরি করিয়াই তোমার সঙ্গে আমি আলাপ করিয়াছিলাম । লেণ্টজেন্স দ্বারা আমি কি তোমার টাকা চুরি করি নাই ?”

ব্যগ্রথরে মিগেলস্ বলিলেন, “করিয়াছিল, সে কথা সত্য, কিন্তু তাহার পর সেই কার্যের জন্য তুমি বিস্তর অহুতাপ করিয়াছিল।”

মেলমথ বলিল, “অহুতাপের হেতু ছিল। তখন আমি পাপ-কার্যে নতন ব্রতী ; যে সকল কার্যকে জগতের লোকে দুর্কার্য বলে, সে সকল কার্যে আমার তখন ভর ছিল ; চরিত্র নির্মল রাখিতে, নামটিকে নিষ্কল রাখিতে বরাবর আমার ইচ্ছা ছিল ; কিন্তু এখন আমার সে রকম প্রবৃত্তি একটুও নাই। কল কথা—আমার একটা গুরুতর ব্রত আছে,—সেই ব্রতটি উদ্‌ঘাপন হইলে অচিরেই আমি এই দুঃখময় পাপ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এখনও আমার মহাযুদ্ধ বাকী আছে। কি কি ভয়ানক কার্য আমি করিব, শীঘ্রই তাহা তুমি শুনিতে পাইবে।”—এই পর্য্যন্ত বলিয়া, সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, অত্যাগা আবার বলিতে লাগিল, “সেই ভাস্করটা, যে আমার ক্ষুদ্র শিল্পের মৃতদেহ চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহাকে—আর সহরের ওয়েস্ট এন্ডের যে বাড়ীর দ্বারের চৌকাঠের উপর আমার স্ত্রী অজ্ঞান হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে বাড়ীর লোকগুলোকে এবং সেই প্রিন্স অব ওয়েলস্—বাহার অত্যাচারে সর্বপ্রথমে প্রিয় পরিবারগণের সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটয়াছিল, সেই ছরাত্মা রাজকুমারকে, তাহাদের সকলকেই আমি সমুচিত শাস্তি দিব ; কাহাকেও আমি ছাড়িব না।”

মনের আবেগে তীব্রকণ্ঠে এই সকল কথা বলিয়া, লোকটা তখন দ্বিরদৃষ্টিতে মিগেলসের মুখপানে তাকাইয়া রহিল।

মিনতিবচনে মিগেলস্ বলিতেছিলেন, “প্রিয়বন্ধু, তুমি—”

সব কথা না শুনিয়াই অস্থিরভাবে মেলমথ বলিল, “মিষ্টার মিগেলস্ ! বাহাই কেন তুমি বল না, কিছুতেই আমার প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হইবার নয়। তবে কেবল আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, জগদ্বীর্ষের তোমার আর সেই নিরপরাধিনী সুলারী কুমারী রোজ কঠোরের মঙ্গলবিধান করুন।”

এই সকল কথা বলিয়া সেই নর-রাক্ষস তৎক্ষণাৎ ক্রতপদে গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল, মিগেলস্ও শশব্যস্তে চেয়ার হইতে উঠিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, “আর একটু থাকিয়া বাও।”—মেলমথ সে কথা শুনিল না ; সবেগে উপর হইতে নামিয়া আসিয়া রাস্তার বাহির হইল ; মিগেলস্ বখন সদর-দরজার চৌকাঠের উপর গিয়া দাঁড়াইলেন, মেলমথ তখন একওয়ার রোডের কোণের দিকে একটা ক্ষুদ্র গলীর ভিতর অদৃশ্য হইয়া গেল।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ।

আবুলের শেষ প্রায়শ্চিত্ত ।

যে দিন উপরি-উক্ত ঘটনা হইয়াছিল, সেই দিন আর সেই সময়ে আলিস-বরীর নিকটস্থ ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনে আরও এক ভয়ঙ্কর ঘটনার অহুষ্ঠান ।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকাল । প্রকৃতির শোভা অতি রমণীয় । আকাশ দিব্য পরিষ্কার । নির্মল বায়ু প্রবাহিত । ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনের চতুর্দিকে ক্ষেত্রশোভা সর্বজনের মনোহারিণী । তরু-লতা নব নব পুষ্প-পল্লবে সুশোভিত । প্রকৃতি যেন কুসুম-বসনা হইয়া বিবিধ বর্ণে শোভা পাইতেছিলেন । মাঠে মাঠে সবুজবর্ণ তৃণপুঞ্জ শোভা পাইতেছিল, বোধ হইতেছিল যেন, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কার্পেট পাতা রহিয়াছে । ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে মেঘশাবকেরা লাকাইয়া লাকাইয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে । অমলসলিলা শ্রোতবতী বায়ু-হিল্লোলে নৃত্য করিতেছে । যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই প্রকৃতি-সুন্দরীর চিত্ত-চমৎকারিণী শোভা ; সে সকল শোভা দর্শন করিলে দর্শকজনের মন-মন বিমুক্ত হয় ।

ট্যাম্ফোর্ড-নিকেতনের সম্মুখস্থ উদ্যানে আবুল ডেস্‌বরা সজ্ঞীক পরিক্রমণ করিতেছেন ; হাত-ধরাধরি করিয়া ভ্রমণ নহে—পাশাপাশি পাদচারণ । প্রস্তর-বাগুকা-বিনির্মিত সুন্দর বক্সে তাঁহারা পরিক্রমণ করিতেছেন, এক ধারে নব-পল্লবিত তরুশ্রেণী, অপর ধারে সুন্দর সুন্দর পুষ্প-বৃক্ষ ; কতকগুলি রক্ষে নব নব কুসুম বিকশিত ।

জী-পুরুষে একটিও বাক্য-বিনিময় হইতেছে না । উভয়েরই দৃষ্টি ভূমির দিকে ; তাঁহাদের মুখের ভাব দেখিয়া অমুমান করা যায়—মনের ভিতর গুরুতর চিন্তা অথবা যন্ত্রণাদায়ক বিবাদের আবির্ভাব ; অথচ তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রকার বিবাদ-কলহ হয় নাই, কথান্তর অথবা মনোভ্রমও ঘটে নাই । কথোপকথন ত হইতেছিলই না, তদ্বির পরস্পরের মুখের দিকেও পরস্পরে কুটিল-দৃষ্টিতে চাহিতেছিলেন না ; জীর অভিমান হইলে জী-পুরুষের ভাব-ভঙ্গী যেমন দেখায়,—সেরূপ লক্ষণও কিছুই নাই । রিপু-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত জী-পুরুষে সহবাস হয়, লেডীর বদনে সেরূপ কোন বিরাগভাব লক্ষিত হইতেছে না ;

স্বাধীন মুখেও ভুক্তি লক্ষ্য কিংবা কোডের লক্ষণও দৃষ্ট হইতেছে না। না,—সে রকম কিছু নহে, অল্প প্রকার ভাবনার তাঁহাদের উভয়েরই চিত্ত বিচলিত, অল্প প্রকার কারণে তাঁহাদের অন্তরাঙ্গা বিকল।

বস্তুতঃ কোন প্রকার গুহ্য কারণে উভয়ের প্রতি উভয়ের কেমন এক প্রকার স্রণা ও বিরাগের উদয় হইয়াছে, লক্ষণে যেন আতঙ্কের ছায়াও পরিলক্ষিত হইতেছে। সেই ভয়ঙ্কর খুনের ব্যাপারটা তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর সহানুভূতি হরণ করিয়া লইয়াছে! উভয়ে পাশাপাশি হইয়া বেড়াইতেছেন, যে স্তম্ভরী রমণীকে আবুল এত দিন দেবীর স্রায় পূজা করিতেন, প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, সেই স্তম্ভরী এখনও মনোহর বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া সদে রহিয়াছেন, তথাপি তাঁহার অঙ্গের বাতাসে আবুলের ঘন ঘন কম্প আসিতেছে; বোধ হইতেছে যেন, রমণীর রেশমী পরিচ্ছদের ভিতর হইতে কাল-ভুক্তিনি মূখ বাহির করিতেছে, সেই মুখখানি কিন্তু স্তম্ভরী কামিনীর মুখের স্রায় কমণীয় দেখাইতেছে। সে কামিনীকে স্পর্শ করিলেই দেহ অপবিত্র হইবে, আবুল বাহাদুর তাহাই মনে করিতেছেন; কামিনীর প্রতি নিখাসে যেন বিষকরণ হইতেছে, ময়নেও যেন বিষ মাখা রহিয়াছে, তিনি ক্ষণে ক্ষণে তাহাই মনে করিতেছেন। কামিনী নিকটবর্তিনী হইলে তাঁহার সর্বদা কাঁপিতেছে; শীত্ৰই যেন কি একটা মহা বিপদ সংঘটিত হইবে, তাহাই অসম্ভব করিয়া আবুলের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। ওঃ! যে রমণীকে স্পর্শ করিলে তিনি অপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতেন, বাঁহাকে তিনি হৃদি-সিংহাসনের আরাধ্যা দেবী মনে করিয়া অর্চনা করিতেন, রমণী যে স্থান দিয়া চলিয়া যাইতেন, সেই স্থানের ভূমি অপবিত্র জ্ঞান করিয়া, সেই স্থানের ধূলি তিনি হৃদয়ে ধারণ করিতেন, সেই অর্চনীয়া ভালবাসা রমণীর প্রতি তাঁহার এখন দুই প্রকার ভাব! আকাশ হইতে বৃষ্টিধারার স্রায় অলংখ্য বিযাক্ত পদ্ম-পাল পতিত হইয়া যেমন উদ্ভানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারাগুলিকে ও বিকশিত কুসুম-গুলিকে জ্বল করিয়া ফেলে, সেই খুনটা যেন সেইরূপ বিযাক্ত হইয়া স্তম্ভরীর অঙ্গ-লাবণ্য শুষ্ক করিয়া দিয়াছে, মানব-হৃদয়ে যত প্রকার স্নেহ, ভালবাসা ও কোমলতা স্থান পাইতে পারে, আবুল ডেম্বরার হৃদয়ের সেই সকল ভাব যেন অকালে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, কাউকেই ডেম্বরার অন্তরে যদি পূর্ণ-ভালবাসার রেখা থাকে, তথাপি তিনি স্বামীকে মুক্ত-মনে দেখিতে পারেন না; তাঁহার মনে মনে

ধারণা, তাঁহার স্বামী সেই নরহত্যার সহকারী। আবুল ডেসুবরা সমাজ-
মধ্যে মাত্ত-পণ্য সম্রাট বড়লোক, তাঁহার চরিত্র উদ্ভয়, লোকের প্রতি তাঁহার
দয়া আছে, সমস্ত লোকে তাঁহাকে সমাদর করে ; কিন্তু তাঁহার স্বী এক্ষণে
তাঁহাকে কলঙ্কিত বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। তিনি মনে মনে ভাবেন,
যে পাপকার্য আমি করিয়াছি, আমার স্বামী তাহার সহকারী, সুতরাং আমি
তাঁহাকে এখন যে চক্ষে দেখিতেছি, সে চক্ষু আর বেশীদিন তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক
বলিয়া দর্শন করিবে না।

সেই মাননীয় দম্পতির পরস্পর মনোভাব এই রকম। পরস্পরের প্রতি
পরস্পরের ঘৃণা ; সহস্র চেষ্টা করিয়াও সে ঘৃণা তাঁহারা কবাইতে পারিতেছেন
না, উভয়ে মুখামুখি দাঁড়াইতে হইলে ভয় হয়, নির্জনে উভয়ে একত্র
ধাকিতেও ভয় হয়, পরস্পরের হস্তধারণ করিতেও ভয় হয়।

দৈবাৎ এই দিন উভয়ে উদ্ভানমধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছে। সাক্ষাৎ হইবে,
পূর্বে তাঁহারা কেহই জানিতে পারেন নাই। শেষবেলায় শীতল বায়ু-সেব-
নের জন্ত আবুল ডেসুবরা একাকী উদ্ভানে বেড়াইতেছিলেন, লেডী তাহা
জানিতেন না ; উদ্ভানে প্রবেশ করিয়াই স্বামীকে দেখিতে পাইয়া তিনি
চমকিয়া উঠেন, খতমত থাইয়া বান ; কি করেন, মাথা হেঁট করিয়া নীরবে
কাছে কাছে বেড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কতক্ষণ গেল, কেহই কাহা-
রও পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন না, কাহারও মুখে একটিও বাক্য-নিঃসরণ
হইল না। বহুক্ষণ সে রকমে চুপ করিয়া থাকা অসহ্য বোধ হওয়াতে আবুল
বাহাদুর অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, “এলিনর ! শীঘ্র আমাদের এ অব-
স্থাটা শেষ হওয়াই ভাল।”

পতির বাক্যের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া, একটু কম্পিত হইয়া এলি-
নর অবাক হইয়া রহিলেন।

আবুল পুনর্বার বলিলেন, “হাঁ, শেষ হওয়াই ভাল। তুমি অবশ্যই আমার
বাক্যের অর্থ বুঝিয়াছ, কেন বুঝা হলনা দেখাও ? অধিক দিন আর এ রকমে
এই ভয়ঙ্কর জীবন বহন করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে।”

উদাসীনভাবে একটু বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া কাউণ্টেস্ বলিলেন, “ভয়ঙ্কর
জীবন মিঃ লর্ড।”

এই কথা বলিয়াই তিনি একবার বক্রকটাক্ষে স্বামীর মুখপানে চাহি-
লেন, তখনি আবার অন্তরিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

লগুন-রহস্য ।

লর্ড বাহাদুর একটু উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, “এলিনর! কেন আর কাপটা দেখাও? যাহা আমি বলিয়াছি, তোমার অন্তরাঙ্গা নিশ্চয়ই তোমাকে তাহার অর্থ বলিয়া দিতেছে। দেখ এলিনর!—আমাদের উভয়ের চক্ষেই এখন আমরা বিষভূলা হইয়াছি! যদিও যুদ্ধের কথার মনের ভাব প্রকাশ করিতে এ পর্য্যন্ত সাহস করি নাই, ভূমিও কর নাই, কিন্তু আমাদের চক্ষু আর আমাদের কার্য্য তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতেছে। এলিনর! পাপ আমাদের উভয়ের মধ্যে ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছে; আমরা আর বেশীদিন একসঙ্গে বাস করিতে পারিব না।”

মুখখানি আরও নীচ করিয়া অস্পষ্ট-স্বরে কাউণ্টেস্ বলিলেন, “যদি আমরা পৃথক্ পৃথক্ থাকি, তাহা হইলে দেশের লোকে কি বলিবে?—কি একটা মহা কেলেকার ঘটনা উঠিবে? কত লোকের মনে কত প্রকার সন্দেহ জাগরিত হইবে!”

শুভ্রনখরে আবুল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে কি আমরা পৃথক্ হইব না?”

কাউণ্টেস্ উত্তর করিলেন, “না,—কখনই পৃথক্ হওয়া হইবে না।”

আবুল বলিলেন, “পৃথক্ হওয়া হইবে না, কিন্তু এ রকমে আমরা আর একত্র থাকিতেও পারিব না।”

কাউণ্টেস্ বলিলেন, “না, এ রকমে একত্র বাস করাও উচিত হয় না।”

এই কথার পর উভয়েই চুপ। এমন কি, একটীবারও উভয়ে একটুও কটাক্ষ-বিনিময় করিলেন না। মছর-গতিতে উভয়ে বাড়ীর দিকে চলিলেন। বাইতে বাইতে মৌনভঙ্গ করিয়া যুদ্ধকণ্ঠে আরন্ বলিলেন, “চমৎকার দিন! রমণীয় সময়! রমণীয় স্থান! রমণীয় প্রাসাদ! প্রকৃতির শোভাও পরম রমণীয়! এই সুখ-সময়ে তোমাতে আমাতে মিলিত হইতে পারিলে বড়ই সুখের বিষয় হইত।”

শ্রমিয়, কোতুহল ও সংশয়ে কাউণ্টেস্ তখন বিশাল-দৃষ্টিতে স্থায়ী মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, সেই খুনের পর অবধি একদিনও তিনি ভতরঙ্গ স্থায়ী বদন নিরীক্ষণ করেন নাই; চাহিয়া চাহিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ‘ইনি যে একগুণে প্রকৃতির শোভার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, ইহার অর্থ কি? সংসারের প্রকৃত অবস্থা যখন আমাদের উভয়ের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবার উপক্রম, তখন বাহ্য-সৌন্দর্য্য দর্শনে সন্তোষ আসিবার সম্ভাবনা কি? ইনি কি তবে পরিহাস করিয়া ঐ সব কথা বলিলেন, অথবা

অকপটে সরলভাবেই মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। বাহাই হউক, তস্ফট। জানিয়া লইতে হইবে। এইরূপ ভাবিয়া স্বামীকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি তবে এখন ছাদের উপর যাইতে ইচ্ছা কর?”

আবুল উত্তর করিলেন, “এলিনর! যদি তুমি সেইরূপ ইচ্ছা কর, তবে তোমার সঙ্গে যাইতে আমি অভিলাষী। আমি যেন বুঝিতেছি, শোভা-দর্শনে তোমার মনে যে আনন্দের উদয় হইবে, তাহাতে হয় ত শুভফল ফলিতে পারে।”

যদি ও মনে মনে অনিশ্চিত ভয়, তথাপি কৌতূহলবশে কাউন্টেন্স বলিলেন, “তবে চল, ছাদে যাওয়া যাউক।”—এই বলিয়াই লেডী অগ্রে অগ্রে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ আবুল ডেস্‌বরা। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে দুই তিন মিনিট তিনি পূর্বের হায় প্রকৃতির শোভা বর্ণন করিলেন। শুনিয়া শুনিয়া এলিনরের সম্মুখে হইল; কি যেন একটা ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে, তাহাই তিনি বুঝিয়া লইলেন। যথার্থই তাহার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল।

আবুল বলিলেন, “দুর্ভাবনার চিত্ত যখন উত্তেজিত থাকে, তখন কোন প্রকার পরিবর্তনে নিশ্চয়ই কিছু উপকার হয়, মনে কতকটা শান্তি আসিতে পারে। উপরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা আমার একান্ত ইচ্ছা। আমাদের বাগানের হাওয়াটা কিছু গরম;—নীচের হাওয়া ঐরাই গরম থাকে; ছাদের উপর হইতে স্বভাবের শোভা দেখিয়া এবং সুশীতল বায়ু সেবন করিয়া তোমারও মন অনেকটা শান্ত হইতে পারিবে। বল দেখি এলিনর, আমার যেরূপ ধারণা, তোমার কি সেই রকম?”

কাউন্টেন্সের চিত্ত অত্যন্ত উত্তলা হইয়াছিল, মনে মনে ভয়ও আসিয়াছিল, স্বামীর প্রাণে তিনি তখন কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। যুহুর্ন্ত-মধ্যে তিনি সেই মনোহর নিকেতনের শিখরদেশে পদাঙ্গণ করিলেন। ছাদের কার্গিসের ধারে নিয়ভাগে একটা পোস্তা গাঁথা ছিল, এত নীচু যে, তাহার নিকটে যাইতে সকল লোকেরই ভয় হয়, অতি নিকটে উপস্থিত হইতে সকলের মনেই বিপদের আশঙ্কা উদ্ভিত হইয়া থাকে। পোস্তার নীচেই বাগান; উপর হইতে পড়িলে মাহুকের অস্থি চূর্ণ হইয়া যায়।

সেই পোস্তার নিকটে গিয়া লর্ড ডেস্‌বরা বিস্তৃত হস্ত সঞ্চালন পূর্বক কাউন্টেন্সকে বলিলেন, “দেখ দেখ, কি চমৎকার শোভা! এ শোভা কি

তোমাকে প্রকৃত করিতে পারিতেছে না ?”—বলিতে বলিতে তিনি সেই ভয়ঙ্কর স্থানের আরও নিকটবর্তী হইলেন, নীচের দিকে খুঁকিলেন ; তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে প্রকৃতির শোভাবর্ণন ।

“বেয়ো না—বেয়ো না ! অত নিকটে বেয়ো না ! দোহাই পরমেশ্বর ! কিরে এসো ! বহা বিপদ ঘটতে পারে,—দীর্ঘ কিরে এসো !”—এই সব কথা বলিতে বলিতে কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা ছুটিয়া গিয়া স্বাধীন হস্ত ধারণ করিলেন ; সত্বরমনে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ।

স্বপ্ন-মুখ কিরাইরা লর্ড বাহাহুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “এলিনর ! পাছে আমার বিপদ ঘটে, সেই ভয়ে কি তুমি ঐ রকম কথা বলিতেছ ? আমার বিপদের আশঙ্কার তবে কি তুমি কাতর হও ?”

কাউণ্টেস্ চকিত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাতে কি তুমি সন্দেহ কর ? তোমার বিপদ ঘটিলে আমি কাতর হইব না, ইহা কি তুমি বুঝিতে পারি-রাছ ? তোমার মঙ্গলের জন্য আমার প্রাণ সর্বদাই ব্যাকুল । ও কি !—তুমি আমার পানে ও রকম কটমট-চক্ষে চাহিতেছ কেন ?—আমাকে কি তুমি ফাঁসাইতে—”

না শুনিয়াই আরন্ বাহাহুর স্বরিতস্বরে বলিলেন, “তোমাকে ?—প্রিয়তমে এলিনর ! তোমাকে আমি ফাঁসাইব ?—সে কি কথা ?—তোমার একগাছি কেশও আমি ছিন্ন করিব না । তবে কি না, আমাদের মধ্যে একটা শেষ-নীমাংসা হওয়া ভাল ; আমি মরিলে যদি তুমি সুখী হইতে পার, তোমার সুখের জন্য আমি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ।”

সবিস্ময়ে কাউণ্টেস্ বলিয়া উঠিলেন, “অকস্মাৎ এ কি কথা ক্রান্সিস্ ? তোমার মুখে এমন নির্দোষবাক্য কেন নির্গত হইল ?”

অন্নকণ চুপ করিয়া থাকিয়া, বিস্ময়িতমনে পক্ষীর মুখের দিকে চাহিয়া, তাঁহার একখানি হস্ত ধারণ পূর্বক গভীরস্বরে আরন্ বাহাহুর বলিলেন, “অল্প কথায় আমি তোমাকে আমার মনের ভাব বুঝাইয়া দিতেছি । তুমি বলি-রাছ, এ রকমে আমাদের আর অধিক দিন একত্রে বাস করা পোষাইবে না, আরও বলিরাছ, আমাদের পরস্পর বিচ্ছেদ হওয়াও দুর্ঘট ; স্বী-পূর্ববে ছাড়া-ছাড়ি হইলে সকল লোকে সন্দেহ করিবে । বাহা তুমি বলিরাছ, আমিও তাহাই বলি । এরূপ হলে আমাদের এখন কি করা উচিত ? যখন উভয়-সদৃশ । তখন মঙ্গলের দিকে আর কি কোন উপায় নাই ?”

এইরূপ প্রস্তাব করিয়াই আরল্ বাহাদুর পতীর হাতখানি ছাড়িয়া দিলেন, কাউন্টেন্স আপন বক্ষঃস্থলে সেই হাতখানি স্থাপন করিয়া, আকাশ-পানে চাহিয়া, একটি বীর্ষমিথাস ত্যাগ করিলেন ; চারিটি চক্ষু কিন্তু সমগ্রত্রে মিলিত হইয়া রহিল । একটু চিন্তা করিয়া আরল্ বাহাদুর বলিলেন, “দেখ এলিনর ! আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনের তফাৎ হওয়াই এখন উত্তম উপায় । পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন, তুমি স্থখে থাকো, জগৎকে জানাইয়া দিও, দুর্ঘটনা, দৈবঘটনা—কেন জানো,—এইমাত্র আমি তোমার হস্ত ধারণ করিয়াছিলাম, সতৃকনরনে তোমার মুখপানে চাহিয়াছিলাম, এখনও চাহিয়া রহিয়াছি, তুমিও আমার মুখপানে চাহিয়া রহিয়াছ, কিন্তু সেই সাংখ্যাতিক রজনীর ভয়ঙ্কর ঘটনা হওয়া অবধি আমাদের উভয়ের মনে উভয়ের প্রতি বিরাগ জন্মিয়াছে, ভয়ও হইয়াছে, তুমিও আমাকে সন্দেহ কর, আমিও তোমাকে সন্দেহ করি । যদিও এখন এই রকম একটু ঘনিষ্ঠতাব হইল, কিন্তু ভবিষ্যতে আবার সেই রকম ঘৃণা, সন্দেহ ও আতঙ্কের উদয় হইবার সম্ভাবনা ; তখন আবার তোমার দিকে চাহিতে ঘৃণা হইবে, তোমাকে স্পর্শ করিতে ভয় হইবে ;—আমারও হইবে, তোমারও হইবে । সেই জন্ত বলিতেছি, উভয়ের মধ্যে একজনের তফাৎ হওয়াই—”

কথাগুলি বলিতে বলিতে হতভাগ্য আরল্ হঠাৎ সেই পোস্তার উপর হইতে লম্ফ দিয়া নীচে পড়িলেন । কাউন্টেন্স চীৎকার করিয়া উঠিলেন, মগ্নভেদী চীৎকার ;—হাৎকার করিয়া উঠিলেনঃ স্বরে রোদন ।

বাগানে যে সকল মালী কার্য্য করিতেছিল, উপর হইতে কি পড়িল, তাহা দেখিবার জন্ত ছুটয়া সেই দিকে আসিল ; দেখিল, তাহাদেরই মনিব—সেই বাড়ীর কর্তা স্বয়ং ভূমির উপর গড়াগড়ি খাইতেছেন । মন্তকটি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে । প্রাণবায়ু বহির্গত ।

বাড়ীর চাকরেরা বিভ্রান্ত হইয়া দ্রুতপদে ছাদের উপর গিয়া উঠিল ; কাউন্টেন্স তখন রোদন করিতে করিতে পাগলিনীর মত প্রলাপ বকিতে-ছিলেন, দাসীরা ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিল, শয্যার উপর শুয়াইয়া দিল, কাউন্টেন্স মূর্ছিতা । এ দিকে লর্ড ডেস্‌বরার অপবাত-বৃষ্টির সংবাদটা যেন দাবানলের স্তায় পল্লীমধ্যে শীঘ্র শীঘ্র প্রচার হইয়া পড়িল ।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ ।

—*—

নিউগেট-কারাগারে আকস্মিক ঘটনা ।

ষ্ট্যাফোর্ড-নিকেতনের পটপরিবর্তন । নূতন দৃশ্য হইতেছে নিউগেট-কারাগারের তমোন্নয়ন গল্পের । যে দিন আবুল ডেসব্বার জীবনের অবসান, সেই দিনেরই এই সকল ঘটনা ।

বেলা দুই প্রহরের অল্পক্ষণ পরে কারোলাইন ওয়ান্টার কারাগারমধ্যে নীচু নীচু খিলানকরা দরদালানে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছে, সেই স্থান হইতে অন্তান্ত কয়েদীর কয়েদ-ঘরে প্রবেশের দ্বার দৃষ্ট হয় । পূর্বে বলা হইয়াছে, যে সময়ের কথা আমরা লিখিতেছি, সে সময়ে নিউগেট-জেলখানার কয়েদীর পক্ষে কোন প্রকার শক্তাশক্তি নিয়ম ছিল না ; টাকা খরচ করিতে পারিলে কয়েদীরা জেলখানার মধ্যে ইচ্ছামত স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত ; টাকার জোরেই কারোলাইন ওয়ান্টার কয়েদ-ঘরের মধ্যে না থাকিয়া বাহির-দালানে বেড়াইতে পারিতেছে ।

কয়েদীদের ভোজনের সময় হইল । কয়েদীরা নিজ নিজ ঘরের লোহার গরাদের নিকটে আসিয়া হুড়াহুড়ি বাধাইল । যে সকল কয়েদীর টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা ছিল না, তাহারা জেলখানার বরাদ্দমত খানা খাইয়া তুষ্ট হইল ; যাহাদের টাকার জোর আছে, যাহারা প্রহরিগণকে ঘুস দিয়া বশীভূত রাখিতে পারে, বাহিরের সরিষাখানা হইতে, কাকিঘর হইতে অথবা বজ্রবান্ধবদের বাড়ী হইতে তাহাদের খানা আসিল । কারোলাইন বেড়াইতে বেড়াইতে একটু তফাৎ হইতে সেই সকল কয়েদীর বিকট বিকট মুখ দেখিয়া ভয়ে ভয়ে কাঁপিতেছিল ;—সকল মুখের মধ্যে দুইখানা মুখ অতিশয় ভয়ঙ্কর ; যত প্রকার অপরাধ সম্ভব হইতে পারে, সকল প্রকার অপরাধের ক্যাটালগ যেন সেই দুইখানা মুখে ছাপা রহিয়াছে । তখন তাহাদের খানা আইসে নাই ; তাহারা অত্যন্ত অধীর হইয়া কাঠগড়ার রেলের ধারে মুখ বাড়াইয়া রহিয়াছে । সেই দুখানা মুখ দেখিয়াই কারোলাইনের আরও বেশী ভয় হইয়াছিল ।

কারাগারে যে প্রহরী থাকে, কারোলাইন তাহাকে টাকা দিয়া বশ করিয়া

রাখিয়াছিল, সেই গ্রহরী তখন সেই দালানের এক ধারে অশ্রুমনস্কভাবে ধীরে ধীরে পায়চারী করিতেছিল; কারোলাইন তাহার নিকটবর্তিনী হইয়া, অজুলি-সঙ্কেতে সেই দুইখানা মুখ দেখাইয়া, চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, “উহার কে ?”

গ্রহরী উত্তর করিল, “জানো না ?—সমস্ত ইউরোপ-খণ্ডের মধ্যে উহার বিখ্যাত বদ্মাস । এক জনের নাম জো ওয়ারেন, —লোকে উহাকে ম্যাগস-ম্যান বলিয়া জানে ; দ্বিতীয় লোকটার নাম স্টিকেন গ্রাইস ; লোকের মুখে উহার ডাকনাম বিগ্ বেগারম্যান । এখনও উহাদের খানা আসে নাই ; সেই জন্যই ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিতেছে । উহার সকল প্রকার পাপকাৰ্য্য করিয়া বেড়ায় । একবার ঐ ম্যাগসম্যান ধরা পড়িয়াছিল, এই জেলখানায় হাজতে ছিল ; আশ্চর্য্য কৌশলে পলাইয়া গিয়াছিল ; আবার ধরা পড়িয়াছে । এইবার সামুদ্রিক বিচারালয়ে উহাদের বিচার হইবে । জলপথে ডাকাডাকী করা, নরহত্যা করা, জাহাজের লোকজনকে গুলী করা অপরাধ ; আরও কত যে অপরাধ, পরমেশ্বর জানেন ।—তাই ত,—কারোটিপোল এখনও আসিতেছে না কেন ?”

বুঝিতে না পারিয়া কারোলাইন জিজ্ঞাসা করিল, “কারোটিপোল ? কে সে ?”

গ্রহরী উত্তর করিল, “ঐ বিগ্ বেগারম্যানের কত্তা । সে আমাকে অনেক টাকা দেয় । সে রোজ রোজ ঐ দুই জনের খানা লইয়া আইসে । খুব ভাল ভাল জিনিস আনে । মোরগের কাবাব—শূও-রের কাবাব—পায়রার কাবাব, কত কি আনে ।—ঐ—ঐ য়ে—সে আসিতেছে ।”

কারোটিপোল কারাগারের দালানে প্রবেশ করিল ;—হস্তে একটা প্রকাণ্ড বুড়ি ; প্রবেশ করিয়াই গ্রহরীর দিকে চাহিয়া, একটু মাথা নাড়িয়া বলিল, “সেলামু মিষ্টার পিগম্যান !”—গ্রহরীকে সেলাম দিয়াই কাঠগড়ার নিকটে গিয়া সেই বুড়িটা নামাইয়া রাখিল ।

কত্তার দিকে চাহিয়া বেগারম্যান জিজ্ঞাসা করিল, “কেন তোমার এত দেরী কারোটা ?—অ্যা ?”

কারোটা উত্তর করিল, “তুমি যে লোকটার নাম জানিতে বলিয়াছিলে, তাহাই জানিতে আমি গিয়াছিলাম । নাম আমি গেয়েছি । যে পুস্তকে

এ দেশের সমস্ত বড় বড় পরিবারের নাম-টিকানা লেখা থাকে, সেই কে সেই নাম আমি দেখে এসেছি।”

বাগ্রথবের ম্যাগসম্যান জিজ্ঞাসা করিল, “কে সেই লোক ?”

কারোটি বলিল, “দৌড়িয়া দৌড়িয়া আমার প্রাণ দখ হইয়াছে, এই খুঁড়িটা সারাপথ আমি ষাড়ে করিয়া আনিয়াছি, হাঁপাইয়া পড়িয়াছি, তোমাদের থানা খাইবার বিলম্ব হইতেছে, সেই জন্যই ক্রমাগত ছুটিয়া আসিয়াছি। আমাকে একটু সময় দাও, একটু দ্বিরাইয়া সব কথা আমি বলিতেছি।”

প্রহরীর নাম পিগম্যান। কারোলাইন ওয়াল্টার সেই পিগম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই কারোটিপোল কি খুব নিকটেই থাকে ?”

পিগম্যান উত্তর করিল, “নিকটে নয়, অনেক দূর।—হর্সলিডাউন পল্লীতে উহাদের একটা দোকান আছে, সেইখান হইতেই যাওয়া আসা করে। ডাক্তারদের সঙ্গে ঐ কারোটিপোলের যে সকল কথা হইবে, তাহা যদি তুমি শুনিতে চাও, তবে ঐ পাথরের থামটার আড়ালে ওঁড়ি মারিয়া বসিয়া থাকো, অনেক রকম মজার মজার কথা শুনিতে পাইবে।”

পিগম্যানের পরামর্শে কুমারী কারোলাইন তাহাই করিল ;—বৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভের অন্তরালে লুকাইয়া বসিয়া তাহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিল।

ম্যাগসম্যান।—হাঁ, কি বলিতেছিলে কারোটি !—লোকটির আসল নাম তুমি জানিয়া আসিয়াছ। আজ্ঞা, কি তাহার নাম ?

কারোটি।—ক্রমে ক্রমে বলিতেছি। সেই আলুফ্রেড আমার সঙ্গে ছিল। আলুফ্রেড কে জানো ?—সেই যে বালকটি আমাদের উপদেশে রিগ্‌ডেন সাহেবের বাড়ী হইতে লর্ড ক্লোরিমেলের দলীলপত্র উদ্ধার করিয়া আনিয়াছিল, সেই বালক। বেশ চালাক ছোঁকরা।

ম্যাগ।—ওঃ ! তার কথা তুমি আমাকে পূর্বে বলিয়াছিলে বটে। আজ্ঞা, তার পর ?—হাঁ, ভাল কথা,—লর্ড ক্লোরিমেলের কাছে তুমি অনেক টাকা পাইয়াছিলে ; কেমন,—সত্য নয় ?

কারোটি।—দলীলপত্র উদ্ধারের দরুন ২০০ গিনি, প্রিন্স অব ওয়েলসের গ্রাস হইতে কুমারী পলিনকে উদ্ধার করার দরুন ৫০০ গিনি, সর্বমুদ্র ৭০০ গিনি পাওয়া গিয়াছে ; আরও কিছু পাইবার আশা আছে।

ম্যাগ। বাহাদুরকে আমরা অধেষণ করিতেছি, তাহাদিগকে যদি তুমি ধরিতে পার, তাহা হইলে অনেক টাকা লাভ হইতে পারিবে।

কারোটা। আমি যখন বাহির হইয়াছি, তখন শেখ পর্যন্ত অনুসন্ধান না লইয়া ক্ষান্ত হইব না।

ন্যাগ। টাকা যোগাড় করিবার অনেক পন্থা আছে। আমার সেই আনন্দময়ী স্ত্রী বিবি ব্রেস্ সে দিন আমাকে হাজার পাউণ্ড প্রদান করিয়াছেন, তাহার কাছে আরও অনেক আদায় করা বাইতে পারে। বিবি ব্রেস্ কিন্তু এখন খুন-দ্বারে ধরা পড়িয়াছে। ডবল খুন। সেই স্ত্রীলোক এত সাহস ধরে, দুই জন পুলিশের লোককে খুন করিতে পারে, এত দিন ইহা কে জানিত?—বিবি ব্রেস্ হয় ত এখন এই জেলখানাতেই আটক আছে। এক ঘরে ব্রেস্, আর এক ঘরে আমি, কথটা শুনিতে কিন্তু বড়ই ধারাপ।—এই পর্যন্ত বলিয়া :ন্যাগসন্মান অট্ট অট্ট হাস্ত করিয়া শেখকালে বলিল, “বিবি ব্রেস্ এখানে আমার তত্ত্ব লইতেছে না, বড়ই আশ্চর্য্য।”

কারোটা।—ওঃ! তোমার আনন্দময়ী স্ত্রীর কথা এখন রাখিয়া দাও! টাকা এখন আমাদের দরকার। তাহাতে বেশী টাকা যোগাড় হয়, তাহারই কথা বল।

ন্যাগ। হাঁ, কি তুমি বলিতেছিলে? নাম পাইয়াছে? কি নাম?

কারোটা। তাই ত বলিতেছিলাম; তুমি বাধা নিয়াছিলে, আলফ্রেডকে সঙ্গে লইয়া আমি একটা বই-ব্যাপারীর দোকানে যাই, বই কিনিবার ছল করিয়া ভাল ভাল বই দেখিতে চাই; দোকানী আমাকে একখানা ভাল বই দেখায়, ইংলণ্ডের সমস্ত বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের নাম আমি তাহাতে দেখিতে পাই। ফারনান্দা; ডাক নাম এয়ারা; আরল ডেস্‌বরা, আরল মণ্টগোমারী; মার্শনেস্ বেলেগেন; আরও অনেক বড় বড় ঘরের সহিত তাহার সম্বন্ধ আছে। স্ত্রীলোকটা সুবতী। দেখিতেও সুন্দরী, খুব লম্বা লম্বা চুল, খুব বড় বড় নীলবর্ণ চক্ষু, খুব কসাঁরং। সেই ফারনান্দা এখন লেডী হোল্ডারনেস্ হইয়াছে।

ন্যাগ।—ওঃ! ঠিক বটে। সেই ছুঁড়ীটাই মুখে মুখোস দিয়া, পুরুষ সাজিয়া আমাদের মনিব হইয়াছিল! আমরা তাহাকে লর্ড বলিয়া ডাকিতাম। ওঃ! আমার ইচ্ছা হইতেছে, এখনি তুমি সেই লেডী হোল্ডারনেসের বাড়ীতে যাও, তাহার সঙ্গে দেখা কর, বাল্ডেন ক্ষেত্রে সেই যুবা পুরুষকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়াছিল, সেই কথা বলিয়া তাহাকে তুমি ভয় দেখাও। আমার ঠিক মনে হইতেছে, আমরা যখন সেই অভাগা যুবা পুরুষকে

নূতন সেতুর পোস্তার নীচে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিই, সেই সময় সেই যুবাণুকে সেই ছদ্মবেশী স্ত্রীলোককে ফারনান্দা বলিয়া ডাকিয়াছিল, ঠিক ঠিক মিলিতেছে। ঠিক সন্ধান তুমি বাহির করিয়াছ। যে বাড়ীতে লেডী হোল্ডারনেস থাকে, সেই বাড়ীতে তুমি—

বাধা দিয়া বিগ্বেগারম্যান বলিয়া উঠিল, “সে বাড়ীতে এখন কারোটির গিয়া কাজ নাই, আগে সব ঠিক ঠিক বুজা জানা থাক, তাহার পর বাধা কর্তব্য হয়, স্থির করা যাইবে।”

কারোটি বলিল, “তোমরা আমাকে যে আংটি দিয়াছিলে, তাহাতে বেলেগেউন-পরিবারের মুকুট অঙ্কিত আছে।”

তাহার পিতা বলিল, “তবে আমরা তিনটা সন্ধান ঠিক পাইলাম। ছুঁড়ীটার নাম, মরা মাংসঘের হাতের আংটি আর মাল্ডেন কেন্দ্রের নিকটে যে বুড়ীর কুঠীতে আমরা রাত্রিবাস করিয়াছিলাম, সেই বুড়ী সেই লোকটিকে মাই লর্ড বলিয়া সন্ধান করিয়াছিল।”

কারোটি বলিল, “আজ প্রাতঃকালে আমি শুনিয়াছি, সেই ফারনান্দা সম্ভ্রতি তাহার পিতৃব্যপুত্র লর্ড মন্টগোমারীর সহিত যোগে মার্শনেস বেলেগেউনের নামে মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছে।”

বেগারম্যান বলিল, “সেখানকার গোরস্থানের ভিতর শবাবধার সিন্দূকের প্রস্তরফলকে যুতব্যক্তির নাম দর্শন এবং রেজেষ্টারী বহির লেখা পরিবর্তন কেন হইয়াছিল, এখন তাহা বুঝা যাইতেছে। চ্যান্সারী কোর্টের সেই মোকদ্দমার সহিত সেই জালিয়াতীর কিছু না কিছু সম্পর্ক আছে বোধ হয়।”

ম্যাগসম্যান আর অন্য কথা শুনিতে ইচ্ছা না করিয়া, চঞ্চলহরে কারোটি-পোলকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাদের খাবার জিনিস কি আনিয়াছ? আমরা কেবল গল্প করিতেছি, ওদিকে জিনিসগুলি ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছে।”

কারোটি বলিল, “ঠাণ্ডা হইবার কিছুই নাই। বাসী মাংস আনিয়াছি, খুব সিদ্ধ করা শক্ত শক্ত ডিম আনিয়াছি, সমস্তই ঠাণ্ডা আছে। তোমরা হাত পাতে, রেলের ফাঁক দিয়া একে একে তোমাদের হাতে আমি ধরিয়া দিতেছি।”

ম্যাগসম্যান আবার জিজ্ঞাসা করিল, “পেটের ভিতর সেই সব জিনিস খুইয়া যাইতে পারে, তেমন কোন জিনিস আনিতে পারিয়াছ কি?”

কারোটা উত্তর করিল, “তাহা আনিতে আমি ভুলি নাই। বেশ এক বোতল ডাঙি আনিরাছি।”

কারোলাইন ওয়ার্ণটার অনেকক্ষণ সেই খামের আড়ালে বসিয়া ছিল, আর কোন নতুন কথা নাই বৃষ্টিতে পারিয়া আর সেখানে বসিয়া রহিল না, চুপি চুপি উঠিয়া পায়ে পায়ে দালানের শেষ প্রান্তে গিয়া পিগ্‌ম্যানের কাণে কাণে কি কি কথা বলিল, তাহার পর যে ঘরে সে কয়েদ থাকে, সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠিতে লিখিল :—

“মিষ্টার রিগ্‌ডেন ! আলফ্রেড নামে সেই রোগা ছোঁড়াটা সেই সকল দলীলপত্র তোমার বাড়ী হইতে চুরি করিয়া লর্ড ক্লোরিমেলকে দিয়াছে, মিস্‌ আইস্‌ নামে একটা ছুঁড়ী সেই ছোঁড়াটাকে ঐ কাজ করিতে শিখাইয়া দিয়াছিল। ছুঁড়ীটা ডাকাতের দলে থাকে। হর্সলিডাউন পল্লীতে সেই ছুঁড়ীর একখানা মদের দোকান আছে। তুমি যদি সেট চোরের শাস্তি দিতে ইচ্ছা কর, তবে বিলম্ব না করিয়া এই বেলা সচেষ্ট হও।”

চিঠিখানা শীলমোহর করিয়া, শিরোনাম লিখিয়া, কুমারী কারোলাইন ডাকঘরে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিল; প্রহরী পিগ্‌ম্যান তাহার ঘুস-খাওয়া বন্ধ, তাহারই দ্বারা ডাকঘরে পাঠাইয়া দিল। পিগ্‌ম্যান ডাকঘর হইতে কিরিয়া আসিলে কারোলাইন মিনতি করিয়া তাহাকে বলিল, “এখন অনারেবল মিষ্টার ইটনের সাহিত আমার দেখা করাইয়া দাও, তাহার সহিত আমার বিশেষ কথা আছে।”

পিগ্‌ম্যান অবিলম্বে কারোলাইনকে অনারেবল ইটনের হাজতঘরে রাখিয়া আসিল। মিষ্টার ইটন আদর করিয়া তাহাকে নিকটে বসাইলেন। ডাকাতের মেয়ের মুখে কারোলাইন যে সকল কথা শুনিয়াছিল, পিগ্‌ম্যান ও বিগ্‌বেগারম্যান যে রকম মন্তব্য দিয়াছিল, ইটনের সাক্ষাতে সব কথাগুলি একে একে বলিল; মিষ্টার ইটন সেই কথাগুলি ঠিক ঠিক একখানি কাগজে লিখিয়া লইলেন। তাহার পর উভয়ে আরও পাঁচ রকম কথা বলিতেছিল, পিগ্‌ম্যান আসিয়া কুমারীকে বলিল, “মিস্‌! আর নয়, এখন তুমি বাহির হইয়া আইস।”

প্রহরী চলিয়া বাইবার পর কারোলাইন বাহির হইয়া আসিতেছিল, গাথের মাঝখানে সেই দরদালানের সম্মুখেই পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেসের সঙ্গে মুখামুখি দেখা। ঘুসের জোরে কারোলাইন যেমন সম্মুখদালানে

বেড়াইতে পার, খুসের জোরে বিবি ব্রেস্ট সেই রকম দালানে বেড়াইবার স্বাধীনতা পাইয়াছিল। তঁাহাকে দেখিয়াই কারোলাইন কোণে আরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, “নজ্জার কুটনী! তোকে আজ এইখানে দেখে আমি বড় খুসী হোলেম। তুই ফাঁসীকাঠে ঝুলবি! আমিই তোকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবার যোগাড় ক’রে দিবেছি!”

ক্রোধে গর্জন করিয়া ব্রেস্ট বলিয়া উঠিল, “বিশ্বাসঘাতিনি! তোকেও ফাঁসীকাঠে ঝুলতে হবে! তুই আমার নামে চুকলী করিছিস, আমিও তোকে ফাঁদে ফেলবার যোগাড় করেছি।”

কারোলাইন বলিল, “না না, আমি ফাঁসীগাছে ঝুলব না; আমি আমার নির্দোষিতা প্রমাণ কোত্তে পারবো, দ্রুত কুটনী! তুই কিছুতেই তোর নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারবি না। নিশ্চয়ই তোকে ঝুলতে হবে! ঝুলতে ঝুলতে তুই যখন হাত পা-ধেঁচবি, মৃত্যু-যাতনায় যখন তুই ছট্‌ফট্‌ করবি, আমি তখন নিকটে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে সেই রক্ত দেখবো।”

পোষাকওয়ালীর মুখখানা রক্তশূন্য হইয়া গেল, ক্রোধে তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, গর্জন করিয়া বলিল, “পাপীয়াসি! যদি তুই জল্লাদের হাতেও না মরিস, তবু তোকে অল্প কোন রকমে মোক্তেই হবে—হবেই হবে!”

সাপের মত গর্জন করিয়া কারোলাইন বলিল, “না রে না, আমি মরবো না, ফাঁসদণ্ডী গলার পোরে, ঝুলতে ঝুলতে তুই ধড়কড় করবি, আমোদ ক’রে সেই মজা দেখবার জন্য আমি বৈতে থাকবো। ঠিক বলছি, দেখবো—দেখবো—দেখবো!”

কম্পিতকলেবরে দাঁত কড়মড় করিয়া পোষাকওয়ালী বলিল, “তুই ছুঁড়ী ভারী ছেনাল! বিবি লিডলীকে তুই খুন করেছিস!”

ব্যঙ্গ করিয়া কারোলাইন বলিল, “ওঃ! ডাকাত ম্যাগস্ম্যানের স্ত্রী তুই, সেই ম্যাগস্ম্যান এই জেলখানাতেই হাজতে আছে। এইমাত্র সেই লোকটা তোর নাম করছিল।”

হঠাৎ কাগড়ের ভিতর হইতে কি একটা জিনিস বাহির করিয়া, পিশাচী পোষাকওয়ালী ভীষণ আকার ধারণ করিয়া সক্রোধে বলিল, “বজ্রাত! এখন আমি তোকে খুন ক’রে ফেলবো।”

ভয়ে নিকট হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া কারোলাইন বলিয়া উঠিল, “সত্যি এ মাগীটা খুনে মাগী গো।”

খুনে বাগী তৎক্ষণাৎ মৃত্ত একখানা দারালো কাঁচি উঠে ছুটিয়া কারো-
লাইনের বুকে সজোরে বসাইয়া দিল । কারোলাইন অচেতন হইয়া ভূতলে
পড়িয়া গেল, ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল ।

এহরী গিন্‌ম্যান অসহজেই বাড়াইয়া ছিল, ছুটিয়া আসিয়া বাগীটাকে
ধরিয়া ফেলিল, টানিয়া হিচড়াইয়া তাহার হাতত-গারদে গাইয়া
গেল । অজানাঘরার কারোলাইনকে জেলখানার হাসপাতালে প্রেরণ
করা হইল ।

উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ।

মৃত্যুশয্যা ।

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ হইতে পারিবে, এই কারোলাইন যখন ছদ্মবেশে, ভারতবাসী বালকের সাজে রাও নামে পরিচয় দিয়া লর্ড ক্লোরিমেলের কাছে চাকরী করিত, সেই সময় এক রাত্রে লর্ড মণ্টগোমারীর বাগীতে গিয়াছিল। লর্ডের সঙ্গে যখন তাহার কথাবার্তা হয়, উকীল রিগ্‌ডেন সেই সময় তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাও তৎকালে লর্ডের আদেশে পাশের ঘরে সরিয়া গিয়াছিল। উকীলে-মকেলে যে সকল কথা হইয়াছিল, রাও-বেশধারিণী চতুরা কারোলাইন পাশের ঘরে বসিয়া আগাগোড়া সেই সকল কথা শুনিয়া রাখিয়াছিল। চ্যান্সারী কোর্টে মোকদ্দমা সব্বদেই সব কথা। উকীল বিদায় হইবার পর লর্ড মণ্টগোমারী পাশের ঘরের দরজার নিকটে গিয়া কারোলাইনকে ডাকেন। কারোলাইন যেন কতই ঘুমাইতেছিল, সেই ভাবে উঠিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে লর্ডের সঙ্গে দেখা করে, কয়েকটি কথার পর বিদায় হইয়া আইসে। বাহা যাহা শুনিয়া আসিয়াছিল, তদ্বধি এ পর্য্যন্ত কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। এই দিন ডাকাতের মেয়ের মুখে সেই মোকদ্দমার কথা শুনিয়া সমস্তই তাহার স্মরণ হইয়াছিল। তাহার পরেই বিবি ব্রেসের কাঁচির আঘাতে সাংঘাতিকরূপে আহত হয়।

সেই দিন সন্ধ্যার পর নিউগেট-কারাগারের পাদ্রী সাহেব পিকার্ডিলি পল্লীতে লর্ড ক্লোরিমেলের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হন, লর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তিনি বলেন, ‘কারোলাইন ওয়াল্টার একজন বয়স্ক স্ত্রীমাত্রেয় যরণাগ্ন, বাঁচিবার আশা কম; মৃত্যুকালে কারোলাইন একবার আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করে।’

লর্ড ক্লোরিমেল ভাবাবতঃ পরম দয়ালু, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে নিউগেট-কারাগারে চলিলেন। পথে ঘাইতে ঘাইতে পাদ্রী সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেস হঠাৎ সেই অভাগিনীকে প্রাণস্বাতক অন্ন গ্রহণ করিয়াছে। কথটা শুনিবামাত্র লর্ড

ক্লোরিমেল চমকিয়া উঠিলেন; বিবি ব্রেসের সঙ্গে পূর্বে তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া যনের স্বপায় তিনি অত্যন্ত অহুতপ্ত হইলেন ।

কারাগারের হাসপাতালের একটা ঘরে প্রবেশ করিয়া লর্ড বাহাদুর দেখিলেন, সামান্য একটা বিছানার উপর অভাগিনী কারোলাইন শুইয়া আছে, তাহার মুখে চক্ষে মৃত্যুশঙ্কণ সুস্পষ্ট প্রকাশ । ওষ্ঠাধর বিবর্ণ, নয়ন আচ্ছন্ন, অঙ্গ নিশ্চেষ্ট ।

অবস্থা দর্শন করিয়া লর্ড ক্লোরিমেল অন্তরে অতিশয় বেদনা । হইয়া ছিলেন । তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহারই নির্দয় ব্যবহারে নিকৃপার হইয়া অভাগিনী পথে পথে ঘুরিয়াছিল, অবশেষে কারাগারের মধ্যে এই অল্পবয়সে বিলোরে তাহার প্রাণ গেল ।

মৃত্যুশয্যাশায়িনী কারোলাইন অতি কষ্টে নেত্র উন্মীলন করিয়া লর্ড ক্লোরিমেলের দিকে একবার সঙ্কল্প দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল । লর্ড বাহাদুর ধীরে ধীরে শয্যার নিকটবর্তী হইলেন । যে ধাত্রী সেইখানে সেবা করিবার জন্য উপস্থিত ছিল, সে তখন বাহির হইয়া গেল, পাদ্রী সাহেবটি লর্ড ক্লোরিমেলের সঙ্গে গিয়াছিলেন, তিনিও বাহির হইয়া আসিলেন ; শয্যাপার্শ্বে লর্ড ক্লোরিমেল একাকী ।

ঘরে কেবল একটিনাত্র বাতী জলিতেছিল ; আসবাবপত্র কিছুই ছিল না । লর্ড ক্লোরিমেল চঞ্চল-নয়নে ঘরের চতুর্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া ক্লান্ত হইলেন ; কারোলাইনের মুখের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল ; তিনি দেখিলেন, কারোলাইন অনিমেষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে ; চাহিয়া চাহিয়া অতি কীর্ণ-বয়ে ধীরে ধীরে বলিল, “আমুন, আমার নিকটে বসুন, মরণের আগে, আপনাকে শুটিকতক কথা বলিয়া বাইব ।”

কথাগুলি লর্ড ক্লোরিমেলের মর্মভেদ করিল । তিনি জাহ্ন পাতিয়া বিছানার ধারে বসিয়া সঙ্কল-নয়নে কাতর-কণ্ঠে বলিলেন, “কারোলাইন ! আমাকে তুমি ক’ম কর;—তোমার প্রতি আমি যেমন নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, সে অপরাধ তুমি মার্জনা কর ।”—এই বলিয়া তাহার একবারি হস্ত ধারণ করিলেন ।

অভিমুগ্ধ, অতিকীর্ণ, যন-ক্লান্ত-কণ্ঠে কারোলাইন বলিল, “আপনিও আমাকে ক’ম করুন । পূর্বে আমি আপনাকে বড়দূর পাত্র অহুতপ্তে ভাল-

বাসিতাম, ইদানীং ততদূর স্থান আপনাকে আমি অবজ্ঞা করিয়াছি। আপ-
নার নিষ্ঠুরব্যবহারেই আমার স্থণা জন্মিয়াছিল। এখন আমি বরি, এখন
আমার সে ভাবের পরিবর্তন হইয়াছে। দরাদু পাদরী সাহেবটি আমাকে
অনেক সাহায্য দিয়াছেন। আরও, উপর হইতে যেন একটি অজান্তের আমার
কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্বর আমাকে অনেকটা শান্তি প্রদান করিয়াছে,
এখন আমি পূর্বাগর সমস্ত ঘটনা বুঝিতে পারিয়াছি। গেরিল। এখন আর
আমার আপনার প্রতি কোন প্রকার স্থণা নাই। আপনি আমাকে কমা
করুন, আমিও আপনাকে কমা করি; উভয়ে উভয়কে কমা করিলে, যত্ন-
কালে আমি যথেষ্ট শান্তি পাইব, নিশ্চিত হইয়া যুখে মরিতে পারিব। সমস্ত
অতীত বৃত্তান্ত ভুলিয়া বাইব।”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “দৈবর জানেন, আমি অকপটে সরলভাবে অন্তরের
সহিত তোমাকে কমা করিতেছি। কারোলাইন। তুমি কি এইরূপ সরল-
ভাবে আমাকে কমা করিতে পারিবে? আমার অনিষ্ট করিবার জন্য তুমি
বহু প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলে, সমস্তই আমি ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু সর্ব-
প্রথমে আমি তোমার যে ভয়ঙ্কর অনিষ্ট করিয়াছিলাম, তাহা কি তুমি
ভুলিতে পারিবে? কারোলাইন! সরল-প্রাণে তুমি কি আমার পূর্ব-অপরাধ
মার্জনা করিবে?”

হির-নেত্র চাহিয়া কারোলাইন উত্তর করিল, “হাঁ গেরিল, অকপটে
আমি আপনাকে কমা করিলাম। তোমাকে কমা করিয়া পরমানন্দে আমি
শান্তিলাভ করিলাম।”

লর্ড ক্লোরিমেল এতদূর বিছানার ধারে জাহ্ন পাতিয়া বসিয়া ছিলেন,
এই সূত্রে উঠিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া হৃৎ-কণ্ঠে গভীরস্বরে বলিলেন,
“কারোলাইন! ভগবীশ্বরও তোমাকে কমা করুন।”—এই শব্দ কথা বলিয়া
তিনি যুগ্ম হৃদয়ার হস্ত চূষন করিলেন।

কারোলাইন বলিল, “হাঁ গেরিল, ভগবীশ্বর আমাকে কমা করিবেন,
তিনি আমার মনের ভাব জানিতেছেন; মন আমার নিষ্কাশ, সজ্ঞানে
আমি কোন পাপকর্ম করি নাই; কেবল আপনাদের উপর প্রতিশোধ লই-
বার লিপ্সা আমার প্রবলা ছিল, তদ্বির অন্য কোন দৃষ্টি আমি করি নাই।”

বিশ্বর প্রকৃতি করিয়া লম্বোদরে লর্ড ক্লোরিমেল জিজ্ঞাসা করিলেন,
“কিরূপ?—তুমি কোর হৃদয় কর নাই, এ কথা যদি ঐতিক হয়, তবে তোমার

নামে যে অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যে অভিযোগে তুমি এই ভয়ঙ্কর স্থানে ফাঁকিতে আছ, সেটা—”

কারোলাইন বলিয়া উঠিল, “হা, আমি নির্দোষী ; পরমেশ্বর জানেন, আমি পাণ্ডকা জানি না । শপথ করিয়া আমি বলিতে পারি, চিরদিন আমি নিপাপ ।”

সুয়ারীর বাক্য শুনিয়া বিবাস হইলেও, কতক সন্দেহে লৰ্ড ক্লোরিমেল পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি যদি নির্দোষী, তবে সেই খুনের বধার্ধ অপরাধী কে ? সেই বুকা খাত্তীকে কোন্ ব্যক্তি খুন করিয়াছে ?”

কারোলাইন বলিল, “অনারেবল আর্থর ইটন সমস্তই জানেন ; তিনিও আমার যত নির্দোষী ; অবস্থাটিত প্রমাণে মিথ্যা খুন দ্বারা পড়িয়াছেন । এমন সময় শীত্ৰই আসিবে, যে দিন তিনি তাঁহার নিজের ও আমার নির্দোষিতা জগতের লোককে জানাইয়া দিবেন । অহো ! সেই দিন পর্যন্ত জগদীশ্বর যদি আমাকে বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে মরণে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না ; আমি পরম সুখে মরিতে পারিব ।”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “তুমি নির্দোষী, এ কথা শুনিলে বধার্ধই আমি পরম সুখী হইব ।”

কারোলাইন বলিল, “সে কথা লইয়া আলোচনা করিবার এখন কোন আবশ্যক নাই । খানিকক্ষণ আপনি এইখানে থাকুন, যে যে কার্য্য আমি করিয়াছি, বৃত্তাকালে তৎসমস্তই আপনার কাছে স্বীকার করিব । চেম্বার-খানি আমার দিকে আর একটু সরাইয়া আছেন, খুব নিকটে আসিয়া বসুন, আমি অধিক উচ্চকণ্ঠে কথা কহিতে পারিব না, নিতান্ত আবশ্যক না বুঝিলে আপনি আমার কথার উপর কথা ফেলিবেন না ।”

ক্লোরিমেল নিকটে আসিয়া বসিলেন, কারোলাইন বলিতে লাগিল, “পেট্রিল ! বালকবেশে যাও নাম ধারণ করিয়া আমি আপনার কাছে চাকরী করিতে গিয়াছিলাম ; আপনি আমাকে চাকরী দিয়াছিলেন, কিন্তু এখন আপনাকে আমার মনের কথা বলি, আমি বদ্ধভাবে আপনার কাছে চাকরী করিতে নাই নাই, আপনাকে জব করিবার জন্ত আমার মনে কু-মতলব ছিল । দিনকতক আমি আপনার কাছে আছি, সেই সময় একদিন লৰ্ড বণ্টগোয়ারী আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বান, আপনায় হই মনে কথা কহিতে-হিছেন, সেই সময় আপনাকে একখানা চিঠি দিবার জন্ত আমি সেই ঘরে

প্রবেশ করি, বাহির হইয়া আসিবার সময় শুনিতে পাই, লর্ড মণ্টগোমারী আমাকে অবিশ্বাসী সন্দেহ করিয়া আপনার কাছে মন্তব্য প্রকাশ করেন, অধিকন্তু আপনাদের কথোপকথনে বিশেষ গূঢ় আছে বুঝিতে পারিয়া দরজার আড়ালে আমি লুকাইয়া থাকি ; কথাগুলি সব শুনি । মণ্টগোমারী বলিয়াছিলেন, আপনার পদ ও সম্পত্তির আর একজন দাবীদার দাঁড়াইতেছে, রিগ্‌ডেন সেই দাবীদারের পক্ষে উকীল নিযুক্ত হইয়াছেন । আপনি বলিয়াছিলেন, আমার দলীলপত্র খুব পাকা ; সে সকল দলীল আমি একটি টিনের বাক্সে চাবী বন্ধ করিয়া আমার বিছানার নীচে রাখি, চাবী আমার বালিশের নীচে থাকে । সে কথাও আমি শুনিয়াছিলাম । তাহার পর আপনি সেই অভ্যাস-ব্রহ্মীক অন্ধকার বৈঠকখানার অদ্ভুত গল্প আর তাহার নূতন গুপ্ত প্রণয়ের গল্প তুলিয়াছিলেন ; সেই সময় একখানা থিয়েটারের টিকিট আর একটি নীল পোষাক আপনার কাছে আইসে । মনে মনে কি ভাবিয়া আপনি সেই সময় বর্ণাঙ্কন করিয়া আমাকে ডাকেন । ঘরের পথেই আমি ছিলাম, তাহা আপনি জানিতেন না ; বর্ণার ধনি শুনিবামাত্র আপনার সম্মুখে আমি হাজির হই । আপনি আমাকে সেই নীল পোষাকটা জালাইয়া দিবার হুকুম দেন । হুকুম শুনিয়া লর্ড মণ্টগোমারীর মুখখানি কেমন বিমর্ষ হইয়া যায় । তাঁহার মুখের তাব দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম, তিনি যেন সেট পোষাক পরিয়া থিয়েটারে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন । পোষাক লইয়া আমি বাহির হইয়া আসি, কিন্তু পোষাকটা জালাইয়া দিই নাই । লর্ড মণ্টগোমারী যখন বিদায় হন, বাহিরের বারান্দার তখন আমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়, তিনি আমাকে সেই পোষাকের কথা জিজ্ঞাসা করেন, পোষাক আমি পুড়াইয়া ফেলি নাই, সেই কথা তাঁহাকে বলি । তিনি আমাকে সেই দিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার বাড়ীতে বাইতে বলেন ; আমি তদনুসারে গ্রাক্টন স্ট্রীটে তাঁহার বাড়ীতে বাই ; তাঁহার সহিত দুটি একটি কথা হইতেছিল, ঠিক সেই সময় উকীল রিগ্‌ডেন সেই ঘরে উপস্থিত হন ; কাজেই আমাকে পাশের ঘরে সরিয়া বাইতে হয় ; সেই ঘর হইতে তাঁহারের উভয়ের কথোপকথন আমি শুনিতে পাই । রিগ্‌ডেন বলিয়াছিলেন, লর্ড স্কোরিলেগের নামে মোকদ্দমা রুদ্দ করা হইয়াছে, নোটিশ জারী করা গিয়াছে । সেই কথা শুনিয়া আমার একটা বুদ্ধি বোগার : সেই বুদ্ধিপ্রভাবে আমি আপনাকে জ্ঞপ্ত করিব, এইরূপ স্থির

করিয়া রাখি। রিগ্‌ডেন বিদ্যার হইবার পর আবার আমি লর্ড মন্টগোমারীর সহিত দেখা করি, তাহা কিছু বলিবার ছিল, তিনি আমাকে বলেন, আমিও তাহার উত্তর দিই। তিনি আমার কাছে সেই নীল পোষাক চাহিয়াছিলেন, পরদিন চুপি চুপি তাহা আমি তাঁহাকে দিয়া আসি। সেই রাতে আপনি ঘুমাইয়া ছিলেন, আমি নিঃশব্দে আপনার শয়ন-ঘরে প্রবেশ করিয়া, বালিশের নীচে হইতে চাবী লইয়া সেই টান-বাল্ল খুলিয়া আপনার দলীলগুলি চুরি করি; কাগজ ও পার্চমেন্ট সমস্তই বাহির করিয়া লই। তৎপরদিন সেই সকল দলীল আমি উকীল রিগ্‌ডেনের হাতে দিয়া আসি। আপনার মনে হইতে পারিবে, একদিন আমি একটা মিথ্যা গল্প রচনা করিয়া আপনাকে শুনাইয়াছিলাম, আমার একটা ভগ্নী ছিল, একজন লম্পট তাহাকে লোভ দেখাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই ভগ্নীকে কোথাও আমি খুঁজিয়া পাই নাই। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাকে লোভ দেখাইয়া নষ্ট করিয়াছিলেন, কৌশলে ভগ্নীর নাম করিয়া তাহাই আপনাকে বলিয়াছিলাম। সব কথা বলিবার সময় পাই নাই, সেই সময় আপনার উকীল মিষ্টার ক্রেস্‌ওয়েল উপস্থিত হন; তিনি আপনাকে বলেন, মিষ্টার রিগ্‌ডেন তাঁহাকে যোকদ্দমার নোটস পাঠাইয়াছেন। আপনি তখন দলীলগুলি আনিবার জন্য আপনার শয়নঘরে যান; আমিও আপনার সঙ্গে সঙ্গে বাই। বাল্ল খুলিয়া, দলীল না পাইয়া, আপনি মাথায় হাত দিয়া বসেন, কল্পিত হইয়া সেই সময় আপনি বলিয়াছিলেন, ‘সর্বনাশ হইয়াছে!’ সেই কথা শুনিয়া আমার ভারী আত্মা হইরাছিল। মাই লর্ড! এখন আমি মরি; এখন আর আমি কোন রকম মন্ডভাব মনে রাখিব না। মরণকালে মানবের দানব-প্রকৃতি দূরে যায়, দেবতাবের আবির্ভাব হয়; আমি পবিত্র অন্তরে সমস্ত সত্যকথা আপনাকে বলিতেছি।”

ক্রোয়ি।—(অন্তমনস্ত হইয়া) ওঃ! তবে সেই মন্টগোমারী সেই নীল পোষাক পরিয়া থিয়টারে গিয়াছিল!—আমি বাইব না, তাহা জানিতে পারিয়াই, পোষাকে আমার বেশ ধরিয়া বজ্রাভী খেলিয়াছিল! আচ্ছা, সেই অজ্ঞাত-রমণীর সহিত দেখানে কি তাহার সাক্ষাৎ হইরাছিল?

কারো।—নিশ্চয়। সেই বত্‌লবেই ভো তিনি নাট্যরঙ্গে উপস্থিত হইরা ছিলেন। কুমারী পলিনকে পরিবার জন্য আমি একটা কাঁদ পাতিয়াছিলাম,

পলিন্ সেই কাঁধে বসে পড়িয়াছিল। একখানা বেমানী চিঠি পাইয়া পলিনের মনে ঈর্ষানল জলিয়া উঠিয়াছিল—

ক্রোরি।—হাঁ, তাহা আমি শুনিয়াছি। পলিনের সহিত আমার পুনর্নির্জন হইয়াছে; পলিন্ আমাকে সমস্ত কথা বলিয়াছে।

কারো।—ওঃ! পলিনের সহিত আপনার পুনর্নির্জনে আমি পরম আত্মনামিত হইলাম; সুখে থাকুন, আপনারা উভয়েই সুখভোগ করুন। (এই সময় দরদর অঙ্গধারে অভাগিনীর শোণিতপূত কপোল প্রাবৃত হইল।)

ক্রোরি।—সেই নাট্যরঙ্গে তুমি বেদিনী সাজিয়াছিলে, হাঁ, সে কথার আর কাজ নাই। আমি—

কারো। আপনি বৃত্তিতে পারিলেন, পলিনের সহিত আপনার চির-বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেওরাই আমার মতলব ছিল। পলিনকে আপনি প্রাণা-পেক্ষা অধিক ভালবাসেন, সেটা আমার প্রাণে সহ্য হইতাই। সেই বিচ্ছেদের চেঁচা করিয়াই আমি ক্রান্ত ছিলাম না, আপনার দলীল চূরি করিয়া-ছিলাম, বিপদের উকীলের হস্তে সেই সকল দলীল নিরাছিলাম, বাস্তব মধ্যে দলীল না পাইয়া আপনি হতাপ হইয়াছিলেন, সেই রাত্রেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন—

ক্রোরি।—হাঁ, আমার স্মরণ হইতেছে। সে রাত্রে আমি হসলী ডাউন পরীতে গিয়াছিলাম। আচ্ছা, তাহার পর তুমি কি করিয়াছিলে, বলিয়া বাও।

কারো।—আপনি বাহির হইয়া বাইবার পর একখানা চিঠি লইয়া একজন দীর্ঘাকার পেরাচা আসিয়াছিল, তাহার মুখখানা আমি ভাল করিয়া দেখিতে পাই নাই, লোকটা বার বার আমার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। লর্ড মর্টগোয়ারীর কাছে যখন আপনি গুপ্ত প্রেমের গল্প করিয়াছিলেন, তখন যে পেরাচার চেহারা বলিয়াছিলেন, সেই লোকটার আকার-প্রকার দেখিয়া আমার মনে হইয়াছিল, সেই পেরাচা। আপনি বাড়ীতে ছিলেন না, সেই কথা শুনিয়া, চিঠিখানা আমার কাছে রাখিয়া লোকটা তখন চলিয়া গিয়াছিল, রাত্রি দুই প্রেমের সময় আমার আসিয়াছিল, আপনার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, বাড়ীতে উঠিয়া তাহার সঙ্গে আপনি বাহির হইয়াছিলেন; আমিও চুপি চুপি পক্ষাৎ পক্ষাৎ অহসরণ করিয়াছিলাম

অজ্ঞাত-রমণী যে বাড়ীতে আপনাকে লইয়া গিয়াছিল, সংগোপনে আমি সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলাম। বাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার, কেহই আমাকে দেখিতে পার নাই। অজ্ঞাত-রমণী যে ঘরে আপনাকে লইয়া যার, সে ঘরটাও অন্ধকার, আমিও সেই অন্ধকারে সেই ঘরে গিয়া খাটের নীচে লুকাইয়া ছিলাম। রমণী আপনাকে যত কথা বলিয়াছিল, সব আমি শুনিয়াছিলাম। ভালবাসা জানাইয়া সে আপনাকে বলিয়াছিল, 'তুমি আমাকে বিবাহ কর, উপস্থিত মোকদ্দমার দায় হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব। বিবাহ যদি না কর, তাহা হইলে তোমার পদ-সম্পদ নিশ্চয়ই পরের হস্তে বাইবে।' এই কথা বলিয়া রমণী আপনাকে যেরূপ পাঁচ অঙ্করাগে সোহাগ করিয়াছিল, তাহাও আমি দেখিয়াছিলাম। ভোরে উঠিয়া আমি বখন বাহির হই, তখন সেই বাড়ীখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছিলাম, আবার যদি সেখানে যাইবার আবশ্যক হয়, বেশ চিনিয়া লইতে পারিব, সেই রকমে চিনিয়া রাখিয়াছিলাম।

ক্লোরি।—অ্যা।—চিনিয়া রাখিয়াছিলে। বল দেখি কারোলাইন, কোথায় সেই বাড়ীখানা ?

কারো।—কেন পা ?—আবার সেই বাড়ীতে যাইতে আপনার ইচ্ছা আছে না কি ?

ক্লোরি।—না না,—ত্রিলোকের আধিপত্যলাভ হইলেও আর আমি সে পথে বাইব না। আমার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে, মোহিনী আমাকে যে মোহন মন্ত্রে মুগ্ধ করিয়াছিল, সে মন্ত্রের পরাক্রম ঘুচিয়া গিয়াছে, কুমারী পলিনের পবিত্র প্রণয় আমার বকে রক্ষাকবচ হইয়াছে, সেই কবচের শক্তিতে মোহিনীর মোহন ইন্দ্রজাল উড়িয়া গিয়াছে।

কারো।—আপনার এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা প্রবণ করিয়া আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। সেই অজ্ঞাত মোহিনী যেরূপ কুহক-মন্ত্রে আপনার মন ভুলাইয়াছিল, যেরূপ আপনার জানাইয়া প্রেমমন্ত্রে আপনাকে বারিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাতে আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি হয় ত সেই প্রেমের মারাত্মক ডুবিয়া বাইবেন, আবার হয় ত আখির কপালে আর একটা গভীর হইয়া পড়াইবে, কিন্তু আপনার এখনকার কথা শুনিয়া স্বহৃৎকণেও আমার আনন্দ হইল। এখন তবে আর সেই অজ্ঞাত মোহিনীর নামটা আপনার অজ্ঞাত রাখিব না।

ক্লোরি।—(মহা কৌতূহলে অবৈধ্য হইয়া) বল—বল,—বল কারো-
লাইন, নামটা কি ?

কারো।—ঐধ্য ধারণ করুন, গেরিল,—ঐধ্য ধারণ করুন ;
আমার কথা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। এখন আপনি সেই
মোহিনীর নামটা আমার মুখে শুনিতে পাইবেন। অরণ করুন,
এক রাত্রে আপনি নারীবেশে চ্যাকারী লেনের মধ্যে জন কতক
মাতালের হাতে দুর্দশা ভোগ করিয়া একটা গারদ-বাড়ীতে আশ্রয়
লইয়াছিলেন। পথে আমি একটু দূরে দূরে আপনার অহসরণ
করিয়াছিলাম,—প্রায় সর্বদাই ঐরূপে আপনার অহসরণ করা আমার
অভ্যাস ছিল ; আপনি কিছুই জানিতে পারিতেছিলেন না। হাঁ, আপনি
গারদ-বাড়ীতে রহিলেন, কখন বাহির হইয়া আসিবেন, সেই অপেক্ষায়
আমি প্রায় দুই ঘণ্টাকাল রাস্তার একধারে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অবশেষে
গারদ-বাড়ীর জমাদারের মুখে শুনিলাম, রাত্রে আপনি আর বাহির হই-
বেন না, সেই বাড়ীতে লেডী ফিজ হারবার্ট আর লেডী লিটিসিয়া আছেন,
তঁাহাদের সঙ্গে এক ঘরে আপনি নিশাযাপন করিবেন। আপমি যে পুরুষ-
বাহন, নারীবেশ ধরিয়া সে বাড়ীতে গিয়াছিলেন, জমাদার অথবা তাহার
পেরাদা তাহা কিছুই জানিতে পারে নাই, সন্দেহও করে নাই। রাত্রে আপনি
বাহির হইবেন না, তবে আর পথের মাঝখানে কেন দাঁড়াইয়া থাকি,
এই ভাবিয়া তথা হইতে ফিরিলাম। মনে একটা নূতন কল্পী স্থির
করিলাম। আপনাকে কীদে ফেলিবার জন্য নূতন সংকল্প করিলাম।

গার বসিয়া তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখিলাম ; একটা
ঠিক লোক ধরিয়া সেই চিঠিখানা কারলটন হাউসে পাঠাইলাম।
প্রিন্স অব ওরেন্সের নামে চিঠি। সেই চিঠিতে আমি লিখিয়াছিলাম,
'বুৎরাজ। লন্ডন ক্লোরিমেল আজ রাত্রে নারীবেশ ধরিয়া চ্যাকারী লেনের
গারদ-বাড়ীতে বিবি ফিজ হারবার্টের সহিত এক গৃহে নিদ্রা স্বাইতেছেন।'
যে লোকের হাতে দিয়া চিঠিখানা পাঠাইয়াছিলাম, আমি নিজেও তাহার
সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কারলটন হাউসের নিকটে প্রত্যাগমনে দাঁড়াইয়া ছিলাম।
প্রিন্স তখন বাড়ীতে ছিলেন না ; সুতরাং চিঠিখানি তাঁহার হাতে পড়িল
না। কত রাত্রে তিনি ফিরিবেন, তাহা না জানিয়াও সেইখানে অনেকক্ষণ
আমি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। রাত্রি যখন দুইটা বাজিল, বুৎরাজ তখন

অন্ত দরজা দিয়া প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলেন, শীঘ্র আর বাহির হইলেন না ; সুতরাং আমার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল । আমি অগত্যা বাসায় কিরিয়া গিয়া পরদিন বেলা সাতটা পর্য্যন্ত ঘুমাইয়া ছিলাম । সাতটার পর উঠিয়া আবার সেই চালায়ী লেনে চলিয়া যাই ; বেলা যখন নয়টা, সেই সময় ডচেস্ ডেভনসার আর কাউণ্টেস্ ডেস্‌বরা সেই গারদ-বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, একটু পরে যুবরাজ নিজেও একথানা রাজচিহ্নবর্জিত শকট-রোহণে সেই বাড়ীতে উপস্থিত হন । নিকটে কাকিবারে আমি লুকাইয়া ছিলাম, সেই ঘরের জানালা দিয়া ঐ তিন জনকে দেখিতে পাইয়াছিলাম ; অল্পকণ পরে লেডী ডেস্‌বরার সহিত আপনি বাহির হইয়া আসিলেন, রাস্তার কাউণ্টেসের গাড়ী ছিল, আপনারা উভয়ে সেই গাড়ীতে আরোহণ করিলেন ; আপনি সত্য সত্য প্রীলোক কি না, কাউণ্টেস্ হয় তো তাহা জানিতেন না, অথবা তাঁহার তুল্য ভগ্নতপস্বিনী পৃথিবীতে—

ক্লোরি ।—(বাধা দিয়া) না ;—কাউণ্টেস্ জানিতেন, আমার নাম মিস প্রান্টজিনেট । তুমি যাহা বলিতেছিলে, বলিয়া যাও । সেই রমণীর নাম কি ?

কারো ।—ঐর্ষ্যা,—গেব্রিল, ঐর্ষ্যা,—এক্রে একে সব কথা আমি বলিতেছি । কাউণ্টেসের গাড়ীতে উঠিয়া আপনারা চলিলেন, আমিও সেই অবকাশে একথানা টিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া একটু দূরে সেই গাড়ীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম । আপনারা বেলেগুন-ভবনে প্রবেশ করিলেন, আমি কিরিয়া আসিলাম । তাহার পর তিন দিন আপনি বাড়ীতে গেলেন না, উদ্বিগ্ন হইয়া আমি আপনার অবেশে বাহির হইলাম । সেই যে অন্ধকার প্রেমামোদের রহস্ত-নিকেতন, সেই নিকেতনে উপস্থিত হইলাম । ঠিক ধরিয়াছিলাম । সেই বাড়ীতেই আপনি ছিলেন । সেই ঘর, সেইরূপ অন্ধকার, সেই অন্ধকারের ভিতর আমি লুকাইয়া রহিলাম । অজ্ঞাত মোহিনী আপনার কাছে বলিয়া পূর্ববৎ সোহাগ করিতেছিল, প্রেমালাপ আগাইতেছিল, আপনি তাহার প্রেম-সোহাগে মোহিত হইয়া পড়িতেছিলেন ; অবসর বুঝিয়া মোহিনী সেই সময় বিবাহের কথা তুলিয়াছিল, বিবাহ হইলে সে আপনাকে মোকদ্দমার জিতাইয়া দিবে, ঘোমটা খুলিয়া মুখ দেখাইবে, নিজের বংশপরিত্র প্রকাশ করিবে, আদরে আদরে আপনাকে চূষন করিয়া সেই সব কথা বলিয়াছিল । আপনি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিলেন । মোহিনী বলিয়াছিল, 'তুমি কিছু দিন লগুন ভ্রামণ করিয়া

ডোভার বন্দরে গিয়া বাস কর।' মোহিনী সে কথা কেন বলিয়াছিল, আপনি হয় ত তাহা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম। ডোভার সহর লণ্ডন হইতে অনেকটা দূর, আপনি সেখানে থাকিলে কুমারী পলিনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, পুনর্জন্মের চেষ্টা করিতে পারিবেন না, সেই জন্যই আপনাকে ত্যাগ করা তাহার মত লব ছিল। ডোভারে যাইতে আপনি রাজী হইয়াছিলেন। তাহার পর আপনি ঘুমাইলেম, রমণী সে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমি সেই অবকাশে কাঁচি দিয়া বিছানার মশারির আর গবাকের পর্দার খানিকটা কাপড় কাটিয়া লই, চুপি চুপি বাহির হইয়া আসি।

ফ্লোরি।—(অস্থির হইয়া) সেই অজ্ঞাত মোহিনীর নামটা কি, তাহা বলিতে ছুমি তুলিয়া যাইতেছি। নামটা আগে আমাকে বল।

কারো।—বলিতেছি, একটু স্থির হইয়া সকল কথা শ্রবণ করুন। আপনি ডোভারে চলিয়া গেলেন, সেখানে পৌঁছিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আদেশ পাইয়া আমিও ডোভারে উপস্থিত হইলাম। শীঘ্রই জানিতে পারিলাম, মোহিনীও ডোভারে গিয়া সহরের প্রান্তভাগে একটা নির্জন গলিতে বাসা লইয়াছিল। প্রতিদিন অনেক রাত্রে সেই নীচাকার পেরাখা আপনার চক্ষে কাপড় বাধিয়া মোহিনীর বাসার লইয়া বাইত, সে খবরও আমি রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন সেই ভাবে থাকি। রাত্রিকালে আপনি মোহিনীর বাসার বাওরা আসা করেন, সেই সময় বিশেষ করিয়া মোহিনী-সংক্রান্ত গুপ্তকথা আমার কাছে ব্যক্ত করেন; মোহিনীকে বিবাহ করিবার জন্য আপনার ইচ্ছা হইরাছে, শীঘ্রই বিবাহ হইবে, বিবাহের আরোজন করিবার নিমিত্ত আমাকে আপনি লণ্ডনে পাঠাইয়া দেন।—বিবি ব্রেসের বাড়ীতে বিবাহ হইবে, সেইখানেই আমি আবশ্যকমত সমস্ত আরোজন করিয়া রাখি। একটা পুরোহিতও যোগাড় করি। মনে মনে অভিলার, মোহিনীকে কাঁচি দিয়া আমি নিজেই পাত্রী সাজিয়া আপনাকে বিবাহ করিব। যে দিন সন্ধ্যাকালে ব্রেসের বাড়ীতে আপনি উপস্থিত হইলেন, সেই দিন একটু পরে মোহিনীও সেইখানে উপস্থিত হইল। মোহিনীকে উপরের একটা ঘরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া, আমি নিজেই কসে সাজিয়া বিবাহ-পূর্বে উপস্থিত হই; খানিকক্ষণ দিলর হইলেই আমার সঙ্গে আপনার বিবাহ হইয়া যাইত, হঠাৎ সেই হতভাগা পাগলটা সেই ঘরে প্রবেশ করাতো আমার সমস্ত কিছুর পত

হইয়া গেল। বিবাহ হইল না। ত্রেসের বাড়ী হইতে আমি পলায়ন করিলাম। সেই পাগলটিকে অগ্রে এক দিন কুকুর কামড়াইয়াছিল, শেষ-কালে জলাভয়-রোগে তাহার মৃত্যু হয়। সে কথা অবশ্যই আপনার মনে থাকিতে পারে।

ক্রোরি।—(ব্যস্ত হইয়া) মনে আছে, মনে আছে, কিন্তু সেই অজ্ঞাত-রমণীর নামটা কি ?

কারো।—ওঃ ! ভুলিয়া বাইতেছিলাম—অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি, বাসরোধ হইয়া আসিতেছে,—বেশী কথা বলিতে পারি না। আপনি আমার দিকে সরিয়া আসুন, মুখখানি আমার মুখের কাছে আনুন। জনৎ হইতে বিদায়কালে জঘনশোধ আপনার মুখে আমি একটি চুম্বন করি। শেষ চুম্বন।—এই চুম্বনেই আমার আশা পূর্ণ হইবে।

লর্ড ক্রোরিমেল তৎক্ষণাৎ কারোলাইনের মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলেন, সাহসরাগে কারোলাইন তাঁহার মুখচুম্বন করিল, কানে কানে কি একটি নাম বলিয়া বিছানার উপর অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

বাঙ্গীর সহিত হাসপাতালের ডাক্তার অবিলম্বে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, যে ঔষধে মূর্ছাভঙ্গ হয়, মুর্ছিতা কারোলাইনকে সেই ঔষধ সেবন করাইলেন ; নিশ্বাস বহিতে লাগিল, জীবনসঞ্চার অহুত্ব হইল, কিন্তু সম্পূর্ণ জ্ঞান হইল না। অভাগিনী অনিমেষ-নরনে ক্রোরিমেলের মুখ-পানে চাহিয়া রহিল, তিনিও পূর্বাপর অবস্থা স্বরণ করিয়া, দারুণ কোভে, অহুতাপে, পরিতাপে কাতর হইয়া সেই বিবর্ণ বদনের প্রতি কক্ষন নৈরে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ের চক্ষেই দরদর অশ্রুধারা।

অনন্তর ডাক্তারকে একটু তাকাতে ডাকিয়া লইয়া জনান্তিকে লর্ড ক্রোরিমেল কিজাসা করিলেন, “আর কতক্ষণ বাঁচিবে ?”—ডাক্তার উত্তর করিলেন, “তুই এক দিন বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন, নতুন কিছু উপসর্গ হইলে ইহার মধ্যেও প্রাণ বাইতে পারে।”

সাক্ষ-নরনে চাহিয়া ক্রোরিমেল বলিলেন, “আপনি থাকুন, যোশী আজ যদি ভাল থাকে, অহুগ্রহ করিয়া কল্য প্রাতঃকালে আপনি আমাকে সংবাদ দিবেন, আমার আসিয়া আমি একবার দেখিব।”—ডাক্তারকে ঐ কথা বলিয়া অশ্রুপূর্ণ-নৈরে মুমূর্ষু কুমারীর পাণ্ডুর মুখেরাটিকে চাহিতে চাহিতে লর্ড ক্রোরিমেল সে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন ; তাঁহার ঘোষ হইল যেন,

সমাধিক্ষেত্র হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, দীর্ঘ-নিবাস কেলিমা, বর্ম্মবেদ-
নার কাতর হইয়া তিনি ডাবিলেন, 'হার হার, আমার জন্তই এই নিরীহ
কুমারীর এই দশা ! আমি ইহান কুমারীধর্ম্ম নষ্ট করিয়া পরিশেষে বর্জন
করিয়াছিলাম, অভাগিনী আমার জন্ত পথে পথে কাঁদিয়াছিল, কত বিপদের
সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল, একটা মিথ্যা অপবাদে এই কৌজারী জেল-
খানার হাজতে বাস করিতেছিল, অবশেষে একটা ভয়ঙ্কর পিশাচীর হস্তে
অপঘাতে প্রাণ হারাইল ! হার হার ! মাতৃ-পিতৃহীনা অনাথা কুমারী—নিরপ-
রাধিনী দুঃখিনী কুমারী কেবল আমার নিষ্ঠুরতাতেই তরুণ-যৌবনে ইহলীলা
সংবরণ করিল !'

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লর্ড ক্লোরিমেলের মনে কেমন এক প্রকার
অপূর্ব পরিবর্তন ঘটিল। আপনি আপনি তিনি যেন বুঝিলেন, তখন যেন
তিনি আর সে ক্লোরিমেল নহেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ।

—*—

হত্যাকাণ্ডিণী ।

রাত্রিকাল,—বোর নিশীথ-সময়। নিউগেট-কারাগারের নিকটস্থ সেণ্ট সিপল্কার গীর্জার ঘড়ীতে পড়ীর-নিম্নাদে চং চং করিয়া বায়োটা বাজিল। রাত্রি নিবিড় অন্ধকার। পোবাকওয়ালী বিবি ব্রেস সেই সময় নিজের বিজন কারাকূপে বসিনী। কারাকূপ আরও ভয়ানক অন্ধকার। কোন দিক হইতে সামান্য একটা দীপশিখাও নয়নপোচর হয় না। চারিদিকে বড় বড় পাথরের বিরাট প্রাচীর। বাহিরে ভৈরবী-চক্রের মাতালগণের হল্লা চৌকর, বিয়োগী লোকের উচ্চ জ্ঞানধ্বনি, কিছুই সেই কারাকূপের ভিতর হইতে শুনিতে পাওয়া যায় না; কেবল ঘন্টার ঘন্টার গীর্জার ঘড়ীর দৌহ-রসনার অত্যুচ্চ শব্দ বিবি ব্রেসের কর্ণে প্রবেশ করে যাত্র; তন্নিম্ন কারাকূপে সমস্তই নিস্তর। কান খাড়া করিয়া হত্যাকাণ্ডিণী এক চুই তিন করিয়া গণনা করিল, বায়োটা।

কারোলাইনকে অত্যাধাত করিয়া কূপমধ্যে আনীত হইলে হত্যাকাণ্ডিণীর ক্রোধ-রিগুর পরাক্রম হ্রাস হইয়া আইসে; কেন মারিয়াম, ইহা চিন্তা করিয়া তাহার মনোমধ্যে অস্থতাপ আসিয়াছিল। রাত্রি হই প্রহরের মধ্যে কারাগারের প্রহরী সেই পিগ্‌ম্যান তিনবার বিবি ব্রেসের কারাকূপে প্রবেশ করিয়াছিল, ব্রেস তিনবারই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, “কারোলাইন কেমন আছে?” পিগ্‌ম্যান উত্তর করিয়াছিল, “ডাক্তার বলিয়াছেন, আঘাত সামান্যতক, বাঁচিবার আশা নাই।”

খুনে !—খুনে মেরেমাল্লব !—তাহার নাম শুনিলে অদ শিহরিয়া উঠে; তাহার দিকে চাহিলে বলবান্ সাহসী পুরুষেরও মনে মহাভয়ের উদয় হয়; তাহাকে স্পর্শ করিলে অস্ত্রাশ্রা বিকস্পিত হয়। বোধ হয় বেন প্রকাণ্ড কালকুসুমিনী সর্কশরীর বেঠেন করিতেছে! খুনে মেরেমাল্লব !—তাহার কথ্যকলনে স্বয়ং প্রকৃতি পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া উঠে;—আকাশের চক্রকে রক্তবর্ণ রেখার,—সূর্য্য বেন রক্তে স্নান করিয়া অস্তে বান;—নক্ষত্রেরা যেন

রক্তের রূপে ভূষিত রক্তকলেশবরে অন্ন অন্ন কীর্ণি পাইতেছে বোধ হয় ।

রাত্রি দুই প্রহর । বোর অন্ধকার । চারিদিক নিস্তর । অন্ধকার কারা-
কূপে বসিয়া হত্যাকারিণী পাপীরসী ব্রেস গীর্জার বকীর বারোটা আঙুরাক
গণনা করিয়াছে । শেষ আঙুরাক ধানিলে ছানটা পূজাপেকা আরও বেন
অধিক নিস্তর হইল । হত্যাকারিণী নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে ;—একাকিনী
বসিয়া বসিয়া কত প্রকার পাণচিন্তা মনে আনিতেছে ; মুখবান্দা সাদা হইয়া
গিয়াছে, দেখিলে যেন মরা-মাছুবের মুখ বসিয়া বোধ হয় ; চক্ষে পলক পড়ি-
তেছে না, ওষ্ঠপুট নীরস, বন বন কম্পিত ; কপালে বড় বড় ঘর্ষবিন্দু গড়াই-
তেছে ; তখন যেন তাহার বাকশক্তি হরিয়া গিয়াছে । অন্ধকারের ভিতর
পাপীরসী কত প্রকার ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বস্তু দর্শন করিতেছে ; দেখিতেছে যেন,
অস্তিমকবর মুখবান্দান করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে ; দেখি-
তেছে যেন, শত শত ভূত-প্রেতের বিকট বিকট মূর্তি তাহার চক্ষের কাছে
ছুটিয়া বেড়াইতেছে ; শুনিতেছে যেন, কত প্রকার অল্পষ্ট কণ্ঠস্বর তাহার
কর্ণে প্রবেশ করিতেছে ; স্বয়ং বয়রাজ যেন গর্জন করিয়া অক্ষুটবাক্যে ভয়
দেখাইতেছেন ; হত্যাকারিণী ভাবিতেছে, যেন তাহার চারিদিকে বৃক্ষের শুক
পত্রের ধস ধস শব্দের ভাৱ কি এক প্রকার শব্দ হইতেছে । সমস্তই তাহার
কলুষিত আত্মার সম্ভর করনা ;—সমস্তই বিভীষিকা ;—তথাপি সে যেন
সত্যই দেখিতেছে, ভূত-প্রেত-গিলাচের সত্য—সত্যই যেন শুনিতেছে,
অপার্থিব জীবলোকের কণ্ঠধ্বনি ।

হত্যাকারিণী কিছুতেই সে সকল ভীষণ চিন্তার বেগ রোধ করিতে পারি-
তেছেন না । চাহিয়া আছে, কত প্রকার ভীষণ মূর্তি দেখিতেছে, কিছুতেই
চিত্তবেগ দমন করিতে পারিতেছে না । সে ভাবিতেছে, সেই সকল
ভূত-প্রেতের মূর্তি কোন প্রকার দ্বারা নহে, যে সকল কণ্ঠস্বর শুনিতেছে,
তাহাও যথ্য নহে ।

হে ভগবদীয় । হত্যাকারিণীর চক্ষে সে সকল কি রকম বিভীষিকা ?
নিউগেটের পোর হইতে সত্যই কি মরা-মাছুব উঠিয়া তাহার সমুখে ঘুরি-
তেছে ? সত্যই কি যুনে লোকেরা কীলীকাটে খুসিয়া ঘরবার পর ভূত
হইয়া কারাগারের মধ্যে সেই দুই প্রহর রজনীর অন্ধকারে নাড়িয়া বেড়াই-
তেছে ? সত্যই কি তাহা পাপীরসী হত্যাকারিণীর বিভীষিকা নহে ?

সত্যই কি কারাগারের ভূতেরা নাচিয়া নাচিয়া সেই পাগিঠা হত্যা-কারিণীকে বদলদে বাইবার জন্য আহ্বান করিতেছে ? সত্যই কি পাগীরীর বুকের ভিতর নরকারি জলিতেছে ? অহো ! হত্যাকারিণী হস্ত দ্বারা ওষ্ঠদংশন করিয়া রক্তপাত করিতেছে, নখের দ্বারা করতল বিদারণ করিয়া রক্ত বাহির করিতেছে ।

পাগিঠা এতক্ষণ যে সকল ভৌতিক মূর্তির ছায়া দেখিতেছিল, পরক্ষণে তাহার বোধ হইল, ছায়া নহে, সত্য সত্যই দীর্ঘ দীর্ঘ মরা-মাহুদের মূর্তি । কারাগৃহের প্রকাত পাথরের প্রাচীরের ধারে সেই সকল মূর্তি কঁাসঘড়ী গলার পরিয়া সারি গাঁথিয়া দাঁড়াইল ; বাহারা পূর্বে খুন করিয়াছিল, বাহাদের কানী হইয়াছিল, বাহাদের গোর হইয়াছিল, তাহারা এই যেন গোর হইতে উঠিয়া আসিল । উল্লু, বিকট, অস্থিচর্খস্বর, অতি ভয়ঙ্কর ! বিবি ব্রেস বেখানে বসিয়া ছিল, শুক শুক হস্ত বিস্তার করিয়া ভূতেরা সেই দিক্‌টা দেখাইয়া দিল ; হত্যাকারিণীকে যেন তাহারা চিনিতে পারিল ; হত্যাকারিণীর সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল । সেই সময় কারাগৃহের মধ্যে হঠাৎ দুর্গন্ধময় ঠাণ্ডা বাতাস বহিল । পুরাতন গোরের মুখ খুলিয়া দিলে যে রকম দুর্গন্ধ বাশ্পমিশ্রিত হাওয়া বাহির হয়, সেই রকম হাওয়া ।

হী,—কঁাসীতে বাহারা মরিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একটা মূর্তি কঁাস-ঘড়ী গলার খুলাইয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বিস্তৃত অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিবি ব্রেসের হিকে দেখাইয়া দিল, সেই সময় সেই মূর্তি গজীর-গর্জনে গোটাফতক কথা বলিল । বিবি ব্রেস ইতিপূর্বে সে রকম আওয়াজ একবারও শ্রবণ করে নাই । সেই আওয়াজ তাহার মর্ম্মভেদ করিয়া তাহাকে এককালে অভিভূত করিয়া ফেলিল ।

মূর্তি বলিল, “আমরা তোকে লইতে আসিয়াছি । আর, আর, আমাদের কাছে আর ! যে গহ্বরে কৃমিকীট লগন করে, সেই গহ্বর হইতে আমরা উঠিয়া আসিয়াছি । আর, আর, আমাদের কাছে আর ! তোর দিন ফুরাই-
য়াছে, বঁটা ফুরাইয়াছে, মিসিট ফুরাইয়াছে, আর তোকে ইহলোকে থাকিতে হইবে না, বহুব্যাথোকে আর এখন তোর কোর কাঁচাই নাই ; যে দোকে আমরা থাকি, সেই অনন্ত নরকে ছুই হান পাবি । তোর ঐ দেহ শক্ত হইয়া বাইবে, সর্ব-অঙ্গ অবশ হইবে, ঐ হুৎ বাজি হইবে । আর, আর, আমাদের কাছে আর ! নিউগেটের পাথরের নীচে তোর কবর হাঁ করিয়া আছে, আমরা

করিয়া তোকে গ্রহণ করিবে, কীটেরা দংশন করিবার জন্ত হল শাণাহারা রাখিয়াছে। গোরের উপর—তোর মৃত-দেহের উপর বাটা চাপা পড়িলে,—বাতির উপর একাণ্ড পাথর চাপাইয়া দিবে। আর, আর, শীঘ্র আর! নিউগেটের পাথরের নীচে বাহারা চিরদিনের মত ঘুসাইতেছে, তোকে লইয়া তাহাদের একটা সংখ্যা বাড়িবে।”

আর একটা ভূত বলিল, “তোর গায়ে এখন অনেক মাংস আছে, কবরের কীটেরা ঐ মাংস ভক্ষণ করিবে। কবরের ভিতর ঘোর অন্ধকারে তুই পড়িয়া থাকিবি! ছোট একটা সিন্দুক তোর শরনঘর হইবে। সিন্দুক ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে তোরা ইচ্ছা হইবে, আলো দেখিবার ইচ্ছা হইবে, বাতাস খাইবার ইচ্ছা হইবে, পোকাগুলিকে তাড়াইয়া দিবার ইচ্ছা হইবে, কিন্তু তখন তোরা কোন শক্তিই থাকিবে না।”

তৃতীয় ভূত বলিল, “না,—কোন শক্তিই থাকিবে না। পোকারা তোরা গায়ের উপর চলিয়া চলিয়া বেড়াইবে; মাংস খাইবে, মূত্থের ভিতর বাইবে, নাকের ভিতর যাইবে, কানের ভিতর যাইবে; চক্ষু খুলিয়া খাইবে, চক্ষের তারার ভিতর গর্ভ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে, ধীরে ধীরে তোরা সর্বদেহে ছিদ্র করিবে। কাঠের সিন্দুকে কাষ্ঠাবৃত হইয়া তুই শুইয়া থাকিবি! আরামের মধ্যে এই হইবে যে, জালা-বহুলা কিছুই তোরা অনুভবে আসিবে না! অজ্ঞানতার ক্ষমতা থাকিবে না, ক্রন্দন করিবারও শক্তি থাকিবে না; মৃত্যু তোরা বাকশক্তি, ক্রন্দনশক্তি হরণ করিয়া লইবে;—চিরকালের মত নিস্তব্ধ করিয়া রাখিবে।”

চতুর্থ মূর্তি বলিল, “কেবল রাজি হই অহরের সময় তোরা একবার নিশ্বাস হইবে। তখন তোরা উঠিবার শক্তি হইবে, কণ্ঠও ফুটিবে। তুই তখন কফিন হইতে বাহির হইয়া আসিবি, আমরা যেমন আজ তোকে ভয় দেখাইবার জন্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তুইও এই রকমে এই রকম শরীর ধারণ করিয়া আসিবি, কীসীকাঠে বাহারা মরিবে, তাহাদিগকে ভয় দেখাইবি;—আমরা যেমন আজ তোকে ডাকিতেছি, তুইও এই রকমে কীসীর আসামীত্বলাকে আদর করিয়া ডাকিবি। তখন আর তুই পৃথিবীর বাহ্য থাকিবি না, জৈবিক শরীরে সজীব বাহ্যত্বলাকে নরকে লইয়া যাইবার জন্ত আমন্ত্রণ করিবি।”

চতুর্থ ভূতের বাক্যাবলানে এককালে সমস্ত ভূত হস্তবিকার করিয়া

ছুরাচার পোষাকওয়ালীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল, অলসচক্ষে সেই ; মাগীর বুকের দিকে চাহিয়া রহিল। মাগীটা তখন হাড়ে হাড়ে কাঁপিতে লাগিল। ভূতেরা ধীরে ধীরে, ক্রমে ক্রমে তাহার নিকটে আসিতে লাগিল ; হত্যাকারিণী কাঁপিয়া আড়ষ্ট। তাহার বোধ হইল যেন, কে তাহার বুকের উপর এক বক্তা বরফ চাপাইয়া দিল ; সে তখন উঠিতেও পারিল না, নড়িতেও পারিল না ; বেধানিকার মাহুৎ, সেখান হইতে এক চুলও সরিয়া বাইতে পারিল না। ভূতেরা ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া তাহার কাঁধের উপর হস্ত অর্পণ করিল। হাতগুলো যেন কয়কার মত ঠাণ্ডা, সেই সকল হস্ত-স্পর্শে মাগীটা একবার গৌঁ গৌঁ করিয়া উঠিল,—এতকণের পর ঐ স্বকমে তাহার যৌনভঙ্গ। এইখানে সেই ভয়াবহ নাটকের নৃতন অঙ্ক।

সহসা যেন কারাকূপের মধ্যে অগ্নি জলিয়া উঠিল, মরা-মাহুৎদেরা সে অগ্নিকূণের মধ্যে যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহাদের পাত্রের চক্ষের ভিতরে যেন দর্পণ দৃষ্ট হইল, দর্পণে দর্পণে কত প্রকার প্রতিবিম্ব দেখা যাইতে লাগিল, ভীষণ ভীষণ প্রতিবিম্ব ;—হত্যাকারিণী সে দিকে আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, কাঁপিয়া কাঁপিয়া অল্প দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ক্ষণপরেই অগ্নিনির্ঝরণ, সমস্ত বিকট মূর্ত্তি অদৃশ্য। হতভাগিনী হত্যাকারিণী সেই অন্ধকার কূপে আবার একাকিনী। কত প্রকার দুশ্চিন্তা তখন তাহার সহচরী হইল। মাগী তখন যত প্রকার বিভীষিকা দেখিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বলিল, “সমস্তই ভ্রম,—সমস্তই ভ্রান্তি ;—সমস্তই মারা ! কিন্তু কি ভয়ঙ্কর !”

অন্ধকারে চারিদিকে চক্ষু ঘুরাইয়া মাগীটা আবার বসিয়া পড়িল ; জাহ্নব উপর কহুই রাখিয়া, করতলে মুখ রাখিয়া, পূর্বাগর অনেক ভাবনা ভাবিল,—মর্ধ্যবেদনার অধীরা হইয়া, মহা আতঙ্কে কম্পিত হইয়া, অক্ষুটবরে বলিতে লাগিল, “হা পরমেশ্বর ! হা পরমেশ্বর ! আমি কি করিয়াছি ? আমার কি আর থাকিবার স্থান নাই ? আর দিন কতক কি আমি জীবনের পন্থার বিচরণ করিতে পাইব না ? সত্যই কি আমি নিউগেট কারাগারে আসিয়াছি ? সত্যই কি ফৌজদারী আদালতে আমার বিচার হইবে ? সত্যই কি আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম হইবে ? সত্যই কি আমি কানী-কাটে স্থগিয়া প্রাণ বিসর্জন দিব ?”

“না না !”—মর্দভেদী ঘরে পাগিনী বসিয়া উঠিল, “না না,—সে রকমে আমি মরিতে পারিব না ;—এখান হইতে পলায়ন করি !”—বলিতে বলিতে আবার লাকাইরা উঠিয়া দেয়ালের দিকে ছুটিল ;—অন্ধ্রুপে করোদ, সে কথা তখন তাহার মনে ছিল না, ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে হোচট খাইয়া ধুপ করিয়া পড়িয়া গেল, অত্যন্ত আঘাত লাগিল, তথাপি আবার উঠিয়া বসিয়া আগুন মনে বলিতে লাগিল, “সমস্তই যথ ! আমার কীসী হইবে না । আমি মরিব না ! কে আমি ?—দেখি দেখি, ভাবিয়া দেখি, সত্য আমি কে ?”

ভাবিয়া ভাবিয়া মাগী আবার বলিতে লাগিল, “ঠিক ঠিক ঠিক ! সত্যই আমি সেই,—আমি সেই মিসেস ব্রেস,—আমি সেই সৌধীন বিলাসিনী পোষাকওয়ালী । হার হার ! ইতিপূর্বে আমি কত সুখভোগ করিয়াছি, এখন আমি সর্বস্বখে বঞ্চিতা হইয়া নিউগেট-কারাগারে বন্দিনী ! যৌবনে আমি পরম লাভণ্যবতী ছিলাম, পূর্ণ-যৌবনে আমি পরম রূপবতী ছিলাম, যৌবনে আমি ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলসের উপপত্নী ছিলাম । প্রথমে যখন যুবরাজের সঙ্গে আমার মিলন হয়, তখন আমি কত রজনী কত সুখে বাপন করিয়াছিলাম ! লণ্ডন সহরের বড় বড় দলের বড় বড় উপাধিধারীরা, বড় বড় ঐশ্বর্যশালী সম্রাট পুরুষেরা আমার বাড়ীতে আসিয়া পরমানন্দে প্রেম-প্রসঙ্গে আমার সহিত বিহার করিতেন, আমি নিজেও ধনবতী গৌরবিনী পরম সুন্দরী মহিলা ছিলাম ; হার হার ! এখন আমার একি দশা !

লর্ড মন্টগোমারী আমার প্রেমের নায়ক ছিলেন ; রসিক নাগর । এক রাতে আমি মন্টগোমারীর কোলে শুইয়া ছিলাম, সেই সময় একটা লোক সেই ঘরে প্রবেশ করে ; তাহার সঙ্গে আমার যে সকল কথা হয়, মন্টগোমারী তাহা ভুলিয়াছিলেন ; যশোরিত ভিতর হইতে আমি নামিয়া আসিয়াছিলাম ; লোকটার সহিত কথা কহিতেছিলাম, লর্ড মন্টগোমারী সেই সময় বিছানার উপর হইতে লাকাইরা পড়েন, লোকটার সহিত খানিকক্ষণ তাহার মল্ল-যুদ্ধ হয় ; তাহার পর তিনি সেই লোকটাকে নীচে লইয়া গিয়া বিহার করিয়া দিয়া আইসেন । তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই লোকটা আমার স্বামী ; পূর্বে তাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল । হার ! সেই রাত্রি অবধি ইউজিন মন্টগোমারী আর আমার সহিত দেখা করেন নাই ; ডাকাতের স্ত্রী আমি, তাহা জানিতে পারিয়া আমার প্রতি তাহার দৃশ্য হইয়াছিল । ওঃ ! সেই অবধি আমি ভয়ানক পাপের কার্যে

প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সাংঘাতিক পাপকণ্ঠ ! সেই পাপের ফলে এখন আমি এই জেলখানায় কর্তৃত্ব করিয়াছি । ইহাই শেষ বহে ; সেসন কোর্টে বিচার হইবে ; আমার ফাঁসী হইবে ।”—পাগিনী যেন পাগলিনী হইয়া আপনা-আপনি এই সব ভাবিতে লাগিল, আপন মনে ঐ সব কথা বলিতে লাগিল ।

তখন তখন মাগী আবার যেন বিদ্যুৎবেগে উঠিয়া দাড়াইয়া তীব্রভাবে বলিয়া উঠিল, “না না, ফাঁসী-কাঠে আমি মরিতে পারিব না । ফাঁস-দড়ীতে ঝুলিতে পারিব না । জন্মদেহ আমার গলার দড়ী বাধিয়া ঝুলাইয়া দিবে ; ঝুলিতে ঝুলিতে আমি ছট্-ফট্ করিব, সহস্র সহস্র চক্ষু আমার দিকে চাহিয়া থাকিবে, তাহা আমি সহ্য করিতে পারিব না ! জোর করিয়া আমি আপনাই আপনার প্রাণ বাহির করিব ।”

মাগী যেন সত্য সত্যই প'গল হইয়া মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিল, বুক চাপ্‌ড়াইতে লাগিল, বর্মধারাসিক্ত কপালে করতল ঘর্ষণ করিতে লাগিল । পাগলের মত বলিল, “মরিব না,—অল্প বয়সে কেন মরিব ?—ফাঁসী-কাঠে কেন ঝুলিব ?—আরও কিছু দিন আমি বাঁচিয়া থাকিব ।”—বলিতে বলিতে পাগিনী যেন দেহিতে পাইল, অন্ধকারের ভিতর ভয়ানক অন্ধকার ফাঁসী-কাঠ উঁকি মারিতেছে ! আদালতের সেরিক, ফাঁস পরাইবার জন্মদেহ আর সহস্র সহস্র দর্শক লোক যেন সেইখানে জমা হইয়াছে ! এই নূতন বিভী-ষিকা দর্শন করিয়া হত্যাকাশিনী নিদারুণ জ্বালায় ঘন ঘন কম্পিত হইল । তাহার তখনকার যাতনা বর্ণনাতীত, যাতনা স্বর্গভেদী !

পাগীরসী ভাবিতে লাগিল, ‘এখন আমি করি কি ? আর কি কোন আশা নাই ?’—অন্ধকারে এক অজ্ঞাত ঘরে উত্তর হইল, ‘কোন আশা নাই । নিয়তি হির হইয়াছে, মৃত্যু নিশ্চয়, পৃথিবীর মানব বিচারপতির আবশ্যই তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন, তাহাতে আর সন্দেহমান নাই ।’ অন্ধকারের ভিতর পাগীরসী তখন নৈরাশোর অন্ধকার মূর্তি দর্শন করিতে লাগিল ; মনে মনে সঙ্কল্প করিল, আত্মহত্যা !

পাগল !—পাগল !—মাগীটা যেন সত্যই তখন পাগল !—তাহার মাথার ভিতর যেন আত্মদ জলিয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল, তাহার সম্মুখে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল ? মাগী তখন সত্যই যেন পাগল ! তাহার হাতে তুত চালিল । নিজের পরিহিত বস্ত্র ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, বেঙলি ছিঁড়িল না, সেঙলি জড়াইয়া জড়াইয়া

পরিধান করিল; তাহার পর লোহার খাটির উপর বসিয়া সেই সকল ছিন্ন-বস্ত্রখণ্ডে খুব শক্ত একগাঁছা রজ্জু পাকাইল। মাথা ঘুরিতেছিল, হাত কাঁপিতেছিল, বুক কাঁপিতেছিল, গা কাঁপিতেছিল, ঘন ঘন নাড়ীর স্পন্দন হইতেছিল, তথাপি অতি অল্পকালের মধ্যে রজ্জু পাকান হইয়া গেল।

সেই দুর্ভেদ্য তমোরাশির মধ্যে পাপীরগীর আত্মবিনাশের অমোঘ বস্ত্র প্রস্তুত হইল। সে তখন কারা-কূপের গবাকের লৌহ-গরাদের সঙ্গে সেই রজ্জুর একদিক বাঁধিয়া দিল, এই সাংঘাতিক উপায়ে সে তখন অল্পদিকে ফাঁকি দিবে, ফাঁসী-কাঠকে ফাঁকি দিবে, বৃত্তদেহের মাংসলোভে শকুনিপাল যেমন জমা হয়, মানুষের ফাঁসী দেখিবার আশোনে সেই রকমে বস্ত্র লোক জমা হইবে, তাহাদিগকেও ফাঁকি দিবে, আত্মবিনাশ-কামনার পাগিনী হত্যাকারিণীর সেই রকম গংকল্প।

মাগী ইতিপূর্বে পলায়নের চেষ্টায় একটা টুলের গায়ে হেঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল, এই সময় সেই টুলটা তাহার কাজে লাগিল। গবাকের তলে টুলখানা লইয়া গিয়া মাগী তাহার উপর দাঁড়াইল, কাপড়ের দড়ীর এক মুখে গ্রহি বাঁধিয়া, ফাঁস প্রস্তুত করিয়া, মাথা গলাইয়া, সেই ফাঁসটা গলার লাগাইল;—টুলের উপর হইতে লাফাইয়া পড়িবার উপক্রম। রজ্জুর একদিক গরাদের সঙ্গে বাঁধা, অপরদিকটা তাহার গলার। তৎক্ষণাৎ লাফাইয়া পড়িতে সাহস হইল না, মাগী একটু ইতস্ততঃ করিল; প্রাণের ভয় সকল ভয়কে ছাপাইয়া উঠে; যে প্রাণের উপর সর্বজীবের মহামারা, স্ব-ইচ্ছায় সেই প্রাণ বিসর্জন দিতে হইবে, মারার সহিত সেই ভয় একত্র হওয়াতে হত্যাকারিণী শীঘ্র শীঘ্র লাফাইয়া পড়িতে পারিল না। ঠিক সেই সময় সেট সিপল্কার গীর্জার বড়ীতে গভীর-নিদ্রায়ে ঘোষিত হইল, রাজি একটা।

এই সময় হঠাৎ লৌহদণ্ডের খর্বর শব্দ হত্যাকারিণীর কর্ণে প্রবেশ করিল, টুলখানা হুলিতে লাগিল, মাগী তাহার উপর দাঁড়াইয়া ভাল সামলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; টুলখানা উল্টাটাইয়া পড়িল, মাগীও সেই সঙ্গে পড়িয়া গেল। পড়িয়া গিয়াও অতিবিকালে বাঁচিবার আশা হইয়াছিল; কিন্তু বুধা আশা;—বেটকারে হঠাৎ পড়িয়া বাওয়াতে তাহার গলার ফাঁসটা আরও আঁটিয়া বসিয়াছিল, মাগী দুই হাত দিয়া দড়ীটা বিস্তর টানাটানি করিল, খুলিতেও পারিল না, ছিঁড়িতেও পারিল

না,—উঠিয়া আবার সেই ইচ্ছার উপর দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু টুলথানা উল্টাইয়া তাকাতে পড়িয়াছিল, ঘরিতে পারিল না ; শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল । মিকটেই দেয়াল, সে দেয়ালে পা থাকে না, দেয়াল বাহিরেও উঠিতে পারিল না ;—সটান ঝুলিতে লাগিল ;—প্রাণের মায়ার হাত-পা ছড়িয়া খানিকক্ষণ ধড়াধতি করিয়াছিল, ছটকট করিয়াছিল, ধড়কড় করিয়া-

১

তর মহাব্যের কোন

ভাবার সে বস্তুনা বর্ণন করা যায় না ;—নিদাক্ষণ মৃত্যু-বস্তুগার পাপীরসীর পাপজীবন বহির্গত ।

রজনী-প্রভাতে কারাগারের প্রহরী কারাকূপের দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিল, হত্যাকারিণী আত্মহত্যা করিয়া গবাকের গরাদেয় গারে ঝুলিতেছে । তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ডাকাইয়াছিল, ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অনেকক্ষণ মরিয়া গিয়াছে !

—

একপঞ্চাশতম পরিচ্ছেদ ।

লর্ড মণ্টগোমারীর সহিত সাক্ষাৎ ।

পিষাচী পোষাকওয়ালী বিবি ব্রেস্‌ যে রাতে আত্মবিনাশ করিল, তাহার পরদিন ৩১শে যে । মণ্টগোমারী-পরিবারের সহিত মার্শনেস্‌ বেলেগুনের বিরোধের নিমিত্ত সেই দিনটি স্মরণীয় । মণ্টগোমারী-পরিবারের সহিত বেলেগুেন-পরিবারের যে মোকদ্দমা হইতেছিল, চ্যান্সারী কোর্টের মাষ্টার সেই দিন সেই মোকদ্দমার ভিন্ন ভিন্ন বিচার্য্য তর্কের রিপোর্ট প্রদান করি-
বেন, এইরূপ স্থির ছিল, সেই রিপোর্টের মর্ম্মানুসারেই লর্ড চ্যান্সেলার সেই মোকদ্দমার রায় দিবেন, ইহাই বুঝা হইয়াছিল । এত দিনের পর ঐ ৩১শে যে তারিখে সেই দীর্ঘকালব্যাপী জটিল মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ।

লর্ড মণ্টগোমারী অতি প্রত্যাশে শয্যা হইতে পাত্রোখান করিয়া, দর্পণে মুখ দেখিয়া আপন মনে বলিয়াছিলেন, “আমার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেক রাত্রি আসিয়াছি, শেষ-রাতে অল্প তন্দ্রাধোরে কত অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহাতে মুখ যত মলিন হইবার সম্ভাবনা, তত দূর মলিন দেখাইতেছে না।”

লর্ড মণ্টগোমারী পোষাক পরিবর্তন করিতে লাগিলেন । তখনও তাহার মনে মনে ভাবনা—কেন আমার মন এত চঞ্চল ? কেন আমার হাত কাঁপি-
তেছে ? কেন আমি অমঙ্গল আশঙ্কা করিতেছি ? আমার তরু-কি ? সন্দেহ-
হই বা কি ? আমার শুষ্ক কথা কেহই আনিতে পারে নাই । তবে আমার
কিসের চিন্তা ? মোকদ্দমা ।—তাহাতেই বা চিন্তা কেন ? কারণাকা ষ্টিক
আছে ; উকীল রিগডেন আমাকে বলিয়াছেন, মোকদ্দমা আমি জিতিব ;
তবে আমি কেন ভাবি ?—হাঁ,—একটা ব্যাপার কিছুই আমি বুঝিতে পারি-
তেছি না । তখনও পারি নাই, এখনও পারিতেছি না । অন্তত্বকণে সেই
নীল পোষাক পরিয়া বিয়েটারের নাট্যস্থলে আমি গিয়াছিলাম, একটা রমণী
আমাকে এক বাড়ীতে লইয়া গিয়া স্নানোত্তর করিয়াছিল । কে সে ? পরিচয়
দেয় নাই, মুখ দেখায় নাই, আলো জ্বালে নাই, কি তাহার মতলব ছিল ?

কে সে ?—সেই কি তবে লন্ডা বেলেগেন ?—কিছুই বুঝা যায়ইতেছে না।
সেই রবী এক দিন ক্রোরিমেলকে পাইবার আশা করিয়াছিল, তৎপরীবারে
একজন মটগোয়ারীকে পাইয়াছিল, তাহাতেই কি আমার উপর নিষ্ঠুর
হইবে ?

তিনি এইরূপ ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ সেই-তোষাখানার জিল্‌বার্ট প্রবেশ
করিল ; জিল্‌বার্ট তাঁহার সর্দার খানসামা। প্রভুকে তত সকালে উঠিতে
দেখিয়া জিল্‌বার্ট বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ; বলিয়াছিল, “মী লর্ড ! এখনও সাতটা
বাজে নাই।”

লর্ড বলিলেন, “তাহা আমি জানি, কিন্তু তুমি এত সকালে এ ঘরে কেন
আসিয়াছ ? নিশ্চয় যে সময় তুমি আসিয়া থাকো, তাহার এখনও এক
ঘণ্টা দেরী।”

জিল্‌বার্ট বলিল, “একটি বুদ্ধ লোক আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে
আসিয়াছে ; সে বলে, বিশেষ দরকারী কার্য্য, এখনি সাক্ষাৎ করা দরকার।
অতএব আপনি আগিয়াছেন কি না, তাহাই আমি জিজ্ঞাসিতে আসিয়াছি।”

চঞ্চল-বয়ে লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহার নাম কি ?”

জিল্‌বার্ট উত্তর করিল, “তাহার নাম চ্যাপ্‌ম্যান।”

লর্ড ভাবিলেন, “ওঃ ! বেলেগেন গ্রাঘের সেই বুদ্ধ ভাস্কর চ্যাপ্‌ম্যান !
লোকটা কেন আসিয়াছে ? গতিকটা বড় ভাল বোধ হইতেছে না।” এইরূপ
ভাবিয়া জিল্‌বার্টকে তিনি বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাকে গিয়া বল, পাঁচ
মিনিটের মধ্যেই দেখা হইবে।”

জিল্‌বার্ট বাহির হইয়া গেল, অন্তত সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন-চিত্তে ভাড়াভাড়ি
পোষাক পরিয়া লর্ড বাহাচুর নামিয়া আসিলেন, যে ঘরে চ্যাপ্‌ম্যান অপেক্ষা
করিতেছিল, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

চ্যাপ্‌ম্যানের মুখ দেখিয়া, গ্রাঘের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া, লর্ড মটগোয়ারী
সহসা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি খবর মিষ্টার চ্যাপ্‌ম্যান ?”

চ্যাপ্‌ ।—আছে কোন সন্দেহ। যাহা আপনাকে জানান আবশ্যক।

লর্ড ।—সত্য না অসত্য ?

চ্যাপ্‌ ।—সত্য।

লর্ড ।—তবে আর কোন উদ্দেশ্যের কারণ নাই, স্বাক্ষর-তুমি বলিতে
পার। প্রথমেই আমি বুঝিয়াছি, বিশ্বকর্ম-সংক্রান্ত কোন দরকারী খবর।

তাহা না হইলে কখনই তুমি লণ্ডনে আসিরা এক সন্ধ্যা আমার সহিত দেখা করিতে চাহিতে না। আমি ভাবিয়াছিলাম, সেই পোরস্থানের কোন কথা বুঝি।

চ্যাপ্।—না মী লর্ড, সে সন্ধ্যা কিছুই প্রকাশ পাই নাই, সে ভাবনা আপনি করিবেন না। আপনি যে তিন মাস পূর্বে আপনার প্রতিনিধিগণকে বেলেগেন গ্রামে প্রেরণ করিয়াছিলেন, কোন বিশেষ গুহ্য কারণে বেলেগেন-পরিবারের কবর-খননে আনাকে আবেশ করিয়াছিলেন, গ্রামের জনপ্রাণীও সে কথা জানিতে পারে নাই, কন্মিস্‌কালে জানিতে পারিবেও না। তবে কি না, গীর্জার বাহালী কবর-খনক নর্থ উইচুটা বড় বেয়াড়া লোক, কিন্তু সে লোকটাও সে কথা প্রকাশ করিবে না।

লর্ড।—উত্তম।—এখন তবে তোমার লণ্ডনে আসিবার ব্যবস্থাটা কি রকম ?

চ্যাপ্।—আপনি আমাকে হুতুম দিয়া রাখিয়াছিলেন, সেখানে যখন যে নতুন ঘটনা হইবে, তাহা আপনাকে জানাইতে বিলম্ব করিব না, সেই ভিত্তিই আমি আসিরাছি। গত পরশ রাত্রিকালে ডাক-গাড়ীযোগে আমি লণ্ডনা হই, এক ঘণ্টা হইল লণ্ডনে পৌঁছিয়াছি।

লর্ড।—ওঃ! পরশ তবে তোমার দুই রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে, অ্যা!—লণ্ডনে আসিরাই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিরাছ। বেশ,—এখন বল দেখি, নতুন খবরটা কি ?

চ্যাপ্।—লেডী বেলেগেন সেই গ্রামে গিয়াছিলেন।

লর্ড।—বটে ?—কি অভিপ্রায়ে ?

চ্যাপ্।—পোরস্থান আর রেজেষ্টারী বহি দেখিবার জন্য।

লর্ড।—(চমকিত হইয়া) রেজেষ্টারী ?—হাঁ,—আজ্ঞা, বলিয়া যাও।

চ্যাপ্।—গত পরশ বৈকালে লেডী বেলেগেন সেখানে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তিনি পৌছিবামাত্র তাঁহার আরদাসী রিচার্ড একখানা ডাক-গাড়ী লইয়া অন্য স্থানে চলিয়া গিয়াছে, কোথায় গিয়াছে, তাহা আমি জানি না। একই পরে লেডীর সহচরী মিসেস্‌ মার্গারেট আমার সঙ্গে দেখা করে, খুব ভয়ভীতি দেখাইয়া আমার সহিত কথা কয়; আমিও কপট শিষ্টাচারে তাঁহার সকল কথার উত্তর দিই। কথার কথার মার্গারেট আমাকে বলে, তিন মাস পূর্বে লর্ড মর্টপোরারী এখানে আসিয়াছিলেন, তিনি

কিরিয়া বাইবার পর তাঁহার প্রতিনিধিরা আপিয়াছিল, তোমাকে গোরস্থান খুঁড়িবার ককুন দিয়াছিল, তোমার প্রতি লর্ড বাহাদুরের তত বিশ্বাস কেন হইয়াছিল ? তাহার সেই লকল - * তুমিরা আমি তাহার মনের কথা বাহির করিবার জন্য অন্য কথা পাড়িয়াছিল। শেষকালে মার্গারেট স্ট্র করিয়া বলিয়াছিল, উপস্থিত মোকদ্দমার বাহ, লেডী বেলেগেনের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে, বাহারা তাঁহার অর্ধকুলে সত্যকথা বলিবে, লেডী তাহাদিগকে প্রচুর পুরস্কার দান করিবেন। আমি বলিয়াছিলাম, লেডী যদি ঘুস দিয়া নাহয়কে বশ করিতে চাহেন, সে কথা স্বতন্ত্র; আমি ঘুসখোর নহি, ঘুস খাইয়া কোন কার্য করিতে আমি পারিব না। আমার ঐরূপ জবাব পাইয়া মিসেস মার্গারেট হতাশ হইয়া চলিয়া যায়। পাদ্রী রবার্টের সঙ্গে মার্শনেস বেলেগেন গোরস্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

লর্ড।—প্রবেশ করিয়া কি করিয়াছিলেন ?

চ্যাপ।—বিশেষ খবর আমি কিছু জানি না। কেবল এইটুকু জানি যে, মার্শনেসের স্বামী মৃত মাকুইস বাহাদুরের দেহের অর্ধেকটা ককিনের ভিতর হইতে বাহিরদিকে খুলিয়া পড়িয়াছিল, তাহাই তাঁহার দেখিয়াছিলেন। গীর্জার কবর-খনক নর্থ উইচ তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। তিন মাস পূর্বে আপনার প্রতিনিধিরা যখন সেখানে গিয়াছিলেন, সেই সময় আমি গোরস্থানে গিয়া সেই মৃতদেহের সেইরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলাম; কিন্তু সেটা যে মাকুইস বেলেগেনের মৃত-দেহ, তখন তাহা আমি জানিতাম না।

ইউকিন মন্টগোমারী বিবেচনা করিলেন, ‘আমিও সেটা ভাবিতে পারি নাই, এক রাত্রে ভরানক শব্দে ককিনটা কাটিয়া গিয়াছিল, দুই জন লোক ভর পাইয়াছিল, তাহাই আমার মনে আছে।’ আপন মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া একটু উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন, ‘হাঁ, কি বলিতেছিলে, বলিয়া যাও। পাদ্রী রবার্টের সঙ্গে লেডী বেলেগেন গোরস্থানে গিয়াছিলেন, নর্থ উইচ তাঁহাদের সঙ্গে ছিল, তাঁহার ককিনের গারে আধখানা মৃত দেহ দেখিয়াছিলেন। তাহার পর ?

চ্যাপ।—কাহার মৃতদেহ, তাহা নির্ণয় করিবার অগ্রে কি কি কথা বলা-বলি হইয়াছিল, তাহাতে লেডী বেলেগেন অতিশয় বিস্ময় হইয়াছিলেন। এক বন্টা পরে নর্থ উইচের সহকারীর মুখে ঐ সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমি লগুনে আসিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সন্ধান করি।

লর্ড ।—আচ্ছা, লেডী বেলেগেন বিরক্ত হইয়াছিলেন কেন, তাহা কি তুমি কিছু শুনিয়াছ ?

চ্যাপ ।—কারণ এই যে, সেই বৃত্তদেহ নীলবর্ণ হইয়াছিল, অত্যন্ত সুনির্মাল ছিল, বিকট দেখাইতেছিল ; তাহা দেখিয়া নর্থ উইচ সন্দেহক্রমে বলিয়াছিল, কেহ অবশ্য ইহাকে বিব বাণ্ডরাইয়া মারিয়াছে । সেই কথা শুনিয়াই লেডী অত্যন্ত উত্তেজিতা হইয়া রাগিয়া উঠিয়াছিলেন । এই পর্য্যন্ত আমি শুনিয়াছি । আচ্ছা মী লর্ড, লেডী নিজে স্বামীকে বিব বাণ্ডরাইয়া মারিয়াছিলেন, কাহারও মুখে তেমন সন্দেহের কথা কিছু কি আপনি শুনিয়াছেন ? আমি শুনিয়াছিলাম, মার্ভ'ইসকে বিবাহ করিতে লেডীর ইচ্ছা ছিল না, বিবাহের পূর্বে তিনি আর এক জনকে ভালবাসিতেন ; জোর করিয়া মার্ভ'ইসকে বিবাহ করিতে তাঁহাকে বাধ্য করা হইয়াছিল । সে কথা কি সত্য ?—আরও আমি শুনিয়াছিলাম, মার্ভ'ইস বেলেগেন হঠাৎ মারা পড়িয়াছিলেন, কেহ কেহ তজ্জন্ত নানারকম সন্দেহ করিয়াছিল ।

লর্ড ।—ওঃ ! আমার মনে অকস্মাৎ একটা ভাবের উদয় হইতেছে ! বোধ হয় বেন দৈববাণী । আচ্ছা, আর কি তোমার বলিবার আছে, বলিয়া বাও ।

চ্যাপ ।—আর কোন বিশেষ কথা আমার বলিবার নাই । বাহা শুনিয়াছিলাম, তাহাই বলিলাম ।

লর্ড মন্টগোমারী মহা চিন্তা-সাগরে ডুবিলেন । তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ‘সত্য কি তবে আমার ভগ্নী লরা কপটাচারিণী ? লরা কি তবে সত্য সত্যই পতিব্রাতিনী ? আমি কি তবে স্বপ্ন দেখিতেছি ? লরা এ দিকে পতিশোকে কাতরা হইয়া চির-বিধবা থাকিবার ভাণ করে, তাহার মনের ভিতরে কি কোনরূপ পাপ অভিসন্ধি আছে ? লরা কি তবে ব্যভিচারিণী হইয়াছে ?—ওঃ ! সেই যে অন্ধকার বিলাসকক্ষে যাহার সমুদ্রত বকের উপর বাধা রাখিয়া এক রাত্রে আমি শয়ন করিয়াছিলাম, সেই কি তবে লরা ? ওঃ ! মোহিনীর জাদু-মন্ত্রে মোহিত হইয়া তাহার কর্ণে আমি যে সকল গুহ্যকথা—’

ভাবনার স্রোতে হঠাৎ বাধা পড়িয়া গেল । এক জন চাকর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, ‘উকীল রিপ্লেডেনের ছেড় কেরানী আপনায় সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ।’

সময়ে হুজুস্তার লর্ড বাহারুয়ের সর্বমুখীয় কাপিল । তাহার ভ্রাতা লর্ড

রেমণ্ড কেমন আছেন, তত্ত্ব জানিবার জন্ত সেই কেরানী ব্যাবিক্সারে গিয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন; কি সংবাদ আনিয়াছে, তাহা ভাবিয়াই তিনি অস্থির; চাকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই কেরানী কোথায়?”

চাকর উত্তর করিল, “নীচে আপনার বসিবার ঘরে তাঁহাকে বসাইয়া রাখিয়া আসিয়াছি।”

চ্যাপম্যানের দিকে একবার চাহিয়া লর্ড তখন বার্তাবহকে বলিলেন, “দেখ, এই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া চাকরের ঘরে লইয়া যাও, সেখানে যেন ইহার আদর-বস্ত্র ভাল হয়। আমি এখনি সেই হেড কেরানীর সহিত দেখা করিতে বাইতেছি।”

ভৃত্যকে এইরূপ আদেশ দিয়া, যে ঘরে হেড কেরানী বসিয়া ছিল, লর্ড মন্টগোমারী অবিলম্বে সেই ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন; লোকটির আপাদ-বস্ত্রক নিরীক্ষণ করিয়া তিনি যেন বুকিলেন, অনেক দূর হইতে সবেমাত্র লণ্ডনে আসিয়া পৌছিয়াছে, পৌছিয়াই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে; বোধ হয়, কোন দরকারী খবর না থাকিতে পারে।

হেড কেরানী দস্তরবস্ত্র পরিচ্ছন্ন জানিত না, লর্ডকে সম্মুখে দেখিয়া ঈষৎ নত-মস্তকে একটি সেলাম করিল।

লর্ড মন্টগোমারী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি এইমাত্র ব্যাবিক্সার হইতে কিরিয়া আসিতেছ? আমার ভ্রাতার সঙ্গে কি তোমার দেখা হইরাছিল? আমাদের পৈতৃক উইলের সেই ধারাটির সর্জ-পালনে তিনি কি রাজী হইরাছেন? তিনি কি—”

শেষ প্রশ্ন না শুনিয়াই কেরানী বলিল, “মী লর্ড! আপনার সহোদর লর্ড রেমণ্ড মন্টগোমারীর সম্বন্ধে মহা শোকাবহ সমাচার শুনিবার জন্ত আপনি প্রস্তুত হউন।”

দারুণ সংশয়ের আবহুল হইয়া লর্ড বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি বলিতেছ তুমি?”

কেরানী এতক্ষণ হেঁট হইয়া বসিয়া ছিল, এইবার মুখ তুলিয়া কুটিল-দৃষ্টিতে প্রশ্নকর্তার মুখ-পানে চাহিয়া উত্তর করিল, “মী লর্ড! আমি বলিতেছি, আপনার সহোদর লর্ড রেমণ্ড বাঁচিয়া নাই।”

হুই হস্তে মুখাবরণ করিয়া, অন্ধ দিকে কিরিয়া, শোকাবহ লর্ড

মণ্টগোয়ারী বলিয়া উঠিলেন, “বাঁচিয়া নাই ?—আমার ভ্রাতা লর্ড রেমণ্ড বাঁচিয়া নাই ?”

কেরাণী তখন ভাবিল, কাজটা অস্তার হইয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম, ইনিই হয় ত সহোদরকে সংহার করিয়াছেন ; সেটা আমার অমূলক সন্দেহ। ইনি কদাচ ভ্রাতৃ-হত্যা হইতে পারেন না। ভ্রাতার শোকে ইনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। ইহার প্রতি সন্দেহ করিয়া আমি অস্বাভাবিক কার্য করিয়াছি। সন্দেহটা আমার ভুল।

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত আনিয়া, কেরাণী তখন আপন মনিব রিগ্‌ডে-নের দৃষ্টান্তে যত্ন এক টিপ নস্র গ্রহণ করিল। লর্ড মণ্টগোয়ারীর ভ্রাতৃ-শোক প্রবল দেখিয়া একটু সামলাইয়া লইল ;—হাঁচিল না, কাসিল না, শ্লেষ্মাও ঝড়িল না, চুপ করিয়া রহিল।

সহসা কেরাণীর দিকে ফিরিয়া, কাতর-নয়নে চাহিয়া, ভয়ঙ্করে লর্ড মণ্টগোয়ারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বল দেখি, কবে কি প্রকারে আমার ভাইটি মারা পড়িয়াছে ?”

কেরাণী উত্তর করিল, “সী-লর্ড ! আপনার ভ্রাতা কোন প্রকার রোগে মারা পড়েন নাই ; কোন অজ্ঞাত ছুইলোকে গোপনে তাঁহাকে খুন করিয়াছে।”

লর্ড মণ্টগোয়ারীর মুখখানি রক্তশূন্য হইয়া গেল ; কাতরকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “খুন !—না না,—আমার ভাইকে কেহ খুন করিয়াছে, এমন কথা-তুমি হয় ত মনে করিতে পারিতেছ না।”

কেরাণী বলিল, “হাঁ সী লর্ড, বসার্থই খুন ! গত কল্য বেলা আনাত্ত সাতটা কি আটটার সময় আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, যাল্ডেন গ্রামের নতুন সেতুর পোস্তার নীচে হইতে লোকেরা লর্ড রেমণ্ডের মৃতদেহ টানিয়া তুলিয়াছে ! মার্শনেস্ বেলেগুন তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন।”

সম্মলনয়নে কেরাণীর মুখখানে চাহিয়া লর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, “মার্শনেস্ সে সময়ে সেখানে কি করিতে যিয়াছিলেন ?”

কেরাণী বলিল, “সেই-নির্বাণের স্বরস্বার্থ সেখানে একটি উৎসব করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল ; পোস্তার নিরুভাগে কতকগুলি মুদ্রা নিক্ষেপ করিতে তিনি অভিলাষী হইয়াছিলেন ; উপরিভাবে পাথরখানা সেই পোস্তার

উপর পড়িয়া ছিল, কিংবা কেহ হয় ত কেলিয়া গিয়াছিল ; সেই পাথরখানা তুলিবার সময় লর্ড রেমণ্ডের মৃত-দেহ বাহির হইয়া পড়ে ।”

লর্ড পুনর্বীর ভিজাসা করিলেন, “আমার ভ্রাতার মৃতদেহ দর্শন করিয়া মার্শনেস্ কি করিয়াছিলেন ?”

কেরাণী বলিল, “সেখানে বাহারা বাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদের সকলের অপেক্ষা মার্শনেস্ অধিক শোকাবুল হইয়াছিলেন । লোকে মনে করে, বাহারা মণ্টগোমারী নামে পরিচয় দেয়, মার্শনেস্ তাহাদের সকলকেই শত্রু জ্ঞান করেন ; সেটা কিন্তু ভুল । মার্শনেস্ বেলেগুন পরম দয়াবতী, তাঁহার স্নেহ-মমতা প্রায় অতুল্য ; তাঁহার বদনেই তাঁহার চরিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে । তিনি অতি সরলা, পরহৃৎখ্যাতরা, সকলের দুঃখেই তিনি দুঃখিত হন । আপনার ভ্রাতার মৃতদেহ দেখিয়া তিনি কাঁদিয়া ভাসাইয়াছিলেন ।”

কাঁদিতে কাঁদিতে লর্ড মণ্টগোমারী করুণবচনে বলিতে লাগিলেন, “হা ভ্রাতঃ ! হা ভ্রাতঃ ! তুমি কোথায় গেলে ! তোমার মৃত্যু-সংবাদ-শ্রবণে আমাদের জননী হয় ত প্রাণে বাঁচিধেন না !”

সত্য সত্যই যেন ভ্রাতৃবিয়োগে ইউজিন মণ্টগোমারী অত্যন্ত শোকাকুল, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া কেরাণী তাঁহাকে নানা প্রবোধবাক্যে সান্তনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল, প্রবোধ না মানিয়া পূর্ব্বৎ কাতরবচনে লর্ড ভিজাসা করিলেন, “হার হার ! কে আমার ভাইটিকে খুন করিল ? কাহারও উপর কোনরূপ সন্দেহ হইয়াছে কি ?”

কেরাণী বলিলেন, “শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া আসা আমার দরকার ছিল, দৈবাৎ সেই দিকে গিয়া পড়িয়াছিলাম, সেখানে অধিকক্ষণ বিলম্ব করিতে পারি নাই, শীঘ্রই চলিয়া আসিয়াছিলাম, সুতরাং বিশেষ খবর আমি বলিতে পারিব না । হা, একটা কথা আমার মনে হইতেছে ;—শেতুর নিকটই একটা গলীর ভিতর হইতে সেই প্রাতঃকালে একখানা গাড়ী বাহির হইয়া আসিয়াছিল, গাড়ীতে লোক ছিল, গাড়ী কিন্তু সেখানে থায়ে নাই, দ্রুতবেগে অল্প দিকে চলিয়া গিয়াছিল । আমি এখন—”

কেরাণীর কথা শেষ হইল না । একজন আয়তালী সেই সময় সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেকে সেলাম দিয়া বিজ্ঞাপন করিল, “লর্ড রোবিন্সন আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন ।”

তিনবামাত্র দেয়ালের ঘড়ীর দিকে চাহিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, “লর্ড ক্লোরিমেল এত সকালে?—এই লবে বেলা আটটা। আমি মহাশোক-সম্ভাটার প্রবণ করিয়া মনে করিয়াছি, বিষয়-কর্ণের কোন ক্ষুদ্রতর সংবাদ বাহারা আনিবে, তাহারা ভিন্ন আর কাহারও সহিত এখন আমি দেখা করিব না। এমন সময় তিনি কেন আনিলেন?”

আরহানী বলিল, “তিনি আমাকে বলিয়াছেন, একবার সাক্ষাৎ করা তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন, বিশেষ দরকারী কার্য; অল্পকালের মধ্যেই সে কার্য তিনি শেষ করিতে পারিবেন, বেশী বিলম্ব হইবে না।”

লর্ড বলিলেন, “আচ্ছা, তবে তুমি যাও, তাঁহার সহিত আমি এখনি দেখা করিতেছি।”—এই বলিয়া সে ঘর হইতে তিনি বাহির হইলেন, যে ঘরে ক্লোরিমেল বসিয়া ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন।

লর্ড ক্লোরিমেলের মুখখানি সুবতী জীলোকের মুখের ন্যায় সুন্দর, সেই মুখ তখন অত্যন্ত স্নান, তিনি যেন মহাবিবাহে বিবাহিত। তাঁহাকে দেখিয়া লর্ড মণ্টগোমারী কণেকের দস্তা নিজের হৃৎক ভুলিয়া, তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্বক সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রিয় ক্লোরিমেল! ব্যাপারখানা কি? তোমার কি হইয়াছে? কেন তুমি এত প্রত্যাষে আমার সহিত দেখা করিতে আনিয়াছ?”

ক্লোরিমেল উত্তর করিলেন, “কিয়ৎকণ বৈধা ধারণ কর, সব কথা আমি বলিতেছি। রাও নামে আমার সেই ছোকরা চাকরটি ছিল, তাহাকে তুমি জানো, ভাল রকমেই জানো; সেই রাও অপর আর কেহই নহে, বিবি ব্রেসের বাড়ীতে বাহাকে তুমি দেখিয়াছিলে, সেই সুন্দরী কুমারী কারোলাইন ওয়াল্টার।”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “পেরিল! তুমি তাহার ধর্ম নষ্ট করিয়াছিলে, সেই কারোলাইন? হত্যাকারিণী কারোলাইন আর তোমার সেই চাকর রাও উভয়ে একই ব্যক্তি, ইহা কি সম্ভব?”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “কারোলাইন নির্দোষী, তাহার নামে যে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা মিথ্যা, লর্ড হার্ডিষ্টের পুত্র আর্থার ইটনের যোকদ্দমা বধন স্তন্যদী হইবে, সেই সময় কারোলাইনের নির্দোষিতা প্রকাশ পাইবে, আর্থার ইটনেরও নির্দোষিতা সপ্রমাণ হইবে। বাহা হউক, সে কথা এখনকার নহে, সেই কারোলাইন সস্ত্রি বিবি ব্রেসের দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত—”

সবিস্ময়ে মন্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, “কি!—মিসেস ব্রেস্‌ আবার একটা পাণ করিয়াছে? উঃ! ভয়ানক মেরুদণ্ডব্যাধি—একসময়ে সেই বাগীর সঙ্গে আমার কতই বনিষ্ট পবন হইয়াছিল, তাহা চিন্তা করিলেও অদ-শিহরিয়া উঠে।”

ক্রোরিয়েল বলিলেন, “তাহার লীলা-খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। গত রাত্রে কারাগারের ভিতর মাগীট-গলার হুড়ী দিয়া মরিয়াছে।”

মন্টগোমারী তৎক্ষণাৎ বলিলেন, “বেশ হইয়াছে। ফাঁসীকাঠে মরা অপেক্ষা ঐ রকমে মরা অনেক ভাল।” — বলিতে বলিতে তাহার মনে যেন কি ভাবের উদয় হইল, তিনি ভাবিলেন, তাহার নিজের ভাগ্যও হয় ত ফাঁসীতে মরা ঘটিতে পারে! ভাবিয়াই কম্পিত হইরা তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “ব্রেস্‌য়ের মরণ-ধবরটা তুমি কখন শুনিয়াছ?”

ক্রোরিয়েল বলিলেন, “গত রাত্রে কারোলাইন আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, যত্নাকালে সে আমাকে কি কি কথা বলে, তাহা শুনিবার জন্য, আর তাহার কাছে কখন চাহিবার জন্য আমি জেলখানায় গিয়াছিলাম। তাহার অবস্থা দেখিয়া আমি বড় কাতর হইয়াছিলাম; সে আমাকে অনেক কথা বলিয়াছিল। ব্রাদারিটা যদি বাঁচে, প্রত্যন্তে আবার আমি তাহাকে দেখিতে যাইব, ডাক্তারের কাছে এইরূপ অস্বীকার করিয়া আসিয়াছিলাম। রাত্রে আমার ঘুম হয় নাই, ভোরে উঠিয়া এই অস্বীকার পাগল করিবার জন্য আমি নিউগেটে গিয়াছিলাম। কারোলাইন এখনও বাঁচিয়া আছে, তাহার বেশ জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু বাঁচিয়া উঠিবে, তেমন আশা অতি অল্প। কারাগার হইতে আমি বাহির হইয়া আসিতেছিলাম, কয়েদীদের মুখে শুনিলাম, মিসেস ব্রেস্‌ তাহার হাকত-গল্পের গলার হুড়ী দিয়া মরিয়াছে; তথা জানিবার জন্য আমি কারাগারের প্রহরিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তাহারাও বলিল, কথাটা সত্য।”

কতকটা বিজ্ঞপের ভঙ্গিতে তখন তখন মন্টগোমারী বলিলেন, “ঐ রকম মেই তবে সেই পেলমেলেস নামকরা পৌষকণ্ডারীর ভবলীলা লোক হইয়াছে। এক জন রাজপুত্রের উপগতী,—ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় দান্তিক সম্রাট কুলীনের গ্রেম-নারিকা,—অথবা সুবক-সুবতীর জন্ত-মিলনের পাকাহুটিনী—”

আর বলিতে না দিয়া, তিরস্কারের স্বরে লর্ড ক্রোরিয়েল বলিলেন, “সে

এখন মরিয়া গিয়াছে, এখন আর তাহার উপস্থিতি গণনা কেন করিতেছ ? ইউজিন !—তোমাকে আমাকে প্রেমবিগারী হইয়া তাহাকে যদি উৎসাহ না দিতাম, তাহা হইলে সে হয় ত ততদূর বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। সে কথা এখন ছাড়িয়া দাও ; যে ক্ষণ আমি এত সকালে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি, তাহাই বলি, শোনো। তুমি আমার বাল্যকালের বন্ধু, তোমার কাছে কিছুই আমার গোপন নাই, কিছুই গোপন রাখিব না। গত রাত্রে অজ্ঞাত কথার সঙ্গে কারোলাইন তোমার সম্বন্ধে একটা অতি গুহ্যকথা—”

তাবার্ষ্টিক বুঝিতে না পারিয়া মণ্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, “আমার সম্বন্ধে গুহ্যকথা ?”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “ঠিক আমি বলিতে পারি না, কিন্তু কন্সটেন্ট গার্ডেন থিয়েটারের নাট্যরঙ্গ-সংক্রান্ত বিশেষ গুহ্য বৃত্তান্ত আমি অবগত হইতে পারিয়াছি। সেখানে—”

লর্ড মণ্টগোমারীর সর্বশরীর কাঁপিয়া উঠিল, দাক্ষণ সংশয়ে তাঁহার মনে বিবম ব্রহ্মণ উপস্থিত হইল ; কল্পিতকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, “ওঃ ! তবে বুঝি সেই অজ্ঞাত-রমণী-সংক্রান্ত গুহ্যকথা ?—ক্লোরিমেল ! সেই নাট্যরঙ্গ উপলক্ষে আমি তোমার বেশধারণের জন্ত নীল পোষাক পরিধান করিয়া গিয়াছিলাম, তুমি আমার সে অপরাধ মার্জন্য করিও।”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “ইউজিন ! সে কেনে তুমি অবোধের কার্য করিয়াছিলে,—নিতান্ত অবোধের কার্য। কিন্তু তাহাতে আমাদের পরস্পরের কিছুই নষ্ট হইবে না। তুমি পাণ্ডালাসী করিয়াছিলে, সে জন্ত কমা চাহিবার কথা উত্থাপন করাই অনাবশ্যক। আসল কথা এই যে, কে সেই অজ্ঞাত-সুন্দরী, তাহা কি তুমি জানিতে পারিয়াছ ?”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “কে সেই অজ্ঞাত-সুন্দরী, তাহা আমি জানিতে পারি নাই ; কিন্তু কি কি গুহ্যকথা তুমি শুনিয়াছ, তোমার মূখে তাহা আমি শুনিতে চাই। যদি তুমি সে বিষয় জানিতে—”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “একটু স্থির হও, মূহূর্ত্তকাল বৈধা ধারণ কর। যদি তুমি সেই চতুর্দশ রমণীর বৃত্তান্ত আর তাহার মোহন মন্ত্রে যাতোয়ারা হইয়া বিপদের কাছে কিছু প্রকাশ—”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “ওঃ ! বিপদ ?—এই কথাতে আমাকে কি

বুঝিতে হইবে যে, সেই অজ্ঞাত রমণীই—এইটুকু বলিতে বলিতে লর্ড ক্লোরিমেলের কর্ণে চুপি চুপি একটি নাম বলিলেন।

ক্লোরিমেল বলিলেন, “হাঁ, সেই-ই বটে!—কিন্তু তুমি অমন করিতেছ কেন? তোমার মুখ শুকাইল কেন?—তুমি অমন করিয়া কাঁপিতেছ কেন?”

যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে অর্ধ-কম্পিতকণ্ঠে মর্টগোমারী বলিলেন, “না না,—এমন কিছু নয়, এমন কিছু নয়,—তবে কি না—তবে কি না,—হঠাৎ একটা অশ্রু—”

ক্লোরিমেল বলিলেন, “হঠাৎ অশ্রু নয়; আমি বুঝিতেছি, ভয়ানক অশ্রু,—অজ্ঞারে যেন কোন গুরুতর আঘাত! যদি তুমি কোন প্রকারে সেই অজ্ঞাত মোহিনী কামিনীর কৃণকে পড়িয়া, তাহার কারদায় নিমগ্ন হইয়া থাকো, নীভ্রই সেই নির্বুদ্ধিতার বিবময় কল তোমাকে ভোগ করিতে হইবে;—আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, সেটা তোমার স্পষ্ট পাগলামী!”

অবরুদ্ধস্বরে মর্টগোমারী বলিলেন, “সত্যই পাগলামী,—গেব্রিল! তুমি ঠিক বলিয়াছ; সত্যই আমার পাগলামী।—কিন্তু সেই মোহিনীর ভিতরের খবর আমি কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছি; সে একটা ভয়ঙ্কর পাপ করিয়াছে, তাহাকে সেই ভয় দেখাইলে তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইবে, নিশ্চয়ই সে আমার কারদায় আসিবে। আমি তাহাকে—”

বাধা দিয়া ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, “সাবধান! যদি তুমি তাহার বিপক্ষতাচরণ করিবার চেষ্টা কর, তাহা হইলে সে তোমাকে অবশ্যই জব্দ করিবে! আমি জানিতে পারিয়াছি, সেই কামিনী ভারী চতুরা, অদ্ভুত জাহ্নবিতা জানে! যত্নবশ্ত করিতে বিশেষ পরিপক। তাহাকে ধাঁটাইলে সে তোমাকে বিবম ফাঁদে ফেলিবে; সে ফাঁদ হইতে তুমি মুক্ত হইতে পারিবে না। তাহার সকল কথা যদি আমি তোমাকে বলি, তাহা হইলে কাতখানা তুমি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে; কিন্তু আজ আমার মন ভাল নয়, অবসরও নাই।”

তিনিই তিনিতে অভয়মনক হইয়া মর্টগোমারী বলিলেন, “যদি আমি কিছু প্রমাণ পাইতাম, পরমেশ্বর যদি কিছু প্রমাণ মিলাইয়া দিতেন, তাহা হইলে—”

“প্রমাণ?”—প্রতিধ্বনি করিয়া ক্লোরিমেল বলিলেন, “প্রমাণ?—তুমি

প্রমাণ চাও ? এই দেখ ।”—এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে দুই টুকরা কাপড় বাহির করিয়া মণ্টগোমারীর হস্তে দিলেন ; বলিলেন, “সেই মোহিনী কামিনী যে অন্ধকার ঘরে নাগর লইয়া বিহার করে, সেই অন্ধকার প্রেম্যাগারের বিছানার মশারি আর গবাকের পর্দা হইতে এই দুই খণ্ড কারোলাইন কাটিয়া লইয়াছিল, কল্যা রাত্রে কারোলাইনকে বধন আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় কারোলাইন আমাকে এই দুই টুকরা কাপড় প্রদান করিয়াছিল। এই দুই খণ্ড বস্ত্র যদি ভূমি সেই মোহিনীকে দেখাও, তাহা হইলে সে একে-বারে তোমার কায়দার পড়িয়া তোমার পদানত হইবে।”

আনন্দিত হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “ধন্যবাদ গেরিল, সহস্র ধন্যবাদ ! তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি এ জীবনে ভুলিতে পারিব না। তুমি যে আমার পরম-হিতৈষী অকপট বন্ধু, এই কার্যের দ্বারা তাহার নূতন পরিচয় পাওয়া গেল।”

একটু চিন্তা করিয়া ক্লোরিমেল বলিলেন, “তোমার গুহকথা জানিতে আমি চেষ্টা করিব না, অন্তএব প্রেমের পাগল হইয়া সেই মোহিনীকে তুমি কি কি গুহকথা বলিয়াছিলে, তাহাও জানিতে চাহিব না। কারোলাইনের মুখে বধন আমি শুনিলাম, ছদ্মবেশ-ধারণের নীল পোষাক পরিয়া তুমি থিয়েটারে গিয়াছিলে, নাট্যরঙ্গভূমে ছদ্মবেশধারিণী সেই অজ্ঞাত মোহিনীর সঙ্গে তোমার দেখা হইয়াছিল, তখনি আমার মনে একটা খটকা জন্মিয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম, মোহিনী তোমাকে অবশ্যই প্রলোভন দেখাইয়া প্রেমের ঝাঁদে ফেলিবে, শেষকালে তোমাকে মহা বিপদজালে জড়াইবে। উহা ভাবিয়াই তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আজ প্রাতঃকালে আমি এখানে আসিয়াছি। অজ্ঞাত মোহিনীর আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া তুমি পাগলের মত তোমার গুহকথা তাহার কাছে ব্যক্ত করিয়াছিলে, সে গুহকথা আমি জানিতে চাহি না। কেন না, সকল লোকেরই কিছু না কিছু গুহকথা আছে ; অপরের তাহা—”

মহা উত্তেজিত হইয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, “ঠিক কথা, ঠিক কথা ! আমি তোমার কাছে চিরজীবনের জন্য বাধিত হইয়া রহিলাম।”—এই পর্যন্ত বলিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ক্ষুণ্ণিত-স্বরে তিনি শেষকালে বলিলেন, “হার হার ! আজ প্রাতঃকালে আমি ভয়ঙ্কর নির্ধাত সংবাদ প্রবণ করিয়াছি। কোন ব্যক্তি আমার ভ্রাতা রেন্ডকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে !”

আতঙ্কে কম্পিত হইয়া লর্ড ক্লোরিমেল বলিয়া উঠিলেন, “খুন ?”

বিশুব্ববধনে গুপ্ত কম্পিত করিয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, “হাঁ, খুন !—
বন্দীই খুন ! বিশেষ বিবরণ এখন আমি তোমাকে বলিতে পারিতেছি না ;
শোকের আঘাতে আমার বুক যেন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ! এখন পর্য্যন্ত আমি
জননীকে সেই নিদারুণ বার্তা শুনাইতে পারি নাই। শুনিলে তিনি যে
মর্দ্যাহত হইয়া কি কাণ্ড করিবেন, সেই ভয়ে—”

বরিত্বধরে ক্লোরিমেল বলিলেন “বিলম্ব করিও না, বিলম্ব করিও না, এখন
গিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সংবাদটা তোমার জননীকে জানাও। কি জানি,
অন্ত লোকে যদি হঠাৎ সেই নিদারুণ সংবাদ তাঁহাকে জানায়, শোকোচ্ছ্বাসে
তাঁহার প্রাণ বাইতে পারে।”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “আমারও সেই ভয়। হায় হায় ! কোথায়
আমার ভাই ? কোথায় আমার রেমণ্ড ? কে তাঁহাকে খুন করিল ?
আমি যদি—”

আসন হইতে উঠিয়া লর্ড ক্লোরিমেল কাতরকণ্ঠে বলিলেন, “এখন আমি
বিদায় হই ; তোমার দুঃখে আমি নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। তুমি গিয়া
তোমার জননীকে খুব সাবধানে সংবাদটা জানাও।”

লর্ড ক্লোরিমেল বিদায় হইলেন, লর্ড মণ্টগোমারী মন্থর-গতিতে জননীর
গৃহে চলিলেন ; জননীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে সেই মহা শোক-
সংবাদ তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন। কনিষ্ঠ পুত্রের নিধনবার্তা শুনিয়া ক্যাউ-
ন্টেস মণ্টগোমারী নিদারুণ শোকে চুল ছিঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া, গুপ্ত দংশন
করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার
ডাকা হইল। ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত ঔষধ-প্রয়োগে মুর্ছা উদ্ধ করিলেন।
অভাগিনী পুত্রশোকে যেন পাগলিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

সহচরীগণকে আর ডাক্তারকে জননীর নিকটে রাখিয়া ইউজেন মণ্ট-
গোমারী গৃহান্তরে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ গাড়ী প্রস্তুত করিবার হুকুম
দিলেন, অবিলম্বে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া ক্যাভেডিস্ কোয়ারে লর্ড হোল-
ডার্নেসের নিকটতনে গমন করিলেন।

দ্বিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ।

মোকদ্দমা ।

পূর্বকালে ইংরাজ লোকের পূর্বপুরুষেরা আপনাদের জ্ঞান ও বিবেচনা-মতে স্থাবর-সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও ভোগ-বঞ্চন সঙ্কে অভূত প্রকার বিধান করিয়া উইল করিয়া যাইতেন। সে সময় ইংলণ্ড-রাজ্যে রোমান-কাথলিক ধর্মের আধিপত্য ছিল ; উইল করিবার সময় পোপের নামে শপথ করিয়া উইল লেখা-পড়া হইত, অথবা কোন মঠের অথবা তীর্থস্থানের মহিমা স্মরণ করিয়া, পূর্বপুরুষগণের আত্মার কল্যাণার্থ উৎসব করিয়া গরীব লোকদিগকে অর্থ দান করা হইত ; ছোট বড় সমস্ত জমিদারীর উত্তরাধিকার সঙ্কে একই প্রকার নিয়ম প্রচলিত ছিল। পক্ষান্তরে, এমন কি, ইদানীন্তন কালেও প্রটেস্ট্যান্ট-মতাবলম্বী যখন পোপের ভগ্ন মঠের উপর মন্দির-নির্মাণের প্রথা ছিল, তখন উইলকর্তারা আপনাদের সম্ভান-সম্মতি-গণকে এককালে রোমান-কাথলিক ধর্ম অস্বীকার করিবার শপথ বাধ্য করিয়া রাখিতেন। মন্টগোমারী-পরিবারে পুরুষানুক্রমে ঐ প্রকার নিয়ম চলিয়া আসিতেছিল। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বেলেগুন-বংশ বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হয় ; তখনকার মাকু'ইস্ আশী বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন ; বংশরক্ষার নিমিত্ত তিনি তদানীন্তন আবুল মন্টগোমারীর দ্বিতীয় পুত্রকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ; রাজ্ঞী এলিজাবেথ সেই দত্তক গ্রহণ মঞ্জুর করিয়া শিশু মন্টগোমারীকে বেলেগুনের মাকু'ইস্ উপাধি ধারণের ক্রমতা-পত্র প্রদান করেন। তদনুসারে শিশু মন্টগোমারী বেলেগুন-বংশের পদ-সম্পত্তি অধিকারী হন ; বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এলমার-বংশের একটি কুমারীকে তিনি বিবাহ করেন। সেই বিবাহের ফল একটি পুত্র-সন্তান। সেই পুত্র যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তৎকালে তাঁহার দেশভ্রমণের ইচ্ছা বলবতী হইল ; তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কত বৎসর গেল, তিনি কিরিয়া আসিলেন না, তাঁহার কোন সংবাদও পাওয়া গেল না ; পুত্রটি তবে বাচিয়া নাই, এইরূপ রিবেচনা করিয়া মর্মান্তিক হুঃখে তাঁহার পিতা-মাতা মরণাপন্ন হইলেন। বৃত্ত্যর আর অধিক বিলম্ব নাই বুদ্ধিতে পারিয়া তাঁহার পিতা

আপন পদসম্পদের একজন্ম উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া একখানি উইল করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তখনকার আরল্ মণ্টগোমারী সেই উইলের সর্ভাঙ্গ-সারে সেই বিষয় প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ অবধারিত হয় ; পিতার মৃত্যুর পর সেই আরল্ মণ্টগোমারী বেলেগুনের মাকুইস্ হইবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল ; উইলকর্তা তাঁহার প্রাইয়রি ট্রেট তখনকার আরল্ মণ্টগোমারীকে দান করেন এবং বারবিক্সার জমীদারীর কতকাংশ সেই আরলের ত্রাতাকে ও কতকাংশ এলমার-পরিবারকে দান করেন ।

বারবিক্সার জমীদারীর মধ্যে একটি মঠ ছিল, রাজা অষ্টম হেনরীর রাজত্বসময়ে সেই মঠ ধ্বংস করা হয় ; বুদ্ধ উইলকর্তা রোমের পোপের প্রতিষ্ঠিত ধর্মে অশ্রদ্ধা করিতেন, অতএব উইলের একটি প্রকরণে তিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার আবার উত্তরাধিকারী হইবেন, তাঁহার যেন সেই মঠের পুনরুদ্ধার অথবা পুনর্নির্মাণ না করেন । সেই মন্দিরের অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করিতে উত্তরাধিকারী যদি অঙ্গীকার করে, তাহা হইলে বারবিক্সারের জমীদারীর অংশ হইতে বঞ্চিত হইবে, অতঃ উত্তরাধিকারী তাহাতে দখল লইবে । উইলে আরও বিধান হইয়াছিল, উত্তরাধিকারীরা বাইশ বৎসর বয়সে অথবা তাহার পূর্বে সেইরূপ অঙ্গীকারপত্রে দস্তখত করিবেন । (সেই সময়ে পুরুষের বাইশ বৎসর বয়সে সাবালক হইবার প্রথা ছিল ।) অধিকন্তু সেই উইলে আরও বিধান হইয়াছিল, যিনি যখন মণ্টগোমারী-বংশে আরল্ থাকিবেন, তিনি তদবধি চিরকালের জন্ত লণ্ডনের নিকটবর্তী প্রাইয়রি ট্রেটের অধিকারী হইবেন, তাঁহার নিকট-আত্মীয় বারবিক্সার জমীদারীর অধিকাংশ ও এলমার-পরিবার তাহার অল্প অংশ ভোগ-দখল করিবেন । মাকুইস্ অব বেলেগুন, যিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধকালে জীবিত ছিলেন, তাঁহার উইলের ঐরূপ বিধান ।

উইলকর্তার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সেই নিকটবর্তী পুত্র লণ্ডনে ফিরিয়া আইসেন ; আলভিরীয় বোথেষ্টেরা তাঁহাকে ধরিয়া আক্রমণ করিয়াছিল । তিনি বহুদিন সেখানে ক্রীতদাস হইয়া বহু কষ্ট পাইয়াছিলেন, সমস্তই খালাস পাইয়াছেন । সেই পুত্র ফিরিয়া আসিয়া পৈতৃক সম্পত্তির দাবী করেন ; তখনকার আরল্ মণ্টগোমারী পূর্বোক্ত উইলের বিশেষ বৃত্তান্ত না জানা বশতই হউক কিংবা অজ্ঞের সরলতা বশতই হউক, উইলকর্তার পুত্রের দাবীতে কোন আপত্তি করেন নাই । উইল

হইয়াছিল, উইল আছে, সে কথাটা পর্য্যন্ত সকলে ভুলিয়াছিলেন, বিদেশ-প্রভাগত বেলেগুেন নির্দিষ্টবাদে বহুদিন বেলেগুেন হেটের অধিকারী হইয়া ভোগ-দখল করিতে থাকেন, তাঁহার উত্তরাধিকারীরাও সেইরূপে ভোগদখল করেন; অবশেষে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যকালে যে সময়ে ইংলণ্ডে মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে একজন কুটবুদ্ধিসম্পন্ন এটর্নী সেই উইলের বিষয় অবগত হইয়া সকলকে জানাইয়া দেন। তৎকালে মণ্টগোমারী-বংশে যিনি আরল্ ছিলেন, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সেই সময়ের মাকুইস্ বেলেগুেনের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ভয় দেখান। বাস্তবিক তখন মোকদ্দমা হয় নাই, রফা হইয়াছিল; মাকুইস্ বেলেগুেন সেই রফা-মুজ্রে মণ্টগোমারীদিগকে বোল আনা বিষয়ের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছিলেন; তাহাই স্থির হইয়াছিল; তদনুসারে দস্তুরমত কোবালা লেখা পড়া হইয়া দস্তখত করা হইয়াছিল। ঐরূপে হস্তান্তর হইবার পর একটা কারবারে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মণ্টগোমারীরা দেনাদার হইয়া পড়েন, তাঁহাদের বিস্তর টাকা অভাব হয়; তখনকার মাকুইস্ বেলেগুেন যে সম্পত্তি তাঁহাদিগকে লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তি পুনরায় নিজে খরিদ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাদিগকে অনেক টাকা অগ্রিম দান করেন। টাকা আদান-প্রদানের পর পূর্বোক্ত সম্পত্তি বেলেগুেন-পরিবারের অধিকারে আইসে। ক্রমাগত বিংশতি বৎসর আর কোন উচ্চবাচ্য ছিল না; তৎপরে বর্তমান ইউজিন মণ্টগোমারীর পিতা সেই সম্পত্তিতে অধিকার পাইবার জন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। আমাদের এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইবার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে সেই মোকদ্দমা দায়ের হয়; মোকদ্দমা চলিতে থাকে। কিছু দিন পরে প্রকাশ পায়, মণ্টগোমারীরা সত্য যদি দাবীদার হন, তাহা হইলে বারবিক্সার জামীদারীতে যেমণ্ড মণ্টগোমারীর অধিকার হওয়াই স্থায়সম্মত, প্রাইয়রি সম্পত্তিতে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা অধিকারী হইতে পারেন। এলমার পরিবারও এক অংশের দাবীদার। দীর্ঘকাল বাবৎ এই মোকদ্দমা চলিয়া আসিতেছে। এই মোকদ্দমাই আমাদের বর্তমান আখ্যায়িকার বর্ণনীয়।

এই মোকদ্দমার প্রকৃতি ফেরল, পাঠক মহাশয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝিতে পারিলেন। সেডী বেলেগুেনের পক্ষে আপত্তি এইরূপ যে, মণ্টগোমারী-বিপের সহিত বন্ধন রফা হইয়া গিয়াছে, তখন আর উক্ত সম্পত্তিতে তাঁহাদের কোন প্রকার দাবী-দাওয়া চলিতে পারে না, কসিনকালেও তাঁহারা

উক্ত বিষয়ে অধিকারী হইতে পারিষদেন না। কার্ণাঙ্কা এন্সমার (বর্তমান লেডী হোল্ডারনেস) এইরূপ একাধার দেন যে, রফা হইবার সময় তাঁহার বংশে কেহই কোন পক্ষ ছিলেন না; বিশেষতঃ উইলে ক্রিমপ লেখা আছে, উইলের মর্মানুসারে তাঁহার। যে বেলেগুেন-সম্পত্তির কিছুমাত্র অংশ পাইতে পারেন, তাহাও তাঁহার। জানিতেন না। মন্টগোমারীর পক্ষে আপত্তি এই যে, রফা করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের পূর্বপুরুষের ছিল না। বিষয়-সম্পত্তি বাটোয়ারা হইয়া চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। আরও এক শুদ্ধর কথা।— যোকদ্দমা দায়ের হইবার তিন মাস পরে ইউতিন মন্টগোমারী এই এক নূতন আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, কথিত কোবালাখানা জাল। যদিও বর্তমান লেডী বেলেগুেন উহা জাল করেন নাই, কিন্তু দলীলখানা প্রকৃত নহে।

ইহার পোষকতারি এই কথা বলা হইয়াছে যে, ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে কোবালা লেখা-পড়া হয়, বর্তমান লেডী বেলেগুেনের স্বপুত্র সেই দলীলে দস্তখত করেন। বাস্তবিক লেডী বেলেগুেনের স্বপুত্র ১৭২৩ অব্দে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে দলীল লেখা-পড়া। সেরূপ জাল দলীল কদাচ গ্রাহ্য হইতে পারে না। মাকুইন্স বেলেগুেনের মৃত্যু ১৭২৩ অব্দে, তাহার প্রমাণ এই যে, কবরের সিন্দূকের গারে যে প্রস্তর-ফলক সংলগ্ন আছে, তাহাতেও খোদিত রহিয়াছে ১৭২৩ অব্দ।

যোকদ্দমার অবস্থা এইরূপ। ৩১ শে মে তারিখে চ্যান্সারী মাষ্টার এই যোকদ্দমা সম্বন্ধে নিজের রিপোর্ট প্রদান করিবেন, এইরূপ স্থির ছিল; রিপোর্টখানি প্রস্তুত হইয়াছিল; উকীল রিগ্‌ডেন সাহেব পূর্বে যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, মাষ্টারের রিপোর্টের মর্ম্মও ঠিক তজ্জপ। উকীল স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার মন্ত্বেলের। জরলাভ করিবেন, লেডী বেলেগুেনের পরাজয় হইবে। কার্ণাঙ্কার পক্ষে সওয়াল হইয়াছিল, পূর্বে যদি যন্ত্রাও রফা হইয়া থাকে, সেই রফানামার কোন পক্ষে তাঁহার বংশে কেহই সংলিপ্ত ছিলেন না; কোবালাখানি সত্যই হউক অথবা জালই হউক, তাহাতে কার্ণাঙ্কার স্বত্ব বহাল থাকিবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কার্ণাঙ্কার দাবী অবশ্যই বলবৎ। মন্টগোমারীদিগের সম্বন্ধে চ্যান্সারী মাষ্টার বিবেচনা করিয়াছেন, কোবালা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের দাবী নামঞ্জুর হইতে পারিত, কিন্তু কোবালা প্রকৃত নহে, উহা জাল, ইহা উত্তমরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে; অতএব মন্টগোমারী-বংশের দাবীও বলবৎ।

বিশেষতঃ দাবীদারগণের মধ্যে একজন দাবীদার (লর্ড রেমণ্ড মণ্টগোমারী) আদালতে হাজির হন নাই ; জনরব এইরূপ যে, তাঁহার স্বভূ হইয়াছে ; অধিকন্তু ইহাও প্রকাশ যে, তাঁহার পূর্বপুরুষের উইলের বিশেষ প্রকরণের নিয়মে লর্ড রেমণ্ড সশ্রুত ছিলেন না । অতএব অনারবল আর্চল মণ্টগোমারী উক্ত উইলের লিখিত প্রাইররি সম্পত্তির পূর্ণ অধিকারী হইতেছেন ; বারবিঙ্কসার জমীদারী দুই অংশে বাটোরারা হইবে ; আর্চল মণ্টগোমারী ভূতরাংশ প্রাপ্ত হইবেন, লেডী কার্ণাঙ্কা (বর্তমান লেডী হোল্ডারনেস) দ্বিতীয়াংশের অধিকারিণী হইবেন ।

মাষ্টারের রিপোর্ট এইরূপ । যদিও ইহা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি নহে, তথাপি ঐ রিপোর্টের মর্ম্মানুসারেই লর্ড চ্যান্সেলারের রায় লিপিবদ্ধ হইবে, ইহা অবধারিত । শ্রবণীয় ৩১শে মে । এই দিন লণ্ডনের সকল লোকেই জানিতে পারিলেন, চ্যান্সারী কোর্টের মোকদ্দমার হউজিন মণ্টগোমারী ও লেডী কার্ণাঙ্কার জয় এবং মার্শনেস্ বেলেগুনের পরাজয় ।

ত্রিপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ।

প্রথম পরীক্ষা ।

সেই দিন বেলা ষাটটার সময় বেলেগুন প্রাইররি-নিকেতনের সম্মুখে একখানি গাড়ী দাঁড়াইল, ইউক্লিন মণ্টগোমারী ও লেডী হোল্ডারনেস সেই গাড়ী হইতে অবরোধ করিলেন। নিকেতনের কিছুকরেরা তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ উপবেশন-কক্ষে লইয়া বসাইল ;—বলিল, “মার্শনেস অবিলম্বে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।”

কিছুকরেরা বাহির হইয়া যাইবামাত্র লর্ড মণ্টগোমারী মুহূ-কণ্ঠে বলিত-স্বরে লেডীকে সাবোধন পূর্বক বলিলেন, “কারুণাক্ষ্য ! আজ তুমি এখানে কিরূপ প্রস্তাব করিবার সঙ্কল্প করিয়াছ ? লরায় বা কি কথা তুলিবে বোধ কর ?”

লেডী হোল্ডারনেস উত্তর করিলেন, “মার্শনেস আমাদিগকে এখানে আসিবার নিমিত্ত যে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্র পাইয়া অবশিষ্ট তাঁহার উদ্দেশ্য স্থির করিবার নিমিত্ত কতবার তুমি কত প্রকার ভাবিয়াছ, কিন্তু সহস্রবার ভাবিয়াও সে রহস্ত ভেদ করিতে তুমি সমর্থ হইবে না।”

লর্ড ভিজাসা করিলেন, “প্রিয় ভগিনি ! এটা এক প্রকার চক্রজাল, ইহাই তুমি অহুমান কর ?”

লেডী উত্তর করিলেন, “চক্রজাল অহুমান করিবার কি কারণ ? মার্শনেস কি আমাদিগকে মিচারে অর্পণ করিবার ইচ্ছা করেন ? যদি তাঁহার সে মতলব থাকিত, তবে আমাদিগকে বাড়ীতে আহ্বান করিবার তাৎপর্য কি ছিল ? মনে করিলেই ত তিনি আমাদের বাড়ীতে কন্‌ট্রোল পাঠাইতে পারিতেন।”

সগৌরবে কারুণাক্ষ্যর শাস্ত-বদনে দৃষ্টিপাত করিয়া মণ্টগোমারী বলিলেন, “ভগিনি ! তুমি দিবা শাস্তভাবে নির্ভয়ে সকল বিষয় বিবেচনা করিতে পার। তোমার যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে তুমি স্বাধীনতা-বীরত্ব-মন্দের সেনাপতিত্ব করিতে পারিতে।”

মুহূহাস্য করিয়া কারুণাক্ষ্য বলিলেন, “আমার স্বভাবে কতকটা সেই রকম

দেখায় বটে।” এইটুকু বলিয়া ভৎসনাৎ গভীরভাবে ধারণ পূর্বক তিনি পুনর্বার বলিলেন, “ইউজিন! তুমি অমন চকলচিত্ত হইও না। দেখিতেছি, তোমার সর্বত্র কাঁপিতেছে; স্পষ্টই তুমি ভয় পাউয়াছ। হিঃ! ছেলে-মাল্লবের মত ঐরূপ ভীকৃত্যব দেখাইতে নাই। মোকদ্দমার আমরা জরী হইয়াছি; লরা হয় ত সন্ধি করিবার অভিলাষে আজ আমাদেরকে নিজাঙ্গরে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শানি পাঠ করিয়া যথার্থই আমার সেইরূপ ধারণা হইয়াছে। হয় ত তিনি তোমাকে সঙ্গে করিয়া নিজের বৈঠকখানায় লইয়া যাইবেন।”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “অন্ত প্রাতঃকালে তোমাকে আমি যে সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা শুনাইয়াছি, তাহা শুনিয়া কি তুমি চমৎকৃত হও নাই?”

কাবুগান্ধা বলিলেন, “বিশ্বয় বোধ হইয়াছিল, ইহা আমি অবশ্যই স্বীকার করি; নারাজাতির উপরে কদাচ আমার উচ্চ-গৌরবের”—

কথা সমাপ্ত হইবার পূর্বেই সম্মুখে কাবুগান্ধার কপোলে করম্পর্শ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “প্রিয় ভগিনি! নিশ্চয়ই তোমার হৃদয় কিছু কটিন! আচ্ছা, বল দেখি, লর্ড ডেস্‌বরার মৃত্যুতে তোমার হৃদয়ে কি অধিক শোকের আঘাত লাগিয়াছে? কেন তবে তুমি শোকবস্ত্র পরিধান কর নাই?”

নিটুয়া লেডী হোল্ডারনেস্ বলিলেন, “শোকের কথা যদি বল, আমার বিলাপ করিবার অবসর নাই। শোক-বস্ত্রের কথা বলিতেহ, বস্ত্র প্রস্ততের হকুম দিবার অবকাশ নাই; আমার পিতৃব্যের হঠাৎ মৃত্যুসংবাদ সবেমাত্র গতরাত্রে লণ্ডনে পৌছিয়াছে, তখন আমি কেবল মোকদ্দমার ব্যাপারেই নিবিষ্টচিত্ত ছিলাম।”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “আজ প্রাতঃকালে তোমার স্বামীকে কেমন এক প্রকার চিন্তাক্রান্ত ও অন্থখী দেখিয়াছিলাম; তাহাতে আশ্চর্য্য, বিশ্বয় বোধ হইয়াছিল। আমি তোমার সহিত নির্জনে সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি রাজী ছিলেন না, সেইরূপ তাঁর বুঝিয়াছি; আমার সহিত এক গাড়ীতে তুমি বেড়াইতে আসিবে, সে পক্ষে তাঁহার আরও অধিক অসম্মতির লক্ষণ বুঝিয়াছিলাম।”

চকলঘরে কাবুগান্ধা বলিলেন, “আমার কোন গুরুত্বা তাঁহার অগোচর

না থাকে, অগোচর রাখাও আমার উচিত নয়, নিঃসন্দেহে ইহাই তিনি মনে করেন ।”

পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ সতেজ হইয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “হয় তা কাহার ঈর্ষানিশুও প্রবল ।”

যুগ্ম আরক্ত ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া ফারুগান্দা বলিলেন, “কাহারও প্রতি আমি কামভাবে অমুরাগিনী হইব, আমার জ্ঞাত কাহারও মনে ঈর্ষার উদয় হইবে, এমন কি তুমি বিবেচনা কর ? অধিক রূপবান্, অধিক গুণবান্ নাগরেরাও যদি আমার দিকে কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, তাহাতেও আমি দৃকপাত করি না ।”

তুই হইয়া সকৌতুহলে লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “গৌরবিনী ভগিনি । কোথা হইতে তোমার হৃদয়ে এরূপ অপূর্ব ভেজস্বিতা ও নির্ভীকতার উদয় হইয়াছে ?”

লেডী হোল্ডারনেসের নীলিমনেত্রে সহস্র কুসুরেখা অঙ্কিত হইল, অতি মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “কতকটা আমার স্বভাবলিঙ্গ, অবস্থাগতিকে কতকটা আমি নিজেই শিক্ষা করিয়াছি । যুত্থাকেও আমি ভয় করি না, বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে নির্ভয়ে আমি যুত্থার ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারি ।”

ভাব বৃদ্ধিতে না পারিয়া, বিস্মিত-ময়নে চাহিয়া এক প্রকার উদাসকণ্ঠে লর্ড মণ্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ফারুগান্দা ! তোমার ও সকল কথার অর্থ কি ?”

সুমধুর সঙ্গীত সমাপ্ত হইবার সময় দূর হইতে যেমন অস্পষ্ট মৃদু প্রতিধ্বনি শ্রুত হয়, সেইরূপ অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে ফারুগান্দা বলিলেন, “আমার কথার অর্থ এই যে, নিতান্ত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে জীবনের চরমপন্থায় প্রবেশ করিতে আমি একটুও ভয় পাই না ।” যুত্থার সংবরণ করিয়া, পকেট হইতে কনিষ্ঠা-মূলী অপেক্ষাও ক্ষুদ্র একটি শিশি বাহির করিয়া ফারুগান্দা দেখাইলেন ; শিশি বর্গ-শূন্য এক প্রকার তরল পদার্থে পরিপূর্ণ ; শিশিটি আবার পকেটে রাখিয়া দিয়া, বিজয়-গৌরবে উচ্চকণ্ঠে তিনি বলিলেন, “এখন বৃদ্ধিলে ইউজিন ?”

“বুঝিয়াছি—বুঝিয়াছি ।”—এই দুটি বাক্য উচ্চারণ করিয়া, কিম্বৎকণ খামিয়া, লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “ঐ রকম পূর্বসাবধানতা আমার কি

অবলম্বনীয় নয় ? যে বস্তুর গুণে ইচ্ছামাত্র আশ্রয় মৃত্যু ঘটে, সেইরূপ বস্তু সঙ্গে রাখা আবার পক্ষেও কি উচিত হইতেছে না ?”

কেমন এক প্রকার দুর্বোধ ভীষণ দর্শনে ইউজিনের মুখপানে অনিমেঘে তাকাইয়া, ফারুগান্দা বলিলেন, “জিজ্ঞাসা করি, যত প্রকার অপরাধ আমার দ্বারা অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, তত প্রকার অসংখ্য অপরাধে তুমি অপরাধী কি না ; এই বুঝি ধরে, এই বুঝি ধরে, ইত্যাকার আতঙ্কে আমি যেমন সর্বদা ব্যাকুল, সেই রকম আতঙ্কে তুমি সর্বজন্য আতঙ্কিত আছ কি না ?”

অকস্মাৎ মনোমধ্যে সাংঘাতিক ভয়ের উদয় হওয়াতে সাতঙ্ক-নয়নে ফারুগান্দার মুখপানে চাহিয়া লর্ড মন্টগোমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি। তুমি কি আরও কোন প্রকার গুরু অপরাধের অভিনয় করিয়াছ ? যে কাণ্ডটা আমি জানি, তাহা ছাড়া—বাহা আমি বলিতেছি, তাহা কি তুমি বুঝিতে—”

ফারুগান্দা বলিলেন, “ঠিক বুঝিয়াছি। তোমাতে আমাতে যে কাজটা করিয়াছি, কিংবা অন্য লোকের দ্বারা যে কাজটা আমরা করাইয়াছি, সেই কথাই তুমি বলিতেছ। মার্শনেসের মুখে সে কথাটা এখনই আমরা শুনিতে পাইব। মার্শনেস কতকণে আসিবেন ? কতকণে আমরা তাঁহার অপেক্ষা করিয়া থাকিব ?”

অদূরে মাছঘরের পদশব্দ হইল। চঞ্চল হইয়া চঞ্চল-স্বরে মন্টগোমারী চুপি চুপি বলিলেন, “চুপ কর. চুপ কর ;—ঐ তিনি আসিতেছেন।”

পরক্ষণেই গৃহদ্বার উন্মোচিত হইল, মার্শনেস বেলেগেণ্ডন গৃহপ্রবেশ করিলেন। পূর্বের স্থায় শোক-বসন পরিধান ; ক্লান্তবসনে সর্বদা সমাহৃত। মুখধানি যদিও কিছু স্নান, তথাপি কিন্তু সেই মুখে দিবা গান্ধীর্ষ্য বিদ্যমান ; পদমর্যাদাহীন পদ্য প্রশান্ত ভাব। তাঁহার কথা লইয়া লোকে বেরূপ বলাবলি করে, তাঁহার নিজের দ্বারেও বেরূপ গুরু কথা লুকাইত, তখনকার চেহারা দেখিয়া তাহার কোন লক্ষণ অনুভব করা দুর্ঘট।

ধীরপদে অগ্রবর্তিনী হইয়া মার্শনেস বেলেগেণ্ডন বধোপযুক্ত শিষ্টাচারে সম্ভাষণে লেডী হোল্ডারনেসকে ও আরল্ মন্টগোমারীকে অভিবাদন করিলেন। তাঁহার মনে কোন প্রকার চাতুরী-চলনা আছে, বাহ-লক্ষণে তাহার কিছুই অঙ্কুরিত হইল না ; যৌকদ্দমার তাঁহাদের জয়লাভ হইয়াছে, তাঁহার মনে তজ্জনিত একটু ক্ষুণ্ণতাও প্রকাশ পাইল না।

একখানি সোফার উপর মার্শনেস্ উপবেশন করিলেন, নিকটে আসিয়া বসিবার জন্য লেডী হোল্ডারনেসকে ইঙ্গিত করিলেন, লর্ড মণ্টগোমারীর উপবেশনার্থ সোফার নিকটস্থ একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন । ইতিমধ্যে সারাই কার্য্য হইল । পারিবারিক সম্বন্ধবদ্ধ তিনটি স্ত্রী পুরুষ একটি গৃহে একত্রীভূত । দুটির সহিত তৃতীয়টির ঘোরতর সংগ্রাম ।

আসন-গ্রহণ করিবার সময় লর্ড মণ্টগোমারী স্ত্রীস্ব-কটাক্ষে লেডী বেলেগুনের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, কৃষ্ণ-বসনের প্রতি দৃষ্টি দান করিলেন, যে কৃষ্ণাবরণে তাঁহার স্তূঠাম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আচ্ছাদিত, সেই আবরণের বৈচিত্র্য পরীক্ষা করিলেন ; তদনন্তর স্বর্গীয়া দেবকতা সদৃশ মুখমণ্ডলের প্রতি নয়নার্পণ করিয়া মনে মনে আলোচনা করিলেন, “আহা ! ইহা কি সম্ভব ?—এই লাবণ্যময় সৌন্দর্য্য-শোভিত প্রশান্ত মূর্ত্তির হৃদয়কন্দরে আগ্নেয়-গিরিসদৃশ দুর্জয় রিপূর সমাবেশ, ইহা কি সম্ভব ?”

মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া তিনি আর একবার সেই সুন্দর মুখের দিকে আর একটি কটাক্ষপাত করিলেন ; দেখিলেন, সুন্দরীর নির্মল কপোলবৃগল দিব্য আরক্ত-রাগ-রঞ্জিত, অবরবের ভঙ্গীতে তিক্তিৎ চাক্ষু্য-লক্ষণ ; পরক্ষণেই আবার সেই মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, উবেগশূন্য সিদ্ধ-গাভীরা সুপ্রকাশ ।

মূর্ত্তি-দর্শনে মণ্টগোমারী বিমুগ্ধ হইয়া পুনর্বার মনে মনে ভর্ক করিলেন, “কি ভাব বুঝিয়া লইব, জানি না । এই মার্শনেস্ হয় ত সরতানের কপটতার ভণ্ডারী দেখাইতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিতা, ইনি হয় ত সাক্ষাৎ কপটতার মূর্ত্তিমতী, অথবা লর্ড ক্লোরিমেল হয় ত ইহীর প্রকৃতি-বিচারে প্রতারিত হইয়া থাকিবেন । বাহাই হউক, দেখিতে হইবে ; এখনই আমরা প্রকৃত ভঙ্গ বুঝিয়া লইতে পারিব ।”—ভাবিতে ভাবিতে আর একবার তিনি মার্শনেসের বিজ্ঞ সরলতাপূর্ণ মুখখানি সন্দর্শন করিলেন ; পূর্ব্বের সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা আরও বর্দ্ধিত হইল ।

লেডী ফারুখান্না বক্তৃ-নয়নে মার্শনেসের প্রশান্ত বদন অবলোকন করিলেন । লর্ড মণ্টগোমারীর মনে যে রূপ ধারণা জন্মিয়াছিল, তাঁহারও ভঙ্গ । সন্দিক্ধ-মনে তিনিও ভাবিতে লাগিলেন, আজিকার এই সাক্ষাৎ আলাপে মার্শনেস্ বর্ধার সরলতা দেখাইবেন কিংবা কপটতার অভিময় করিবেন ? বৈরভাবের প্রবলতা হইবে কিংবা সৌন্দর্য্যভাবে সীমাস্না হইয়া যাইবে ?

এই গৌরবিনী মহিলা সরল-বাক্যে পুনরাবৃত্তির প্রস্তাব করিবেন কিংবা ঐক্যচরণের ভর দেখাইবেন?

মার্শনেসের প্রবেশে অস্বস্তি এই প্রকার নির্ভীক অভিনয়, তাহার পর ব্যাখ্যালাপ আরম্ভ।

প্রথমে ইউজিনের, তাহার পর কার্ণওয়ালের মুখপানে চাহিয়া, মার্শনেস বলিলেন, “আমার পত্র প্রাপ্ত হইয়া তোমরা উভয়েই চমৎকৃত হইয়াছিলে বোধ হয়। আমি তোমাদের উভয়কে এখানে আসিতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। কি আমার অভিপ্রায়, এখন তাহা বুঝাইয়া বলিতেছি। আমাদের মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পক্ষে বেক্রম আভাস প্রকাশ হইয়াছে, আত্মপ্রত্যক্ষকালে তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। বিবেচনা করিয়া, আমরা ভিনজনেই তাহার ফলাফলভোগী, ভিনজনে একত্র হইয়া তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করাই এখন বুদ্ধিসিদ্ধ; সেই কারণেই তোমাদের নামে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। কথা এই যে, আর বুঝা মোকদ্দমার খরচা না বাড়াইরা, আমাদের আপনাদের মধ্যে পরস্পর রক্ষা করিয়া লওয়াই কর্তব্য।”

বিরাগ-বিশ্বয়ে মার্শনেসের মুখের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কার্ণওয়াল প্রাতিধ্বনি করিলেন, “আমরা আপনাদ্বয়ের মোকদ্দমার বিচার করিব।”

লর্ড মন্টগোমারী বলিলেন, “বর্তমান অবস্থায় এখন আমরা বুঝিয়া লইয়াছি, মোকদ্দমার আমাদেরই জরলাভ হইয়াছে।”

সম্ভাষারূপ গাভীর্য্য ধারণ করিয়া প্রশান্ত-স্বরে মার্শনেস বলিলেন, “বিবেচনা পূর্ব্বক তোমরা উভয়েই স্বরণ করিতে পারিবে, তোমাদের জিত হইয়াছে, সেটা এখনও নিশ্চিত অবস্থারিত হইয়াছে; কেন না, লর্ড চ্যান্সেলার অবশ্য ঐহার নিজের দ্বারা প্রকাশ করিবেন।”

ললোভ-চঞ্চল কণ্ঠে কার্ণওয়াল বলিলেন, “মাস্টার বেক্রম রিপোর্ট দিয়াছেন, সেই রিপোর্ট অনুসারেই বিচারকের দ্বারা প্রকাশ হইবে।”

তিরসার এবং সতর্কতা বাহ্যতে বুঝায়, সেই ভাবে অবিচলিত-স্বরে মার্শনেস বলিলেন, “শোনো লেডী হোল্ডারনেস, আরও নতুন নতুন সাক্ষী ব্যক্তি করা হইবে।”

আরও গুণগোল ব্যয়িত, এই ভাবে মনে আনিয়া, লর্ড মন্টগোমারী বলিলেন, “অবার নতুন নতুন সাক্ষী।”

মার্শনেস বলিলেন, “হাঁ মি লর্ড! সেই নতুন প্রমাণে আরও অনেক বিশেষ কথা প্রকাশ পাইবে। চ্যান্সারী কোর্টের মোকদ্দমা, কত বৎসরে ৭৭ ব হইবে, কেহই বলিতে পারে না। আমাদের এ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে আরও বহু বৎসর লাগিবে। অতএব আমি পুনর্বার প্রস্তাব করিতেছি, বরাবরি রফা করাই ভাল। দুই ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আশাহরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব। কি বল তুমি?—লেডী হোল্ডারনেস! তুমিই বা কি বল?”

বিরক্ত হইয়া, ঘৃণানলে জলিয়া, কার্ণওয়াল বলিলেন, “এটা কি তামাসার কথা?”

মার্শনেস বলিলেন, “তামাসা নয়; বড়ই গুরুতর কথা,—পূর্বাপর অনেক চিন্তা করিয়াই আমি আমার মনের কথা ব্যক্ত করিয়াছি। তোমরা যদি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য কর, বরাবরি রফা করিতে যদি রাজী না হও, তবে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বড় গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। তুমিও ফাঁপরে পড়িবে, লর্ড মন্টগোমারীও বিপাকে ঠেকিবেন। যে নতুন প্রমাণের কথা আমি বলিতেছি, যে প্রমাণ আমি উপস্থিত করিব, উপযুক্ত স্থান হইতেই তাহা সংগৃহীত হইবে, ইহা তোমরা নিশ্চয় জানিও। এখন আমার সাদা কথা এই যে, এই উপবেশন-কক্ষমধ্যে আমাদের তিন জনের দ্বারা এই জটিল মোকদ্দমার সীমাসীমা হওয়া ভাল কিংবা ভয়ঙ্কর আদালতে ভয়ঙ্কর বিচার-পতির দ্বারা নিষ্পত্তি হইবার আশা করা ভাল, তোমরাই তাহা বিবেচনা কর।”

অস্বাভাবিক রোষে লেডী হোল্ডারনেসের নয়নে ঘেন অগ্নিস্কলিক নির্গত হইতে লাগিল, মার্শনেসের সহিষ্ণুতা-স্বচক শান্তমূর্ত্তি-দর্শনে সেই রোবীনল ভিতরে ভিতরে আরও অধিক তেজে প্রধূমিত হইয়া উঠিল; লর্ড বাহাছরকে তিনি বলিলেন, “আমুন, আমরা জজের কাজ করিয়া মার্শনেস্ বেলেগুনকে ঠাণ্ডা করিয়া দিই।”

শেবে কি হইবে, ভাবিয়া না পাইয়া লর্ড মন্টগোমারী ধীর-স্বরে বলিলেন, “আচ্ছা, এস তবে আমরা জজের কাজ করি।”

সোকার গদীর নীচে হইতে একটি রক্ত-লম্বা বাহির করিয়া মার্শনেস তৎকালে সেই বস্কাটি বাজাইয়া দিলেন; যুদ্ধের অপর প্রান্তের একটি দ্বার উন্মুক্ত হইল—একজন বৃদ্ধ লোক প্রবেশ করিল।

লর্ড মণ্টগোমারী এতক্ষণ বেশ সানধান হইয়া উপস্থিত রূপে অভিনয় করিতেছিলেন, এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার চমকিয়া, তিনি সেই সাবধানতা তুলিয়া পেলেন,—চমকিত মুহূর্ত্তে বলিয়া উঠিলেন, “অষ্টিন !”

গভীরবদনে মণ্টগোমারীর মুখের দিকে চাহিয়া লেডী বেলেগেওন বলিলেন, “ওহো ! এই লোকটিকে তবে তুমি চেনো দেখিতেছি !”—অষ্টিনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই লর্ড বাহাদুরকে আর এই সুন্দরী মহিলাটিকে তুমি চেন কি ?”

পূর্ণসাহসে অষ্টিন উত্তর করিল, “আপনার সাপকে দাঁড়াইবার জন্য আপনি যখন আমাকে পারিতোষিক দিয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই সত্য-কথা কহিব। এই তদ্রলোকটির নাম আরল্ মণ্টগোমারী আর এই মহিলাটির নাম কার্ণালা এলবার অথবা লেডী হোল্ডারনেস।”

গভীরভাবে ধারণ করিয়া গভীরস্বরে লেডী বেলেগেওন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইহাদের সম্বন্ধে কি কি বিশেষ কথা তুমি বলিতে পার ?”

অষ্টিন উত্তর করিল, “চারি মাসের অধিক হইল, এই আরল্ মণ্টগোমারী বেলেগেওন গ্রামের নিকটবর্তী পল্লীতে আমার কুটারে উপস্থিত হইয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, ‘তুমি যদি আমার কিছু উপকার করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার দিব।’ আমি সম্মত হইয়াছিলাম। ইনি তখন গোটাকতক জিনিসের নাম বলিয়া, সেই সকল জিনিস আনিবার জন্য আমাকে বার্মিংহাম নগরে যাইতে বলিয়াছিলেন।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কি জিনিস ?”

অষ্টিন উত্তর করিল, “এক দফা—স্বীজাঘরের দরজার চাবীভাঙ্গা ও লৌহসিল্কের চাবীভাঙ্গা ইত্যাদি সর্জনপ্রকার চাবীভাঙ্গা বন্ধারা খুজিতে পারা যায়, সেই প্রকারের একতাড়া পর-চাবী। দ্বিতীয় দফা—কবর-খনকেরা যে সকল যন্ত্র ব্যবহার করে, সেই সকল যন্ত্র ও তাহাদের ব্যবহার্য একটা সিমেন্টের বাস। তৃতীয় দফা—বিশেষ বর্ণনার অক্ষর-খোদিত শব্দাবলি সিল্কের একখানা পার্শ্ব-কলক। লর্ড বাহাদুর ঐ সকল জিনিস আনিবার জন্য আমাকে হুকুম দিয়াছিলেন। কতিপয় বজুর সহিত বার্মিংহাম নগরে গিয়া সেই সকল বস্তু আমি আনিয়া দিয়াছিলাম। তাহার পর প্রায় তিন সপ্তাহ অতীত হইলে, লর্ড বাহাদুর এই মর্মে আমাকে এক পত্র লিখিয়া

পাঠান যে, লেডী এলবার ও আর দুই জন লোকের সহিত তিনি যখন একদিক দ্বারতঃকালে আমার কুঠিতে উপস্থিত হইবেন। লোকদের যোগ্যকী বানানান প্রস্তুত রাখিবার জন্যও সেই পক্ষে আমার প্রতি আদেশ ছিল।”

মার্শনেস্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তখনকারে তাঁহারা তোরাক বাড়াতে উপস্থিত হইয়াছিলেন?”

অটিন উত্তর করিল, “হাঁ মা। তাঁহারা গাড়ী করিয়া গিয়াছিলেন। আরলের মুখে ও লেডী এলবারের মুখে যুবোদ ছিল। সূর্য দুই জন ভয়ঙ্কর গুণ্ডা; তেমন ভয়ঙ্কর গুণ্ডা আমি আর কখন দেখি নাই। লেডী এলবার সেই গাড়ী করিয়া কলিংটনে চলিয়া গিয়াছিলেন, ঝাটিকালে শূন্য গাড়ীখানা কিনিয়া আসিয়াছিল, এলবার আইসেন নাই। তিনি—”

সে কথা শুনিতে না চাহিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “ও কথার সবকার নাই; যে রাত্রের কথা তুমি বলিতেছ, সে রাত্রে কি কি কার্য হইয়াছিল?”

অটিন উত্তর করিল, “সেই দুই জন গুণ্ডাকে লকে লইয়া আরন্স বাহাদুর গীর্জামন্দিরে গমন করিলেন। বাহুমিথ্যায় হইতে যে সকল জিনিস আনিয়া গিয়াছিলাম, খননের সরঞ্জাম যন্ত্রাদি, সিমেন্ট-বাল্ল ও পর-চাবীর তাড়াটি, তাহাও তাঁহাদের সঙ্গে—”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আর সেই কক্ষের স্টেটখানা?”

অটিন উত্তর করিল, “হাঁ,—সেখানাও আরন্স বাহাদুর সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল।”

মার্শনেস্ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, “সেই স্টেটখানার উপরে কি কি অক্ষর লেখা ছিল?”

অটিন উত্তর করিল, “বংশের শেষ মারুকুইসের গিতার-বৃত্তের সাক্ষ্য-তারিখ।”

এই পর্যন্ত প্রশ্ন করিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “স্বাচ্ছন্দ্য, এখন তুমি বাইতে পার, যিহীরা সাক্ষীকে পাঠাইয়া দাও।”

অটিন দাড়া বাহা বলিল, মার্শনেস্ দাড়া বাহা বলিলেন, চেম্বরের দ্বারে ট্রেন দিয়া, যুগলবদ্ধ বকে বহু রাখিয়া, উর্জদুখিত হাজের দিকে চাহিয়া, মর্জ মণ্টনোবারী নীরবে তৎসমস্ত জ্ঞাপন করিলেন; লোকের উপস্থানে পৃষ্ঠ-স্থাপন করিয়া, হেলিয়া পড়িয়া, লেডী হোয়াটকোরসে সেই সকল কথা শুনার্থে শুনিয়া বিজ্ঞানীরা স্থণা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অট্টন চলিয়া যেন, পরকণে পার্শ্বগৃহ হইতে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিয়া মার্শনেসের সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার শরীরে ও নয়নে চতুরতাপূর্ণ চাকল্যের ক্রীড়া ।

স্ব কিসায়াই, বুড়ীর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া লর্ড মন্টগোমারী বৃহৎকণ্ঠে আশ্চর্য উচ্চারণ করিলেন, “ওঃ ! সেই বিধবা কুম্ভারমাণ্ড এখানে উপস্থিত !”—এই কটী কথা বলিয়াই তিনি পূর্বের দ্বার ভঙ্গীতে চেয়ারে চৈত বিয়া কড়িকড়িৎনবিত্ত বেগোমারী কাড়ের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বসিলেন ।

বুড়ীকে সম্বোধন করিয়া মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ছুটি সাহেব-বিবিকে তুমি চেনো ? যদি চিনিতে পার, ইহাদের সম্বন্ধে কি কি কথা তুমি বলিতে পার ?”

বুড়ী উত্তর করিল, “আরল্ মন্টগোমারী আর এই লেডী হোল্ডারনেসকে আমি চিনি । এই লেডী পূর্বে মিস্ কাম্বালা এল্‌মার নামে পরিচিতা ছিলেন । তিন মাস গত হইল, এই লেডী হোল্ডারনেস্ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কলিংটনের নিকটবর্তী পল্লীতে আমার কুটীরে উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি আদেশ করেন, ‘২৪ বটার মধ্যে লর্ড মন্টগোমারী ছুটি লোক সঙ্গে করিয়া এইখানে আসিবেন, তাহাদের অভিযন্ত্রণের জন্য তুমি প্রস্তুত থাকো ।’ আরও তিনি আমাকে আদেশ করিয়াছিলেন, ‘বিদেশবাসী মজুর লোকেরা যে রকম বস্ত্র ব্যবহার করে, সেই রকম বস্ত্র রাখা বাইতে পারে, কলিংটনে বাইরা তুমি তদুপযুক্ত ছুটি তোরক-কিনিয়া আন ।’ আমি তাহার আদেশ পালন করিয়াছিলাম । লেডী হোল্ডারনেস্ তৎপরেই চলিয়া গিয়াছিলেন । পরদিন অতি প্রত্যবে লর্ড মন্টগোমারী দুজন লোক সঙ্গে করিয়া তথায় উপনীত হন । যে দুটো লোক তাহার সঙ্গে গিয়াছিল, তাহাদের চেহারা ভয়ানক খুনে ডাকাডের মতন ; কিন্তু ক্ষৌরি হইয়া, স্নান করিয়া, নতন কাপড় পরিয়া একটু ভাল মানুষ্যের মতন সাজিয়াছিল ।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “লোক সঙ্গে করিয়া আরল্ বন্ধন তোমার কুটীরে উপস্থিত হন, তখন তুমি কোনরূপ অস্বাভাবিক কার্য করিয়াছিলে, এমন তোমার মনে হয় ?”

বিধবা কুম্ভারমাণ্ড উত্তর করিল, “আরল্ বাহ্যভরকে আমি চিনিয়াছি, সে ভাঙের কোন কথা একদল করিতে লেডী হোল্ডারনেস্ আমাকে নিষেধ

করিয়া দিয়াছিলেন, সে নিষেধটা ভুলিয়া গিয়া, আরন্ বাহাদুরকে আমি ঘাই লর্ড বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম । আরন্ বাহাদুর তাহাতে আমার উপর ভারী রাগিয়া উঠিয়াছিলেন ।”

আর কিছু অনিবার ইচ্ছা না করিয়া, বার্মেন্সে তাহাকে বলিলেন, “আচ্ছা, তুমি যাও, তৃতীয় সাক্ষীকে পাঠাইয়া দাও ।”

কাব্‌গান্দা এতক্ষণ কপট অরজাতাব পোষণ করিয়া নিশ্চয় হইয়া ছিলেন, আর ধৈর্যধারণ করিতে না পারিয়া, লেডী বেলেগুনের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া অবজ্ঞার স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই ছেলেকেলাটা আরও কি বৈজ্ঞানিক চলিবে ?”

তৃতীয়-স্বরে লর্ড মন্টগোমারী বলিলেন, “চুপ কর কাব্‌গান্দা ! বার্মেন্সেকে ইচ্ছামত কাক করিতে দাও । এটা আমাদের প্রথম পরীক্ষা ; লেডী বেলেগুন এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করুন ।”

কথা শুনিয়া লেডী বেলেগুন একটু চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, অস্থিরভাবে চমকিত-নয়নে লর্ডের দিকে ক্ষণেকের মত একবার দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ কিন্তু ভাব সংবরণ করিয়া, ভিতরের গৃহের দিকে চক্ষু ফিরাইলেন ।

তৃতীয় মূর্তি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল । সেই মূর্তি একটি যুবতী রমণী ; আরক্তকেশী, কন্ডালবদনা ; একবার তাহাকে দেখিলে পুনর্বার তাহার দিকে চাহিতে বিতৃষ্ণা জন্মে ।

লর্ড মন্টগোমারী অথবা লেডী কাব্‌গান্দা উভয়ের কেহই সেই রমণীকে পূর্বে কখন দেখেন নাই ; যদিও তাহার অভিনয় দেখিতে তাঁহাদের আকৌ ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তথ্যবয়ে তাঁহাদের গুণ কোতূহল ও গুণ উৎকর্ষ আগ্রহ হইয়াছিল ।

ওল্ড বেনী আদালতের উকীলেরা যেমন মৈথুনা সহকারে গভীরভাবে মোকদ্দমার আসামী, করিয়াহী ও ব্যক্তিগণকে হস্তগত করেন, সেইরূপ গভীরভাবে লেডী বেলেগুন ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কি ?”

রমণী উত্তর করিল, “আমার নাম মেরী গ্রাইল । এই আরন্ মন্টগোমারী সাক্ষাৎকার-বাহিরে একটা প্রহেলিকা-একটা বিশেষ কার্যসাধনের মত আমার পিতাকে আর অপর একজনকে টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়া-

হ্রিলেন, “সেই শব্দর ঘোষের নাম ঘোষক, ভ্রমারোপ, উভয়েই এখন নিউ-বেট-কারাগারে বন্দী।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “যে কার্যের জন্য তাহার নিযুক্ত হইয়াছিল, সে কার্যটা কি প্রকর?”

যেহী আইনের ডাকনাম কারোটিপোল। মার্শনেসের প্রায়ে কারোটিপোল উত্তর করিল, “একটি শব্দর শব্দর যুগ্ম-পুরুষকে একটা সেতুর পোতার নাচে ফেলিয়া দিয়া জীবন্ত সমাধি দণ্ড।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “একটি ত্রীলোক কি বেইখানে উপস্থিত ছিল? আর সেই যুগ্ম কি ভৎকালে তাহারও নাম—”

কারোটিপোল বলিল, “হা,—কারুণাকার।”

সেডী হোল্ডারনেস্ জোখারক্ত-মরনে বিগ্, বেগারম্যানের কতর দিকে-ও সেডী বেলেডেনের দিকে তুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, দত্ত দাগা স্বীয় আরক্ত ঋণ বশন করিতে করিতে তাক্ষল্যভাবে অন্তরিকে মুখ ফিরাইয়া গইলেন।

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেবল সেই যুগ্ম-পুরুষকে হত্যা করিবার জন্যই কি জোখার পিতা ও তাহার বন্ধী লোকটি নিযুক্ত হইয়াছিল? তাহা-বিগকে কি আর কোন কার্য করিতে হয় নাই?”

কারোটি উত্তর করিল, “না বা, কেবল একটা কার্য মর, আরও ছিল। রাজ্যিকালে গীজ্ঞার প্রবেশ, গোরস্থানে গোর ধোঁড়া, আর বর্ষশালার রেজেষ্টারী-বহি বর্ণন করা; কিন্তু শেষ কার্যটি কেবল আরন্ বাহাহর নিজেই করিয়াছিলেন।”

মার্শনেস্ জিজ্ঞাসা করিলেন, “গোরস্থানে গোর ধোঁড়া হইয়াছিল, জোখার কি প্রমাণ তুমি পাইয়াছ?”

একটা অকুরী বাহির করিয়া দেখাইয়া কারোটিপোল বলিল, “একটি বৃত্তেরে ককিন হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, শবের অন্তরীতে একটি অকুরী ছিল; এই সেই অকুরী।”

লর্ড বট্‌সোমারীর দিকে হাহিয়া সেডী বেলেডেন বলিলেন, “এই অকুরীতে বেলেডেন-পরিদায়কর সুকূট অভিহিত আছে।”—এইটুকু বলিয়া তিনি পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, “এই ত্রীলোকটি আত প্রাতঃকালে আমার কাছে আসিয়াছিল, আত্মেরে প্রাতঃকীর জবাবীতে কি কি ঘটনা হইয়াছে,

স্বায়ত্ত্বীয় বোকাবোকা সবকে যে যে তত্ত্ব ইহার জানা আছে, আমার সাক্ষাতে ভাষা ব্যক্ত করিয়াছে; তোমাকে আমি পত্র লিখিয়াছি, তুমি এখানে আনিবে, এ কথাও আমি ইহাকে বলিয়াছি; আমাকে বাহা বাহা বলিয়াছে, তোমার সাক্ষাতেও পুনরায় তাহা বলিবে, সেই অন্ত এই দুমণী এই রাজি পর্যন্ত এখানে রহিয়াছে। আমার কাছে পুরস্কার চাহিয়াছিল, তাহাও আমি ইহাকে দিয়াছি।” তুমি কি এখন ইহাকে কোন কথা লিভাগা করিতে চাও?”

লর্ড মর্টগোয়ারী কোন উত্তর করিলেন না; সমভাবে উর্দ্ধদৃষ্টিতে বিলম্বিত ঝাড়-লগুনের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাগে রাগে ফুলিতে ফুলিতে লেডী হোল্ডারনেসও নিস্তব্ধ।

করোটিপোলের দিকে চাহিয়া মার্শনেস তখন বলিলেন, “তবে তুমি বিদায় হইতে পার।”

এই সময় আরল্ মর্টগোয়ারীর মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। মৌনভঙ্গ করিয়া তিনি বলিলেন, “লরা! এই যে সাক্ষীগুলি তুমি সংগ্রহ করিয়াছ, উহাদের প্রতি হুম্ব কর, আমাদের কাছে বাহা বাহা বলিল, অপর কাহারও কাছে উহার যেন তাহার একটি কথাও প্রকাশ না করে। তোমার কাছে টাকা না পাইলে উহার কদাচ চূপ করিয়া থাকিবে না। উহার বাহা চার, তাহা উহাদিগকে দিয়া, বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দাও। এ সকল কথা বাহিরে প্রকাশ হইলে কেবল যে আমার ও কার্ণান্দার জীবন-সম্বন্ধ সঙ্কটাপন্ন হইবে, এমন মনে করিও না।”

আরলের কথাগুলি শুনিতে শুনিতে মার্শনেসের চক্রে ক্রমে ক্রমে চাকলা-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। যদিও তাঁহার দিকে কার্ণান্দার হিংসা-পূর্ণ, বিবেচ-পূর্ণ, ঘৃণা-পূর্ণ ও ক্রোধ-পূর্ণ নৈশাচিক দৃষ্টি ঘন ঘন বিনিমিত, তথাপি তিনি কথকালমধ্যেই চকলভাব পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবসিদ্ধ শান্ত-ভাব ধারণ করিলেন।

মার্শনেস বলিলেন, “আমার অজুযতি না পাইলে এই সাক্ষীরা আর কোথাও কিছুই করিবে না, কাহারও কাছে কোন কথা বলিবেও না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।”

কারোটিপোল তখনও সেই গৃহঘরো দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল।

তাহার দিকে ফিরিয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “তুমি যাও, মিষ্টার রবার্টকে এই-
খানে পাঠাইয়া দিও।”

কারোটিপোল বিদায় হইল। লর্ড মন্টগোমারীর মুখপানে চাহিয়া
মার্শনেস্ বলিলেন, “মাল্‌ডেন-সেতুর পোস্তার নীচে লর্ড রেমগেডের মৃতদেহ
বাহির হইয়াছে; বোধ হয়, সে সংবাদ তুমি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। কেন না,
উকীল রিগ্‌ডেনের কেয়াণী সে সময়ে সেখানে উপস্থিত ছিল; অতঃপূর্বাভা
চ্যান্সারী কোর্টের মাষ্টারের নিকটে সেই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে।”

লেডী বেলেগুন বখন কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় রেমগেড মিষ্টার
রবার্ট গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই তিনি লর্ড মন্টগোমা-
রীকে ও লেডী হোল্ডারনেসকে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু তাহারা তাহার
দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

এই পাদ্রী সাহেব একজন সাক্ষী, তিনি বলিতে লাগিলেন, “আমার
সাক্ষাতেই বেলেগুন গ্রামের গীর্জা-সংলগ্ন বেলেগুন-পরিবারের গোর-স্থান
উন্মুক্ত হইয়াছিল, একটি কফিনের গাত্রসংবদ্ধ একখানি প্লেট খুলিয়া লইয়া
আমার জিম্মায় রাখা হইয়াছিল।” এই বলিয়া তিনি সেই প্লেটখানি বাহির
করিয়া দেখাইলেন।

অতঃপর অষ্টিনকে পুনর্বার আহ্বান করা হইল। অষ্টিন আসিয়া স্পষ্টা-
করে বলিল, “আবুল মন্টগোমারীর আদেশে বার্মিংহাম হইতে আমি এই
প্লেটখানি আনিয়া দিয়াছিলাম।”

অষ্টিন বিদায় হইয়া গেলে মার্শনেস্ বেলেগুন সঙ্গত্রে পাদ্রী সাহেবকে
বলিলেন, “আপনার আর যাহা বলিবার আছে, বলুন।”

মিষ্টার রবার্ট বলিলেন, “বেলেগুন ধর্মমন্দিরের রেজিষ্টারী-বহির এক
স্থানের লেখা কাটিরা বদল করা হইয়াছে। যে স্থানে বেলেগুনের শেষ
যাত্রকুইসের পিতার মৃত্যুর সাল-তারিখ লেখা ছিল, সেই স্থানটিতেই বদল।
রেজিষ্টারী করা অপরাপর নামের মধ্যে সেই নামে যেখানে ১৭৪৫ অব্দ লেখা
ছিল, তাহা কাটিরা ১৭৪৩ অব্দ রসানো হইয়াছে। বৎসরের গুরুত্বমূল দেখিয়া
সন্দেহ উপস্থিত হয়, শেষকালে জানা যায়, পূর্বের লিখিত অব্দের অক্ষরগুলি
চাঁচিয়া কেলিয়া তৎপরিবর্তে নূতন অক্ষর লেখা হইয়াছে।”

এই প্রকার সাক্ষ্যদান করিয়া রেমগেড মিষ্টার রবার্ট সে গৃহ হইতে
বহির্গত হইলেন।

পাদ্রী সাহেবর প্রস্থানের পরেই লর্ড মন্টগোমারী সকৌতুকে বলিলেন,
“এতকণে এই প্রহসনের অভিনয় শেষ হইল বোধ হয় ?”

মার্শনেস্ বলিলেন, “তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই তুমি বলিতে পার,
কিন্তু আমি বলিতেছি, মোকদ্দমাটা আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে ; এই
নূতন সাক্ষীরা যাহা যাহা বলিয়া গেল, ব্যাপারটা তাহাতে ভয়ঙ্কর রূপান্তর
ধারণ করিল। এই সকল সাক্ষীর জবানবন্দী যদি কোন ফৌজদারী আদালতে
উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে সে বিচারের যেরূপ ফল হইবে, সেই ফলের
উপর নির্ভর করিয়া লর্ড চ্যান্সেলার আমাদের মূল দেওয়ানী মোকদ্দমার
রায় প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন।”—আরন্ বাহাদুরকে এই কটী কথা
বলিয়া লেডী হোল্ডারনেসের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক গভীর-বদনে তিনি
বলিলেন, “মাল্‌ডেন সেতুর শোচনীয় ব্যাপারে তুমি যে প্রকার অভিনয়
করিয়াছিলে, তাহা বুঝিয়া লইতে কিছুমাত্র কষ্ট হইতেছে না ! লর্ড রেমণ্ড
প্রগাঢ় অমুরাগে তোমার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, সেই আসক্তির স্থলে
আঘাত পড়িতে মনের দুঃখে তিনি নির্জনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন।
যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লইয়া আমাদের বিরোধ, সেই সম্পত্তির যে অংশে
লর্ড রেমণ্ডের স্বত্ব ছিল, তুমি আর লর্ড মন্টগোমারী সেই অংশ অধিকার
করিবার লোভে কল্লী খাটাইয়া বেচারী রেমণ্ডকে ধ্বংস করিয়াছ ; লর্ড
রেমণ্ডের বিনাশে তোমরা উভয়ে উপস্থিত মোকদ্দমায় অভীষ্ট-ফলভোগী
হইতে পারিবে, ইহাই তোমাদের মতলব। যে কৌশলজাল তোমরা বিস্তার
করিয়াছিলে, যাহা তোমাদের মতলব ছিল, তাহাই সিদ্ধ হইয়াছে ; খুনে
ডাকাত ভাড়া করিয়া তোমরা লর্ড রেমণ্ডকে ভুলাইবার জন্য যে মন্ত্র শিখা-
ইয়া দিয়াছিলে, সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তিনি মাল্‌ডেন ক্ষেত্রের নিকটস্থ সেতুর
সমীপে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। যথার্থই
আমি অনুভব করিতে পারিতেছি, ঐ ঘটনার কিছু দিন পূর্বে রেমণ্ডকে
তুমি এই ভাবে এক পর হইয়া তাঁহার প্রণয়ে
উপেক্ষা করিতে তোমার অহুতাপ আসিয়াছে, এখন তুমি তাঁহাকে
জালবাসিতে শিক্ত করিয়াছ, অতএব তুমি তাঁহার পরিতাপ পূর্ণ
হইতে অভিলাষী হইয়াছ ; তাঁহাকে তুমি বিবাহ করিবে না, সেই কথা
বলিয়া পূর্বে তুমি তাঁহার আশাভঙ্গ করিয়াছিলে, চাতুর্য্যপ্রভাবে সেই কথা
উল্টাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে তুমি একটা ওজর কল্পনা করিয়াছিলে ; পরে

হয় ত তুমি লিখিয়া দিয়াছিলে, তোমাধের বিবাহে তাঁহার জননীর মত ছিল না। আরও আমি বুঝিতে পারিয়াছি,—লর্ড রেমন্ডের চাকলনের প্রতি নবর রাধিব্যার জন্ত মালুডেন ক্ষেত্রে কুবক-গরিবারকে তুমি মূল খাওয়াইয়াছিলে। সংসারের কুটিলতার যিনি অপরিপক্ব ছিলেন, লোকের কপটতা বুঝিতে বাহার ক্ষমতা ছিল না, তোমার প্রেমাকাজক্ষার যিনি এক প্রকার পান্ডুল হইয়াছিলেন, তোমার সেইরূপ ছলনামূলক অদ্বীকায়ে তিনি যে প্রতারিত হইয়া তোমার সহিত সাংক্রান্ত করিতে গিয়াছিলেন, ভবিষ্যে সম্বন্ধে রাধিব্যার কোন কারণ নাই।”

শশব্যস্তে চেরার হইতে উখিত হইয়া লর্ড মন্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, “বস—বস! সমস্তই আমি বুঝিয়াছি। তোমার নিজের অহুমনে বাহা আসিয়াছে, তাহাতেই শাখাপল্লব যোগ করিয়া, মনে মনে তুমি এই কল্পিত ইতিহাস রচনা করিয়া লইয়াছ; পূর্বাঙ্গের চিন্তা না করিয়া আমি একবার যে সকল কথা স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ রাখিয়া, তুমি তোমার বর্ণিত বিষয়ের তাৎপর্য্য বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছ।”

চতুঃপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ।

দ্বিতীয় পরীক্ষা ।

লর্ড মণ্টগোমারীর ভীষণ বাকব্যাণ লেডী বেলেভেনের মণ্ডল ভেদ করিল ।
কথাকাল তিনি কথা কহিতে পারিলেন না ।

মণ্টগোমারী বলিলেন, “লরা ! তুমি আমাদের পৰীক্ষা করিতে সক্ষম
করিয়াছিলে, আমরা তোমার সক্ষমপূরণে বাধ্য হইয়াছি । পূর্বেই আমি
তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছি, তোমার পালা বজায় থাকিবে । প্রথম পরীক্ষা
হইয়া গিয়াছে, এইবার দ্বিতীয় পরীক্ষা আরম্ভ । তুমি যেমন আমাদের
সন্তোষ দান করিয়াছ, এখন আমাদের নিকট তুমি সেইরূপ সন্তোষ
লাভ কর ।”

লেডী হোল্ডারনেস্ সগোঁরবে বলিলেন, “মহিমাষিড়া মার্শনেস্ ! তুমি
আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছ, আমরা তিন
জনেই বিচার করিয়া আমাদের মোক্ষদা ঘরাঘরি নিশ্চিন্তি করি, ইহাই
তোমার অভিপ্রায় । উত্তম, আজ তুমি যে কয়েক জন সাক্ষী হাজির করিয়া-
ছিলে, তাহারা যে সকল কথা বলিয়া গেল, আমরা যেরূপ স্থির হইয়া মনো-
যোগ পূর্বক সেই সকল কথা শুনিলাম, তুমিও আমাদের কথাগুলি সেইরূপ
স্থির হইয়া শ্রবণ কর, ইহাই আমার অনুরোধ ।”

মার্শনেস্ বলিলেন, “তাহাতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু তোমাদের
উত্তরের নামে যে সকল অভিযোগ প্রকাশ পাইল, তাহা তোমরা অস্বীকার
করিতে পারিবে না ।”

লর্ড মণ্টগোমারী এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, এই সময় আসন গ্রহণ করিয়া
পতীর-বদনে বলিলেন, “কপটতা করিয়া কোন ফল নাই ; আমার নামে ও
কারুণাকার নামে যে সকল অভিযোগ দাঁড়াইল, তাহাতে আমরা সত্যই
অপরাধী, অনেক পাপকার্য আমরা করিয়াছি ; করিয়াছি বলিয়া গোঁরব
করিতেছি না, বাস্তবিক তাহা স্বরণ করিলে পরিতাপ হয় ; কিন্তু তাহা আর
কিঁরিবার নহে ।”

ওঁ হুঁকিত করিয়া কারুণাকারী প্রতিক্রিয়া করিলেন, “পরিতাপ !—না না—

আমার পরিতাপ হয় না। ইউজিন। ঐটি ছাড়া আর আর যাহা যাহা বলিতে হয়, তোমার আমার উভয়ের পক্ষ হইতেই তুমি তাহা বলিয়া যাও।”

মণ্ট।—দেখ লরা! যেজন পক্ষা তুমি অবলম্বন করিয়াছ, তাহাতে বিশকণ ধ্বংস ও চতুৰতা প্রকাশ পাইতেছে; মনোভাব গোপন করিবার কথ্যতা তোমার বতই থাকুক, আমার কাছে তাহা বিফল হইতেছে, কথার কথার তোমার উত্তর গও পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছে। এই দেখ, আবার তুমি অস্থির হইয়া পড়িতেছ; তোমার মনে কতই সন্দেহ আসিতেছে, আমা-
দিগকে দেখিয়া তুমি ততই ভয় পাইতেছ! তোমার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; বুদ্ধি খাটাইয়া তুমি বারবিকসারে গিয়াছিলে, গোর-হানে প্রবেশ করিয়া শবসিন্দুক দর্শন করিয়াছিলে; সিন্দুকের ডালার খোদিত অক্ষর বদল হইয়াছিল, রেজ-
ষ্টারী-বহির একটি স্থানের অঙ্ক কাটা হইয়াছিল এবং সেতুর পোস্তার নীচে লর্ড রেমন্ডের মৃতদেহ প্রোথিত ছিল, তাহা তুমি জানিতে পারিয়াছিলে। হাঁ,—এই সকল বিবরণ পূর্বেই তোমার জানা ছিল; কেন না, সেই অন্ধকার বিলাসগৃহে তোমার প্রেমে বিমোহিত হইয়া আরিও তোমাকে সেই সকল কথা বলিয়াছিলাম, সেই সময় আমি তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তোমার অনাবৃত বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলাম।

মার্শ।—(আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া লজ্জার ও ক্রোধে আরক্ত-
বদনে) মাই লর্ড! এ সকল কলঙ্কের কথার মানে কি?

মণ্ট।—(বিজয়-গৌরবে মন্দ মন্দ হাসিয়া) ভগ্নি লরা! আমার কথার মানে এই যে, ঐষধব্য-সজ্জার আবরণে ঢাকা থাকিয়া কামরিপুর সেবা করা তোমার অভ্যাস।

মার্শ।—(গৌরবে মাথা উঁচু করিয়া বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া) মাই লর্ড! তোমার ঐ সকল কথা যেমন ঘৃণাজনক, তেমনি অমূলক।

কার্।—(কুটিলদৃষ্টিতে চাহিয়া বিজয়ের স্বরে) ইউজিন। আজ হস্ত ত লেজী বেলেগুনে তোমাকে সেই বিলাস-ককটি দেখাইবেন। তুমি আমাকে বলিয়াছিলে, প্রেমের কুহকে সেই ঘরে ঘোর অন্ধকারে তোমরা চুল্লনে পাগ-
লামী করিয়াছিলে এখন যদি তুমি সেই গৃহটি দর্শন কর, অবশ্যই স্বরণ-
শক্তির গুণে স্থানটি তুমি ঠিক চিনিতে পারিবে।

মার্শ।—(সন্দেহে) অল্প কথা হইলে ঘণার ও ক্রোধে এ প্রস্তাব আমি অস্বীকার করিতাম, কিন্তু যখন আমার সমস্ত সঙ্কটাপন্ন করিতে তোমরা চেষ্টা

করিতেছি, তখন উপেক্ষা করা উচিত হয় না ; পরটি আমি দেখাইব । এসো আমার সঙ্গে ।

লেডী বেলেগেন অগ্রবর্তিনী হইলেন, লর্ড মন্টগোমারী ও লেডী হোল্ডারনেস তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন । একে একে একটি বৈঠকখানা, একটি শয়নঘর এবং আরও ছুটি তিনটি ঘর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লর্ড মন্টগোমারী ভাবিতে লাগিলেন, ‘এ কি হইল ? গৃহের সম্ভাওঁল কি বদল করা হইয়াছে ? যে নিদর্শন আমি রাখি, এই সকল ঘরের আসবাবের সহিত তাহার মিলন হইতেছে না ।’ ভাবিতে ভাবিতে তিনি একটা গবাক্কের নিকটে গিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলেন, উদ্যানে নানা জাতি বৃক্ষ,—চারিদিকে পরিষ্কার পরিষ্কার পহা, এক এক দিকে জলের ফোয়ারা ও পাথরের পুতুল ।

মার্শনেস্ সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিছু কি চিনিতে পারিতেছ ?”

মন্টগোমারী উত্তর করিলেন, “কিছুই না ।”—সে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ঈর্ষাভির চাতালের সম্মুখে আসিয়া লর্ড মন্টগোমারী বাম-দিকে একটা দরজা দেখিতে পাইলেন, মনে করিলেন, এই ঠিক ; এই দিকেই যেই ঘর । মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াই মার্শনেস্কে তিনি বলিলেন, “লেডী বেলেগেন ! অহুমতি কর, ঐ দিকে আমি যাই ।”

চাহিলেন অহুমতি, কিন্তু অহুমতির অপেক্ষা না রাখিয়াই তিনি দ্রুতপদে সেই দিকের বারান্দার অগ্রসর হইতে লাগিলেন, একবার পশ্চাতে চাহিয়া বলিলেন, “এসো কারুণাল্লা, এই দিকে এসো ; এই দিকটাই ঠিক ।”

আতঙ্কে ও ক্রোধে কম্পিতা হইয়া মার্শনেস্ বলিলেন, “মাই লর্ড ! ইহা তোমার নিজের বাড়ী নহে, সেটা যেন অরণ থাকে । কাহার আদেশে তুমি ও দিকে চলিয়াছ ?”

কথা গ্রাহ্য না করিয়াই লর্ড মন্টগোমারী দ্রুতপদে অগ্রবর্তী হইয়া লক্ষ্য গৃহের দ্বার উন্মোচন করিলেন ; লেডী বেলেগেন যেন ভয়ঙ্করী বাঘিনীর দ্বার ছুটিয়া নিকটে গিয়া তাঁহার বাহ আকর্ষণ পূর্বক সগর্বে বলিলেন, “মাই লর্ড ! আমি তোমাকে হকুম করিতেছি, ও ঘরে প্রবেশ করিও না, বৈঠকখানার ফিরিয়া চল ।”

ক্রোধে না করিয়া লর্ড মন্টগোমারী মজোর মার্শনেসের হাত ছাড়াইয়া সেই-গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে লেডী বেলেগেন ও লেডী হোল্ডারনেস ।

চকল-নেত্রে গৃহের চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে লর্ড মন্টগোমারী বলিয়া উঠিলেন, “ঠিক চিনিয়াছি ! ঠিক এই ঘর ! অন্ধকারে এই ঘরেই আমি প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম ।”

মুনস্কীর সক্রোধে মন্টগোমারীর হস্ত আকর্ষণ পূর্বক লেডী বেলেগুন উগ্র-স্বরে বলিলেন, “কেয় বলিতেছি, মাই লর্ড, এ গৃহ হইতে বাহির হইয়া চল ! এখানে থাকিবার তোমার অধিকার নাই !”

হাত ছাড়াইয়া লইয়া, মুখ ফিরাইয়া, লর্ড বাহাদুর বলিলেন, “লেডী বেলেগুন ! এত রাগ কেন ? যে রাত্রে তুমি আমার চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া ঘোর অন্ধকারে এই ঘরে আমাকে আনিয়াছিলে, সে রাত্রে ত তোমার এমন রাগ ছিল না, আজ কেন এ রকম রাগ ? আমি বেশ চিনিতে পারিতেছি, এই ঘরেই তুমি আমাকে আনিয়াছিলে ।”

তখনো পৰ্য্যন্ত ভয় না পাইয়া, লেডী বেলেগুন সৰ্বোপ-দৃষ্টিতে চাহিয়া রক্ত-স্বরে বলিলেন, “প্রমাণ বকিতেছ মাই লর্ড !—মিথ্যাকথা !—সমস্তই মিথ্যাকথা !”

ওষ্ঠাগ্রে হাত আনয়ন করিয়া, মার্শনেসের মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি স্থাপন করিয়া লর্ড মন্টগোমারী বলিলেন, “মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়,—সত্য—সত্য—সত্য !—এই ঘরে তুমি আমাকে আনিয়াছিলে, আমি তাহার প্রমাণ দিতে পারি ।”

বিস্ময়ে নেত্র-বিস্ফারণ করিয়া মার্শনেস বলিলেন, “প্রমাণ ?—কি প্রমাণ তুমি দিতে পারি ?”

মন্টগোমারীর পকেটে হুই থলু রঙ্গীন বস্ত্র ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া টেবিলের উপরে রাখিলেন । চমকিতা হইয়া মার্শনেস বলিয়া উঠিলেন, “ও : ! বিশ্বাসঘাতকতার খেলা !”

মন্টগোমারী বলিলেন, “তাহা হইতে পারে, কিন্তু বাহা দেখিতেছ, তাহা তোমার যশস্বির একাংশ এবং গবাক্ষের পর্দার একাংশ । কে উহা কর্তন করিয়াছিল, তাহী তুমি জানো না ; আমি বলিতে পারি, সে লোক বিশ্বাস-ঘাতক নহে । বাহা হউক, এইখানে তুমি আমাকে আনিয়াছিলে, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না । ঐ সোকার উপর তুমি শয়ন করিয়াছিলে, তোমার বকের উপর আমি শয়ন করিয়াছিলাম ; তুমি আমাকে মন খাইতে দিয়াছিলে, আমি অজান হইয়াছিলাম । সমস্তই আক আমায় স্মরণ হইতেছে ।”

আর অস্বীকার করিবার কোন উপায় রহিল না। মার্শনেস্ অবশেষে বলিলেন, “বাই লর্ড ! আর আমি কপটতা রাখিল না। স্বীকার করিতেছি, আমি তোমাকে সেই রাতে এই ঘরে আনয়ন করিয়া প্রেমাত্মরূপে প্রেমের দিয়ারছিলাম। আমি তোমার সেই অজ্ঞাত নায়িকা ! আমি রিপুবন্দিনী, তাহাও স্বীকার করিতেছি ; কিন্তু তোমরাও ছাড়া নও। মণ্টগোমারী-বংশ ও এলমার-বংশ এক মূত্রে গাঁথা ; আমাদের সকলের শরীরেই এক প্রকার শোণিত প্রবাহিত। তাহা ছাড়া, তুমি ইউজিন, আর তোমার ঐ ভগ্নী কার্বণান্দা, তোমরা উভয়েই নরহত্যা করিয়াছ। তুমি হত্যাকারী, কার্বণান্দা হত্যাকারিণী ! তোমরা উভয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছ।”

দানশীলতা ও পরোপকারাদি সদ্বশে বিনি দেবীরূপিনী ছিলেন, সেই রমণী এক্ষণে যেন দানবীরূপে প্রকাশ পাইলেন।

জ্ঞাতদিক্রমে মার্শনেসের বদন নিরীকণ করিয়া লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “মুন্দরী লরা ! আমি আর কার্বণান্দা লর্ড রেমণ্ডের মৃত্যুর কারণ হইয়াছি, এমন যদি তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে, তবে আমিও বলিতেছি, তুমি স্বহস্তে বিধবাওরাইয়া তোমার স্বামীর প্রাণ সংহার করিয়াছ।”

লেডী বেলেগুন যেন বিজলীকণ্ঠাঘাতে হতজ্ঞান হইলেন, থাকা সামলাইবার জন্ত সাধ্যমতে চেষ্টা করিলেন, পারিয়া উঠিলেন না ; জ্ঞানকৃত পাপ পুরোবর্তী হইয়া বিজয়লাভ করিল।

মনের অগোচর পাপ থাকে না ; মার্শনেস্ বেলেগুন আপন পাপের প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া প্রথমে ভয়ে জড়সড় হইয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া গদগদস্বরে কহিলেন, “হাঁ, তোমরাও পানী, আমিও পানী ; পরস্পরের অহুতিত পাপ পরস্পরের জানা হইল ; এখন ঘরে ঘরে আপোसे মীমাংসা হইলেই গোলমাল চুকিয়া যায়।”

মণ্টগোমারী বলিলেন, “ভয়। মুন্দরী ভয়। তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ। আপোसे মীমাংসা না হইলে আমাদের তিন জনেরই সর্বনাশ। আচ্ছা, যদি আমরা আপোसे মীমাংসা করিতে রাজী হই, তাহা হইলে তোমার সংগৃহীত নাকীরা বাহা বাহা বলিয়াছে, সে সকল কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করিবে না, বরংতঃ এমন অস্বীকার তুমি করিতে পার কি।”

লেডী বেলেগুন বলিলেন, “নিঃসন্দেহ অস্বীকার করিতে পারি ; কিন্তু তোমাদের পক্ষে—”

লর্ড মন্টগোমারী বলিলেন, “আমাদের পক্ষেও ঐ কথা।—আমিও ধর্মতঃ অস্বীকার করিতেছি, এই বিলাসকন্দের গুহ্য বৃত্তান্ত জনপ্রাণীও জানিতে পারিবে না; আর তোমার স্বামীর বিবপানে মৃত্যু, সে কথাটাও কেহ কখন আমাদের মুখে শুনিতে পাইবে না।”

বনিষ্ঠভাবে বিনম্রভাবে মার্শনেস্ তখন ফারুগান্দাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “ফারুগান্দা! তুমি কি বল? আপোনে নিশ্চিন্ত করিতে তুমি রাজী আছ?”

ফারুগান্দা বলিলেন, “ইউজিন যে কথা বলিয়াছেন, তাহাই যথার্থ। এ সকল গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ পাইলে আমাদের তিন জনেরই সর্বনাশ হইবে। আর এখন আদালতে লড়াই করা কেবল বিপদের হেতু। দেখ লরা! তোমার প্রতি এখন আর আমার শঙ্কভাব নাই; কেন না, উপস্থিত পরীক্ষার তুমি উত্তীর্ণ হইয়াছ, আমাদের পরীক্ষার আমরাও উত্তীর্ণ হইয়াছি। আপোনে নিশ্চিন্তির পক্ষে আমি একটি সহজ উপায় নির্দেশ করিতে ইচ্ছা করি।”

একপ্রকার সন্দেহে পরস্পর মুখ-চাছাচাহি করিয়া লর্ড মন্টগোমারী ও লেডী বেলেগুেন এক সঙ্গে ফারুগান্দাকে কহিলেন, “কি সহজ উপায়, প্রকাশ করিয়া বল।”

ফারুগান্দা বলিলেন, “দর্শিতেছি, তোমরা আমার মনের ভাব ইতিমধ্যেই বুঝিয়া লইয়াছ। আচ্ছা, আপোনে নিশ্চিন্তির সহজ উপায় এই যে, বারবিক্সারের সম্পত্তির যে অংশের উপর আমার দাবী, চ্যান্সারী কোর্টের মাষ্টার সাহেব তৎসম্বন্ধে যাহার অল্পকূলে যেরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সম্পত্তির সেই অংশ আমি গ্রহণ করিব। আমার আর একটি ইচ্ছা এই যে, মার্শনেস্ বেলেগুেন অচিরে লর্ড মন্টগোমারীকে পাণিগ্রহণ করিয়া লেডী মন্টগোমারী পদবীতে পরিচিতা হউন।”

পূর্বের মনোবাদ বিশ্বস্ত হইয়া, এই বিলাসকন্দের পূর্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, প্রেমাত্মরূপে জানাইয়া, লর্ড মন্টগোমারী সান্তরাগে রহিলেন, “লরা! একরাত্রে এইখানে—এই ঘরে—এই বিলাসকন্দের—তুমি আমাকে ‘রূপবান্ ইউজিন’ বলিয়া অনুরূপে আদর করিয়াছিলে; সেই রাত্রে তুমি আমাকে বক্ষে ধারণ করিয়া—”

শেষ কথা না শুনিয়াই মার্শনেস্ মধুর হাস্ত করিয়া বলিলেন, “হা, আরও আমি বলিয়াছিলাম, আমিও সুখী। তুমিও আমাকে—”

মার্শনেসের হস্তধারণ করিয়া অহুরাগে পরিপেষণ পূর্বক লর্ড মণ্টগোমারী বলিলেন, “আমাদের লরা পরমা সুন্দরী, এই কথা বলিয়া সর্কানাই আমি লরা প্রকাশ করিয়া থাকি।”

ফারগান্দা বলিলেন, “তোমরা উভয়েই উভয়ের রূপের প্রশংসা কর। ইউজিন বলেন, লরা পরমা সুন্দরী ; লরা বলেন, ইউজিন পরম সুন্দর ; উভয়েই উভয়ের রূপের পক্ষপাতী। তবে আর প্রভেদ থাকে কেন ? অতীত বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়া উভয়ে মিলিয়া একাক হও।”

মণ্টগোমারীর নয়নে প্রেমাত্মরাগ অবলোকন করিয়া লেডী বেলেগুন বলিলেন, “সর্কানাই করণে আমি সন্তুষ্ট আছি।”

মার্শনেস বেলেগুন গাঢ় অহুরাগে লর্ড মণ্টগোমারীর গাঢ় আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ। যে রমণী আপন স্বামীকে বিষপান করাইয়া সংহার করিয়াছেন, সেই রমণীর ওষ্ঠপুট একজন বসম্পর্কীয়া ভ্রাতৃহত্যা পুরুষের ওষ্ঠপুটে সংলগ্ন ; আর একটি বড় ধরের কথা—ওষ্ঠ হত্যাকারিণী সেই যুগলমিলনের সাক্ষী !

পঞ্চপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ।

অদ্ভুত প্রতিশোধ ।

পূর্বোক্ত ঘটনার পরদিন প্রাতে অষ্টম ঘটিকার সময় সেই নরনার্কস মেলমথ একাকী নাইট সেতু পার হইয়া হাইড পার্কের দিকে বাইতেছে। বদন বিবর অথচ সেই বিবর বদনে সুন্দর ভীষণতা সম্বিত।

স্বপ্নের দিকে চাহিতে চাহিতে মেলমথ ধীরে ধীরে হাইড পার্কে প্রবেশ করিল। যেখানে পার্কলেন, সেইখানে গিয়া পূর্বদিকের ফটকের কাছে দাঁড়াইল ; কে যেন সেইখানে আসিবে, তাহারই দৃষ্ট প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নিকটস্থ গীর্জার ঘড়ীতে নটা বাজিয়া গেল। ফটকের দিক হইতে একটি বালক আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। সেই বালক ঐ মেলমথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, নাম জেমস।

পুত্রকে সম্বোধন করিয়া মেলমথ বলিল, “আসিরাহ ? এসো বৎস ! আমি ভাবিতেছিলাম, তুমি বুঝি—”

জেমস বলিল, “কেন ভাবিতেছিলে বাবা ? আমি আসিব বলিয়াছিলাম, অবশ্যই আসিব ; তুমি এখন আমাকে কি বলিতে চাও ?”

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, এই বালকের বয়স এক্ষণে ত্রয়োদশ বর্ষ। মাতার মৃত্যুর পর অবধি ইহার মনে কিছুমাত্র শান্তি নাই, উত্তম বসনের প্রতিও অস্থিরতা নাই, কিন্তু এই দিন ভদ্র-সন্তানের মত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিল। প্রায় করিয়াই পিতৃভক্ত বালক সতৃষ্ণ-নয়নে পিতার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

মেলমথ বলিল, “কি আমি বলিব, কি আমি করিব, কিছুই স্থির নাই। আমার বোধ হয় যেন কোন অমঙ্গল লক্ষণ। যে পথ দিয়া আমরা আসি-রাছি, সে পথে বহু লোক গতিবিধি করে ; তোমাতে আমাতে যদি এখানে এক ঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে কোন দুষ্ট লোকের চক্ষে পড়িতে পারি। বহু দিনের পর তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তোমরা মাতৃহারী হইয়াছ, অচিরেই পিতৃহারী হইবে, তাহা ভাবিয়াই আমার বিবাহ। হাঁ, তোমার ভাইটি কোথায় ? তোমার ভগ্নীটি কোথায় ?”

বালক উত্তর করিল, “তাহারা একইটে কিবিন্‌গ্রাণ্ডের কুটীরে রহিয়াছে ; আমরা তিন জনেই এখন সেইখানে থাকি। আমাদের সমবয়স্ক আরও অনেকগুলি বালক-বালিকা সেইখানে আছে। ক্রিকিন্‌গ্রাণ্ড বেশ লোক।”

যেল্মথ বলিল, “ওঃ ! দেখিতেছি, ইতিমধ্যেই সে তোমাদের তাহার নিজ বিদ্যা শিখাইয়া দিয়াছে ! আচ্ছা, আমাদের এখন তুমি কি একম খবর দিতে পার ? কি খবর আনিয়াছ ?”



কাউন্টেন্স চীৎকার করিয়া উঠিলেন ; মর্দভেরী চীৎকার। [৪৫৭ পৃষ্ঠা।]

বালক উত্তর করিল, “তুমি আমাদের এক ছোড়া শিশুর কিনিতে বলিয়াছিলে, আমি তাহা কিনিয়া আনিয়াছি ; আমার পকেটেই আছে।”

মেলমথ বলিল, “বেশ করিয়াছ। এখানে বাহির করিও না; ঐ পাছের আড়ালে চল।”

উভয়ে একটি বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। বালক সেইখানে তাহার পিতার হস্তে দুটি পিত্তল দিল। পিত্তল দুটি হস্তে লইয়া মেলমথ আত্মানন্দে উন্নত হইয়া উঠিল; তাহার দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিকণা বাহির হইতে লাগিল।

পাতকে ও সংশয়ে অভিভূত হইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা! ঐ পিত্তল লইয়া তুমি কি করিবে? সমস্ত রাাত্রি তুমি কোথায় ছিলে?”

মেলমথ উত্তর করিল, “জেম! যদিও তুমি ছেলে-মানুষ, তথাপি সহজেই অনুমান করিতে পারিবে, এই পিত্তল লইয়া আমি এক করিব। কারখানা-বাড়ীতে যে দিন আমি তোমাকে দেখি, সে দিন আমার মনের ভাব কিরূপ ছিল, তাহা তুমি শ্রবণ করিতে পারিবে; তোমার মাতার বৃত্ত্য সংবাদ শুনিয়া আমার মনে প্রতিশোধ-পিপাসা কিরূপ জাগিয়াছিল, তাহাও অবশ্য তোমার মনে পড়িবে।”

প্রভাতের বায়ু তৎকালে বেশ উত্তপ্ত ছিল, পিতাপুত্রের কপালে বায়ু করিতেছিল, তথাপি বালক যেন মহা শীতে থবু থবু করিয়া কাঁপিয়া কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, “না না,—কিছুই আমি ভুলি নাই,—সব আমার মনে আছে।”

দেবৎ ক্রোধে ভিন্নকার করিয়া মেলমথ বলিল, “সে সকল কথা জানিয়াও তবু তুমি ভয় পাইতেছ?”

বালক বলিল, “ভয়?—না বাবা, আমি ভয় পাই নাই। বাহারা তোমার উপর উপদ্রব করিয়াছে, তাহাদিগকে প্রতিফল দিতে তোমার সক্ষম; আমার জননীর মৃত্যুর কারণ বাহারা, তাহাদের উপর প্রতিশোধ লইতে তোমার অভিলাষ,—সে বিষয়ে তুমি আমাকে বাহা করিতে বলিবে, পূর্ণসাহসে তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত।”

মেলমথ পুনরবার বলিল, “জেমস! আর যে ডাক্তারটা আমাদের ক্ষুদ্র শিশুটির প্রতি দুৰ্জ্যাবহার করিয়াছে, তাহারও প্রতিশোধ লইব।”

বালক বলিল, “তাহাও আমার মনে আছে। শীঘ্র শীঘ্র কার্য আরম্ভ করা কর্তব্য; কেন না, বেলা ৯টা বাজিয়া গিয়াছে, একটা ঘাতি সেট ডাক্তার খারটনের ছেলেকে লইয়া এখনি এইখানে বেড়াইতে আসিবে।”

মেলমথ জিজ্ঞাসা করিল, “সেই ঘাতি নিন্দা নিন্দা এই সময় এই বয়সে বেড়াইতে আইলে, তাহা তুমি ঠিক জানো?”

বালক উত্তর করিল, “পূর্বেইতো তোমাকে আমি বলিয়াছি, ডাক্তারের খাত্তী প্রতিদিন একটি শিশু কোলে করিয়া পূর্বাহ্ন ৯টা ১০টার সময় এই মরদানে হাওয়া খায়, কয়েক দিন আমি এইখানে উপস্থিত থাকিয়া তাহার পতিক্রিয়া দেখিয়া গিয়াছি।”

মেলুমথ বলিল, “হাঁ হাঁ, বলিয়াছিলে বটে। সত্যকথা, খাত্তী তবে আজিও আসিবে। যে ছেলেটা তাহার কোলে থাকে, সেই ছেলেটাকে আমি চাই। তুমি তাহাকে লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ-বুটীরে রাখিয়া দিও, তুমি তাহার অভিভাবক হইয়া থাকিও, সেখানকার অস্ত্রাচ্ছ ছেলে মেয়েরা যে সকল চুড়ার্য্য অভ্যাস করে, তাহাদের সঙ্গে সেই ছেলেটাকেও সেই সকল চুড়ার্য্য শিখিতে দিও। কাহার ছেলে, কোথায় পাইয়াছ, কাহাকেও সে কথা বলিও না। ছেলে হারাইয়াছে বলিয়া ডাক্তার থারটন পুরস্কার ঘোষণা করিয়া থবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিবে, রাত্তার রাত্তার প্রাকার্ট মারিবে, ছেলেকে পাইবার জন্য আরও নানা প্রকার উপায়ে অতুস্কান করিবে, সাবধান, কোন স্ত্রে তোমাদের বুটীরের লোকেরা যেন কোন কথা প্রকাশ না করে। তুমি আমার পুত্র, তুমি যদি আমার এই আজ্ঞা অবহেলা কর, তাহা হইলে তোমাকে আমার অভিশাপ লাগিবে, সর্ব্বদাই ইহা মনে রাখিও।”

পিতার বাক্য-প্রবণে কম্পিত হইয়া বালক বলিল, “অমন কথা বলিও না, অভিশাপ দিও না। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার আদেশমত সকল কার্য্যই আমি সাধন করিব, কদাচ অস্বপ্না হইবে না; প্রতিশোধ লইবই লইব।”

আনন্দ প্রকাশ করিয়া মেলুমথ বলিল, “হা, এইবার তুমি পিতার উপযুক্ত পুত্রের স্থায় কথা কহিয়াছ।” তোমার পিতা বলিয়া আমি এখন মৌরব করিতে পারি। সেই নরায়ণ নৃশংস ডাক্তার আয়াদের বৃত্ত শিশুটিকে তাহার নিজের চিকিৎসাগৃহে আনকে ডিজাইন্স। তাহের উপর রাখিয়াছে, কোতুক দেখাইতেছে। ডিথারিলীর পুত্র, উপবাসিনী ডিথারিলী একজন ধনী লোকের দরজার বাহিরে সিঁড়ির ধাপের উপর পাড়িয়া শব্দ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার গর্ভজাত শিশু পুত্রের উপর ঐক্লপ দাবণ অন্ত্যগাচার। সেই পাণ্ডিত্য জানিত না যে, প্রারম্ভিক আছে। এইবার তাহার শাপের প্রারম্ভিত হইবে। জেমস, বাহা আমি তোমাকে বলিলাম, খুব সাবধানে সেই কার্য্য তুমি করিও। বুঝিয়াছ।”

উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া, গলা কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া জেমস উত্তর করিল, “ঠিক বুঝিয়াছি, ঠিক তাহাই করিব; ডাক্তারের ছেলেটা চোরের আড্ডার পালিত হইয়া নিশ্চয়ই একজন পাকা চোর হইবে।”

য়েল্মথ বলিল, “উত্তম; তাহাই করিও,—সকল প্রকার পাপকাৰ্য্য শিখাইও, অন্তত দশ বারো বৎসর বয়স না হইলে ছাড়িবা দিও না। যখন ছাড়িবে, তখন সকলকে জানাইয়া দিও, এই বালকটা একেবারে ডাক্তার খারটনের পুত্র।”

জেমস বলিল, “তাহাই করিব, বারো বৎসর বয়স হইলে ছেলেটা যদি পিতা-মাকার কাছে কিরিয়া যাইতে চায়, তবে তাহাদের কাছেই পাঠাইয়া দিব। ইহা ত হইল, কিন্তু ঐ পিস্তল দুটো লইয়া তুমি কি করিবে?”

য়েল্মথ উত্তর করিল, “একটা পিস্তল সেই দুই গ্রিঞ্জ অব্ ওয়েল্‌সের অত, আর একটা আমার নিজে—”

সভরে পিতার মুখপানে চাহিয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, “দ্বিতীয় পিস্তল-টাতে কি কাজ হইবে?”

প্রতিশ্রুতি করিয়া য়েল্মথ বলিল, “দ্বিতীয় পিস্তল ?—ওঃ! দ্বিতীয় পিস্তলে আমি বাহা করিব, স্থির হইয়া শুনিয়া রাখ। অচিরেই তুমি তোমার ছোট ভাইটির আর ছোট ভগ্নীটির পিতৃহানীর হইবে; কারণ তাহাদের পিতা আর পৃথিবীতে থাকিবে না।”

ছলছল-চক্রে কাতরকণ্ঠে বালক বলিতে লাগিল, “না, না,—না বাবা, এ অবস্থায় তুমি আমাদের কেলিয়া যাইও না।”—বলিতে বলিতে দুই হস্তে পিতার হস্ত ধারণ করিল; পদতলে পতিত হইবার উপক্রম করিতেছিল, য়েল্মথ সবলে তাহার হস্ত আকর্ষণ পূর্বক গভীর-গর্জনে বলিতে লাগিল, “বালক! ইহা কি ছেলেখেলা ?—না না,—ছেলেখেলায় দিন অতীত হইয়াছে; আমাদের মস্তকের উপর ভয়ানক কর্তব্য কার্যের শৃঙ্খল বুলিতেছে, মহাপাপের প্রতিশোধ লইতে হইবে; এখন কি স্বাক্ষরতা দেখাইবার সময়? এখন কি ভয় করিবার সময়? এখন কি আদর করিয়া বাহানা বাড়াইবার সময়? জেমস, তুমি কি কর্তব্য ভুলিয়া যাইতেছ? তুমি কি আমাদের দুর্দশার কথা ভুলিয়া গিয়াছ? তুমি কি আমার দৃঢ়সংকল্পে অবহেলা করিতেছ? কিছুই কি তোমার মনে নাই?”

বালক তখন সতেজ হইয়া বীরবিক্রমে বলিতে লাগিল, “না বাবা, আমি

কাতর হইতেছি না ; আমার জননী নিরাশ্রয় হইয়া নিঃসবলে অনাহারে আমার চক্ষের সমুখে জন্মের মত চক্ষু বুঝিয়াছেন, তোমাকে বধ করিবার জন্ত বিধব বড়বয়স হইয়াছিল, কিছুই আমি ভুলি নাই ; সেই বহি আমার জনয়ে সর্বক্ষণ জলিতেছে ! বাহারী নাটের শুরু, তাহারিগকে আমি কদাচ ক্ষমা করিব না । আমি এখন মোরিয়া হইরাছি ; বাহা তুমি বলিবে, তাহাই আমি করিব ।”

মনেহে যুগল-হস্তে বালকের হস্তধারণ করিয়া পূর্ণ উৎসাহে মেলমঞ্চ বলিল, “বীরের মত কথা কহিয়াছ । বীরের মত কার্য্য কর ! যে কথা আমাকে তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, কার্য্যই তাহার উত্তর দিবে ।”—বলিতে বলিতে পকেট হইতে আশু জলনশীল জব্য-পূর্ণ একটা বোভাওয়াটারের বোতল বাহির করিয়া বালককে দেখাইল ।

বোভলটা হাতে করিয়া লইয়া বালক জিজ্ঞাসা করিল, “এটা লইয়া কি করিতে হইবে ?”

মেলমঞ্চ উত্তর করিল, “সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা,—যে অট্টালিকার বহির-দ্বারের সোপানে তোমার দুঃখিনী জননী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, মহাগর্ভিত বড়মহুবেব সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ;—এক রাত্রে এই বোভলটা হাতে করিয়া সেই অট্টালিকার সমুখে বাইও ; দেখিতে পাইবে, উচ্চ উচ্চ গবাকে গবাকে সুরঙ্গীন ববনিকা ; গৃহমধ্যে বিদ্যুতের রোসনাই ; শুনিতে পাইবে, স্তম্ভর বাদ্যধ্বনি হইতেছে, স্তম্ভর সঙ্গীতের স্বর-লহরী উঠিতেছে, স্তম্ভর স্তম্ভর গোবাক-পরা নর্ভক-নর্ভকীরা ঘুরিয়া কিরিয়া নৃত্য করিতেছে, পলকে পলকে প্রেমানন্দের ঢুকান ছুটিতেছে, গৃহ পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ । দেখিয়া শুনিয়া তুমি কি করিবে জানো ?—একটা গবাকের পর্দা সরাইয়া, গবাকের ছিদ্রপথে হাত বাড়াইয়া এই বোভলটা গৃহমধ্যে ঠিক সেই বজলীমের ভিতর ছুড়িয়া কেলিয়া দিও ; তৎক্ষণাৎ আগুন জলিয়া উঠিবে, আমদখনির পরিবর্তে ক্রন্দনধ্বনি উথিত হইবে ; সেই সকল আর্ভনাদ শুনিবার জন্ত তুমি সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিও না,—পা বত্বর ছুটাইতে পার, তত্বরই ছুটাইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিও । বুঝিয়াছ কথা ?”

বালক উত্তর করিল, “বুঝিয়াছি বাবা—বুঝিয়াছি, সমস্তই বুঝিয়াছি : ঠিক ঠিক তোমার আদেশ আমি পালন করিব ।” এই বলিয়া, বোভলটা পকেটে লুকাইয়া রাখিয়া, সে আরার জিজ্ঞাসা করিল, “বাবা ! প্রিন্স অব ওয়েলসের উপর তোমার যে আক্রোশ, তাহার প্রতিশোধ লইবে কবে ?”

মেলমথ উত্তর করিল, “বেশী বেশী হইবে না। আজ যদি ডাক্তার থার-ষ্টনের ছেলেটাকে হস্তগত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাহা আমি করিব সেই সংবাদ শুনিয়া সমস্ত ইংলণ্ডবাসী ব্যক্তিবৃন্দ চমকিয়া যাইবে। তাহার। শুনিবে, ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী, রাজকুলের কুলদ্বার, মানবজাতির অভিসম্পাত, ভণ্ড প্রিন্স অব ওয়েল্‌স আর ইহ-সংসারে নাই; সেই নয়াধম আর জীবনধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে মহাপা-প-ভারে ভারাক্রান্ত করিবে না। এই তো আমার কার্য; এই কার্য সমাপ্ত হইলে ইহ-শরীরে ইহ-জীবনে আর আমি তোমাদের সহিত দেখা করিতে আসিব না।”

পিতার নিদারুণ কথা শুনিয়া কম্পিত-গাত্র—কম্পিত-ওষ্ঠে মুহূর্ত্তের বালক বলিল, “হাঁ বাবা, অবশ্যই তাহা হইবে।”

মেলমথ প্রতিধ্বনি করিল, “অবশ্যই তাহা হইবে। দুরাচার প্রিন্সকে জগতে আমি রাখিব না।”

দৃঢ়সংকল্পে বালক বলিয়া উঠিল, “না,—দশ সহস্রবার না।”

মেলমথ বলিল, “কদাচ আমি স্বর্ণাশ্মাধ কানীকাঠে খুলিব না।”

সাতক-নয়নে চাহিয়া সাতক-কণ্ঠে বালক বলিল, “জগদীশ্বর কমা করুন, তেমন ভয়ানক দৃষ্ট কল্পনাই আমাকে দেখিতে হইবে না।”

মেলমথ বলিল, “যদি আমি সেই পাণিষ্ঠ রাজকুমারকে নিপাত করি, তাহা হইলে কেবল একটি উপারে অব্যাহতি পাইতে পারিব।”

সজল নয়নে গদগদস্বরে জেমস বলিল, “বাবা! এইবার জন্মশোধ আমি তোমার হস্তধারণ করি। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আর এখন পৃথিবীর মনুষ্য নও; পৃথিবীর সহিত তোমার আর কোন সম্বন্ধই নাই।”

শিখা-পুঞ্জের পরস্পর সন্নিহিত করমর্দন; সজল-নয়নে উজ্জ্বল উভয়ের মুখপানে কণকাল চাহিয়া রহিল; আর বুধা ময়া বাড়িয়া কাতর হওয়া ভাল নহে, ইহা বুঝিয়া উভয়েই এককালে মুখ কিরাইয়া অন্য দিকে চাহিল।

ঠিক সেই সময়ে একটি শিখা কোলে করিয়া এক যুবতী সেই নয়নানে প্রবেশ করিল। সেই যুবতী ডাক্তার থারষ্টনের শিশুপালিকা ধাত্রী। শিশুটি কিন্তু ডাক্তারের ঔষধজাত অথবা তাহার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র

নহে। কে তবে এই শিশু ?—ভেনারেল বার্ণের অবৈধ সংসর্গে অবিবাহিতা রাজকুমারী সোফিয়ায় গর্ভে এই শিশুর জন্ম। শিশুর বয়সক্রম এক্ষণে পাঁচ মাস মাত্র।”

ধাত্রীর ক্রোড়ে নিভ্রাগত ক্ষুদ্র শিশু ; শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া ধাত্রী ক্ষণকাল ময়দানে বেড়াইল ; পশ্চাতে মেল্মথ ও তাহার পুত্র আসিতেছিল, সে দিকে ভ্রক্ষেপও করিল না। ময়দানের এক ধারে বৃক্ষতলে একখানা বেঞ্চ পাতি ছিল, শিশু কোলে করিয়া ধাত্রী সেই বেঞ্চের উপর বলিল। সপুত্র মেল্মথ সেই সময় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিয়া লইল, নিকটে কেহই নাই, কার্যসিদ্ধি করিবার উত্তম অবসর। ইহা বুঝিয়াই তাহার ধীরে ধীরে সেই বেঞ্চের নিকটবর্তী হইল, গভীর-স্বরে ধাত্রীকে সম্বোধন করিয়া মেল্মথ বলিল, “তোমার কোন ভয় নাই ; তোমাকে আমরা কিছুই বলিব না, ঐ শিশু তুমি আমাকে দাও।”

ধাত্রী অবাক হইয়া রহিল, তাহার মনে ভয়ও হইল ; ঘুমন্ত শিশু বক্ষে চাপিয়া রাখিয়া প্রস্রকর্তার মুখপানে সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিল।

মেল্মথ বলিল, “বাহা আমি বলিয়াছি, তাহাই ঠিক।” এই পর্যন্ত বলিয়া পকেট হইতে পিস্তলের অর্ধেকটা বাহির করিয়া, তৎক্ষণাৎ আবার লুকাইয়া রাখিয়া পুনরায় বলিল, “বাগ্‌বিতণ্ডা করিবার সময় নাই, কেন আমি শিশুটিকে চাহিতেছি, তাহাও বুঝিয়া দিবার সময় নাই ; ওটি আমাকে দাও, তোমার কোন বিপদ হইবে না।”

শিশু দেখিয়া ধাত্রীর আরও ভয় বাড়িয়াছিল। শিশু আমি দিব না, সে কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না, মেল্মথ তাহার ক্রোড় হইতে শিশুটিকে তুলিয়া লইল, ধাত্রী বাধা দিতে পারিল না, ভয়ে তাহার চক্ষে আপস্না লাগিতেছিল, সে বেন কিছুই দেখিতে পাইল না ; যে বৃক্ষের গায়ে বেঞ্চখানি সংলগ্ন ছিল, সেই বৃক্ষের গায়ে হেলিয়া পড়িয়া ধন ধন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল ; হুর্জিত হইল না, কিন্তু যুঁহা আসিবার লক্ষণ।

শিশুটি তখনও ঘুমাইতেছিল। সেই ঘুমন্ত শিশুটিকে আপন পুত্রের ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া মেল্মথ বলিল, “এখন ইহাকে তুমি লইয়া বাইতে পার।”

বালক ভিজ্জালা করিল, “এই অবোধ ভ্রম-পোষাশিশুকে শুকরের গহ্বরে লইয়া বাইতে আমার বারী হইতেছে ; সত্য কি তুমি আমাকে তাহাই করিতে বল ?”

বমতাশ্রুত হইয়া মেলমথ উত্তর করিল, “তোমার সেই ক্ষুদ্র ভাইটিকে স্মরণ কর। তোমার মাড়ুকোড়ে কত বড়ের শিশু, মাছুহীন হইয়া সেই শিশু একটা কারখানা-বাড়ীতে প্রাণ হারায়! ডাক্তার খারটন সেই বৃত্ত শিশুকে লইয়া কিরূপ দুর্জীবহার করিয়াছে, তাহা কি তুমি ভুলিতেছ?”

পূর্বভাবে পরিত্যাগ করিয়া, “নির্জয় হইয়া বালক বলিল, “না না, আর আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না, অবশ্যই উপযুক্ত প্রতিশোধ লইতে হইবে।”

মেলমথ বলিল, “তুমি কি তোমার মৃত জননীর নামে শপথ করিয়া উপ-
তিশোধ লইতে অস্বীকার করিতেছ? বাহা বাহা আমি তোমাকে বলিয়াছি, মায়ী-দয়ী পরিত্যাগ করিয়া আমার সেই আদেশ পালন করিবে, জননীকে স্মরণ করিয়া তৎপক্ষে তুমি কি এই শপথ করিতে পার?”

বালক বলিল, “ধর্মতঃ আমি শপথ করিতেছি,—জননীকে স্মরণ করিয়া আমি শপথ করিতেছি, অবশ্যই আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব।”

সজল-নয়নে গদগদস্বরে মেলমথ বলিল, “তবে এখন তুমি যাও,—জন্ম-শোধ বিদায়। আর আমাকে তুমি দোখিতে পাইবে না!—তোমাকে আমি প্রাণ তুল্য ভালবাসি, সে ভালবাসা তুমি মনে করিয়া রাখিও!” এইরূপে বিদায় লইয়া পুত্রবৎসল পিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়-পুত্রের দিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল।

কম্পিত করুণ-কণ্ঠে বালক বলিল, “বিদায় হইলাম! তোমার স্নেহ, তোমার ভালবাসা চিরদিন আমার স্মরণ থাকিবে!”—ঐ কথাগুলি মেল-মথের কর্ণে প্রবেশ করিল, কিন্তু সে আর পুত্রের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। বালক চলিয়া গেল।

অল্পকণ পরে অর্ধ-মূর্ছিতা ধাত্রীর পূর্ণ চৈতন্ত্য কিরিয়া আসিল, পাগলিনীর মত উদ্ভাস-নয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, শিশুটিকে দেখিতে পাইল না; বাহার কোলে শিশু, তাহাকেও দেখিতে পাইল না। দেখিল তবে কি?—যে লোক ইতিপূর্বে শিশুল দেখাইয়া তাহাকে ভয়বিহ্বল করিয়াছিল, উগ্র-মূর্তিতে সেই ভয়ঙ্কর লোক তাহার নিকটে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ধাত্রীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া গভীর-স্বরে মেলমথ বলিল, “শোনো আমার কথা। তোমার মনিবের বাড়ীতে কিরিয়া যাও, তাহাকে গিয়া বল, শিশুটি চুরী গিয়াছে; তোমার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য একজন লোক সেই

শিশু কাড়িয়া লইয়াছে। তাহাকে আরও বলিও, হোয়াইট্ চ্যাপেলের শ্রমনিবাসে তুমি একবার যে লোকটির চিকিৎসা করিয়াছিলে,—বে লোক সেই নিবাসের পাগলা-গারদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, বাহার মৃত শিশুকে সমাধি না দিয়া তুমি নিজের অজ্ঞাপারে আরকে ভিজাইয়া রাখিয়াছ, সেই লোক তোমার শিশুটাকে লইয়া গিয়াছে। হাঁ, তোমার মনিবকে এই সব কথা বলিও ;—আরও বলিও, বাহাদের হস্তে সেই শিশু এখন পড়িয়াছে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাদিগকে তুমি দেখিতে পাইবে না ; দক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিলেও সে ছেলের সন্ধান তুমি করিতে পারিবে না ;—কেহই পারিবে না। সংসারে যত প্রকার দুঃখ-কষ্ট থাকা সম্ভব, সেই ছেলে অহ-রহ তাহা ভোগ করিবে ; পৃথিবীতে যত প্রকার পাপকার্য আছে,—চুরী, ডাকাতি, মাত্লামী, খুন, ইত্যাদি সকল প্রকার পাপকার্যে সেই ছেলে যখন বিলক্ষণ পরিপক্ব হইয়া উঠিবে, তখন তাহার রক্তকেরা তাহাকে তোমার কাছে পাঠাইবে ; যদবধি তাহার সকল প্রকার দুঃখভোগ ও সকল প্রকার পাপশিক্ষা না হয়, তদবধি তুমি তাহাকে দেখিতে পাইবে না।”

কথাগুলি বলা শেষ হইল, খাজী নীরব হইয়া আতকে আতকে সকল কথাই শুনিল, কি সে ডাবিল, কি কথা বলিবার ইচ্ছা করিল, সে দিকে ভ্রক্ষেপ না করিয়া যেমতমত সে স্থান হইতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল। খাজী আর তাহাকে দেখিতে পাইল না।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

অন্তিম সাক্ষাৎ।

পরদিন বেলা ছই প্রহরের সময় রাজকুমারী এমেলিয়া উইণ্ডসর ক্যাসেল হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া অস্থিরচরণে ময়দানের দিকে চলিলেন।

আহা! রাজকুমারীর আর সে শ্রী নাই! অবয়বের লাবণ্য, বদনের আরক্ত রাগ, বেশবিক্রাসের পারিপাট্য, সমস্তই পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! পার্থক্য মহাশয় প্রথমে যখন এই কুমারীকে দর্শন করিয়াছিলেন, তখন যৌবনের ছটা, বিলাসিতার বটা ও অকরাগের শোভা দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এখন সমস্তই তিরোহিত! কত দিনে এরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে উত্তর পাইবেন, অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই দুর্দশা!

কুমারীর দুখখানি বিষয়। কি নিদারুণ চিন্তা, কি সাজাতিক বিবাদ, কি মর্যাদাসিক যন্ত্রণা তাঁহার অন্তরসাগরে গুপ্তভাবে তরলিত, অপরে তাহা অনুভব করিতেও অক্ষম।

কল্পনাপথে প্রায় আইসে, হঠাৎ এ প্রকার অস্বাভাবিক পরিবর্তনের হেতু কি?—যাহার প্রণয়ে মন মলিয়াছিল, কুমারী তাহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, কেবল সেই কারণেই এতদূর হইতে পারে না; তিনি বুঝিয়াছেন, সেই প্রণয় বিষময়; যে প্রণয়কে তিনি স্বর্গীয় প্রণয় জ্ঞান করিয়াছিলেন, এখন জানিতেছেন, সেটা স্বর্গ নহে, বিভীষণ নরককুণ্ড।

এমেলিয়ার হৃদয়ে এখন অবধি আর কি প্রকারে আশঙ্ক স্থান পাইতে পারে? কি স্থখের আশায় তিনি ভ্রার এখন প্রাণপ্রার্থন করিতে পারেন? যদিও সর্বদা মণির চকমক করে, তাহাতে কি সুখ? হৃদয় পুড়িয়া থাকে হইয়া যায়! রাজবংশের গৌরব, রাজসম্মানের দীপ্তি তাঁহার পক্ষে এখন ঘোর অন্ধকারময়। তিনি যে কেবল নিজের গুপ্তপ্রণয়ের গুহ্য বৃত্তান্ত গোপন করিয়া অন্তরানলে দগ্ধ হইতেছেন, তাহাও নহে, তাঁহার পিতার একটা

ভয়ানক গৃহ-বৃত্তান্ত তাঁহার জ্ঞাতসার হইয়াছে ; একসঙ্গে উভয় গুপ্ত অনলের বিবম জালা । সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ডকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন ; অন্ত-ভাবে ভালবাসা নয়, প্রেমভাবে ভালবাসা ; এখন জ্ঞানিতে পারিয়াছেন, সার রিচার্ড বর্তমান রাজার ঔরসপুত্র ; তাহাতেই প্রশ্নে হতাশ, এইটুকু তাঁহার নিজের সম্বন্ধে ; তাঁহার পিতার গৃহ-বৃত্তান্তটা কিরূপ ? অভাগিনী হানা লাইটফটকে রাজা তৃতীয় জর্জ গুপ্তভাবে প্রেমবিধি করিয়াছিলেন, সেই লাইটফটকের গর্ভে রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ডের জন্ম । যে দিন উইন্ডসর ক্যাসেলে টিম্ মিগেলস্ ও লেডী লিটিসিয়া উপস্থিত হইয়া, ঐ গৃহব্যাপারের কথা তুলিয়া রাজাকে ভয় দেখাইয়াছিল, রাজকুমারী এমিলিয়া সেই দিন গোপনে দাড়াইয়া সেই সকল গুপ্তকথা শুনিয়াছিলেন । তাহাতেই তাঁহার অন্তরাশ্রয় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল । উঃ ! ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের মহিমা-বিত নরপতি তৃতীয় জর্জ একজন পাপাসক্ত রাজস । একটি নিরপরাধিনী সুলীলা সরলা প্রেমবিমুক্তা অবলাকে বিবাহ করিব বলিয়া লোভ দেখাইয়া তিনি তাঁহার ধর্ম্য নষ্ট করিয়াছিলেন, সেই ব্যভিচারের ফল রিচার্ড-ষ্ট্যানফোর্ড । যুথের কথা নহে, বিষ্টার মিগেলস্ একখানা দলীল বাহির করিয়া রাজাকে দেখাইয়াছিলেন, বৃদ্ধ রাজা তদর্শনে কম্পিত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়াছিলেন ।

পিতা যৌবনমদে মত্ত হইয়া ব্যভিচার-পাপে কলঙ্কিত, রাজবংশের নামেও কলঙ্ক ; কুমারী এমিলিয়া সেই ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আরও অনেক কথা শ্রবণ কারিয়াছিলেন ; তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা (বর্তমান প্রিন্স অব ওয়েলস্) নানাপ্রকারে পাপাসক্ত, তাঁহার ভগ্নী সোফিয়া কুমারী অবস্থায় একটি জারজ শিশুর জননী, তাঁহার অন্তান্ত ভ্রাতা ও অন্তান্ত ভগ্নীর চরিত্রেও তাঁহার হৃৎ-প্রকাশের বিশেষ নিদর্শন নাই । এই সকল কারণেই কুমারী এমেলিয়া মর্মান্তিক বাতনায় অবসর । এমন অবস্থায় তাঁহার প্রভু যৌবনকুমার যে দিন দিন শুক হইয়া যাইতেছে, তাহা আর রিচার্ড কি ?

তাহা ত বিচিত্র নহে, কিন্তু এমিলিয়া সেই অবস্থায় এত তাড়াতাড়ি ময়দানে প্রবেশ করিতেছেন কি জন্য ?—সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ডের সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিবার জন্য ।

উইন্ডসর পার্কের একপ্রান্তে নিভৃতস্থানে একখানি বেঞ্চের উপর সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ড বিষমবদনে বলিয়া আছেন, রাজকুমারী তাঁহার সম্মুখে

গিয়া দাঁড়াইলেন । মুখ তুলিয়া চাহিয়া সার রিচার্ড বলিলেন, “এমিলিয়া ! আলিয়াছ, বেশ করিয়াছ, বোসো ।”

রাজকুমারী বলিলেন । অল্পকণ মৌন থাকিয়া সার রিচার্ড ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, “খেলাধুলা ফুরাইয়া গিয়াছে ! সমস্তই আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমিও জানিতে পারিয়াছ ; বাহাতে আর বেশী চলাচলি না হয়, তাহার উপায় করাই এখন কর্তব্য । আমি আর ইংলণ্ডে থাকিব না, জন্মের মত জঙ্গলুমি পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া বাইব, এইরূপ সংকল্প করিয়াছি ।”

কাতরনয়নে চাহিয়া মুহূৰ্ত্তে কুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কোন দেশে বাইবে ?”

রিচার্ড ।—তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই । এ দেশে থাকিব না, কেবল ইহাই অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি ।

এমি ।—ভাল । যেখানেই যাও, যেখানেই থাক, পরমেশ্বর তোমাকে সুখে রাখুন, তাঁহার ইচ্ছার তোমার মঙ্গল হউক, তাহা হইলেই আমি এক-প্রকার—না না,—আমি আর কি করিব ?—হয় ত আত্মবিসর্জন করিয়া ধরণীগর্ভে প্রবেশ করিব ।

রিচার্ড ।—সে কি ?—দোহাই ! পরমেশ্বর !—অমন কথা মনে আনিও না ।”

এমি ।—আমি পাপ করিয়াছি, আমি কলঙ্কিনী হইয়াছি, আমার জঙ্গলুমি দেশত্যাগী হইয়া বাইতেছ, আমি আর এ পৃথিবীতে থাকিয়া কলঙ্কিত দেহভার বহন করিতে পারিব না ।

রিচার্ড । কি পাপ তুমি করিয়াছ ?—যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার জ্ঞানকৃত পাপ নহে । কে আমি, আমার সঙ্গে তোমার কি সঙ্কল্প, তাহা তুমি জানিতে না ; তোমার সঙ্গে আমার কি সঙ্কল্প, তাহাও আমি জানিতাম না ; রিপূবশে আমরা উভয়েই অজ্ঞানে অহুচিত কার্য করিয়াছি । তাহাতে আর অপরাধ কি ? এখন প্রকৃত সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি, তাহাতেই সে অপরাধের ঋণ হইয়া বাইবে । ভয়ি ! প্রিয় ভয়ি ! আমি তোমার হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া ঈশ্বরের নামে নিবেদন করিতেছি, আত্ম-হত্যার সংকল্প এক মুহূৰ্ত্তের জন্তও অঙ্করে স্থান দিও না ! আত্মহত্যা মহাপাপ !”

এমি ।—(অধোবদনে যুহুস্বরে) আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখিব । চিত্তকে বাহাতে বুঝাইয়া শান্ত করিতে পারিব, অবশ্যই তাহার চেষ্টা করিব ।

রিচার্ড ।—ভগ্নি ! আমি দেখিতেছি, সহসা তোমার নিকট হইতে বিদায় হওয়া আমার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে ; কিন্তু বিদায় গ্রহণ করাই আমার দৃঢ়-সঙ্কল্প ; সেই সঙ্কল্পেই এখানে আসিবার নিমিত্ত আজ আমি তোমাকে পত্র লিখিয়াছিলাম । আমি দেশান্তরে বাইব, ইহজীবনে আর ফিরিয়া আসিব না, সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি ; তথাপি হঠাৎ বিদায় লইতে পারিতেছি না । চল, উভয়ে আমরা এই মন্বদানে একটু বেড়াই ।

উভয়ে বেঞ্চ হইতে গাত্রোথান করিলেন । বে দিকে সারি সারি অনেকগুলি বৃক্ষ, যুগ্মপদে সেই দিকে তাঁহারা হাত-ধরাধরি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন । কিরংকর্ণ উভয়েই নিবৃত্ত । সহসা সন্মুখদিকে চাহিয়া রাজ-কুমারী সভয়ে চুপি চুপি বলিয়া উঠিলেন, “রিচার্ড ! দেখ দেখ, কে একটা লোক ঐ গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে । আমরা কি করি, তাহাই দেখিবার জন্য বোধ হয় লোকটা ঐখানে লুকাইয়া আছে !”

রিচার্ড ।—(সেই দিকে চাহিয়া) কৈ ?—কে আছে ?—কেন আসিবে ?—কেন আমাদের উপর নজর রাখিবে ?—আমরা কাহার কি করিয়াছি ?—কেহই না ;—আচ্ছা, চল, আমরা ঐ দিক্ দিয়াই যাই । তোমার মনটা ধারাপ আছে, সেই জন্যই তুমি নানা প্রকার সন্দেহ মনে আনিতেছ ।

এমি ।—(সভয়ে) কে জানে কি, আমি কিন্তু বুঝিতেছি, যেন কিছু অলক্ষণ ;—হয় ত কোন অমঙ্গল ঘটবে, তাই ভাবিয়াই আমি বড় ভয় পাইতেছি ।

রিচার্ড ।—বুধা ভয় । আমরা এখানে বেড়াইতেছি, অন্তলোকে তাহা দেখিয়া—

এমি ।—(আরও অধিক ভয়ে) ঐ দেখ !—ঐ দেখ !—লোকটা বাহির হইয়াছে । কেমন এক রকম চাউনি দেখ !—উঃ ! চক্ষে যেন আঁধুন ।—ঐ দেখ, আমাদের দিকেই আসিতেছে ! চল, আমরা ফিরিয়া যাই ।

রিচার্ড ।—(অল্প হাস্ত করিয়া) পাগল না কি ! ফিরিব কেন ?—

কেহই আমাদের উপর নজর রাখিতেছে না; কাহারও গুপ্তচর আমাদের পাছ লইবে, তাহাও অসম্ভব ।

দেখিতে দেখিতে লোকটা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল । শুভ্র মুকরিয়া পিতলের আওয়াজ । রাজকুমারী কাদিয়া উঠিলেন । বিকট চীৎকার করিয়া রক্তাক্তকলেবরে সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ড তৎক্ষণাৎ ভূতলশায়ী । আবার পিতলের আওয়াজ । রাজকুমারী মনে করিলেন, এইবার বুঝি আমাদেরও মারিল । প্রাণভয়ে কম্পিতা হইয়া নিমেষমধ্যেই তিনি ধরাশায়িনী হইলেন ; প্রাণভয়েই মূর্ছিতা !

সার রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ড রক্তে ডুবিয়া পড়িয়া রহিলেন, প্রাণবায়ু বহির্গত ! অল্প দূর আর একটা লোক জীবনশূন্য হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে । পিতলের নদী মুখের ভিত্তর রাখিয়া কল টিপিয়া দিয়াছিল, তালু ভেদ করিয়া গুলী বাহির হইয়া গিয়াছে, মুখের মাংস, চর্ম ও মাথার খুলী উড়িয়া গিয়াছে । লোকটা কে, তাহা চিনিবার উপায় নাই ।

তুই জন লোক সেই পিতলের আওয়াজ শুনিয়া সেই স্থানে ছুটিয়া আসিল, ঐ রক্তারক্তি দেখিল, রাজকুমারীকে চিনিল, অজানাবস্থায় তাঁহাকে উইণ্ডসর ক্যাসেলে প্রেরণ করা হইল ; লোকেরা কিন্তু সেই বিকৃতাকৃতি মৃত লোকটাকে চিনিতে পারিল না ।

লোকেরা চিনিতে না পারুক, পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন, লোকটা সেই জেম্‌স্‌ মেল্‌মথ । প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে খুন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া জেম্‌স্‌ মেল্‌মথ উইণ্ডসর পার্কে লুকাইয়া ছিল, প্রিন্সকে দেখিতে পায় নাই, ভ্রমক্রমে রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ডকে খুন করিয়া স্বয়ং আত্মহত্যা করিয়াছে !

পাঠক মহাশয় স্মরণ করিতে পারিবেন, প্রিন্স জর্জ আর রিচার্ড ষ্ট্যানফোর্ড, উভয়ের চেহারা অবিকল একরূপ ; সুতরাং প্রতিদোষগিপাসী মেল্‌মথ লুকাইত স্থান হইতে ষ্ট্যানফোর্ডকে প্রিন্স মনে করিয়া ভ্রমক্রমেই খুন করিয়া কেলিয়াছে !

সপ্তপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ।

চিকণ-চৰ্ম্মাবৃত্তা ভুজঙ্গিনী ।

যে দিন যে সময়ে উইণ্ডসর পার্কে ঐরূপ হত্যাকাণ্ড হয়, সেই দিন সেই সময়ে ক্যাভেণ্ডিশ কোয়ার্টারের মনোহর নিকেতনে লর্ড হোল্ডারনেস ও লেডী হোল্ডারনেস আপনাদের বৈঠকখানায় একাগ্রনে বসিয়া গল্প করিতে-ছিলেন... লেডীর বদনমণ্ডল দিব্য প্রফুল্ল, লর্ডের বদনমণ্ডল বোর বিবাদ-মেঘে সন্মোহিত ; অত্যন্ত বিষন্ন ।

লেডীর হস্তে একখানি খবরের কাগজ। এক একবার সেই কাগজ-খানি তিনি দেখিতেছেন, আর এক একবার মুখ তুলিয়া স্বামীর বিষন্ন বদন-দর্শনে স্থগায় ও ক্রোধে জলিয়া জলিয়া উঠিতেছেন। লর্ড হোল্ডারনেস বেষ জানেন, যে পাপকার্য্য তাঁহারা করিয়াছেন, তজ্জন্ত তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন। কখন কি হয়, সেই ভাবনার তিনি সর্ব্বক্ষণ স্মিয়মান। ক্ষুদ্র, শিশুকে প্রবোধ দিয়া লোকে যেমন শাস্ত করিবার চেষ্টা করে, লেডী হোল্ডারনেস সেইরূপে স্বামীকে অভয় দিয়া শাস্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন।

ধানিকল্প চূপ করিয়া থাকিয়া, স্বামীর মুখের দিকে হুঁকিয়া, বিরক্ত-ভাবে লেডী হোল্ডারনেস বলিলেন, “ওয়াল্টার ! এখনও তোমার ভয় হুঁচিল না ? এত বুঝাইলাম, এত যুক্তি দেখাইলাম, তাহাতে কি তোমার প্রত্যয় জাম্বল না ? এখনও তোমার মুখখানি সেইরূপ বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে ? দিবারাত্রি তুমি যেন ভুতের তরে কাঁপো ! কি বলিয়া তুমি লোকের কাঁছে মুখ দেখাও ? কোন্ লজ্জার পুরুষ বলিয়া পরিচয় দাও ?”

লর্ড হোল্ডারনেস একান্ত নারীদাস। কারুণ্যান্বাকে তিনি ভয় করেন। ক বুণান্দা তাঁহাকে গালাগালি দেন, তিরস্কার করেন, তাহার বিনিময়ে লর্ড তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে ভালবাসেন। কারুণ্যান্দা তাঁহাকে যে কথা বলিলেন, তাহাতে তাঁহার একটু দাহস হইল ; তিনি উত্তর করিলেন, “তুমি যখন বলিতেছ, কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, তখন আর আমার ভয় কি ? তোমার সাহসেই আমার সাহস ; পাছে তোমার কোন শিশু মরে, সেইজন্যই আমার

ভয়। তুমি যখন অভয় দিতেছ, তখন আর আমি ভয়ের কথা মনে আনিব না।”

লেডী।—ওঃ। বাহাদুর!—বীর বাটে তুমি।

লর্ড।—কেম তুমি আমার উপর ওরকম দ্বন্দ্ব কাড়িতেছ? আমি তোমার আজ্ঞাকারী; বাহা যখন তুমি আমাকে বলিয়াছ, তখন আমি তাহা করিয়াছি, এখনও তাহাই। বাহা তুমি বলিবে, তাহাই আমি করিব। ভাবিয়া দেখ, ফোর ট্রীটের সেই বড়ী ধাত্রীকে তুমি খুন করিয়াছ, আমি তোমার সেই কার্যে সহায়তা করিয়াছিলাম; যদি আমি তোমার আজ্ঞাকারী না হইতাম, তাহা হইলে কি সে একর ভয়ঙ্কর কার্যে আমি মাথা দিতাম?

লেডী।—(অভিযানে ক্রুদ্ধবরে) তোমার স্বীর প্রাণরক্ষা করা কি তোমার কর্তব্য কার্য নহে? জন্মাদের হস্তে তোমার স্বীর প্রাণ যাইত, তাহা হইলেই কি তুমি সুখী হইতে?

লর্ড।—(সভরে বৃদ্ধবরে) তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তোমাকে রক্ষা করা আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য।

লেডী।—হাঁ, সেই কথাই বল। আরও মনে কর, ডডলীকে খুন করা হইয়াছে। এক চিলে দুই পক্ষী যারিবার সুবিধা। তাহাকে কে খুন করিল, ঠিক প্রমাণ না হওয়াতে অবস্থাগত প্রমাণে আর্থর ইটন আসামী হইয়া দায়রা-সোপর্দ হইয়াছে, দায়রার বিচারে তাহার কাসীর হুকুম হইবে। ধাত্রীকে আমি খুন করিয়াছি, ডডলীকেও আমি খুন করিয়াছি, কিন্তু দেখ দেখি, আমার বুদ্ধির কেমন ষোড়; কেহই আমার গাত্র স্পর্শ করিতে পারিল না।

লর্ড।—সে কথা সত্য,—সে কথা সত্য; ওল্ডবেলী আদালতে আর্থর ইটন যখন আসামী-মকে দাঁড়াইবে, অবস্থানতিকে তখন হয় ত মোকদ্দমার প্রকৃতি ফিরিয়া আমাদের উপরেই অপরাধ দাঁড়াইবে। কেন না, ডডলীকে খুন করিবার সময় আমিও তোমার সাহায্য করিয়াছি, চুপি চুপি ইটনের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্রাক হইতে ছুরী বাহির করিয়া আমিই তোমাকে আনিয়া দিয়াছিলাম। প্রমাণের গতিকে আমাদের বস্তকে অপরাধটা ঘুরিয়া পড়িতে পারে।

লেডী।—অসম্ভব।—পূর্বেই তোমাকে বলিয়া রাখিয়াছি, আমার

উপরে কিংবা তোমার উপরে অপরাধ পাড়াইবার সম্ভাবনা নাই। এই খবরের কাগজখানা আমার হাতে দেখিতেছ, এই কাগজে একটা বিশেষ খোঁসখবর আছে :—কারোলাইন ওয়ালটার মরিয়া গিয়াছে। এই লণ্ড, কাগজখানা তুমি নিজেই পড়িয়া দেখ। কারোলাইন যদি বাচিয়া থাকিত, তাহা হইলে সেই খবরের সত্যকথা প্রকাশ হইতে পারিত ; কেবল তাহা-কেই আমার ভয় ছিল। গত কল্যা নিউপেট-কারাগারে কারোলাইনের প্রাণ গিয়াছে, আমার ভয়ের হেতুও উড়িয়া গিয়াছে।

লর্ড।—আজ্ঞা, মনে কর, কারোলাইন যখন বাচিয়া ছিল, তখন যদি কারাগারের মধ্যে আর্থর ইটনের সহিত দেখা করিয়া দকল কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কি হইবে? যদিও আমার উপর ইটনের কোন প্রকার সন্দেহ নাই, কিন্তু তোমার উপর তাহার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। কারোলাইনের মুখে যদি—

লেডী।—না না,—কারাগারে তাহাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই; হওয়া সম্ভবও নহে। তাহা যদি হইত, মরণকালে কারোলাইন অবশ্য সে কথার উল্লেখ করিত; এই খবরের কাগজেও তাহা লেখা থাকিত; পুলিশের লোকে এতক্ষণে আমাদের দুই জনকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইত।

লর্ড।—তাহা বটে,—তাহা বটে;—তবুও আর্থর ইটন বড়ক্ষণ পর্য্যন্ত সাজা না পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা নিরাপদে থাকিতে পারিব না।

এই কথা শুনিয়া লেডী হোল্ডারনেসের নির্ভর হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল, লর্ড নিজেও অধিক ভয় পাইয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন। এই সময় একজন ভৃত্য সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, “একটি লোক আসিয়াছে, সেই লোক আগুনাদের উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চায়।”

ভৃত্যের মুখপানে চাহিয়া কায়শান্কা হকুম দিলেন, “সেই লোককে উপরে লইয়া আইস।” ভৃত্য চলিয়া গেল। কায়শান্কা তখন স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার মুখ আরও বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সর্কাক ধরধর করিয়া কাঁপিতেছে, কথা কহিবার শক্তি নাই। এই ভাব দেখিয়া চতুরা লেডী স্বামীর বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক দাঁড় করাইয়া দ্রুত ঘরে বলিলেন, “তুমি এখনি ঐ ঘরের মধ্যে যাও।” এই বলিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া পাশের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সেই ঘরের দরজা ভেঙাইয়া দিলেন, অতঃপর রাত্তার দিকের গবাক্ষের কাছে গিয়া দেখিলেন, বাড়ীর বাহিরে তিন জন পুলিশের

লোক ; তুই জন রাখার ধারে ঘুরিতেছে, আর একজন গ্যাস-লাইটের খুঁটা
ঠেস দিয়া পাড়াইয়া আছে।

কার্বান্দার গুরু লেডী হোল্ডারনেস্ সুচিকণ চম্বাওয়া কালভুজদিনী।
অনেক দিন অবধি পাপকার্যে অত্যন্ত পাপ করিয়া ভয় পায় না, সাহস অব-
লম্বন করিয়া মনের পাপ মনেই চাপিয়া রাখে, বাহিরের সকলের কাছে দিব্য
হাসিখুসী দেখায় ; কিন্তু এই দিন ঐ তিন মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার হৃদয়
কাঁপিল ; সে তখন নিশ্চিত ভাবিল, এইবার আমাদের লীলা খেলা
ফুরাইয়া গেল।

গবাক্কের নিকট হইতে কিরিয়া আসিয়া ভুজদিনী আপনার পূর্বাসনে
পুনরায় উপবেশন করিল ; সেই সময় পূর্বকথিত ভৃত্য একজন পুলিশের
লোককে তাহার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

লোকটাকে দেখিয়াই কার্বান্দার ভয় হইল, কিন্তু তাহার অঙ্গ কম্পিত
হইল না, কণ্ঠস্বরও জড়াইয়া আসিল না,—দিব্য শান্তভাবে পরিকার বাকেন
লোকটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখানে তোমার কি কার্য ?”

কন্টেবল উত্তর করিল, “বিশেষ গুরুতর কার্য ;—আপনাকে আমি তাহা
সুধাইব ; কিন্তু লর্ড হোল্ডারনেস্ এইখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার সাক্ষা-
তেই সকল কথা প্রকাশ করা আমার কর্তব্য।”

কার্বান্দার বৃকের ভিতর কম্প, মনের ভিতর কৃত-পাপের আন্দোলন,
বাহিরে কিন্তু দিব্য প্রশান্ত ভাব ; পদমর্যাদার অক্ষরণ গাভীর্য ; তাহার মুখে
আবার প্রশ্ন হইল, “তোমার কার্যটা কিরূপ ?”

পুলিস-কন্টেবলের নায় ক্রলী। কার্বান্দার শান্তমূর্ত্তি দর্শনে তাহার
বিশ্বস্ত জন্মিল। কিছু কুণ্ঠিত হইয়া ক্রলী উত্তর করিল, “বাহা আমার বলিবার
আছে, লর্ড বাহাদুরের সম্মুখেই তাহা বলিব। তিনি কি বাড়ীতে
আছেন ?”

লেডী বলিলেন, “আছেন। তুমি এইখানে একটু বসো, আমি তাঁহাকে
ডাকিয়া আনিতেছি।”

ক্রলীকে এই কথা বলিয়া লেডী হোল্ডারনেস্ পার্শ্ব-গৃহের দরজা খুলিয়া
সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দরজা পূর্ববৎ ভেজাইয়া রাখিলেন।

লর্ড হোল্ডারনেস্ ইত্যগ্রে যেন দ্রুতবৎ হইয়া ছিলেন, পুলিশ-কন্টে-
বলের সহিত লেডী-হোল্ডারনেসের যে কয়েকটি কথা হইয়াছিল, দরজার

ছিদ্রে কর্ণ রাখিয়া তাহা তিনি প্রবণ করিয়াছিলেন ; সেই সময় তাহার অন্তরে কিঞ্চিৎ সাহস আসিয়াছিল । অন্তকালে স্বামীর মুখে সাহসের লক্ষণ দেখিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দে চুপি চুপি লেডী বলিলেন, “সব আশা ফুরাইয়াছে ।”

লর্ড ।—হাঁ, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি, কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া তোমাদের কথা আমি শুনিয়াছি । তুমি—

লেডী ।—ঐ লোকটা পুলিশের কন্টেবল, তাহা তবে তুমি জানিতে পারিয়াছ । আমি আরও কিছু বেশী জানিয়াছি । পুলিশের আরও তিন জন লোক বাড়ীর বাহিরে পাহারা দিতেছে ; আমাদের উত্তরকে গ্রেপ্তার করিবে, ইহাই তাহাদের দৃঢ় সংকল্প ।

লর্ড ।—তবে এখন আমরা কি করিব ? বাচিয়া থাকিলে নিস্তার পাইব না । এসো আমরা দুজনেই মরি ! হায় ! আমাদের ভাগ্যে এই ছিল ! আমার পুত্রকন্ডাগুলি অনাথ হইল । তাহারা—

লেডী ।—দেখ ওয়াল্টার, বুধা বিলাপ করিও না,—বিলাপ করিবার সময় নয় !—আমরা যদি—

লর্ড ।—বুঝিয়াছি,—বুঝিয়াছি ; আমাদের দুজনেই মরিতে হইবে ; এখন যদি না মরি, তাহা হইলে দুই সপ্তাহের মধ্যে আমাদের ভাগ্যে অভিভবকর মৃত্যু সংঘটিত হইবে ! মরিবই মরিব ; কিন্তু কি রকমে মরা যার ?—মরণের উপায় কি ?

বক্ষাবস্ত্রের মধ্য হইতে ছোট ছোট দুটি শিশি বাহির করিয়া ফাংগান্দা বলিল, “এই দেখ উপায় ! আমি জানিতাম, মরিতেই হইবে, অতএব পূর্ব হইতেই বিধি জোগাড় করিয়া রাখিয়াছি ! একাকিনী মরিব, তোমাকে ভুলিয়া যাইব, তোমাকে ফেলিয়া যাইব, তেমন স্বার্থপর মেয়ে আমি নই ;—এই দেখ দুই শিশি ।”

দুইজনে দুটি শিশি হস্তে ধারণ করিলেন । লর্ড হোল্ডারনেস বলিলেন, “প্রিয়তমে ! জগৎশোধ একটিবার চুঘন দাও ! আহা ! ফাংগান্দা ! যদি তোমার পাপকার্যে মতি না হইত, তবে আমরা ইহ সংসারে অনেক দিন পরম সুখে থাকিতে পারিতাম । সুন্দরি ! আজ আমি তোমাকে পরম সুন্দরী দর্শন করিতেছি । পূর্বে এক দিনও আমি তোমার এমন সুন্দর রূপ দেখি নাই ! চিরদিন তুমি সুন্দরী, আজ কিন্তু তোমার সেই সৌন্দর্য্য কতখানি বাড়িয়াছে, আমার চক্ষুই তাহা জানিতে পারিল !

কাপ্তান লর্ড হোল্ডারনেস সেই মানবীরূপিনী কালসর্পিণীকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া গাঢ় অগ্ন্যুত্তাপে বার বার চুষন করিলেন । ওষ্ঠ-চুষনের পরেই উভয়ের বিবের শিশি চুষন, নিমেষমধ্যেই কল কল ।

ক্লেী ওষিকে সম্মুখের গৃহে অনেকক্ষণ লর্ড-লেডীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল, অসম্ভব বিলম্ব ঘেঁষিয়া শশব্যস্তে আসন হইতে উঠিয়া, ধাক্কা দিয়া পাশের ঘরের দরজা খুলিয়া ফেলিল ; গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল ; দেখিল কি ?—সোফার উপরে কারুণাক্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহার মাথাটা এক ধারে ঝুলিয়া পড়িয়াছে,—সোফার নিকটে কারুপেটের উপর তাহার স্বামী চিত হইয়া পড়িয়া আছেন । উভয়েরই জীবন বহির্গত । হঠাৎ মরণের সাক্ষী দুটি শূন্যগর্ত শিশি !

উপসংহার ।

যে দিন লর্ড হোল্ডারনেস ও লেডী হোল্ডারনেস আত্মহত্যা করিলেন, তাহার পরদিন ওল্ডবলীর সেলন কোর্টে অমরবেল আর্থর ইটনের মোকদ্দমা উঠিল। উইলিয়ম ডডলীকে খুন করা অভিযোগ ; সে কথা পাঠক মহাশয়ের স্মরণ আছে। আসামী-পক্ষের ব্যারিষ্টার এক অদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ইটনকে নির্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। আর্থর ইটন যে প্রকারে কার্ণান্দাকে ব্যাভিচারিণী করিয়া অবশেষে তাহাকে পরিভ্রাণ করিয়াছিলেন, কার্ণান্দা যে প্রকারে প্রতিশোধ লইবার জন্য ইটনের সর্দার খানসাহা উইলিয়ম ডডলীকে ঘৃণ দিয়া হস্তগত করিয়া মৃদু বিষপ্রয়োগে ক্রমে ক্রমে ইটনের প্রাণ সংহার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ইটন যে প্রকারে বিবের সন্ধান পাইয়া বিষ-নাশক ঔষধ অবগত হইয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, ব্যারিষ্টার একে একে তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া জজ সাহেবকে বুঝাইয়া দেন। আরও—সেই কার্ণান্দা ফোরস্টারের বুদ্ধা ধাত্রী বিবি লিঙলীর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া সন্তান প্রসব করিয়াছিল, ধাত্রীর সঙ্গে যোগ করিয়া সন্তোজাত শিশুকে টেমস্ নদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, লিঙলীকে ও ডডলীকে খুন করিবার সংকল্প করিয়াছিল, কারোলাইন ওয়াল্টার গর্ভাবস্থায় সেই ধাত্রীর নিবাসে অবস্থান করিয়া কার্ণান্দার সহিত আলাপ করিয়াছিল, ধাত্রী-নিবাসে যে সকল কুৎসিত কাণ্ড হয়, ধাত্রী যে প্রকারে খুন হয়, তাহাও সে জানিত, ধাত্রীর খুনের দায়ে কারোলাইন ধরা পড়ে, ইটন যখন ডডলীর খুন-দায়ে নিউগেটের হাজতে ছিলেন, কারোলাইনও মিথ্যা খুনদায়ে সেই সময় সেই কারাগারে হাজতে ছিল, কারাগারের মধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, কারোলাইন সমস্ত সত্যকথা ইটনকে বলে ; ব্যারিষ্টার সেই সকল বৃত্তান্ত আদালতে ব্যক্ত করেন ; কার্ণান্দাই ডডলীকে ও ধাত্রীকে খুন করিয়াছিল, তাহার স্বামী লর্ড হোল্ডারনেস সেই দুই খুনের ব্যাপারে তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন, পরিশেষে কাঁসী বাইবার ভয়ে তাহার স্ত্রী-পুরুষে আত্মহত্যা করিয়াছেন, ইহাই সত্য ঘটনার মাতক্সর প্রমাণ। অতএব আর্থর ইটন সসন্দেহে বেকসুর খালাস পাইলেন।

ইটনের খালাসের পর তুর্জির ডাকাত মাগ সন্ধান ও রিগ বেগারম্যানের বিচার। সমুদ্রপথে বোম্বেটে কাহাকে দস্যতা ও নরহত্যা করা অপরাধ।

বিচারে তাহাদের উত্তরের ফাঁসীর হুকুম হয় ; কিন্তু তাহারা হতাশ হয় নাই । প্রিন্স অব ওয়েলস্ যে রাতে একওয়ার রোডে কুয়ারী পগিনের সতীহ নাশ করিবার চেষ্টা করেন, সেই রাতে কারোটিপোল সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার ভয় দেখায় ; সেই জন্য তিনি তাহাকে এই মর্মে একখানা দলীল লিখিয়া দেন যে, “ম্যাগস্ম্যান ও বেগারম্যান যে অপরাধে ধরা পড়িয়াছে, সে অপরাধে তাহাদের প্রাণদণ্ড হইবে না, তজ্জন আমি দ্বারী রহিলাম ।”—আসামীদের আশা রহিল, এই দলীলের জোরে তাহাদের দণ্ডলাঘব হইবে ।

পাঁচক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারিবে, হাজতে বাইবার পূর্বে কারো-লাইন ওয়ালটার তাড়াতাড়ি উকীল রিগ্‌ডেন সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছিল, আলফ্রেড নামে এক বালক তোমার বাটী হইতে লর্ড ক্লোরিমেলের স্বলীলপত্র চুরি করিয়াছে ; সেই আলফ্রেড এখন হর্শলী ডাউনের এক মদের দোকানে অবস্থিত করিতেছে । মিস্ প্রাইস নামী এক স্ত্রীলোক সেই দোকান চালায় । সেইখানে বিস্তর বদ্‌ম্যারেস লোকের আড্ডা । সেই পত্র পাইয়া মিষ্টার রিগ্‌ডেন প্রথমে কিছু চেষ্টা করেন নাই, ম্যাগস্ম্যান ও বেগারমানের বিচারের সময় তিনি সেই কথা মনে করিয়া বো-ষ্টীট পুলিশে উপস্থিত হন, এই মর্মে একজাহার দেন যে, হর্শলী ডাউনের মিস্ প্রাইসের মদের দোকানে আলফ্রেড নামে এক বালক আছে, সেই বালক আমার বিস্তর টাকা চুরি করিয়াছিল, অতএব তাহাকে ও সেই দলের অন্ত্যস্ত লোককে ধরিতে পারিলে বিশেষ বৃত্তান্ত প্রকাশ হইতে পারে ।

টাকা চুরির কথাটা রিগ্‌ডেন সাহেবের কল্পিত, সরাসর মিথ্যা ; কিন্তু পুলিশ তাহাতেই বিশেষ করিয়া গ্রেপ্তারী পরোয়াণা জারী করেন ; পুলিশের প্রধান কন্‌ষ্টেবল ক্রলী সাহেবের প্রতি আসামী গ্রেপ্তারের ভার হয় ; দলবল সহ মিষ্টার ক্রলী হর্শলী ডাউনে উপস্থিত হইয়া অনেক আসামী গ্রেপ্তার করেন ; তাহাদের মধ্যে ফাঁসীরাড়ী, ত্রিগ, মাইল, বগ্‌লোক, ডিক্ ও কিবিন্‌প্রাণ্ড, এই কয়েক জন ধরা পড়ে, মিস্‌প্রাইস ওরফে কারোটিপোল এবং আলফ্রেড বন্দী হয় । বাকী লোকেরা পলাইয়া গিয়াছিল । যাহারা ধরা পড়িল, পুলিশ অনেকবার তাহাদিগকে ধরিবার চেষ্টা কারিয়াছিল, কিন্তু সন্ধান করিতে পারে নাই । একবার মিষ্টার ক্রলী বিলক্ষণ বাহাহুরী লইলেন । আসামী গ্রেপ্তারের পর আড্ডা-বাড়ীতে খানাতল্লাসী । অবশেষে অপরাপর

জিনিসের সহিত বুঝারের দৃষ্টান্ত একখানা দলীল বাহির হয় ; যাঁহা দলীল ও বেগারমানের প্রাণরক্ষার জন্য দাবী হইব বলিয়া তিনি যে দলীল লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই দলীল । ইংলেণ্ডের রাজসিংহাসনের ভারী উত্তরাধিকারী এই অল্পত কার্যে সংলিপ্ত, এ কথা প্রকাশ না পার, ইহা স্থির করিয়া মিষ্টার জলী সেই দলীলখানা সংগোপনে গ্রিন্স অব ওয়েলসের নিকটে পাঠাইয়া দেন । দস্তাবেজের আশ-ভরসা সেইখানেই জলাঞ্জলি, তাহাদের রক্ষাকবচ হস্তভ্রষ্ট । নির্দিষ্ট দিবসে সেই দুই জন দরদর ডাকাতের কানী হইয়া গেল ।

ডাকাতের আড্ডার বাহারা গ্রেপ্তার হইয়াছিল, পুলিশে চালান হওয়াতে তাহাদের অপরাধান্তরে বেশী বেশী কারাদণ্ডের হুকুম হইল । কারোটা-পোল ও কানীরাড়ী হাকিমের কাছে কাঁদিয়া ভালাইয়াছিল, দয়া ভিক্ষা করিয়াছিল, গ্রাহ হয় নাই ।

এই হলস্থলের সময়ে আর একটা শোচনীয় কাণ্ড । লর্ড মণ্টগোমারীর নিকতনের ঠিক পার্শ্বে আর এক জন বিখ্যাত বড়লোকের বাড়ী । একরায়ে সেই বাড়ীতে রোসনাই হইয়াছিল, নৃত্য-গীত-বাদ্য হইতেছিল, বড়লোকের সমাগম হইয়াছিল ; লর্ড মণ্টগোমারী সেই সময় মার্শনেস্ বেলেগুনের দ্বারা নিকতন হইতে বাড়ী আসিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান, যে বাড়ীতে নাচের মজলীস, সুপরিচ্ছদধারী একটি বালক সেই বাড়ীর সম্মুখে যুগ্মপতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । দেখিয়াও তিনি তখন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য দিলেন না, তাঁহার ভগ্নী (লেডী ফারুগানা) ও ভগ্নীপতি (লর্ড হোল্ডারনেস) আত্মহত্যা করিয়াছেন, সেই শোকে তাঁহার চিত্ত উষ্ম ছিল, সেই কারণে সেই বালকের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা তিনি মনোযোগের যোগ্য বিবেচনা করেন নাই । বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বিশ পঁচিশ মিনিট পরে বারান্দা হইতে তিনি দেখিলেন, তখনও সেই বালক সেই বাড়ীর সম্মুখে সেই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে । তখন তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, উপর হইতে নামিয়া আসিয়া বাড়ী হইতে রাস্তার বাহির হইলেন, চকসপদে বালকের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন । বালকের হস্তে কি একটা পদার্থ ছিল, নিকটে মাছুষ আসিতেছে দেখিয়া, ভয় পাইয়া সে তখন সেই পদার্থটা আপন পকেটের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার উপক্রম করিতেছিল ; লর্ড মণ্টগোমারী ছুটিয়া গিয়া তাহার বাহ আকর্ষণ পূর্বক কঠোরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই এখানে কি করিতেছিস ? কি জিনিস লুকাইয়া রাখিতেছিস ?”—হাত ছাড়াইবার

লণ্ডন-রহস্য ।

অল্প হুড়াহুড়ি করাতে বালকের হস্ত হইতে একটা বোতল ছুটপাথের পাথরের উপর পড়িয়া যায়, বোতলটা ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া ভীষণ আওয়াজ হয়, চারিদিকে ভয়ানক অগ্নিবৃষ্টি ! ভয়ানক শব্দ শুনিয়া নাচের মজলীসের সমস্ত লোক বাহির হইয়া পড়ে, সে বাড়ীর চাকরেরা ও লর্ড মণ্টগোমারীর বাড়ীর চাকরেরাও আকস্মিক ভয়ে সেইখানে ছুটিয়া আইসে ; সকলেই দেখে লর্ড মণ্টগোমারী ও একটি বালক সম্পূর্ণ দম্ভাঙ্গ হইয়া রাস্তার উপর মরিয়া রহিয়াছেন । বালকটি কে ?—সেই হস্তভাগ্য জেমস মেলমথের জ্যেষ্ঠ পুত্র । পিতার আদেশমতে সেই বালক ঐ বাড়ীতে অগ্নিবর্ষণ করিতে আসিয়াছিল ; কার্য সিন্ধু হইল না, উত্তমেষ্ট লর্ড মণ্টগোমারীর প্রাণ গেল, নিজেও সেই সঙ্গে প্রাণ হারাইল ।

ম্যাগসম্যানের আড্ডার নাম ছিল বেগার ষ্টাফ ; এত দিনের পর সেই আড্ডাটা নির্মূল হইয়া গেল, যাহারা আড্ডায় ছিল, তাহারা ধরা পড়িয়া কারাগারে প্রবেশ করিল, কিন্তু কিবিন্‌গ্রাণ্ডের ক্ষুদ্র আড্ডাটা বজায় রহিল । মেলমথের দ্বিতীয় পুত্র ও একটি কন্যা সেই আড্ডায় থাকিয়া চুরিবিজ্ঞা শিক্ষা করিতে লাগিল । ডাক্তার থারষ্টনের ধাত্রীর ক্রোড় হইতে মেলমথ যে শিশুটি হরণ করিয়াছিল, যে শিশুটি রাজা তৃতীয় জর্জের অবিবাহিতা কন্যা রাতকুমারী সোফিয়ার গর্ভজাত ভারত পুত্র, সেই শিশুটিও সেই আড্ডার ভিক্ষাবৃত্তি চৌর্যবৃত্তি ও ব্যক্তিচারাদি পাপের শিক্ষানবীশ হইয়া রহিল ।

ফরাসী রাজ্যের যে স্বরেকজন বিদ্রোহী রাজ্য হইতে পলায়ন করিয়া ইংলণ্ডে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সেন্টক্রয়ের মার্কুইস ও মার্কুইস বিলর এবং লিবেলের ডিউক, এই তিন জন ইংলণ্ডের প্রিন্স অব ওয়েলসের কুচক্রের শীকার হন । মিষ্টার পেজের সহিত কুমন্ত্রণা করিয়া প্রিন্স অব ওয়েলস তাহাদিগকে জব্দ করিবার চেষ্টা পান । তাহাদিগকে বলা হয়, “ফ্রান্সে রাষ্ট্রতন্ত্রের পতাকা উড্ডীন হইতেছে, অতএব আপনারা এখন আপনাদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে পারেন ।” তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া প্রিন্স ওদিকে ফরাসী গভর্ণমেন্টকে সেই সংবাদ প্রেরণ করেন । মার্কুইসের ফরাসী রাজ্যের লাভে প্রদেশে পদার্পণ করিবারাত্র তথায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়, বিচার হয়, বিচারে তাহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ । এই বিশ্বাসঘাতকতার কাণ্ডে ইংলণ্ডের রাজকুমারের তিন প্রকার লাভ হয় । মার্কুইস ত্রয়ের নিকট হইতে তিনি অনেক টাকা কর্ক্স কইয়াছিলেন, তাহা

আর দিতে হইল না, ডিউক ভিলিবেল ঐ রাজকুমারকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট চল্লিশ হাজার পাউণ্ড আমানত রাখিয়াছিলেন, তাহাও আর প্রত্যর্পণ করিতে হইল না, তৃতীয়তঃ মার্কুইস্ বিলয় করাসী রাজ্যে প্রিন্স অব ওয়েলসের প্রেমনারিক। বিবি ফিজ হারবার্টের প্রেমকন্যায় মধুপান করিয়াছিলেন, সেই আক্রোশের ভয়ানক প্রতিশোধ! প্রিন্সের চক্রান্তে তিনটি সম্রাট নিরীহ লোকের শাস্ত! !

ভয় মৈত্র দেখাইয়া টিম মিগেলস্ প্রিন্স অব ওয়েলসকে বশীভূত করিয়াছিলেন, প্রিন্স তাঁহাকে চল্লিশ হাজার পাউণ্ড নগদ ও মার্কুইস্ উপাধি-প্রদানে সাহায্য করিলেন। খবরের কাগজে প্রকাশ হইল, মিষ্টার টিম মিগেলস্ এজমোরের মার্কুইস্ হইলেন। মার্কুইস্ হইয়া মিগেলস্ পরমানন্দে বীরাকনা লিউসিয়াকে (লেডী লেডকে) বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের ঐহিক সুখের সীমা রহিল না।

মিষ্টার পেজ্ প্রথমাবধি প্রিন্স অব ওয়েলসের অনেক সুকার্য্যে সহায় হইয়া অনেক উপকার করিয়াছিল, প্রিন্স তাহা স্বরণ করিয়া বার্ষিক দুই শত পাউণ্ড উপস্থতের সম্পত্তি তাহাকে দান করিলেন। মিষ্টার পেজ্ আপন স্ত্রীকে লইয়া লগুন হইতে একশত মাইল দূরে বাধনগরে বাস করিতে লাগিল।

বিবি ব্রেসের সহচরী হ্যারিয়েট ইতিমধ্যে পুলিশ-কন্স্টেবল গ্রমলীর হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল বলিয়া নিউগেট-কারাগারে হাজতবাস করিতেছিল, প্রমাণ না হওয়াতে খালাস পায়; কিন্তু নানা প্রকার যন্ত্রণাভোগ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই অভাগিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

মার্শনেস্ বেলেগুম আনন্দদিন বাঁচিয়া ছিলেন, বৃদ্ধা হইয়াও ব্যভিচার পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার দুই জন পরিচারক (রিচার্ড ও মেল্লন) তাঁহার উপপতি ছিল। অধিক বয়সে মার্শনেসের মৃত্যু হয়।

লর্ড ডেসবরার মৃত্যুর পর লেডী ডেসবরা সাত বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, মৃত্যুর পূর্বে চক্ষের সম্মুখে তিনি ভূত-প্রেতের নৃত্য দর্শন করিয়াছিলেন, ঠিক মরণকালে তাঁহার রসনা হইতে সেই ফাঁসীছেঁড়া আসামী ফিলিপ রাম্-সের নাম উচ্চারিত হইয়াছিল!

লর্ড মন্টগোমারীর জননী দুই পুত্রশোকে কাতরা হইয়া অচিরেই জীবন-লীলা সম্বরণ করেন। ওয়েষ্ট এণ্ডের এক গীর্জা প্রাঙ্গণে তাঁহার স্মরণার্থ মারবেল প্রস্তরে স্থতিস্তম্ভ নির্মিত হয়, সেই স্তম্ভগাত্রে তাঁহার সহস্র প্রকার

গুণের কথা খোদিত হইয়াছিল ; বাস্তবিক সে সকল গুণের একটি গুণও তাঁহার শরীরে বিদ্যমান ছিল না ।

লর্ড হোল্ডারনেস্ আত্মহত্যা করাতে তাঁহার দুই কন্যা অক্টেভিয়া ও পলিন্ অতিশয় শোক পাইয়াছিল । পিতৃবিয়োগের আঠার মাস পরে আর্থর ইটনের সহিত অক্টেভিয়ার বিবাহ হয় । অগ্রে করা উচিত—প্রিন্স অফ ওয়েলসের সহবাসে অক্টেভিয়ার গর্ভ হইয়াছিল, সেই গর্ভে একটি কন্যা-সন্তান জন্মে ; আর্থর ইটন তাহা জানিয়াও সেই কন্যার জননীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । যে দিন অক্টেভিয়ার বিবাহ, সেই দিন লর্ড ক্লোরিমেল কুমারী পলিনের পাণিগ্রহণ করেন ।

এই সময় রোজ কটার আপন ইচ্ছাপূর্বক জর্জ উডফলকে বিবাহ করেন । জর্জ উডফল অতঃপর ছবিওয়ালার চাকরী ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে একজন বিখ্যাত চিত্রকররূপে গণনীয় হইয়াছিল ।

এইখানে লণ্ডনের বড়লোকদিগের চরিত্র রহস্যের ইতিহাসের প্রথম স্তবক সমাপ্ত হইল । ঘটনাবলীর রঙ্গভূমিতে যে সকল নটনটীর বিশেষ বিশেষ অভিনয় চিত্রিত হইল, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক মহাশয়েরা লণ্ডন নগরের বড়ঘরের নরনারীর স্বভাব-চরিত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন । রহস্যের প্রধান নায়ক তখনকার প্রিন্স অফ ওয়েলস্ প্রিন্স জর্জ যোরতর বিলাস-বাসনার নানা কৃষ্টিয়ার অভিনয় করিয়া সকলের নিকট পরিচিত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার পাপ প্রকৃতির লাঘব হয় নাই ; তাঁহার বিবাহিতা পত্নী বরগবিকের রাজকুমারী কারোলাইনের সহিত তাঁহার কিরূপ ব্যবহার, অত্যাচার ঘটনাবলীর সহিত তদ্বিবরণ দ্বিতীয় স্তবকে প্রকাশিত হইবে ।

ইতি লণ্ডন-রহস্যে প্রথম স্তবকে

আভিজাত্য-লীলা ।



